মুসলিম বিশ্বের সুবিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থ 'সহীহ বুখারী শরীফ'-এর অনন্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ

نَصْرُ الْبَارِیْ شَرْحُ صَحِیْحِ الْبُخَارِیْ

সহজ নসরুল বারী

শরহে সহীহ বুখারী

(সপ্তম খণ্ড)

আরবী–বাংলা

[সহজ তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ]

মূল

হযরত মাওলানা উসমান গনী রহ.

শায়খুল হাদীস, মাদরাসা মাযাহেরুল উলূম সাহারানপুর

অনুবাদ সম্পাদনা

হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

শায়খুল হাদীস, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার	পাঠক বন্ধু মার্কেট
১১, বাংলাবাজার ঢাকা।	৫০, বাংলাবাজার ঢাকা।

মোবাইল ০১৭১৬ ৮৫৭৭২৮, ০১৬১৬ ১৫২৫৩৫

www.alkawsar.org

https://e-ilm.weebly.com/

নসরুল বারীর

অনুবাদ সহযোগি যারা

❖ মুফতী মুহাম্মদ রাশিদুল হক, মুহাদ্দিস, নরাইবাগ ইসলামিয়া মাদরাসা, ঢাকা।

❖ মাওলানা আবদুর রকীব, উসতাদ, জামেয়াতুর রাশাদ, মিরপুর ঢাকা।

❖ মাওলানা আবু সাঈদ, উসতাদ, জামেয়াতুর রাশাদ, মিরপুর ঢাকা।

❖ মাওলানা মুযযাম্মিল হুসাইন, মুদাররিস, হাজী ইউনুছ কওমী মাদরাসা, জুরাইন, ঢাকা।

❖ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ, বিশিষ্ট লিখক ও মুহাদ্দিস।

❖ মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল্লাহ, ফাযেল, জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ,ঢাকা।

প্রকাশক : মুহাম্মদ এণ্ড ব্রাদার্স, বাসা নং -২১৭, ব্লক ত, মিরপুর -১২, ঢাকা।

প্রথম সংস্করণ : জমাদিউস সানী ১৪৩৮ হিজরী, মার্চ -২০১৭ ঈ.

সর্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কম্পোজ : আল কাউসার কম্পিউটার্স

মূল্য : সাতশত টাকা মাত্র

মুদ্রণ : জননী প্রিন্টিং প্রেস ঢাকা

https://e-ilm.weebly.com/

সম্পাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَصَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ.

وَعَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার বিকাশ ও যাবতীয় অগ্রগতি-উন্নতি এবং সমৃদ্ধির লক্ষে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন বাণী আমরা কুরআনুল কারীম ও হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই পেয়েছি। কুরআন শরীফ হচ্ছে তাত্ত্বিক বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানী কিতাব। আর হাদিস সেই মহান গ্রন্থের বিশদ বিশ্লেষণ। অন্যদিকে সুন্নাহ্ হচ্ছে এ দু'য়ের সমন্বয়ে গঠিত মানব জাতির জন্য একটি সার্বজনীন ব্যবস্থাপত্র। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে
তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।'

হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছেঃ 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরিত্র মাধুর্যই কুরআনের বাস্তব নমুনা।'

কুরআনুল কারীম বুঝতে হলে হাদীসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লক্ষ-লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে হাদীসের গ্রন্থসমূহ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে ছয়টি হাদীসগ্রন্থ সর্বোচ্চ মর্যদায় উন্নীত হয়েছে। এগুলোকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা বিশুদ্ধতম ছয়টি হাদীস গ্রন্থ বলা হয়। এই ছয়টি কিতাবের মধ্যে বিশুদ্ধতার বিচারে দু'টি কিতাব শীর্ষস্থানে রয়েছে। এই দুটিকে পরিভাষায় 'সহিহাইন' বলে। উক্ত দুই কিতাবের মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রহ. রচিত 'সহীহ বুখারী' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি দীর্ঘ ষোল বছরের অক্লান্ত মেহনতে বিশ্বনন্দিত গ্রন্থটি সংকলনে সক্ষম হন। তাঁর ইখলাসের বরকতে কিতাবটি সংকলনের পর থেকে সর্বস্তরের উলামা-মাশায়েখের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থের তালিকাভুক্ত হয়।

গ্রহণযোগ্যতার সুবাদে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে মুসলিম সমাজের প্রয়োজনের তাগিদেই। এই ধারায় বাংলা ভাষায়ও সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম হয়েছে। ইতিমধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে 'সহীহ বুখারী'র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এতে উম্মতের যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়েছে। সে জন্যে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ পাওয়ার দাবি রাখে। তবে সন্দেহ নেই, একজন সাধারণ মুসলমান শুধুমাত্র হাদীসের অনুবাদ পড়ে হাদীসের সঠিক ব্যখ্যা কিছুতেই বুঝতে পারে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে হিতে বিপরিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই অনুবাদের সাথে অপরিহার্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে বৈ-কি। উম্মতকে হাদীসের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করার উদ্দেশ্যে বহু পূর্ব থেকেই উলামায়ে কেরাম আরবী ভাষায় সিহাহ সিত্তাহসহ ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করে আসছেন।

নিকট অতীতে উর্দুভাষায়ও বেশ কিছু ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। 'সহীহ বুখারী'র বেলায়ও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। এক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম নিজেদের দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য সচেষ্ট রয়েছেন। বাংলা ভাষা-ভাষী হাদীস পড়ুয়া

https://e-ilm.weebly.com/

তালিবুল ইমলবৃন্দ আরবী-উর্দু ভাষায় রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকেই নিজের হাদিস গবেষণার উপাদান গ্রহণ করত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এ দেশে উর্দু ভাষা চর্চায় দ্রুত নিম্নগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই অনেকের পক্ষে উর্দুভাষায় রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া কষ্টসাধ্য এবং কারো কারো ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে লক্ষ করে 'আল-কাউসার প্রকাশনী' সিহাহ সিত্তাসহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে (১) নসরুল বারী শরহে বুখারী, (২) মুসলিম শরীফ, (৩) সুনানে আবু দাউদ, (৪) জামে তিরমীজী, (৫) নাসাঈ শরীফ, (৬) ত্বহাবী শরীফ, (৭) সুনানে ইবনে মাজাহ, (৮) মুয়াত্তা ইমাম মালেক রহ., (৯) মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ রহ., (১০) শামায়েলে তিরমিযীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে।

'সহীহ বুখারী'র প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ এই ধারাবাহিকতারই একটি অংশ বিশেষ। বুখারী শরীফের বিস্তারিত বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়নের জন্য উর্দুভাষায় রচিত বুখারী শরীফের নন্দিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'নসরুল বারী'কে অনুবাদের জন্য নির্বাচন করা হয়। এই অনুদিত গ্রন্থটি বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের অসামান্য উপকার করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। উল্লেখ্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বাংলা ভাষায় সিহাহ সিত্তার অনুবাদকর্ম সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং তা বাংলা ভাষায় একটা প্রমিত অনুবাদের মর্যাদা লাভ করেছে। এই কারণে হাদীসের মূল ভাষ্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদকে সামনে রাখা হয়েছে।

ভুল মানুষের স্বভাবগত একটি বিষয়। মুদ্রণ প্রমাদ ও অন্য যে কোনো অসঙ্গতি নজরে পড়লে বোদ্ধা পাঠক আমাদেরকে অবগত করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। কিতাবটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের হাদীস গবেষণায় সামান্যতম সহায়ক প্রমাণিত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করুন এবং লেখক-পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান ও আমলের তৌফিক দান করুন। আমীন!

বিনীত
সম্পাদক

২০ রমজানুল মুবারক, ১৪৩৭ হিজরী

https://e-ilm.weebly.com/

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

كِتَابُ الْجِهَادِ

জিহাদ অধ্যায়

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ

بَابُ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الْإِمَامِ وَيُتَّقَى بِهِ

بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُّوا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ

بَابُ عَزْمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ

بَابُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ

بَابُ اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الْإِمَامَ

بَابُ مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِهِ فِيهِ جَابِرٌ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

كِتَابُ الْجِزْيَةِ
অধ্যায় : জিযিয়া

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ

সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে আলোচনা

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

كِتَابُ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালামের বর্ণনা

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

كتاب المناقب

অধ্যায় : ফাযায়েল

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ

بَابُ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ

بَابُ مَوْتِ النَّجَاشِيِّ

بَابُ تَقَاسُمِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ

بَابُ حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ

بَابُ الْمِعْرَاجِ

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

সূচী সমাপ্ত

https://e-ilm.weebly.com/

كِتَابُ الْجِهَادِ

অধ্যায় : জিহাদ

جِهَادٌ শব্দের তাহকীক ঃ جِهَادٌ শব্দটির جيم (জীম) বর্ণে যের দিয়ে এটি باب مفاعلة এর মাসদার (ক্রিয়ামূল) যেমন ঃ جاهد يجاهد مجاهدة وجهادا সংগ্রাম করা, সাধনা করা, চেষ্টা করা।

جهد শব্দের جيم (জীম) বর্ণে যবর ও পেশ দিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা ঃ (১) শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা (২) প্রচেষ্টা, প্ররিশ্রম, কষ্ট-ক্লান্তি। তাছাড়া جهد শব্দটি باب فتح এর মাসদার তার একটি অর্থ হলো - পূর্ণাঙ্গরুপে চেষ্টা করা। যেমন - কোরআনে কারীমে এসেছে - أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

جهاد এর পারিভাষিক অর্থ ঃ

পরিভাষায় জিহাদ বলা হয় আল্লাহ তাআলার কালিমাকে সমুন্নত করার লক্ষে দুশমন কিংবা কাফেরদের সামনে যুদ্ধ-জিহাদের পরিশ্রম-কষ্ট-ক্লান্তি সহ্য করা। স্বীয় শক্তি-সামর্থকে পানির মতো ব্যয় করা। এটাকেই শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়।।

আর যদি যুদ্ধ জিহাদ দ্বারা ধন-দৌলত উপার্জনের উদ্দেশ্য কিংবা স্বীয় বীরত্ব ও বাহাদুরী প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটাকে শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয় না। বরং এটা এক প্রকার যুদ্ধ মাত্র।

বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা কাস্তালানী রহ. বলেন-

وهو في الاصطلاح قتال الكفار لنصرة الاسلام واعلاء كلمة الله ويطلق ايضا على جهاد النفس والشيطان وهو من اعظم الجهاد

অর্থাৎ, শরিয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয় আল্লাহ তাআলার কালিমাকে সমুন্নত ও ইসলামের মদদ (সাহায্য) করার জন্য কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা। যুদ্ধের পদ্ধতি এটাও হতে পারে যে,শত্রুপক্ষ আমাদের উপর আক্রমণ করে বসল, আর আমরা শুধু প্রতিহত করব,কিংবা আমরা নিজেরাই শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ শুরু করে দিব। আর এই দুই পদ্ধতির প্রথমটি হলো دفاعي (প্রতিরোধমূলক) এবং দ্বিতীয়টি হলো اقدامى (আক্রমণাত্মক) এই দুনো পদ্ধতিই জিহাদের অন্তর্ভূক্ত এবং দুইটাই শরীয়াতে প্রবর্তিত।

জিহাদের আরো দুটি প্রকার ঃ

'নফসের' সাথে ও শয়তানের সাথে জিহাদ করার উপরও জিহাদ শব্দটি প্রয়োগ হয়। 'নফস' ও 'শয়তানের' সাথে জিহাদ করা প্রকাশ্য শত্রুর সাথে তথা কাফেরদের সাথে জিহাদ করার তুলনায় বড় জিহাদ। আর এর কারণ সুস্পষ্ট যে, ইসলামের শত্রুদের সাথে জিহাদ করার সুযোগ সদা-সর্বদাই আসে না। তবে এর বিপরীত হলো নফস ও শয়তানের সাথে করা, কেননা, রাত দিন সর্বক্ষণ (২৪ঘন্টা) নফস ও শয়তানের সাথে জিহাদ করতে হয়।

তাই তো রাসূল ﷺ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বলেছিলেন رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিসে এসেছি ......। আর এটা প্রমাণ বহন করে যে, রাসূল ﷺ ফজিলতের ক্ষেত্রে জিহাদকে নামাযের পরে উল্লেখ করেছেন। যেমন - ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, যে তিনি বলেন - আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাল্লাহ ! কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ ? তিনি বললেন, সময়মত নামাজ পড়া। আমি বললাম, এরপর কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ ? তিনি বললেন, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার। আবার বললাম, এর পর কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ ? তিনি বললেন, আল্লাহর রাহে জিহাদ করা। আমি যদি (কথা) আরো বাড়াতাম তাহলে তিনি আরো বলতেন।

জিহাদের সূচনা ঃ

জিহাদের বিধানাবলী পর্যায়ক্রমে কয়েকবারে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসুল ﷺ যতদিন মক্কায় ছিলেন ততোদিন পর্যন্ত মুসলমানদেরকে কাফেরদের অত্যাচার ধৈর্য্যধারণ কিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি তোমাদের কষ্ট দেয়, তাহলে তোমরা এর প্রতিবাদে প্রতিশোধমূলক কোন কাজ

https://e-ilm.weebly.com/

করো না। এ পর্যায়ে মক্কায় মুসলমাদের উপর কাফেরদের অত্যাচারের চিত্র ছিল এই যে, এমন একটি দিন অতিবাহিত হতো না যে, ঐ দিন কোন মুসলমান কাফেরদের অত্যাচারে রক্তাক্ত না হয়ে বাড়ী ফিরেছেন। মুসলমানগণ কাফেরদের অসহনীয় জুলুম-অত্যাচারের অভিযোগ করে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য জিহাদের অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ বললেন, জিহাদের হুকুম না আসা পর্যন্ত তোমরা ধৈর্যধারণ করো। কাফেরদের এই জুলুম অত্যাচার দশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। রাসূল ﷺ যখন মক্কা থেকে থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তখন হযরত আবু বাকর রাযি. তাঁর হিজরাতের সাথী ছিলেন। মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় হযরত আবু বকর রাযি. বলেছিলেন যে, اخرجوا نبيهم ليهلكن। অর্থাৎ, 'কুরাইশগণ তাদের নবীকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে' নিঃসন্দেহে তারা ধ্বংস মুখে পতিত হবে।

তিরমিযি শরীফের ২য় খন্ড 'কিতাবুত তাফসীরে' হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর একটি রেওয়ায়াত উল্লেখ রয়েছে যে, তখন আল্লাহ তাআলা أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا। (الحج) এই আয়াতে কারীমাটি অবতীর্ণ করেছেন।

অর্থাৎ, মদীনা শরীফ পৌছার পর ২য় হিজরীতে পূর্বোক্ত এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এটিই সর্বপ্রথম আয়াত যা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ জিহাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। (অর্থাৎ, ২য় হিজরী সনের সফর মাসে) অথচ ইতোপূর্বে সত্তরের অধিক আয়াতে জিহাদ থেকে বারণ করা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ - যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। (সূরা হজ্জ-৩৯)

জিহাদের প্রকারভেদ ঃ

জিহাদ দুই প্রকার- যথা ঃ ১. دفاعی (প্রতিরক্ষামূলক) ২. اقدامی (আক্রমণাত্মক।

একথা স্মরণ রাখা উচিৎ যে,বর্ণিত আয়াতে কারীমায় دفاعی জিহাদের আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুসলমানদেরকে এই শর্ত সাপেক্ষে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে,শত্রুপক্ষ যখন তোমাদের উপর জুলুম অত্যাচার করবে কিংবা যুদ্ধ করবে তখন তা প্রতিহত করার লক্ষে তোমাদেরকে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর পরে دفاعی জিহাদ সংক্রান্ত আরোও কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন- وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ আর লড়াই করো আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে ...। (সূরা বাকারা ১৯০।) এর মর্মার্থ হলো যে,যদি কাফেররা প্রথমে যুদ্ধ শুরু করে, তাহলে তোমাদের জন্য যুদ্ধ-জিহাদের অনুমতি রয়েছে। এর দ্বারা বুঝে আসে যে, এখানেও دفاعی জিহাদের কথা বলা হয়েছে।

এরপরে ব্যাপকভাবে কাফেরদের সাথে জিহাদ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেমন- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ এই আয়াত দ্বারা সাধানরণভাবে জিহাদ ফরজ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এখন আর জিহাদ শুধু دفاعی (প্রতিরোধ) এর সীমায় সীমাবদ্ধ নয়।

অতঃপর সূরা তাওবার এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে-

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

অর্থাৎ, অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদেরকে পাও,তাদেরকে বন্দি করো এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাকো। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে,নামায কায়েম করে,যাকাত আদায় করে ,তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অতিক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা তাওবা : ০৫)

জিহাদের বিধান ঃ জিহাদ ফরজে আইন না ফরজে কিফায়া ? জিহাদ কখনো কখনো ফরজে আইন,আবার কখনো কখনো ফরজে কিফায়া। যেমন- কাফেররা যদি আমাদের দেশে প্রবেশ করে এবং মুসলমাদেরকে বন্দি করে, তাহলে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য জিহাদ করা ফরজে আইন। আর যদি তাদের দেশে হয় তাহলে ফরজে কিফায়া।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

১৭৪৪. পরিচ্ছেদ : জিহাদ ও যুদ্ধের ফযীলত

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى. [إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ} [التوبة:] إِلَى قَوْلِهِ [وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة:] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اَلْحُدُودُ الطَّاعَةُ

(১১১) নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে এটার বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই তো মহাসাফল্য। (১১২) তারা তাওবাকারী, 'ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, সৎকার্যের নির্দেশদাতা, অসৎকার্যে নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী; এমন মু'মিনদেরকে তুমি শুভ সংবাদ দাও। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, حُدُوْدُ اللهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহর বিধানাবলীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

السِّيَرِ এর অর্থ ও মর্মার্থ :

السِّيَرِ শব্দটির سين (সীন) বর্ণে যের ও ياء (ইয়া) বর্ণে যবর দিয়ে। এটি سيرة এর বহুবচন। অর্থ : তরীকা, পদ্ধতি। سيرت অর্থ : অবস্থা, তরীকা, পদ্ধতি। আর যখন সাধারণভাবে سيرت শব্দ বলা হয়, তখন এর দ্বারা সাধারণত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র জীবনাদর্শই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

প্রথমিক যুগে যখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর 'সীরাত' লেখা শুরু করেছেন, তখন তাদের গ্রন্থাবলীর সিংহভাগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধ-জিহাদ, অভিযান নিয়েই আলোচনা করেছেন। আর سير শব্দটি যুদ্ধ জিহাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকে। ইমাম বুখারী রহ.এই সামঞ্জস্যতার কারণেই باب فضل الجهاد والسير, নামে বাব স্থাপন করেছেন আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য باب فضل الجهاد والمغازى

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ. قَالَ سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْعَيْزَارِ. ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ. قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ. ﷺ. سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ (ﷺ) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ " اَلصَّلاَةُ عَلَى مِيقَاتِهَا ". قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ. قَالَ " ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ". قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ " اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ". فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ (ﷺ) وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

সহজ তরজমা

২৬০২. হাসান ইবনু সাব্বাহ রহ. ...... আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কাজ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 'সময় মত সালাত আদায় করা। আমি বললাম, 'তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যবহার। আমি বললাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে আমি চুপ রইলাম। আমি যদি (কথা) বাড়াতাম তবে তিনি আরো অধিক বলতেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯০ পৃঃ পূর্বে ঃ ৭৬ পৃঃ সামনে ঃ ৪৮২, ৪৮২,১১২৪ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ﷺ) "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

সহজ তরজমা

২৬০৩. আলী ইবনু আব্দুল্লাহ রহ. ..... ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, '(মক্কা) বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। বরং রয়েছে কেবল জিহাদ ও নিয়্যাত। যদি তোমাদের জিহাদের ডাক দেওয়া হয়, তাহলে বেরিয়ে পড়।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের ولكن جهاد ونية الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯০ পৃঃ পূর্বে ঃ ২৪৭ পৃঃ ৬৯৬, ৪৩৩, ৪৫২ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ. حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ. عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ. أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ "لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ".

সহজ তরজমা

২৬০৪. মুসাদ্দাদ রহ. ..... আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জিহাদকে সর্বোত্তম আ'মাল মনে করি, তবে কি আমরা জিহাদ করব না?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হচ্ছে মকবুল হজ্জ।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল :

শিরোনামের সাথে হাদীসের نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। আর তা এভাবে যে, হযরত আয়েশা রাযি. যখন জিহাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল বলে সাব্যস্ত করেছেন, তখন রাসূল ﷺ তা অস্বীকার করেননি। তবে তিনি 'হজ্জে মাবরুর তথা কবুল হজকে জিহাদ থেকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। অর্থাৎ, স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে حج مبرور (কবুল হজ্জ) ই হলো শ্রেষ্ঠ জিহাদ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯০ পৃঃ ২০৬, ২৫০, পৃঃ সামনে ঃ ৪০২, ৪০৩ পৃঃ।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عَفَّانُ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ. قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَصِينٍ. أَنَّ ذَكْوَانَ. حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ. ؓ. حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ (ﷺ) فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ "لَا أَجِدُهُ. قَالَ. هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ". قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৬০৫. ইসহাক ইবনু মানসুর রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হয়। তিনি বলেন, আমি তা পাচ্ছি না। (এরপর বললেন,) তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে, মুজাহিদ যখন বেরিয়ে যায়, তখন থেকে তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করবে এবং (এতটুকু) আলস্য করবে না, আর সওম পালন করতে থাকবে এবং সওম ভাঙ্গবে না। লোকটি বলল, তা কার সাধ্য? আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, 'মুজাহিদের ঘোড়া রশিতে বাঁধা থাকা অবস্থায় ঘোরাফেরা করে, এতেও তার জন্য নেকি লেখা হয়।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯০-৩৯১ পৃঃ তাছাড়া নাসাঈ শরীফ ঃ الجهاد অধ্যায়।

উদ্দেশ্য ঃ এই হাদীসগুলো দ্বারা আল্লাহ তাআলার রাহে জিহাদ করার ফযিলত বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য।

তাশরীহ ঃ في طوله ঃ শব্দের طاء (ত্বয়া) বর্ণে যের ,واو (ওয়াও) বর্ণে যবর দিয়ে। অর্থ ঃ ঐ রশি যাতে বাহন বাঁধা হয়। এবং রশির এক পার্শ নিয়ন্ত্রণে রেখে বাহন চারণভূমিতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ ঃ অর্থাৎ فيكتب له استنانه অতএব, ضمير টি ঐ মাসদারের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ليستن যার উপর দালালাত করে। আর তা - اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (المائدة) এর মতো এবং حسنات শব্দটি দ্বিতীয় মাফউল হিসাবে نصب বিশিষ্ট হয়েছে।

بَابٌ: أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ

১৭৪৫. পরিচ্ছেদ : মানুষের মধ্যে সে মুমিন মুজাহিদ, উত্তম, যে স্বীয় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [الصف:

এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং (প্রবেশ করাবেন) বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। (আস-সফ : ৬১:১০-১২)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قوله শব্দটি رفع বিশিষ্ট তার পূর্ববর্তী أَفْضَلُ النَّاسِএর উপর عطف হিসাবে। কেননা, সেটি ابتداء হিসাবে مرفوع হয়েছে,আর তার خبر হলো مؤمن الخ

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رضى الله عنه ـ حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) " مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ " قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ " مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ ".

সহজ তরজমা

২৬০৬. আবুল ইয়ামান রহ. . . . . . আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ। মানুষের মধ্যে কে উত্তম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'সেই মুমিন, যে নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে।' সাহাবীগণ বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, সেই মুমিন, যে পাহাড়ের কোন গুহায় অবস্থান করে আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজ অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদে রাখে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯১ পৃঃ সামনে ঃ ৯৬১ পৃঃ তাছাড়া - মুসলিম শরীফ,আবু দাউদ শরীফ ,তিরমিযি শরীফ ও নাসাঈ শরীফ ঃ الجهاد অধ্যায়।

فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ ঃ উদাহরণস্বরূপ ঘাঁটির কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, যে ব্যক্তি লোকদের থেকে পৃথক থেকে নির্জনবাস অবলম্বন করে এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্য প্রদর্শন করে ও ইবাদতে মগ্ন থাকে, তাহলে সে এই একাকীত্ব ও নির্জনবাসের কারণে গীবত এবং কাউকে কষ্ট পৌছানো থেকে মুক্ত থাকে। কিন্তু এই ফযিলত (শ্রেষ্ঠত্ব) তখনই হবে যখন তার প্রবল ধারণা হয় যে, লোকালয়ে বা সবার মাঝে থাকার ফলে সে গীবত, মিথ্যা ও ফেৎনা ফাসাদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে না।

কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি আলেমেদীন ও মুসলিহে উম্মত হয় তাহলে তার জন্য লোকালয়ে সবার সাথে বসবাস করাই উত্তম। বিস্তারিত আলোচনা গত হয়েছে।

মোটকথা ঃ নির্জনবাস ও লোকালয়ে সবার মাঝে বসবাস মানুষের ইখতিলাফ ও অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ ـ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ".

সহজ তরজমা

২৬০৭. আবুল ইয়ামান রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথের মুজাহিদ, অবশ্য আল্লাহই অধিক জ্ঞাত কে তাঁর পথে জিহাদ করছে, সর্বদা সওম পালনকারী ও স্বলাত আদায়কারীর ন্যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর পথের মুজাহিদের জন্য এই দায়িত্ব নিয়েছেন, যদি তাকে মৃত্যু দেন তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা পুরস্কার বা গনীমতসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯১ পৃঃ সামনে ঃ ৪৪০ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলার রাহে জিহাদকারী (মুজাহিদ) ব্যক্তি অন্যান্য সকল মুসলমান থেকে শ্রেষ্ঠ। কেননা, প্রত্যেক মানুষের নিকট পার্থিব সকল কিছু হতে স্বীয় নফস সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আর এটা তো স্বাভাবিক যে আল্লাহ তাআলার রাহে সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে উৎস্বর্গকারী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে গণ্য হবেন।

بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَقَالَ عُمَرُ: اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي بَلَدِ رَسُولِكَ

১৭৪৬. পরিচ্ছেদ : পুরুষের এবং নারীর জন্য জিহাদ ও শাহাদাতের দু'আ করা উমর রাযি. দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে আপনার রাসূলের শহর মদীনায় শাহাদাত নসীব করুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ. أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ. فَتُطْعِمُهُ. وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ (ﷺ) فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ (ﷺ) ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ. غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ. يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ. مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ. أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ ". شَكَّ إِسْحَاقُ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ (ﷺ) ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ. ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ. غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ ". كَمَا قَالَ فِي الأَوَّلِ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ " أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ ". فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ. فَهَلَكَتْ.

সহজ তরজমা

২৬০৮. আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ রহ. ..... আনাস ইবনু মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাযি. এর কাছে যাতায়াত করতেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খেতে দিতেন। উম্মে হারাম রাযি. ছিলেন উবাদা ইবনু সামিত রাযি.-এর স্ত্রী। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলে তিনি তাঁকে আহার করান এবং তাঁর মাথার উকুন বাছতে থাকেন। এক সময় রসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জাগলেন। উম্মে হারাম রাযি. বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ। হাসির কারণ কি?' তিনি বললেন, 'আমার উম্মাতের কিছু লোককে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হয়। তারা এ সমুদ্রের মাঝে এমনভাবে আরোহী যেমন বাদশাহ তখতের উপর অথবা বলেছেন, বাদশাহর মত তখতে উপবিষ্ট।' এ শব্দ বর্ণনায় ইসহাক রহ সন্দেহ করেছেন। উম্মে হারাম রাযি. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন আমাকে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দু'আ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার মাথা রাখেন (ঘুমিয়ে পড়েন)। তারপর হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনার হাসার কারণ কি?' তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে থেকে আল্লাহর পথে জিহাদরত কিছু লোককে আমার সামনে পেশ করা হয়।' পরবর্তী অংশ প্রথম উক্তির মত। উম্মে হারাম রাযি. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ। আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন আমাকে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তো প্রথম দলের মধ্যেই আছ। তারপর মুআবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান রাযি.-এর সময় উম্মে হারাম রাযি. জিহাদের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক সফরে যান এবং সমুদ্র থেকে যখন অবতরণ করেন তখন তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে ছিটকে পড়েন। আর এতে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

এর মর্মার্থ হলো এই যে, শিরোনামে জিহাদ ও শাহাদাতের দোআ ও তামান্না (আকাঙ্ক্ষা-কামনা)-এর কথা উল্লেখ রয়েছে। তাহলে জিহাদের জন্য দোআর আবেদন তো সুস্পষ্ট। আর যেহেতু যুদ্ধ-জিহাদের বড় ফলাফল হলো শাহাদাত তাই প্রাসঙ্গিকভাবে শাহাদাতও এর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯১ পৃঃ ৩৯২, ৪০৩, ৪০৫, ৪০৯-৪১০, ৯২৩-৯৩০, ১০৩৬-১০৩৭ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, তিরমিযি শরীফ ,নাসাঈ শরীফ ঃ الجهاد অধ্যায়।

উদ্দেশ্য ঃ আল্লাহ তাআলার রাহে জিহাদ করা এবং তারই পথে শহীদ হওয়ার মহান ফযিলত বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য। যেমন - আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমে বলেন - وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

أُمُّ حَرَامٍ ঃ এই শব্দটির حاء (হা) বর্ণে ও راء রাযি. বর্ণে যবর দিয়ে। ملحان ঃ শব্দটির ميم (মীম) বর্ণে যের ও لام (লাম) বর্ণে সুকূন দিয়ে।

হযরত উম্মে হারাম হলেন হযরত আনাস রাযি. এর সম্মানীতা মাতা উম্মে সুলাইম এর বোন। অর্থাৎ, হযরত আনাস রাযি. এর খালা এবং হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাযি. এর স্ত্রী। তিনি রাসূল ﷺ এর মাহরাম ছিলেন তাই রাসূল ﷺ তার কাছে তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

উম্মে হারাম কি নবীজীর আত্মীয় ?

এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। (১) হযরত আবু ওমর বলেন, উম্মে হারাম এবং তার বোন হযরত উম্মে সুলাইম তারা দুনোজন রাসূল ﷺ কে দুধ পান করিয়েছেন। (২) তিনি রাসূল ﷺ এর দুধ খালা ছিলেন।

ইবনে আব্দিল বার রহ.ও ইমাম নববী রহ. বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে হারাম যে কোন আত্মীয়তার ভিত্তিতেই রাসূল ﷺ এর মাহরাম ছিলেন। অন্যথায় রাসূল ﷺ স্বীয় মাথা মোবারকের উকুন তালাশ করার জন্য তাকে অনুমতি দিতেন না। রাসূল ﷺ এর মাথা মোবারকে উকুন ছিলো না, শুধু চূড়ান্ত ভালোবাসার খাতিরেই এমনটি করেছিলেন কেননা, মাথার চুলে আঙ্গুল দ্বারা বিলি কাটার দ্বারা দ্রুত ঘুম আসে।

بَابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

১৭৪৭. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা

يُقَالُ: هٰذِهِ سَبِيلِي وَهٰذَا سَبِيلِي قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: "{غُزًّى} [آل عمران: ١٥٦]:

وَاحِدُهَا غَازٍ. {هُمْ دَرَجَاتٌ} [آل عمران: ١٦٣]: لَهُمْ دَرَجَاتٌ"

আরবীভাষায় سبيل শব্দটি مؤنث ও مذكر উভয়ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন - وَهٰذَا سَبِيلِي ও هٰذِهِ سَبِيلِي

আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বুখারী রহ.বলেন - غزى শব্দটি غازى এর বহুবচন। আর هم درجات এর অর্থ হলো لهم درجات তথা তাদের জন্য রয়েছে মর্তবা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ. حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ. عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ. عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ﷺ) "مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ. كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ. أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ. قَالَ "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ

https://e-ilm.weebly.com/

أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ. مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ. أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ. وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ "وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ"

সহজ তরজমা

২৬০৯. ইয়াহইয়া ইবনু সালিহ রহ. . . . আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, স্বলাত আদায় করল ও রমাদ্বনের সওম পালন করল, সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দিব না? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে একশটি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের ন্যায়। তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচাইতে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ-ও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ ইবনু ফুলাইহ্ রহ তাঁর পিতার সূত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ...إلى قوله مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯১ পৃঃ সামনে ঃ ১১০৪ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُوسٰى. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ. عَنْ سَمُرَةَ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) "رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ. فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ. لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالَا أَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ"

সহজ তরজমা

২৬১০. মূসা রহ. ..... সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি আজ রাতে (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম যে, দু'ব্যক্তি আমার নিকট এল এবং আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠলো। তারপর আমাকে এমন সুন্দর উৎকৃষ্ট একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল; এর আগে আমি কখনো এর চাইতে সুন্দর ঘর দেখিনি। সে দু'ব্যক্তি আমাকে বলল, এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯১ পৃঃ সামনে ঃ ১১০৪ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَابِ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

১৭৪৮. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর রাস্তায় সকাল ও সন্ধা অতিবাহিত করা, এবং জান্নাতের এক কোড়া পরিমাণ জায়গার ফযীলত সম্পর্কে

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ " لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا "

সহজ তরজমা

২৬১১. মুআল্লা ইবনু আসাদ রহ. ..... আনাস ইবনু মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে উত্তম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের প্রথম অংশের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯২ পৃঃ সামনে ঃ ৩৯২, ৯৭২ পৃঃ।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ "لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ". وَقَالَ "لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ".

সহজ তরজমা

২৬১২. ইবরাহীম ইবনু মুনযির রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতে ধনুক পরিমাণ স্থান, তা (পৃথিবী) থেকে উত্তম যার উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করা সূর্যের উদয়াস্তের স্থান (পৃথিবী)-এর চাইতে উত্তম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ এঅংশটুকুর মাধ্যমে ও দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদীসের "لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ الخ" এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯২ পৃঃ সামনে ঃ ৪৬১ পৃঃ।

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ".

সহজ তরজমা

২৬১৩. কাবীসা রহ ..... সাহল ইবনু সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার সকল কিছু থেকে উত্তম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯২ পৃঃ সামনে ঃ ৪০৫, ৪৬০, ৪৫৯ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্দেশ্য ঃ আল্লাহর পথে চলার ফযিলত বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য। আর এটা তো সুস্পষ্ট বিষয় যে, দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। শুধু আখেরাত ও আখেরাতের সবকিছু বাকী থাকবে। আর স্থায়ী জিনিসের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী, ধ্বংসশীল জিনিস কিভাবে উত্তম হতে পারে? এমনকি তার বরাবরও তো হতে পারে না।

بَابُ الحُورِ العِينِ، وَصِفَتِهِنَّ يُحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ، شَدِيدَةُ سَوَادِ العَيْنِ، شَدِيدَةُ بَيَاضِ العَيْنِ "

{وَزَوَّجْنَاهُمْ} [الدخان: ٥٤] بِحُورٍ: أَنْكَحْنَاهُمْ "

১৭৪৯. পরিচ্ছেদ : ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুর ও তাদের গুণাবলীম, যাদেরকে দেখে চক্ষু অস্থির হয়ে যাবে। তাদের চক্ষুর কৃষ্ণতা ও শুভ্রতা অত্যাধিক বেশী হবে। কোরআন মাজীদের সূরা দুখানের আয়াত

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

حور শব্দটির حاء (হা) বর্ণে পেশ দিয়ে। আর এটি حوراء এর বহুবচন। حوراء অত্যন্ত সুচরিত্রা নারীদেরকে বলা হয়। হযরত আবু উবাইদাহ রহ. বলেন, হুর বলা হয়ে থাকে যার চোখের শুভ্রতা অত্যান্ত শুভ্র এবং কালো অংশ অত্যান্ত কালো।

عين শব্দের عين (আইন বর্ণে) যের ও ياء (ইয়া) বর্ণে সূকুন দিয়ে। অর্থ ঃ প্রশস্ত চোখ, বড় বড় ডাগর-ডাগর সুন্দর চোখ বিশিষ্ট নারী। এটি عيناء এর বহুবচন ,যার অর্থ হলো,বড় এবং সুন্দর চোখ বিশিষ্ট নারী।

আবু যার রহ. এর 'নুসখায়' এখানে باب শব্দ উল্লেখ নেই। সুতরাং এই সুরতে الحور শব্দটি مرفوع হবে مبتدا হিসাবে আর তার خبر উহ্য। তাকদীরী ইবারত হলো الحورالعين وصفتهن ما نذكره এবং العين শব্দটিও صفت হিসাবে مرفوع হবে আর صفتهن টিও مرفوع হবে الحور এর উপর عطف হিসাবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ " مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلاَّ الشَّهِيدَ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى ". وَسَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) " لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ ـ يَعْنِي سَوْطَهُ ـ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلأَتْهُ رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا "

সহজ তরজমা

২৬১৪. আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ রহ. ..... আনাস ইবনু মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কোন বান্দা এমতাবস্থায় মারা যায় যে, আল্লাহর কাছে তার সাওয়াব রয়েছে তাকে দুনিয়াতে এর সব কিছু দিলেও সে দুনিয়ায় ফিরে আসতে আগ্রহী হবে না। একমাত্র শহীদ ব্যতীত। সে শাহাদাতের ফযীলত দেখার কারণে আবার দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার প্রতি আগ্রহী হবে।

রাবী হুমাইদ রহ বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক রাযি.-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে এ কথাও বর্ণনা করতে শুনেছি যে, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল বা একটি একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম। তোমাদের কারোর ধনুকের কিংবা চাবুক রাখার মতো জান্নাতের জায়গাটুকু দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম। জান্নাতী কোন মহিলা যদি দুনিয়াবাসীদের প্রতি উঁকি দেয় তাহলে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সব কিছু আলোকিত এবং সুরভিত হয়ে যাবে। আর তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার সব কিছু থেকে উত্তম।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল :

শিরোনামের সাথে হাদীসের وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الخ এ অংশটুকুর মিল রয়েছে। কেননা, তরজামাতুল বাব হলো الحور العين، وصفتهن আর এই হাদীসে الحور العين এর দুটি বড় বড় সিফাত উল্লেখ রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত দুটি সিফাতের একটি হলো এই যে, যদি জান্নাতের কোন নারী যমিনের দিকে উঁকি দেয় তাহলে যমিন থেকে আকাশ পর্যন্ত সমস্ত জায়গা আলোকিত হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় সিফাতটি হলো, হুরদের ওড়না দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত সব কিছুর চাইতে উত্তম।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯২ পৃঃ সামনে ঃ ৩৯৫, ৯৭২ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ সে সকল পুরুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের সম্মানার্থে তাদেরকে প্রদত্ত হুরগণের গুণ বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য। حور عين এর তাহকীক বাবের অধীনে অতিবাহিত হয়েছে।

নাস্তিকদের কথা :

কতক নাস্তিকেরা এরকম আয়াতে করীমা ও হাদীস শরীফকে অস্বীকার করে এবং বিভিন্নভাবে দূরত্ব সৃষ্টি করে। তারা বলে, যদি হুরগণের চেহারার এত নূর (আলো) হয় যে, দুনিয়া ও আকাশ পর্যন্ত সব আলোকিত হয়ে যাবে, তাহলে তো সূর্যের চেয়েও তাদের চেহারা বেশী আলোকিত হবে। এমনিভাবে যদি তাদের খুশবো দ্বারা যমিন ও আকাশ সুগন্ধময় হয়ে যায় তাহলে স্বয়ং হুরদের মাঝে কত খুশবো রয়েছে। সুতরাং মানুষ এত আলো ও খুশবুর মাঝে কিভাবে অবস্থান করবে?

এ সকল নাস্তিকদের কথার জবাব ঃ

জান্নাতকে দুনিয়ার উপর কিয়াস করা যাবে না। কেননা, জান্নাতী জীবন দুনিয়ার জীবনের মতো নয়। আমরা দুনিয়াতে অনেক কিছু দেখতে পাই না, কিন্তু আখেরাতে তা দেখতে পাবো। দুনিয়াতে কোন মানুষ দোযখের সামান্যতম শাস্তিও সহ্য করতে পারবে না, কিন্তু আখেরাতে মানুষকে দোযখের শাস্তি সহ্য করার মত এতটুকু শক্তি সামর্থ্য দেওয়া হবে, যার ফলে তারা দোযখের মধ্যে জীবিত থাকবে।

بَابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

১৭৫০. পরিচ্ছেদ : শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করা

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُولُ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ".

সহজ তরজমা

২৬১৫. আবুল ইয়ামান রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের এমন একটি দল না থাকত, যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করে না এবং যাদের সকলকে সওয়ারীর দিতে পারব না বলে আশংকা করতাম, তাহলে যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছে, আমি সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গী হওয়া থেকে বিরত থাকতাম না। সেই

https://e-ilm.weebly.com/

সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি পছন্দ করি আমাকে যেন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, এরপর শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়। তারপর আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের অর্থগত মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯২ পৃঃ সামনে ঃ ৪১৭, ১০৭৩ পৃঃ।

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ (ﷺ) فَقَالَ " أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ. وَقَالَ. مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا ". قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ " مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا ". وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

সহজ তরজমা

২৬১৬. ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব আস সাফফার রহ. ..... আনাস ইবনু মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মুতার যুদ্ধে সৈন্য পাঠানোর পর) রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, যায়দ রাযি. পতাকা ধারণ করল এবং শহীদ হল, তারপর জাফর রাযি. পতাকা ধারণ করল, সেও শহীদ হল। এরপর খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রাযি. বিনা নির্দেশে পতাকা ধারণ করল এবং সে বিজয় লাভ করল। তিনি আরো বলেন, তারা আমাদের মাঝে জীবিত থাকুক তা আমাদের নিকট আনন্দদায়ক নয়। আইয়ুব রহ বলেন, অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তারা আমাদের মাঝে জীবিত থাকুক তা তাদের নিকট আদৌ আনন্দদায়ক নয়, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুতার যুদ্ধ ঃ মূতার যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ৮ম খন্ড, ৩২০-৩২১ পৃঃ দেখুন।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের "مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا" এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯২ পৃঃ, ১৬৭ পৃঃ ৪৩১, ৫১২, ৫৩১, ৬১১ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এই বাব দ্বারা আল্লাহ তাআলার রাহে জিহাদ করার ফযিলত বর্ণনা করা এবং মুসলমাদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য। যেমনটি বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা গেছে যে, মুজাহিদীগণ যখন হাশরের ময়দানে স্বীয় শাহাদাতের সাওয়াব, সম্মান ও বড়ত্ব দেখতে পাবে, তখন তাঁরা দুনিয়াতে পূনরায় ফিরে আসার দরখাস্ত করবে এবং দুনিয়াতে গিয়ে বার বার আল্লাহ তাআলার রাহে শহীদ হওয়ার কামনা-বাসনা করবে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলার দীনের জন্য শাহাদাতের তামান্না করা জায়েয। তবে পার্থিব দুঃখ কষ্ট ও অসুস্থতার কারণে মৃত্যু কামনা করা জায়েয নেই। والله اعلم,

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ

১৭৫১. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় সওয়ারী থেকে পড়ে মারা যায়, সে জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ} [النساء: ١٠٠] "وَقَعَ: وَجَبَ"

এবং আল্লাহর বাণী : যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা আন-নিসা : ৪:১০০) وَقَعَ; শব্দের অর্থ হল وَجَبَ; অর্থাৎ অবধারিত হয়ে যায়।

আয়াতের শানে নুযূল ঃ

সাঈদ ইবনে যুবাইর ও সুদ্দী রহ.এর বরাত দিয়ে তবারী রহ. বর্ণনা করেন যে, মক্কায় অবস্থানরত একজন মুসলমানের ব্যাপারে এই আয়াটি অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি যখন আল্লাহ তাআলার বাণী - أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا শুনতে পেলেন,তখন তিনি অসুস্থাবস্থায় স্বীয় পরিবার পরিজনকে বললেন যে, তোমরা আমাকে মদীনার পথে রওয়ানা করিয়ে দাও। অতঃপর তারা তাকে মদীনার পথে রওয়ানা করিয়ে দিল। পরে সে পথেই মারা যায়। তার সম্পর্কে এই আয়াতটি নাযিল হয়। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার নাম ছিল যামরা।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ. قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ (ﷺ) يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي. ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ. فَقُلْتُ مَا أَضْحَكَكَ قَالَ " أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الأَخْضَرَ. كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ ". قَالَتْ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا. ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ. فَفَعَلَ مِثْلَهَا. فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا. فَأَجَابَهَا مِثْلَهَا. فَقَالَتِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ " أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ ". فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًا أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ. فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزْوِهِمْ قَافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّأْمَ. فَقُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ.

সহজ তরজমা

২৬১৭. আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ রহ. ..... উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকটবর্তী একস্থানে শুয়েছিলেন, এরপর জেগে উঠে মুচকি হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, আপনি হাসলেন কেন? তিনি বললেন, আমার উম্মাতের এমন কিছু লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হলো যারা এই নীল সমুদ্রে আরোহণ করছে, যেমন বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করে। উম্মে হারাম রাযি. বললেন, আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তাঁর জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার নিদ্রা গেলেন এবং আগের মত আচরণ করলেন। উম্মে হারাম রাযি. আগের মতই বললেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আগের মতই জবাব দিলেন। উম্মে হারাম রাযি. বললেন, আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অতপর মুআবিয়া রাযি.-এর সাথে যখন মুসলিমরা প্রথম সমুদ্র পথে অভিযানে বের হয়, তখন তিনি তাঁর স্বামী উবাদা ইবনু সামিতের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তাদের কাফেলা সিরিয়ায় থামে। আরোহণের জন্য উম্মে হারামকে একটি সওয়ারী দেওয়া হলো, তিনি সওয়ারীর উপর থেকে পড়ে মারা গেলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, উম্মে হারাম রাযি. এর শাহাদাতের ঘটনাটি ২৭ হিজরীতে হযরত উসমান রাযি. এর খেলাফতকালে সংঘটিত হয়েছিল।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসে বর্ণিত فَصُرِعَتْهَا فَمَاتَتْ অংশটুকুর মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯২, ৩৯৩ পৃ., পূর্বে: ৩৯১ পৃ., সামনে ৪০৩, ৯২১, ১০৩৬ পৃ.।

ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য ঃ

ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হল এ কথা বর্ণনা করা যে, যে ব্যক্তি খালেস নিয়তে জিহাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, সে দুশমনের হাতে বন্দি হোক অথবা নিরাপদে ফিরে আসুক অথবা ফিরার পথে বাহন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করুক সর্বাবস্থায়ই সে মুজাহিদীনের মধ্যে গণ্য হবে।

ইবনে ওয়াহাব রহ. উকবা ইবনে আমের রাযি. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- مَنْ صُرِعَ عَنْ دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ / الجهاد لابن أبي عاصم (٢

অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় যে ব্যক্তি স্বীয় বাহন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে শহীদ। (উমদা)

بَابُ مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللهِ

১৭৫২. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আহত হলো কিংবা বর্শা বিদ্ধ হল

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ﷺ) أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فِي سَبْعِينَ. فَلَمَّا قَدِمُوا. قَالَ لَهُمْ خَالِي أَتَقَدَّمُكُمْ، فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ (ﷺ) وَإِلاَّ كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا. فَتَقَدَّمَ. فَأَمَّنُوهُ. فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) إِذْ أَوْمَئُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ، إِلاَّ رَجُلاً أَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ. قَالَ هَمَّامٌ فَأُرَاهُ آخَرَ مَعَهُ. فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ النَّبِيَّ (ﷺ) أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ، فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. فَكُنَّا نَقْرَأُ أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي عُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ (ﷺ).

সহজ তরজমা

২৬১৮. হাফস ইবনু উমর রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বানু সুলায়মের সত্তর জন লোকের একটি দলকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বানু আমিরের কাছে পাঠান। দলটি সেখানে পৌঁছালে আমার মামা (হারাম ইবনু মিলহান) তদেরকে বললেন, আমি সর্বাগ্রে বনু আমিরের কাছে যাব। যদি তারা আমাকে নিরাপত্তা দেয় আর আমি তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী পৌঁছাতে পারি (তবে তো ভাল) অন্যথায় তোমরা আমার কাছেই থাকবে। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন। কাফিররা তাকে নিরাপত্তা দিল, কিন্তু তিনি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী শুনাতে লাগলেন সেই সময় আমির গোত্রের এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলো। আর সেই ব্যক্তি তাঁর প্রতি তীর মারল এবং তীর শরীর ভেদ করে বের হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার, কাবার রবের কসম। আমি সফলকাম হয়েছি। তারপর কাফিররা তাঁর অন্যান্য সঙ্গীদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং সকলকে শহীদ করল, কিন্তু একজন খোড়া ব্যক্তি বেঁচে গেলেন, তিনি পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন। হাম্মাম রহ অতিরিক্ত উল্লেখ করেন, আমার মনে হয় তার সাথে অন্য একজনও ছিলেন। তারপর জিবরাঈল আ. রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খবর দিলেন যে, প্রেরিত দলটি তাদের রবের সাথে মিলিত হয়েছে। তিনি (রব) তাদের প্রতি

https://e-ilm.weebly.com/

সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদের সন্তুষ্ট করেছেন। (রাবী) বলেন, আমরা এই আয়াতটি পাঠ করতাম, আমাদের কওমকে জানিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সাথে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরও সন্তুষ্ট করেছেন। পরে এ আয়াতটি মনসূখ হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অবাধ্যতার দরুন রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রমাগত চল্লিশ দিন রি'ল, যাকওয়ান, বানূ লিহয়ান ও বানূ ওসাইয়্যার বিরুদ্ধে দু'আ করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রেওয়ায়াত সম্পর্কে পর্যালোচনা

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, রেওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে - قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ﷺ) أَقْوَامًا الخ অর্থাৎ রাসূল ﷺ বনী সুলাইম গোত্রের কিছু লোককে প্রেরণ করেছেন। দিময়াতী রহ. বলেন, এটা وهم, কেননা বনী সুলাইম এর নিকট তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল। অথচ প্রেরিত হয়েছিলেন সত্তর (৭০) জন কারী যারা সবাই আনসারী ছিলো। বাস্তব কথা হলো যে, বনু আমেরকে তাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। আর বনূ সুলাইম কারীগণের সাথে গাদ্দারী করেছিল। আর এই وهم, ইমাম বুখারী রহ. এর শায়খ হাফস ইবনে ওমরের থেকে হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে ইমাম বুখারী রহ. এর শায়খ হাফস ইবনে ওমরের ভুল হয়ে গেছে। বিশুদ্ধ কথা হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হারাম ইবনে মিলহান নামে উম্মে সুলাইম এর এক ভাইকে সেই সত্তর জনের সাথে প্রেরণ করেছিলেন, যাদের সবাই আনসার ছিলেন, আর বনী সুলাইম এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। রি'ল যাকওয়ান, বনী লিহয়ান ও বনী উসাইয়্যা এসবগুলো বনী সুলাইম এর শাখা গোত্র ছিল। এই ঘটনাটি হলো বীরে মাউনার যা উহুদ যুদ্ধের চার মাস পরে সফর মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ৮ম খন্ড (কিতাবুল মাগাযী) ১৩৮ পৃঃ দেখুন।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, প্রেরিত দলটি আল্লাহ তাআলার রাহে হত্যার মাধ্যমে যখমপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৩ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৩৬, ১৭৩ পৃঃ সামনে ঃ ৩৯৫, ৪৪৯, ৫৮৬, ৫৮৬-৫৮৭, ৯৪৬, ১০৯০ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ. عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ﷺ) كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ. فَقَالَ " هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ. وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ "

সহজ তরজমা

২৬১৯. মূসা ইবনু ইসমাঈল রহ. ...... জুনদুব ইবনু সুফিয়ান রাযি. থেকে বর্ণিত, কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হলে তিনি (এই কবিতাটি) পড়েছিলেনঃ " هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ " তুমিতো একটি আঙ্গুল মাত্র: তুমিতো রক্তাক্ত হয়েছ আল্লাহরই পথে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৩ পৃঃ সামনে ঃ ৯০৮, পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ ঃ المغازى অধ্যায়, তিরমিযি শরীফ ঃ التفسير অধ্যায় এবং নাসাঈ রহ. কৃত اليوم والليلة নামক কিতাবে।

উদ্দেশ্য ঃ আল্লাহ তাআলার রাহে যখমপ্রাপ্ত হওয়া এবং কোন অঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার ফযিলত বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এই যখম বৃথা যাবে না বরং এর বিনিময়ে মহা প্রতিদান পাবে।

مشاهد **অর্থ ঃ** مغازى আর مشاهد বলে নামকরণের কারণ হলো যে এটা শাহাদাতের স্থান।

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লামা কিরমানী রহ. এর প্রশ্ন ও তার জাওয়াব

প্রশ্ন ঃ যদি বলা হয় যে, এটা তো শের (কবিতা) অথচ আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ এর شاعر হওয়াকে নফী করেছেন। যেমন - আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ الخ} অর্থাৎ, আমি. তাকে (রাসূল ﷺ কে শে'র (কবিতা) শিক্ষা দেইনি। আর কবি হওয়া রাসূল ﷺ এর শান নয়।

জবাব ঃ (১) এটা রণসঙ্গীত, কবিতা নয়। (২) শে'র এর মধ্যে শা'য়েরের (কবির) ইচ্ছা জরুরী। যদি অনিচ্ছায় দুই একটি বাক্য শের এর ওযনে হয়ে যায়, তাহলে তা প্রকৃতপক্ষে শের বলে গণ্য হবে না , আর দুই একটি কথা শে'র এর ওযনে বলার দ্বারা তাকে شاعر বা কবিও বলা হবে না। والله اعلم

بَابُ مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

১৭৫৩. পরিচ্ছেদ : যে মহান আল্লাহর পথে আহত হয়

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﷺ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ﷺ) قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ ".

সহজ তরজমা

২৬২০. আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হলে কিয়ামতের দিন সে তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়ে আসবে এবং তা থেকে মিশ্‌কের সুগন্ধি ছড়াবে এবং আল্লাহই ভাল জানেন কে তার পথে আহত হবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৩ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৭ পৃঃ সামনে ঃ ৮৩০ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ যে ব্যক্তি খালেস নিয়তে আল্লাহ তাআলার রাহে যখমগ্রস্ত হবে তার ফযিলত বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য। আর وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ এটি জুমালায়ে মুতা'রিজা, যার দ্বারা এ দিকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, এই মহা-বিশাল সাওয়াব অর্জন করার জন্য 'ইখলাস' শর্ত। অর্থাৎ,শুধুই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ

১৭৫৪. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণীঃ হে নবী, আপনি বলে দিন, তোমরা কি আমাদের ব্যাপারে দুটি কল্যাণের যে কোন একটি অপেক্ষা করছ? আর যুদ্ধ বালতির ন্যায়

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ فَزَعَمْتَ أَنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ وَدُوَلٌ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৬২১. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ..... আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব রাযি. তাঁকে জানিয়েছেন যে, হিরাকল (রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস) তাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞাস করেছি, তাঁর (রাসূলুল্লাহ্) সঙ্গে তোমার যুদ্ধের ফলাফল কিরূপ ছিল? তুমি বলেছ যে, যুদ্ধ বড় পানির পাত্র এবং ধন সম্পদের মত। রাসুলগণ এভাবেই পরীক্ষিত হয়ে থাকেন। তরপর ভাল পরিণতি তাঁদেরই হয় (তাঁরাই পুরস্কার প্রাপ্ত হন)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فَزَعَمْتَ أَنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৩ পৃঃ পূর্বে ঃ ০৪ পৃঃ বাকী স্থানগুলোর জন্য নাসরুল বারী - ১ম খন্ড, ১৫৫ পৃঃ দেখুন।

উদ্দেশ্য ঃ বর্ণিত আয়াতের তাফসীর যা সূরা তাওবার ৫২ নং আয়াতের টুকরা।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: { مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا } (الأحزاب: ٢٣)

১৭৫৫. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সংঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছে এবং কেউ .....

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ. لَئِنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ. يَعْنِي أَصْحَابَهُ. وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ ". يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ. ثُمَّ تَقَدَّمَ. فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ. فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ، الْجَنَّةَ. وَرَبِّ النَّضْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ. قَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ. قَالَ أَنَسٌ فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ. وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ. فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نَرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ { مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ } إِلَى آخِرِ الآيَةِ. وَقَالَ إِنَّ أُخْتَهُ وَهْيَ تُسَمَّى الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ (ﷺ) بِالْقِصَاصِ. فَقَالَ أَنَسٌ يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. فَرَضُوا بِالأَرْشِ وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (ﷺ) " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ ".

সহজ তরজমা

২৬২২. মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ খুযাঈ রহ. ..... আনাস ইবনু মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইবনু নাযার রাযি. বদরের যুদ্ধের সময় অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্।

মুশরিকদের সঙ্গে আপনি প্রথম যুদ্ধ করেছেন, আমি সে সময় অনুপস্থিত ছিলাম। আল্লাহ যদি আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ দেখতে পাবেন যে, আমি কী করি।' তারপর উহুদের যুদ্ধে মুসলিমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে আনাস ইবনু নাযার রাযি. বলেছিলেন, ইয়া আল্লাহ! এরা অর্থাৎ তার সাহাবীরা যা করেছেন, তার সম্বন্ধে আপনার কাছে ওযর পেশ করছি এবং এরা অর্থাৎ মুশরিকরা যা করেছে তা থেকে আমি নিজেকে সম্পর্কহীন বলে ঘোষণা করছি। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন, এবং সা'দ ইবনু মুআযের সঙ্গে তার সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন, হে সাদ ইবনু মুআয, নাযারের রবের কসম, উহুদের দিক থেকে আমি জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। সাদ রাযি. বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি যা করেছেন, আমি তা করতে পারিনি। আনাস রাযি. বলেন, আমরা তাকে এমতাবস্থায় পেয়েছি যে, তার দেহে আশিটিরও বেশি তলোয়ার, বর্শা ও তীরের যখম রয়েছে। আমরা তাকে নিহত অবস্থায় পেলাম। মুশরিকরা তার দেহ বিকৃত করে ফেলেছিল। তার বোন ছাড়া কেউ তাকে চিনতে পারেনি এবং বোন তার আঙ্গুলের ডগা দেখে চিনতে পেরেছিল। আনাস রাযি. বলেন, আমাদের ধারণা, কুরআনের এই আয়াতটিঃ { مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ } তার এবং তার মত মুমিনদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে (আহযাব- ৩৩ : ২৩)। আনাস রাযি. আরো বলেন, রুবায়্যি নামক তার এক বোন কোন মহিলার সামনের দাত ভেঙ্গে দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কিসাসের নির্দেশ দেন। আনাস রাযি. বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে হকসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর দাঁত ভাঙ্গা হবে না।' পরবর্তীতে তার বাদীপক্ষ কিসাসের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ নিতে রাযি হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছেন, যারা কসম করলে আল্লাহ তা পূরণ করে দেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামে বর্ণিত আয়াতের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, হাদীসে বর্ণিত ঘটনার প্রেক্ষিতেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৩ - ৩৯৪ পৃঃ সামনে ঃ ৫৭৯, ৭০৫, ৬৪৬, ৬৬৪, ১০১৮ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي. عَنْ سُلَيْمَانَ. أُرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ. أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. رضي الله عنه. قَالَ نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ. فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ. كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقْرَأُ بِهَا. فَلَمْ أَجِدْهَا إِلاَّ مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ. وَهُوَ قَوْلُهُ { مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ }

সহজ তরজমা

২৬২৩. আবুল ইয়ামান ও ইসমাঈল রহ. . . . . যায়দ ইবনু সাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কুরআনের আয়াতসমূহ একত্রিত করে একটি মুসহাফে লিপিবদ্ধ করলাম, তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমি পেলাম না। যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পড়তে শুনেছি। একমাত্র খুযাইমা আনসারী রাযি.-এর কাছে পেলাম। যার সাক্ষ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান সাব্যস্ত করেছিলেন। সে আয়াতটি হলোঃ{ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ } মুমিনদরে মধ্যে কতক আল্লাহর সঙ্গে কৃত তাদের ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। (আহযাব- ৩৩: ২৩)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৪ পৃঃ সামনে ঃ ৫৮০, ৬৭৬, ৭০৫, ৭৪৬, ১০৬৭, ১১০৪, পৃঃ তাছাড়া নাসাঈ শরীফ ঃ التفسير অধ্যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্দেশ্য ঃ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, বর্ণিত معاهد দ্বারা পূর্বোক্ত وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ এই আয়াতে বর্ণিত معاهد উদ্দেশ্য।

তাশরীহ ঃ কোরআন মাজীদের পূর্ণ সংকলন ইতিহাস فضائل قران এ আসবে। ইনশাআল্লাহ

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে যে কোরআন মুসলমানদের মাঝে রয়েছে সেই কোরআন মাজীদে যত সূরা, যত আয়াত রয়েছে এর সবগুলো রাসূল ﷺ থেকে 'তাওয়াতুর পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে আসছে। কিন্তু এখানে সূরা আহযাবের এই আয়াত যা হযরত খুযাইমার রাযি. নিকট পাওয়া গিয়েছিল যদিও হযরত খুযাইমা রাযি. এর একক সাক্ষী দুজন পুরুষের সাক্ষীর সমান কিন্তু দুজনের সাক্ষ্য দ্বারা তো আর তাওয়াতুর হয় না?

জবাব ঃ হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো এই যে, এ আয়াত লিখিত অবস্থায় শুধুমাত্র হযরত খুযাইমা রাযি.এর নিকট পাওয়া গিয়েছিল,কিন্তু অনেক সাহাবী রাযি.এর এই আয়াতটি মুখস্ত ছিল। স্বয়ং হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.বলেন যে,আমি রাসূল ﷺ থেকে এই আয়াতটি শ্রবণ করেছিলাম। সুতরাং এখন আর কোন ইশকাল নেই।

হযরত খুযাইমা রাযি.-এর সাক্ষ্য দুজন সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত ঃ এসম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনা জানার জন্য নাসরুল বারী ৯ম খন্ড, ৫০৭-৫০৮ পৃঃ দেখুন।

بَابٌ. عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتَالِ

১৭৫৬. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের আগে নেক আ'মাল

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ » وَقَوْلُهُ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا. كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

আবু দারদা রাযি. বলেন, আমল অনুসারে তোমরা জিহাদ করে থাকো। আল্লাহ তাআলার বাণী : হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা কেন এমন কথা বল, যা তোমরা কর না? তা আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত অসন্তোষজনক। كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়। (৬১:২-৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ. حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْفَزَارِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. يَقُولُ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ: أَسْلِمْ. ثُمَّ قَاتِلْ». فَأَسْلَمَ. ثُمَّ قَاتَلَ. فَقُتِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا

সহজ তরজমা

২৬২৪. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহীম রহ. .... বারা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লৌহ বর্মে আবৃত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ। আমি যুদ্ধে শরীক হবো, না ইসলাম গ্রহণ করব? তিনি বললেন, 'ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর যুদ্ধে যাও।' তারপর সে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধে গেল এবং শাহাদাত বরণ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'সে অল্প আ'মাল করে বেশী পুরস্কার পেল।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের أَسْلِمْ. ثُمَّ قَاتِلْ. فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। মর্মার্থ হলো এই যে, যুদ্ধ ও জিহাদের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন যা সকল আমালে সালেহা থেকে সর্বোত্তম আমল। এমনকি সকল আমালের কক্ষপথ বা কেন্দ্রভূমি।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৪ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্দেশ্য ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ.এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, আমালে সালেহা দ্বারা আল্লাহ তাআলার রাহে জিহাদ করার শক্তি পয়দা হয়, ইখলাস পয়দা হয়, যার দ্বারা পুরুষত্ব এবং বাহাদুরী সৃষ্টি হয়। ২. ফাসেক ও পাপাচারদের তুলনায় সৎআমল সম্পাদনকারী আমলের সাওয়াব অধিক ও বেশী পেয়ে থাকে।

رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ ঃ

লৌহ বর্মে আহত ব্যক্তিটি কে ছিলেন ?

আল্লামা কিরমানী রহ. বলেন, তার নাম হলো আসরাম আমর ইবনে সাবেত আলআশহালী। অর্থাৎ, তিনি আমর ইবনে সাবেত আনসারী ছিলেন যিনি আসরাম ইবনে আব্দুল আশহাল নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। এটা উহুদ যুদ্ধের ঘটনা। এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা ১৯ পৃষ্ঠায় কিতাবুল মাগাযীতে অতিবাহিত হয়েছে। তার সৌভাগ্য ঈর্ষণীয় যে, তিনি এক ওয়াক্ত নামাযও পড়েন নি কিন্তু তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। তার সাওয়াবের আধিক্যতা হলো এই যে,তিনি চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতেই থাকবেন। আল্লামা হাফেজ আসকালানী রহ. বলেন যে,

قد اخرج ابن اسحاق فی المغازی قصة عمرو بن ثابت باسناد صحيح عن ابی هريرة انه كان يقول الخ

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা রাযি. লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন যে, তোমরা বলো তো ঐ ব্যক্তি কে যিনি এক ওয়াক্ত নামাযও পড়েননি, কিন্তু জান্নাতে পৌঁছে গিয়েছেন? অতঃপর তিনি বলতেন, ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হলেন আমর ইবনে সাবেত রাযি.। (ফাতহুল বারী)

بَابُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

পরিচ্ছেদ : অজ্ঞাত তীর এসে যাকে হত্যা করে.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ. عَنْ قَتَادَةَ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ. وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ. أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ. فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ. صَبَرْتُ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ. قَالَ " يَا أُمَّ حَارِثَةَ. إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ. وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى "

সহজ তরজমা

২৬২৫. মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ রহ. ..... আনাস ইবনু মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, উম্মে রুবায়্যি বিনতে বারা, যিনি হারিস ইবনু সুরাকার মা- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, 'ইয়া নবী য়াল্লাহ! আপনি হারিসা রাযি.-এর সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন কি? হারিসা রাযি. বদরের যুদ্ধে অজ্ঞাত তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে, তবে আমি সবর করব, তা না হলে আমি তার জন্য অবিরত কাঁদতে থাকবো।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হে হারিসার মা! জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ করেছে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৪ পৃঃ সামনে ঃ ৫৬৭, ৯৭০, ৯৭২ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে,যে ব্যক্তিই জিহাদের প্রান্তরে মারা যান তিনি সর্বাবস্থায়ই শহীদ বলে গণ্য হবেন।

চাই তার হত্যাকারী সম্পর্কে কোন কিছু জানা যাক বা না যাক। এমনকি যদি ভুলবশত কোন মুসলমানের তীর এসে লেগে যায় এবং সে মৃত্যুবরণ করে তবুও সে শহীদ হিসাবে গণ্য হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا

১৭৫৮. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা (দীন) বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، رضي الله عنه. قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ " مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ "

সহজ তরজমা

২৬২৬. সুলাইমান ইবনু হারব রহ. ..... আবূ মুসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে এসে বলল, এক ব্যক্তি গনীমতের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধির জন্য এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহাদে শরীক হন। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করল? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল সে-ই আল্লাহর পথে জিহাদ করল।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৪ পৃঃ পূর্বে ঃ ২৩ পৃঃ সামনে ঃ ৪৪০, ১১১১ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ সবকিছু নিয়তের উপর নির্ভরশীল। কেননা, মূলত নিয়ত হলো তাওহীদের প্রচার প্রসার এবং আল্লাহ তাআলার কালিমা কে সমুন্নত করা, তাহলে আল্লাহ তাআলার রাহে জিহাদকারী বলে গণ্য হবে। গনীমতের মাল উপার্জনের জন্য কিংবা প্রসিদ্ধি ও সুখ্যাতি লাভ করার জন্য যুদ্ধকারী মুজাহিদ বলে গণ্য হবে না। আর যদি দীন ইসলামকে সমুন্নত করার নিয়ত থাকে কিন্তু পরবর্তীতে এসব ধারণা বা নিয়ত এসে যায় তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

بَابُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ} [التوبة: ١٢٠]

إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} [التوبة: ١٢٠]

১৭৫৯. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর পথে যার দু'টি পা ধূলি-মলিন হয়

মাদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়-তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আ'মাল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না। (আত-তাওবাহ : ৯:১২০)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا عَبَايَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْسٍ، هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ "

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৬২৭. ইসহাক রহ. ..... আবদুর রহমান ইবনু জাবর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর পথে যে বান্দার দু'পা ধুলি ধুসরিত হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে এরূপ হয় না।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৪ পৃঃ পূর্বে, ১২৪ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনামে দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। অর্থাৎ,যে ব্যক্তির পাদ্বয় আল্লাহ তাআলার রাহে ধুলিমলিন হয়ে,তার ফযিলত বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য। তাছাড়া এটাও জানা গেল যে,আল্লাহ তাআলার রাহে পা ধুলিমলিন করার ফযিলত হলো এই যে,দোযখের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না, তাহলে সেই ব্যক্তি কিভাবে দোযখে প্রবেশ করতে পারে ,যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রাহে স্বীয় জান উৎসর্গ করে দিয়েছে। এই হাদীস দ্বারা মুজাহিদগণের বড়ত্ব ও ফযিলত বুঝে আসে।

بَابُ مَسْحِ الغُبَارِ عَنِ الرَّأْسِ فِي سَبِيلِ اللهِ

১৭৬০. পরিচ্ছেদ : যার মাথা আল্লাহর রাস্তায় ধূলি ধুসরিত এবং তার মাথা রাসুল ﷺ কর্তৃক মুছে দেওয়া

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لَهُ وَلِعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ائْتِيَا أَبَا سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ. فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ وَأَخُوهُ فِي حَائِطٍ لَهُمَا يَسْقِيَانِهِ، فَلَمَّا رَآنَا جَاءَ فَاحْتَبَى وَجَلَسَ فَقَالَ كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ الْمَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ (ﷺ) وَمَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ وَقَالَ "وَيْحَ عَمَّارٍ، تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عَمَّارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ"

সহজ তরজমা

২৬২৮. ইবরাহীম ইবনু মূসা রহ. ..... ইকরিমা রহ বর্ণনা করেন যে, ইবনু আব্বাস রাযি. তাকে ও আলী ইবনু আব্দুল্লাহকে বলেছিলেন যে, তোমরা আবূ সাইদ রাযি.-এর কাছে যাও এবং তাঁর কিছু বর্ণনা শুনো। তারপর আমরা তাঁর কাছে গেলাম। সে সময় তিনি ও তাঁর ভাই বাগানে পানি সেচের কাজে ছিলেন। আমাদের দেখে তিনি আসলেন এবং দু' হাঁটু বুকের সাথে লাগিয়ে বসে বললেন, মসজিদে নববীর জন্য আমরা এক একটি করে ইট বহন করেছিলাম। আর আম্মার রাযি. দু'দুটি করে বহন করেছিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পাশ দিয়ে গেলেন এবং তার মাথা থেকে ধুলাবালি মুছে ফেললেন এবং বললেন, আম্মারের জন্য বড় দুঃখ হয়, বিদ্রোহী দল তাকে হত্যা করবে। সে (আম্মার) রাযি. তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করবে এবং তারা আম্মারকে জাহান্নামের পথে ডাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের وَمَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৪ পৃঃ পূর্বে ঃ ৬৪ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এই বাব ও সামনের বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো এই যে,মুজাহিদগণের মাথা থেকে ধুলি মুছা ও ধৌত করা মাকরুহ ছাড়াই যায়েয।

https://e-ilm.weebly.com/

الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা জানার জন্য নাসরুল বারী - ৮ম খন্ড.(কিতাবুল মাগাযী) ১৬৫ পৃষ্ঠায় 'সিফ্‌ফিন যুদ্ধ' দেখুন। ইমাম নববী রহ. বলেন, উলামায়ে কেরাম বলেন, এই হাদীসটি হযরত আলী রাযি.সত্য ও সঠিক হওয়ার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। আর অন্য দলটি হলো বিদ্রোহী,তবে তাঁরা মুজতাহিদ এবং তাদের কোন গোনাহও নেই। (শরহে নববী : ২/৩৯৬)

بَابُ الْغَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ

১৭৬১. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের পর ও ধূলাবালি লাগার পর গোসল করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلاَحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلاَحَ. فَوَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "فَأَيْنَ". قَالَ هَا هُنَا. وَأَوْمَأَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ. قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ

সহজ তরজমা

২৬২৯. মুহাম্মদ ইবনে সালাম রহ. ..... আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, খন্দকের যুদ্ধ থেকে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এসে অস্ত্র রাখলেন এবং গোসল করলেন, তখন জিবরীল আ. তাঁর কাছে এলেন, আর তাঁর মাথায় পট্টির ন্যায় ধূলি জমেছিল। তিনি বললেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিলেন অথচ আল্লাহর কসম, আমি এখনো অস্ত্র রাখিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোথায় যেতে হবে? তিনি বানূ কুরাইযার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এদিকে। আয়িশা রাযি. বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দিকে বেরিয়ে গেলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلاَحَ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৪-৩৯৫ পৃঃ সামনে ঃ ৫৯০ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.এর কি উদ্দেশ্য তা পূর্বের বাবে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখুন।

بَابُ فَضْلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ، وَأَنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ [آل عمران: ١٧٠]

১৭৬২. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার এ বাণী যাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মর্যাদা। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে রিযিক প্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত আর আল্লাহ মুমিনগণের শ্রমফল নষ্ট করে দেন না। ৩:১৬৯-১৭১)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلاَثِينَ غَدَاةً، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ أَنَسٌ أُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأْنَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ.

সহজ তরজমা

২৬৩০. ইসমাঈল ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. .....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা বীরে মাউনায় শরীক সাহাবীদেরকে শহীদ করেছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই রি'ল ও যাকওয়ানের বিরুদ্ধে ত্রিশ দিন পর্যন্ত ফজরে দুআ করেছিলেন এবং উসাইয়্যা গোত্রের বিরুদ্ধেও যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আনাস রাযি. বলেন, বীরে মাউনার কাছে শহীদ সাহাবীদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল, যা আমরা পাঠ করেছি। পরে তা মানসুখ হয়ে যায়। (আয়াতটি হলো) "তোমরা আমাদের কাওমের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সাক্ষাত লাভ করেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আমরাও তার প্রতি সন্তুষ্ট।"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, এ হাদীসটি আল্লাহ তাআলার বাণী وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا الخ মর্ম সম্বলিত। আর এই আয়াতটি আসহাবে বীসে মাউনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমনটা হযরত ইবনে জারীর রহ. বর্ণনা করেছেন। (উমাদাতুল কারী)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৫ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৩৬, ১৭৩ পৃঃ সামনে ঃ ৪৩১, ৪৪৯, ৫৮৬, ৬৮৭, ৯৪৬, ১০৯০ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اصْطَبَحَ نَاسٌ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ. فَقِيلَ لِسُفْيَانَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ هَذَا فِيهِ.

সহজ তরজমা

২৬৩১. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ..... জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন কিছু সংখ্যক সাহাবী সকাল বেলায় শরাব পান করেন, এরপর যুদ্ধে তারা শাহাদাত বরণ করেন। সুফিয়ান রহ-কে প্রশ্ন করা হলঃ সেই দিনের শেষ বেলায়? তিনি বললেন, এ কথাটি তাতে নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের شهداء এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৫ পৃঃ সামনে ঃ ৫৭৯, ৬৬৪ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে,এই আয়াতে কারীমাটি শুহাদায়ে উহুদ এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যার দ্বারা ঐ শহীদগণের বড়ত্ব ও ফযিলত প্রমাণিত হয়। যেমনটা তিরমিযী শরীফ ঃ ২য় খন্ড,(কিতাবুত তাফসীরে) ১২৫ পৃষ্ঠায় হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত রয়েছে।

بَابُ ظِلِّ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

১৭৬৩. পরিচ্ছেদ : শহীদের উপর ফেরেস্তাদের ছায়াদান প্রসঙ্গ

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ جِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ، فَنَهَانِي قَوْمِي، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقِيلَ ابْنَةُ عَمْرٍو، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو. فَقَالَ "لِمَ تَبْكِي أَوْ لَا تَبْكِي، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا". قُلْتُ لِصَدَقَةَ أَفِيهِ حَتَّى رُفِعَ قَالَ رُبَّمَا قَالَهُ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৬৩২. সাদকা ইবনে ফাযল রহ. .....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধ শেষে আমার পিতাকে (তার লাশ) নবী ﷺ-এর কাছে অঙ্গ-প্রতঙ্গ কাটা অবস্থায় আনা হল এবং তাঁর সামনে রাখা হল। আমি তাঁর চেহারা খুলতে চাইলাম; আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। এমন সময় তিনি কোন বিলাপকারীণির বিলাপ ধ্বনী শুনতে পেলেন। বলা হল, সে আমরের কন্যা বা ভগ্নি। তারপর নবী ﷺ বললেন, সে কাঁদছে কেন? অথবা বলেছিলেন, সে যেন না কাঁদে। ফিরিশ্‌তারা তাকে ডানা দ্বারা ছায়াদান করছেন। আমি (ইমাম বুখারী রহ) সাদকা রহ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এও কি বর্ণিত আছে যে, তাকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত? তিনি বললেন, (জাবির রাযি.) কখনো তাও বলেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৩৯৫ পৃঃ পূর্বে : ১৬৬, ১৭২, ৫৮৪ পৃ।

بَابُ تَمَنِّي الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

১৭৬৪. পরিচ্ছেদ : মুজাহিদের দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَىْءٍ، إِلاَّ الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ "

সহজ তরজমা

২৬৩৩. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ছাড়া আর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্খা পোষণ করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল জিনিস তার কাছে বিদ্যমান থাকবে। সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্খা করবে যেন দশবার শহীদ হয়। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৩৯৫ পৃঃ পূর্বে : ৩৯২ পৃঃ।

উদ্দেশ্য : এই বাব দ্বারা আল্লাহ তাআলার রাহে শহীদগণের বড়ত্ব ও ফযিলত বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ: اَلْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ

وَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا: مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ» وَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ. وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى»

১৭৬৫. পরিচ্ছেদ : তরবারীর ঝলকের নীচে জান্নাত

মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদের জানিয়েছেন, আমাদের মধ্যে যে শহীদ হলো সে জান্নাতে পৌঁছে গেল। উমর রাযি. নবী ﷺ-কে বললেন, আমাদের শহীদগণ জান্নাতবাসী আর তাদের নিহতরা কি জাহান্নামী নয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ. عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ. مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ". تَابَعَهُ الأُوَيْسِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ.

সহজ তরজমা

২৬৩৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. .....উমর ইবনে উবায়দুল্লাহ রহ-এর আযাদকৃত গোলাম ও তার কাতিব আবূন নাযর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা রাযি. তাঁকে লিখেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা জেনে রাখ, তরবারীর ছায়ার নীচেই জান্নাত। উয়াইসী রহ ইবনে আবুয যিনাদ রহ.-এর মাধ্যমে মূসা ইবনে উকবা রাযি. থেকে হাদীস বর্ণনায় মুআবিয়া ইবনে আমর রহ আবূ ইসহাক রহ-এর মাধ্যমে মূসা ইবন উকবা রহ থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, بارقة السيوف এর অর্থ হলো তলোয়ারের চমক। আর একথা সুস্পষ্ট যে, তার নীচে ছায়াও হবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৫ পৃঃ সামনে ঃ ৩৯৭, ৪১৬, ৪২৪, ১০৭৫ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ,আবু দাউদ শরীফ ঃ الجهاد অধ্যায়।

উদ্দেশ্য ঃ মুজাহিদগণের জন্য জান্নাত অবধারিত। অর্থাৎ, যে কোন ব্যক্তি জিহাদ করবে সে অবশ্যই জান্নাতের অধিকারী হবে। আর যেহেতু জিহাদের জন্য সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো তলোয়ার, এই জন্য এটার উল্লেখের উপরই সীমাবদ্ধ করেছেন,কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যান্য হাতিয়ার যেমন বন্দুক,কামান দ্বারা জিহাদ করবে সেও জান্নাতের অধিকারী হবে। والله اعلم

بَابُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ

১৭৬৬. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য সন্তান আকাংখা করে

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ. عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ. أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ. كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ. جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ. لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ"

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

লায়স রহ. ..... আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ আ. বলেছিলেন, আজ রাতে আমি একশ' অথবা বলেছিলেন নিরানব্বই জন স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করব। তাদের প্রত্যেকেই একজন বীর মুজাহিদ প্রসব করবে। তার একজন সাথী বললেন, বলুন, ইনশাআল্লাহ! তিনি ইনশাআল্লাহ বলেন নি। ফলে একজন স্ত্রী ছাড়া কেউ গর্ভবতী হলেন না। তিনিও একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করলেন। সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের ﷺ প্রাণ, যদি তিনি ইনশাআল্লাহ বলতেন, তবে সকলের সন্তান হতো এবং তারা সকলেই ঘোড় সওয়ার হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত সুলাইমান আ. এর স্ত্রীগণের সংখ্যা :

হযরত সুলাইমান আ.এর স্ত্রীগণের সংখ্যার ব্যাপারে মোট পাঁচ ধরণের রেওয়ায়াত রয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লামা কিরমানী রহ. বলেন, হযরত সুলাইমান আ.এর স্ত্রীগণের সংখ্যার ব্যাপারে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। যেমন - কোন কোন রেওয়ায়াতে ১০০ জন,কোন কোন রেওয়ায়াতে ৯৯ জন এবং অন্য রেওয়ায়াতে ৬০ জন। مفهوم عدد হিসাবে এগুলোর মাঝে কোন বিরোধীতা নেই।

সামঞ্জস্য বিধান : এই মতবিরোধপূর্ণ রেওয়ায়াতগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা-

১ম পদ্ধতি عدد كثير টা عدد قليل এর বিরোধী নয়। কেননা,জমহুর আহলে উসূল এর মতে عدد (সংখ্যা)এর মধ্যে مفهوم مخالفت বিবেচ্য নয়। সুতরাং عدد قليل এর বর্ণনা দ্বারা عدد كثير এর বিরোধ আবশ্যক হয় না। মর্মার্থ হলো এই যে, নির্দিষ্ট সংখ্যা অতিরিক্তকে নফী করার উপর দালালাত করে না। - (উমদাতুল কারী)

২য় পদ্ধতি : এই মতবিরোধটা হলো স্ত্রী ও বাদীর ভিত্তিতে। অর্থাৎ হযরত সুলাইমান আ.এর স্ত্রীগণের কিছু স্বাধীনা আর কিছু বাঁদী ছিলেন। যার সুরত হলো এই যে, তার ষাট (৬০) থেকে কিছু বেশী প্রায় ৬৯ জন স্বাধীনা স্ত্রী ছিলেন, যাদের কোন কোন রেওয়ায়াতে ভগ্নাংশকে ফেলে দিয়ে শুধু ষাট (৬০) দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর কোন কোন রেওয়ায়াতে ভগ্নাংশকে আরো বাড়িয়ে সত্তর (৭০) দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর বাকী তেইশ (২৩) জনের মতো বাদী ছিল, এভাবে মোট সংখ্যা ৯৯ হয়, যেটাকে কোন কোন রেওয়ায়াতে ভগ্নাংশকে ফেলে দিয়ে শুধু ৯০ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর কোন কোন রেওয়ায়াতে ভগ্নাংশকে বৃদ্ধি করে পুরো ১০০ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

৩য় পদ্ধতি : নব্বই সংখ্যা বিশিষ্ট রেওয়ায়াত প্রধান্যপ্রাপ্ত।

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.এর মতে নব্বই (৯০) সংখ্যা বিশিষ্ট রেওয়ায়াত অধিক বিশুদ্ধ। যেমন তিনি বলেন-

قال شعيب وابن ابي الزناد تسعين وهو اصح

একশত স্ত্রীর সাথে সহবাস :

হযরত সুলাইমান আ.সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে,তিনি বলেছিলেন, আমি এক রাতে আমার সকল স্ত্রীগণের সাথে দাম্পত্যজীবনের ফরজ দায়িত্ব (সহবাস) আদায় করব। (স্ত্রীদের সংখ্যা ১০০ জন বর্ণিত রয়েছে।) বাহ্যিকভাবে যৌক্তিকভাবে এই কাজটি অসম্ভব ও খুব দূরের মনে হয়। কিন্তু এখানে কেবল ঐ সকল বৈশিষ্টাবলীর বর্ণনা রয়েছে যা শুধুমাত্র নবীগণের সাথেই খাস যে, তারা একই রাতে এত অধিক সংখ্যক স্ত্রীগণের সাথে সহবাস করতে পারেন। (নাসরুল মুনঈম : ২৯৬)

সংক্ষিপ্ত কথা হলো যে,আম্বিয়ায়ে কেরামের শরীরীক ও আধ্যাত্মিক শক্তি অন্যান্য সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশী হয়ে থাকে। যেমন খন্দক যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ কর্তৃক বিশাল পাথরকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেওয়া, রুকানার মত প্রসিদ্ধ বাহাদুরকে কুস্তি লড়াইয়ে পর পর তিনবার নীচে ফেলে দেওয়া-এসব কিছু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরীক শক্তির কারিশমা।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ وَالْجُبْنِ

১৭৬৭. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে বীরত্ব ও ভীরুতা

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ، وَقَالَ "وَجَدْنَاهُ بَحْرًا".

সহজ তরজমা

২৬৩৫. আহমদ ইবনে আব্দুলাহ রহ. .....আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সর্বাপেক্ষা সুশ্রী, সাহসী ও দানশীল ছিলেন। মদীনাবাসীগণ একবার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। নবী কারীম ﷺ ঘোড়ায় চড়ে সবার আগে আগে অগ্রসর হয়ে বললেন, আমরা এটিকে সমুদ্রের ন্যায় দ্রুত গতিসম্পন্ন পেয়েছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুর বাবের সাথে হাদীসের وَأَشْجَعَ النَّاسِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৫ - ৯৬ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৫৮ পৃঃ সামনে ঃ ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৭, ৪২৬, ৮৯১, ৯৭১ পৃঃ

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ، مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ، فَعَلِقَهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلاَ كَذُوبًا وَلاَ جَبَانًا".

সহজ তরজমা

২৬৩৬. আবুল ইয়ামান রহ. .... জুবাইর ইবনে মুত'ইম রাযি. থেকে বর্ণিত, হুনাইন থেকে ফেরার পথে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে চলছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরো অনেক সাহাবী ছিলেন। এমন সময় কিছু লোক এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং তাদের কিছু দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করল। এমনকি তারা তাঁকে একটি গাছের কাছে নিয়ে গেল এবং তাঁর চাদর (গাছের কাঁটায়) আটকে গেল। নবী ﷺ সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমার চাদর ফিরিয়ে দাও। আমার কাছে যদি এই সব কাটাযুক্ত গাছের সমপরিমাণ বকরি থাকত, তাহলে এর সবই তোমাদের ভাগ করে দিতাম। আর তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ দেখতে পেতে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাশরীহ ঃ بخل এর সাথে মিথ্যা ও কাপুরুষতা আবশ্যাক। যেমন سخاوت (দানশীলতার) সাথে সত্য ও বীরত্ব আবশ্যাক।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুর বাবের সাথে হাদীসের ثم لا تجدونى بخيلا الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৬ পৃঃ সামনে ৪৪৬ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এই বাব দ্বারা বীরত্বের প্রশংসা ও কাপুরুষতার নিন্দা জ্ঞাপন করাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ

১৭৬৮. পরিচ্ছেদ : কাপুরুষতা থেকে পানাহ চাওয়া

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ. سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الأَوْدِيَّ، قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ. وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " . فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ.

সহজ তরজমা

২৬৩৭. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. .....আমর ইবনে মায়মুন আউদী রাযি. থেকে বর্ণিত, শিক্ষক যেমন ছাত্রদের লেখা শিক্ষা দেন, সা'দ রাযি. তেমনি তাঁর সন্তানদের এ বাক্যগুলো শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের পর এগুলো থেকে পানাহ চাইতেন। 'হে আল্লাহ! আমি ভীরুতা, অতিবার্ধক্য, দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই।' রাবী বলেন, আমি মুসআব রাযি.-এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৬ পৃঃ সামনে ঃ ৯৪২, ৯৪৩, ৯৪৫ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ. قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ. سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. رضى الله عنه. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ " اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ".

সহজ তরজমা

২৬৩৮. মুসাদ্দাদ রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আ করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, ভীরুতা ও বার্ধক্য থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের اَلْجُبْنِ এ অংশটুকুর মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৬ পৃঃ সামনে ঃ ৬৮৩, ৯৪২, ৯৪৩ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ ঃ الدعوات অধ্যায়, আবু দাউদ শরীফ ঃ الصلوة অধ্যায় এবং নাসাঈ শরীফ ঃ الاستعاذة অধ্যায়।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনামে দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় কামনা উদ্দেশ্য যা বীরত্ব ও বাহাদুরীর বিপরীত।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الحَرْبِ قَالَهُ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ

১৭৬৯. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি যুদ্ধকালীন তার নিজের ঘটনাবলী বর্ণনা করে। আবূ উসমান রহ. তা সাদ রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَسَعْدًا وَالمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا، مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ.

সহজ তরজমা

২৬৩৯. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. .....সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, সাদ, মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ এবং আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি.-এর সঙ্গ লাভ করেছি। আমি তাদের কাউকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। তবে তালহা রাযি. কে উহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে শুনেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৬ পৃ., সামনে ঃ ৫৮১ পৃ.।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো যে, অন্যাকে উৎসাহ প্রদানের নিয়তে স্বীয় যুদ্ধ সংক্রান্ত বীরত্বগাঁথা উল্লেখযোগ্য কীর্তিগুলো বর্ণনা করা জায়েয। কিন্তু নিজের যশ-খ্যাতি ও সুনাম ছড়িয়ে পড়ার নিয়তে বর্ণনা করা জায়েয নেই।

নোট ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী ১০৭ পৃঃ দেখুন।

بَابُ وُجُوبِ النَّفِيرِ، وَمَا يَجِبُ مِنَ الجِهَادِ وَالنِّيَّةِ

১৭৭০. পরিচ্ছেদ : জিহাদে বের হওয়া ওয়াজিব এবং জিহাদ ও তার নিয়্যাতের আবশ্যকতা

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا، وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَتَّبَعُوكَ، وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ} [التوبة: ٤٢] الآيَةَ وَقَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ، أَرَضِيتُمْ بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ} [التوبة: ٣٨] إِلَى قَوْلِهِ {عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: ٢٠] يُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {انْفِرُوا ثُبَاتٍ} سَرَايَا مُتَفَرِّقِينَ "يُقَالُ: أَحَدُ الثُّبَاتِ ثُبَةٌ"

আল্লাহ তাআলার বাণী : অভিযানে বের হয়ে পড় হালকা অবস্থায় হউক অথবা ভারি অবস্থায় এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। আশু লাভের সম্ভাবনা থাকলে এবং সফর সহজ হলে .... তারা যে মিথ্যাচারী তা তো আল্লাহ জানেন (৪১:৪২)। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদের আল্লাহর পথে অভিযানে

https://e-ilm.weebly.com/

বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূ-তলে ঝুঁকে পড়? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিৎকর (৯:৩৮)। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে উল্লেখ রয়েছে, ثُبَاتٍ ,فَانْفِرُوا অর্থ হলো বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তোমরা জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়। ثُبَاتٍ শব্দটির একবচন ثُبَةٌ অর্থ ছোট দল।

তাশরীহ : ثقالا ,خفافا ,انفروا এর তাফসীরের ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। মর্মার্থ হলো এই যে, যুবক হও বা বৃদ্ধ, গরীব হও বা ধনী, একক হও বা স্ত্রী সন্তানাদীর মালিক হও কিংবা পায়দল হও বা আরোহী হও সবাই বেরিয়ে পড়।

এটা তাবুক যুদ্ধের ঘটনা। বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড গাযওয়ায়ে তাবুক দেখুন।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ طَاوُسٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ "لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا".

সহজ তরজমা

২৬৪০. আমর ইবনে আলী রহ. ..... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, 'এই বিজয়ের পর আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। এখন কেবল জিহাদ ও নিয়্যাত। যখন তোমাদের বের হওয়ার আহবান জানানো হবে, তখনই তোমরা বেরিয়ে পড়বে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের لكن جهاد ونية الخ, এঅংশটুকুর মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৩৯৬ পৃঃ পূর্বে : ১৮০, ২১৬, ২৪৭, ২৮০ পৃঃ সামনে : ৪৩৩, ৪৫২, ৬১৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য : দ্বীনে ইলাহীর জন্য জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদানই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য।

নোট : বিস্তারিত জানার জন্য كتاب الجهاد এর শুরুর আলোচনাটুকু দেখুন।

بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ. ثُمَّ يُسْلِمُ. فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ

১৭৭১. পরিচ্ছেদ : কোন কাফির যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করার পর ইসলাম গ্রহণ করে এবং দীনের উপর অবিচল থেকে আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ. يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ. ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ"

সহজ তরজমা

২৬৪১. আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, দু'ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন। তারা একে অপরকে হত্যা করে উভয়েই জান্নাতবাসী হবে। একজন তো এ কারণে জান্নাতবাসী হবে যে, সে আল্লাহর পথে জিহাদ করে শহীদ হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাআলা হত্যাকারীর তাওবা কবুল করেছেন। ফলে সেও আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, শিরোনামটি হাদিসের ব্যাখ্যাস্বরূপ। আর তা এভাবে যে, শিরোনামে রয়েছে فيسدد আর হাদিসে فيستشهد রয়েছে। আর, শাহাদত تسديد এর ভিত্তিতেই ধর্তব্য হয়। আর تسديد হলো ইসলামের উপর অটল থাকা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৬ পৃঃ।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَسْهِمْ لِي. فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لاَ تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هٰذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ. فَقَالَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَاعَجَبًا لِوَبْرٍ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَأْنٍ. يَنْعَى عَلَيَّ قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللهُ عَلَى يَدَيَّ وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ. قَالَ فَلاَ أَدْرِي أَسْهَمَ لَهُ أَمْ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ. قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِيهِ السَّعِيدِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ اَلسَّعِيدِيُّ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ.

সহজ তরজমা

২৬৪২. হুমায়দী রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেখানে অবস্থানকালেই আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ﷺ আমাকেও (গনীমতের) অংশ দিন।' তখন সাইদ ইবনে আসের কোন এক পুত্র বলে উঠল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অংশ দিবেন না।' আবূ হুরায়রা রাযি. বললেন, সে তো ইবনে কাওকালের হত্যাকারী। তা শুনে সাঈদ ইবনে আসের পুত্র বললেন, ضَأْنٍ পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আমাদের কাছে আগত বিড়াল মাশি জন্তুটি, (সেই ব্যক্তির) কথায় আশ্চর্যবোধ করছি, সে আমাকে এমন একজন মুসলিমকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছে যাকে আল্লাহ তাআলা আমার হাতে সম্মানিত করেছেন এবং যার দ্বারা আমাকে লাঞ্ছিত করেননি। আব্বাস রাযি. বলেন, পরে তাকে অংশ দিয়েছেন কি দেননি, তা আমাদের জানা নেই। সুফইয়ান রহ বলেন, আমাকে সাঈদী রাযি. তাঁর দাদার মাধ্যমে আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী) রহ বলেন, সাঈদী হলেন, আমর ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ইবনে আমর ইবনে সাঈদ ইবনে আস।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল :

শিরোনামের সাথে হাদীসের ابن سعيدبن العاص এর কথার মাধ্যমে মিল রয়েছে। আর সে হলো ابان بن سعيد তাকে আল্লাহ তাআলা আমার হাতে সম্মানিত করেছেন। আর এর দ্বারা তিনি ابن قوقل কে উদ্দেশ্য করেছেন। তিনি হলেন نعمان যিনি ابان এর হাতে শহীদ হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে শাহাদাতের মাধ্যমে সম্মান দান করেছেন। আর ابان কে কুফুরী আবস্থায় হত্যা করা হয়নি যে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, বরং সে অনেকদিন জীবন যাপন করেছে পরবর্তীতে তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তিনি খয়বার যুদ্ধের পূর্বে ও হুদায়বিয়ার পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর এটাই শিরোনাম।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৬ – ৩৯৭ পৃঃ সামনে ৬০৮ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনামে দ্বারা হাদিসের ভাবার্থের ব্যাখ্যা করাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য যে, শাহাদাতের জন্য ইসলামের উপর অটল থাকা শর্ত। যেমনটা শিরোনামের فيسدد يسلم দ্বারা সুস্পষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

هٰذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ ঃ قوقل শব্দের উভয় ق বর্ণে যবর দিয়ে। قوقل সাহাবী হযরত নু'মান ইবনে মালেক ছা'লাবার রাযি. দাদা ছিলেন। আর ছা'লাবার উপাধি ছিল قوقل হযরত নু'মান উহুদের যুদ্ধে ابان بن سعيد এর হাতে শহীদ হয়েছিলেন। আল্লামা কাস্তালানী রহ. বর্ণনা করেন যে, হযরত নু'মান উহুদের দিন এই দোআ করেছিলেন যে, হে আল্লাহ তাআলা। আমি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই জান্নাতের মধ্যে ঘুরাফেরা করতে চাই। তাঁর এই দোআ কবুল হয়েছে এবং তিনি শহীদ হয়েছেন।

وبر : এই শব্দটির واو (ওয়াও) বর্ণে যবর ও باء (বা) বর্ণে সুকুন দিয়ে। আর আল্লামা দামেরী রহ.এর তাহকীক হলো যে, وبر একটি প্রাণীর নাম যা বিড়াল থেকে কিছুটা ছোট কিন্তু তার লেজ লম্বা হয় না এবং তা খাওয়া হালাল। আহলে আরবগণ এটাকে غنم بنى اسرائيل ও বলে থাকেন। والله اعلم

بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

১৭৭২. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জিহাদকে সিয়ামের উপর প্রাধান্য দেয়

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ. قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لاَ يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ. فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا. إِلاَّ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى.

সহজ তরজমা

২৬৪৩. আদম রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জীবনকালে আবূ তালহা রাযি. জিহাদের কারেণে সিয়াম পালন করতেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের পর ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ব্যতীত তাকে আর কখনো সিয়াম ছেড়ে দিতে দেখিনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো যে, সাহাবাগণ রমযান মাস ছাড়া অন্য কোন সময় নফল রোযা রাখতেন না যাতে করে স্বীয় শক্তি সামর্থ বাকী থাকে। যখন রাসূল ﷺ এর ওফাতের পরবর্তী সময়ে পুরো আরব জুড়ে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে এবং মুজাহীদিনের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে, তখন তারা নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতিত ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতেন।

بَابٌ: اَلشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ

১৭৭৩. পরিচ্ছেদ : নিহত হওয়া ছাড়া সাত প্রকারের শাহাদাত রয়েছে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ سُمَيٍّ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضى الله عنه. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ. وَالْمَبْطُونُ. وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ. وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ"

সহজ তরজমা

২৬৪৪. আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ প্রকার মৃত ব্যক্তি শহীদ। মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, ধ্বংসস্তুপে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং যে আল্লাহর পথে শহীদ হলো, সে ব্যক্তি।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : কেউ কেউ বলেছেন যে, শিরোনামের সাথে এই হাদিসের কোন মিল নেই। কেননা শিরোনামে سبع সংখ্যা এসেছে আর হাদিসে خمس সংখ্যা এসেছে। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে শিরোনামের সাথে এই হাদিসের কোন মিল নেই। কেননা বাবের অধীনে যে হাদিসটি আনা হয়েছে তাতে সাতটি সুরত উল্লেখ নেই। এর জবাব হল, ইমাম বুখারী রহ. শিরোনাম দ্বারা ঐ রেওয়ায়াতের দিকে ইশারা করেছেন যা মুয়াত্তা মালেকে হযরত জাবের ইবনে আতীক রহ. থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার রাহে জিহাদ ব্যতিত শাহাদাতের আরো সাতটি সুরত রয়েছে। কিন্তু এই হাদিসটি যেহেতু ইমাম বুখারী রহ. এর শর্তানুযায়ী ছিলো না, তাই ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় অভ্যাসানুযায়ী শুধু এর দিকে ইশারা করে দিয়েছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ৯০, ১০০ পৃঃ সামনে ঃ ৮৫৩ পৃঃ।

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ. عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ ﷺ ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "اَلطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".

সহজ তরজমা

২৬৪৫. বিশর ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, মহামারীতে মৃত্যু হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শাহাদাত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, শিরোনামের সাতটির একটি এবং পূর্বোক্ত হাদিসের ৫টির একটি এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (উমদাতুল ক্বারী)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৭ পৃঃ সামনে ঃ ৮৫৩ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো যে, আল্লাহ তাআলার রাহে জিহাদের মধ্যেই শাহাদাত সীমাবদ্ধ নয়। বরং আল্লাহ তাআলার রাহে জিহাদ ব্যতিতও শাহাদাতের আরো অনেক সুরত রয়েছে, যেমনটা অন্যান্য রেওয়ায়াত সমূহে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কেহ আগুনে জ্বলে মারা যায় কিংবা কোন নারী প্রসূতি অবস্থায় মারা যায় তাহলেও তারা শহীদ বলে গণ্য হবে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ. وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً. وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى. وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ} [النساء: [إِلَى قَوْلِهِ {غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: ٢٣]

১৭৭৪. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয়; অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, তার সমান নয়..... আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৪ঃ৯৫-৯৬)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ـ ﷺ ـ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ {لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدًا. فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا. وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ {لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৬৪৬. আবুল ওয়ালিদ রহ. .....বারা' রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়দ রাযি.-কে ডেকে আনলেন। তিনি কোন জন্তুর একটি চওড়া হাড় নিয়ে আসেন এবং তাতে উক্ত আয়াতটি লিখে রাখেন। ইবনে উম্মে মাকতুম জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করলে لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ আয়াতটি নাযিল হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, হাদিসে لايستوى القاعدون الخ এর শানে নুযুল বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৭ পৃঃ সামনে ঃ ৬৬১, ৭৪৬ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمْلَى عَلَيْهِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}.

সহজ তরজমা

২৬৪৭. আবদুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. .....সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি মারওয়ান ইবনে হাকামকে মসজিদে বসা অবস্থায় দেখলাম। তারপর আমি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইবনে সাবিত রাযি. তাঁকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উপর অবতীর্ণ আয়াত لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ (মুসলমানদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা পরস্পর সমান নয়) যখন তাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন, ঠিক সে সময় অন্ধ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি. সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি জিহাদে যেতে সক্ষম হতাম, তবে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতাম।' সে সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের উপর ওহী নাযিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উরু আমার উরুর উপর রাখা ছিল এবং তা আমার কাছে এতই ভারী মনে হচ্ছিল যে, আমি আমার উরু ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা করছিলাম। এরপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা কেটে গেল, এ সময় غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ আয়াতটি নাযিল করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৭ পৃঃ সামনে ঃ ৬৬০ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ আয়াতে কারীমার শানে নুযুল বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

১৭৭৫. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، كَتَبَ فَقَرَأْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا".

সহজ তরজমা

২৬৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... সালিম আবূ নাযর রহ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা রাযি. লিখে পাঠালেন, আর আমি এতে পড়লাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা তাদের (শত্রুদের) মুখোমুখী হবে তখন ধৈর্য্যধারণ করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فاصبروا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৯৫ পৃঃ সামনে ৪১৬, ১০৭৫ পৃঃ।

بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الْقِتَالِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} [الأنفال: ٦٥]

১৭৭৬. পরিচ্ছেদ : জিহাদে উদ্বুদ্ধকরণ। এবং আল্লাহ তাআলার বাণী : মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ﷺ، يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ، فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

সহজ তরজমা

২৬৪৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ খন্দকের দিকে বের হলেন, হীম শীতল সকালে আনসার ও মুহাজিররা পরিখা খনন করছেন, আর তাদের এ কাজ করার জন্য তাদের কোন গোলাম ছিল না। যখন তিনি তাদের দেখতে পেলেন যে, তারা কষ্ট এবং ক্ষুধায় আক্রান্ত, তখন বললেন, হে আল্লাহ! সুখের জীবন আখিরাতের জীবন। তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও। প্রত্যুত্তরে তারা বলে উঠেন, আমরা সেই লোক যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা বেঁচে আছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ এর বাণী اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ এই বাণীর মধ্যেমে সাহাবায়ে কেরামকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি বুখারী : ৩৯৭ পৃঃ সামনে ঃ ৩৯৮, ৪১৫, ৫৩৫, ৫৮৮, ৯৪৯, ১০৬৯ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তিনি জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করার ইচ্ছা করেছেন। অতঃপর হাদিস শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামের নিকট তাশরীফ নিয়ে ঈমান বৃদ্ধিকারী যে শে'র পাঠ করেছেন নিঃসন্দেহে তা জিহাদের প্রতি সর্বোচ্চ উৎসাহ প্রদানকারী।

খন্দকযুদ্ধ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড ১৪৯ পৃঃ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ حَفْرِ الْخَنْدَقِ

১৭৭৭. পরিচ্ছেদ : পরিখা খনন

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ. عَنْ أَنَسٍ. رضي الله عنه. قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ. وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الإِسْلاَمِ مَا بَقِينَا أَبَدًا وَالنَّبِيُّ ﷺ يُجِيبُهُمْ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهْ فَبَارِكْ فِي الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ

সহজ তরজমা

২৬৫০. আবূ মা'মার রহ. .....আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসার ও মুহাজিরগণ মদীনার পাশে পরিখা খনন করছিলেন এবং তারা পিটে করে মাটি বহন করছিলেন। আর তারা এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেনঃ আমরা ইসলামের উপর মুহাম্মদের হাতে বায়আত নিয়েছি, ততদিন পর্যন্ত যতদিন আমরা বেঁচে থাকি। আর নবী ﷺ তাদের উত্তরে বলেছিলেনঃ হে আল্লাহ, আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই। তাই আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি বরকত নাযিল করুন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৯৭ পৃঃ সামনে ঃ ৪১৫, ৫৩৫, ৫৮৮, ৯৪৯, ১০৬৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رضي الله عنه كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْقُلُ وَيَقُولُ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا.

সহজ তরজমা

২৬৫১. আবু ওয়ালিদ রহ. ..... বারা' রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মাটি উঠাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, যদি আপনি না হতেন তাহলে আমরা হিদায়াত পেতাম না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْقُلُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা যখন পরিখা খনন করা হয়েছে, তখন রাসূল ﷺ নিজেও মাটি উঠিয়েছিলেন। আর এতে সাহাবায়ে কেরামের সাহস বৃদ্ধি ব্যতীত তাঁদের জন্য উৎসাহ প্রদানও ছিলো।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৮ পৃঃ সামনে ঃ ৩৯৮, ৪২৫, ৫৮৯, ৯৭৯, ১০৭৪ পৃঃ।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنِ الْبَرَاءِ. رضي الله عنه. قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ. وَهُوَ يَقُولُ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا. فَأَنْزِلِ السَّكِينَةَ عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا. إِنَّ الأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

সহজ তরজমা

২৬৫২. হাফস ইবনে উমর রহ. ..... বারা' রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাবের দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি মাটি বহন করছেন। আর তাঁর পেটের শুভ্রতাকে মাটি ঢেকে ফেলেছে। সে সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন, (ইয়া আল্লাহ)ঃ আপনি না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না; সাদকা দিতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না। তাই আমাদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করুন। যখন আমরা শত্রু সম্মুখীন হই তখন আমাদের পা সুদৃঢ় করুন। ওরা (মুশরিকরা) আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তারা যখনই কোন ফিতনা সৃষ্টি করতে চায় তখনই তা থেকে আমরা বিরত থাকি।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : তরজমাতুর বাবের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, এই হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসের ভিন্ন একটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৮ পৃঃ পূর্বে ৩৯৮ পৃঃ সামনে ঃ ৪২৫, ৫৮৯, ৯৭৯, ১০৭৪ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ গাযওয়ায়ে খন্দকের আরেকটি নাম হলো গাযওয়ায়ে আহযাব। রাসূল ﷺ এর নির্দেশে সাহাবায়ে কেরাম আত্মরক্ষার জন্য মদীনার চারপাশে যে পরিখা খনন করেছিলেন তার আলোচনা করাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য। নামকরণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুলবারী ৮ম খণ্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠায় باب غزوة الخندق وهى الاحزاب অধ্যায়ন করুন।

بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْغَزْوِ

১৭৭৮. পরিচ্ছেদ : ওযর যাকে জিহাদে যেতে বাধা দেয়

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ قَالَ رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ح وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ـ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ ـ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ ‏"‏ إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ‏"‏‏.‏ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الأَوَّلُ أَصَحُّ‏.‏

সহজ তরজমা

২৬৫৩. আহমদ ইবনে ইউসুফ রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে গাযওয়ায়ে তাবুক থেকে ফিরে আসলাম। সুলাইমান ইবনে হারব রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক যুদ্ধে ছিলেন, তখন তিনি বললেন, কিছু লোক মদীনায় আমাদের পিছনে রয়েছে। আমরা কোন ঘাটি বা কোন উপত্যকায় চলিনি, কিন্তু তারাও এতে আমাদের সঙ্গে আছে। ওযরই তাদের বাধা দিয়েছে। মূসা রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ....। আবূ আব্দুল্লাহ (বুখারী) রহ. বলেন, প্রথম সনদটি আমার নিকট অধিক সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ এ অংশটুকুর মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৮ পৃঃ সামনে ঃ ৩৯৮, ৬৩৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, যদি কোন মুসলমানদের নিয়ত শুদ্ধ থাকে কিন্তু সে অসুস্থ বা কোন ওযরের কারনে জিহাদে শরীক হতে না পারে তবুও সে গাজীর মতো সাওয়াব পাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ

১৭৭৯. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর পথে জিহাদের অবস্থায় সিয়াম পালনের ফযীলত

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا "

সহজ তরজমা

২৬৫৪. ইসহাক ইবনে নাসর রহ. ..... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিনও সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমন্ডলকে (অর্থাৎ তাকে) দোযখের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের من صام يوما فى سبيل الله الخ এ অংশটুকুর মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৮ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ফি সাবিলিল্লাহ দ্বারা তো জিহাদই উদ্দেশ্য। কিন্তু এতে প্রত্যেক ঐ সফরও অর্ন্তভূক্ত যা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়ে থাকে। যেমন ইলমে দ্বীন অন্বেষনের জন্য সফর করা।

"قوله سَبْعِينَ خَرِيفًا ঃ خريفا অর্থাৎ سنة বা (বৎসর)। দূরত্ব দ্বারা সত্তর (৭০) এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, জাহান্নামের নিকটেও নিয়ে যাওয়া হবে না। এই জন্য কোন কোন রেওয়ায়াতে مائة عام আর কোন কোন রেওয়ায়াতে خمس مائة عام রয়েছে। এছাড়াও আরো রেওয়ায়াত রয়েছে। তাই এর দ্বারা অনেক বেশী দূরত্ব উদ্দেশ্য। بعد الله وجهه : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ذاته كلها যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ كل شئ هالك الا وجهه। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সত্ত্বা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

১৭৮০. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর পথে খরচ করার ফযীলত

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ أَىْ فُلُ هَلُمَّ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ، ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ".

সহজ তরজমা

২৬৫৫. সা'দ ইবনে হাফস রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দুটি করে জিনিস ব্যয় করবে, জান্নাতের প্রত্যেক প্রহরী তাকে আহবান করবে। (তারা বলবে), হে অমুক। এদিকে আস। আবূ বকর রাযি. বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে তো তার জন্য কোন ক্ষতি নেই। নবী ﷺ বলেন, 'আমি আশা করি যে, তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত থাকবে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ২৫৪. ২৫৫ সামনে ঃ ৪৫৭, ৫১৭ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِلاَلٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ " إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ ". ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا، فَبَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا وَثَنَّى بِالأُخْرَى. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ قُلْنَا يُوحَى إِلَيْهِ. وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمِ الطَّيْرَ. ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ. فَقَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا أَوَخَيْرٌ هُوَ ـ ثَلاَثًا ـ إِنَّ الْخَيْرَ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِالْخَيْرِ، وَإِنَّهُ كُلُّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ كُلَّمَا أَكَلَتْ، حَتَّى إِذَا امْتَلأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ فَهْوَ كَالآكِلِ الَّذِي لاَ يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

সহজ তরজমা

২৬৫৬. মুহাম্মদ ইবনে সিনান রহ. ..... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি আমার পর তোমাদের জন্য ভয় করি এ ব্যাপারে যে, তোমাদের জন্য দুনিয়ার কল্যাণের (মঙ্গলের) দরজা খুলে দেওয়া হবে। তারপর তিনি দুনিয়ার নিয়ামতের উল্লেখ করেন। এতে তিনি প্রথমে একটির কথা বললেন, পরে দ্বিতীয়টির বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! কল্যাণও কি অকল্যাণ বয়ে আনবে? নবী ﷺ নিরব রইলেন। আমরা বললাম, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। সমস্ত লোক এমনভাবে নিরবতা অবলম্বন করল, যেন তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখের ঘাম মুছে বললেন, এখনকার সেই প্রশ্নকারী কোথায়? তা কল্যাণকর? তিনি তিনবার এ কথাটি বললেন। কল্যাণ কল্যাণই বয়ে আনবে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বসন্তকালীন উদ্ভিদ (পশুকে) ধ্বংস এবং ধ্বংসোম্মুখ করে ফেলে। কিন্তু যে পশু সেই ঘাস এ পরিমাণ খায় যাতে তার ক্ষুধা মিটে, তারপর রোদ পোহায় এবং মল মুত্র ত্যাগ করে, এরপর আবার ঘাস খায়। নিশ্চই এ মাল সবুজ শ্যামল সুস্বাদু। সেই মুসলিমের সম্পদই উত্তম যে ন্যায়ত তা উপার্জন করেছে এবং আল্লাহর পথে, ইয়াতীম ও মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য খরচ করেছে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে খরচ করে তার দৃষ্টান্ত এমন ভক্ষণকারীর ন্যায় যার ক্ষুধা মিটে না এবং তা কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৯৭ - ১৯৮ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ ঃ ৩৩৬ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর ঐ সকল লোকদের ফযিলত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহ তাআলার রাহে অর্থাৎ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহয় এক জোড়া তলোয়ার দান করে বা এক জোড়া ঘোড়া কিংবা এক জোড়া উট খরচ করে। তাছাড়া فى سبيل الله দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কোন সৎকাজে দুটি আশরাফী বা দুটি রুপিয়া খরচ করাও উদ্দেশ্য হতে পারে। والله اعلم

https://e-ilm.weebly.com/

তাশরীহ ঃ দুনিয়াতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সম্পদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ। পার্থিব জীবনে ধন সম্পদের প্রাচুর্যতায় অনেক মানুষ আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী থেকে গাফেল হয়ে যায়। আর এই সুরতে ধন সম্পদ বিপদস্বরূপ হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এর অনিষ্টতা থেকে হেফাজত করুন, আমীন।

بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

১৭৮১. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোন সৈনিককে আসবাবপত্র দিয়ে সাহায্য করে অথবা যুদ্ধে গমনকারী সৈনিকের পরিবার-পরিজনকে সাহায্য করে তার ফযীলত।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ. قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى. قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ. قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا. وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا ".

সহজ তরজমা

২৬৫৭. আবূ মা'মার রহ. ..... যায়দ ইবনে খালিদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর আসবাবপত্র সরবরাহ করে সে যেন জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশুনা করে, সেও যেন জিহাদ করল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৮ পৃ.।

حَدَّثَنَا مُوسَى. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ. فَقَالَ " إِنِّي أَرْحَمُهَا. قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي ".

সহজ তরজমা

২৬৫৮. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. .....আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মদীনায় উম্মে সুলাইম ব্যতীত কারো ঘরে যাতায়াত করতেন না। কিন্তু তাঁর সহধর্মিনীদের কথা ভিন্ন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'উম্মে সুলাইমের ভাই আমার সাথে জিহাদে শরীক হয়ে শহীদ হয়েছে, তাই আমি তার প্রতি সহানুভূতি জানাই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাশরীহ ঃ পূর্বে এই ঘটনা অতিবাহিত হয়েছে যে, حرام بن ملحان رض ঐ সত্তরজন লোকের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যারা বীরে মাউনায় শহীদ হয়েছিলেন। তিনি উম্মে সুলাইম রাযি. এর ভাই ছিলেন।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল :

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, حرام بن ملحان رض জিহাদে গিয়েছিলেন। আর রাসূল ﷺ নিজেই তাঁর ঘর-বাড়ী, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয় স্বজনদের খবরাখবর রেখেছিলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৯ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি মুজাহিদের জন্য সফরের সামানা প্রস্তুত করে দিবে কিংবা মুজাহিদ জিহাদে যাওয়ার পর তাঁর ঘরবাড়ি, পরিবার-পরিজনের খোঁজখবর নিবে, তাকেও জিহাদে যুদ্ধে অংশগ্রহনকারীর সমান সাওয়াব দেওয়া হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

প্রশ্ন ঃ আল্লামা কিরমানী রহ. বলেন, রাসূল ﷺ একজন পরনারীর ঘরে প্রবেশ করার জন্য তার ভাই হত্যা হওয়াটা কিভাবে কারণ হলো?

জবাব ঃ তিনি নিজেই জবাব দিতে গিয়ে বলেন যে, উম্মে সুলাইম রাযি. কোন পরনারী ছিলেন না। বরং উম্মে সুলাইম রাসূল ﷺ এর দুধখালা ছিলেন। সুতরাং আর কোন ইশকাল নেই।

بَابُ التَّحَنُّطِ عِنْدَ الْقِتَالِ

১৭৮২. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ. عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ. قَالَ وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ أَتَى أَنَسٌ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَا عَمِّ مَا يَحْبِسُكَ أَنْ لاَ تَجِيءَ قَالَ الآنَ يَا ابْنَ أَخِي. وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ. يَعْنِي مِنَ الْحَنُوطِ. ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ. فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ. فَقَالَ هٰكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّى نُضَارِبَ الْقَوْمَ. مَا هٰكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. بِئْسَ مَا عَوَّدْتُمْ أَقْرَانَكُمْ. رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ.

সহজ তরজমা

২৬৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ. ..... মূসা ইবনে আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি ইয়ামামার যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, তিনি সাবিত ইবনে কায়িস এর নিকট গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি তাঁর উভয় উরু থেকে কাপড় সরিয়ে সুগন্ধি ব্যবহার করছেন। আনাস রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে চাচা! যুদ্ধে যাওয়া থেকে আপনাকে কিসে বিরত রাখল?' তিনি বললেন, 'ভাতিজা, এখনই যাব।' এরপরও তিনি সুগন্ধি মালিশ করতে লাগলেন। তারপর তিনি বসলেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে লোকদের পালিয়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা আমাদের সম্মুখ থেকে সরে পড়। যাতে আমরা শত্রুর সাথে মুখোমুখি লড়তে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা কখনো এরূপ করিনি। কত খারাপ তা যা তোমরা তোমাদের শত্রুদেরকে অভ্যস্ত করেছ। হাম্মাদ রহ. সাবিত রহ. সূত্রে আনাস রাযি. থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ. يَعْنِي مِنَ الْحَنُوطِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৯ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ জিহাদের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা সাহাবায়ে কেরাম রাযি. থেকে প্রমাণিত যে, শাহাদাতের পরেও খুশবো বাকী থাকবে। তাছাড়া সুগন্ধি মেখে জিহাদে যাওয়ার দ্বারা শাহাদাতের প্রতি শওক (আগ্রহ) প্রকাশিত হয়। والله اعلم

ইয়ামামা যুদ্ধ ঃ يمامه শব্দের ياء (ইয়া) বর্ণে যবর ও ميم (মীম) বর্ণে তাশদীদ ছাড়া। يمامه হলো তায়েফ থেকে দুই মারহালা দূরে অবস্থিত ইয়ামেনের একটি শহরের নাম। (উমদাতুল ক্বারী)

আর ইয়ামামা যুদ্ধ সায়্যিদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর খেলাফতামলে ১২ হিজরী সনে মুসায়লামাতুল কাজ্জাব ও তার সাথীদের সাথে সংঘটিত হয়েছিল। আর কেউ বলেন যে, ইয়ামামা যুদ্ধ ১১ হিজরীর শেষের দিকে সংঘটিত হয়েছিল। বর্ণিত ভিন্ন দুই দুই অভিমতের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হলো এই যে, ১১ হিজরীর শেষের দিকে যুদ্ধ হয়েছিল আর ১২ হিজরীতে সমাপ্ত হয়েছিল। এই যুদ্ধ অনেক ভয়ানক এবং অনেক রক্তক্ষয়ী হয়েছিল। পরিশেষে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মুসায়লামাতুল কাজ্জাব নিহত হয়েছিল এবং তার সঙ্গী সাথীদেরও পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। ২১ হাজার বনু হানিফা মারা গিয়েছিল। অপর দিকে মুসলমানদেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। প্রায় ৪০০ হুফফাজ সাহাবী শাহাদাতের সুধা পান করেছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ فَضْلِ الطَّلِيعَةِ

১৭৮৩. পরিচ্ছেদ : শত্রুদের তথ্য সংগ্রহকারী দলের ফযীলত

الطَّلِيعَةِ : শব্দের طاء বর্ণে যবর ও লাম বর্ণে যের দিয়ে। এটি جنس। যা واحد ও جمع সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। طليعة বলা হয় যাদেরকে শত্রুর অবস্থা জানার জন্য অগ্রে প্রেরণ করা হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الأَحْزَابِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ.

সহজ তরজমা

২৬৬০. আবূ নুআইম রহ. ..... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'কে আমাকে শত্রু শিবিরের খবরাখবর এনে দেবে? যুবাইর রাযি. বললেন, আমি আনব।' তিনি আবার বললেন, 'আমাকে শত্রু শিবিরের খবরাখবর কে এনে দেবে?' যুবাইর রাযি. আবারও বললেন, 'আমি আনব।' তারপর নবী ﷺ বললেন, 'প্রত্যেক নবীরই সাহায্যকারী থাকে, আর আমার সাহায্যকারী যুবাইর।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা রাসূল ﷺ এর বাণী مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ এর দ্বারা শত্রুদের অবস্থার সংবাদ আনার জন্য একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে চাইলেন। অতঃপর তিনি যুবাইর রাযি. শত্রুদের সংবাদ আনার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করলেন। এই কারণেই তিনি এই ফযিলতের অধিকারী হলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৩৯৯ পৃঃ সামনে : ৩৯৯, ৪২০, ৫২৭, ৫৯০, ১০৭৮ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ : الفضائل অধ্যায় তিরমিযি শরীফ : المناقب অধ্যায়।

উদ্দেশ্য : جاسوس গোয়েন্দা, গুপ্ত তথ্য সংগ্রহকারী ঐ ছোট দলকে বলা হয় যাদেরকে শত্রুদের অবস্থান ও হালাত জানার জন্য প্রেরণ করা হয়। তাদের ফযিলত বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য, যেমনটা শিরোনাম দ্বারাই সুস্পষ্ট।

সংক্ষিপ্ত তাশরীহ : আল্লামা আইনী রহ. আল্লামা ওয়াকেদী রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে কওম দ্বারা বনু কুরাইজা উদ্দেশ্য। এই সম্প্রদায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কুরাইশ কাফেরদের সঙ্গ দিয়েছিল। আর হযরত হুযায়ফা রাযি. যাকে রাসূল ﷺ কাফের সম্প্রদায়ের সংবাদ আনার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি হলেন ভিন্ন ব্যক্তি তীব্র ঝড় তুফানের কারণে কাফেরদের অবস্থা যখন লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল তখনকার খবর আনার জন্য হযরত হুযায়ফা রাযি. কে প্রেরণ করা হয়েছিল।

بَابٌ: هَلْ يُبْعَثُ الطَّلِيعَةُ وَحْدَهُ؟

১৭৮৪. পরিচ্ছেদ : একজন তথ্য সংগ্রহকারী পাঠানো যায় কি?

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ. أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ. سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ قَالَ صَدَقَةُ: أَظُنُّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ. فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ. ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ. فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৬৬১. সাদাকা রহ. ..... জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ লোকদের আহবান জানালেন। সাদাকা রহ বলেন, আমার মনে হয়, এটি খন্দকের যুদ্ধের সময়ের ঘটনা। যুবাইর রাযি. তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন। তিনি আবার লোকদের আহবান করলেন, এবারও যুবাইর রাযি. সাড়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় লোকদের আহবান করলেন। এবারও কেবল যুবাইর রাযি. সাড়া দিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, 'প্রত্যেক নবীর জন্য বিশেষ সাহায্যকারী থাকে। আমার বিশেষ সাহায্যকারী হল, যুবাইর ইবনে আওয়াম রাযি.।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : এই হাদিসটি পূর্বের বাবে অতিবাহিত হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৯ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৯৯ পৃঃ সামনে ঃ ৪২০, ৫২৭, ৫৯০, ১০৭৮ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, জিহাদের ক্ষেত্রে গুপ্তচর নিয়োগ করা জায়েয। তাছাড়া জিহাদের কল্যাণার্থে গুপ্তচরের একাকী সফর করা জায়েয।

ফায়দা ঃ এই হাদিস দ্বারা হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম রাযি. এর মর্যাদা ও বীরত্ব প্রমাণিত হয়।

بَابُ سَفَرِ الِاثْنَيْنِ،

১৭৮৫. পরিচ্ছেদ : দু'জনের ভ্রমণ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ. عَنْ أَبِي قِلَابَةَ. عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ. قَالَ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ لَنَا أَنَا وَصَاحِبٌ لِي "أَذِّنَا وَأَقِيمَا. وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا".

সহজ তরজমা

২৬৬২. আহমদ ইবনে ইউনুস রহ. ..... মালিক ইবনে হুয়াইরিস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছ থেকে ফিরে এলাম। তিনি আমাকে ও আমার একজন সঙ্গীকে বললেন, তোমরা আযান দিবে ও ইকামত দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমামতি করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৯ পৃঃ পূর্বে ঃ ৮৭, ৯০, ১১৩, ৮৮৮, ১০৭৮ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, প্রয়োজনের সময় দুজনের সফর জায়েয। আর যে রেওয়ায়াতে একজন ব্যক্তির একাকী সফর করা কিংবা দুইজন ব্যক্তির সফর করার ক্ষেত্রে দুই শয়তান হওয়া বুঝে আসে, ইমাম বুখারী রহ. এই হাদিস এনে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, সেই হাদীস অপ্রয়োজনীয় সফরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ: اَلْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

১৭৮৬. পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ নিহিত রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اَلْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"

সহজ তরজমা

২৬৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ..... আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৩৯৯ পৃঃ সামনে : ৫১৪ পৃঃ।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ حُصَيْنٍ. وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ. عَنِ الشَّعْبِيِّ. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "اَلْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ.

সহজ তরজমা

২৬৬৪. হাফস ইবনে উমর রহ. ......উরওয়া ইবনে জা'দ রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রয়েছে। সুলাইমান রহ শুবা রহ সূত্রে উরওয়া ইবনে আবুল জা'দ রহ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীস বর্ণনায় সুলাইমান রহ-এর অনুসরণ করেছেন মুসাদ্দাদ রহ. .....উরওয়া ইবনে আবুল জা'দ রহ থেকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৩৯৯ পৃঃ সামনে : ৩৯৯ - ৪০০, ৪৪০, ৫১৪ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ شُعْبَةَ. عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. رضي الله عنه. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اَلْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ".

সহজ তরজমা

২৬৬৫. মুসাদ্দাদ রহ. .....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে বরকত রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের البركة এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

উদ্দেশ্য : ঘোড়ার ফযিলত বর্ণনা করা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য। তবে শর্ত হলো নিয়ত শুদ্ধ হতে হবে। বিশেষ করে জিহাদের জন্য যে ঘোড়া লালন পালন করা হয় সেই ঘোড়ার ফযিলত বর্ণনা করা উদ্দেশ। ঘোড়া অত্যন্ত ভদ্র প্রাণী মানুষের পরে প্রাণীদের মধ্যে ঘোড়ার মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। মর্ম হল এই যে, ঘোড়ার জন্য বরকত অত্যাবশ্যক। আর যে ব্যক্তি ঘোড়া লালন পালন করবে পরওয়ারদিগার তাকে খায়র ও বরকত দান করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ: اَلْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: اَلْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

১৭৮৭. পরিচ্ছেদ : জিহাদ অব্যাহত থাকবে নেতৃত্বদানকারী সৎ হোক অথবা সীমালংঘনকারী। কেননা নবী কারীম ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ গুচ্ছে কল্যাণ নিবদ্ধ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ. حَدَّثَنَا عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " اَلْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ "

সহজ তরজমা

২৬৬৬. আবূ নুআইম রহ. ..... উরওয়া বারিকী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত। অর্থাৎ (আখিরাতের) পুরস্কার এবং গনীমতের মাল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ الخ এ অংশটুকুর মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৩৯৯ - ৪০০ পৃঃ সামনে ঃ ৪৪০, ৫১৪ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ঘোড়া বরকতময় হওয়ার কারণ হলো, ঘোড়া জিহাদের মাধ্যম। তাই এর দ্বারা জানা গেল যে, জিহাদ কেয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। যেমন হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে,

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ. بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا. (سنن أبي داود)

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, ثلاث من اصل الايمان অর্থাৎ তিনটি জিনিষ ঈমানের মূল বা ভিত্তি। তন্মধ্য থেকে একটি হলো الجهاد ماض الخ এর মর্মার্থ হলো যে, আল্লাহ তাআলা যখন থেকে আমাকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন তখন থেকে তা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। পরিশেষে আমার উম্মত দাজ্জালের সাথে জিহাদ করবে। এই হাদিসটি যেহেতু ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় শর্তানুযায়ী পাননি। তাই তিনি এই হাদিসটিকে স্বীয় গ্রন্থ বুখারী শরীফে উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তিনি শিরোনাম দ্বারা এই হাদিসের দিকে ইশারা করে দিয়েছেন। والله اعلم

بَابُ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا " فِي سَبِيلِ اللهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال:

১৭৮৮. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রস্তুত রাখে। মহান আল্লাহর বাণী : وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ যে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ. يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ. ﷺ. يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ. فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

সহজ তরজমা

২৬৬৭. আলী ইবনে হাফস (রহ.).........আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান ও তার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, কিয়ামতের দিন তার পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওজন করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪০০ পৃঃ তাছাড়া নাসাঈ শরীফ : في الخيل عن الحارث بن مسكين ইমাম আহমাদ রাযি. স্বীয় মুসনাদেও উল্লেখ করেছেন।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এর ঐ ঘোড়ার ফযিলত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, যাকে জিহাদের জন্য লালন পালন করা হয়। তবে শর্ত হলো গর্ব অহংকার বা যশ খ্যাতি লাভের জন্য কিংবা লোক দেখানোর নিয়ত থাকতে পারবে না।

بَابُ اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ
১৭৮৯. পরিচ্ছেদ : ঘোড়া ও গাধার নামকরণ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ . حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ . عَنْ أَبِي حَازِمٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ . عَنْ أَبِيهِ . أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَتَخَلَّفَ أَبُو قَتَادَةَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ . فَرَأَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ . فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَآهُ أَبُو قَتَادَةَ . فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْجَرَادَةُ . فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا . فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ . ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوا . فَنَدِمُوا فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ قَالَ "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ" . قَالَ مَعَنَا رِجْلُهُ . فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَكَلَهَا .

সহজ তরজমা

২৬৬৮.মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর রহ. .....আবূ কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হলেন। কিন্তু তিনি কয়েকজন সঙ্গীসহ পেছনে পড়ে গেলেন। আবূ কাতাদা রাযি. ব্যতীত তার সঙ্গীরা সবাই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আবূ কাতাদা রাযি. দেখার পূর্বে তার সঙ্গীরা একটি বন্য গাধা দেখতে পান এবং তাকে চলে যেতে দেন; আবূ কাতাদা রাযি. গাধাটি দেখা মাত্রই জারাদা নামক তার ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেন এবং ঘোড়ার চাবুকটি উঠিয়ে দিতে সঙ্গীদের বলেন; কিন্তু সঙ্গীরা অস্বীকার করলে তখন আবূ কাতাদা রাযি. নিজেই চাবুকটি তুলে নেন এবং গাধাটি শিকার করে সঙ্গীদের নিয়ে এর গোশ্‌ত আহার করেন। এতে তারা লজ্জিত (সঙ্গীগণ) হন। তারপর তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলেন তখন তিনি বলেন, গাধাটির কোন অংশ তোমাদের কাছে অবশিষ্ট আছে কি? তারা বললেন, আমাদের সাথে একটি পায়া আছে। নবী ﷺ তা নিয়ে আহার করলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের فركب فرسا له يقال له الجرادة এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪০০ পৃঃ পূর্বে : ২৪৫, ২৪৬, ৩৪৯ পৃঃ সামনে : ৪০৮, ৫৯৭, ৮১৪, ৮২৫, পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى . حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ جَدِّهِ . قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: "وَقَالَ بَعْضُهُمُ: اللُّخَيْفُ

সহজ তরজমা

২৬৬৯.আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর রহ. .. সাহল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের বাগানে নবী ﷺ-এর একটি ঘোড়া থাকত, যাকে লুহাইফ বলা হত। আর কেউ কেউ বলেছেন, "লুখাইফ" খা দিয়ে।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০০ পৃঃ।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . سَمِعَ يَحْيَى بْنَ آدَمَ . حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ. عَنْ مُعَاذٍ. رضي الله عنه. قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ. فَقَالَ "يَا مُعَاذُ. هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ" . قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ "فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا" . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ "لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا" .

সহজ তরজমা

২৬৭০.ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম রহ. ..... মুআয রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উফাইর নামক একটি গাধার পিঠে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মুআয, তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক কি, আর আল্লাহর উপর বান্দার হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, বান্দা তাঁর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, তাঁর ইবাদাতে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ﷺ আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন, তুমি তাদের সুসংবাদটি দিও না, তাহলে লোকেরা (এর উপরই) নির্ভর করে বসবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ এ অংশটুকুর মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০০ পৃঃ সামনে ঃ ৮৮২, ৯২৭, ৯৬২, ১০৯৭ পৃঃ।

প্রশ্ন ঃ প্রশ্ন হলো যে, রাসূল ﷺ হযরত মুআয রাযি. কে ব্যাপকভাবে সুসংবাদ দিতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। যেমনটা اذا يتكلوا দ্বারা সুস্পষ্ট। কিন্তু তারপরও হযরত মুআজ রাযি. মৃত্যুর সময় এই সুসংবাদ কেন শুনিয়েছেন ?

জবাব ঃ হযরত মুআজ রাযি. ইলম ও প্রজ্ঞা দ্বারা কাজ করেছেন। রাসূল ﷺ এর পবিত্র বাণী من كتم علما علمه ثم كتمه الجم يوم القيامة بلجام من النار দ্বারা ইলম গোপন করার নিষেধাজ্ঞা ও হুরমত সুস্পষ্ট। তাই হযরত মুআয রাযি. রাসূল ﷺ এর বাণী اذا يتكلوا কে খাস ভেবেছেন যে, যে ব্যক্তি দূর্বলতার কারণে আমল করতে অলসতা করে কিংবা সে নওমুসলিম যে এখনোও দ্বীনের মধ্যে দৃঢ় হয়নি, তখন তাকে সুসংবাদ শুনালে আমল ছেড়ে দিবে তাই তাকে তো শুনানো যাবে না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি যারা দ্বীনের মধ্যে পাকাপোক্ত এবং ইলম ও প্রজ্ঞাবান তাদের জন্য অনুমতি রয়েছে। যেমনটা হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর বর্ণনায় রাসূল ﷺ এর পবিত্র বাণী সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি সত্য দিলে ঈমানী কালিমার সাক্ষ্য দিবে فبشره بالجنة সারকথা হল এই যে, হযরত মুআজ রাযি. নিষিদ্ধতাকে ব্যাপকতার উপর প্রয়োগ করেছেন যে, ব্যাপকভাবে সুসংবাদ দেওয়া যাবে না আর ইলম গোপন করার ভয়ে জীবনের শেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরকে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

২য় জবাব ঃ মুআজ ইবনে জাবাল রাযি. রাসূল ﷺ এর নিষেধকে মাকরূহে তানযিহীর উপর প্রয়োগ করেছেন এবং রাসূল ﷺ এর নির্দেশ بلغوا عنى ولو اية দ্বারা তাবলীগের প্রয়োজনীয়তা ও ইলম গোপন করার হুরমত সুস্পষ্ট, এই কারণে তিনি গোনাহের ভয়ে বিশেষ ব্যক্তিদের নিকট বর্ণনা করে দিয়েছেন।

৩য় জবাব ঃ পরবর্তীতে স্বয়ং রাসূল ﷺ ই এই সুসংবাদ শুনিয়ে দিয়েছেন। তখন হযরত মুআজ রাযি. এর বর্ণনা করাটা সংবাদমূলক ছিলো সুসংবাদমূলক ছিলো না। সুতরাং আর কোন প্রশ্ন নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ "مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا"

সহজ তরজমা

২৬৭১. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত যে, এক সময় মদীনায় ভীতি ছড়িয়ে পড়লে নবী ﷺ আমাদের মানদূব নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিলেন। পরে তিনি বললেন, 'ভীতির কোন কারণ তো আমি দেখতে পেলাম না। আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্র স্রোতের ন্যায় (দ্রুতগামী) পেয়েছি।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০০ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৫৮, ৩৯৫ - ৩৯৬ পৃঃ সামনে ঃ ৪০১, ৪০৭, ৪১৭, ৪২৬, ৪৯১, ৯১৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য : এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো যে, ঘোড়া, গাধাসহ অন্যান্য প্রাণীর নাম রাখা শরীয়ত অনুমোদিত, জায়েয। আর তা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الْفَرَسِ

১৭৯০. পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার অকল্যাণ সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ".

সহজ তরজমা

২৬৭২.আবুল ইয়ামান রহ. ..... আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনটি জিনিসে অকল্যাণ রয়েছেঃ ঘোড়া, নারী ও বাড়ীতে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের في الفرس এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০০ পৃঃ সামনে ঃ ৭৬৩, ৮৫৬, ৮৫৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "إِنْ كَانَ فِي شَىْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ".

২৬৭৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ..... সাহল ইবনে সাদ সাঈদী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোন কিছুতে অকল্যাণ থাকে, তবে তা নারী, ঘোড়া ও বাড়ীতে

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০০ পৃঃ সামনে ঃ (নিকাহ অধ্যায়) ৭৬৩ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. نحوست তথা অশুভ বা অকল্যাণ সম্পর্কে উভয় রকম রেওয়ায়াত নকল করেছেন। দ্বিতীয় রেওয়ায়াত পরে এনে ইমাম বুখারী রহ. উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদি কোন জিনিষে অশুভ, অকল্যাণ থাকতো তাহলে এই তিনটি জিনিষে হতো যথা ১ স্ত্রীলোক, ২ ঘোড়া এবং ৩ ঘর। সত্ত্বাগতভাবে কোন জিনিষে অশুভ বা অকল্যাণ নেই। যেমন স্বয়ং ৭৬৩ পৃঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. এর রেওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, ذكروا الشؤم عند النبي ﷺ الخ অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর নিকট মানুষেরা কুলক্ষণের কথা আলোচনা করল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, যদি কোন জিনিষে অশুভ বা অকল্যাণ হতো তাহলে ঘোড়া, স্ত্রীলোক ও ঘরে হতো। তো এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সত্ত্বাগতভাবে কোন জিনিষে অশুভ বা অকল্যাণ নেই।

بَابٌ: اَلْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (النحل)

১৭৯১. পরিচ্ছেদ : ঘোড়া তিন প্রকার লোকের জন্য। আর আল্লাহ তাআলার বাণী : তোমাদের আরোহনের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। (১৬:৮)

সতর্কীকরণ ঃ আরব দেশের গাধা অত্যন্ত মূল্যবান, দ্রুতগামী এবং খুব সুন্দর হয়ে থাকে। কোন কোন গাধার সামনে ঘোড়ার অস্তিত্ব বিলিন হয়ে যায়। জনৈক প্রানোচ্ছল হিন্দী ব্যক্তি খুব সুন্দর বলেছেন যে, حجاز میں گدہا نہیں حمار ہوتا ہے অর্থাৎ হেজাযে গাধা নয় বরং حمار পাওয়া পাওয়া যায়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " اَلْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ. وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ. وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ. فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ. فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذٰلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ. وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ. وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذٰلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ وِزْرٌ عَلَى ذٰلِكَ ". وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ. فَقَالَ " مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} ".

সহজ তরজমা

২৬৭৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘোড়া তিন শ্রেণীর লোকের জন্য। একজনের জন্য পুরস্কার; একজনের জন্য আবরণ এবং একজনের জন্য (পাপের) বোঝা। যার জন্য পুরস্কার, সে হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) ঘোড়া বেধে রাখে এবং রশি কোন চারণভূমি বা বাগানে লম্বা করে দেয়, আর ঘোড়াটি সে চারণভূমি বা বাগানে ঘাস খায়, তবে এর জন্য তার নেকী রয়েছে। আর ঘোড়াটি যদি রশি ছিড়ে এক বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে তাহলেও তার গোবর ও পদক্ষেপ সমূহের বিনিময়ে তার জন্য নেকী রয়েছে। এমনকি ঐ ঘোড়া যদি কোন নহরে গিয়ে তা থেকে পানি পান করে, অথচ তার মালিক পানি পান করানোর ইচ্ছা করেনি, তবে এর ফলেও তার জন্য নেকী রয়েছে। আর যে ব্যক্তি অহংকার, লৌকিকতা প্রদর্শন এবং মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করার করার জন্য ঘোড়া বেঁধে রাখে তবে তার জন্য তা (পাপের) বোঝা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গাধা সম্পর্কেং জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আমার উপর আর কিছু অবতীর্ণ হয়নি, ব্যাপক অর্থবোধক এই একটি আয়াত ছাড়া। (আল্লাহর বাণীঃ) কেউ অনু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অনু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে। (৯৯: ৭-৮০)

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের اَلْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০০ - ৪০১ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩১৯ পৃঃ সামনে ঃ ৫১৪, ৭৪১, ১০৯৬ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ পূর্বোক্ত বাবের একটি রেওয়ায়াতের দ্বারা যে অশুভ বা অকল্যাণের সন্দেহ হয়েছিল, ইমাম বুখারী রহ. এই বাব দ্বারা সেই সন্দেহকে দূর করে দিয়েছেন যে, ঘোড়ার মধ্যে অশুভ নেই। والله اعلم

بَابُ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الغَزْوِ

১৭৯২. পরিচ্ছেদ : জিহাদে যে ব্যক্তি অপরের জানোয়ারকে চাবুক মারে

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ. حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ. حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ. فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِي بِمَا. سَمِعْتَ مِنْ. رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ سَافَرْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. قَالَ أَبُو عَقِيلٍ لاَ أَدْرِي غَزْوَةً أَوْ عُمْرَةً. فَلَمَّا أَنْ أَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيُعَجِّلْ". قَالَ جَابِرٌ فَأَقْبَلْنَا وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ لِي أَرْمَكَ لَيْسَ فِيهِ شِيَةٌ. وَالنَّاسُ خَلْفِي. فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ عَلَيَّ. فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ "يَا جَابِرُ اسْتَمْسِكْ". فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً. فَوَثَبَ الْبَعِيرُ مَكَانَهُ. فَقَالَ "أَتَبِيعُ الْجَمَلَ". قُلْتُ نَعَمْ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فِي طَوَائِفِ أَصْحَابِهِ. فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ. وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ. فَقُلْتُ لَهُ هَذَا جَمَلُكَ. فَخَرَجَ. فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ "الْجَمَلُ جَمَلُنَا". فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ "أَعْطُوهَا جَابِرًا". ثُمَّ قَالَ "اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ". قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ "الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ"

সহজ তরজমা

২৬৭৫.মুসলিম ইবনে ইবরাহীম রহ. ..... আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী রাযি.-এর নিকট গিয়ে তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে যা শুনেছেন, তা থেকে আমার কাছে কিছু বর্ণনা করুন। তখন জাবির রাযি. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন এক সফরে তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আবু আকিল বললেন, সেটি কি জিহাদের সফর ছিল, না উমরা পালনের, তা আমার জানা নেই। আমরা যখন প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত ছিলাম, তখন নবী ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা পরিজনদের কাছে তাড়াতাড়ি যেতে আগ্রহী, তারা তাড়িতাড়ি যাও। জাবির রাযি. বলেন, তারপর আমি একটি উটের পিঠে চরে বেরিয়ে পড়লাম। সেটির দেহে কোন দাগ ছিল না এবং বর্ণ ছিল লাল-কালো মিশ্রিত। লোকেরা আমার পিছনে পেছনে চলছিল। পথিমধ্যে আমার ঘোড়াটি ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়লে নবী ﷺ আমাকে বললেন, হে জাবির, তুমি থাম। তারপর তিনি চাবুক দিয়ে উটটিকে একটি আঘাত করলেন, আর উটটি অকস্মাৎ দ্রুত চলতে লাগল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি উটটি বিক্রি করবে? আমি বললাম হ্যাঁ। তারপর মদীনায় পৌঁছলে নবী ﷺ সাহাবীদের এক দল সহ মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমি আমার উটটিকে মসজিদের বালাত-এর পার্শ্বে বেধে রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এগিয়ে গেলাম এবং বললাম, এই আপনার উট। তখন তিনি বেরিয়ে এসে ঘুরে ঘুরে উটটি দেখতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, উটটিতো আমারই। তারপর তিনি কয়েক উকিয়া স্বর্ণসহ এই বলে পাঠালেন যে, এগুলো জাবিরকে দাও। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি উটের পুরা মূল্য পেয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মূল্য এবং উট তোমারই।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً এ অশংটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। সুতরাং রাসূল ﷺ হলেন প্রহারকারী, আর প্রহৃত হলো হযরত জাবের রাযি. এর উট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০১ পৃঃ পূর্বে ঃ ৬৩, ২৮২, ৩০৯, ৩২১, ৩২২, ৩২৪, ৩৫৫, ৩৭৫ পৃঃ সামনে ঃ ৪১৬ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ অন্যের সাহায্য করা এবং তার উপর দয়া, রহম করা যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে তার প্রাণীকে প্রহার করা জায়েয, যেমনটা হাদিস শরীফ দ্বারা সুস্পষ্ট।

بَابُ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ وَالفُحُولَةِ مِنَ الخَيْلِ

وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ: "كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ الفُحُولَةَ، لِأَنَّهَا أَجْرَى وَأَجْسَرُ"

১৭৯৩. পরিচ্ছেদ : অবাধ্য পশু এবং তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করা। রাশিদ ইবনে সাদ রহ. বলেন, সালফে সালেহীন তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করতে পছন্দ করতেন। কেননা এ (শ্রেণীর) ঘোড়া অতি দ্রুতগামী ও খুব সাহসী

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁، قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ، يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ، وَقَالَ "مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا".

সহজ তরজমা

২৬৭৬.আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... কাতাদা রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক রাযি.-কে বলতে শুনেছি যে, এক সময় মদীনাতে ভীতি দেখা দিলে নবী ﷺ আবূ তালহার মানদূব ঘোড়াটি চেয়ে নিলেন এবং এর উপর আরোহণ করলেন আর বললেন, আমি কোন ভীতি দেখিনি। কিন্তু ঘোড়াটি সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় (দ্রুতগামী) পেয়েছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের الفحولة من الخيل, এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০১ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৫৮, ৩৯৫, ৪০০ পৃঃ সামনে ঃ ৪০১ - ৪০২, ৪০৭, ৪১৭, ৪২৬, ৮৯১, ৯১৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ নর ঘোড়ার উপর আরোহণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য। আর ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় উদ্দেশ্য প্রমাণিত করার জন্য রাশেদ ইবনে সা'দ তাবেয়ী রাযি. এর আছার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া দুষ্ট ঘোড়ার উপর আরোহন করা অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতার প্রমাণ বহন করে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ سِهَامِ الْفَرَسِ وَقَالَ مَالِكٌ يُسْهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ

{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} وَلَا يُسْهَمُ لأَكْثَرَ مِنْ فَرَسٍ.

১৭৯৪. পরিচ্ছেদ : গনীমতে ঘোড়ার অংশ। মালিক রহ. বলেন, ঘোড়া ও বিশেষ করে তুর্কী ঘোড়ার গনীমতে অংশ দেওয়া হবে। দলীল হল, আল্লাহর বাণী : তোমাদের আরোহণের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। (১৬:৮) একটি ঘোড়ার অধিক হলে এর কোন অংশ দেওয়া হবে না

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. عَنْ أَبِي أُسَامَةَ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا.

সহজ তরজমা

২৬৭৭. উবাইদ ইবনে ইসমাঈল রহ. ..... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমাতের মাল থেকে ঘোড়ার জন্য দু' অংশ এবং আরোহীর জন্য এক অংশ নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, হাদিসে রাসূল ﷺ স্বীয় উক্তি جعل للفرس سهمين দ্বারা ঘোড়ার জন্য سهم বা অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০১ পৃঃ সামনে ঃ ৬০৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ গণীমতের মালের মধ্যে ঘোড়সাওয়ার মুজাহিদের প্রাপ্য অধিকার বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। আর এই মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ। যেমন (১) ইমাম আযম রহ. এর মতে আরোহীর জন্য দুই অংশ হবে। এক অংশ ঘোড়ার জন্য আর এক অংশ আরোহীর জন্য। (২) আইম্মায়ে ছালাছার রহ. মতে আরোহীর জন্য তিন অংশ হবে। তার মধ্যে দুই অংশ ঘোড়ার জন্য আর এক অংশ আরোহীর জন্য।

টিকা ঃ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী ২৮৮ পৃঃ দেখুন।

بَابُ مَنْ قَادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ

১৭৯৫. পরিচ্ছেদ : জিহাদে যে ব্যক্তি অন্যের বাহন পরিচালনা করে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شُعْبَةَ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَفِرَّ. إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً. وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا. فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ. فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَفِرَّ. فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِلِجَامِهَا. وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ " أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ".

সহজ তরজমা

২৬৭৮. কুতাইবা রহ. ..... আবূ ইসহাক রহ থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বারা' ইবনে আযিব রাযি.-কে বলল, আপনারা কি হুনায়নের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ময়দানে রেখে পলায়ন করেছিলেন? বারা' ইবনে আযিব রাযি. বলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ পলায়ন করেননি। হাওয়াযিনরা ছিল সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা সামনা সামনি যুদ্ধে তাদের পরাস্ত করলে তারা পালিয়ে যেতে লাগল। এমতাবস্থায় মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া না করে

https://e-ilm.weebly.com/

গনীমাতের মাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করল। এই সুযোগ শত্রুরা তীর বর্ষণের মাধ্যমে আমাদের আক্রমণ করে বসল। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্থান ত্যাগ করেননি। আমি তাঁকে তাঁর সাদা খচ্চরটির উপর আরোহী অবস্থায় দেখেছি। আবূ সুফিয়ান তাঁর বাহনের লাগাম ধরে টানছেন; আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, 'আমি নবী তা মিথ্যা নয়, আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِلِجَامِهَا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০১ পৃঃ সামনে ঃ ৪০২, ৪১০, ৪২৭, ৬১৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ যে ব্যক্তি গাজীকে সাহায্য করার নিয়তে তার বাহনকে ধরবে এবং টানবে তার ফযিলত বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, সেও সাওয়াব পাবে।

তাশরীহ ঃ গাযওয়ায়ে হুনাইন এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড ৩৭৪ পৃঃ পড়ুন।

بَابُ الرِّكَابِ وَالْغَرْزِ لِلدَّابَّةِ

১৭৯৬. পরিচ্ছেদ : সাওয়ারীর রিকাব ও পা-দানী প্রসঙ্গে

তাহকীক ও তাশরীহ ঃ ركاب, শব্দের راء, বর্ণে যের দিয়ে। অর্থ ঘোড়ার জিন বা গদির ঐ ঝুলন্ত অংশ যার মধ্যে আরোহী পা রাখে।

غرز : শব্দের غين (গাইন) বর্ণে যবর এবং زاء এর পূর্বে সুকুনযুক্ত راء, (রা) দিয়ে। এর অর্থও জিন বা গদি। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, غرز হলো ঐ জিন যার মাধ্যমে আরোহী ঘোড়ার উপর আরোহন করে থাকে এবং তা চামড়া নির্মিত হয়ে থাকে। আর ركاب ও غرز এর মধ্যে পার্থক্য হলো যে, ركاب, লোহা , কাঠ ইত্যাদি দ্বারা হয়ে থাকে, আর غرز চামড়া ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা হয় না। আর কেউ বলেন, উভয়টা সমার্থবোধক। غرز হলো উটের জন্য আর ركاب, হলো ঘোড়ার জন্য। (উমদাদুল ক্বারী)

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. عَنْ أَبِي أُسَامَةَ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً. أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

সহজ তরজমা

২৬৭৯. উবাইদ ইবনে ইসমাঈল রহ. ..... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ সাওয়ার হয়ে পা-দানীতে কদম মুবারক রাখার পর উটটি দাঁড়িয়ে গেলে যুল হুলাইফা মসজিদের নিকট তিনি ইহরাম বেঁধে নিতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০১ পৃঃ পূর্বে ঃ ২০৫, ২১০ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. একথা বর্ণনা করতে চেয়েছেন যে, হযরত ওমর রাযি. এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, শুধু ঘোড়ার উপর আরোহন করার অনুশীলন করো, অভ্যাসে পরিনত করো।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ رُكُوبِ الفَرَسِ العُرْيِ

১৭৯৭. পরিচ্ছেদ : গদিবিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، اسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَرَسٍ عُرْيٍ، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ.

সহজ তরজমা

২৬৮০. আমর ইবনে আওন রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গদিবিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে লোকদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন; তাঁর কাঁধে ছিল ঝুলন্ত তলোয়ার।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪০১ পৃ. পূর্বে : ৩৫৮, ৩৯৫, ৪০০ পৃঃ সামনে : ৪০৭, ৪২৬, ৮৯১, ৯১৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য : জিনমুক্ত ঘোড়ার পিঠে আরোহন করা অত্যন্ত বাহাদুরী এবং বড় অভিজ্ঞ ও নিপুন অশ্বারোহীর কাজ, তো এই বাব দ্বারা বীরত্ব ও বাহাদুরী বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য। والله اعلم,

তাহকীক : العرى শব্দের عين (আইন) বর্ণে পেশ ও راء বর্ণে সুকূন দিয়ে। অর্থ জিনমুক্ত ঘোড়া। অর্থাৎ ঐ ঘোড়া যার পিঠের উপর জিন বা গদি নেই। (উমদাতুল ক্বারী)

بَابُ الفَرَسِ القَطُوفِ

১৭৯৮. পরিচ্ছেদ : ধীরগতি সম্পন্ন ঘোড়া

قطوف قاف (ক্বাফ) বর্ণে যবর ও طاء (তোয়া) বর্ণে পেশ দিয়ে। অর্থ ধীর গতিসম্পন্ন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَزِعُوا مَرَّةً، فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ كَانَ يَقْطِفُ، أَوْ كَانَ فِيهِ قِطَافٌ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ " وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا بَحْرًا ". فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُجَارَى

সহজ তরজমা

২৬৮১. আবদুল আ'লা ইবনে হাম্মাদ রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত যে, একবার মদীনাবাসীগণ ভীত হয়ে পড়লে নবী ﷺ আবূ তালহার রাযি.-এর ধীরগতি সম্পন্ন ঘোড়ায় আরোহণ করেন। তিনি (শহরে প্রদক্ষিণ করে) ফিরে এসে বলেন, আমি তোমার ঘোড়াটিকে সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় (দ্রুতগতি সম্পন্ন) পেয়েছি। পরবর্তীকালে ঘোড়াটিকে আর কখনো পেছনে ফেলা যেতো না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের كَانَ يَقْطِفُ أَوْ كَانَ فِيهِ قِطَافٌ এ অংশটুকুর মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪০১-৪০২ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্দেশ্য ঃ পূর্বোক্ত বাবে রাসূল ﷺ এর বীরত্ব ও বাহাদুরীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও সর্বোচ্চ মানের নিপুন অশ্বারোহী ছিলেন। তিনি জিন, গদি ব্যতিতই ঘোড়ার উপর আরোহন করতে পারতেন। আর এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, রাসূল ﷺ যদি দূর্বল, ধীরগতিসম্পন্ন ঘোড়ার উপর আরোহন করতেন তাহলে সেই ঘোড়া রাসূল ﷺ এর বরকতে দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়ে যেত।

بَابُ السَّبْقِ بَيْنَ الخَيْلِ

১৭৯৯. পরিচ্ছেদ : ঘোড়দৌড় প্রতিযোগীতা

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ أَجْرَى النَّبِيُّ ﷺ مَا ضُمِّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى. قَالَ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ. قَالَ سُفْيَانُ بَيْنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَبَيْنَ ثَنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ.

সহজ তরজমা

২৬৮২. কাবীসা রহ. ..... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার জন্য হাফ্য়া থেকে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত এবং প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়ার জন্য সানিয়্যা থেকে যুরায়কের মসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। ইবনে উমর রাযি. বলেন, আমি উক্ত প্রতিযোগিতায় একজন অংশগ্রহণকারী ছিলাম। সুফিয়ান রহ বলেন, হাফ্য়া থেকে সানিয়্যাতুল বিদার দুরত্ব পাঁচ কিংবা ছয় মাইল এবং সানিয়্যা থেকে বানূ যুরায়কের মসজিদের দূরত্ব এক মাইল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের উভয় اجرى শব্দের মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা اجرى এর মধ্যে سبق এর অর্থ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০২ পৃঃ পূর্বে ঃ ৫৯ পৃঃ সামনে ঃ ৪০২, ১০৯০ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ঘোড়া দৌড়ের বৈধতা প্রমাণ করাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, ঘোড়াদৌড় জায়েয এবং তা রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত।

তাহকীক ও তাশরীহ ঃ السبق শব্দটির سين (সীন) বর্ণে যবর ও باء (বা) বর্ণে সুকূন দিয়ে। এটি বাবে ضرب এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল অর্থ আগে বাড়া, অগ্রসর হওয়া।

حفياء ঃ শব্দটির حاء (হা) বর্ণে যবর فاء (ফা) বর্ণে সুকূন দিয়ে। একটি স্থানের নাম।

ثنية الوداع ঃ এটিও একটি স্থানের নাম।

টিকা ঃ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ২য় খণ্ড ৪৪৪ পৃঃ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ إِضْمَارِ الخَيْلِ لِلسَّبْقِ

১৮০০. পরিচ্ছেদ : প্রতিযোগীতার জন্য ঘোড়ার প্রশিক্ষণ দান

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ»، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ سَابَقَ بِهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَمَدًا: غَايَةً". {فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ} [الحديد: ١٦]

সহজ তরজমা

২৬৮৩. আহ্‌মদ ইবনে ইউনুস রহ. .....আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন এবং এই দৌড়ের সীমানা ছিল সানিয়্যা থেকে বানূ যুরায়কের মসজিদ পর্যন্ত। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবূ আব্দুল্লাহ (বুখারী রহ) বলেন, امدا এর অর্থ সীমা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল মুশকিল। কেননা, শিরোনামে দৌড়ের জন্য প্রস্তুতকৃত ঘোড়ার আলোচনা রয়েছে আর হাদিসে সাধারণ ঘোড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। এর জবাব সুস্পষ্ট যে, দৌড়ের জন্য প্রস্তুতকৃত ঘোড়ার আলোচনা পূর্বের বাবের হাদিসে অতিবাহিত হয়েছে, ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় অভ্যাসানুযায়ী তার দিকে ইশারা করে দিয়েছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০২ পৃঃ পূর্বে ঃ ৫৯, ৪০২ সামনে ঃ ১০৯০ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, দৌড় প্রতিযোগীতার জন্য প্রথমে ঘোড়াকে প্রস্তুত করা হবে। اضمار সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ২য় খণ্ড ৪৪৫ পৃঃ দেখুন।

بَابُ غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ المُضَمَّرَةِ

১৮০১. পরিচ্ছেদ : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগীতার সীমা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ، فَقُلْتُ لِمُوسَى فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ، وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ، قُلْتُ فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا.

সহজ তরজমা

২৬৮৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। এই প্রতিযোগিতা হাফয়া থেকে শুরু হয়েছে এবং সানিয়্যাতুল বিদায় শেষ হয়েছে। (রাবী ইসহাক রহ বলেন), আমি মূসা রাযি.-কে বললাম, এর দূরত্ব কি পরিমাণ হবে? তিনি বললেন, ছয় বা সাত মাইল। প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়ার প্রতিযোগিতা শুরু হতো সানিয়্যাতুল বিদা থেকে এবং শেষ হতো বনু যুরাইকের মসজিদে। আমি বললাম, এর মধকার দূরত্ব কত? তিনি বললেন, এক মাইল বা তার অনুরূপ। ইবনে উমর রাযি. এতে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। আর এই হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসেরই ভিন্ন একটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০২ পৃঃ পূর্বে ঃ ৫৯ পৃঃ ১০৭০ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, ঘোড়াদৌড় অনর্থক কিছু নয় বরং তা প্রশংসানীয় ও উপকারী ব্যায়াম যা জিহাদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে খুবই উপকারী।

بَابُ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮০২. পরিচ্ছেদ : নবী কারীম ﷺ-এর উষ্ট্রী প্রসঙ্গে।

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَرْدَفَ النَّبِيُّ ﷺ أُسَامَةَ عَلَى الْقَصْوَاءِ» وَقَالَ الْمِسْوَرُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ

ইবনে উমর রাযি. বলেন, নবী করীম ﷺ উসামাকে কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর পিঠে তাঁর পেছনে বসান। মিসওয়ার রাযি. বলেন, নবী কারীম সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, তাঁর উষ্ট্রী কাসওয়া কখনো অবাধ্যতা প্রকাশ করেনি।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ. عَنْ حُمَيْدٍ. قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا. رضي الله عنه. يَقُولُ كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَاءُ.

সহজ তরজমা

২৬৮৫. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর একটি উষ্ট্রী ছিল যাকে আযবা বলা হত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, হাদিসে الناقة এর কথা উল্লেখ রয়েছে যা العضباء ও অন্যান্য উটকেও শামিল করে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০২ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৭৭ - ৩৭৮ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. عَنْ حُمَيْدٍ. عَنْ أَنَسٍ. رضي الله عنه. قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لاَ تُسْبَقُ. قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ لاَ تَكَادُ تُسْبَقُ. فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا. فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ " حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ ". طَوَّلَهُ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

২৬৮৬. মালিক ইবনে ইসমাঈল রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযবা নামক একটি উষ্ট্রী ছিল। কোন উষ্ট্রী তার আগে যেতে পারতো না। হুমাইদ রহ বলেন, কোন উষ্ট্রী তার আগে যেতে সক্ষম হতো না। একদিন এক বেদুঈন একটি জওয়ান উটে চড়ে আসল এবং আযবা এর আগে চলে গেল। এতে মুসলমানগণের মনে কষ্ট হল। এমনকি নবী ﷺ-ও তা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর বিধান এই যে, 'দুনিয়ার সব কিছুরই উত্থানের পর পতন রয়েছে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে পূর্বোক্ত হাদিসের যে মিল এই হাদিসেরও সেই একই মিল।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০২ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪০২ পৃঃ সামনে ঃ ৯৬২ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, তরজমাতুল বাবে الناقة কে واحد, এনে এ দিকে ইশারা করেছেন যে, العضباء ও القصواء উভয়টি এক ও অভিন্ন। (ফাতহুল বারী)

এরপরে তিনি ইখতিলাফ বর্ণনা করেছেন যে, العضباء ও القصواء উভয়ই এক না ভিন্ন ভিন্ন, এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

মোটকথা ঃ এই মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, কোন কোন নুসখায় باب ناقة النبى ﷺ القصواء والعضباء এভাবে উল্লেখ রয়েছে।

بَابُ بَغْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ الْبَيْضَاءِ

১৮০৩. পরিচ্ছেদ : নবী কারীম ﷺ-এর সাদা খচ্চর

قَالَهُ أَنَسٌ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ

আনাস রাযি. তা বর্ণনা করেছেন। আবূ হুমাইদ রহ. বলেন, আয়লার শাসক নবী কারীম ﷺ-কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً

সহজ তরজমা

২৬৮৭. আমর ইবনে আলী রহ. ..... আমর ইবনে হারিস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (ইনতিকালের সময়) তাঁর সাদা খচ্চর, কিছু যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সামান্য ভূমি ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। এগুলোও তিনি সাদকা স্বরূপ ছেড়ে যান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০২ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৮২ , ৪০৮, ৪৩৭, ৬৪১ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لاَ، وَاللَّهِ مَا وَلَّى النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ، فَلَقِيَهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ " أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ "

সহজ তরজমা

২৬৮৮. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. ..... বারা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, কোন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, হে আবূ উমারা, আপনারা হুনায়নের যুদ্ধের দিন পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, না। নবী ﷺ কখনো পলায়ন করেননি। বরং অতি উৎসাহী অগ্রবর্তী কিছু লোক হাওয়াযিনদের তীর নিক্ষেপের ফলে পালিয়ে ছিলেন। আর নবী ﷺ তাঁর সাদা খচ্চরটির উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিস রাযি.-এর লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন নবী ﷺ বলেছিলেন, 'আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়, আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর।'

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০২ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪০১ পৃঃ সামনে ঃ ৪১০, ৪২৭, ৬১৭ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ ملك ايلة ঃ ايلة শব্দটির همزه (হামযা) বর্ণে যবর ও ياء (ইয়া) বর্ণে সুকূন لام (লাম) বর্ণে যবর এবং শেষে هاء (হা) সহ। এটি মিশর ও মক্কার মধ্যবর্তী সমূদ্রের উপকূলে অবস্থিত একটি শহরের নাম, যেখানে হেযাজের সীমানা সমাপ্ত হয়েছে এবং শামের সীমানা শুরু হয়েছে। আর মদীনা থেকে ১৫ মনযিল দূরে এই শহরটির অবস্থান। আর আয়লার বাদশার নাম ছিল يوحنا بن روبه (ইউহান্না বিন রুবা)।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে যে শুভ্র খচ্চরের কথা উল্লেখ করা রয়েছে সেটি হলো গাযওয়ায়ে হুনাইন এর খচ্চর। আর হযরত আবু হুমাইদ রাযি. যে বলেছেন যে, আয়লার বাদশাহ শুভ্র খচ্চরটি হাদিয়া হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন, সেটি হলো গাযওয়ায়ে তাবুক এর খচ্চর। আর গাযওয়ায়ে তাবুক গাযওয়ায়ে হুনাইন এর পরে সংঘটিত হয়েছিল।

بَابُ جِهَادِ النِّسَاءِ

১৮০৪. পরিচ্ছেদ : মহিলাদের জিহাদ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ. عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْجِهَادِ. فَقَالَ " جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ ". وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهٰذَا.

সহজ তরজমা

২৬৮৯. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ. ..... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, 'তোমাদের জন্য জিহাদ হলো হজ্জ।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ বর্ণিত হাদিসে ইরশাদ করেছেন যে, স্ত্রীদের জিহাদ হলো হজ্জ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০২ - ৪০৩ পৃঃ পূর্বে ঃ ২০৬, ৩৯০, ৪০৩ পৃঃ।

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ مُعَاوِيَةَ. بِهٰذَا. وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ. عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ " نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ ".

সহজ তরজমা

২৬৯০. কাবীসা রহ. .....উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর জনৈক সহধর্মিনী জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, (মহিলাদের জন্য) উত্তম জিহাদ হলো হজ্জ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের نعم الجهاد الحج এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০৩ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪০২ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, স্ত্রীলোকদের উপর জিহাদ ফরজ নয়। কেননা স্ত্রীলোকদের উপর পর্দার বিধান রয়েছে এবং পুরুষদের থেকে আলাদা থাকারও নির্দেশ রয়েছে। আর একথাও বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, আয়াতে কারীমা انفروا خفافا وثقالا এর মধ্যে স্ত্রীলোক অর্ন্তভূক্ত নয়, তবে তারা নফল হিসাবে জিহাদে শরীক হতে পারে। والله اعلم

بَابُ غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ

১৮০৫. পরিচ্ছেদ : সামুদ্রিক যুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَاتَّكَأَ عِنْدَهَا، ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ الأَخْضَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ" فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ". ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ، فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ أَوْ مِمَّ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ "أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ، وَلَسْتِ مِنَ الآخِرِينَ". قَالَ قَالَ أَنَسٌ فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةَ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا فَوَقَصَتْ بِهَا، فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ.

সহজ তরজমা

২৬৯১. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিলহানের কন্যার কাছে গেলেন এবং সেখানে তিনি বিশ্রাম করলেন। তারপর তিনি হেসে উঠলেন। মিলহান রাযি.-এর কন্যা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন হাসছেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক জিহাদের উদ্দেশ্যে এই সবুজ সমুদ্রে সফর করবে। তাদের দৃষ্টান্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহদের ন্যায়। মিলহান রাযি.-এর কন্যা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ, আপনি মিলহানের কন্যাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আবার তিনি বিশ্রাম নিলেন, এরপর হেসে উঠলেন। মিলহান রাযি.-এর কন্যা তাঁকে অনুরূপ জিজ্ঞাসা করলেন অথবা বললেন, এ কেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ ও পূর্বের ন্যায় জবাব দিলেন। মিলহান রাযি.-এর কন্যা বললেন, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের প্রথম দলে আছ, পেছনের দলে নয়। বর্ণনাকারী বলেন, আনাস রাযি. বলেছেন, তারপর তিনি উবাদা ইবনে সামিতের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কারাযার কন্যার সঙ্গে সমুদ্র সফর করেন। তারপর ফেরার সময় নিজের সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন, তখন তা থেকে পড়ে গিয়ে ঘাড় মটকে ইনতিকাল করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০৩ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৯১, ৩৯২ পৃঃ, সামনেঃ ৪০৫, ৯২৯, ১০৩৬ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, স্ত্রীলোকদের জিহাদে অংশগ্রহণ করা জায়েয আছে। যদিও মাসআলাটি মতভেদপূর্ণ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ

১৮০৬. পরিচ্ছেদ : কয়েক স্ত্রীর মধ্যে একজনকে নিয়ে জিহাদে যাওয়া

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حَدِيثِ، عَائِشَةَ، كُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً، مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ.

সহজ তরজমা

২৬৯২. হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল রহ. ..... আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ- বাইরে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সহধর্মিনীদের মধ্যে কোরআর (লটারির) মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং এতে যার নাম আসত তাকেই নবী ﷺ- সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কোন এক যুদ্ধে তিনি এভাবে আমাদের মধ্যে করআর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাতে আমার নাম আসল এবং আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। এ ছিল পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা রাসূল ﷺ তাকে একাই নিয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ রাসূল ﷺ বনী মুস্তালিকের যুদ্ধের সফরে শুধু হযরত আয়েশা রাযি. কেই সাথে নিয়েছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, শিরোনামে হাদিসের সকল অংশ উল্লেখ থাকা আবশ্যাক নয়। এই জন্য ইমাম বুখারী রহ. লটারীর ক্ষেত্রে শুধু হাদিসের উপরই যথেষ্ট মনে করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০৩ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৫৩, ৩৫৯, ৩৬৩, ৩৭০, পৃঃ সামনে ঃ ৫৭৩, ৫৯৩, ৬৭৯, ৬৯৬, ৬৯৯, ৯৮০, ৯৮৮, ১০৯৬, ১১১৭, ১১২৬ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ আল্লামা আইনী রহ. বলেন, রাসূল ﷺ যখনই কোন সফর করতেন তখন স্বীয় স্ত্রীদের থেকে একজনকেই সাথে নিয়ে যেতেন। তবে তা স্ত্রীগণের মাঝে লটারীর মাধ্যমে নির্ধারিণ করতেন। যেমনটা বাবের অধীনে বর্ণিত হাদিস দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। (উমদাতুল কারী)

তাশরীহ ঃ গাযওয়ায়ে বনী মুস্তালিকের পূর্ণ ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড ১৯০ পৃঃ দেখুন।

بَابُ غَزْوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

১৮০৭. পরিচ্ছেদ : মহিলাদের যুদ্ধে গমন এবং পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا، تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلاَنِ الْقِرَبَ . عَلَى مُتُونِهِمَا، ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلآنِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ.

সহজ তরজমা

২৬৯৩. আবূ মা'মার রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে সাহাবীগণ নবী ﷺ-এর কাছ থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়লেন। আমি দেখলাম আয়িশা বিনতে আবূ বকর ও উম্মে সুলাইম রাযি. তাঁদের

https://e-ilm.weebly.com/

আঁচল এতটুকু উঠিয়ে নিয়েছেন যে, আমি তাঁদের উভয় পায়ের অলংকার দেখছিলাম। তাঁরা উভয়েই মশক পিঠে বহন করে সাহাবীগণের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। আবার ফিরে গিয়ে মশক ভর্তি করে নিয়ে এসে সাহাবীগণের মুখে পানি ঢেলে ঢেলে দিচ্ছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : বাহ্যিকভাবে শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল মুশকিল। তবে ইমাম বুখারী রহ. বুঝাতে চাচ্ছেন যে, গাজীদেরকে সাহায্য করা গাযওয়ায় অংশগ্রহণ করার নামান্তর। সুতরাং আর কোন ইশকাল নেই।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৩ পৃঃ সামনে ঃ ৫৩৭, ৫৮১ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো এই যে,স্ত্রীলোকগণ যদিও যুদ্ধ জিহাদ করেনি, কিন্তু তারা পুরুষদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে যেতেন এবং তারা গাজীদেরকে পানি পান করাতেন এবং যখমের উপর ঔষধ লাগাতেন, পট্টি বেঁধে দিতেন। এর দ্বারা তারাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত হয়।

بَابُ حَمْلِ النِّسَاءِ الْقِرَبَ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزْوِ

১৮০৮. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে মহিলাদের মশক নিয়ে লোকদের কাছে যাওয়া

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ. قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ. فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هٰذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي عِنْدَكَ. يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ. فَقَالَ عُمَرُ أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ. وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ. مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ تَزْفِرُ تَخِيطُ.

সহজ তরজমা

২৬৯৪. আবদান রহ. .....সা'লাবা ইবনে আবূ মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. মদীনার কিছু সংখ্যক মহিলার মধ্যে কয়েকখানা (রেশমী) চাদর বন্টন করেন। তারপর একটি ভাল চাদর অবশিষ্ট রয়ে গেল। তাঁর কাছে উপস্থিত একজন তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন। এ চাদরটি আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাতিন উম্মে কুলসুম বিনতে আলী রাযি. যিনি আপনার কাছে আছেন, তাকে দিয়ে দিন। উমর রাযি. বলেন, উম্মে সালীত রাযি.এ চাদরটির অধিক হকদার। উম্মে সালীত রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়আত গ্রহণকারিণী আনসার মহিলাদের একজন। উমর রাযি. বলেন, কেননা, উম্মে সালীত রাযি. উহুদের যুদ্ধে আমাদের কাছে মশক (ভর্তি পানি) বহন করে নিয়ে আসতেন। আবূ আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী) রহ বলেন, تزفر এর অর্থ, তিনি সেলাই করতেন।

বি. দ্র. : আল্লামা কাসতাল্লানী রহ. বলেন, قال عياض وهذا الخ অর্থাৎ কাযী ইয়ায রহ. বলেন, تزفر শব্দটির অর্থ تخيط (সেলাই করতেন) এটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রসিদ্ধ নয়। সম্ভবত ইমাম বুখারী রহ. এ ক্ষেত্রে লাইসের কাতেব আবূ সালেহের অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৩ পৃঃ সামনে ঃ ৫৮২ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ জিহাদের ময়দানে স্ত্রীলোকদের জন্য পুরুষদের নিকট পানি ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার বৈধতা বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য। কারণ, প্রয়োজনের খাতিরে অনেক নিষিদ্ধ জিনিসও মোবাহ হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

তাহকীক ও তাশরীহ ঃ مروط শব্দটি مرط এর বহুবচন। অর্থ ঃ পশম কিংবা রেশমের চাদর এবং প্রত্যেক সেলাইবিহীন কাপড়।

تزفر শব্দে فاء ও زاء দিয়ে। অর্থ ঃ বহন করত।

سليط শব্দের سين (সীন) বর্ণে যবর ও لام (লাম) বর্ণে যের দিয়ে। ام سليط (উম্মে সালীত) হলেন আবু সাঈদ খুদরী রাযি.এর মা। ام سليط প্রথমে আবু সালীত এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। হিজরতের পূর্বেই 'আবু সালীতের 'ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে উম্মে সালীত মালেক ইবনে সিনান খুদরীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তার ঔরসে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. জন্মগ্রহণ করেন।

بَابُ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الجَرْحَى فِي الغَزْوِ

১৮০৯. পরিচ্ছেদ : মহিলা কর্তৃক যুদ্ধাহতদের পরিচর্যা করা

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ. عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ. قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَسْقِي. وَنُدَاوِي الْجَرْحَى. وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ.

সহজ তরজমা

২৬৯৫. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. .....রুবাইয়্যি' বিনতে মুআব্বিয রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা (যুদ্ধের ময়দানে) নবী ﷺ-এর সঙ্গে থাকতাম। আমরা লোকদের পানি পান করাতাম, আহতদের পরিচর্যা করতাম এবং নিহতদের মদীনায় পাঠাতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৩ পৃঃ সামনে ঃ ৪০৩-৪০৪, ৮৪৮ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ প্রয়োজনের সময় গাইরে মাহরাম নারীদের জন্য যখমপ্রাপ্ত পুরুষদের ঔষধ লাগিয়ে দেওয়া ও পট্টি বেধে দেওয়া জায়েয। কেননা,প্রয়োজনের সময় অনেক নিষিদ্ধ জিনিসও বৈধ হয়ে যায়। তবে যখমের স্থান ব্যতিত অন্য কোথাও হাত লাগাবে না। শুধু প্রয়োজনের খাতিরেই এতটুকু জায়েয রাখা হয়েছে।

بَابُ رَدِّ النِّسَاءِ الجَرْحَى وَالقَتْلَى إِلَى المَدِينَةِ

১৮১০. পরিচ্ছেদ : মহিলা কর্তৃক আহত ও নিহতদের ফেরত পাঠান

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ. عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ. عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ. قَالَتْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ. وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ.

সহজ তরজমা

২৬৯৬. মুসাদ্দাদ রহ. ..... রুবাইয়্যি' বিনতে মুআব্বিয রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে লোকদের পানি পান করাতাম ও তাদের পরিচর্যা করতাম এবং আহত ও নিহত লোকদের মদীনায় ফেরত পাঠাতাম।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে- বুখারী শরীফ ঃ ৪০৩. ৪০৪ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪০৩ পৃঃ সামনে ঃ ৮৪৮ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ

১৮১১. পরিচ্ছেদ : শরীর থেকে তীর বের করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رضى الله عنه ـ قَالَ رُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ انْزِعْ هَذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ ".

সহজ তরজমা

২৬৯৭. মুহাম্মদ ইবনুল আলা রহ. ..... আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (এক যুদ্ধে) আবূ আমীরের হাটুতে তীর বিদ্ধ হলো আমি তাঁর কছে গেলাম। আবূ আমির রাযি. বললেন, এই তীরটি বের কর। তখন আমি তীরটি টেনে বের করলাম। ফলে সে স্থান থেকে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! আবূ আমির উবাইদকে ক্ষমা করুন।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ : ৪০৪ পৃঃ সামনে : ৬১৯, ৯৪৪ পৃঃ।

উদ্দেশ্য : আল্লামা আইনী রহ.বলেন,শরীর থেকে তীর বের করা জায়েয,যদিও এর কারণে মৃত্যু এসে যায়। **অর্থাৎ** শরীর থেকে তীর বের করার বৈধতা বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য।

بَابُ الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللهِ

১৮১২. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধে পাহারাদারী করা

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ تَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ سَهِرَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ " لَيْتَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ ". إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلاَحٍ فَقَالَ " مَنْ هَذَا " فَقَالَ أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، جِئْتُ لأَحْرُسَكَ. وَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ.

সহজ তরজমা

২৬৯৮. ইসমাঈল ইবনে খলীল রহ. .....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (এক রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ জেগে কাটান। তারপর যখন তিনি মদীনায় এলেন তখন এই আকাঙ্খা প্রকাশ করলেন যে, আমার সাহাবীদের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তি যদি রাতে আমার পাহারায় থাকত। এমন সময় আমরা অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? লোকটি বলল, আমি সাদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস, আপনার পাহারার জন্য এসেছি। তারপর নবী ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাশরীহ : ইমাম বুখারী রহ.এর এই রেওয়ায়াতে تقديم ও تاخير হয়েছে। অর্থাৎ,তারতীব পরিবর্তন হয়েছে। এই রেওয়ায়াত দ্বারা তো বুঝে আসে যে,রাসূল ﷺ এর রাত জাগরণের এই ঘটনা মদীনায় তাশরীফ আনয়নের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। অথচ হযরত আয়েশা রাযি.-এর এটা উদ্দেশ্য নয়। বরং হযরত আয়েশা রাযি.এ কথা

https://e-ilm.weebly.com/

বলতে চেয়েছেন যে,রাসূল ﷺ মদীনায় তাশরীফ নিয়ে আসার পর রাত জাগরণের এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। যেমন - মুসলিম শরীফে এরকমই উল্লেখ রয়েছে। তাই বর্ণিত এই রেওয়ায়াতটি এমন হওয়া উচিৎ যে, تقول عائشة لما قدم سهر

তাছাড়া এর দ্বারা মদীনায় আগমনের একদম প্রাথমিক দিনগুলি উদ্দেশ্য। কারণ, হযরত আয়েশা রাযি.এর রুখসতি ২য় হিজরী সনে হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তাআলার বাণী- الله يعصمك من الناس, (আল্লাহ তাআলাই আপনাকে লোকদের থেকে হেফাজত করবেন)

তাহলে আর পাহাদারের প্রয়োজন কি ?

জবাব ঃ আল্লামা আইনী রহ.এই ইশকালের দুটি জবাব উল্লেখ করছেন। যেমন , ১. পাহারা দেওয়ার বিষয়টি আয়াতে কারীমা নাযিল হওয়ার পূর্বের ছিল। ২. এখানে হেফাজত দ্বারা মানুষের ফিৎনা, অনিষ্টতা এবং মতভিন্নতা থেকে হেফাজত উদ্দেশ্য।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের يحرس الليلة الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৪ পৃঃ সামনে ঃ ১০৭৪ পৃঃ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ. عَنْ أَبِي حَصِينٍ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ. إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ. وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ ". لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ. وَزَادَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ. إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ. وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ. تَعِسَ وَانْتَكَسَ. وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ. طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ. إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ. وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ. إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ. وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَقَالَ تَعْسًا. كَأَنَّهُ يَقُولُ فَأَتْعَسَهُمُ اللهُ. طُوبَى فُعْلَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ طَيِّبٍ. وَهِيَ يَاءٌ حُوِّلَتْ إِلَى الْوَاوِ وَهِيَ مِنْ يَطِيبُ.

সহজ তরজমা

২৬৯৯. ইয়াহইয়া ইবনে ইউসুফ রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, লাঞ্ছিত হোক দীনার দিরহামের গোলাম এবং চাদর ও শালের গোলাম। তাকে দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এই হাদীসটির সনদ ইসরাঈল এবং মুহাম্মদ ইবনে জুহাদা, আবূ হুসাইনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছাননি।

আর আমর রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে আমাদেরকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, লাঞ্ছিত হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম এবং শালের গোলাম। তাকে দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এরা লাঞ্ছিত হোক , অপমানিত হোক। (তাদের পায়ে) কাটা বিদ্ধ হলে তা কেউ তুলে দিবে না। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার মাথার চুল এলোমেলো এবং পা ধূলিধূসরিত। তাকে পাহারায় নিয়োজিত করলে পাহারায় থাকে আর (সৈন্য দলের) পেছনে পেছনে রাখলে পেছনেই থাকে। সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কোন বিষয়ে

https://e-ilm.weebly.com/

সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না। تَعْسًا এর অর্থ হল خَيَّبَهُمُ اللهُ অর্থাৎ আল্লাহ তাদের অপমানিত করুক। طُوبٰى অর্থ উত্তম। فُعْلٰى এর কাঠামোতে গঠিত। মূলতঃ طُيْبٰى ছিল। ياء কে واو, দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৪ পৃঃ সামনে ঃ ৯৫২ পৃঃ তাছাড়া ইবনে মাজাহ শরীফ ঃ الزهد অধ্যায়।

উদ্দেশ্য ঃ আল্লাহ তায়ালার রাহে জিহাদকারী পাহারাদারদের ফযিলত বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য।

তাশরীহ ঃ عبد الدينار এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে দিনার ও দিরহামের লোভী, যেন সে দিনার ও দিরহামের দাস বা গোলাম।

تعسا এটি কোরআন মাজীদের সুরা মুহাম্মাদের ৮ম আয়াত والذين كفروا فتعسا لهم এর একটি শব্দ। এই হাদীসে যেহেতু تعس শব্দ এসেছে,তাই ইমাম বুখারী রহ.স্বীয় অভ্যাসানুযায়ী এর তাফসীর বর্ণনা করে দিয়েছেন যে,এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো - اتعسهم الله এর অর্থ হলো خيبهم الله অর্থাৎ,আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অকৃতকার্য করেন।

অতঃপর طوبى শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটি طاب يطيب থেকে فعلى এর ওযনে اسم تفضيل এর مؤنث এর সীগা। আর واو, টি মূলত ياء ছিল,তার পূর্বে পেশ হওয়ার কারণে (ইয়া) ياء কে واو, দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।

بَابُ فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي الْغَزْوِ
১৮১৩. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে খেদমতের ফযীলত

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ. عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ. فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ جَرِيرٌ إِنِّي رَأَيْتُ الأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْئًا لاَ أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ أَكْرَمْتُهُ.

সহজ তরজমা

২৭০০. মুহাম্মদ ইবনে আরআরা রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কোন এক) সফরে আমি জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি.-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমার খেদমত করতেন। অথচ তিনি আনাস রাযি.-এর চাইতে বয়সে বড় ছিলেন। জারীর রাযি. বলেন, আমি আনসারদের এমন কিছু কাজ দেখেছি, যার ফলে তাদের কাউকে পেলেই সম্মান করি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : বাহ্যিকভাবে শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিলের ব্যাপারে ইশকাল রয়েছে। কিন্তু মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে রয়েছে عن انس بن مالك قال خرجت مع جرير بن عبد الله في سفر الخ

সুতরাং এখন মিল পাওয়া গেছে যে, সাহচর্য, বন্ধুত্ব সফরের মধ্যে হয়েছে। আর সফর আম (ব্যাপক), যাতে যুদ্ধের সফরও অন্তর্ভূক্ত।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৪ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو. مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ. أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. رضي الله عنه. يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ. فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ رَاجِعًا. وَبَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ " هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ". ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا كَتَحْرِيمِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ " اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا ".

সহজ তরজমা

২৭০১. আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে গিয়েছিলাম, আর আমি তাঁর খেদমত করছিলাম। যখন নবী ﷺ সেখান থেকে ফিরলেন এবং উহুদ পাহাড় তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো, তিনি বললেন, 'এই পাহাড় আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি।' তারপর তিনি হাত দ্বারা মদীনার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! ইবরাহীম আ. যেমন মক্কাকে হারাম (সম্মানিত স্থান) বানিয়েছিলেন, তেমনি আমিও এ দুই কংকরময় ময়দানের মধ্যবর্তী স্থান (মদীনা)-কে হারাম বলে ঘোষণা করছি। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের সা' ও মুদে বরকত দান করুন।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৪ পৃঃ পূর্বে ঃ ৫৩-৫৪ পৃঃ সামনে ঃ ৪০৫, ৪৭৭, ৫৮৫, ৬০৬, ৮১৬, ৯৪১, ১০৭০ পৃঃ। তাছাড়া মুসলিম শরীফ : المناسك অধ্যায়,তিরমিযি শরীফ ঃ المناقب অধ্যায়।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ. عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ. عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ. عَنْ أَنَسٍ. رضي الله عنه. قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُنَا ظِلاًّ الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ. وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا. وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ "

সহজ তরজমা

২৭০২. সুলাইমান ইবনে দাউদ আবূ রাবী' রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (কোন এক সফরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তির ছায়াই ছিল সর্বাধিক যে তার চাদর দ্বারা ছায়া গ্রহণ করছিল। কাই যারা সিয়াম পালন করছিল তারা কোন কাজই করতে পারছিল না। যারা সিয়াম রত ছিল না, তারা উটের তত্ত্বাবধান করছিল, খেদমতের দায়িত্ব পালন করছিল এবং পরিশ্রমের কাজ করছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, 'যারা সাওম পালন করেনি তারাই আজ অধিক সওয়াব হাসিল করল।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৪ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ ঃ الصوم অধ্যায়।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, যুদ্ধের ময়দানের খেদমত করার সওয়াব অনেক বেশী। চাই বড়দের খেদমত হোক বা ছোটদের, সর্বাবস্থায় সে সওয়াব পাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ

১৮১৪. পরিচ্ছেদ : সফর-সঙ্গীর আসবাবপত্র বহনকারীর ফযীলত

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " كُلُّ سُلاَمَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ، يُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ "

সহজ তরজমা

২৭০৩. ইসহাক ইবনে নাসর রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, 'শরীরের প্রতিটি জোড়ার উপর প্রতিদিন একটি করে সাদকা রয়েছে। কোন লোককে তার সাওয়ারীর উপর উঠার ব্যাপারে সাহায্য করা, অথবা তার মাল-সরঞ্জাম তুলে দেওয়া সাদ্‌কা। উত্তম কথা বলা ও সালাতের উদ্দেশ্যে গমনের প্রতিটি পদক্ষেপ সাদ্‌কা এবং (পথিককে) রাস্তা বাতলিয়ে দেওয়া সাদ্‌কা।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের يُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৪ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৭৩ পৃঃ সামনে ঃ ৪১৯ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ হাদীস দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, যখন কাউকে বাহনের উপর উঠিয়ে দেওয়া কিংবা কাউকে সামান দেওয়া পুণ্যের কাজ, তখন যদি কোন মুসলমান স্বীয় সাওয়ারীর উপর উঠিয়ে কোন মুসলমানকে নিয়ে কিংবা কারো সামান স্বীয় সাওয়ারীর উপর বহন করে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেয়,তাহলে কত বড় সাওয়াব হতে পারে?

بَابُ فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (آل عمران: ٢٠٠)

১৮১৫. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর পথে একদিন প্রহরারত থাকার ফযীলত। মহান আল্লাহর বাণী ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, অপরকেও ধৈর্যে উৎসাহিত কর এবং (প্রতিরক্ষায়) সদা প্রস্তুত থাক......... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ঃ২০০)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ".

সহজ তরজমা

২৭০৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মুনীর রহ. .....সাহল ইবনে সা'দ সাঈ'দী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও এর উপর যা কিছু আছে তার চাইতে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চিবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সব কিছুর চাইতে উত্তম।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাশরীহ ঃ প্রকাশ থাকে যে,দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল, অনস্তিত্বশীল আর বেহেশত হলো চিরস্থায়ী, আবিনশ্বর।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের "رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا" এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৫ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪০৫, পৃঃ সামনে ঃ ৪৬০-৪৬১, ৯৪৯,পৃঃ তাছাড়া তিরমিযি শরীফেও রয়েছে।

উদ্দেশ্য ঃ মুসলমানদের হেফাজতের জন্য সীমান্তে অটল ও অবিচল থাকার ফযিলত ও সাওয়াব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এই হাদীস দ্বারা এটাও বুঝে আসে যে, চাবুক যা জিহাদের একটি সামান্য হাতিয়ার এটার বিনিময়েই যখন জান্নাত পাওয়া যায় যা দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবকিছু থেকে উত্তম তখন জিহাদের অন্যান্য সামান ও হাতিয়ারের বিনিময়ে কত বড় সাওয়াব হতে পারে? সোবহানাল্লাহ !

সংক্ষিপ্ত তাশরীহ ঃ رباط, শব্দটির راء, বর্ণে যের দিয়ে। অর্থ মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যবর্তী সীমান্তে মুসলমানদের হেফাজত করার জন্য পাহারা দেওয়া।

وماعليها ঃ অর্থাৎ,দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে। ما فيها, থেকে ما عليها, এর দিকে প্রত্যাবর্তনের ফায়দা হলো, এটি استعلاء এর অর্থে যা ظرفيه থেকে عام (ব্যাপক) এবং শক্তিশালী, তাই মুবালাগার জন্য ما عليها, কে পরে এনেছেন।

بَابُ مَنْ غَزَا بِصَبِيٍّ لِلْخِدْمَةِ

১৮১৬. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে যে ব্যক্তি খেদমতের জন্য কিশোর নিয়ে যায়

তাশরীহ ঃ এর দ্বারা এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে,না বালেগ ছেলে জিহাদের আজ্ঞাবহ নয়। তবে অন্যের অনুসারী ও খাদেম হিসাবে তারাও জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ. عَنْ عَمْرٍو. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. رضي الله عنه. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لأَبِي طَلْحَةَ " اِلْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ " . فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِي، وَأَنَا غُلَامٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ. فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ " اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ " . ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ. وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا. فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ. فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ. فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ " . فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ. ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ. فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ. فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ نَظَرَ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ " هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ " ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ " اللّٰهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ. اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ " .

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৭০৫. কুতাইবা রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবূ তালহাকে বললেন, তোমাদের ছেলেদের মধ্য থেকে একটি ছেলে খুঁজে আন, যে আমার খেদমত করতে পারে। এমনকি আমি তাকে খায়বারেও নিয়ে যেতে পারি। তারপর আবূ তালহা রাযি. আমাকে তার সাওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে চললেন। আমি তখন প্রায় সাবালক। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করতে লাগলাম। তিনি যখন অবতরণ করতেন, তখন প্রায় তাঁকে এই দু'আ পড়তে শুনতামঃ 'ইয়া আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণভার ও লোকদের প্রাধান্য থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি।' পরে আমরা খায়বারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তারপর যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে দূর্গের উপর বিজয়ী করলেন, তখন তাঁর কাছে সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবের সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করা হলো, তিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিতা; তার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছিল। অত:পর তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজের জন্য মনোনীত করলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন। আমরা যখন সাদ্দুস সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন সাফিয়্যা রাযি. হায়েয থেকে পবিত্র হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। এরপর তিনি চামড়ার ছোট দস্তরখানে 'হায়স' (এক প্রকার খাদ্য) প্রস্তুত করে আমাকে আশেপাশের লোকজনকে ডাকার নির্দেশ দিলেন। এই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাফিয়্যার বিয়ের ওলিমা। তারপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা দিলাম। আনাস রাযি. বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পেছনে চাদর দিয়ে সাফিয়্যাকে পর্দা করছেন। উঠানামার প্রয়োজন হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের কাছে হাঁটু বাড়িয়ে বসতেন, আর সাফিয়্যা রাযি. তাঁর উপর পা রেখে উটে আরোহণ করতেন। এভাবে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এটি এমন এক পাহাড় যা আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর মদীনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ, এই কঙ্করময় দু'টি ময়দানের মধ্যবর্তী স্থানকে আমি 'হারাম' (সম্মানিত স্থান) বলে ঘোষণা করছি, যেমন ইবরাহীম আ. মক্কাকে 'হারাম' (সম্মানিত স্থান) ঘোষণা করেছিলেন। ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের মুদ এবং সা'দে বরকত দান করুন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের التمس لى غلاما থেকে فكنت اخدم رسول الله ﷺ পর্যন্ত এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৫ পৃঃ পূর্বে ঃ ৫৩-৫৪, পৃঃ ৯৮, ৪২৪ পৃঃ সামনে ঃ ৪৭৭, ৫৮৫, ৬০৬, ৯৪১,১০৯০ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ

১. এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, যদিও নাবালেগ জিহাদের মুকাল্লাফ (আজ্ঞাবহ) নয়, তাই নাবালেগ মুজাহিদ হিসাবে জিহাদে শরীক হতে পারে না, তবে মুজাহিদের খাদেম হিসাবে জিহাদে শরীক হতে পারে।

২. কিংবা বলা হবে যে,ইমাম বুখারী রহ.এই বাব দ্বারা একটি সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছেন। কতক রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে,কোন কোন সাহাবী জিহাদে যাওয়ার জন্য নিজেকে পেশ (উপস্থাপন) করেছেন। কিন্তু রাসূল ﷺ নাবালেগ হওয়ার কারণে তাদেরকে বাড়ী ফিরিয়ে দিয়েছেন,যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি.হযরত উসামা ইবনে যায়দ রাযি.বয়স কম থাকার কারণে উহুদ যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। ইমাম বুখারী রহ. বলেন যে,তাঁদেরকে বাড়ীতে ফিরিয়ে দেওয়া যুদ্ধ জিহাদের জন্য ছিল,খেদমতের জন্য নয়।

প্রশ্ন ঃ রাসূল ﷺ যখন হিজরত করে মদীনায় তাশরীফ আনলেন,তখন হযরত আনাস রাযি.এর মা উম্মে সুলাইম রাযি.স্বীয় সন্তান হযরত আনাস রাযি. কে রাসূল ﷺ এর খেদমতে পেশ করে দিয়েছিলেন, যেমন স্বয়ং হযরত আনাস রাযি.বলেন যে,আমি রাসূল ﷺ এর দশ বছর খেদমত করেছি। আর খায়বার যুদ্ধ সপ্তম হিজরীতে

https://e-ilm.weebly.com/

সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা হযরত আনাস রাযি.রাসূল ﷺ এর মাত্র চার বছর খেদমত করা লাযেম আসে, তো এর সমাধান কি?

জবাব ঃ হযরত উম্মে সুলাইম রাযি.যিনি হযরত আনাস রাযি.কে রাসূল ﷺ এর খেদমতে পেশ করেছিলেন, তা শুধু মদীনায় থেকে খেদমত করার জন্য ছিল। কিন্তু মদীনার বাহিরে যুদ্ধ জিহাদের জন্য নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু উল্লেখ করেন নি। খায়বার যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ এর ইরশাদের মর্মার্থ ছিল এই যে, মদীনার বাইরে সফরের মধ্যে খেদমতের জন্য কোন বাচ্চাকে তালাশ করো। অতএব এখন আর কোন প্রশ্ন বাকী নেই।

بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ

১৮১৭. পরিচ্ছেদ : সমুদ্র সফর

বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা কাস্তালানী রহ. বলেন, ركوب البحر অর্থাৎ للجهاد وغيره للرجال والنساء জিহাদ এবং অন্য কোন প্রয়োজনে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের জন্য সমুদ্রে সফর করা। মালেক রহ.পর্দা ছুটে যাওয়ার ভয়ে স্ত্রীলোকদের জন্য হজ্জের ক্ষেত্রে সমুদ্র ভ্রমণকে অপছন্দ করেছেন। হযরত ওমর রাযি. مطلق তথা সাধারণভাবেই সমুদ্র সফরকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং কেউ তার দীর্ঘ হায়াতে সমুদ্র সফর করতে পারবে না। উক্ত হাদীস দ্বারা সামুদ্রিক ভ্রমণ জায়েয হওয়ার উপর দলীল পেশ করা বৈধ হবে না। কেননা, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের জন্য সমুদ্রভ্রমণকে শুধু জিহাদের ক্ষেত্রে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। যেমনটা বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীস ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা বুঝে আসে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَرَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمًا فِي بَيْتِهَا، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُضْحِكُكَ قَالَ " عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ، كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ " أَنْتِ مَعَهُمْ ". ثُمَّ نَامَ، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَيَقُولُ " أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ " فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَخَرَجَ بِهَا إِلَى الْغَزْوِ، فَلَمَّا رَجَعَتْ قُرِّبَتْ دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا، فَوَقَعَتْ فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا.

সহজ তরজমা

২৭০৬. আবূ নূমান রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মে হারাম রাযি. আমাকে বলেছেন, একদিন নবী ﷺ তাঁর বাড়ীতে ঘুমিয়ে ছিলেন। পরে তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠেন। উম্মে হারাম রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসে আপনাকে হাসাচ্ছে? তিনি বললেন, আমি আমার উম্মতের এক দলের ব্যাপারে বিস্মিত হয়েছি, যারা সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা-বাদশাহদের মত সমুদ্র সফর করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। তারপর তিনি আবার ঘুমালেন এবং হাসতে হাসতে জেগে উঠেন। আর তিনি দু'বার অথবা তিনবার অনুরূপ বললেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তাদের অগ্রগামীদের মধ্যে রয়েছ। পরে উবাদা ইবনে সামিত রাযি. তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁকে নিয়ে জিহাদে বের হন। যখন তাঁকে আরোহণের জন্য একটি সাওয়ারীর নিকটবর্তী করা হল। কিন্তু তিনি তা থেকে পড়ে যান এবং তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ : ৪০৫ পৃঃ পূর্বে : ৩৯১, ৩৯৩, ৪০৩ পৃঃ সামনে : ৪০৯-৪১০, ১০৩৬ পৃঃ।

উদ্দেশ্য : হাদীস দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে,জিহাদের সফরে স্ত্রীলোকগণও স্বীয় স্বামীদের সাথে সফর করতে পারবে,চাই তা সমুদ্রের সফর হোক। এটাই জমহুর উলামায়ে কেরামের মাযহাব,শুধু ইমাম মালেক রহ.দ্বিমত পোষণ করেন।

এই রেওয়ায়াতটি একধিকবার অতিবাহিত হয়েছে, যেমন উপরে বাকী পৃষ্ঠাগুলোর দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আর এই সফরটি রোমের ছিল। যেমনটি সামনে রেওয়ায়াত আসতেছে।

بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ

১৮১৮. পরিচ্ছেদ : দুর্বল ও সৎলোকদের উসিলায় যুদ্ধে সাহায্য চাওয়া

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ. " قَالَ لِي قَيْصَرُ سَأَلْتُكَ: أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ. فَزَعَمْتَ ضُعَفَاءَهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ"

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আবু সুফিয়ান রাযি. আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রোম সম্রাট কায়সার আমাকে বললেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম তাঁর অনুসরণ করছে প্রভাবশালী লোক, না তাদের মধ্যে দুর্বলরা? তুমি বলছ যে, তাদের মধ্যকার দুর্বলরা- এরাই রাসূলদের অনুসারী হয়।

তাশরীহ : এই হাদীসটি বুখারী শরীফের প্রথম বাব তথা باب بدء الوحى তে অতিবাহিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার নাসরুল বারী - ১ম খন্ড, ১৫৬-১৭০ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ رَأَى سَعْدٌ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ".

সহজ তরজমা

২৭০৭. সুলাইমান ইবনে হারব রহ. ..... মুসআব ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ রাযি.-এর ধারণা ছিল অন্যদের চাইতে তাঁর মর্যাদা বেশী। তখন নবী ﷺ বললেন, 'তোমরা দুর্বলদের উসিলায়ই সাহায্য ও রিয্ক প্রাপ্ত হচ্ছো।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদেরকে প্রত্যেক কাজে দুর্বল ও পূণ্যবান লোকদের ওসিলায় সাহায্য করা হয়। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্ব ও শক্তিশালী কথা হলো এই যে, তারা তাদের দোয়ায় পূণ্যবান ও সৎলোকদের ওসিলায় যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য প্রার্থনা করবে ও বরকত কামনা করবে। (উমদাতুল কারী)

তাশরীহ : হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.এর স্বীয় বীরত্ব ও ধনাঢ্যতার ভিত্তিতেই হৃদয়ে এই কল্পনার উদয় হয়েছিল। আর তার এই কল্পনা করাটা এক হিসাবে সহীহও ছিল। কেননা তিনি একজন প্রথম সারীর সাহাবী ও 'আশারায়ে মুবাশ্শারার'অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। উহুদ যুদ্ধের সময় যখন মুসলমানগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল সেই কঠিন মুহূর্তে তিনি অটল অবিচল ছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ এর খুব কাছেই ছিলেন আর তিনি চূড়ান্ত সাহসিকতার সাথে শত্রুদের উপর তীর চালাতে থাকেন। এক পর্যায়ে রাসূল ﷺ বললেন ارم يا سعد فداك ابى وامى (হে সা'দ! তুমি তীর নিক্ষেপ করতে থাকো তোমার উপর আমার পিতা-মাতা উৎস্বর্গীত) এই ফযিলতের

https://e-ilm.weebly.com/

ভিত্তিতে তাঁর এই খেয়াল আসাটা আপন স্থানে সহীহ ছিল। কিন্তু রাসূল ﷺ তাকে বিনয় এবং আমিত্ব দমন শিক্ষা দেওয়ার জন্যই সেই ইরশাদ করেছিলেন। এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, নেক ও সৎ মুসলমানদের বরকতে ও দোআর বদৌলতে অন্যদেরকেও সাহায্য করা হয়ে থাকে এবং রিযিকও দেওয়া হয়ে থাকে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَمْرٍو. سَمِعَ جَابِرًا. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "يَأْتِي زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ. فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ. ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ. ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ".

সহজ তরজমা

২৭০৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, 'এমন এক সময় আসবে যখন এক দল লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের সাথে কি নবী ﷺ-এর সাহাবীদের কেউ আছেন? বলা হবে, হ্যাঁ। তারপর (তাঁর বরকতে) বিজয় দান করা হবে। তারপর এমন এক সময় আসবে, যখন জিজ্ঞাসা করা হবে, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের সহচরদের (তাবেঈন) মধ্যে কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছেন? বলা হবে, হ্যাঁ। তারপর তাদের বিজয় দান করা হবে। তারপর এমন এক যুগ আসবে যে, জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন, যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবীদের সহচরদের সাহচর্য লাভ করেছে, (তাবে-তাবেঈন)? বলা হবে, হ্যাঁ। তখন তাদেরকে বিজয় দান করা হবে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, অবশ্যই যারা রাসূল ﷺ, সাহাবীগণ ও সাহাবীগণের সাথীদের সাহচর্য লাভ করেন,তারা হলেন তিন প্রকার ব্যক্তি। যেমন - ১. সাহাবা ২. তাবেঈন ৩. তাবে - তাবেঈন। তারা পার্থিব বিষয়ে দুর্বল হয়ে থাকেন কিন্তু পরকালীন বিষয়ে অনেক শক্তিশালী।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৫-৪০৬ পৃঃ সামনে ঃ ৫০৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ

নবীগণের অনুসারী দুর্বল ও নেককারদের ফযিলত বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, যুদ্ধে লড়াইকারী মুজাহিদগণ ছাড়াও তাদেরকে সাথে নিয়ে যাওয়া উচিৎ। কেননা, তাদের বরকত ও দোআ দ্বারা অনেক ফায়দা হবে।

তাশরীহ ঃ

এই দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা সাহাবা,তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনগণের অত্যন্ত মর্যাদা ও ফযিলত প্রমাণিত হয়। এছাড়াও অন্য এক রেওয়ায়াতে এসেছে যে, خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

অর্থাৎ,সকল যুগ থেকে সাহাবা,তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন এই তিনটি যুগ হলো সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট। এই হাদীস দ্বারা রাফেজীদের ভ্রান্ত আকীদা ও পথভ্রষ্টতার মুখোশ উন্মোচিৎ হয়ে গেছে, যারা মনে করে যে, রাসূল ﷺ এর ওফাতের পরে কিছু সংখ্যক সাহাবা ব্যতীত সকলেই ইসলাম থেকে ফিরে গিয়েছিলেন। হে আল্লাহ তাআলা! এসকল ভ্রান্ত মতাদর্শীদের হেদায়াত দান করুন। আমীন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ لاَ يَقُولُ فُلاَنٌ شَهِيدٌ

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ

১৮১৭. পরিচ্ছেদ : অমুক ব্যক্তি শহীদ তা বলবে না

আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহর পথে কে জিহাদ করেছে, তা তিনিই ভাল জানেন এবং কে তাঁর পথে আহত হয়েছে আল্লাহই সমধিক অবগত আছেন

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. عَنْ أَبِي حَازِمٍ . عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ. رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا. فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ. وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ . وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً إِلاَّ اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ. فَقَالَ مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلاَنٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ. قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ. وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا. فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ. فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ. ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ " وَمَا ذَاكَ ". قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ. فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ. فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ. ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا. فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ. فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ. ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ. فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ".

সহজ তরজমা

২৭০৯. কুতাইবা রহ. ..... সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুশরিকদের মধ্যে মুকাবিলা হয় এবং উভয় পক্ষ তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ সৈন্যদলের কাছে ফিরে এলেন, মুশরিকরাও নিজ সৈন্যদলে ফিরে গেল। সেই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে কোন মুশিরিককে দেখলেই তার পশ্চাদ্ধাবন করত এবং তাকে তলোয়ার দিয়ে আক্রমন করত। বর্ণনাকরী (সাহল ইবনে সা'দ রাযি.) বলেন, আজ আমাদের কেউ অমুকের মত যুদ্ধ করতে পারেনি। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তো জাহান্নামের বাসিন্দা হবে। একজন সাহাবী বলে উঠলেন, আমি তার সঙ্গী হব। তারপর তিনি তার সাথে বেরিয়ে পড়লেন, সে দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়াতেন এবং সে দ্রুত চললে তিনিও দ্রুত চলতেন। তিনি বললেন, এক সময় সে মারাত্মকভাবে আহত হলো এবং সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করতে লাগল। এক সময় তলোয়ারের বাট মাটিতে রাখল এবং এর তীক্ষ্ণ দিক বুকে চেপে ধরে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। অনুসরণকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কি ব্যাপার? সে বলল, যে লোকটি সম্পর্কে আপনি কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলেন যে, সে জাহান্নামী হবে, তা শুনে সাহাবীগণ বিষয়টিকে অস্বাভাবিক মনে করলেন। আমি তাদের বললাম যে, আমি লোকটির সম্পর্কে খবর তোমাদের জানাবো। তারপর আমি তার পিছু পিছু বের হলাম এবং দেখলাম সে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। অতপর সে শীঘ্রই মৃত্যু কামনা করতে থাকল। তারপর তার তলোয়ারের বাট মাটিতে রেখে এর তীক্ষ্ণ ধার বুকে চেপে ধরল এবং তার উপরে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা

https://e-ilm.weebly.com/

করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'মানুষের বাহ্যিক বিচারে অনেক সময় কোন ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মত আমল করতে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী হয় এবং অনুরপভাবে মানুষের বাহ্যিক বিচারে কোন ব্যক্তি জাহান্নামীর মত আমল করলেও প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতবাসী হয়।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,সাহাবায়ে কেরাম যখন ঐ লোকটির জিহাদী মন-মানসিকতা প্রত্যক্ষ করলেন,তখন তারা বলতে লাগলেন যে, সে যদি নিহত হয় তাহলে শহীদ বলে গণ্য হবে। অতঃপর যখন প্রকাশ হলো যে, সে আল্লাহ তাআলার জন্য যুদ্ধ করেনি এবং সে আত্মহত্যা করেছে, এর দ্বারা জানা গেল যে, জিহাদের ময়দানে নিহত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিশ্চিতরূপে শহীদ বলা যাবে না। কেননা, এক্ষেত্রে তার ভিন্ন কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে। যদিও বাহ্যিক বিধানাবলীতে তাকে শহীদের বিধানই দেওয়া হবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৬ পৃঃ সামনে ঃ ৬০৪, ৬০৫, ৯৬১, ৯৭৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, যে কোন ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে মারা গেলেই তাকে নিশ্চিতভাবে শহীদ বলা যাবে না, তার শেষ পরিণাম না জানা পর্যন্ত। তবে বাহ্যিকভাবে সে যেহেতু জিহাদে মারা গিয়েছে, তাই তার উপর শাহাদাতের বাহ্যিক বিধানাবলী প্রয়োগ হবে, যেমন - তাকে গোসল না দিয়ে রক্তে রঞ্জিত কাপড়েই জানাযার নামায পড়ে দাফন করে দেওয়া হবে। তবে من قتل في سبيل الله فهو شهيد এভাবে বলা সহীহ আছে। والله اعلم

গাযওয়ায়ে খায়বার ঃ 'খায়বার যুদ্ধ'সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ৮ম খন্ড কিতাবুল মাগাযী দেখুন।

بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْيِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: ٦٠]

১৮২০. পরিচ্ছেদ : তীরান্দাজীর প্রতি উৎসাহিত করা। আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এ দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে। (৮ঃ ৬০)

তাশরীহ ঃ ইমাম বুখারী রহ. উল্লেখিত আয়াতটি এনে ঐ হাদীসের দিকে ইশারা করেছেন, যে হাদীসটি ইমাম মুসলিম রহ.নকল করেছেন। অর্থাৎ আয়াতে কারীমার قوة শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তীরান্দায।

আর এটি রেসালাতের যুগের সাথে সম্পৃক্ত। ঐ যামানায় তীরান্দাযি খুবই উপকারী ও কার্যকারী ছিল আর এই যামানায় বন্দুক, কামান চালানোর অনুশীলন করা এবং ব্যবহারে আনা সবকিছুই জিহাদের সরঞ্জামাদির অন্তর্ভূক্ত। আর ভবিষ্যতে যুদ্ধ জিহাদের যত হাতিয়ার সরঞ্জাম তৈরী হবে সবকিছুই এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত হবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ. قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ. ﷺ. قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ. فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنٍ". قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَا لَكُمْ لاَ تَرْمُونَ". قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৭১০. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ..... সালামা ইবনে আকওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আসলাম গোত্রের এক দল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তীরান্দাজীর অনুশীলন করছিল। নবী ﷺ বললেন, 'হে বানু ইসমাঈল! তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাক। কেননা তোমাদের পূর্ব পুরুষ দক্ষ তীরান্দাজ ছিলেন এবং আমি অমুক গোত্রের সঙ্গে আছি। রাবী বলেন, এ কথা শুনে দু'দলের একদল তীর নিক্ষেপ বন্ধ করে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা তীর নিক্ষেপ করছ না? তারা জবাব দিল, আমরা কেমন করে তীর নিক্ষেপ করতে পারি, অথচ আপনি তাদের সঙ্গে রয়েছেন? নবী ﷺ বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাক, আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে আছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের اِرْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৬ পৃঃ সামনে ঃ ৪৭৮, ৪৯৭ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْغَسِيلِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَفْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا "إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ" قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَكْثَبُوكُمْ يَعْنِي أَكْثَرُوكُمْ.

সহজ তরজমা

২৭১১. আবূ নু'আঈম রহ. ..... আবূ উসাইদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমরা যখন কুরাইশদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়েছিলাম এবং কুরাইশরা আমাদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়েছিল, তখন নবী ﷺ আমাদের বললেন, যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হবে, তখন তোমরা তীর নিক্ষেপ করবে। আবূ আব্দুল্লাহ রহ বলেন أَكْثَبُوكُمْ এর অর্থ যখন অধিক সংখ্যক সমবেত হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা,এর দ্বারা তীর নিক্ষেপের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৬ পৃঃ সামনে ঃ ৫৬৭, ৫২৮ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ اعدوا لهم ما استطعتم এই আয়াতে কারীমার قوة শব্দের তাফসীরের প্রতি ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, স্বয়ং রাসূল ﷺ এর তাফসীর করেছেন তীরন্দাযী দ্বারা। ইমাম বুখারী রহ.এই হাদীসটি এনে এ দিকেই ইশারা করেছেন। কিন্তু পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, সেই যামানায় তীর, তলোয়ার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু যামানার পরিবর্তনে বর্তমানের বন্দুক, কামানও قوت তথা তীরান্দাযীর অন্তর্ভূক্ত হবে। والله اعلم,

তাশরীহ ঃ ইমাম বুখারী রহ. اكثبوكم এর তাফসীর اكثروكم দ্বারা করেছেন। এ ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, কোন কোন রাবী এই তাফসীর করেছেন। কিন্তু এই তাফসীর শাব্দিক অর্থ থেকে অনেক দূরে। আল্লামা আইনী রহ.বলেন - هذا تفسير لا يعرفه اهل اللغة অর্থাৎ,অভিধানে كثب এর অর্থ كثر বর্ণিত নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ اللَّهْوِ بِالْحِرَابِ وَنَحْوِهَا

১৮২১. পরিচ্ছেদ : বর্শা বা অনুরূপ সরঞ্জাম দ্বারা খেলা করা

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. أَخْبَرَنَا هِشَامٌ. عَنْ مَعْمَرٍ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ. فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا. فَقَالَ "دَعْهُمْ يَا عُمَرُ". وَزَادَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ فِي الْمَسْجِدِ.

সহজ তরজমা

২৭১২. ইব্রাহীম ইবনে মূসা রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একদল হাব্‌শী লোক নবী ﷺ এর কাছে বর্শা নিয়ে খেলা করছিলেন এমতাবস্থায় হযরত উমর রাযি. আসলেন এবং একটি কংকর উঠিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উমর! তাদের তা করতে দাও। আলী................. মা'মার রহ সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, (এ ঘটনা) মসজিদে ঘটেছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৬ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ ঃ العيد অধ্যায়।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, জিহাদের জন্য তীর,তরবারী চালানোর অনুশীলন-চর্চা করা জায়েয।

بَابُ الْمِجَنِّ وَمَنْ يَتَتَرَّسُ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ

১৮২২. পরিচ্ছেদ : ঢালের বর্ণনা এবং যে ব্যক্তি তার সঙ্গীর ঢাল ব্যবহার করে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. رضي الله عنه. قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ. وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ. فَكَانَ إِذَا رَمَى تَشَرَّفَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ نَبْلِهِ.

সহজ তরজমা

২৭১৩. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু তাল্‌হা রাযি. নবী ﷺ এর সঙ্গে একই ঢাল ব্যবহার করেছেন। আর আবু তালহা রাযি. ছিলেন একজন ভাল তীরন্দাজ। তিনি যখন তীর নিক্ষেপ করতেন, তখন নবী ﷺ মাথা উঁচু করে তীর যে স্থানে পড়ত তা লক্ষ্য রাখতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

مجن শব্দের ميم (মীম) বর্ণে যের ও جيم (জীম) বর্ণে যবর এর نون (নূন) বর্ণে তাশদীদ দিয়ে। অর্থ ঃ ঢাল। আর ترس অর্থও ঢাল।

হযরত শায়খুল হাদীস রহ. الابواب والتراجم নামক গ্রন্থে বলেন, এবং ফয়জুল বারীতেও উল্লেখ রয়েছে - مجن হলো চামড়ার আর ترس হলো লোহার। কিন্তু আল্লামা আইনী রহ.বলেন - ترس হলো যা চামড়া দ্বারা নিমার্ণ করা হয়ে থাকে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৬ পৃঃ সামনে ঃ ৫৩৭, ৫৮১ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. عَنْ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ سَهْلٍ. قَالَ لَمَّا كُسِرَتْ بَيْضَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ وَأُدْمِيَ وَجْهُهُ. وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ. فَلَمَّا رَأَتِ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ. فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِهِ. فَرَقَأَ الدَّمُ

সহজ তরজমা

২৭১৪. সাঈদ ইবনে উফাইর রহ. ..... সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুদ্ধের ময়দানে যখন নবী ﷺ এর মাথার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে গেল ও তাঁর মুখমন্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল, তখন আলী রাযি. ঢালে করে ভরে ভরে পানি আনছিলেন এবং ফাতিমা রাযি. ক্ষতস্থান ধুতে ছিলেন। যখন ফাতিমা রাযি. দেখলেন যে, পানির চাইতে রক্তক্ষরণ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন একখানা চাটাই নিয়ে তা পোড়ালেন এবং তার ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন, তাতে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فِي الْمِجَنِّ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ : ৪০৭ পৃঃ পূর্বে : ৩৮ পৃঃ সামনে : ৪০৮, ৪২৬, ৫৮৪, ৭৮৯, ৮৫২ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَمْرٍو. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ. عَنْ عُمَرَ ﷺ. قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ. فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً. وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ. ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ. عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ.

সহজ তরজমা

২৭১৫. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ..... উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু নযীরের সম্পদ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে 'ফায়' হিসেবে দান করেছিলেন। এতে মুসলমানগণ অশ্ব বা সাওয়ারী চালনা করেনি। এ কারণে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই সম্পদ থেকে নবী ﷺ তাঁর পরিবারকে এক বছরের খরচ দিয়ে দিতেন এবং অবশিষ্ট আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের প্রস্তুতিস্বরূপ হাতিয়ার ও ঘোড়া ইত্যাদিতে ব্যয় করতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের ثم يجعل ما بقى فى السلاح الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, مجن ও سلاح তথা সরঞ্জামাদীর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ : ৪০৭ পৃঃ সামনে : ৪৩৫, ৫৭৫, ৭২৫, ৮০৬, ৯৯৬, ১০৮৫ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ : المغازى অধ্যায়, আবু দাউদ শরীফ : الخراج অধ্যায়, আর তিরমিযি শরীফ : الجهاد অধ্যায়।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, জিহাদে ঢাল ব্যবহার করা জায়েয। আর এটা তাওয়াক্কুল পরিপন্থি নয়। তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করার অর্থ এই নয় যে, প্রয়োজনীয় আসবাব পরিহার করতে হবে,বরং মুসলমানদের উপর ফরজ হলো যে, সাধ্যানুযায়ী জিহাদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করা অতঃপর আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করা।

তাশরীহ : 'বনী নাজীর' এর ঘটনা জানার জন্য নাসরুল বারী - কিতাবুল মাগাযী ৭২ পৃঃ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

(بَابٌ) بِالتَّنْوِيْنِ

১৮২৩. পরিচ্ছেদ।

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُفَدِّي رَجُلاً بَعْدَ سَعْدٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ " ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ".

সহজ তরজমা

২৭১৬. কাবীসা রহ. ..... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কে সা'দ রাযি. ব্যতীত আর কারো জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করতে দেখিনি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, 'তুমি তীর নিক্ষেপ কর, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ (ফিদা) হোক'।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : এই বাবটি শিরোনামহীন, তাই পূর্বের বাবের সাথে মিল থাকাই যথেষ্ট। আর তা এভাবে যে, পূর্বোক্ত বাবের প্রথম হাদীস অর্থাৎ,২৭১৩ নং হাদীসে তীর নিক্ষেপের কথা উল্লেখ রয়েছে। আর এই হাদীসেও তীর নিক্ষেপের কথা রয়েছে। সুতরাং এইটুকু মিলই যথেষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৭ পৃঃ সামনে ঃ ৫৮১, ৯১৩ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ ঃ الفضائل অধ্যায়, তিরমিযি শরীফ ঃ المناقب অধ্যায়।

উদ্দেশ্য ঃ এই বাবটি যেহেতু শিরোনামহীন তাই পূর্বোক্ত মাকসাদাই এখানে উদ্দেশ্য যে, সাধ্যানুযায়ী জিহাদের সামান পত্র প্রস্তুত করা উচিৎ, আর এটা তাওয়াক্কুল বিরোধী নয়।

টীকা ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য কিতাবুল মাগাযীতে "উহুদ যুদ্ধ" দেখুন।

بَابُ الدَّرَقِ

১৮২৪. পরিচ্ছেদ : চামড়ার ঢাল প্রসঙ্গে

دَرَقٌ ঃ প্রথম দুই বর্ণে যবর দিয়ে। আর এটি درقة এর বহুবচন। অর্থ ঃ চামড়া নির্মিত ঢাল।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " دَعْهُمَا ". فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا. قَالَتْ وَكَانَ يَوْمُ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِمَّا قَالَ " تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ ". فَقَالَتْ نَعَمْ. فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَيَقُولُ " دُونَكُمْ بَنِي أَرْفِدَةَ ". حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ " حَسْبُكِ ". قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ " فَاذْهَبِي ". قَالَ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، فَلَمَّا غَفَلَ.

সহজ তরজমা

২৭১৭. ইসমাঈল রহ. ..... আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আমার কাছে আসলেন। সে সময় দু'টি বালিকা বু'আস যুদ্ধ সম্পর্কীয় গৌরবগাঁথা গাইছিল। তিনি এসেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন এবং তাঁর মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। এমন সময় আবু বকর রাযি. এলেন এবং আমাকে ধমক দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর রাসূলের কাছে শয়তানের বাদ্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে ফিরে বললেন, ওদের ছেড়ে দাও।

https://e-ilm.weebly.com/

তারপর যখন তিনি অন্য দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তখন আমি বালিকা দু'টিকে (হাত দিয়ে) খোঁচা দিলাম। আর তারা বেরিয়ে গেল। আয়িশা রাযি. বলেন, ঈদের দিনে হাবশী লোকেরা ঢাল ও বর্শা নিয়ে খেলা করত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিলাম কিংবা তিনিই আমাকে বলেছিলেন, তুমি কি দেখতে আগ্রহী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি আমাকে তাঁর পেছনে দাঁড় করালেন। আমার গাল তাঁর গালের উপর ছিল। তিনি বলছিলেন, হে বানূ আরফিদা, চালিয়ে যাও। যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম,তিনি আমাকে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে? বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এখন যাও। আহমদ রহ ইবন ওয়াহব রহ সূত্রে বলেন, তিনি যখন অন্যমনস্ক হলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের بِالدَّرَقِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৩০, ১৩৫, পৃঃ সামনে ঃ ৫০০, ৫৫৯ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীস দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, ঢালের বৈধতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ঢাল বানানো,ব্যবহার করা জায়েয। শুধু জায়েযই নয় বরং তা জিহাদের জন্য অতীব জরুরী।

بَابُ الْحَمَائِلِ وَتَعْلِيقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ

১৮২৫. পরিচ্ছেদ : খাপ এবং কাঁধে তরবারী ঝুলানোর বর্ণনা প্রসঙ্গে

حمائل : এটি حمالة ('হা' বর্ণে যের দিয়ে) এর বহুবচন।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدِ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ. وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ "لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا". ثُمَّ قَالَ "وَجَدْنَاهُ بَحْرًا". أَوْ قَالَ "إِنَّهُ لَبَحْرٌ".

সহজ তরজমা

২৭১৮. সুলাইমান ইবনে হারব রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সকল লোকের চাইতে সুন্দর ও সাহসী ছিলেন। একরাতে মদীনার লোকেরা আতংকিত হয়ে উত্থিত শব্দের দিকে বের হলো। তখন নবী ﷺ তাদের সামনে এলেন এমন অবস্থায় যে, তিনি শব্দের যথার্থতা অন্বেষণ করে ফেলেছেন। তিনি আবূ তালহার জিনবিহীন ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার ছিলেন এবং তার কাঁধে তরবারী ঝুলান ছিল। তিনি বলছিলেন, তোমরা ভীত হয়ো না। তারপর তিনি বললেন, আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায় গতিশীল পেয়েছি, অথবা তিনি বললেন, এটি সমুদ্র অর্থাৎ অতি বেগবান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। এখন যদি ইশকাল করা হয় যে, হাদীসে তো الحمائل এর কথা উল্লেখ নেই? তাহলে এর জবাবে বলা হবে যে, الحمائل তো سيف এর অন্তর্ভূক্ত, আর হাদীস শরীফে سيف এর কথা উল্লেখ রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪০৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৫৮, ৩৯৫-৩৯৬, ৪০০, ৪০১ পৃঃ সামনে ঃ ৪১৭, ৪২৬-৪২৭, ৮৯১, ৯৭১ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ বর্ণিত হাদীস দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, যুদ্ধ জিহাদে তরবারী গলায় ঝুলিয়ে রাখা জায়েয আর এর বৈধতা স্বয়ং রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত। এই মাসআলাটি পূর্বে গত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَا جَاءَ فِي حِلْيَةِ السُّيُوفِ

১৮২৬. পরিচ্ছেদ : তলোয়ারে সোনা রূপার কাজ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمِ الذَّهَبَ وَلاَ الْفِضَّةَ، إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْعَلاَبِيَّ وَالآنُكَ وَالْحَدِيدَ.

সহজ তরজমা

২৭১৯. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই সব বিজয় এমন লোকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল, যাদের তলোয়ার স্বর্ণ বা রোপ্য খচিত ছিল না, বরং তাদের তলোয়ার ছিল উটের গর্দানের চামড়া এবং লৌহ কারুকার্য মন্ডিত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০৭ পৃঃ তাছাড়া ইবনে মাজাহ শরীফ ঃ الجهاد অধ্যায়।

উদ্দেশ্য ঃ তরবারী , ঢাল ইত্যাদিতে স্বর্ণ-রুপার কারুকার্য করা জায়েয কি না?

এটা সকলেরই জানা বিষয় যে, সাহাবায়ে কেরামের প্রাথমিক যুগ দারিদ্রতা ও অসচ্ছলতার ছিল, এই জন্য তাদের যুগে তরবারীর উপর স্বর্ণ-রুপার কারুকাজ হতো না। কিন্তু পরবর্তীতে যখন বিভিন্ন দেশ বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের সচ্ছলতা এসে গেল, তখন তরবারীতে রুপার কারুকাজ হতে থাকে, যেমনটা উরওয়া ইবনে যুবাইরের রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম রাযি.এর তরবারীতে রুপার কারুকাজ ছিল। (বুখারী শরীফ ২/৫৬৬)

মাসআলা ঃ

তলোয়ার, ঢাল এবং অন্য কোন হাতিয়ারে স্বর্ণের কারুকাজ জায়েয নেই। কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম রুপা দ্বারা কারুকাজ করাকে জায়েয বলে থাকেন। যদিও কোন কোন আলেম রুপার কাজকেও নাজায়েয বলে থাকেন। তাই তা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। والله اعلم

তাহকীক ও তাশরীহ ঃ

العلابي এ শব্দটির عين (আইন) বর্ণে যবর, لام (লাম) বর্ণ তাশদীদ ছাড়া,এবং باء (বা) বর্ণে যের দিয়ে। আল্লামা আওযায়ী রহ. বলেন, এর অর্থ হলো - দাবাগাত করা হয়নি এমন কাঁচা চামড়া। আল্লামা খাত্তাবী রহ.বলেন - ঘাড়ের অস্থি-হাড়।

الآنك শব্দটি মদ সহ এবং نون (নুন) বর্ণে পেশ দিয়ে ও শেষে كاف সহ। অর্থ ঃ শীশা।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ

১৮২৭. পরিচ্ছেদ : সফরে দুপুরের বিশ্রামের সময় তলোয়ার গাছে ঝুলিয়ে রাখা

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ. وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَخْبَرَ أَنَّهُ. غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ. فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ. فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً. فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ "إِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ. فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا". فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي فَقُلْتُ "اللهُ" ثَلَاثًا وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ

সহজ তরজমা

২৭২০. আবুল ইয়ামান রহ. ..... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ﷺ এর সঙ্গে নাজদের দিকে কোন এক যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। নবী ﷺ প্রত্যাবর্তন করলে তিনিও তাঁর সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন। তারা যখন কন্টকাকীর্ণ বৃক্ষরাজীতে ঢাকা এক উপত্যকায় উপস্থিত হলেন, তখন তাঁদের দিবা বিশ্রামের সময় এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে অবতরণ করেন। লোকেরা ছায়ার আশ্রয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করলেন এবং তাতে তাঁর তরবারী ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ডাকতে লাগলেন। দেখলাম তাঁর পার্শ্বে একজন গ্রাম্য আরব। তিনি বললেন, আমার নিদ্রাবস্থায় এই ব্যক্তি আমারই তরবারী আমারই উপর বের করে ধরেছে। জেগে উঠে দেখতে পেলাম যে, তার হাতে খোলা তরবারী। সে বলল, আমার থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে, আমি বললাম, আল্লাহ! আল্লাহ! তিনবার। এবং তার উপর তিনি কোন প্রতিশোধ নেননি, অথচ সে সেখানে বসে আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ব্যাখ্যা : ঐ বেদুঈনের নাম গাওরাছ ইবনে হারেস ছিল। এই লোকটি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যান। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন- নাসরুল বারী মাগাযী অধ্যায় ১৮৭ থেকে ১৮৮ পৃষ্ঠা।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪০৭ পৃ. থেকে ৪০৮ পৃ. সামনে ৪০৮ পৃ. এবং মাগাযী অধ্যায়ে ৫৯৩ পৃ.।

بَابُ لُبْسِ الْبَيْضَةِ

১৮২৮. পরিচ্ছেদ : শিরস্ত্রাণ পরিধান করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ سَهْلٍ. رضي الله عنه. أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ. فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ. فَكَانَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ. فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ. فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৭২১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ..... সাহল রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তাকে উহুদের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, নবী ﷺ- এর মুখমন্ডল আহত হল এবং তাঁর সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে গেল, তাঁর মাথার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে গেল। ফাতিমা রাযি. রক্ত ধুইতেছিলেন আর আলী রাযি. পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, রক্তক্ষরণ বাড়ছেই, তখন একটি চাটাই নিয়ে তা পুড়িয়ে ছাই করলেন এবং তা ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিলেন। তারপর রক্তক্ষরণ বন্ধ হল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৮, ৪০৭ পৃঃ সামনে ঃ ৪২৬, ৫৮৪, ৭৮৯, ৮৫২ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে,মাথার হেফাজতের জন্য জিহাদের ময়দানে শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করা জায়েয এবং তা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়।

তাশরীহ ঃ রাসূল ﷺ এর চেহারা মোবারককে ইবনে কামিয়্যা যখম করেছিল আর উকবা ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাসূল ﷺ এর দান্দান (দাঁত) মোবারক শহীদ করেছিল।

بيضة শব্দের باء (বা) বর্ণে যবর দিয়ে। অর্থ ঃ শিরস্ত্রাণ।

بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ

১৮২৯. পরিচ্ছেদ : কারো মৃত্যুর সময় তার অস্ত্র ধ্বংস করা যারা পছন্দ করে না

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ. عَنْ سُفْيَانَ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ. قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِلاَّ سِلاَحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.

সহজ তরজমা

২৭২২. আমর ইবনে আব্বাস রহ. ..... আমর ইবনে হারিস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুই রেখে যাননি। তবে শুধু তাঁর অস্ত্র, একটি সাদা খচ্চর ও একখন্ড জমি, যা তিনি সাদ্‌কা করে গিয়েছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ জাহেলীযুগের লোকদের কাজের বিরোধীতা করেছেন। জাহেলীযুগের লোকেরা তাদের হাতিয়ার ভেঙ্গে ফেলত এবং তাদের চতুস্পদ জন্তুকে মেরে ফেলত। ....অতঃপর রাসূল ﷺ স্বীয় সকল পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে সদকা করে দিয়েছিলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৮২, ৪০২ পৃঃ সামনে ঃ ৪৩৭, ৬৪১ পৃঃ।

উদ্দেশ্য : জাহেলীযুগের একটি প্রথা ছিল যে,যখন কেউ মারা যেত তখন মৃত ব্যক্তির হাতিয়ার ভেঙ্গে ফেলে দিত। তার আসবাব জ্বালিয়ে দিত এবং তার চতুস্পদ জন্তুদেরকে মেরে ফেলত। ইমাম বুখারী রহ. এই বাব দ্বারা ইশারা করলেন যে, জাহেলীযুগের এসব কাজ নিষিদ্ধ। কেননা, এর দ্বারা অর্থ সম্পদ নষ্ট হয়। বরং ঐ সকল জিনিস সমূহকে আল্লাহ তাআলার রাহে সদকা করে দেওয়া উচিৎ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الإِمَامِ عِنْدَ القَائِلَةِ، وَالاِسْتِظْلاَلِ بِالشَّجَرِ

১৮৩০. পরিচ্ছেদ : দুপুরের বিশ্রামের সময় লোকজনদের ইমাম থেকে পৃথক হওয়া এবং বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করা

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ. عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ. أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَدْرَكَتْهُمُ القَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ العِضَاهِ. فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي العِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ. فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ثُمَّ نَامَ. فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي" فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ قُلْتُ "اللهُ" فَشَامَ السَّيْفَ. فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ. ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ.

সহজ তরজমা

২৭২৩. আবুল ইয়ামান ও মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর সঙ্গে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের দুপুরের বিশ্রামের সময় হল এমন একটি উপত্যকায় যাতে কাঁটাযুক্ত প্রচুর বৃক্ষ ছিল। লোকেরা কাঁটাযুক্ত বৃক্ষরাজির ছায়ায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। আর নবী ﷺ একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করেন এবং একটি বৃক্ষে তাঁর তরবারী ঝুলিয়ে সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি জেগে উঠলেন এবং হঠাৎ তাঁর পার্শ্বে দেখতে পেলেন যে, একজন লোক, অথচ তিনি তার সম্পর্কে টের পাননি। তখন নবী ﷺ বললেন, এই লোকটি হঠাৎ আমার তরবারীটি উঁচিয়ে বলল, কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ! তখন সে লোক তলোয়ারটি কোষবদ্ধ করল। আর এই সে লোক, এখানে বসা। কিন্তু তিনি তাকে কোন শাস্তি দেননি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪০৮ পৃঃ সামনে : ৫৯৩ পৃঃ।

উদ্দেশ্য : এই বাব দ্বারা একটি সন্দেহের নিরসন করাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য। কেননা, কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ বুঝে আসে। ইমাম বুখারী রহ.সামঞ্জস্য বিধানের দিকে ইশারা করে দিয়েছেন যে,বিচ্ছিন্ন হওয়া নিষেধের সম্পর্ক হলো খুব দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সাথে, যাতে প্রয়োজনের সময় মাশওয়ারা (পরামর্শ) করতে মুশকিল হয়ে যায়। আর বিচ্ছিন্ন হওয়া জায়েযের সম্পর্ক হলো কাছে কাছে অবস্থান করার সাথে, যাতে একটি মাত্র আওয়ায, সংকেতের দ্বারা সকল সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ এর খেদমতে হাজির হয়ে যেতে পারেন।

بَابُ مَا قِيلَ فِي الرِّمَاحِ

১৮৩১. পরিচ্ছেদ : তীর নিক্ষেপ প্রসঙ্গে।

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي»

ইবনে উমর রাযি. সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে উল্লেখ রয়েছে যে, তীরের ছায়াতলে আমার রিযক রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তি আমার নির্দেশের বিরোধিতা করে, তার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত।

তাশরীহ : صغار এর আভিধানিক অর্থ হলো - লাঞ্ছনা, কিন্তু এখানে জিযিয়া প্রদান করা উদ্দেশ্য।

جعل رزقى اى من الغنيمة রাসূল ﷺ এর এই পবিত্র বাণীর সারমর্ম হলো এই যে, আমার রিযিক শুধু গণীমতের মাল। ব্যবসা বা চাষাবাদ নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ أَبِي النَّضْرِ. مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ. مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ. ﷺ. أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ. فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ. فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا. فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا. فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ. فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ. وَأَبَى بَعْضٌ. فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ " إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ " . وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ " هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ " .

সহজ তরজমা

২৭২৪. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ...... আবূ কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর সঙ্গে ছিলেন। মক্কার পথে কোন এক স্থানে পৌছার পর আবূ কাতাদা রাযি. কতিপয় সঙ্গী সহ তাঁর পেছনে রয়ে গেলেন। সঙ্গীরা ছিলেন ইহরাম অবস্থায় আর তিনি ছিলেন ইহরাম বিহীন। এ সময় তিনি বন্য গাধা দেখতে পান এবং (তা শিকারের উদ্দেশ্যে) তাঁর ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে তাঁর চাবুকটি উঠিয়ে দিতে বলেন; কিন্তু তারা তা দিতে অস্বীকার করলেন। আবার তিনি তাঁর বর্শাটি উঠিয়ে দিতে বলেন। তারা তাও দিতে অস্বীকার করলেন। তখন তিনি নিজেই তা উঠিয়ে নিলেন। এরপর গাধাটির উপর আক্রমণ চালালেন এবং তাকে হত্যা করলেন। সাথীদের কেউ কেউ এর গোশত খেলেন এবং কেউ কেউ খেতে অস্বীকার করলেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর কাছে পৌছে এ সম্পর্কে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এটি একটি আহার্য বস্তু, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আহারের জন্য দিয়েছেন। যায়িদ ইবনে আসলাম রহ. ...... আবূ কাতাদা রাযি. থেকে আবূ নাযর রাযি.- এর অনুরূপ বন্য গাধা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে আছে, নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সাথে তার কিছু গোশ্‌ত আছে কি?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ২৪৫, ২৪৬, ৩২৯, ৪০০ পৃঃ সামনে ঃ ৫৯৭, ৮১৪, ৮২৫ পৃঃ।

উদ্দেশ্য : এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো, বর্শা ও বল্লম বানানো এবং তা ব্যবহার করা জায়েয ও ফযিলতের বিষয়। কোন কোন রেওয়ায়াতে রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন যে,আমার উম্মতের ব্যবসা হলো জিহাদ।

তাশরীহ : বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য- নাসরুল বারী - ৫ম খন্ড, ৪১৬ পৃঃ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

১৮৩২. পরিচ্ছেদ : নবী কারীম ﷺ এর বর্ম এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তাঁর জামা সম্পর্কিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, (খালিদ ইবনে ওয়ালিদ) তো তাঁর বর্মগুলো আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) ওয়াকফ করে দিয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ. اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ" فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ. وَهُوَ فِي الدِّرْعِ. فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ * بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} . وَقَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَوْمَ بَدْرٍ

সহজ তরজমা

২৭২৫. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. ..... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বদরের দিন একটি তাঁবুতে অবস্থানকালে দু'আ করছিলেন, 'ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি যদি চান, তাহলে আজকের পরে আর আপনার ইবাদাত করা হবে না'। এ সময় আবূ বকর রাযি. তাঁর হাত ধরে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, যথেষ্ট হয়েছে। আপনি বার বার মিনতির সঙ্গে আপনার রবের কাছে দু'আ করেছেন'। সে সময় নবী ﷺ বর্ম পরিহিত ছিলেন। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করতে করতে বেরিয়ে এলেন : শীঘ্রই দুশমনরা পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অধিকন্তু কিয়ামত শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। (৫৪: ৪৫, ৪৬) ওহাইব রহ বলেন, খালিদ রহ বলেছেন, 'বদরের দিন'।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের وَهُوَ فِي الدِّرْعِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ॥ ৪০৮ - ৪০৯ ॥ সামনে ॥ ৫৬৮, ৭২২, ৭২৩ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنِ الأَسْوَدِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. وَقَالَ مُعَلًّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ وَقَالَ رَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. وَقَالَ يَعْلَى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ

সহজ তরজমা

২৭২৬. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ. ..... আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এর ইনতিকালের সময় তাঁর বর্মটি ত্রিশ সা'- এর বিনিময়ে এক ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক ছিল। মুআল্লা রহ. আবদুল ওয়াহিদ রহ. সূত্রে আ'মাশ রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ তাঁর লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। আর ইয়ালা রহ আমাশ রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, বর্মটি ছিল লোহার।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের ودرعه اى درع النبى ﷺ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০৯ পৃঃ পূর্বে ঃ ২৭৭, ২৮১, ২৯৩, ৩০০, ৩২১, ৩৪১, পৃঃ সামনে ঃ ৬৪৯।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ. قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا. فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّيَ أَثَرَهُ. وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ ". فَسَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلاَ تَتَّسِعُ ".

সহজ তরজমা

২৭২৭. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ..... আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কৃপন ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ এমন দু' ব্যক্তির ন্যায়, যারা লৌহ বর্ম পরিহিত। বর্ম দু'টি এত আঁটসাঁট যে, তাদের উভয়ের হাত কব্জায় আবদ্ধ রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে, তখন বর্মটি তার শরীরের উপর প্রসারিত হয়, এমনকি তা তার পদচিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন বর্মের কড়াগুলো পরস্পর গলে গিয়ে তার শরীরকে আঁকড়ে ধরে এবং তার উভয় হাত কণ্ঠের সাথে লেগে যায়। তারপর আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, তিনি নবী ﷺ- কে বলতে শুনেছেন, সে হাত দু'টিকে প্রসারিত করতে চেষ্টা করে: কিন্তু প্রসারিত করতে পারে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০৯ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৯৪ পৃঃ সামনে ঃ ৭৯৮, ৮৬২ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ যুদ্ধ-জিহাদে বর্ম ব্যবহারের বৈধতা প্রমাণ করা এবং তার হুকুম বর্ণনা করা ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য। এবং রাসূল ﷺ এর জন্য বর্ম সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য।

بَابُ الْجُبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرْبِ

১৮৩৩. পরিচ্ছেদ : সফর এবং যুদ্ধে জোব্বা পরিধান করা

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. عَنْ أَبِي الضُّحَى. مُسْلِمٍ. هُوَ ابْنُ صُبَيْحٍ. عَنْ مَسْرُوقٍ. قَالَ حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ. فَلَقِيتُهُ بِمَاءٍ. وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ. فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ. فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ. فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتُ. فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ.

সহজ তরজমা

২৭২৮. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ..... মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন (প্রাকৃতিক) হাজত পূরণের জন্য গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এলে আমি তাঁর কাছে পানি নিয়ে গেলাম। তিনি তা দিয়ে উযু করেন। তাঁর পরিধানে ছিল শামী (সিরিয়া) জোব্বা। তিনি কুলি করেন, নাকে পানি দেন ও মুখমন্ডল ধৌত করেন। এরপর তিনি জামার আস্তিন গুটিয়ে দু'টি হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু আস্তিন দু'টি ছিল খুবই আঁটসাঁট। তাই তিনি ভেতর দিক দিয়ে হাত বের করে উভয় হাত ধুলেন এবং মাথা মাসেহ করলেন এবং উভয় মোজার উপর মাসেহ করলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। আর তিনি সফরে এবং যুদ্ধে ছিলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪০৯ পৃঃ পূর্বে : ৫২, ৫৬, পৃঃ সামনে : ৮৬৩ পৃঃ।

উদ্দেশ্য : শিরোনাম দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, সফরে বা যুদ্ধে জুব্বা পরিধান করা জায়েয এবং তা প্রমাণিত। যেমনটা বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট।

بَابُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

১৮৩৪. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে রেশমী কাপড় পরিধান করা

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. عَنْ قَتَادَةَ. أَنَّ أَنَسًا. حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ. مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

সহজ তরজমা

২৭২৯.আহমাদ ইবনে মিকদাম রহ. .... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. ও যুবাইর রাযি. কে তাদের শরীরে চুলকানি থাকার কারণে রেশমী জামা পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল :

শিরোনামের সাথে হাদীসের رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الخ এই অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। যদিও এই রেওয়ায়াতে শুধু حرير (হারীর) এর কথা উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি.এরই অন্য একটি রেওয়ায়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, فرأيت عليهما فى غزاة اى فى الحرب আর ইমাম বুখারী রহ.এই রেওয়ায়াতের দিকেই ইশারা করে দিয়েছেন। সুতরাং সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪০৯ পৃঃ সামনে : ৪০৯, ৮৬৮ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ. رضي الله عنه. أَنَّ عَبْدَ. الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. يَعْنِي الْقَمْلَ. فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ. فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ.

সহজ তরজমা

২৭৩০. আবুল ওয়ালিদ ও মুহাম্মাদ ইবনে সিনান রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ও যুবায়র রাযি. নবী ﷺ- এর নিকট উকুনের অভিযোগ করলে তিনি তাদের রেশমী পোষাক পরিধানের অনুমতি দেন। আনাস রাযি. বলেন, আমি যুদ্ধে তাদের শরীরে তা দেখেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فِي غَزَاةٍ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪০৯ পৃঃ পূর্বে : ৪০৯ পৃঃ সামনে : ৮৬৮ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيٰى. عَنْ شُعْبَةَ. أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ. أَنَّ أَنَسًا. حَدَّثَهُمْ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي حَرِيرٍ.

সহজ তরজমা

২৭৩১. মুসাদ্দাদ রহ. ...... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুর রাহমান ইবনে আওফ ও যুবায়র ইবনুল আওয়ামকে রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের في حرير اى في لبس حرير এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০৯ পৃঃ।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. سَمِعْتُ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ. رَخَّصَ أَوْ رُخِّصَ لِحِكَّةٍ بِهِمَا.

সহজ তরজমা

২৭৩২. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. ..... . আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, শরীরে চুলকানীর জন্য তাদের দু'জনকে (আবদুর রহমান ও যুবায়ের) রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন বা দেয়া হয়েছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের সাথে মিল এভাবে যে, এই হাদীসটি হযরত আনাস রাযি.থেকে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসের ভিন্ন একটি সনদ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০৯ পৃঃ পূর্বে একাধিক বার অতিবাহিত হয়েছে। মুসলিম শরীফ ঃ ২য় খন্ড, ১৩৯ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, যুদ্ধক্ষেত্রে রেশমী কাপড় ব্যবহার করা জায়েয। আর বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা বুঝে আসে যে, রাসূল ﷺ চুলকানি, চর্মরোগের কারণে রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি দিয়েছেন। আর মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝে আসে যে,রাসূল ﷺ এর এই অনুমতিটা যুদ্ধের ক্ষেত্রে ছিল।

মাসআলা ঃ রেশমী কপড় বিভিন্ন রকমের হওয়ার কারণে এই মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ।

রেশমী কাপড় সম্পর্কে ইমামগণের মন্তব্য ঃ

এক. ইমাম শাফী রহ. এর মতে চুলকানী, উকুন কিংবা অন্য কোন অসুস্থাতার কারণে পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় ব্যবহার করা জায়েয। এমনিভাবে যুদ্ধের ক্ষেত্রেও পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা জায়েয। এই জন্য যে, রেশম শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার মাধ্যম। কারণ খাঁটি রেশমী কাপড়ের উপর তরবারী স্থির থাকে না, হোঁচট খেয়ে যায়।

দলীল ঃ বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীসগুলো ছাড়াও এই হাদীসটি মুসলিম শরীফেও উল্লেখ রয়েছে যে,

ان رسول الله ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير
في السفر من حكة كانت بهما او وجع كان بهما

দুই. হানাফীদের মতে- খাঁটি, নিরেট রেশম অর্থাৎ যার তানা-বানা তথা কাপড়ের লম্বালম্বি এবং আড়াআড়ি স্থাপিত সূতা উভয়টা যদি রেশমের হয় তাহলে তা কোন অবস্থাতেই পুরুষের জন্য পরিধান করা জায়েয নেই। তবে যদি রেশমের সাথে অন্য সূতাও মিশ্রিত হয়,তাহলে তা পুরুষের জন্য পরিধান করা জায়েয। যেমন - কোন

https://e-ilm.weebly.com/

কাপড়ের লম্বালম্বি স্থাপিত সূতা হলো রেশমের ও আড়াআড়ি স্থাপিত সূতা হলো সূতী বা অন্য কোন প্রকারের, তাহলে হানাফীদের মতে এধরনের কাপড় সর্বাবস্থায় পরিধান করা জায়েয। কিন্তু যদি ঐ কাপড়ের আড়াআড়ি স্থাপিত সূতা রেশমের হয় এবং লম্বালম্বি স্থাপিত সূতা সূতী হয়,তাহলে তা নাজায়েয।

আর হানাফীগণ বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীসগুলোকে রেশম ও অন্য কোন সূতা মিশ্রিত কাপড়ের উপর প্রয়োগ করে থাকেন। তাবে হিদায়া গ্রন্থকার রহ.সাহেবাইন রহ.এর মাযহাবকে ইমাম আবু হানীফা রহ.এর মাযহাব থেকে আলাদা বর্ণনা করেছেন যে, لاباس بلبس الحرير والديباج في الحرب عندهما (هدايه) অর্থাৎ, সাহেবাইনের মতে - যুদ্ধক্ষেত্রে রেশমী কাপড় পরিধান করাতে কোন অসুবিধা নেই।

بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي السِّكِّينِ

১৮৩৫. পরিচ্ছেদ : ছুরি সম্পর্কে বর্ণনা

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا. ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَزَادَ فَأَلْقَى السِّكِّينَ.

সহজ তরজমা

২৭৩৩. আবদুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ..... আমর ইবনে উমাইয়্যা যামরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে (বকরীর) বাহু থেকে কেটে কেটে খেতে দেখেছি। তারপর তাঁকে সালাতের জন্য ডাকা হলে তিনি সালাত আদায় করলেন; কিন্তু তিনি উযূ করেন নি। আবুল ইয়ামান রহ শুয়াইব রহ. সূত্রে যুহরী রহ থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, অতপর নবী ﷺ ছুরি রেখে দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের অর্থগত মিল রয়েছে। কেননা,রাসূল ﷺ বকরীর বাহু থেকে চাকু দ্বারা কেটে-কেটে খেয়েছেন। এই হাদীসের সাথেই যুক্ত আরেকটি রেওয়ায়াত এর স্বপক্ষে দলীল যেখানে فالقى السكين উল্লেখ রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি :

হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০৯ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৪, ৯৩ পৃঃ সামনে ঃ ৮১৪, ৮১৫, ৮২১ পৃঃ। মুসলিম শরীফ ঃ ১৫৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ছুরি, চাকু ইত্যাদি ব্যবহার করা জায়েয তা প্রমাণ করাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য। এই হাদীসটির কিতাবুল জিহাদের সাথে সম্পর্ক হলো এই যে, এটিও তথা ছুরি ও চাকুও যুদ্ধের সরঞ্জামাদীর অন্তর্ভূক্ত, জিহাদে এটাকেও ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ঃ আবু দাউদ শরীফের একটি রেওয়ায়াত দ্বারা তো বুঝে আসে যে, চাকু দ্বারা গোশত কেটে কেটে খাওয়া নিষিদ্ধ?

জবাব ঃ আবু দাউদের সেই রেওয়ায়াতটি মুনকার যা বুখারী শরীফের সহীহ রেওয়ায়াতের মোকাবিলায় দলীল যোগ্য নয়। والله اعلم

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَا قِيلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ
১৮৩৬. পরিচ্ছেদ : রোমকদের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ. قَالَ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ الأَسْوَدِ الْعَنْسِيَّ. حَدَّثَهُ أَنَّهُ، أَتَى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُوَ نَازِلٌ فِي سَاحِلِ حِمْصَ، وَهُوَ فِي بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ. قَالَ عُمَيْرٌ فَحَدَّثَتْنَا أُمُّ حَرَامٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا ". قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا فِيهِمْ. قَالَ " أَنْتِ فِيهِمْ ". ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ ". فَقُلْتُ أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ " لاَ ".

সহজ তরজমা

২৭৩৪. ইসহাক ইবনে ইয়াযীদ দিমাশকী রহ. ..... উমাইর ইবনে আসওয়াদ আনসী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি উবাদা ইবন সামিত রাযি. এর কাছে আসলেন। তখন উবাদা রাযি. হিম্স উপকূলে তাঁর একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং তার সঙ্গে ছিলেন উম্মে হারাম। উমাইর রহ বলেন, উম্মে হারাম রাযি. আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে বলতে শুনেছেন যে, আমার উম্মাতের মধ্যে প্রথম যে দলটি নৌ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তারা যেন জান্নাত অনিবার্য করে ফেলল। উম্মে হারাম রাযি. বলেন, আমি কি তাদের মধ্যে হবো? তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যে হবে। উম্মে হারাম রাযি. বলেন, তারপর নবী ﷺ বললেন, আমার উম্মাতের প্রথম যে দলটি কায়সার (রোম সম্রাট) এর রাজধানী আক্রমণ করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। তারপর আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমি কি তাদের মধ্যে হবো? নবী ﷺ বললেন, 'না'।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের يَغْزُونَ الْبَحْرَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। এখানে غزوالبحر দ্বারা قتال الروم উদ্দেশ্য। কেননা, রোমকগণ সমুদ্রের তীরবর্তি শহরে বসবাস করত।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪০৯ - ৪১০ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৯২, ৪০৫ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ রোমানদের সাথে জিহাদ করার ফযিলত বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য।

মুসলমানদের সাইপ্রাস দ্বীপে ও ইস্তাম্বুলে আক্রমণ ঃ এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, রাসূল ﷺ কে স্বপ্নে দুটি দৃশ্য দেখানো হয়েছিল।

যাতে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সমুদ্রে জিহাদ করতে দেখেছেন। প্রথম স্বপ্নটি এভাবে বাস্তবায়ন হয়েছিল যে, মুসলমানগণ হযরত উসমান রাযি. এর খেলাফতকালে আমীরে মুআবিয়া রাযি. এর নেতৃত্বে ২৮ হিজরীতে সাইপ্রাস আক্রমণ করেন। সেখানে মুসলমানদের বিজয় হয়। ঐ যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে হযরত উম্মে হারাম রাযি. ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে শহীদ হন।

সমুদ্রের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়েছিল হযরত মুআবিয়া রাযি. এর খেলাফতকালে। এতে মুসলমানগণ ইয়াযিদের নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করেনে। এই যুদ্ধে অনেক সাহাবায়ে কেরামও শরীক ছিলেন।

আল্লামা কাস্তালানী রহ. বলেন, كان اول من غزا مدينة قيصر يزيد بن معاوية ومعه جماعة من سادات الصحابة

كابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابي ايوب الانصاري وتوفي بها سنة اثنتين وخمسين من الهجرة واستدل به المهلب على

ثبوت خلافة يزيد وانه من اهل الجنة لدخوله في عموم قوله مغفور لهم

অর্থাৎ যিনি সর্বপ্রথম ক্যাসার শহরে যুদ্ধ করেন তিনি হলেন ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়া। এবং তার সাথে অনেক সাহাবায়ে কেরামও শরীক ছিলেন। যেমন- ইবনে ওমর রাযি. ইবনে আব্বাস রাযি. ইবনে যুবাইর রাযি. এবং আবু আইয়ুব আনসারী রাযি.। আর তিনি ৫২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এর দ্বারা مهلب ইয়াযিদের খেলাফতের বৈধতার ব্যাপারে দলীল পেশ করেন এবং বলতে চান যে, সে জান্নাতবাসী কেননা, সে রাসূল ﷺ এর বাণী مغفور لهم এর অন্তর্ভুক্ত।

এরপর আল্লামা কাস্তালানী রহ.এর জবাব বর্ণনা করেছেন। যার সারকথা হলো এই যে, রাসূল ﷺ এর ইরশাদ مغفور لهم তথা ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য শর্ত হল اهل مغفرة হওয়া অর্থাৎ ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত হওয়া। আর খেলাপতের বিষয়টি ধর্তব্য নয়। কারণ তখন তো হযরত মুআবিয়া রাযি. খলীফা ছিলেন।

আর রাসূল ﷺ কর্তৃক ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, ঐ বাহিনীর সকলেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। বরং ক্ষমা পাওয়া এবং জান্নাতী হওয়ার জন্য তো ঈমানের উপর মৃত্যু হওয়া আবশ্যক।

নিঃসন্দেহে ইয়াযিদ কুস্তনতুনিয়ায় আক্রমণ করে অত্যন্ত ভালো কাজ করেছে এবং ঐ সময় ইয়াযিদ مغفور لهم এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সে বড় বড় অন্যায় অপরাধে জড়িয়ে গেছে। আল্লাহর পানাহ! সাইয়্যিদুনা হযরত হুসাইন রাযি.এর শাহাদাত, আহলে বাইত এর লাঞ্ছনা- অপমান, মদীনায় আক্রমণ, মদীনবাসী পুরুষ-নারীদের উপর অত্যাচার ইত্যাদি অন্যায়-অনাচারের পর ইয়াযিদের ক্ষমার বিষয়টি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে ইয়াযিদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা উচিৎ। আর আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ-ক্ষমতাধর। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। والله اعلم

بَابُ قِتَالِ الْيَهُودِ

১৮৩৭. পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "تُقَاتِلُونَ الْيَهُودَ حَتَّى يَخْتَبِيَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ"

সহজ তরজমা

২৭৩৫. ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ ফারবী রহ. ..... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি তাদের কেউ যদি পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে তাহলে পাথরও বলবে, 'হে আল্লাহর বান্দা, আমার পেছনে ইয়াহুদী রয়েছে, তাকে হত্যা কর'।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের تُقَاتِلُونَ الْيَهُودَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪১০ পৃঃ সামনে : ৫০৭ পৃঃ।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ. عَنْ أَبِي زُرْعَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ يَا مُسْلِمُ. هٰذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ"

সহজ তরজমা

২৭৩৬. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম হর. ...... আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি কোন ইয়াহুদী পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকলে পাথর বলবে 'হে মুসলিম, আমার পেছনে ইয়াহুদী রয়েছে, তাকে হত্যা কর'।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪১০ পৃঃ সামনে ঃ ৫০৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ঘটিত বিষয়াবলী সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দেওয়াটা রাসূল ﷺ এর মু'জিযা ছিল। তার মধ্য থেকে একটি হলো যখন হযরত ঈসা আ. অবতরণ করবেন তখন মুসলমানগণ হযরত ঈসা আ. এর সাথী হয়ে ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। সে সময় হযরত ঈসা আ. শরীয়তে মুহাম্মদ অনুযায়ী সকল কার্য সম্পাদন করবেন।

بَابُ قِتَالِ التُّرْكِ

১৮৩৮. পরিচ্ছেদ : তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ نِعَالَ الشَّعَرِ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ".

সহজ তরজমা

২৭৩৭. আবু নুমান রহ. ...... আম্র ইবনে তাগলিব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের আলামত সমূহের একটি এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পশমের জুতা পরিধান করবে। কিয়ামতের আরো একটি আলামত এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখ হবে চওড়া, যেন তাদের মুখমন্ডল পিটানো চামড়ার ঢাল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের عِرَاضَ الْوُجُوهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪১০ পৃঃ সামনে ঃ ৫০৭ পৃঃ।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الأَعْيُنِ، حُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْفَ الأُنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ".

সহজ তরজমা

২৭৩৮. সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, তোমরা এমন তুর্কি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের চোখ ছোট, চেহারা লাল, নাক চেপ্‌টা এবং মুখমন্ডল পেটানো চামড়ার ঢালের ন্যায়। আর ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের حتى تقاتلوا الترك এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪১০ পৃঃ সামনে ঃ ৫০৭ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্দেশ্য ঃ কিয়ামতের সন্নিকটে তুর্কীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হবে এটা বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য।

তাহকীক ও তাশরীহ ঃ نعال الشعر : অর্থাৎ, তারা পশমের রশি দ্বারা জুতা তৈরী করবে, এবং তা পরিধান করবে।

شعر শব্দের عين (আইন) বর্ণে যবর ও যের উভয়টি দিয়েই পড়া যায়।

المجان শব্দের ميم (মীম) বর্ণে যবর, نون (নুন) বর্ণে তাশদীদ দিয়ে এটি مجن (মীম বর্ণে যের দিয়ে) এর বহুবচন। অর্থ ঃ ترس তথা ঢাল।

مطرقة শব্দের ميم (মীম) বর্ণে পেশ, طاء (ত্বোয়া) বর্ণে সুকুন এবং راء বর্ণে যবর দিয়ে।

بَابُ قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ

১৮৩৯. পরিচ্ছেদ : পশমের জুতা পরিধানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ. وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ ". قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رِوَايَةً " صِغَارَ الأَعْيُنِ. ذُلْفَ الأُنُوفِ. كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ ".

সহজ তরজমা

২৭৩৯. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাদের জুতা হবে পশমের। আর কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখমন্ডল হবে পিটানো চামড়ার ঢালের ন্যায়। সুফিয়ান রহ বলেন, আ'রাজ সূত্রে আবু হুরায়রা রাযি. থেকে আবুয যিনাদ এই রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন; তাদের চোখ হবে ছোট, নাক হবে চেন্টা, তাদের চেহারা যেন পিটানো ঢালের ন্যায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাহকীক ও তাশরীহ : ذلف الانوف: دال (যাল) বর্ণে পেশ দিয়ে। এটি الذلف এর বহুবচন। অর্থ ঃ ছোট চেন্টা নাক বিশিষ্ট।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪১০ পৃঃ সামনে ঃ ৪১০, ৫০৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. পৃথকভাবে শিরোনাম স্থাপন করে এ দিকে ইশারা করেছেন যে,এর মিসদাক বা উদ্দেশ্যের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইখতিলাফ রয়েছে। আল্লামা আইনী রহ.বলেন -

وهذا يدل على ان خروج الترك على المسلمين يتكرر

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَنْ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الهَزِيمَةِ، وَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَاسْتَنْصَرَ

১৮৪০. পরিচ্ছেদ : পরাজয়ের সময় সঙ্গীদের সারিবদ্ধ করা, নিজে সওয়ারী থেকে অবতরণ করা ও আল্লাহর সাহায্য কামনা করা

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، وَسَأَلَهُ، رَجُلٌ أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لاَ، وَاللَّهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ بِسِلاَحٍ، فَأَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً، جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ثُمَّ قَالَ أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ.

সহজ তরজমা

২৭৪০. আমর ইবনে খালিদ রহ. ..... বারা' রাযি. থেকে বর্ণিত, তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আবু উমারা। হুনায়নের যুদ্ধে আপনারা কি পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ ﷺ পলায়ন করেন নি। বরং তাঁর কিছু সংখ্যক নওজোয়ান সাহাবী হাতিয়ারবিহীন অবস্থায় অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। তারা বানূ হাওয়াযিন ও বানূ নাসর গোত্রের সুদক্ষ তীরন্দাজদের সম্মুখীন হন। তাদের কোন তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। তারা এদের প্রতি এমনভাবে তীর বর্ষণ করল যে, তাদের কোন তীরই ব্যর্থ হয় নি। সেখান থেকে তারা নবী ﷺ- এর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। নবী ﷺ তখন তাঁর শ্বেত খচ্চরটির পিঠে ছিলেন এবং তাঁর চাচাতো ভাই আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাঁর লাগাম ধরে ছিলেন। তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এরপর তিনি বলেন, আমি নবী, এ কথা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র। এরপর তিনি সাহাবীদের সারিবদ্ধ করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪১০ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪০১, ৪০২ পৃঃ সামনে ঃ ৪২৭, ৬১৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখরী রহ.এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে,হুনাইন যুদ্ধেও মুসলমানদের পরাজয় হয়নি। বরং শুরুতে কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরে রাসূল ﷺ বাহন থেকে অবতরণ করে আল্লাহ তাআলার কাছে দোআ করলেন এবং এক মুষ্ঠি মাটিতে দম করে কাফেরদের উপর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর মুসলমানগণ মহা বিজয়ের সৌভাগ্য অর্জন করলেন।

হুনাইন যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা জানার জন্য - নাসরুল বারী - ৩৭৪ পৃঃ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْهَزِيمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ

১৮৪১. পরিচ্ছেদ : মুশরিকদের পরাজয় ও পর্যুদস্ত করার দু'আ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ. قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَلأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ

সহজ তরজমা

২৭৪১. ইব্রাহীম ইবনে মূসা রহ. ..... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করেন, 'আল্লাহ্ তাদের (মুশরিকদের) ঘর ও কবর আগুনে পূর্ণ করুন। কেননা তারা আসরের সালাত থেকে আমাদের ব্যতিব্যস্ত রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের مَلأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা,তাদের ঘর আগুনে জ্বলে যাওয়া তাদের অন্তরে চূড়ান্ত পর্যায়ের কম্পন সৃষ্টি করে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪১০ পৃঃ সামনে ঃ ৫৯০, ৬৫০, ৯৪৬ পৃঃ।

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﷺ. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو فِي الْقُنُوتِ " اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ".

সহজ তরজমা

২৭৪২. কাবীসা রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কুনূতে নাযিলায় এই দু'আ করতেন, 'ইয়া আল্লাহ! আপনি সালামা ইবনে হিশামকে নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ্ ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ! আয়্যাশ ইবনে আবী রাবী'আ-কে নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ্! দুর্বল মুমিনদের নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ মুযার গোত্রকে সমূলে ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! (মুশরিকদের উপর) ইউছুফ আ.- এর সময়কালীন দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন'।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাশরীহ ঃ মুযার গোত্রের কাফেররা ঐ যমানায় কট্টর কাফের ছিল। তারা মুসলমানদেরকে খুব কষ্ট দিত এবং এই কমবখতেরা লোকদেরকে রাসূল ﷺ এর দরবারে আসতে বাধা প্রদান করত।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪১০-৪১১, পূর্বে ঃ ১১০, ১৩৬, পৃঃ সামনে ঃ ৪৭৯, ৬৫৫, ৬৬১, ৯১৫, ৯৪৬, ১০২৬ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ " اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ، اللَّهُمَّ اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৭৪৩. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ...... আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাবের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বলে মুশরিকদের বিরুদ্ধে দু'আ করেছিলেন যে, হে কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! তাদের সকল দলকে পরাজিত কর। ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের পরাভূত করুন এবং পর্যুদস্ত করুন'।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের اللهم اهزمهم وزلزلهم এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪১১ পৃঃ সামনে ঃ ৫৯০, ৯৪৬, ১১১৬ পৃঃ। মুসলিম শরীফ ঃ المغازى অধ্যায়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - ﵁ - قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ. وَنُحِرَتْ جَزُورٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ. فَأَرْسَلُوا فَجَاءُوا مِنْ سَلاَهَا. وَطَرَحُوهُ عَلَيْهِ. فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَلْقَتْهُ عَنْهُ. فَقَالَ " اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ. اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ " . لأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ . وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ. وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ قَتْلَى. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَنَسِيتُ السَّابِعَ. وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. وَقَالَ شُعْبَةُ أُمَيَّةُ أَوْ أُبَيٌّ. وَالصَّحِيحُ أُمَيَّةُ.

সহজ তরজমা

২৭৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবূ শায়বা রহ. ..... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কাবার ছায়ায় সালাত আদায় করছিলেন। তখন আবূ জাহল ও কুরায়শদের কিছু লোক পরামর্শ করে। সেই সময় মক্কার বাইরে একটি উট যবেহ হয়েছিল। কুরায়শরা একজন লোককে পাঠিয়ে সেখান থেকে এর গর্ভথলি নিয়ে এলো এবং তারা নবী ﷺ- এর পিঠে ঢেলে দিল। তারপর ফাতিমা রাযি. এসে এটি তাঁর থেকে সরিয়ে দিলেন। এই সময় নবী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। অর্থাৎ আবূ জাহল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রবী'আ, শায়বা ইবনে রবীআ', ওয়ালীদ ইবনে উতবা, উবাই ইবনে খালফ এবং উকবা ইবনে আবী মু'আইত (তাদের ধ্বংস করুন)। আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, এরপর আমি তাদের সকলকে বদরের একটি পরিত্যক্ত কূপে নিহত দেখেছি। আবূ ইসহাক রহ বলেন, আমি সপ্তম ব্যক্তির নাম ভুলে গিয়েছি। আবূ আবদুল্লাহ রহ বলেন, ইউসুফ ইবনে আবূ ইসহাক রহ আবূ ইসহাক রহ সূত্রে বলেন, উমাইয়া ইবনে খালফ। শুবা রহ বলেন, উমাইয়া অথবা উবাই। তবে সহীহ হলো উমাইয়া।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের اللهم عليك بقريش এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১১ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৭, ৭৪ পৃঃ সামনে ঃ ৪৫২, ৫৪৩, ৫৬৫ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

আবু জাহল ঃ এই হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে,আবু জাহাল কাফের ছিল এবং বদর যুদ্ধে কুফুর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। الاكمال في اسماء الرجال নামক গ্রন্থের ৫৯০ নং পৃষ্ঠায় আবু জাহল কে تابعين শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের ভুল। যা কোনভাবেই তা সহীহ নয়।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّ الْيَهُودَ، دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ. فَلَعَنْتُهُمْ. فَقَالَ " مَا لَكِ ". قُلْتُ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ " فَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ "

সহজ তরজমা

২৭৪৫. সুলায়মান ইবনে হারব রহ. ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, একদিন কয়েকজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর কাছে আসল এবং বলল, তোমার মৃত্যু ঘটুক। (তা শুনে) আয়িশা রাযি. তাদের অভিশাপ দিলেন। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হলো? আয়িশা রাযি. বললেন, তারা কি বলেছে, আপনি কি তা শুনেন নি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি যে বলেছি, তোমাদের উপর, তা কি তুমি শোননি?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের وَعَلَيْكُمْ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা,এর অর্থ হলো عليكم السام, অর্থাৎ,মৃত্যু। এটা রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে বদ দোআ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১১ পৃঃ সামনে ঃ ৮৯০, ৮৯১, ৯৪৬, ৯৪৭, ১০২৩ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো, কাফের ও মুশরিকদের জন্য বদ দোআ করা জায়েয এবং শরীয়ত অনুমোদিত।

بَابٌ: هَلْ يُرْشِدُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ، أَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

১৮৪২. পরিচ্ছেদ : মুসলিম ব্যক্তি কি আহলে কিতাবকে পথপ্রদর্শন করবে কিংবা তাদের কুরআন শিক্ষা দেবে?

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ، وَقَالَ " فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ "

সহজ তরজমা

২৭৪৬. ইসহাক রহ. ..... আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কায়সারের কাছে চিঠি লিখেছিলেন এবং এতে বলেছিলেন, যদি তুমি এই সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখ তাহলে প্রজাদের পাপের বোঝা তোমারই উপর বর্তাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,রাসূল ﷺ বাদশাহ কায়সারের নিকট কোরআনের একটি আয়াত লিখে পাঠালেন। তা হলো আল্লাহ তাআলার বাণী - قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

https://e-ilm.weebly.com/

এতে শিরোনামের উভয় অংশের সাথে মিল রয়েছে। শিরোনামের প্রথম অংশের সাথে হাদীসের فَإِنْ تَوَلَّيْتَ الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। আর শিরোনামের ২য় অংশের সাথেও হাদীসের মিল রয়েছে। তখন রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে কায়সারের নিকট চিঠি প্রেরণ এর মাধ্যমে মিল গ্রহণ করা হবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১১ পৃঃ সামনে ঃ ৪১২ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে,অমুসলিমকে হেদায়াতের কথা বলা,কোরআন মাজীদ এর তা'লীম দেওয়া জায়েয। এটাই ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.এর মাযহাব। তবে ইমাম মালেক রহ.বলেন, জায়েয নাই। আমরা বলব, ঐ সুরতের উপর প্রয়োগ করা হবে যে,যদি আহলে কিতাব বা মুশরিক এমন হয় যে,তারা কোরআনের আয়াত কবুল করার পরিবর্তে আয়াতের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ বা বেআদবী করবে ,তাহলে এরকম অবাধ্যদেরকে কোরআনের তা'লীম দেওয়া জায়েয নেই। যেমনটি ইমাম মালেক রহ.বলেছেন।

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدٰى لِيَتَأَلَّفَهُمْ

১৮৪৩. পরিচ্ছেদ : মুশরিকদের জন্য হিদায়াতের দু'আ, যাতে তাদের মন আকৃষ্ট হয়

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهَا. فَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ. قَالَ "اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ".

সহজ তরজমা

২৭৪৭. আবুল ইয়ামান রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুফাইল ইবনে আমর দাওসী ও তাঁর সঙ্গীরা নবী ﷺ এর কাছে এস বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! দাওস গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণে অবাধ্য হয়েছে ও অস্বীকার করেছে। আপনি তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করুন'। তারপর বলা হলো, দাওস গোত্র ধ্বংস হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত করুন এবং তাদের (ইসলামে) নিয়ে আসুন'।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের اهد دوسا وائت بهم এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১১ পৃঃ সামনে ঃ ৬৩০, ৯৪৬ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ

যে সকল মুশরিক ও কাফেরদের ব্যাপারে ইসলাম কবুল করার আশা জাগে,তাদের জন্য দোআ করা শরীয়ত অনুমোদিত ও প্রমাণিত। যেমন - রাসূল ﷺ 'দাউস' গোত্রর হেদায়াতের জন্য দোআ করেছিলেন। আর দাউস গোত্র মুসলমান হয়ে রাসূল ﷺ এর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। হযরত আবু হুরায়রা রাযি.ও দাউস গোত্রের লোক ছিলেন। দাউস গোত্র এবং হযরত তোফায়েল ইবনে আমর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য - নাসরুল বারী ৮ম খন্ড,৪৬৮ পৃঃ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ دَعْوَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارٰى

وَعَلٰى مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ. وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلٰى كِسْرٰى. وَقَيْصَرَ. وَالدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

১৮৪৪. পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে (ইসলামের প্রতি) আহবান করা এবং কি অবস্থায় তাদের সাথে যুদ্ধ করা যায়? নবী করীম ﷺ কায়সার ও কিসরা-এর কাছে যা লিখেছিলেন এবং যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا. ﷺ. يَقُولُ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ. قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا. فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

সহজ তরজমা

২৭৪৮. আলী ইবনে জা'দ রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ রোমের (সম্রাটের) প্রতি লেখার ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলা হলো যে, তারা মোহরকৃত পত্র ছাড়া পাঠ করে না। তারপর তিনি রূপার একটি মোহর নির্মাণ করেন। আমি এখনো যেন তাঁর হাতে এর শুভ্রতা দেখছি। তিনি তাতে খোদাই করেছিলেন, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : আল্লামা আইনী রহ.বলেন- এই শিরোনামের চারটি অংশ রয়েছে। যেমন- প্রথম অংশ دَعْوَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارٰى এ অংশের সাথে হাদীসের মিল হলো এভাবে যে,রাসূল ﷺ হেরাক্লিয়াসের ইসলাম গ্রহণের জন্য দোয়া করেছেন। আর হেরাক্লিয়াস খৃষ্টধর্মের অনুসারী ছিল। দ্বিতীয় অংশ হলো - عَلٰى مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ এ অংশটুকুর সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ চিঠির মধ্যে ইশারা করে দিয়েছেন যে, তার ইচ্ছা হলো যেন তারাও আমাদের মতো মুসলমান হয়ে যায়। অন্যথায় মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যেমন পরবর্তী বাবে হযরত আলী রাযি.থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا

তৃতীয় অংশ হলো - مَا كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلٰى كِسْرٰى. وَقَيْصَرَ এঅংশের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

এবং চতুর্থ অংশ হলো - وَالدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ; এ অংশের সাথে হাদীসের মিল হলো এভাবে যে, রাসূল ﷺ প্রথমে তাদেরকে এক আল্লাহ তাআলার উপর ঈমানের প্রতি এবং রাসূল ﷺ এর সত্যায়নের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে মুসলমান ও তাদের মাঝে যুদ্ধ হয়নি

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ : ৪১১ পৃ., পূর্বে: ১৫ পৃ., সামনে: ৮৭২, ৮৭৩ ও ১০৬১ পৃ.।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ. أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلٰى كِسْرٰى. فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلٰى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ. يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلٰى كِسْرٰى. فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرٰى خَرَّقَهُ. فَحَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৭৪৯. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ..... আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পত্র সহ কিসরার কাছে (দূত) পাঠালেন এবং দূতকে নিদেশ দেন যে, তা যেন বাহরাইনের শাসনকর্তার হাওয়ালা করে। পরে বাহরাইনের শাসনকর্তা তা কিসরার কাছে পৌছিয়ে দেন। কিসরা যখন তা পড়ল তা ছিঁড়ে টুকরা করে ফেলল। আমার মনে হয়, সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব রাযি. বলেছেন যে, নবী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করেন, যেন তাদেরকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কেসরার পতন ঃ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ১ম খন্ড,৩৮৪ পৃঃ দেখুন।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرٰى এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১১ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৫, সামনে ঃ ৬৩৭, ১০৭৯ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আহলে কিতাব ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দেওয়া উচিৎ - যেমন,রাসূল ﷺ ৬ষ্ঠ হিজরীতে কায়সার, কেসরা ও অন্যান্য বাদশাহদেরকে চিঠির মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। তবে এই মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ যে, যুদ্ধের পূর্বে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া জরুরী কি না? যদি তাদের নিকট দাওয়াত না পৌছে থাকে তাহলে তো প্রথমে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া জরুরী যেমন - হযরত আলী রাযি.থেকে বর্ণিত আছে যে,তারা আমাদের মতো মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব। তাছাড়া বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও এমনটা বুঝে আসে। কেননা, রাসূল ﷺ চিঠি পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ النَّاسَ إِلَى الإِسْلاَمِ وَالنُّبُوَّةِ، وَأَنْ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الكِتَابَ} [آل عمران:] إِلَى آخِرِ الآيَةِ

১৮৪৫. পরিচ্ছেদ : ইসলাম ও নবুওয়াতের দিকে নবী করীম ﷺ-এর আহবান আর মানুষ যেন আল্লাহ ছাড়া তাদের পরস্পরকে রব হিসেবে গ্রহণ না করে। আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে যে, আল্লাহর পরিবের্ত তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও, তা তার জন্য শোভনীয় নয়। আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ঃ৭৯)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرٰى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ، وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشٰى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ، شُكْرًا لِمَا أَبْلاَهُ اللهُ، فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ حِينَ قَرَأَهُ: الْتَمِسُوا لِي هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لأَسْأَلَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ، أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَدِمُوا تِجَارًا فِي المُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَوَجَدَنَا رَسُولُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ فَانْطَلَقَ بِي وَبِأَصْحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا إِيلِيَاءَ، فَأُدْخِلْنَا

https://e-ilm.weebly.com/

عَلَيْهِ. فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ. وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا قَالَ مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَقُلْتُ هُوَ ابْنُ عَمِّي. وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِي. فَقَالَ قَيْصَرُ أَدْنُوهُ. وَأَمَرَ بِأَصْحَابِي فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِفِي، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لأَصْحَابِهِ إِنِّي سَائِلٌ هٰذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ. فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللّٰهِ لَوْلاَ الْحَيَاءُ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنِّي الْكَذِبَ لَكَذَبْتُهُ حِينَ سَأَلَنِي عَنْهُ. وَلٰكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنِّي فَصَدَقْتُهُ. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هٰذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ. قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ قُلْتُ لاَ. فَقَالَ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لاَ. قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لاَ. قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ فَيَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لاَ. قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لاَ. وَنَحْنُ الآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ. نَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَلَمْ يُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ لاَ أَخَافُ أَنْ تُؤْثَرَ عَنِّي غَيْرُهَا. قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ قُلْتُ كَانَتْ دُوَلاً وَسِجَالاً. يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ الأُخْرٰى. قَالَ فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ قَالَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ. فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذٰلِكَ لَهُ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ. فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَبٍ. وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ. فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَمُّ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ. فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ. فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ. وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ. وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ. وَكَذٰلِكَ الإِيمَانُ حَتّٰى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ. فَكَذٰلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تَخْلِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لاَ يَسْخَطُهُ أَحَدٌ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ. وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ يَغْدِرُونَ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ. وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُونُ دُوَلاً. وَيُدَالُ عَلَيْكُمُ الْمَرَّةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الأُخْرٰى. وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلٰى، وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ. وَسَأَلْتُكَ بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ. وَأَدَاءِ

https://e-ilm.weebly.com/

الأَمَانَةِ. قَالَ وَهٰذِهِ صِفَةُ النَّبِيِّ. قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ. وَلٰكِنْ لَمْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ. وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا. فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ. وَلَوْ أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لُقِيَّهُ. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُرِئَ فَإِذَا فِيهِ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ. إِلٰى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ. سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى. أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ. أَسْلِمْ تَسْلَمْ. وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ. فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الأَرِيسِيِّينَ وَ{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}". قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا أَنْ قَضٰى مَقَالَتَهُ. عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّومِ. وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ. فَلاَ أَدْرِي مَاذَا قَالُوا. وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا. فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمْ قُلْتُ لَهُمْ لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ. هٰذَا مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ يَخَافُهُ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللهِ مَا زِلْتُ ذَلِيلاً مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ. حَتّٰى أَدْخَلَ اللهُ قَلْبِي الإِسْلاَمَ وَأَنَا كَارِهٌ.

সহজ তরজমা

২৭৫০. ইব্রাহীম ইবনে হামযা রহ. .....ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কায়সারকে ইসলামের প্রতি আহবান সম্বলিত চিঠি লেখেন এবং দেহইয়া কালবী রাযি.- এর মারফত সে চিঠি পাঠান এবং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দেন যেন তা বুসরার গভর্নরের কাছে অর্পন করেন, যাতে তিনি তা কায়সারের কাছে পৌছিয়ে দেন। আল্লাহ যখন পারস্যের সৈন্য বাহিনীকে কায়সারের এলাকা থেকে হটিয়ে দেন, তখন আল্লাহর অনুগ্রহের এই শুকরিয়া হিসাবে কায়সার হিম্‌স থেকে পায়ে হেঁটে বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করেন। এ সময় তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর চিঠি এস পৌছলে তা পাঠ করে তিনি বললেন যে, তাঁর গোত্রের কাউকে খোঁজ কর, যাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আবূ সুফিয়ান রাযি. আমাকে জানিয়েছেন যে, সে সময় আবূ সুফিয়ান রাযি. কুরাইশদের কিছু লোকের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় ছিলেন। এ সময়টি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কাফির কুরাইশদের মধ্যে সন্ধির যুগ। আবূ সুফিয়ান রাযি. বর্ণনা করেন যে, কায়সারের সেই দূতের সঙ্গে সিরিয়ার কোন স্থানে আমাদের দেখা হলে সে আমাকে আমার সঙ্গী-সাথী সহ বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেল। তারপর আমাদেরকে কায়সারের দরবারে হাজির করা হলো। তখন কায়সার মুকুট পরিধান করে রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। রোমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর পার্শ্বে ছিলেন। তারপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, তাদের জিজ্ঞাসা কর, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন, এদের মধ্যে তাঁর নিকটাত্মীয় কে? আবু সুফিয়ান রাযি. বললেন, আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে আমি তাঁর সর্বাধিক নিকটতম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ও তাঁর মধ্যে কী ধরনের আত্মীয়তা রয়েছে? আমি বললাম, তিনি আমার চাচাতো ভাই। সে সময় উক্ত কাফেলায় আমি ছাড়া আব্দে মানাফ গোত্রের আর কেউ ছিল না। কায়সার বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। তারপর বাদশাহর নির্দেশে আমার সকল সঙ্গীকে আমার পেছনে কাঁধের কাছে সমবেত করা হল। এরপর কায়সার দোভাষীকে বললেন, লোকটির সাথীদের জানিয়ে দাও, আমি তার কাছে সেই লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যিনি নবী বলে দাবী করেন। যদি সে মিথ্যা বলে, তবে তোমরা তার প্রতিবাদ করবে। আবু সুফিয়ান রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি এ ব্যাপারে লজ্জাবোধ না করতাম যে, আমার সাথীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে, তাহলে তাঁর প্রশ্নের জবাবে নবী সম্পর্কে

https://e-ilm.weebly.com/

কিছু (মিথ্যা) কথা বলতাম। কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম যে, আমার সঙ্গীরা আমি মিথ্যা বলেছি প্রচার করবে। ফলে আমি সত্যই বললাম। তারপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, জিজ্ঞাসা করো, তোমাদের মধ্যে নবীর বংশ মর্যাদা কিরূপ? আমি বললাম, আমাদের মধ্যে তিনি উচ্চ বংশীয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর বংশের অন্য কোন লোক কি ইতিপূর্বে এরূপ দাবী করেছে? জবাব দিলাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর এ নবুওয়াতের আগে কোন সময় কি তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে তোমরা অভিযুক্ত করেছ? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর পূর্ব পুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিল? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসারী হচ্ছে, না দুর্বল (শ্রেণীর) লোকেরা ? আমি বললাম, বরং দুর্বলরাই। তিনি বললেন, এদের সংখ্যা কি বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে? আমি বললাম, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বললেন, তাঁর দীনে প্রবেশ করার পর কেউ কি সে দীনের প্রতি অপছন্দ করে তা পরিত্যাগ করেছে? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেছেন? আমি বললাম, না। তবে আমরা বর্তমানে তাঁর সঙ্গে একটি চুক্তির মেয়াদে আছি এবং আশঙ্কা করছি যে, তিনি তা ভঙ্গ করতে পারেন। আবু সুফিয়ান রাযি. বলেন, আমার বক্তব্যে এই কথা ব্যতীত এমন কোন কথা লুকানো সম্ভব হয়নি, যাতে রাসূল ﷺ- কে খাটো করা হয়, আর আমার প্রতি অপপ্রচারের আশংকা না হয়। কায়সার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি তাঁর বিরুদ্ধে এবং তিনি কি তোমাদের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর ও তোমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কি? আমি বললাম যুদ্ধ কূয়ার বালতির মত। কখনো তিনি আমাদের উপর বিজয়ী হন, কখনো আমরা তাঁর উপর বিজয়ী হই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি বিষয়ে আদেশ করেন? আমি বললাম, তিনি আমাদের আদেশ করেন, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক না করতে। আমাদের পিতৃ পুরুষেরা যে সবের ইবাদত করত, তিনি সে সবের ইবাদত করতে আমাদের নিষেধ করেন। আর তিনি আমাদের আদেশ করেন সালাত আদায় করতে; সাদ্‌কা দিতে, পূত পবিত্র থাকতে, চুক্তি পালন করতে এবং আমানত আদায় করতে। আমি তাকে এসব জানালে তিনি দোভাষীকে আদেশ দিলেন, তাকে বলো, আমি তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাইলে তুমি বলেছ যে, তিনি উচ্চ বংশীয়। সেরূপই রাসূলগণ, তাঁরা তাঁদের কাওমের উচ্চ বংশেই প্রেরিত হন। আমি তোমাদের নিকট জানতে চেয়েছিলাম যে, তোমাদের কেউ কি ইতিপূর্বে এ ধরনের দাবী করেছে? তুমি বললে, না। তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কথা বলে থাকতো, তাহলে আমি বলতাম, লোকটি পূর্ব কথিত একটি কথারই অনুসরণ করেছে। আমি জানতে চেয়েছি, তাঁর এ (নবুওয়্যাত) দাবীর পূর্বে কি তোমরা তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলে? তুমি বলেছ, না। এতে আমি বুঝতে পেরেছি যে, যে ব্যক্তি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলেননি, তিনি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবেন, এমন হতে পারে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর পিতৃ পুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিলেন? তুমি বলেছ, না। আমি বলছি, যদি তাঁর পিতৃ পুরুষদের কেউ বাদশাহ থাকতো, তাহলে আমি বলতাম, সে পিতৃ পুরুষদের রাজত্ব উদ্ধার করতে ইচ্ছুক। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি যে, প্রভাবশালী লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বল (শ্রেণীর) লোকেরা? তুমি বলেছ, দুর্বলরাই। প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের (দুর্বল) লোকেরাই রাসূলগণের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি, তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছ, বাড়ছে। ঈমান এভাবেই (বাড়তে বাড়তে) পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর দীন গ্রহণ করার পর কেউ কি অসন্তুষ্ট হয়ে তা পরিত্যাগ করেছে? তুমি বলেছ, না। ঈমান এরূপই হয়ে থাকে, যখন তা হৃদয়ের গভীরে পৌছে, তখন কেউ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে, তিনি কি চুক্তি ভঙ্গ করেন? তুমি বলেছ, না। ঠিকই রাসূলগণ কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তোমরা কি কখনো তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছ এবং তিনি কি কখনো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন? তুমি বলেছ, করেছেন। তোমাদের ও তাঁর মধ্যকার লড়াই কূপের বালতির মতো। কখনো তোমরা তাঁর উপর জয়ী হয়েছ, আবার কখনো তিনি তোমাদের উপর জয়ী হয়েছেন। এভাবেই রাসূলগণ পরীক্ষিত হন এবং পরিণাম তাঁদেরই অনুকূল হয়। আমি আরো জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি তোমাদের কি

https://e-ilm.weebly.com/

কি বিষয়ে আদেশ করে থাকেন? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের আদেশ করেন যেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক না কর। আর তিনি তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যে সবের ইবাদত করত তা থেকে নিষেধ করেন আর তোমাদের নির্দেশ দেন, সালাত আদায় করতে, সাদ্‌কা দিতে, পূত পবিত্র থাকতে, চুক্তি পালন করতে, আমানত আদায় করতে। এসব নবীগণের গুণাবলী। আমি জানতাম, তাঁর আগমন ঘটবে। কিন্তু তিনি তোমাদের মধ্যে আগমন করবেন, সে ধারণা আমার ছিল না। তুমি যা যা বললে, তা যদি সত্য হয়, তবে অচিরেই তিনি আমার এই পায়ের নীচের জায়গার মালিক হয়ে যাবেন। আমি যদি আশা করতে পারতাম যে, তাঁর কাছে পৌছতে পারবো, তবে কষ্ট করে তাঁর সাক্ষাতের চেষ্টা করতাম। যদি আমি তাঁর নিকট থাকতাম, তবে তাঁর পদযুগল ধুইয়ে দিতাম। আবূ সুফিয়ান রাযি. বলেন, তারপর তিনি তাঁর পত্রখানি চেয়ে নিলেন। তা পাঠ করে শুনানো হলো। তাতে ছিলঃ

বিসমিলাহির্‌ রাহমানির রাহীম

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি...যারা হিদায়াতের অনুসরাণ করে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিফল দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে রোমের সমস্ত প্রজার পাপ আপনার উপর বর্তাবে। 'হে কিতাবীগণ! এসো এমন একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করি। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলঃ তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম'। আবু সুফিয়ান রাযি. বলেন, তার কথা শেষ হলে তার পার্শ্বের রোমের পদস্থ ব্যক্তিরা চিৎকার করতে লাগল এবং হৈ চৈ করতে লাগল। তারা কি বলছিল তা আমি বুঝতে পারিনি এবং নির্দেশক্রমে আমাদের বের করে দেয়া হলো। আমি সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে এসে তাদের সাথে একান্তে মিলিত হয়ে তাদের বললাম, নিশ্চয় মুহাম্মদ ﷺ- এর ব্যাপার তো বিরাট আকার ধারণ করেছে। এই যে রোমের বাদশাহ তাঁকে ভয় করছে। আবু সুফিয়ান রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! এরপর থেকে আমি অপমানবোধ করতে লাগলাম এবং এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, মুহাম্মদের দাওয়াত অচিরেই বিজয় লাভ করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দিলেন, অথচ তখনও আমি তা অপছন্দ করছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। অর্থাৎ হাদীসের শব্দগুলোর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৩ পৃঃ বাকী স্থানগুলোর জন্য নাসরুল বারী - ১ম খন্ড, ১৫৫ পৃঃ দেখুন।

তাহকীক ও তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য - নাসরুল বারী - ১ম খন্ড, ১৫৬ - ১৭০ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ـ رضي الله عنه ـ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ " لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ " . فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى. فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى فَقَالَ " أَيْنَ عَلِيٌّ " . فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ. فَأَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ. فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ. فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ " عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ. فَوَاللهِ لأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ " .

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৭৫১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ...... সাহল ইবনে সা'দ রহ থেকে বর্ণিত যে, তিনি খায়বারের যুদ্ধের সময় নবী ﷺ- কে বলতে শুনেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব যার হাতে বিজয় অর্জিত হবে। এরপর কাকে পতাকা দেয়া হবে, সেজন্য সকলেই আশা করতে লাগলেন। পরদিন সকালে প্রত্যেকেই এ আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, হয়াত তাকে পতাকা দেয়া হবে। কিন্তু নবী ﷺ বললেন, আলী কোথায়? তাঁকে জানানো হলো যে, তিনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত। তখন তিনি আলীকে ডেকে আনতে বললেন। তাকে ডেকে আনা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মুখের লালা তাঁর উভয় চোখে লাগিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন যে, তাঁর কোন অসুখই ছিল না। তখন আলী রাযি. বললেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না তারা আমাদের মত হয়ে যায়। নবী ﷺ বললেন, তুমি সোজা এগিয়ে যাও। তুমি তাদের প্রান্তরে উপস্থিত হলে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের করণীয় সম্বন্ধে তাদের অবহিত কর। আল্লাহর কসম, যদি একটি লোকও তোমার দ্বারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয়, তবে তা তোমার জন্য লাল রংয়ের উটের চাইতেও শ্রেয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের ثم ادعهم الى الاسلام এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৩ পৃঃ সামনে ঃ ৪২২, ৫২৫,৬০৫ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ. عَنْ حُمَيْدٍ. قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ـ رضي الله عنه ـ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ. فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ. وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ. فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلاً.

সহজ তরজমা

২৭৫২. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ......আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কাওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেলে সকাল না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। যদি আযান শুনতে পেতেন, তাহলে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন। আর যদি আযান শুনতে না পেতেন, তাহলে সকাল হওয়ার সাথে সাথে আক্রমণ করতেন। আমরা খায়বারে রাত্রিকালে পৌঁছলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, শিরোনাম হলো الدعاء الى الاسلام قبل القتال আর اذان তাদের অবস্থা বর্ণনা করে দেয় যে, তারা কাফের না, মুসলমান।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৩ পৃঃ পূর্বে ঃ ৫৩, ৮৬ পৃঃ সামনে ঃ ৬০৩, ৬০৬, ৭৬১, ৭৭৫, ৮১১ পৃঃ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ . عَنْ حُمَيْدٍ. عَنْ أَنَسٍ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا. ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ حُمَيْدٍ. عَنْ أَنَسٍ. رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهَا لَيْلاً. وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَا يُغِيرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ. خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ. فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللهِ. مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "اللهُ أَكْبَرُ. خَرِبَتْ خَيْبَرُ. إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৭৫৩. কুতাইবা ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে রাতে সেখানে পৌছলেন। তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে কোন জনপদে গেলে সকাল না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর আক্রমণ করতেন না। যখন সকাল হলো ইয়াহুদীরা কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে বের হল এবং যখন নবী ﷺ- কে দেখতে পেলো, তখন তারা বলে উঠল, মুহাম্মদ, আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ তাঁর পুরো সেনাবাহিনী নিয়ে উপস্থিত। নবী ﷺ তখন আলাহু আকবর ধ্বনি উচ্চারণ করেন এবং বললেন, খায়বার ধ্বংস হল, নিশ্চয়ই আমরা যখন কোন জনপদের আঙ্গিনায় উপস্থিত হই, তখন সতর্ককৃতদের সকাল কত মন্দ!

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,এই হাদীসটি হযরত আনাস রাযি.থেকে বর্ণিত হাদীসের তৃতীয় সনদ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৩-৪১৪ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ " . رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

২৭৫৪. আবুল ইয়ামান রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে লড়াইয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে। আর যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে সে তার জান ও মাল আমার হাত থেকে হিফাজত করে নিল। অবশ্য ইসলামের বিধান আলাদা, আর তার (প্রকৃত) হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,কাফের মুশরিকরা لاالہ الاالله বলা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। যুদ্ধের পূর্বে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হবে, যদি তারা لاالہ الاالله স্বীকার করে নেয় তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে হবে। কিন্তু রাসূল ﷺ এই হাদীসটি মূর্তি পূজারীদেরকে যুদ্ধের সময় বলেছিলেন। অর্থাৎ,এই হুকুম নিরাপদ অবস্থায় নয় বরং মুসলমানগণ যে গোত্রের সাথে যুদ্ধ করতেছিলেন তাদের জন্য এই হুকুম যে, ঈমানের কালিমা স্বীকার করে নেওয়ার পর আর কোন যুদ্ধ-ঝগড়া নেই।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৪ পৃঃ। মুসলিম শরীফ ঃ ৩৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ কাফের ও মুশরিকদের সাথে জিহাদ করার পূর্বে তাদেরকে তাওহীদ ও রেসালাতের দাওয়াত দেওয়া উচিৎ। দাওয়াত দেওয়ার পর যদি তারা তা অস্বীকার করে,তখন তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّى بِغَيْرِهَا. وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ

১৮৪৬. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধের ইচ্ছা করে এবং অন্যদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন করে রাখে, আর যে বৃহস্পতিবারে সফরে বের হতে পছন্দ করে

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ عُقَيْلٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ. ﷺ. وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا. ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ. ﷺ. يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَلَّمَا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا. حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ. فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ. وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا. وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَ عَدُوٍّ كَثِيرٍ. فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ. لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ عَدُوِّهِمْ. وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ وَعَنْ يُونُسَ. عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ. ﷺ. كَانَ يَقُولُ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

সহজ তরজমা

২৭৫৫. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ..... আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক রহ থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন কা'বের পুত্রদের মধ্যে তার পথপ্রদর্শক, তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবনে মালিক রাযি. থেকে শুনেছি, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোথাও যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি অন্য দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন রাখতেন।

আহ্মদ ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... কা'ব ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যুদ্ধের ইচ্ছ করলে অন্য দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন রাখতেন। কিন্তু যখন তাবুক যুদ্ধ এল, যে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা দিলেন প্রচুর গরমে এবং সম্মুখীন হলেন দীর্ঘ সফরের ও মরুময় পথের আর অধিক সংখ্যক সৈন্যের মোকাবিলায় অগ্রসর হলেন- তাই তিনি মুসলমানদের সামনে বিষয়টি প্রকাশ করলেন, যাতে তারা শত্রুর মুকাবিলার উপযোগী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে এবং যুদ্ধের লক্ষ্যস্থল সবাইকে জানিয়ে দিলেন।

আর ইউনুস রহ যুহরী রহ সূত্রে কা'ব ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোন সফরে যাবার ইচ্ছা করতেন তখন বেশির ভাগ সময় বৃহস্পতিবারেই রওয়ানা করতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৪ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৮৬, পৃঃ সামনে ঃ ৪৩৪, ৫০২, ৫৫০, ৫৬৩, ৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৬, ৯২৫, ৯৯০, ১০৩৭ পৃঃ।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. عَنْ أَبِيهِ. ﷺ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৭৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. .....কা'ব ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাবুকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবার বের হন আর বৃহস্পতিবার রওয়ানা হওয়াই তিনি পছন্দ করতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাশরীহ ঃ এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে,বৃহস্পতিবার দিন সফর করা উত্তম ও বরকতময়। বিশেষ করে সকাল বেলা।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। অর্থাৎ, শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৪ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৮৬, পৃঃ সামনে ঃ ৪৩৪ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো যে, জিহাদের ক্ষেত্রে توریة করা জায়েয আছে। শুধু জায়েযই নয় বরং তা অনেক সময় উপকারীও বটে। আল্লামা আইনী রহ. তাবরানী রহ.থেকে একটি রেওয়ায়াত নকল করেছেন যে,রাসূল ﷺ বলেন - بورك لامتي في بكورها يوم الخميس যদিও এই হাদীসটি দুর্বল কিন্তু ফাযায়েলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসও গ্রহণযোগ্য।

بَابُ الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ

১৮৪৭. পরিচ্ছেদ : জোহরের পর সফরে বের হওয়া

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا.

সহজ তরজমা

২৭৫৭. সুলাইমান ইবনে হারব রহ. ......আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মদীনাতে যুহরের সালাত চার রাকআত আদায় করেন এবং যুল হুলায়ফাতে পৌছে দু'রাকআত আসরের সালাত আদায় করেন। আমি তাদের হজ্জ ও উমরা উভয়টির তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৪ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৪৮, ২০৯, ২১০, ২৩১ পৃঃ সামনে ঃ ৪১৯ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, পূর্বোক্ত হাদীস بورك لامتي في بكورها الخ দ্বারা এটা লাযেম আসে না যে, অন্যান্য সময়ে সফর করা জায়েয নেই। তাই ইমাম বুখারী বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বলে দিয়েছেন যে, যোহরের পরেও সফর জায়েয এবং প্রমাণিত।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ. وَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ"

১৮৪৮. পরিচ্ছেদ : মাসের শেষ ভাগে সফরে রওয়ানা হওয়া। কুরাইব রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ যুল কা'দার পাঁচদিন থাকতে মদীনা থেকে রওয়ানা হন এবং যিল-হিজ্জার ৪ তারিখে মক্কায় পৌঁছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ. وَلَا نُرٰى إِلَّا الْحَجَّ. فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيٰى فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ أَتَتْكَ وَاللهِ بِالْحَدِيثِ عَلٰى وَجْهِهِ.

সহজ তরজমা

২৭৫৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ..... আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যুল-কাদার ৫ রাত থাকতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে রওয়ানা হলাম। হজ্জ আদায় ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মক্কার নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ দিলেন যাদের নিকট কুরবানীর জন্তু নেই, তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার সাঈ করার পর ইহরাম খুলে ফেলবে। আয়িশা রাযি. বলেন, কুরবানীর দিন আমাদের নিকট গরুর গোশত পৌছানো হলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কিসের? বলা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণের পক্ষ থেকে কুরবানী আদায় করেছেন। ইয়াহ্ইয়া রহ বলেন, আমি হাদীসটি কাসেম ইবনে মুহাম্মদ রহ- এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! বর্ণনাকারিণী এ হাদীসটি আপনার নিকট যথাযথ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس ليال بقين من ذي القعدة এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা,এটা মাসের শেষভাগ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৪ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৩, ২৩১, ২৩২ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে,মাসের শেষ দিনগুলোতেও সফর করা জায়েয এবং প্রমাণিত। আর ঐ সকল লোকদের 'রদ' হয়ে গেছে যারা বলে যে,মাসের শেষ দিনগুলোতে সফর করা অমঙ্গলজনক এবং মাকরূহ।

বিদায় হজ্জ ঃ বিদায় হজ্জের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখুন নাসরুল বারী - ৮ম খন্ড, ৪৭২ পৃঃ।

بَابُ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ

১৮৪৯. পরিচ্ছেদ : রমজান মাসে সফর করা

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ. قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هٰذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৭৫৯. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .....ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রমযান মাসে সফরে বের হন এবং সিয়াম পালন করেন। যখন তিনি কাদীদ নামক স্থানে পৌছলেন তখন সিয়াম ছেড়ে দেন। সুফিয়ান রহ. ..... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ আব্দুল্লাহ রহ বলেন, এটা যুহরী রহ- এর উক্তি। আর রাসূলুল্লাহ রাযি.- এর সর্বশেষ কার্যই গ্রহণযোগ্য।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৫ পৃঃ পূর্বে ঃ ২৬০, ২৬১ পৃঃ সামনে ঃ ৬১২, ৬১৩ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর ঐ সকল লোকদের রদ করা, উদ্দেশ্য যারা বলেন, রমজান মাসে সফর করা মাকরুহ।

بَابُ التَّوْدِيعِ عِنْدَ السَّفَرِ

১৮৫০. পরিচ্ছেদ : সফরকালে বিদায় দান করা

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ، وَقَالَ لَنَا ‏"‏ إِنْ لَقِيتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا ‏"‏‏.‏ لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا ـ فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ‏.‏ قَالَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ فَقَالَ ‏"‏ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللَّهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا ‏"‏

ইবনে ওহাব রহ. ..... . আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। কুরাইশদের দু'জন লোকের নামোল্লেখ করে আমাদেরকে বললেন, তোমরা যদি অমুক ও অমুকের সাক্ষাত পাও তবে তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলবে। আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, তারপর আমরা রওয়ানা করার প্রাক্কালে বিদায় গ্রহণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে অমুক অমুককে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলতে আদেশ করেছিলাম, কিন্তু আগুনের মাধ্যমে শাস্তি দান করা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কারো অধিকার নেই। তাই তোমরা যদি তাদেরকে পাকড়াও করতে সক্ষম হও, তবে তাদের উভয়কে হত্যা করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উদ্দেশ্য ঃ সফরের ক্ষেত্রে বিদায় জানানো সুন্নত। চাই মুসাফির মুকীমকে হোক কিংবা মুকীম মুসাফির কে। হাদীস দ্বারা প্রথমটি প্রমাণিত। অতএব, মুকিম মুসাফিরকে বিদায় জানানো তো আরো উত্তমভাবে সুন্নত হবে।

তাশরীহ ঃ হযরত হামযাহ ইবনে আমর আসলামী রাযি.ঐ সৈন্যবাহিনীর প্রধান ছিলেন।

ঐ দুই কুরাইশী অপরাধীর ঘটনা হলো এই যে, রাসূল ﷺ এর কন্যা হযরত যায়নব রাযি.যখন উটের উপর সওয়ার হয়ে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় তাশরীফ নিয়ে আসতেছিলেন, তখন হাব্বার ইবনে আসওয়াদ ও নাফে ইবনে আবদে কায়স নামক দুই কুরাইশী ব্যক্তি হযরত যায়নাব রাযি.কে উটের উপর থেকে ফেলে দিয়েছিল, ফলে তাঁর গর্ভ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই রকম অপরাধী, যারা গরীব স্ত্রীলোকদের উপর জুলুম করে এবং বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে কঠিন থেকে কঠিন শাস্তি দেওয়া উচিৎ। এই জন্য রাসূল ﷺ প্রথমে ওদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার হুকুম রহিত করে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর দ্বারা ইসলামী সংবিধান সাব্যস্ত হলো যে,অপরাধী যত বড়ই হোক না কেন তাকে আগুনে

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ

১৮৫১. পরিচ্ছেদ : ইমামের কথা শুনা ও আনুগত্য করা যতক্ষণ সে গুনাহের কাজের নির্দেশ না দেয়

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ "

সহজ তরজমা

২৭৬০. মুসাদ্দাদ এবং মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ রহ. ..... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'পাপ কাজের আদেশ না করা পর্যন্ত ইমামের কথা শোনা ও তার আদেশ মান্য করা অপরিহার্য। তবে পাপ কার্যের আদেশ করা হলে তা শোনা ও আনুগত্য করা যাবে না'।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাশরীহ ঃ অন্য এক হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق অর্থাৎ,সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হয়ে কোন মাখলুক বা সৃষ্টিজীবের আদেশ মান্য করা জায়েয নেই।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৫ পৃঃ সামনে ঃ ১০৫৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিচারকের নির্দেশ শরীয়ত বিরোধী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নির্দেশ পালন করা সবার উপর ওয়াজিব।

بَابٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الإِمَامِ وَيُتَّقَى بِهِ

১৮৫২. পরিচ্ছেদ : ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা ও তাঁর মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন করা

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ الأَعْرَجَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ " . وَبِهَذَا الإِسْنَادِ " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ " .

সহজ তরজমা

২৭৬১. আবুল ইয়ামান রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে বলতে শুনেছি, আমরা সর্বশেষে আগমনকারী (পৃথিবীতে), সর্বাগ্রে প্রবেশকারী (জান্নাতে)। আর এ সনদেই বর্ণিত হয়েছে যে, (রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,) যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই নাফরমানি করল আর যে ব্যক্তি (শরীয়ত স্বীকৃত) আমীরের আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আমারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করল সে ব্যক্তি আমারই নাফরমানী করল। ইমাম তো ঢালস্বরূপ। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ এবং তাঁরই মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন করা হয়। অনন্তর যদি সে আল্লাহর তাকওয়ার নির্দেশ দেয় এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, তবে তার জন্য এর প্রতিদান রয়েছে আর যদি সে এর বিপরীত করে তবে এর মন্দ পরিণতি তার উপরই বর্তাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৫ পৃঃ হযরত আবু হুরায়রা রাযি.থেকে বর্ণিত হাদীস-

انه سمع رسول الله ﷺ يقول نحن الاخرون السابقون

এই হাদীসটি পূর্বোক্ত ১২০, ১২৩ পৃষ্ঠায় দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষেপরূপ আর সামনে ঃ ৪৯৫। আর শুধু এই অংশটি পূর্বে ঃ ৩৭ পৃঃ সামনে ঃ ১০৮০ পৃঃ। وقوله بهذا الاسناد من اطاعنى فقد اطاع الله, সামনে ঃ ১০৫৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো, ইমাম (হাকেম) লোকদের জন্য ঢাল স্বরূপ যে,তার কারণে কেউ কারো উপর জুলম করতে পারে না। তাই এই ঢালকে টিকিয়ে রাখার জন্য তার সাহায্যার্থে যুদ্ধ করা উচিৎ। চাই ইমামের আগে থেকে হোক বা পিছনে থেকে হোক। যেমনটা বাবের অধীনে উল্লেখ রয়েছে।

بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لاَ يَفِرُّوا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: ١٨]

১৮৫৩. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার উপর বায়আত করা। আর কেউ বলেছেন, মৃত্যুর উপর বায়আত করা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা আপনার নিকট বৃক্ষতলে বায়আত করেছিল। ৪৮ঃ১৮

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ. عَنْ نَافِعٍ. قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا. كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ. فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لاَ. بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ.

সহজ তরজমা

২৭৬২. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ...... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা যখন হুদায়বিয়া সন্ধির পরবর্তী বছর প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন আমাদের মধ্য হতে দু'জন লোকও যে বৃক্ষের নীচে আমরা বায়আত করেছিলাম সেটি চিহ্নিত করার ব্যাপারে একমত হতে সক্ষম হয় নি। তা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ'। বর্ণনাকারী বলেন, 'আমি নাফি রহ- কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তাঁদের নিকট হতে কিসের বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল? তা কি মৃত্যুর উপর?' তিনি বললেন, 'না, বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের নিকট হতে অটল থাকার উপর বায়আত গ্রহণ করেছিলেন'।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের بل بايعهم على الصبر এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৫ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى. عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ. رضي الله عنه. قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنَ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ لَا أُبَايِعُ عَلَى هٰذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

সহজ তরজমা

২৭৬৩. মূসা ইবনে ইসমাইল রহ. ..... আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাররা নামক যুদ্ধের সময়ে তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বললো, 'ইবনে হানযালা রাযি. মানুষের নিকট থেকে মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ- এর পর আমি তো কারো নিকট এরূপ বায়আত করব না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের على الموت এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল গ্রহণ করা সম্ভব। কেননা, এটা শিরোনামেরই অংশ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যাবেদ রাযি.এর বক্তব্যের মর্মার্থ হলো যে,তিনি মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করেছিলেন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : حرة (হাররা) এর ঘটনা ৬৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। এর কারণ আল্লামা কাস্তালানী রহ.বর্ণনা করেছেন যে,হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা এবং মদীনার কিছুসংখ্যক আহলে রায় ব্যক্তিবর্গ ইয়াযিদের নিকট গিয়েছিলেন। তারা সেখানে ইয়াযিদকে শরীয়ত বিরোধী নাজায়েয কাজ করতে দেখেছেন। তখন মদীনাবাসীরা ইয়াযিদের বায়আত প্রত্যাখ্যান করে দেয় এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন।

হাররা র' ঘটনা : বিস্তারিত ঘটনা জানার জন্য নাসরুল বারী -৮ম খন্ড, ২৪২ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ. عَنْ سَلَمَةَ. رضي الله عنه. قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ. فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ "يَا ابْنَ الأَكْوَعِ. أَلَا تُبَايِعُ" قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "وَأَيْضًا" فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ. فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ. عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

সহজ তরজমা

২৭৬৪. মাক্কী ইবনে ইব্রাহীম রহ. ...... সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী ﷺ- এর নিকট বায়আত করলাম। তারপর আমি একটি বৃক্ষের ছায়াতলে গেলাম। মানুষের ভীড় কমে গেলে, (তাঁর নিকট উপস্থিত হলে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, 'ইবনে আকওয়া! তুমি কি বায়আত করবে না?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো বায়আত করেছি'। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'আরেকবার হোক না'। তখন আমি দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ- এর নিকট বায়আত করলাম। (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আবূ মুসলিম! সেদিন তোমরা কোন্ বিষয়ের উপর বায়আত করেছিলে?' তিনি বললেন, 'মৃত্যুর উপর'।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মৃত্যুর উপর বায়আত : মৃত্যুর উপর বায়আত ও ধৈর্যের উপর বায়আত এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য দ্বন্দ্ব নেই,বরং উভয়টির মর্ম এক ও অভিন্ন যে,যুদ্ধের ময়দানে অটল অবিচল থাকবে, রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে না,যদিও মৃত্যু এসে যায়। আর এটাই মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণের মর্ম।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের قَالَ عَلَى الْمَوْتِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ : ৪১৫ পৃঃ সামনে : ৫৯৯, ১০৬৯, ১০৭০ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ حُمَيْدٍ. قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا. ﷺ. يَقُولُ كَانَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدًا فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهْ فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

সহজ তরজমা

২৭৬৫. হাফস ইবনে উমর রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ খন্দকের যুদ্ধের দিন আবৃত্তি করছিলেনঃ "আমরাই হচ্ছি সে সকল লোক, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর হস্তে জিহাদ করার উপর বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা বেঁচে থাকব"। রাসূলুল্লাহ ﷺ তদুত্তরে ইরশাদ করেন ঃ হে আল্লাহ্! আখিরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দই হচ্ছে প্রকৃত সুখ; সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সম্মানিত করুন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدًا। এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা,এর অর্থ হলো যে,তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কখনো পলায়ন করবেন না।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৫ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৯৭, ৩৯৮ পৃঃ সামনে ঃ ৫৩৫, ৫৮৮, ৯৪৯, ১০৬৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُجَاشِعٍ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَأَخِي فَقُلْتُ بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ. فَقَالَ "مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا". فَقُلْتُ عَلاَمَ تُبَايِعُنَا قَالَ "عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ".

সহজ তরজমা

২৭৬৬. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম রাযি...........মুজাশি' রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আমার ভাতিজাকে নিয়ে নবী ﷺ- এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তারপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ হিজরতের উপর আমাদের বায়আত নিন'। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেন, 'হিজরত তো হিজরতকারীগণের জন্য অতীত হয়ে গেছে'। আমি বললাম, 'তাহলে আপনি আমাদের কিসের উপর বায়আত নিবেন?' তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেন, 'ইসলাম ও জিহাদের উপর'।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের الجهاد, এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা,তাদের জিহাদের উপর বায়আত গ্রহণ মানে তারা কখনো যুদ্ধ থেকে পলায়ন করবেন না।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৫-৪১৬ পৃঃ সামনে ঃ ৪৩৩, ৬১৬ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করা অর্থাৎ,ধৈর্য ও অটল - অবিচলতার উপর বায়আত গ্রহণ করা এবং মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করা এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য দ্বন্দ্ব নেই। দুটির একটি অন্যটির জন্য লাযেম। মর্মার্থ হলো এই যে,যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে না, যদিও মৃত্যু এসে আলিঙ্গন করে। আর এটাই হলো মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করার মর্ম।

তাশরীহ ঃ আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য কিতাবুল মাগাযী নাসরুল বারী ৩৬৯ পৃঃ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ عَزْمِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ

১৮৫৪. পরিচ্ছেদ : জনসাধারণের জন্য যথাসাধ্য ইমামের নির্দেশ পালন

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ لَقَدْ أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِيًا نَشِيطًا، يَخْرُجُ مَعَ أُمَرَائِنَا فِي الْمَغَازِي، فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لاَ نُحْصِيهَا‏.‏ فَقُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ إِلاَّ أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَسَى أَنْ لاَ يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلاَّ مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللَّهَ، وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ، وَأَوْشَكَ أَنْ لاَ تَجِدُوهُ، وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ كَالثَّغْبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ كَدَرُهُ‏.‏

সহজ তরজমা

২৭৬৭. উসমান ইবনে আবূ শায়বা রহ. ......আবদুল্লাহ্ (ইবনে মাসউদ) রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আজ আমার নিকট জনৈক ব্যক্তি আগমন করে। সে আমাকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করে, যার উত্তর কি দিব, তা আমার বুঝে আসছিল না'। লোকটি বললো, 'বলুন তো, এক ব্যক্তি সশস্ত্র অবস্থায় সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের আমীরের সঙ্গে যুদ্ধে বের হল। কিন্তু সেই আমীর এমন সব নির্দেশ দেন যা পালন করা সম্ভব নয়। আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারছি না যে, তোমাদের এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব? হ্যাঁ, তবে এতটুকু বলতে পারি যে, আমরা নবী ﷺ- এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি সাধারণত আমাদেরকে কোন বিষয়ে কঠোর নির্দেশ দিতেন না। কিন্তু একবার মাত্র এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমরা তা পালন করেছিলাম। আর তোমাদের কেউ ততক্ষণ ভাল থাকবে, যতক্ষণ সে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতে থাকবে। আর যখন সে কোন বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়বে, তখন সে এমন ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করে নিবে, যে তাকে সন্দেহ মুক্ত করে দিবে। আর সে যুগ অত্যাসন্ন যে, তোমরা এমন লোক পাবে না। শপথ সেই সত্তার যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। দুনিয়ায় যা অবশিষ্ট রয়েছে, তার উদাহরণ এরূপ যেমন একটি পুকুরের মধ্যে পানি সঞ্চিত হয়েছে। এর স্বচ্ছ পানি তো পান করা হয়েছে, আর নীচের ঘোলা পানি অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فِي أَشْيَاءَ لاَ نُحْصِيهَا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ : ৪১৬ পৃঃ।

উদ্দেশ্য : এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো যে,সাধ্যানুযায়ি ইমাম এর আনুগত্য প্রদর্শন করা ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো ইমাম কোন নাজায়েয ও হারাম কাজের নির্দেশ না দিতে হবে। যেমন - হাদীস শরীফে এসেছে- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

তাশরীহ : والله مادرى الخ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.অবস্থার উপর পর্যবেক্ষণ করে অস্পষ্ট জাওয়াব দিয়েছেন। কারণ তিনি যদি একথা বলে দেন যে, ইমাম (হাকীম) এর অনুগত্য জরুরী নয় ,তাহলে লোকেরা এই ফতোয়ার অজুহাতে বিভিন্ন কাজে আমীরের নাফরমানী ও বিরোধীতা শুরু করে দিবে, ফলে সকল ব্যবস্থাপনা এলোমেলো হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি এই বলে দেন যে. আমীরের প্রত্যেক কথা মানা জরুরী, প্রত্যেক হুকুমের আনুগত্য জরুরী ,তাহলে শরীয়ত বিরোধী নাজায়েয হুকুমও এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.এর উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রত্যেক ঐ হুকুম যা শরীয়ত বিরোধী,নাজায়েয নয়, সেগুলোর আনুগত্য প্রদর্শন আবশ্যক এবং ওয়াজিব।

https://e-ilm.weebly.com/

واذا شك الخ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.এর নির্দেশ যে, "যদি সন্দেহ হয় বিষয়টি জায়েয না নাজায়েয ? তাহলে কোন আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করে মনের সন্দেহ দূর করে নিবে।" তা আয়াতে কারীমা থেকে গৃহীত - فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون

بَابٌ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ

১৮৫৫. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ যদি দিনের শুরুতে যুদ্ধ আরম্ভ না করতেন, তবে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ বিলম্ব করতেন

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ. عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ. مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. فَقَرَأْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ قَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ. لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ. وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ. ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ. اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ".

সহজ তরজমা

২৭৬৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... উমর ইবনে উবাইদুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম ও তার কাতিব সালিম আবূ নাযর রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ আওফা রাযি. তার মনিবের নিকট পত্র লিখেন যা আমি পাঠ করলাম, তাতে ছিল যে, শত্রুদের সাথে কোন এক মুখোমুখি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেনঃ হে লোক সকল! শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার কামনা করবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার দু'আ করবে। তারপর যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে অবস্থিত। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! কুরআন অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, সৈন্যদলকে পরাজয় দানকারী, আপনি কাফির সম্প্রদায়কে পরাজিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের انتظر حتى مالت الشمس এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৬ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৯৫, ৩৯৭ পৃঃ সামনে ঃ ৪২৪, ১০৭৫ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো যে,রাসূল ﷺ সাধারণত সকালে আবহাওয়া ঠান্ডা থাকাবস্থায় যুদ্ধ করতেন। যদি কোন কারণবশতঃ সকালে শুরু করতে না পারতেন, তাহলে পরে তীব্র রোদ চলে যাওয়া পর্যন্ত দেরী করতেন এবং সূর্য হেলে যাওয়ার পর অর্থাৎ,যোহরের নামাজের পরে শুরু করতেন। কারণ নামাযের পর দোআ করা যায় এবং তারপর স্নিগ্ধ, ঠান্ডা বাতাস থাকে যা উদ্যম, উৎসাহের কারণ। অতএব, বুঝা গেল যে,বিলম্ব করার মূল হেকমত ছিলো পূর্ণ উদ্যমের সময়ের অপেক্ষা করা।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الإِمَامَ

لِقَوْلِهِ: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ } [النور] إِلَى آخِرِ الآيَةِ

১৮৫৬. পরিচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির ইমামের অনুমতি গ্রহণ

আল্লাহ তাআলার বাণী : তারাই প্রকৃত মুমিন যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর উপর ঈমান এনেছে, আর যখন তারা তাঁর সঙ্গে কোন সমষ্টিগত বিষয়ে একত্রিত হয়, তখন তাঁরা তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে চলে যায় না। (২৪:৬২)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. عَنِ الْمُغِيرَةِ. عَنِ الشَّعْبِيِّ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَتَلاَحَقَ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ لَنَا قَدْ أَعْيَا فَلاَ يَكَادُ يَسِيرُ فَقَالَ لِي " مَا لِبَعِيرِكَ ". قَالَ قُلْتُ عَيِيَ. قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ. فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ. فَقَالَ لِي " كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ ". قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ. قَالَ " أَفَتَبِيعُنِيهِ ". قَالَ فَاسْتَحْيَيْتُ. وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ. قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ " فَبِعْنِيهِ ". فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ. قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَرُوسٌ. فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي. فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ. فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ. فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلاَمَنِي. قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ " هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ". فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا. فَقَالَ " هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوُفِّيَ وَالِدِي . أَوِ اسْتُشْهِدَ . وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ. فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ. فَلاَ تُؤَدِّبُهُنَّ. وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ. فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ. قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ. فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ. وَرَدَّهُ عَلَيَّ. قَالَ الْمُغِيرَةُ هَذَا فِي قَضَائِنَا حَسَنٌ لاَ نَرَى بِهِ بَأْسًا.

সহজ তরজমা

২৭৬৯. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম রহ. ..... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছুক্ষণ পরে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হন; আমি তখন আমার পানি সেচের উটনীর উপর আরোহী ছিলাম। উটনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; এটি মোটেই চলতে পারছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার উটের কি হয়েছে? আমি বললাম, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটনীটির পেছন দিক থেকে গিয়ে উটনী টিকে হাঁকালেন এবং এটির জন্য দুআ করলেন। এরপর এটি সবক'টি উটের আগে আগে চলতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তোমার উটনীটি কিরূপ মনে হচ্ছে? আমি বললাম, ভালই। এটি আপনার বরকত লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি এটি আমার নিকট বিক্রয় করবে? তিনি বলেন, আমি মনে মনে লজ্জাবোধ করলাম। (কারণ) আমার নিকট এ উটনীটি ব্যতীত পানি বহনকারী অন্য কোন উটনী ছিল না। আমি বললাম, হ্যাঁ (বিক্রয় করব)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে আমার নিকট বিক্রয় কর। অনন্তর আমি উটনীটি তাঁর নিকট এ শর্তে বিক্রয় করলাম যে, মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত এর উপর আরোহন করব। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সদ্য বিবাহিত একজন পুরুষ। তারপর আমি তাঁর নিকট অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে

https://e-ilm.weebly.com/

অনুমতি দিলেন। আমি লোকদের আগে আগে চললাম এবং মদীনায় পৌছে গেলাম। তখন আমার মামা আমার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তিনি আমাকে উটনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাকে সে বিষয়ে অবহিত করলাম যা আমি করেছিলাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আর যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট অনুমতি চেয়েছিলাম, তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কি কুমারী বিবাহ করেছ, না এমন মহিলাকে বিবাহ করেছ যার পূর্বে বিবাহ হয়েছিল? আমি বললাম, এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি যার পূর্বে বিবাহ হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি কুমারী বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সঙ্গে খেলাধূলা করতে এবং সেও তোমার সঙ্গে খেলাধূলা করত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন। আমার কয়েকজন ছোট ছোট বোন রয়েছে। তাই আমি তাদের সমবয়সের কোন মেয়ে বিবাহ করা পছন্দ করিনি; যে তাদেরকে আদব-আখলাক শিক্ষা দিতে পারবে না এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে না। তাই আমি একজন পূর্ব বিবাহ হয়েছে এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি; যাতে সে তাদের দেখাশুনা করতে পারে এবং তাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে পারে। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আসেন, পরদিন আমি তাঁর নিকট উটনীটি নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে এর মূল্য দিলেন এবং উটটিও ফেরত দিলেন। মুগীরা রাযি. বলেন, আমাদের বিবেচনায় এটি উত্তম। আমরা এতে কোন দোষ মনে করি না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের انى عروس فاستاذنته فاذن لى এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। মতলব হলো যে,হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি.অনুমতি নিয়েই পৃথক হয়েছিলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৬ পৃঃ পূর্বে ঃ ৬৩, ২৮২, ৩০৯-৩১০, ৩২১, ৩২২, ৩২৪, ৩২৪, ৩৩৫, ৩৫৫, ৩৭৫, ৪০১ পৃঃ সামনে ঃ ৪৩৪ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, জামাত থেকে পিছনে থাকা বা পরে এসে মিলিত হওয়ার জন্য আমীরের অনুমতি নেওয়া ওয়াজিব,অনুমতি ব্যতিত অনুপস্থিত বা পিছনে থাকা জায়েয নেই।

তাশরীহ ঃ এই রেওয়ায়াতটি একাধিকবার অতিবাহিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِهِ فِيهِ جَابِرٌ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৫৭. পরিচ্ছেদ : নব বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে

এই অধ্যায়ে রাসূল ﷺ থেকে হযরত জাবের রাযি.এর বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। (যেটি এই মাত্র উপরে অতিবাহিত হয়েছে।)

بَابُ مَنِ اخْتَارَ الغَزْوَ بَعْدَ البِنَاءِ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৫৮. পরিচ্ছেদ : নববিবাহিত ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম মিলনের পর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা

এ প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রা রাযি. কর্তৃক নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে
হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. এর রেওয়ায়াত হাম্মাম সূত্রে ৪৪০ নং পৃষ্ঠায় আসছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ عِنْدَ الفَزَعِ

১৮৫৯. পরিচ্ছেদ : ভয়-ভীতির সময় ইমামের (সকলের আগে) অগ্রসর হওয়া

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ، فَقَالَ " مَا رَأَيْنَا مِنْ شَىْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا "

সহজ তরজমা

২৭৭০. মুসাদ্দাদ রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মদীনায় ভীতির সঞ্চার হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ তালহা রাযি.- এর ঘোড়ায় আরোহণ করেন এবং বলেন যে, আমি তো ভয়ের কিছু দেখতে পেলাম না। তবে আমি এ ঘোড়াটিকে দ্রুতগামী পেয়েছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাশরীহ ঃ ان وجدناه এর মধ্যে ان টি مخففه من المثقله

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের অর্থগত মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৫৮, ৩৯৫-৩৯৬, ৪০০, ৪১০, ৪০৭ পৃঃ সামনে ঃ ৮৯১, ৯১৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে,ভয়-ভীতির সময় স্বয়ং ইমাম- আমীরেরও তাড়াহুড়া করা এবং বাহনের প্রাণীকে গতি বাড়ানোর লক্ষে পদাঘাত করা উচিৎ।

بَابُ السُّرْعَةِ وَالرَّكْضِ فِي الفَزَعِ

১৮৬০. পরিচ্ছেদ : ভয়-ভীতির সময় তাড়াতাড়ি করা ও দ্রুত ঘোড়া চালনা করা

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ فَزِعَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ بَطِيئًا، ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ وَحْدَهُ، فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُونَ خَلْفَهُ، فَقَالَ " لَمْ تُرَاعُوا، إِنَّهُ لَبَحْرٌ ". فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

সহজ তরজমা

২৭৭১. ফায্ল ইবনে সাহল রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ তালহা রাযি. এর মন্থর গতি সম্পন্ন একটি ঘোড়ার উপর আরোহণ করলেন এবং একাকী ঘোড়াটিকে হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। লোকেরা তখন তাঁর পিছু পিছু ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলল। (ফিরে এসে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কিছুই না, তোমরা ভয় করো না। এ ঘোড়াটি তো দ্রুতগামী। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন হতে আর কখনো সে ঘোড়াটি কারো পেছনে পড়েনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,এই হাদীসটি হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসেরই ভিন্ন একটি সনদ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৭ পৃঃ বাকী স্থানগুলোর জন্য পূর্বের বাবের ২৭৭০ নং হাদীসটি দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الخُرُوجِ فِي الفَزَعِ وَحْدَهُ

১৮৬১. পরিচ্ছেদ : ভয়-ভীতির সময় একা বের হওয়া

প্রশ্ন ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে,এই শিরোনামের অধীনে তো কোন হাদীস বা কোন আছার নেই,তাহলে তরজমা (শিরোনাম) দ্বারা কি ফায়দা?

জবাব ঃ ১.ইমাম বুখারী রহ.এর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি এই বাবের অধীনে হাদীস উল্লেখ করবেন কিন্তু সুযোগ হয়নি।

২. ইমাম বুখরী রহ. পূর্বোক্ত বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীসগুলোর উপরই যথেষ্ট মনে করেছেন।

بَابُ الجَعَائِلِ وَالحُمْلاَنِ فِي السَّبِيلِ

১৮৬২. পরিচ্ছেদ : কাউকে পারিশ্রমিক দানপূর্বক নিজের পক্ষ হতে যুদ্ধ করানো এবং আল্লাহর রাহে সওয়ারী দান করা।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: الغَزْوَ، قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِي» . قُلْتُ: أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيَّ، قَالَ: «إِنَّ غِنَاكَ لَكَ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي فِي هَذَا الوَجْهِ» وَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا المَالِ لِيُجَاهِدُوا، ثُمَّ لاَ يُجَاهِدُونَ، فَمَنْ فَعَلَهُ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ» وَقَالَ طَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ: «إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ، وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْلِكَ

মুজাহিদ রহ. বলেন, আমি ইবনে উমর রাযি. কে বললাম, আমি জিহাদে যেতে চাই। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চাই। আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে আর্থিক সচ্ছলতা দান করেছেন। তিনি (ইবনে উমর রাযি.) বললেন, তোমার সচ্ছলতা তোমার জন্য। আমি চাই আমার কিছু সম্পদ এ পথে ব্যয় হোক। উমর রাযি. বলেন, এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা জিহাদ করার জন্য (বায়তুল মাল হতে) অর্থ গ্রহণ করে, পরে জিহাদ করে না। যারা এরূপ করে, আমরা তার সম্পদের অধিক হকদার এবং আমরা তা ফেরত নিয়ে নেব, যা সে গ্রহণ করেছে। তাউস ও মুজাহিদ রহ. বলেছেন, যখন আল্লাহর রাহে বের হওয়ার জন্য তোমাকে কিছু দান করা হয়, তা দিয়ে তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পার আর তোমার পরিবার পরিজনের কাছে রেখেও দিতে পার।(এই বাবের মর্মার্থ হলো যে,কাউকে পারিশ্রমিক দিয়ে নিজের পক্ষ থেকে জিহাদ করানো এবং আল্লাহ তাআলার রাহে বাহন দেওয়া)

তাশরীহ ঃ এটি সর্বজনস্বীকৃত মাসআলা যে,কোন মুজাহিদকে 'ফী সাবিলিল্লাহ সাহায্য করা সহীহ। কিন্তু মুজাহিদকে কোন সামান সরঞ্জাম কিংবা কোন বাহন পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া মাকরুহ। তবে বায়তুল মাল খালি হলে দেওয়া জায়েয আছে।

وقال عمر رضى : ইবনে আবী শায়বা রহ.ও ইমাম বুখারী রহ.এটাকে তারীখ এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এর সারমর্ম হলো এই যে,যদি বায়তুলমাল থেকে কাউকে কোন কাজ করে দেওয়ার জন্য মাল দেওয়া হয় এবং সে যদি সেই কাজটি সম্পাদন না করে,তাহলে তার থেকে সেই মাল ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

তাহকীক ঃ جعائل ঃ শব্দের جيم ও عين (জীম ও আইন) বর্ণে যবর দিয়ে। এটি جعيلة এর বহুবচন। **অর্থ** ঃ পারিশ্রমিক।

حملان শব্দের حاء (হা) বর্ণে পেশ, ميم (মীম) বর্ণে সুকুন দিয়ে। এটি বাবে ضرب থেকে الحمل এর ন্যায় মাসদার যেমন ঃ حمل يحمل حملا وحملان কোন খাদেম নিয়োগ করা ঃ অর্থাৎ,যদি কোন মুজাহিদ জিহাদের ময়দানে কোন খাদেম সাথে নিয়ে যায়,তাহলে হানাফী ও মালেকীদের মতে ঐ খাদেমও গণীমতের অংশ পাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَقَالَ زَيْدٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. رضي الله عنه. حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ آشْتَرِيهِ فَقَالَ " لاَ تَشْتَرِهِ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ "

সহজ তরজমা

২৭৭২. হুমায়দী রহ. .....উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাহে একটি অশ্ব আরোহণের জন্য দান করেছিলাম। তারপর আমি তা বিক্রয় হতে দেখতে পাই। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি কি তা ক্রয় করে নিব?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না, তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার (প্রদত্ত) সাদ্‌কা ফেরত নিও না'।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,ঐ ঘোড়াটিকে আল্লাহ তাআলার রাহে সাওয়ার হওয়ার জন্য দান করা হয়েছিল। কিন্তু সেই ঘোড়াটি ওয়াকফ হিসাবে ছিল না। কারণ,যদি তা ওয়াকফ হিসাবে থাকতো তাহলে তা বিক্রি করা জায়েয হতো না।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ২০২, ৩৫৭, ৩৫৯ পৃঃ সামনে ঃ ৪২১ পৃঃ।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " لاَ تَبْتَعْهُ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ "

সহজ তরজমা

২৭৭৩. ইসমাঈল রহ. ..... আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. জনৈক অশ্বারোহীকে আল্লাহর রাহে একটি অশ্ব দান করেন। এরপর তিনি দেখতে পান যে, তা বিক্রয় করা হচ্ছে। তখন তিনি তা ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সাঃ) বললেন, "তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার প্রদত্ত সাদ্‌কা ফেরত নিও না'।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : এই হাদীসটি পূর্বের হাদীসের মতই, তবে রাবীগণ ভিন্ন ভিন্ন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৭ পৃঃ এই হাদীসটি পূর্বে একধিকবার অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ حَمُولَةً، وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَيَشُقُّ عَلَىَّ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلْتُ، ثُمَّ أُحْيِيتُ ثُمَّ قُتِلْتُ، ثُمَّ أُحْيِيتُ ".

সহজ তরজমা

২৭৭৪. মুসাদ্দাদ রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে মনে না করতাম, তবে আমি কোন সেনা অভিযান থেকে পিছিয়ে থাকতাম না। কিন্তু আমি তো (সকলের জন্য) সাওয়ারী সংগ্রহ করতে পারছি না এবং আমি এতগুলো সাওয়ারী পাচ্ছি না যার উপর আমি তাদের আরোহণ করাতে পারি। আর আমার জন্য এটা কষ্টদায়ক হবে যে, তারা আমার থেকে পেছনে পড়ে থাকবে। আমি তো এটাই কামনা করি যে, আমি আল্লাহর রাহে জিহাদ করব এবং শহীদ হয়ে যাবো, এরপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হবে এবং আমি পুনরায় শহীদ হবো। এরপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ১০, ৩৯২ পৃঃ ঃ ১০৭৩ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে,যদি কেউ অন্য কাউকে মাল দিয়ে নিজের পক্ষ থেকে জিহাদ করায় বা কোন মুজাহিদকে ফি সাবীলিল্লাহ কোন বাহন দান করে,তাহলে তা সকলের ঐক্যমতে জায়েয। কিন্তু মুজাহিদ থেকে ভাড়া নিয়ে কোন বাহন দেওয়া মাকরূহ।

بَابُ الأَجِيرِ

১৮৬৩. পরিচ্ছেদ : মজুরী গ্রহণ করে জিহাদে অংশগ্রহণ করা

وَقَالَ الحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ: «يُقْسَمُ لِلأَجِيرِ مِنَ المَغْنَمِ» وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ، فَبَلَغَ سَهْمُ الفَرَسِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَخَذَ مِائَتَيْنِ، وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ

হাসান বসরী ও ইবনে সীরীন রহ. বলেন, মজদুরকেও গনীমত লব্ধ সম্পদ থেকে অংশ দান করা হবে। আতিয়্যা ইবনে কায়স রহ. জনৈক ব্যক্তি থেকে একটি অশ্ব এ শর্তে গ্রহণ করেন যে, গনীমত লব্ধ সম্পদে প্রাপ্ত অংশ অর্ধেক করে বন্টিত হবে। তিনি অশ্বটির অংশে চারশ দীনার লাভ করেছিলেন। তখন তিনি দু'শ দীনার গ্রহণ করেন এবং দু'শ দীনার অশ্বের মালিককে দিয়ে দেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ ﷺ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَحَمَلْتُ عَلَى بَكْرٍ، فَهُوَ أَوْثَقُ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، وَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَهَا فَقَالَ " أَيَدْفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ".

সহজ তরজমা

২৭৭৫. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ রহ. .....ইয়ালা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করি। আমি একটি জওয়ান উট (জিহাদে) আরোহণের জন্য (জনৈক ব্যক্তিকে) দেই। আমার সঙ্গে এটিই ছিল আমার অধিক নির্ভরযোগ্য কাজ। আমি এক ব্যক্তিকে মজুরীর বিনিময়ে নিয়োগ করলাম। তখন সে এক ব্যক্তির সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, অতপর একজন অপরজনের হাত কামড়িয়ে ধরে সে তার হাত কামড়দাতার মুখ হতে সজোরে বের করে আনে। ফলে তার সামনের দাত উপড়ে আসে। উক্ত ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দাঁতের কোন প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করেন নি। আর তিনি বললেন, সে কি তার হাতটিকে তোমার মুখে রেখে দিবে, আর তুমি তাকে উটের ন্যায় কামড়াতে থাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ২৪৯, ৩০১ পৃঃ সামনে ঃ ৬৩৪, ১০১৮ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো যে,যদি কোন মুজাহিদ স্বীয় দুর্বলতা ও বার্ধক্যতার কারণে জিহাদের সফরে কোন মজদুর (শ্রমিক) গ্রহণ করে,তাহলে শ্রমিক শুধু এর পারিশ্রমিকই পাবে,কিন্তু গনীমতের কোন অংশ পাবে না। কিন্তু মাসআলাটি যেহেতু মতবিরোধপূর্ণ তাই ইমাম বুখারী রহ.স্বীয় অভ্যাসানুযায়ী এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন হুকুম বর্ণনা করেননি। والله اعلم

তাশরীহ ঃ আরো কিছু তাশরীহ জানার জন্য নাসরুল বারী - ৮ম খন্ড, ৪৯৭ পৃঃ দেখুন।

بَابُ مَا قِيلَ فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৬৪. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ এর পতাকা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে

لواء ঃ শব্দটির لام (লাম) বর্ণে যের ও মদ সহ। ঝান্ডা,পতাকা।

ইমাম বুখারী রহ.পৃথক-পৃথক দুটি বাব স্থাপন করেছেন ১. باب ما جاء في الالوية ২. باب في الرايات

رايات শব্দটি راية এর বহুবচন। অর্থ ঃ ঝান্ডা,পতাকা।

لواء ও راية সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের উক্তি ঃ ১. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.বলেন- اللواء هي الراية এর দ্বারা বুঝে আসে যে, উভয়টি এক ও অভিন্ন। আল্লামা কাস্তালানী রহ. বলেন, আহলে লুগাতগণ বলেন, একটি আরেকটির সমার্থবোধক।

২. কেউ কেউ বলেন - উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে, আবার কেউ কেউ বড় ও ছোট ক্ষেত্রে পার্থক্য করেন। আর কেউ কেউ প্রকারের মাঝে পার্থক্য করেন। বিস্তারিত জানার জন্য উমদাতুল কারী দেখুন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.বলেন- وكان الاصل ان يمسكها رئيس الجيش

অর্থাৎ,ঝান্ডার মাধ্যে মূল হলো যা সেনাবাহীনির হাতে থাকে এবং এটাকে علم ও বলা হয়। কেননা,এটা আমীরের অবস্থানের পরিচয় বহন করে। অর্থাৎ,কোন স্থানে ঝান্ডা দেখা যাওয়াই প্রমাণ বহন করে যে,সেখানে 'আমীর' অবস্থান করছেন।

রাসূল ﷺ এর ঝান্ডা ঃ

তিরমিযি শরীফে হযরত জাবের রাযি.থেকে বর্ণিত আছে যে,মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল ﷺ এর ঝান্ডা শুভ্র বর্ণের ছিল। আর হযরত বারা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ এর ঝান্ডা কালো চতুর্কোণ বিশিষ্ট ছিল। অর্থাৎ,কালো রংটাই অধিক ছিলো। আর কোন কোন রেওয়ায়াতে রয়েছে যে,রাসুল ﷺ এর ঝান্ডা হলুদ বর্ণের ছিল। সময়ের ব্যবধানের কারণেই এই মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ,তিনি একেক সময় একেক ঝান্ডা ব্যবহার করেছেন। সুতরাং কোন ইশকাল নেই।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ. قَالَ أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيُّ. أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِيَّ. رضي الله عنه. وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ

সহজ তরজমা

২৭৭৬. সাঈদ ইবনে আবূ মারিয়ম রহ. ..... কায়েস ইবনে সাদ আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত, আর তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পতাকা বহনকারী, তিনি হজ্জের সংকল্প করেন, তখন তিনি মাথার চুল আচঁড়িয়ে নিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৭ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ـ رضى الله عنه ـ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ، فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا فِي صَبَاحِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ ـ أَوْ قَالَ لَيَأْخُذَنَّ ـ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ـ أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ـ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ ". فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ، وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوا هَذَا عَلِيٌّ. فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

সহজ তরজমা

২৭৭৭. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. ..... সালামা ইবনে আকওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে আলী রাযি. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পেছনে থেকে যান, (কারণ) তাঁর চোখে অসুখ হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, আমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পিছিয়ে থাকব? এরপর আলী রাযি. বেরিয়ে পড়লেন এবং নবী ﷺ এর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। যখন সে রাত এল, যে রাত শেষে সকালে আলী রাযি. খায়বার জয় করেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা অর্পণ করব, কিংবা (বললেন) আগামীকাল এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ ভালবাসেন। অথবা তিনি বলেছিলেন, যে আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ কে ভালবাসে। আল্লাহ্ তাআলা তারই হাতে খায়বার বিজয় দান করবেন। হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম যে, আলী রাযি. এসে উপস্থিত, অথচ আমরা তাঁর আগমন প্রত্যাশা করিনি। তারা বললেন, এই যে আলী রাযি. এসে গিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে পতাকা অর্পণ করলেন। আর আল্লাহ্ তাআলা তাঁরই হাতে খায়বারের বিজয় দান করলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের لاعطين الراية এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৭-৪১৮ পৃঃ সামনে ঃ ৫২৫, ৬০৫ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ কোন কোন রেওয়ায়াতে ঝান্ডার গায়ে لااله الا الله محمد رسول الله লেখা ছিল বলে উল্লেখ রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ، يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَا هُنَا أَمَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ.

সহজ তরজমা

২৭৭৮. মুহাম্মদ ইবনে আলা রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি যুবাইর রাযি. কে বলেছিলেন, এখানেই কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে পতাকা পুঁতে রাখতে আদেশ করেছিলেন?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : যারা বলেন, لواء এবং راية একই জিনিস, তাদের মতে শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। আর যারা বলেন, لواء এবং راية এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে- যেমনটা পূর্বে বলা হয়েছে- তাদের মতে শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, لواء এবং راية উভয়টাই রাসূল ﷺ এর জন্য ছিল। অর্থাৎ راية কে لواء এর সাথে মিলানো হবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৮ পৃঃ সামনে ঃ ৬১৩ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.-এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে,জিহাদের ক্ষেত্রে ঝান্ডা ব্যবহার করা শরীয়ত অনুমোদিত এবং মোস্তাহাব। রেসালাতের যুগে ঝান্ডা কখনো কালো ছিল আবার কখনো সাদা ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

তাশরীহ ঃ মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল ﷺ এর ঝান্ডা হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম রাযি.এর হাতে ছিল। রাসূল ﷺ এর নির্দেশেই হযরত যুবাইর রাযি. حجون এর মধ্যে ঝান্ডা স্থাপন করেছিলেন।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী - ৮ম খন্ড,কিতাবুল মাগাযী 'ফাতহে মক্কা' অধ্যায়ন করুন।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ

১৮৬৫. পরিচ্ছেদ : রাসূল ﷺ এর উক্তি : এক মাসের পথের দূরত্ব থেকে (শত্রুর মনে) ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।

وَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ: {سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ} [آل عمران:] قَالَهُ جَابِرٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

মহান আল্লাহ তাআলার বাণীঃ আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করব। যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে। ৩ ঃ ১৫১ (এ প্রসঙ্গে) জাবির রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস উদ্বৃত করেছেন

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدِي ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا.

সহজ তরজমা

২৭৭৯. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য বলার শক্তি সহ আমি প্রেরিত হয়েছি এবং শত্রুর মনে ভীতির সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একবার আমি নিদ্রায় ছিলাম, এমতাবস্থায় পৃথিবীর ধনভান্ডার সমূহের চাবি আমার হাতে অর্পণ করা হয়। আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো চলে গেছেন আর তোমরা তা বের করছ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৮ পৃঃ সামনে ঃ ১০৩৬, ১০৩৮, ১০৮০ পৃঃ।

তাহকীক ও তাশরীহ ঃ بجوامع الكلم এখানে صفت এর اضافت হয়েছে موصوف এর দিকে। অর্থাৎ الكلم الجوامع كلم শব্দটি كلمة এর বহুবচন,আর جوامع টি جامع এর বহুবচন। কোরআনে হাকীম তো কালামে রাব্বানী, পুরো কোরআন মাজীদই جوامع الكلم তাছাড়া হাদীসে নববীতেও অনেক جوامع الكلم রয়েছে, যেমন - انما الاعمال بالنيات الدين النصيحة لكل مسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته تنتثلون ঃ এর মাদ্দা (মূলবর্ণ (ن ث ل বাবে نصر ও ضرب থেকে। انتثل অর্থ ঃ কূপ থেকে মাটি বের করা। এখানে উদ্দেশ্য হলো এই যে,তোমরা এই খাযানাগুলোকে হাসিল করে খরচ করতে থাকো।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ، فَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৭৮০. আবুল ইয়ামান রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তাঁকে আবূ সুফিয়ান রাযি. জানিয়েছেন, (রোম সম্রাট) হিরাক্ল (হিরাক্লিয়াস) আমাকে ডেকে পাঠান। তখন তিনি ইলিয়া (বর্তমান ফিলিস্তিন) নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তারপর সম্রাট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পত্রখানি আনতে আদেশ করেন। যখন পত্র পাঠ সমাপ্ত হল, তখন বেশ হৈ চৈ ও শোরগোল পড়ে গেল। এরপর আমাদেরকে (দরবার হতে) বাইরে নিয়ে আসা হল। তখন আমি আমার সঙ্গীদের উদ্দেশ করে বললাম,-যখন আমরা বহিষ্কৃত হচ্ছিলাম- আবূ কাবশার পুত্রের বিষয়ের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল। রোমের বাদশাহও তাঁকে ভয় করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। এর মর্মার্থ হলো এই যে,শাম দেশ যা মদীনা থেকে এক মাসের দূরত্বে অবস্থিত সে সময় শামের বাদশাহ ছিলেন হেরাক্লিয়াস। সুতরাং এই বাব দ্বারা বুঝে আসে যে,রাসূল ﷺ এর ভয়-ভীতি এক মাসের দূরত্বে অবস্থানরত হেরাক্লিয়াসের উপরও পড়েছিল।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী - ১ম খন্ড,১৫৩ পৃঃ দেখুন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৮ পৃঃ বাকী স্থানগুলোর জন্য নাসরুল বারী ১ম খন্ড,১৫৫ পৃঃ দেখুন।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে,সকল সৃষ্টিজীবের সর্দার রাসূল ﷺ এর ভয়-ভীতি সারা বিশ্বের চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কেননা,অধিকাংশ দেশের দূরত্ব অনেক বেশী ছিল। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে,কোন কোন দেশ দুই মাসের দূরত্বে আবার কোন কোন দেশ সামনে এক মাস,পিছনে একমাস,ডানে একমাস ও বামে একমাসের দূরত্বে ছিল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য একদম পরিস্কার যে,রাসূল ﷺ এর ভয় ভীতি সবার উপরই পড়েছিল যে,তৎকালীন যমানায় পৃথীবীর পরাশক্তি ছিল ইরান ও রোম। এরপরও কেউ আক্রমণ করেনি এমনকি আক্রমণ করার চিন্তাও করেনি।

بَابُ حَمْلِ الزَّادِ فِي الغَزْوِ

১৮৬৬. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে পাথেয় বহন করা

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى} [البقرة: ١٩٧]

আল্লাহ তাআলার বাণীঃ তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে। আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। ২ ঃ ১৯৭

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. عَنْ هِشَامٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي وَ. حَدَّثَتْنِي أَيْضًا. فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَتْ فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ وَلاَ لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ. فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلاَّ نِطَاقِي. قَالَ فَشُقِّيهِ بِاثْنَيْنِ. فَارْبِطِيهِ بِوَاحِدٍ السِّقَاءَ وَبِالآخَرِ السُّفْرَةَ. فَفَعَلْتُ. فَلِذٰلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ.

সহজ তরজমা

২৭৮১. উবাইদ ইবনে ইসমাঈল রহ. ..... আসমা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ বকর রাযি. এর গৃহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পাথেয় গুছিয়ে দিয়েছিলাম, যখন তিনি মদীনায় হিজরত করার সংকল্প করেছিলেন। আসমা রাযি. বলেন, আমি তখন মালপত্র কিংবা পানির মশক বাঁধার জন্য কিছুই পাচ্ছিলাম না। তখন আবূ বকর রাযি. কে বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার কোমর বন্ধনী ব্যতীত বাঁধার কিছুই পাচ্ছি না। আবূ বকর রাযি. বললেন, একে দ্বিখন্ডিত কর। এক খন্ড দ্বারা মশক এবং অপর খন্ড দ্বারা মালপত্র বেঁধে দাও। আমি তাই করলাম। এজন্যই তাকে বলা হত দু' কোমর বন্ধনীর অধিকারীণী।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ وَلاَ لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৮ পৃঃ সামনে ঃ ৫৫৫, ৮১১ পৃঃ।

তাহকীক ও তাশরীহ ঃ سفر শব্দের সীন বর্ণে পেশ দিয়ে। অর্থ ঃ সফরের পাথেয়,মুসাফিরের খানা,দস্তরখান।

سقاء শব্দের সীন বর্ণে যের দিয়ে। অর্থ ঃ চামড়ার মশক।

نطاق ঃ শব্দের নুন বর্ণে যের দিয়ে। অর্থ ঃ কোমর বন্ধনী।

ذات النطاقين হলো হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযি.এর উপাধি। কেননা, হযরত আসমা রাযি.স্বীয় কোমর বন্ধনী ছিড়ে দু'টুকরো করে একটি দ্বারা সফরের পাথেয় বেঁধে ছিলেন, আর দ্বিতীয়টি দ্বারা মশকের মুখ বেঁধেছিলেন। আর কেউ কেউ বলেন যে,হযরত আসমা রাযি.একটি কোমর বন্ধনীর উপর আরেকটি কোমর বন্ধনী রাখতেন,তাই তাকে ذات النطاقين বলা হয়।

বর্ণিত আছে যে,হিজরতের রাতে এই খেদমতের বদৌলতে স্বয়ং রাসূল ﷺ তাকে এই উপাধী দিয়েছিলেন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو. قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ.

সহজ তরজমা

২৭৮২. আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ রহ. ..... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগের কুরবানীর গোশত মদীনা পর্যন্ত পাথেয়রূপে গ্রহণ করতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল كُنَّا نَتَزَوَّدُ الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৮ পৃঃ পূর্বে : পূর্বে ঃ ২৩২ পৃঃ সামনে ঃ ৮১৬, ৮৩৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى. قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ. أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ. خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ. وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ. فَصَلَّوُا الْعَصْرَ. فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالأَطْعِمَةِ. فَلَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلاَّ بِسَوِيقٍ. فَلُكْنَا فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا. ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا. وَصَلَّيْنَا.

সহজ তরজমা

২৭৮৩. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. ..... সুয়াইদ ইবনে নুমান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা যখন খায়বারের উপকণ্ঠে অবস্থিত সাহবা নামক স্থানে পৌছলেন, তাঁরা সেখানে আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাবার নিয়ে আসতে বললেন। তখন নবী ﷺ এর নিকট যবের ছাতু ব্যতীত কিছুই উপস্থিত করা হয়নি। আমরা তা পানির সাথে মিশিয়ে আহার করলাম ও পান করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং কুলি করলেন, আমরাও কুলি করলাম ও সালাত আদায় করলাম।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল দুই জায়গাতে। প্রথমটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ. এর বাণী : فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالأَطْعِمَةِ এ বাক্য থেকে বুঝা যায় যে, তাদের সাথে খাবার মত কিছু জিনিস ছিল। দ্বিতীয়ত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী : إِلاَّ بِسَوِيقٍ খাবার সামগ্রী ছাতু তাদের সাথে ছিল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪১৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৪ পৃঃ সামনে ঃ ৬০০, ৬০৩, ৮১১, ৮১২ এবং ৮২০ পৃঃ।

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ. عَنْ سَلَمَةَ. ﷺ قَالَ خَفَّتْ أَزْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا. فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ. فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ". فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ. ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ. فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ".

সহজ তরজমা

২৭৮৪. বিশর ইবনে মারহুম রহ. ..... সালামা (ইবনে আকওয়া) রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে লোকদের পাথেয় কমে যায় এবং তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট হাজির হয়ে তাদের উট যবেহ করার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে অনুমতি দিলেন। সে সময় উমর রাযি. এর সাথে তাদের সাক্ষাত হল। তারা তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলো। তিনি বললেন, উট যবেহ করে তারপর তোমরা কিরূপে টিকে থাকবে? উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ সকল লোক উট যবেহ করে খেয়ে ফেলার পর কিরূপে বাঁচবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, নিজ নিজ অবশিষ্ট পাথেয় নিয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে ঘোষণা দাও। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাবারের জন্য বরকতের দুআ করলেন। তারপর তাদেরকে নিজ নিজ পাত্র নিয়ে উপস্থিত হতে আদেশ করলেন। তারা তাদের পাত্র ভরে নিতে লাগলো অবশেষে সকলেই নিয়ে নিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আর আমি আল্লাহর রাসূল'।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদিসাংশ خفت ازواد الناس এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৪১৮ - ৪১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে ৩৩৭ - ৩৩৮ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ অর্থাৎ সফরের পাথেয় সাথে নিয়ে যাওয়া তাওয়াক্কুল পরিপন্থি না। বরং মুস্তাহাব ও উত্তম। যেন রাস্তায় ভিক্ষা করার পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়। (এ রেওয়ায়াতটি হুবহু এই শব্দে ৩৮ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।)

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقَابِ

১৮৬৭. পরিচ্ছেদ : পাথেয় কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা সম্পর্কে

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ. عَنْ هِشَامٍ. عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ. عَنْ جَابِرٍ. ﷺ. قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا. فَفَنِيَ زَادُنَا. حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْكُلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً قَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ. وَأَيْنَ كَانَتِ التَّمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا. حَتَّى أَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا حُوتٌ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ. فَأَكَلْنَا مِنْهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا أَحْبَبْنَا.

সহজ তরজমা

২৭৮৫. সাদাকা ইবনে ফায্ল রহ. ..... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক জিহাদে বের হলাম এবং আমরা সংখ্যায় তিনশ' ছিলাম। প্রত্যেকে নিজ নিজ পাথেয় নিজেদের কাঁধে বহন করছিলাম। পথে আমাদের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গেল। এমনকি আমরা দৈনিক একটি মাত্র খেজুর খেতে থাকলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আবূ আবদুল্লাহ্! একটি মাত্র খেজুর একজন লোকের কি করে যথেষ্ট হত? তিনি বললেন, যখন আমরা তাও হারালাম তখন এর হারানোটা অনুভব করলাম। অবশেষে আমরা সমুদ্র তীরে এসে উপস্থিত হলাম। হঠাৎ সমুদ্র একটি বিরাট মাছ তীরে নিক্ষেপ করল। আমরা সে মাছটি তৃপ্তি সহকারে আঠার দিন পর্যন্ত খেলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদিসাংশ وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৪১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। ইতিপূর্বে তা ৩৩৭ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে মাগাজীতে ৬২৫,৬২৬, ৮২৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : অর্থাৎ বাহনে পাথেয় উঠাতে অক্ষম হলে কাঁধে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া এ শিরোনামে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সফরে পাথেয় স্বল্প পরিমাণ নিয়ে যাওয়া উচিৎ।

সহজ তাহকীক : এ হাদিসে سيف البحر এর অভিযানের ঘটনা বিদ্যমান। সে সফরে সমুদ্রের কিনারায় যে বড় মাছ পাওয়া গিয়েছিল সে মাছের নাম হলো আম্বর। এ অভিযানের বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড অর্থাৎ কিতাবুল মাগাজী পৃষ্ঠা ৪৩১।

بَابُ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ أَخِيهَا

১৮৬৮. পরিচ্ছেদ : মহিলা আপন ভাইয়ের পিছনে যানবাহনে আরোহন করা সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ. يَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِأَجْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ. وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الْحَجِّ. فَقَالَ لَهَا " اذْهَبِي وَلْيُرْدِفْكِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ". فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ. فَانْتَظَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جَاءَتْ.

সহজ তরজমা

২৭৮৬. আমর ইবনে আলী রহ. ..... আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সাহাবীগণ তো হজ্জ ও উমরার সাওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছেন, আর আমি তো হজ্জ থেকে অতিরিক্ত কিছুই

https://e-ilm.weebly.com/

করতে পারলাম না'। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি যাও, আবদুর রহমান তোমাকে তার পেছনে সাওয়ারীতে বসিয়ে নিবে। তিনি আবদুর রহমানকে আদেশ করলেন, তাঁকে তানঈম থেকে উমরার ইহরাম করিয়ে আনতে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় উঁচুভূমিতে তাঁর জন্য অপেক্ষায় থাকলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদিসাংশ اذْهَبِي وَلْيُرْدِفْكِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৪১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে ৩২৯ ও ২৪০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ وَأُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ.

সহজ তরজমা

২৭৮৭. আবদুল্লাহ্ রহ. .....আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আয়িশা রাযি.-কে আমার পেছনে বসিয়ে তানঈম থেকে উমরার ইহরাম করিয়ে আনতে আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৪১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে তা ২৩৯ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ শিরোনামের দ্বারা মহিলা এক বাহনে আপন ভাইয়ের পিছনে বসার বৈধতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আপন ভাইয়ের পিছনে বাহনে বোনের বসা জায়েয আছে।

بَابُ الِارْتِدَافِ فِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ

২৮৬৯. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ ও হজ্জের সফরে দুইজন লোকের এক বাহনে বসা সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ- رضي الله عنه- قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

সহজ তরজমা

২৭৮৮. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. .....আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ তালহা রাযি. এর পেছনে একই সাওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন লোকেরা হজ্জ ও উমরা পালনার্থে লাব্বায়েক ধ্বনি উচ্চারণ করছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট। আর জিহাদের সফরকে হজ্জের উপর কিয়াস করা হবে অর্থাৎ অধ্যায়ের হাদিসে শুধুমাত্র হজ্জের সফরের বিষয়াটির উল্লেখ করা রয়েছে। তাই জিহাদের সফরকে এর উপর কিয়াস করা হবে। কারণ উভয়াটিই ইবাদতের সফর।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৪১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। এ হাদিসের কিছু অংশ তথা যুল হুলায়ফাতে রাসূল ﷺ এর নামাযকে কছর তথা অর্ধেক পড়ার বিষয়টি ইতিপূর্বে ১৪৮, ২০৯, ২১০, ২৩১ ও ৪১৪ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. হজ্জের সাথে সাথে গাযওয়া ও জিহাদের কথা উল্লেখ করে এক্ষেত্রে বাহনে একজনের পিছনে অন্যজনের বসার বৈধতা সাবেত করলেন।

সহজ তাহকীক ঃ يصرخون অর্থ يرفعون اصواتهم بهما অর্থাৎ তারা হজ্জ ও ওমরা উভয়টাতেই আওয়াজকে উঁচু করতো। الحج,العمرة উভয়টাই জমীর থেকে বদল করা হয়েছে। তা نصب পড়াও বৈধ اختصاص এর ভিত্তিতে। আবার رفع পড়াও বৈধ مبتدامحذوف এর খবর হিসেবে। তখন ইবারত হবে احدهماالحج والاخر العمرة।

بَابُ الرِّدْفِ عَلَى الْحِمَارِ

১৮৭০. পরিচ্ছেদ : গাধার উপর নিজের পিছনে অন্যকে বসানো সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ. عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ. عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ. وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ.

সহজ তরজমা

২৭৮৯. কুতাইবা রহ. ..... উসামা ইবনে যায়দ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাধার পিঠে পালান লাগিয়ে তার উপর চাদর বিছিয়ে তাতে আরোহণ করেন। আর উসামা রাযি.-কে তাঁর পেছনে বসালেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট। তা হলো রাসূল ﷺ নিজে গাধার উপর আরোহন করে পিছনে হযরত উসামা রাযি.কে বসিয়েছেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৪১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৮৪৫, ৮৮২, ৯১৬, ৯২৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. قَالَ يُونُسُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. مُرْدِفًا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ. حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ. فَفَتَحَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ. فَمَكَثَ فِيهَا نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ. فَاسْتَبَقَ النَّاسُ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ. فَوَجَدَ بِلَالًا وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا. فَسَأَلَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ

সহজ তরজমা

২৭৯০. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ......আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন আপন সাওয়ারীর পিঠে নিজের পেছনে উসামা ইবনে যায়দ রাযি.-কে বসিয়ে মক্কার উঁচু ভূমির দিক থেকে আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল রাযি. এবং চাবি সংরক্ষক উসমান ইবনে তলহা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের পার্শ্বে উটটিকে বসালেন। তারপর উসমান রাযি.-কে কা'বা গৃহের চাবি নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। কাবার (দ্বার) খুলে দেওয়া হল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভেতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা, বিলাল ও উসমান রাযি.। দিনের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর সেখান হতে বেরিয়ে এলেন। এ সময় লোকেরা প্রবেশ করার জন্য দৌড়িয়ে আসল। সকলের আগে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর

https://e-ilm.weebly.com/

রাযি. ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং বিলাল রাযি.-কে দরজার পেছনে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন স্থানে সালাত আদায় করেছিলেন? আবদুল্লাহ্ রাযি. বলেন, আমি তাঁকে একথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কত রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল হলো مردفا اسامة بن زيد এ হাদীসাংশের সাথে।

এখানে এ প্রশ্ন যৌক্তিক হবে না যে,শিরোনামে তো গাধার কথা উল্লেখ রয়েছে। আর হাদীসে তো উটনীর উল্লেখ রয়েছে ? কারণ গাধাও তো উটনীর ন্যায় একটি প্রাণী। সুতরাং উটনীর উপর যখন দুইজন একসাথে আরোহন করা বৈধ, তাই উটনীর উপর কিয়াস করে গাধার উপরও দুইজন আরোহন করা বৈধ হবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৪১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৫৭, ৬৭,৭২, ১৫৬ ও ২১৭ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে মাগাজীতে ৬১৪ ও ৬৩১ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ এ শিরোনামের দ্বারা একথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে,যেরুপ উটনীর উপর অন্যকে পিছনে বসানো বৈধ, তেমনিভাবে গাধার উপরও। তবে শর্ত হলো গাধাটি শক্তিশালী হতে হবে।

ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাজি ৩৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

بَابُ مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحْوِهِ

১৮৭১. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রিকাব ইত্যাদিতে ধরে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ، فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ".

সহজ তরজমা

২৭৯১. ইসহাক রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক দিন যাতে সূর্য উদিত হয়, তাতে মানুষের দেহের প্রতিটি জোড়া হতে একটি মানুষের প্রত্যেক জোড়ার প্রতি সদকা রয়েছে, প্রতি দিন যাতে সূর্য উদিত হয়। দু'জন লোকের মধ্যে সুবিচার করাও সাদকা। কাউকে সাহায্য করে সাওয়ারীতে আরোহণ করিয়ে দেওয়া বা তার উপরে তার মালপত্র তুলে দেওয়াও সাদকা। ভাল কথাও সাদকা। সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে পথ চলায় প্রতিটি কদমেও সাদকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সাদকা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ، فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا এর সাথে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৪১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে তা ৩৭৩ ও ৪০৪ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ উদ্দেশ্য হলো কোন ব্যক্তি যদি কাউকে বাহনে আরোহন করিয়ে দেয়, অথবা এ ধরনেরই কোন সাহায্য করে যেমন তার আসবাব বাহনে উঠিয়ে দিল, এটা তার জন্য সদকা সমতুল্য, যা ছওয়াবের কারণ হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ঃ سلامى শব্দটির (সিন) হরফে পেশ এবং লাম হরফ তাশদীদবিহীন। এর একবচন ও বহুবচন একই। কেউ কেউ বলেন, তার বহুবচন হল سلاميات (ফতহুল বারী) আর এর অর্থ হলো জোড়া। মানুষের শরীরে তিনশত ষাটটি জোড়া রয়েছে। (قس)

হাদীসের একটি শব্দ হলো عليه صدقة অথচ যুক্তির দাবী হলো عليها বলা। কারণ سلامى শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ (مؤنث) কিন্তু এখানে عليه বলাটা كل শব্দের সাথে মিল রেখে বলা হয়েছে। অথবা سلامى শব্দে العظيم অথবা المفصل এর অর্থ বিদ্যমান। তাই হয়তো এ দিকে লক্ষ করেই জমীর পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। (উমদা)

بَابُ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

১৮৭২. পরিচ্ছেদ : অমুসলিম রাষ্ট্রে কুরআন শরীফ নিয়ে সফর করা অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে

وَكَذٰلِكَ يُرْوٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَتَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ الْقُرْآنَ

সহজ তরজমা

অনুরূপ মুহাম্মদ ইবনে বিশর রহ. ....ইবনে উমর রাযি. -এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। উবাইদুল্লাহ রহ. এর অনুসরণকারী ইবনে ইসহাকও .... ইবনে উমর রাযি. -এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ রাযি. শত্রুর ভূখণ্ডে সফর করেছেন এবং তাঁরা কুরআনুল কারীম জানতেন

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.

সহজ তরজমা

২৭৯২. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা রহ. ..... আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রুর ভূখণ্ডে সফর করতে নিষেধ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট। কেননা এ হাদীসে কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো المصحف।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৪২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ

ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো অমুসলিম রাষ্ট্রে নিঃশর্তভাবে কুরআন শরীফ নিয়ে যাওয়া مكروه ও নিষিদ্ধ না। বরং এমন ছোট দলে কুরআন শরীফ নিয়ে যাওয়া নিষেধ, যেখানে নিরাপত্তা নিশ্চিত না। বরং শুত্রুর ছিনিয়ে নেওয়ার আশংকা রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি মুসলিমদের বাহিনী অনেক বড় হয় যে কারণে এ ধরনের কোন আশংকা না থাকে তাহলে কুরআন শরীফ সাথে নিয়ে যেতে কোন বাধা নেই। বরং বৈধ।

يعلمون শব্দটির ياء হরফে যবর যা علم মাসদার থেকে مضارع এর ছিগা। কোন কোন নুসখাতে يعلمون শব্দটি تعليم মাছদার থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম সূরতে তো বিষয়টি সুস্পষ্ট। কেননা, কোন আলেম বা কোরআনের হাফেজ অমুসলমান রাষ্ট্রে যাওয়া কারো নিকট নিষেধ না। তবে রাসূল ﷺ এর কায়সার ও অন্যান্য বাদশাহদের নিকট চিঠিতে কোরআনের আয়াত লিখে শত্রুদের রাষ্ট্রে প্রেরণ করার বিষয়টি তো প্রশ্ন সাপেক্ষ।

https://e-ilm.weebly.com/

উত্তরে বলা যায় যে,এখানে তো শুধু কোরআন শরীফ পাঠানো হয় নাই। বরং تبعا হিসেবে চিঠিতে কোরআনের আয়াত লিখা হয়েছে। অর্থাৎ গাইরে কুরআনের সাথে কুরআন প্রেরণ করা হয়েছে। আর নিষিদ্ধ তো ঐ কুরআন প্রেরণ করা যা মাছহাফে লিখা। আর তা শত্রু ছিনিয়ে নেওয়ার আশংকা থাকে। এটাই হানাফিগণের মাজহাব। অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. হানাফীগণের অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرْبِ

১৮৭৩. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের সময় আল্লাহু আকবার বলা সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ صَبَّحَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي عَلَى أَعْنَاقِهِمْ. فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا هٰذَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. فَلَجَئُوا إِلَى الْحِصْنِ. فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ " اَللّٰهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ". وَأَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا. فَنَادٰى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ. فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا. تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ.

সহজ তরজমা

২৭৯৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অতি প্রত্যুষে খায়বার প্রান্তরে প্রবেশ করেন। সে সময় ইয়াহুদীগণ কাঁধে কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা যখন তাঁকে দেখতে পেল, তখন বলতে লাগল, মুহাম্মদ সেনাদলসহ আগমন করেছে, মুহাম্মদ সেনাদলসহ আগমন করেছে। ফলে তারা দুর্গে ঢুকে পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উভয় হাত তুলে বললেন, আলাহু আকবার, খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের অঞ্চলে অবতরণ করি, তখন ভয় প্রদর্শিতদের সকাল মন্দ হয়। আর আমরা সেখানে কিছু গাধা পেয়ে গেলাম। তারপর আমরা এগুলোর গোশত রান্না করলাম। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পক্ষ হতে ঘোষণা দানকারী ঘোষণা দিল, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ তোমাদেরকে গাধার গোশত (আহার করা) হতে নিষেধ করেছেন। (এতদশ্রবণে) ডেগগুলো উল্টিয়ে দেওয়া হল তাতে যা ছিল তা সহ। আলী রহ. সুফিয়ান রহ.) সূত্রে নবী ﷺ তাঁর দু'হাত উপরে উঠান বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ রহ-এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ اَللّٰهُ أَكْبَرُ. خَرِبَتْ خَيْبَرُ এর সাথে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৪২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৫৩, ৫৪ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫১৪ পৃষ্ঠায় ও মাগাজিতে ৬০৩, ৬০৪ ও ৮৩০ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ এ শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একথা বলা যে,যুদ্ধের সময় তাকবীর বলা শরীয়তসম্মত ও বৈধ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي التَّكْبِيرِ

১৮৭৪. পরিচ্ছেদ : তাকবীর অতি উচ্চ আওয়াজে বলা অপছন্দনীয় হওয়ার বর্ণনা সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَاصِمٍ. عَنْ أَبِي عُثْمَانَ. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ. ﷺ. قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ. ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ. فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا. إِنَّهُ مَعَكُمْ. إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ".

সহজ তরজমা

২৭৯৪. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ. ..... আবূ মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন কোন উপত্যকায় আরোহণ করতাম, তখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার বলতাম। আর আমাদের আওয়াজ অতি উঁচু হয়ে যেত। নবী ﷺ আমাদেরকে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের উপর রহম কর। কেননা, তোমরা তো বধির বা দূরবর্তী সত্তাকে ডাকছ না। বরং তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই আছেন, তিনি তো শ্রবণকারী ও নিকটবর্তী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল গ্রহণ করা হবে হাদীসের অর্থ থেকে। কারণ তার সারকথা হলো রাসূল ﷺ দোয়া ও জিকির অতি উঁচু আওয়াজ করাকে অপছন্দ করতেন। (সুতরাং এখানে ও অছন্দ করবেন।)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৪২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে মাগাজিতে ৬০৫, ৯৪৪, ৯৬৮ ও ১০৯৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ উদ্দেশ্য হলো, অতি উঁচু আওয়াজে চিৎকার করে তাকবীর বলাকে রাসূল ﷺ অপছন্দ করেছেন। বিশেষ করে যুদ্ধের ময়দানে বিশেষ মুহূর্তে কৌশলের পরিপন্থি হওয়ায় যে,শত্রু চৌকান্না হয়ে যাবে। এ কারণে সুউচ্চ আওয়াজে তাকবীর বলাটা অপছন্দ করেছেন। এবং এমন করতে নিষেধও করেছেন। অন্যথায় পূর্বের অধ্যায়ের দ্বারা বুঝা গিয়েছিল যে,যখন খায়বার বাসীরা রাসূল ﷺ ও মুসলমান বাহিনীকে দেখে পলায়ন করতে লাগল তখন রাসূল ﷺ আল্লাহু আকবার বলেছেন। মোটকথা তাকবীর বলাটাতো প্রমাণিত আছে এমনকি তা মুস্তাহাবও বটে। কোন কোন ক্ষেত্রে উঁচু আওয়াজের কথা রেওয়ায়াতেও বর্ণিত আছে। যেমন আযানে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

بَابُ التَّسْبِيحِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا

১৮৭৫. পরিচ্ছেদ : কোন নীচু স্থানে অবতরণ কালে সুবহানাল্লাহ বলা সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا. وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا.

সহজ তরজমা

২৭৯৫. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ. ......জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন কোন উঁচু স্থানে আরোহণ করতাম, তখন আল্লাহু আকবার বলতাম আর যখন কোন উপত্যকায় অবতরণ করতাম, তখন সুবহানাল্লাহ্ বলতাম।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল হাদীসাংশ اذا نزلنا سبحنا, এর সাথে। আর نزول এর অর্থই হলো الهبوط অর্থাৎ অবতরণ করা।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৪২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে সংশ্লিষ্ট পরের অধ্যায়েই ৪২০ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একথা বর্ণনা করা যে,রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি.যখন কোন উচুঁ স্থানে উঠতেন অথবা কোন পাহাড় বা টিলাতে আরোহন করতেন তখন আলাহু আকবার বলতেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ও মাহাত্ব বর্ণনা করতেন। আর যখন নীচে অবতরণ করতেন তখন সুবহানাল্লাহ বলতেন। যেমনিভাবে হযরত ইউনুস আঃ মাছের পেটে তাছবীহ পাঠ করেছিলেন বলে আল্লাহ তাআলা তাকে এর বরকতে কঠিন বিপদ তথা মাছের পেট থেকে মুক্তি দান করেছিলেন।

بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا عَلاَ شَرَفًا

১৮৭৬. পরিচ্ছেদ : উঁচু স্থানে আরোহনের সময় আল্লাহু আকবার বলা সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . عَنْ شُعْبَةَ . عَنْ حُصَيْنٍ . عَنْ سَالِمٍ . عَنْ جَابِرٍ - ﷺ - قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا . وَإِذَا تَصَوَّبْنَا سَبَّحْنَا .

সহজ তরজমা

২৭৯৬. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. .....জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন উঁচু স্থানে আরোহন করতাম, তখন আল্লাহু আকবার বলতাম আর যখন নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করতাম, তখন সুবহানাল্লাহ্ বলতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল হাদীসাংশ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا এর সাথে। কারণ এর অর্থ হলো যখন আমরা কোন সুউচ্চ স্থানে আরোহন করতাম তখন আমরা তাকবীর বলতাম।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৪২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ . قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ . عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ . عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ - وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ الْغَزْوِ - يَقُولُ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ . وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ . لَهُ الْمُلْكُ . وَلَهُ الْحَمْدُ . وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ . صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ . وَنَصَرَ عَبْدَهُ . وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ " . قَالَ صَالِحٌ فَقُلْتُ لَهُ أَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ لاَ .

সহজ তরজমা

২৭৯৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ রহ. ..... আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হজ্জ কিংবা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, নাকি এরূপ বলেছেন যে, যখন জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনি ঘাঁটি অথবা প্রস্তরময় ভূমিতে পৌছে তিনবার 'আল্লাহু আকবার বলতেন। তারপর এ দু'আ পাঠ করতেন, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, কর্তৃত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আমরা সফর থেকে

https://e-ilm.weebly.com/

প্রত্যাবর্তনকারী, গুনাহ থেকে তাওবাকারী, ইবাদত পালনকারী, সিজদাকারী, আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন, কাফির সৈন্যদলকে তিনি একাই পরাভূত করেছেন"। সালেহ রহ বলেন, আমি তাকে বললাম, আবদুল্লাহ্ কি ইনশাআল্লাহ্ বলেন নি? তিনি বললেন, না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল হাদীসাংশ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا এর সাথে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৪২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ২৪২ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৪৩৩-৪৩৪, ৫৯০ ও ৯৪৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্বের হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে।

بَابُ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الإِقَامَةِ

১৮৭৭. পরিচ্ছেদ : মুসাফির মুকীমাবস্থায় যে সকল নেক আমল করে মুসাফিরাবস্থায় সে সকল নেক আমলের ছওয়াব তার জন্য লিখা হয়।

حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، وَاصْطَحَبَ، هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا".

সহজ তরজমা

২৭৯৮. মাতার ইবনে ফাযল রহ. .....আবূ বুরদা ইবনে আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি এবং ইয়াযিদ ইবনে আবূ কাবশা রাযি. সফরে ছিলেন। আর ইয়াযিদ রাযি. মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখতেন। আবূ বুরদা রাযি. তাঁকে বললেন, আমি আবূ মূসা (আশআরী) রাযি.- কে একাধিকবার বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন বান্দা রোগাক্রান্ত হয় কিংবা সফর করে, তখন তার জন্য তা-ই লিখিত হয়, যা সে মুকীম অবস্থায় বা সুস্থ অবস্থায় আমল করত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল হাদীসাংশ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ الخ

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৪২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যদি গোনাহের উদ্দেশ্যে সফর না হয়। বরং ভাল কাজ বা বৈধ কাজের সফর হয়, তাহলে অসুস্থতার ন্যায় এটাও একটি অপারগতা। উভয়াবস্থায় মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই অক্ষম হয়ে যায়। তাই শরীয়ত এর প্রতি লক্ষ্য রেখেছে এবং সুসংবাদ প্রদান করেছে যে,মুসাফির মুকীমাবস্থায় যে সকল ইবাদাতে অভ্যস্থ ছিল। অথবা অসুস্থ্য ব্যক্তি সুস্থ্য থাকা কালে যে সকল ইবাদাত করত, অসুস্থতার কারণে তা ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও ঐ সকল ইবাদতের ছওয়াব তার আমলনামায় লিখা হয়। তবে শর্ত হলো চুরি ডাকাত বা কোন গোনাহের সফর না হতে হবে। ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন, এ হুকুম ফরজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা,ফরজ ইবাদত সফর ও অসুস্থতার কারণে রহিত হয় না। কিন্তু ইবনে মুনীর আরো সামনে অগ্রসর হয়ে বলেন, যদি অসুস্থতার দরুন ফরজ ইবাদত থেকেও অক্ষম হয়ে যায় তাহলেও তার জন্য ছওয়াব লিখা হয়। যেমন নামাজে দাঁড়ানো ফরজ। অসুস্থতার কারণে যদি দাঁড়াতে অক্ষম হয়ে যায় তাহলে বসে পড়লেও দাঁড়িয়ে পড়ার সওয়াব পাওয়া যাবে। ইনশাআল্লাহ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ السَّيْرِ وَحْدَهُ

১৮৭৮. পরিচ্ছেদ : একাকি সফর করা সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ. قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- يَقُولُ نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ. فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ. ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ. ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا. وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ". قَالَ سُفْيَانُ الْحَوَارِيُّ النَّاصِرُ.

সহজ তরজমা

২৭৯৯. হুমাইদী রহ. .....জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ খন্দকের যুদ্ধের দিন লোকদেরকে আহ্বান করেন। যুবাইর রাযি. সে আহ্বানে সাড়া দিলেন, পুনরায় তিনি লোকদের আহ্বান করলেন, আবারও যুবাইর রাযি. সে আহ্বানে সাড়া দিলেন। পুনরায় তিনি লোকদের আহ্বান করলেন, এবারও যুবাইর রাযি. সে আহ্বানে সাড়া দিলেন। এরূপ তিনবার বললেন। নবী ﷺ বললেন, 'প্রত্যেক নবীর জন্য একজন বিশেষ মদদগার থাকে আর আমার বিশেষ মদদগার হচ্ছে যুবাইর'। সুফিয়ান রহ বলেন, হাওয়ারী সাহায্যকারীকে বলা হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল হলো এ হিসেবে যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যখনই ডাকতেন তখনই হযরত যুবাইর রাযি.একাই বলতেন আমি উপস্থিত এবং রাসূলের ডাকে সাড়া দিতেন।

সহজ তাশরীহ ঃ হাদীসে উলিখিত কাজটি ছিল এই যে,কাফেরদের সংবাদ কে নিয়ে আসবে যারা খন্দকের বাহিরে ছিল। রাসূল ﷺ যখনই কাফেরদের থেকে সংবাদ আনার জন্য কাউকে ডাকতেন তখনই হযরত যুবাইর রাযি.বলতেন আমি উপস্থিত। এবং সংবাদ আনার জন্য তিনি একাই সফর করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে হাদিসটি ৪২০ - ৪২১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে হাদিসটি ৩৯৯ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে, আর সামনে ৫২৭, ৫৯০ ও ১০৭৮ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي. عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح و حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ".

সহজ তরজমা

২৮০০. আবুল ওয়ালীদ ও আবূ নুআইম রহ. ..... ইবনে উমর রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি লোকেরা একা সফর করাতে কি অনিষ্ট রয়েছে তা জানত, যা আমি জানি, তবে কোন আরোহী রাতে একাকী ভ্রমণ করত না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদিসাংশ "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ" এর সাথে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৪২১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এ অধ্যায়ের অধীনে দুটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। প্রথমটি হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। যার দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রয়োজনের সময় একাকী সফর করা জায়েয আছে যেমনিভাবে হযরত যুবাইর রাযি. রাসূল ﷺ এর নির্দেশে কাফেরদের অবস্থা জানার জন্য একাকি সফর করেছেন। দ্বিতীয় হাদিসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যার দ্বারা একাকি সফর করার নিষেধাজ্ঞা অনুমিত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

দুই হাদিসে সামঞ্জস্য বিধান ঃ অনুমতি ও বৈধতা প্রয়োজন ও নিরাপদাবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর নিষেধাজ্ঞা ও অপছন্দনীয় হওয়াটা প্রয়োজন না থাকা ও ভয় ভীতির সময় সফর করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একারণেই একা সফরকালে কোন ধরনের আশংকা বা ভয়ভীতি থাকলে তখন একাকি সফর না করা উচিৎ।

بَابُ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيُعَجِّلْ

১৮৭৯. পরিচ্ছেদ : সফরকালে দ্রুত চলা সম্পর্কে

হযরত আবু হুমাইদ সাঈদী রহ. বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আমি অতিদ্রুত মদীনায় পৌছতে চাই। সুতরাং যে ব্যক্তি দ্রুত যেতে চায় সে যেন আমার সাথে চলে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ هِشَامٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ. سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. كَانَ يَحْيَى يَقُولُ وَأَنَا أَسْمَعُ فَسَقَطَ عَنِّي. عَنْ مَسِيرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. قَالَ فَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

সহজ তরজমা

২৮০১. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. ......হিশাম রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, উসামা ইবনে যায়দ রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরূপ গতিতে পথ চলেছিলেন। রাবী ইয়াহয়া রহ বলতেন, উরওয়া রহ বলেন, "আমি শুনতেছিলাম, তবে আমার বর্ণনায় তা বাদ পড়েছে। উসামা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সহজ দ্রুতগতিতে চলতেন আর যখন প্রশস্ত খালি জায়গা পেতেন, তখন দ্রুত চলতেন। নাস হচ্ছে সহজ গতির চাইতে দ্রুত গতিতে চলা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হলো হাদিসাংশ نص এর সাথে। কেননা نص এর অর্থ হলো দ্রুত গতিতে সফর করা।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৪২১পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে হাদিসটি ২২৬ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৬৩৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ. هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ. فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ. ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ. يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

সহজ তরজমা

২৮০২. সাঈদ ইবনে আবূ মারয়াম রহ. .....আসলাম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কার পথে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাযি.- এর সঙ্গে ছিলাম। পথে তাঁর নিকট সাফিয়্যা বিনতে আবূ উবাইদ রাযি. এর ভীষণ অসুস্থতার সংবাদ পৌছে। তখন তিনি দ্রুতগতিতে চলতে থাকেন। এমনকি যখন সূর্যাস্তের পরে লালিমা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন তিনি উট থেকে অবতরণ করে মাগরিব ও এশার সালাত একত্রে আদায় করেন। আর আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাযি. বলেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি, যখন তাঁর দ্রুত চলার প্রয়োজন হতো, তখন তিনি মাগরিবকে বিলম্বিত করে মাগরিব ও এশা উভয় সালাত পরপর এক সাথে আদায় করতেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদিসাংশ اذا جد به السير এর সাথে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৪২১পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে তা ১৪৮, ১৪৯, ২৪৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ. يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ ".

সহজ তরজমা

২৮০৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সফর যেন আযাবের একটি অংশ। যা তোমাদেরকে নিদ্রা, আহার ও পান করা থেকে বিরত রাখে। কাজেই তোমাদের কেউ যখন সফরে নিজ কাজ সম্পন্ন করে ফেলে, সে যেন তারপর নিজ পরিবার পরিজনের কাছে দ্রুত চলে আসে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদিসাংশ فليعجل الى اهله এর সাথে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ২৪২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৮১৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ এ অধ্যায় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসাফির যখন আপন প্রয়োজন সেরে ফেলবে তখন তার জন্য দ্রুত বাড়িতে ফিরে যাওয়া উচিৎ। যেন সে বিশ্রাম নিতে পারে। আর ঘরওয়ালারাও তাকে পেয়ে আনন্দিত হয়।

بَابٌ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهَا تُبَاعُ

১৮৮০. পরিচ্ছেদ : কেউ যদি একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় বাহন হিসাবে দান করে অতঃপর সে ঘোড়াটিই বিক্রয় হতে দেখে তাহলে তার করণীয় সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ. فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ " لاَ تَبْتَعْهُ. وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ".

সহজ তরজমা

২৮০৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ রহ. ..... আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. আল্লাহর রাহে আরোহণের জন্য একটি ঘোড়া দান করেন। তারপর তিনি সে ঘোড়াটিকে বিক্রি হতে দেখতে পান। তিনি তা ক্রয় করে নিতে ইচ্ছা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার দেওয়া সাদকা ফেরত নিও না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৪২১পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে হাদিসটি ২০১, ৩৮৯, ৪১৭ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَابْتَاعَهُ ـ أَوْ فَأَضَاعَهُ ـ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ‏"‏

সহজ তরজমা

২৮০৫. ইসমাঈল রহ. ...... উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাহে একটি ঘোড়া দান করি। সে তা বিক্রি করতে চেয়েছিল কিংবা যার নিকট সেটা ছিল সে তাকে বিনষ্ট করার উপক্রম করেছিল। আমি ঘোড়াটি ক্রয় করতে ইচ্ছা করলাম। আর আমি ধারণা করেছিলাম যে, সে তাকে সস্তায় বিক্রি করে দিবে। আমি এ বিষয়ে নবী ﷺ এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, তুমি তা ক্রয় কর না, যদিও তা একটি মাত্র দিরহামের বিনিময়ে হয়। কেননা সাদকা দান করত ফেরত গ্রহণকারী এমন কুকুরের তুল্য, যে বমি করে পুনরায় তা খায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট। আর হাদিসে শিরোনামের অস্পষ্ট বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৪২১পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূবে তা ২০৩, ৩৫৭, ৩৫৯, ৪১৭ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ শিরোনামের উদ্দেশ্য হলো যদি কেউ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য কোন ঘোড়া বা অন্য কোন বাহন সদকা করে তাহলে সেই ঘোড়াটি বিক্রি হতে দেখলে তার জন্য তা খরিদ করা বৈধ হবে কি?

মাসআলাটি যেহেতু মতানৈক্যপূর্ণ ছিল তাই ইমাম বুখারী রহ. সুস্পষ্ট কোন হুকুম আরোপ করেন নাই। জমহুর ইমাম আজম, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে সদকাকৃত সম্পদ পুনরায় ক্রয় করা বৈধ। তবে মাকরূহে তানযিহী। মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো যাকে সদকা করা হয়েছিল সে তো পূর্বের দানের কারণে মূল্য নির্ধারনের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড়ের চেষ্টা করবে। যার ফলে তার দানকৃত বস্তুর কিছু পরিমান তার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে মাকরূহ হবে। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড ও নাসরুল মুনঈম ২৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

بَابُ الْجِهَادِ بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ

১৮৮১. পরিচ্ছেদ : পিতা মাতার অনুমতি নিয়ে জিহাদে গমনের বর্ণনা সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ ـ وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ ـ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ ‏"‏ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ نَعَمْ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ‏"‏‏.‏

সহজ তরজমা

২৮০৬. আদম রহ. ..... আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, 'তবে তাঁদের খেদতম করতে চেষ্টা কর'।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল গ্রহণ করা হয়েছে হাদিসাংশ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ থেকে। কেননা,তার মাতা-পিতার নিকট চেষ্টা করাটা এ কথার দাবী রাখে যে,তার উপর মাতা-পিতার সন্তুষ্টি রয়েছে। আর অনুমতি প্রার্থনার সময় তাকে অনুমতি প্রদান করাটা তাদের সন্তুষ্ট থাকার দলীল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে হাদীসটি ৪২১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৮৮৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ মাতা-পিতার জীবদ্দশায় তাদের অনুমতি ছাড়া জিহাদে যাওয়া বৈধ না। কেননা,মাতা-পিতার খেদমত করা ফরজে আইন। জিহাদ হলো ফরজে কেফায়া। একারণে জমহুর উলামায়ে কেরামের উক্তি এটাই যে, যদি মাতা-পিতা মুসলমান হয় আর সন্তানকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রদান না করে তাহলে সে সন্তানের জন্য জিহাদে যাওয়া বৈধ না। এ হুকুম সাভাবিকাবস্থায়। আর যদি শত্রু ব্যাপক শক্তি নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে আর মুসলমানদের বাদশাহ نفير عام ব্যাপক ভাবে সর্ব শ্রেণীর মানুষের জিহাদে অংশ গ্রহনের ডাকদেয় তাহলে এমতাবস্থায় জিহাদে অংশ গ্রহন করা ফরজে আইন। এখন যদি মাতা-পিতা অনুমতি নাও দেয় তথাপি জিহাদে অংশ গ্রহন করা ওয়াজিব আবশ্যক। আর দাদা,দাদী,নানা,নানীর হুকুমও মাতা-পিতার ন্যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَا قِيلَ فِي الجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الإِبِلِ

১৮৮২. পরিচ্ছেদ : উটের গলায় ঘন্টা ইত্যাদি-যার দ্বারা আওয়াজ বের হয় তা-লটকানো সম্পর্কে যা বলা হয়েছে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ. أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَخْبَرَهُ أَنَّهُ. كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ. وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولاً أَنْ لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ.

সহজ তরজমা

২৮০৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ রহ. .....আবূ বাশীর আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে ছিলেন। (রাবী) আবদুল্লাহ্ বলেন, আমার মনে হয়, তিনি (আবূ বাশীর আনসারী) বলেছেন যে, মানুষ শয্যায় ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন সংবাদ বাহককে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, কোন উটের গলায় যেন ধনুকের রশির মালা কিংবা মালা না থাকে, থাকলে তা যেন কেটে ফেলা হয়।

১. জাহেলী যুগে উটের গলায় এক ধরনের মালা এ উদ্দেশ্যে লটকানো হতো, যাতে উট নজর থেকে রক্ষা পায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণার্থে এ নির্দেশ প্রদান করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর বর্ণনাকৃত এ রেওয়ায়াতে ঘন্টার বিষয়টি উল্লেখ নেই। তবে ইমাম বুখারী রহ.এর অভ্যাস হলো বাবের অধিনে কোন হাদীসের একটি অংশ উল্লেখ করেন, কিন্তু সে অংশের সাথে বাবের কোন মিল খুজে পাওয়া যায় না ঠিক,তবে এ হাদীসের অপর সূত্রে বাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দ উল্লেখ থাকে। সুতরাং দ্বারাকুতনীর রেওয়ায়াতে এমন রয়েছে ولاجرس فى عنق بعير الا قطع।

আল্লামা খাত্তাবী রহ. শিরোনামের সাথে মিল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ঘন্টি তাঁত অথবা রশিতে ঝুলানো হয়ে থাকে। তো যখন তাঁতের কেলাদা এবং ব্যাপকভাবে সবধরণের কেলাদই কেটে ফেলার হুকুম দেওয়া হয়েছে, তখন এর দ্বারা ঘন্টিও কেটে ফেলার হুকুম সাব্যস্ত হবে।

আর ঘন্টা বাঁধার নিষেধাজ্ঞা এ কারণে যে, হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, ফেরেশ্তা ঐ সকল লোকদের সাথে থাকে না। যার সাথে ঘন্টা থাকে। এ ছাড়া ও একটি রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে الجرس مزمار الشيطان ঘন্টা শয়তানের বাজনা। তাছাড়া ঘন্টা তো ناقوس (যা খৃষ্টানদের একটি বড় নিদর্শন) এর সাথে সাদৃশ্যতা রাখে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তিঃ এখানে হাদীসটি ৪২১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। ইমাম মুসলিম রহ.কিতাবুল লিবাসে ও ইমাম আবু দাউদ রহ.জিহাদ অধ্যায়ে আর ইমাম নাসাঈ রহ. سير অধাধয়ে এ রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন। قس

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর এ অধ্যায়ে ঘন্টা বাঁধার কারাহাত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। জমহুরের নিকট মাকরূহে তানযিহী। আর কারাহাত শুধু উটের সাথে নির্দিষ্ট না।

بَابُ مَنِ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً. أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ. هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ

১৮৮৩. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজের নাম যুদ্ধাদের তালিকায় লিখিয়েছে অতঃপর তার স্ত্রী হজ্জের সফরে যেতে চায় অথবা অন্য কোন অপারগতার সম্মুখীন হয়, তাহলে তার জন্য কি জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি থাকবে?

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً. قَالَ " اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ".

সহজ তরজমা

২৮০৮. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. .....ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন পুরুষ যেন অপর কোন মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থান না করে, কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মাহরাম সঙ্গী ব্যতীত সফর না করে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য আমার নাম তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'তবে যাও নিজ স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর'।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ اذهب فا حجج مع امرأتك এর সাথে।। কেননা, সে যুদ্ধাদের তালিকায় নাম লিখিয়েছিল এ অবস্থায় তার স্ত্রী ফরজ হজ্জে যাওয়ার মনস্থ করলে রাসূল ﷺ তাকে স্ত্রীর সহিত হজ্জে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে হাদীসটি ৪২১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ২৫০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। এবং সামনে ৪৩০ ও ৭৮৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ফরজ হজ্জ আদায় করাটা জিহাদের উপর অগ্রগণ্য। কারণ তার স্ত্রীর সাথে তো অন্য কোন পুরুষ যেতে পারবে না। আর জিহাদে সে ব্যক্তিত অন্য লোকও শরীক হতে পারবে। এখানে রাসূল ﷺ জরুরী কাজকে গাইরে জরুরী কাজের উপর প্রাধান্য দান করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الجَاسُوسِ. وَالتَّجَسُّسُ: اَلتَّبَحُّثُ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} [الممتحنة:]

১৮৮৪. পরিচ্ছেদ : গুপ্তচর সম্পর্কে। التجسس অর্থ তালাশ করা, অনুসন্ধান চালানো। এবং আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ (হে ঈমানদারগণ) তোমরা আমার এবং তোমাদের শুক্রদেরকে বন্ধু বানিও না।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. سَمِعْتُهُ مِنْهُ. مَرَّتَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ. قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا. ﷺ. يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ قَالَ "اِنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ. فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ. فَخُذُوهُ مِنْهَا". فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ. فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ. فَقَالَتْ مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ. فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا. فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "يَا حَاطِبُ. مَا هٰذَا". قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ. لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ. إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ. وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا. وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ. يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ. فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي. وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلاَ ارْتِدَادًا وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَقَدْ صَدَقَكُمْ". قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ. قَالَ "إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ. فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ". قَالَ سُفْيَانُ وَأَيُّ إِسْنَادٍ هٰذَا.

সহজ তরজমা

২৮০৯. আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ রহ. ..... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এবং যুবায়র ও মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাযি.-কে পাঠিয়ে বললেন, 'তোমরা খাখ্ বাগানে যাও। সেখানে তোমরা এক মহিলাকে দেখতে পাবে। তার নিকট একটি পত্র আছে, তোমরা তার কাছ থেকে তা নিয়ে আসবে'। তখন আমরা রওয়ানা করলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদের নিয়ে দ্রুত বেগে চলছিল। অবশেষে আমরা উক্ত খাখ্ নামক বাগানে পৌঁছলাম এবং সেখানে আমরা মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমরা বললাম, 'পত্র বাহির কর'। সে বলল, 'আমার কাছে তো কোন পত্র নেই'। আমরা বললাম, 'তুমি অবশ্যই পত্র বের করে দিবে, নচেৎ তোমার কাপড় খুলতে হবে'। তখন সে তার চুলের খোঁপা থেকে পত্রটি বের করে দিল। আমরা তখন সে পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলাম। দেখা গেল, তা হাতিব ইবনে আবূ বালতাআ রাযি. এর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিক ব্যক্তির নিকট লেখা হয়েছে। যাতে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কোন পদক্ষেপ সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'হে হাতিব! একি ব্যাপার?' তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ব্যাপারে কোন তড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। মূলত আমি কুরাইশ বংশীয় লোক ছিলাম না। তবে তাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। আর যারা আপনার সঙ্গে মুহাজিরগণ রয়েছেন, তাদের সকলেরই মক্কাবাসীদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। যার কারণে তাঁদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিরাপদ। তাই আমি চেয়েছি, যেহেতু আমার বংশগতভাবে এ সম্পর্ক নেই, কাজেই আমি তাদের প্রতি এমন কিছু করতে চেয়েছি যার দ্বারা আমার পরিবার পরিজন নিরাপদ থাকে। আর আমি তা কুফরী কিংবা মুরতাদ হওয়ার উদ্দেশ্যে করি নি এবং ইসলাম গ্রহণের পর পুনঃ কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করার প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণেও নয়'। রাসূলুল্লাহ্

https://e-ilm.weebly.com/

ﷺ বললেন, 'হাতিব তোমাদের নিকট সত্য কথা বলেছে'। তখন উমর রাযি. বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই'। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সম্ভবত তোমার হয়াত জানা নেই, আল্লাহ্ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে অবহিত আছেন। তাই তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমল কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি'। সুফিয়ান রহ বলেন এ সনদটি কতই না উত্তম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল হলো এ হিসেবে যে,ঐ মহিলাটি যার সাথে চিঠি ছিল তার হুকুম গুপ্তচরের হুকুমে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে হাদীসটি ৪২২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৪৩৩ পৃষ্ঠায় ও মাগাজীতে ৫৬৭ ও ৬১২, ৭২৬, ৯২৫ ও ১০২৫ আসবে।

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ গুপ্তচরের হুকুম ও এর বৈধতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যদি কোন মুসলমানকে গুপ্তচর হিসেবে প্রেরণ করা হয় তাহলে তা বৈধ ও শরিয়তসম্মত বিষয়। যেমন রাসূল ﷺ ঐ মহিলার খবর নেওয়ার জন্য লোক প্রেরণ করেছিলেন। আর যদি গুপ্তচর কাফেরদের পক্ষ থেকে হয় আর কোন মুসলমানের জানা থাকে তাহলে সাথে সাথে মুসলমানদের আমীর কে খবর দিতে হবে। যেন তিনি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

সহজ তাশরীহ ঃ এখানে প্রশ্নোত্তর ও অন্যান্য ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৯ দ্রষ্টব্য।

নোট ঃ হযরত উমর রাযি.শরয়ী বিধান ও রাষ্ট্রীয় সংবিধানের আলোকে রায় প্রদান করেন যে, যে ব্যক্তি আপন গোত্র ও দেশের আভ্যন্তরীণ সংবাদ শত্রুদের নিকট পৌঁছায় সে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হওয়ার উপযোগী। কিন্তু রাসূলুলাহ ﷺ কে আল্লাহ তায়ালা অদৃশ্য থেকে সংবাদ পৌঁছে দিলেন যে, হাতেব ইবনে আবি বালতাআর রাযি.নিয়ত ও বিশ্বাস কি ছিল। যার জ্ঞান হযরত উমর রাযি.এর ছিল না।

لعل : অর্থাৎ সম্ভবত। এ শব্দটি রাসূলে কারীম ﷺ হযরত উমর রাযি.এর ইলমানুযায়ি বলেছেন। অন্যথায় এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

بَابُ الْكِسْوَةِ لِلأُسَارَى

১৮৮৫. পরিচ্ছেদ : বন্দিদের জন্য পোষাকের বর্ণনা প্রসঙ্গে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أُتِيَ بِأُسَارَى، وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ. فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ قَمِيصًا فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ يَقْدُرُ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُّ ﷺ إِيَّاهُ. فَلِذٰلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يُكَافِئَهُ.

সহজ তরজমা

২৮১০. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ......জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বদর যুদ্ধের দিন কাফির বন্দীদেরকে হাযির করা হল এবং আব্বাস রাযি.-কেও আনা হল আর তখন তাঁর শরীরে পোশাক ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর শরীরের জন্য উপযোগী জামা খুঁজতে গিয়ে দেখলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এর জামা তাঁর গায়ের উপযোগী। নবী ﷺ সে জামাটি তাঁকেই পরিয়ে দেন। এ কারণেই নবী ﷺ নিজ জামা খুলে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে (তার মৃত্যুর পর) পরিয়ে দিয়েছিলেন। ইবনে উয়াইনাহ্ রহ. বলেন, নবী ﷺ এর প্রতি আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই- এর একটি সৌজন্য আচরণ ছিল, তাই তিনি তার প্রতিদান দিতে চেয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল তা হল হাদীসাংশ فكساه النبي ﷺ اياه এর সাথে। আর তা এ কারণে ছিল যে, হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব যিনি হযরত নবী কারীম ﷺ এর চাচা ছিলেন, তিনি বদরের দিন বন্দিদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি বিবস্ত্র ছিলেন তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই তাকে কাপড় দিয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিদানস্বরুপ তাকে কাপড় পরিধান করিয়েছিলেন। (উমদা)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে হাদীসটি ৪২২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ১৬৯, ১৮০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৮৬২ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সতর জরুরী। এ কারণেই তো এর প্রতি দৃষ্টিপাত করা বৈধ না।

بَابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ

১৮৮৬. পরিচ্ছেদ : ঐ ব্যক্তির ফজিলতের বর্ণনা যার হাতে কোন কাফের মুসলমান হয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلٌ. رضي الله عنه يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ "لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ. يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ". فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَى فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ فَقَالَ "أَيْنَ عَلِيٌّ". فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ. فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ. فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ. فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ "انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ. فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ".

সহজ তরজমা

২৮১১. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. ......সাহল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ খায়বর যুদ্ধের দিন বললেন, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব, যার হাতে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন। সে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালবাসে, আর আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল ﷺও তাকে ভালবাসেন। লোকেরা এ চিন্তায় সারা রাত কাটিয়ে দেয় যে, কাকে যেন এ পতাকা দেওয়া হয়? আর পর দিন সকালে প্রত্যেকেই তা পাওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আলী কোথায়? বলা হল, তাঁর চোখে অসুখ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চোখে আপন মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দুয়া করলেন। তাতে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। যেন আদৌ তাঁর চোখে কোন রোগই ছিল না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতে পতাকা দিলেন। আলী রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাব যতক্ষণ না তারা আমাদের মত হয়ে যায়? তিনি (রাসূলুল্লাহ) ﷺ বললেন, 'তুমি স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হয়ে তাদের আঙ্গিনায় অবতরণ কর। তারপর তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান কর এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের জন্য যা অপিরহার্য তা তাদেরকে জানিয়ে দাও। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা যদি তোমার মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল বর্ণের উটের মালিক হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ لان يهدى الله بك এর সাথে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে হাদীসটি ৪২২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ৪১৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৬০৫ পৃষ্ঠায় আসছে।

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য একেবারে সুস্পষ্ট। অর্থাৎ যার প্রচেষ্টা ও অসিলায় একজন লোক মুসলমান হবে তার ফজীলত আল্লাহ তায়ালার নিকট অনেক বেশী।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الأُسَارَى فِي السَّلاَسِلِ

১৮৮৭. পরিচ্ছেদ : বন্দিদেরকে শিকল দ্বারা বাঁধা সম্পর্কে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلاَسِلِ "

সহজ তরজমা

২৮১২. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. ....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা সে সকল লোকের উপর সন্তুষ্ট হন, যারা শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় জান্নাতে প্যাবেশ করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসাংশ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلاَسِلِ এর সাথে। বুঝা গেল এখানে জান্নাত দ্বারা ইসলাম উদ্দেশ্য। অর্থাৎ مسبب বলে سبب উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কারণ ইসলামই তো জান্নাতে যাওয়ার سبب। মুহাল্লাব বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো يدخلون فى الاسلام مكرهين আর ইসলামকে جنة নামে নামকরণ করার কারণ হলো ইসলাম হল জান্নাতে যাওয়ার সবব তথা মূল কারণ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৪২২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর অন্য এক সূত্রে হযরত আবু হুরাইরা রাযি.থেকে সূরায়ে আলে ইমরানের তাফসীর অংশে كنتم خير امة اخرجت এর অধীনে ৬৫৪ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে। অনুবাদ ও ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী নবম খন্ড ১১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য : (১) এ হাদীসে শিকল লাগানোর বৈধতা ও শরীয়াতের অনুমোদন বুঝানো উদ্দেশ্য। যেমনটি كنتم خير امة এ আয়াতের অধীনে হযরত আবু হুরাইরা রাযি.এর তাফসীর বর্ণিত আছে যে,

خير الناس للناس يأتون بهم فى السلاسل فى اعناقهم حتى يدخلوا فى الاسلام

(২) এর আরো একটি উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, কাফের ও মুশরিকরা যে সকল মুসলমানদেরকে শিকলে বাঁধে আর এ অবস্থায়াই মুসলমান মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে সকল ব্যক্তি জান্নাতি হবে।

بَابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ

১৮৮৮. পরিচ্ছেদ : আহলে কিতাব তথা ইহুদী বা খ্রিষ্টান থেকে মুসলমান হওয়ার ফজীলতের বর্ণনা প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَىٍّ أَبُو حَسَنٍ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا، ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ ". ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَأَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَىْءٍ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৮১৩. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ....আবূ মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তিন প্রকারের ব্যক্তিকে দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। যে ব্যক্তির একটি বাদী আছে সে তাকে শিক্ষা দান করে, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং তাকে উত্তমরূপে শিষ্টাচার দান করে। তারপর তাকে আযাদ করে দিয়ে তাকে বিয়ে করে। সে ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। আর আহরে কিতাবদের মধ্যে থেকে মু'মিন ব্যক্তি যে তার নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল। তারপর নবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছে। তাঁর জন্য দিগুণ সওয়াব রয়েছে। এবং যে গোলাম আল্লাহর হক যথাযথভাবে আদায় করে এবং স্বীয় মনীবের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, (তার জন্যও দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে) শা'বী রহ এ হাদীসটি বর্ণনা করে সালেহকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি তোমাকে এ হাদীসটি কোন বিনিময় ছাড়াই শুনিয়েছি। অথচ এর চেয়ে সহজ হাদীস শোনার জন্য লোকেরা মদীনা পর্যন্ত সফর করতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الى قوله فَلَهُ أَجْرَانِ এর সাথে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে হাদীসটি ৪২২-৪২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ২০, ৩৪৬ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৪৯০ ও ৭৬১ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ এর দ্বারা এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, যে কাজে কষ্ট বেশী তাতে প্রতিদানও বেশী। প্রবাদ আছে العطايا على قدر البلايا

সহজ তাশরীহ ঃ প্রশ্নোত্তর ও বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৪৭ ও ৪৫২ দ্রষ্টব্য।

بَابُ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ. فَيُصَابُ الوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ

{بَيَاتًا} [الأعراف: ٤]: لَيْلًا». {لَنُبَيِّتَنَّهُ} [النمل: ٤٩]: لَيْلًا». يُبَيِّتُ: لَيْلًا

১৮৮৯. পরিচ্ছেদ : দারুল হরব তথা যুদ্ধ কবলিত রাষ্ট্রে যদি কাফেরদের উপর রাতের বেলায় অতর্কিত আক্রমণের কারণে নাবালক বাচ্চা ও মহিলারা আহত বা নিহত হয়ে যায় তাহলে কোন সমস্যা নেই।

(শব্দ বিশ্লেষণ) بياتا ليلا সূরায়ে আ'রাফ আয়াত ৪,فجاءها باسنا بياتا বাক্যে بياتا এর অর্থ হল রাতের বেলায় আক্রমণ করে বসা, রাতে হত্যাযজ্ঞ চালানো। আর সূরায়ে নামলে قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه আয়াতে ৪৯, لنبيتنه এর অর্থ আমরা রাতে তার উপর ও তার ঘরের উপর আক্রমণ করে বসলাম بيت ليلا অর্থ সে রাতে পরামর্শ করল بَيَّتَ শব্দটি সূরায়ে নিসা আয়াত ৮১ এতে রয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِالأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ " هُمْ مِنْهُمْ ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ ". وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا الصَّعْبُ، فِي الذَّرَارِيِّ كَانَ عَمْرٌو يُحَدِّثُنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ، قَالَ " هُمْ مِنْهُمْ " وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ عَمْرٌو " هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৮১৪. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ......সা'ব ইবনে জাসসামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে আমার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, যে সকল মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, যদি রাত্রিকালীন আক্রমণে তাদের মহিলা ও শিশুগণ নিহত হয়, তবে কি হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারাও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর আমি তাকে আরো বলতে শুনেছি যে, সংরক্ষিত চারণভূমি আল্লাহ তালা ও তাঁর রাসূল ﷺ ব্যতীত আর কারো জন্য হতে পারে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ وسئل عن اهل لدار الى قوله وسمعته এর সাথে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে হাদীসটি ৪২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। এ হাদীসের কিছু অংশ তথা سمعته يقول لا حمى الا لله ولرسوله ইতিপূর্বে ৩১৯ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ কাফের ও মুশরিকদের মহিলাগণ যদি যুদ্ধের ময়দানে অনিচ্ছাকৃতভাবে মারা পরে, নিহত হয় তাহলে কোন অপরাধ হবে না। যেমন রাতের অন্ধকারে যুদ্ধের সময় মহিলা বা নাবালক বাচ্চার মধ্যে পার্থক্য সাধন করা সম্ভব না হয় অথবা কাফেররা যদি মহিলা ও বাচ্চাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে সামনে এগিয়ে দেয় যার ফলে পরিস্থিতি এই দাড়ায় যে, মহিলা ও বাচ্চাদের মেরে ফেলা ছাড়া পুরুষদের পর্যন্ত পৌছা সম্ভব না এবং এ সকল মহিলারা মুসলমাদের উপর আক্রমণও করে। অর্থাৎ তারাও যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে এমতাবস্থায় মহিলা ও বাচ্চাদেরকে হত্যা করা গোনাহের কারণ নয়। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে মহিলা ও বাচ্চাদেরকে অযথা হত্যা করা বৈধ না, বরং গোনাহের কারণ, যেমনটি হাদীস দ্বারা নিষেধাজ্ঞা বুঝা যায়।

সহজ তাশরীহ ঃ ابواء শব্দটির প্রথম হামজাতে যবর ও باء হরফে সাকিন। মদীনা থেকে ২৩ মাইল দূরত্বে একটি স্থানের নাম যেখানে রাসূলে কারীম ﷺ এর সম্মানিতা মাতা ইন্তেকাল করেছিলেন। আর اوبودان শব্দে او শব্দটি রাবির সংশয়ের বর্ণনা ودان, শব্দের او, হরফে যবর আর দাল হরফে তাশদীদ, এটিও একটি স্থানের নাম যা আবওয়া থেকে আট মাইল দূরত্বে জুহফা নামক স্থানের নিকটবর্তী স্থান।

بَابُ قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

১৮৯০. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ ক্ষেত্রে বাচ্চাদের হত্যা করা সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. عَنْ نَافِعٍ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ. رضي الله عنه. أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ مَقْتُولَةً. فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

সহজ তরজমা

২৮১৫. আহমদ ইবনে ইউনুস রহ. .....আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক যুদ্ধে জনৈকা মহিলাকে নিহত পাওয়া যায়, তখন নবী ﷺ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করা সম্পর্কে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ والصبيان, এর সাথে। অর্থাৎ قتل الصبيان فى الحرب অর্থাৎ নবী কারীম ﷺ ছোট বাচ্চাদেরকে হত্যা করা অপছন্দ করতেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে হাদীসটি ৪২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৪২৩ পৃষ্ঠাতেই পূনরায় আসবে।

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ এ অধ্যায় ও পরবর্তী অধ্যায়ের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইচ্ছাকৃত ও জেনে বুঝে মহিলা ও নাবালক বাচ্চাদের হত্যা করা জায়েয নেই। যেমনটি আলোচ্য অধ্যায়ে انكر النبى ও সামনের অধ্যায়ে نهى رسول الله ﷺ এর দ্বারা বুঝা যায়। তবে রাত্রে পরিচালিত যুদ্ধাভিযানে মহিলা ও বাচ্চা মারা পড়লে কোন গোনাহ নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الحَرْبِ

১৮৯১. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ ক্ষেত্রে মহিলাদের হত্যা করা সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

সহজ তরজমা

২৮১৬. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম রহ. .....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন এক যুদ্ধে জনৈকা মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ এর সাথে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে হাদীসটি ৪২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে এ পৃষ্ঠাতেই অতিবাহিত হয়েছে।

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ এর উদ্দেশ্য বিগত হাদীসে দ্রষ্টব্য।

بَابٌ: لاَ يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ

১৮৯২. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার সাথে বিশেষিত এমন শাস্তি বান্দার পক্ষ থেকে প্রয়োগ না করা চাই।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ بُكَيْرٍ. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْثٍ فَقَالَ "إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ "إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا. وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ. فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا".

সহজ তরজমা

২৮১৭. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. ....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কোন এক অভিযানে প্রেরণ করেন এবং বলেন, 'তোমরা যদি অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে পাও, তবে তাদের উভয়কে আগুনে জ্বালিয়ে দিবে।' তারপর আমরা যখন বের হতে চাইলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'কিন্তু আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো জন্য সমীচিন নয়। কাজেই তোমরা যদি তাদের উভয়কে পেয়ে যাও, তবে তাদেরকে হত্যা কর।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ وان النار لايعذب بها الا الله এর সাথে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে হাদীসটি ৪২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ৪০৫ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ عِكْرِمَةَ. أَنَّ عَلِيًّا- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- حَرَّقَ قَوْمًا. فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ. لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ". وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৮১৮. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ..... ইকরামা রাযি. থেকে বর্ণিত, আলী (রা) এক সম্প্রদায়কে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। এ সংবাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর নিকট পৌছলে তিনি বলেন, 'যদি আমি হতাম, তবে আমি তাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলতাম না। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি দিবে না। বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। যেমন নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করে ফেল।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ لاتعذبوا بعذاب الله এর সাথে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে হাদীসটি ৪২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ১০২৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য শিরোনাম দ্বারা এ কথা প্রকাশ করা যে, কোন অপরাধীকেই আগুনে জ্বালানো যাবে না,বরং হত্যা করে ফেলা হবে। বর্ণিত হাদীসদ্বয় দ্বারা এটাই বুঝা যায়।

সহজ তাশরীহ ঃ হযরত আলী রাযি.যে সকল লোককে পুড়িয়েছিলেন তারা কারা ছিল ?

বুখারী শরীফেরই ১০২৩ নং হাদীসে বর্ণিত আছে اتى على بزنادقة فاحرقهم (زنادق শব্দটি زنديق এর বহু বচন, যার একাধিক তাফসীর করা হয়। তম্মধ্যে একটি হলো বেদ্বীন, মুনাফেক।

আল্লামা কাস্তালানী রহ. বলেন, এ সকল লোক সাবাই তথা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা এর অনুসারী ছিল। তারা মুসলমানদের মধ্যে ভ্রষ্টতা প্রসার করার জন্য প্রকাশ্যে মুসলমান সেজেছিল এবং তারা হযরত আলী রাযি. কে খোদা বলতো। মেরকাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী রাযি.প্রথমে তাদের থেকে তওবা কামনা করেছিলেন। এতে তাদের অস্বীকৃতির পর একটি গর্ত খনন করে তাদেরকে জ্বালিয়ে দেন।

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً [محمد: ٤] فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ) "يَعْنِي: يَغْلِبَ فِي الأَرْضِ". {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا} [الأنفال:] الآيَةَ

১৮৯৩. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ (সূরায়ে মুহাম্মাদে কয়েদীদের সম্পর্কে।) অতঃপর তাদের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক (কোন ধরনের প্রতিদান বা ফেদইয়া ব্যতিতই) অথবা ফেদইয়া নিয়ে ছেড়ে দাও।

উদ্দেশ্য হলো ঃ সত্য মিথ্যার বিবাদ তো থাকবেই। তাই যখন মুসলমান ও অমুসলিমের পরস্পর যুদ্ধ বেধে যায় তখন মুসলমাদের উচিৎ অত্যন্ত বীরত্ব ও বাহাদুরীর সাথে অনড় হয়ে যুদ্ধ করা। আর বাতিল পন্থিদের শক্তিতো তখনই ভেঙ্গে যাবে যখন তাদের বড় বড় নেতা নিহত হবে এবং এর মাধ্যমে তাদের ঘাড়কে মটকিয়ে দেওয়া হবে। একারণেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে অলসতা,কাপুরুষতা,স্থবিরতা ও দুদুল্যমানতাকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না। এবং আল্লাহর শত্রুদেরকে হত্যার ক্ষেত্রে কোন ধরনের ভয় ভীতির আশ্রয় নেওয়া যাবে না। যথেষ্ট রক্তা রক্তির পর যখন তোমাদের পাল্লা ভারি হয়ে যাবে এবং তাদের শক্তি হ্রাস পাবে তখন তাদেরকে হত্যা না করে বন্দি করাও সঙ্গত হবে।

আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ (সূরায়ে আনফাল, রুকু ৯)

এ বন্দিকরণ তাদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির স্থলাভিষিক্ত হবে। এবং মুসলমানদের নিকট থেকে তারা নিজেদের ও মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে পার্থক্য করতে সক্ষম হবে। যার ফলে মুসলমানদের সদাচার দেখে তারা ইসলামের সত্যতা ও ন্যায়পরায়নতা দেখে ইসলাম গ্রহণের পথ তাদের জন্য সুগম হবে। অথবা ভাল মনে করলে তাদের থেকে কোন ধরণের ফেদইয়া না নিয়েই তাদেরকে মুক্ত করে দাও। এমতাবস্থায় অনেক বড় একটি দল তোমাদের এহসান ও উত্তম চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তোমাদের ধর্মকে ভালবাসতে শুরু করবে। আর এটাও করতে পার যে,টাকা পয়সা ফেদইয়া হিসেবে নিয়ে অথবা মুসলমান বন্দিদের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দাও। এতে করে কয়েকটি ফায়দা হতে পারে।

https://e-ilm.weebly.com/

মোটকথা, ঐ যুদ্ধ বন্দিদেরকে মুক্ত করার দুটি সুরত হতে পারে। এক. ফেদইয়ার বিনিময়ে দুই. বিনিময় ছাড়াই মুক্ত করে দেওয়া। এগুলোর মধ্যে আমীরুল মুমিনীন যেটিকে অধিক ফলদায়ক ও উপকারী মনে করবেন সেটাই গ্রহণ করবেন। ফতহুল কাদীর ও ফতুয়ায়ে শামির বর্ণনানুযায়ী আহনাফের মতামতও অনুরূপ। তবে যদি বন্দিদেরকে মুক্ত করে আপন দেশে প্রেরণ করা হেকমতের পরিপন্থি মনে হয় তাহলে আবার তিনটি সূরতের যে কোন একটি গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে। এক. তাদেরকে জিম্মি বানিয়ে প্রজা হিসেবে থাকতে দেওয়া, দুই. দাস বানিয়ে নেওয়া, তিন. অথবা হত্যা করে ফেলা। হাদীসে বন্দিদেরকে হত্যা করার প্রমাণ বিশেষ বিশেষ অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন বন্দিরা মারাত্মক কোন অপরাধ করে যার শাস্তি কেবল হত্যাই। তবে দাস বা প্রজা বানিয়ে রাখাতে কোন বাধা নেই। (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

এক্ষেত্রে হযরত ছুমামার রাযি.হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ.বুখারী শরীফে কয়েকটি স্থানে উল্লেখ করেছেন।

بَابٌ: هَلْ لِلأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْكَفَرَةِ فِيهِ الْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৯৪. পরিচ্ছেদ : মুসলমান বন্দি কি বন্দিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য কাফেরদেরকে হত্যা বা তাদেরকে ধোকা দিতে পারবে?

এক্ষেত্রে হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি.এর হাদীস নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণিত রয়েছে।

সহজ তাশরীহ ঃ এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড হুদাইবিয়ার ঘটনা দ্রষ্টব্য। এ ঘটনার জন্য বিশেষ করে ২২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

بَابٌ: إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ

১৮৯৫. পরিচ্ছেদ : কোন মুশরিক যদি কোন মুসলমানকে আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দেয় তাহলে কি মুসলমানদের জন্য মুশরিককে জ্বালানো বৈধ হবে ?

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَهْطًا، مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْغِنَا رِسْلاً‏.‏ قَالَ ‏"‏ مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِالذَّوْدِ ‏"‏‏.‏ فَانْطَلَقُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا، وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ، فَأَتَى الصَّرِيخُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ، فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا، وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا‏.‏ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ وَسَعَوْا فِي الأَرْضِ فَسَادًا‏.‏

সহজ তরজমা

২৮১৯. মুআল্লাহ ইবনে আসাদ রহ. ....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত যে, উকল নামক গোত্রের আট ব্যক্তির একটি দল নবী ﷺ-এর নিকট এল। মদীনার আবহাওয়া তারা উপযোগী মনে করেনি। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য দুগ্ধবতী উটনীর ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন তোমরা বরং সাদকার উটের পালের কাছে যাও। তখন তারা সেখানে গিয়ে সেগুলোর পেশাব ও দুধ পান করে সুস্থ এবং মোটাতাজা হয়ে গেল। তারপর তারা উটের রাখালকে হত্যা করে উটের পাল হাকিয়ে নিয়ে গেল এবং মুসলমান হওয়ার পর তারা মুরতাদ হয়ে গেল। তখন জনৈক সংবাদদাতা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল। নবী ﷺ অশ্বারোহীদেরকে তাদের সন্ধানে পাঠালেন। তখন পর্যন্ত দিনের আলো পূর্ণতা লাভ করেনি, ইতোমধ্যেই

https://e-ilm.weebly.com/

তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের হাত পা কেটে ফেললেন। তারপর তাঁর নির্দেশে লৌহশলাকা উত্তপ্ত করে তাদের চোখে প্রবেশ করানো হয় এবং তাদেরকে প্রস্তরময় উত্তপ্ত ভূমিতে ফেলে রাখা হয়। তারা পানি চেয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে পানি দেওয়া হয়নি। অবশেষে তারা মারা যায়। আবূ কিলাবা রাযি. বলেন, (তাদের এরূপ শাস্তি এ জন্যে দেওয়া হয়েছে যে,) তারা হত্যা করেছে, চুরি করেছে, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে (ধর্ম ত্যাগী হয়ে) যুদ্ধ করেছে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা ছড়াতে চেষ্টা করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ কারো কারো মতে এ হাদীসের সাথে শিরোনামের কোন মিল নেই। (উমদা) তবে এ কথা যথার্থ মনে হয় না। বরং বলা যায় যে,ইমাম বুখারী রহ.নিজ অভ্যাস অনুযায়ী এ হাদীসের অপর সনদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাছাড়া কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, ঐ সকল দুষ্ট লোকগুলো রাখাল হযরত ইয়াসার রাযি.এর চোখে গরম শলাকা ঢুকিয়েছিল। এর দ্বারা আগুন দিয়ে জ্বালানো প্রমানিত হয়। যার দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল সাবেত হয়। আর আল্লামা কিরমানী রহ.এর বর্ণনা হলো রাসূল ﷺ উরানিয়্যীনদের সাথে ঐ আচরণ করেছিলেন, তারা রাখালের সাথে যে আচরণ করেছিল। অর্থাৎ চোখ উত্তোলন ইত্যাদি। (কিরমানী)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে হাদীসটি ৪২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর অবশিষ্ট ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী ২য় খন্ড ১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সহজ তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের জন্য অপরাধিদেরকে দৃষ্টান্তমূলক যেকোন শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তায়ালাই সর্বাধিক অবহিত।

بَابٌ

১৮৯৬. পরিচ্ছেদ : শিরোনামহীন যা পূর্বের অধ্যায়ের পরিচ্ছেদ স্বরূপ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: " قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ، فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ اللهَ.

সহজ তরজমা

২৮২০. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন একজন নবীকে পিপিলীকা কামড় দেয়। তিনি পিপিলীকার সমস্ত আবাসটি জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ করেন ফলে তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেন, তোমাকে একটি পিপিলীকা কামড় দিয়েছে আর তুমি আল্লাহর তাসবীহ পাঠকারী জাতিকে জ্বালিয়ে দিয়েছ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ এ অধ্যায় শিরোনামহীন। পূর্বের অধ্যায়ের সাথে এর মিল হলো যে, পিপিলীকা কামড় দিয়েছিল তাকেই শাস্তি প্রদান করা উচিৎ ছিল। যেমন بدء الخلق সংক্রান্ত হাদীসে বলা হয়েছে, فهلا نملة واحدة, তুমি কেন একটি পিপিলিকাকে জ্বালাওনি। অর্থাৎ ঐ নবী শুধু কামড় দানকারী পিপিলিকাকে জ্বালানোর উপর যথেষ্ট করেন নাই বরং পিপিলিকার পুরো বস্তিকেই জালিয়ে দিলেন,একারণেই তার উপর ধমক এসেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লামা কাসতালানী রহ.বলেন, এ ঘটনার একটি কারণ বর্ণিত আছে। তা হলো সে নবী এমন একটি বস্তি দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যাকে আল্লাহ তায়ালা একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তখন সে নবী আল্লাহ তায়ালার নিকট আবেদন করলেন যে, এ বস্তিতে তো ছোট শিশু ও প্রাণীও আছে যারা একে বারেই নির্দোষ ছিল। আপনি সকলকেই ধ্বংস করে দিলেন। একথা বলার পর একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করলে তাকে একটি পিপিলিকা কামড় দিলো। তিনি রাগান্বিত হয়ে পিপিলিকার পুরো বস্তিকেই জালিয়ে দিলেন, তখন আল্লাহ তাকে প্রতি উত্তর দিলেন যে, তুমি কেন নিরাপরাধ পিপিলিকাকে ধ্বংস করেছো। বুঝা গেল এটা মূলত ধমক ছিল না বরং নবীর আশ্চার্যান্বিত উত্তর প্রদান করেছেন। আল্লাহই অধিক অবগত।

بَابُ حَرْقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ

১৮৯৭. পরিচ্ছেদ : ঘর ও খেজুর বাগান জালিয়ে দেওয়া সম্পর্কে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيٰى. عَنْ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ. قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ " . وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمَ يُسَمّٰى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ. وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ. قَالَ. وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ. فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتّٰى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ " اللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا " . فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا. ثُمَّ بَعَثَ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ يُخْبِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ. مَا جِئْتُكَ حَتّٰى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْوَفُ أَوْ أَجْرَبُ. قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

সহজ তরজমা

২৮২১. মুসাদ্দাদ রহ. ......জারীর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি কি আমাকে যিলখালাসার ব্যাপারে শান্তি দিবে না? খাশআম গোত্রে একটি মূর্তির ঘর ছিল। যাকে ইয়ামানের কাবা নামোআখ্যায়িত করা হত। জারীর রাযি. বলেন,তখন আমি আহমাসের দেড়শ' আশ্বরোহী সাথে নিয়ে রওনা করলাম। তারা নিপুন অশ্বারোহী ছিল। জারীর রাযি. বলেন, আর আমি অশ্বের উপর স্থির থাকতে পারতাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বুকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, আমি আমার বুকে তাঁর আঙ্গুলীর চিহ্ন দেখতে পেলাম এবং তিনি আমার জন্য এ দোয়া করলেন যে, 'হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখুন এবং হেদায়েত প্রাপ্ত, পথ প্রদর্শনকারী করুন।' তারপর জারীর রাযি. সেখানে গমন করেন এবং যুলখালাসা মন্দির ভেঙ্গে ফেলেন ও জ্বালিয়ে দেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সংবাদ নিয়ে এক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তখন জারীর রাযি.-এর দূত বলতে লাগল, কসম সে মহান আল্লাহ তা'আলার! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আপনার নিকট তখনই এসেছি যখনই যুলখালাসাকে আমরা ধ্বংশ করে দিয়েছি। জারীর রাযি. বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আহমাসের অশ্ব ও অশ্বারোহীদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু'আ করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ وحرقها এর সাথে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে হাদীসটি ৪২৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৪২৬, ৪৩৩, ৫৩৯ ও মাগাযীতে ৬২৪, ৯০০ ও ৯৩৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ حَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৮২২. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বনী নাযির ইয়াহুদীদের খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তিঃ এখানে হাদীসটি ৪২৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৩১২ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫৭৫ ও ৭২৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি কল্যাণকর মনে হয় তাহলে কাফেরদের বাগান ও বস্তি/ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া বৈধ। এটাই জমহুর উলামায়ে কেরামের মাজাহাব। তবে ইমাম আওযাই ও লাইস ইবনে সাদ ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম থেকে কারাহাতের উক্তি বর্ণিত আছে। (আল্লাহই অধিক অবগত।)

সহজ তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড মাগাজী অধ্যায় পৃষ্ঠা ৪২৩ غزوة ذى الخلصه দ্রষ্টব্য।

بَابُ قَتْلِ الْمُشْرِكِ النَّائِمِ

১৮৯৮. পরিচ্ছেদ : ঘুমন্ত মুশরিক ব্যক্তিকে হত্যা করার হুকুম সম্পর্কে

অর্থাৎ যে মুশরিকের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছেছে তথাপিও সে কুফুর শিরকে বদ্ধমূল থাকে, সাথে সাথে ইসলামের শত্রুতায় লিপ্ত থাকে, তাকে হত্যা করা বৈধ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ لِيَقْتُلُوهُ. فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ حِصْنَهُمْ قَالَ فَدَخَلْتُ فِي مَرْبِطِ دَوَابَّ لَهُمْ. قَالَ وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحِصْنِ. ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ. فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ. فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ أُرِيهِمْ أَنَّنِي أَطْلُبُهُ مَعَهُمْ. فَوَجَدُوا الْحِمَارَ. فَدَخَلُوا وَدَخَلْتُ. وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحِصْنِ لَيْلاً. فَوَضَعُوا الْمَفَاتِيحَ فِي كَوَّةٍ حَيْثُ أَرَاهَا. فَلَمَّا نَامُوا أَخَذْتُ الْمَفَاتِيحَ. فَفَتَحْتُ بَابَ الْحِصْنِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ فَأَجَابَنِي. فَتَعَمَّدْتُ الصَّوْتَ. فَضَرَبْتُهُ فَصَاحَ. فَخَرَجْتُ ثُمَّ جِئْتُ. ثُمَّ رَجَعْتُ كَأَنِّي مُغِيثٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ. وَغَيَّرْتُ صَوْتِي. فَقَالَ مَا لَكَ لأُمِّكَ الْوَيْلُ قُلْتُ مَا شَأْنُكَ قَالَ لاَ أَدْرِي مَنْ دَخَلَ عَلَيَّ فَضَرَبَنِي. قَالَ فَوَضَعْتُ سَيْفِي فِي بَطْنِهِ. ثُمَّ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظْمَ. ثُمَّ خَرَجْتُ وَأَنَا دَهِشٌ. فَأَتَيْتُ سُلَّمًا لَهُمْ لأَنْزِلَ مِنْهُ فَوَقَعْتُ فَوُثِئَتْ رِجْلِي. فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ مَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ. فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى سَمِعْتُ نَعَايَا أَبِي رَافِعٍ تَاجِرِ أَهْلِ الْحِجَازِ. قَالَ فَقُمْتُ وَمَا بِي قَلَبَةٌ حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ.

সহজ তরজমা

২৮২৩. আলী ইবনে মুসলিম রহ. ......বারা ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারীগণের একটি দল আবূ রাফে ইয়াহূদীকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে গিয়ে ইয়াহূদীদের দূর্গে ঢুকে পড়ল। তিনি বললেন, তারপর আমি তাদের পশুর আস্তাবলে প্রবেশ করলাম। এরপর তারা দূর্গের দরজা বন্দ করে দিল। তারা তাদের একটি গাধা হারিয়ে ফেলেছিল এবং তার

https://e-ilm.weebly.com/

খোজে তারা বেরিয়ে পড়ে। আমিও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। তাদেরকে আমি বুঝাতে চেয়েছিলাম যে, আমি তাদের সঙ্গে গাধাঁর খোজ করছি। অবশেষে তারা গাধাটি পেল। তখন তারা দূর্গে প্রবেশ করে এবং আমিও প্রবেশ করলাম। রাতে তারা দূর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। আর তারা চাবিগুলি একটি কুলুঙ্গির মধ্যে রেখে দিল। আমি তা দেখতে পাচ্ছিলাম। যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ল, আমি চাবিগুলি নিয়ে নিলাম এবং দূর্গের দরজা খুললাম। তারপর আমি আবূ রাফের নিকট পৌঁছলাম এবং বললাম, হে আবূ রাফে! সে আমার ডাকে সাড়া দিল। তখন আমি আওয়াজের প্রতি লক্ষ্য করে তরবারীর আঘাত হানলাম, অমনি সে চিৎকার দিয়ে উঠল। আমি বেরিয়ে এলাম। আমি পুনরায় প্রবেশ করলাম, যেন আমি তার সাহাযার্থে এগিয়ে এসেছি। আর আমি আমার গলার স্বর পরিবর্তন করে বললাম, হে আবূ রাফে! সে বলল, তোমার কি হল, তোমার ধ্বংস হোক। আমি বললাম, তোমার কি অবস্থা? সে বলল, আমি জানি না, কে বা কারা আমার এখানে এসেছিল এবং আমাকে আঘাত করেছে। রাবী বলেন, তারপর আমি আমার তরবারী তার পেটের উপর রেখে সর্বশক্তি দিয়ে চেপে ধরলাম, ফলে তাঁর হাড় পর্যন্ত কট করে উঠল। এরপর আমি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হয়ে এলাম। আমি অবতরণের উদ্দেশ্যে তাদের সিড়ির কাছে এলাম। যখন আমি পড়ে গেলাম, তখন এতে আমার পায়ে আঘাত লাগল। আমি আমার সাথীগণের সাথে এসে মিলিত হলাম। আমি তাদেরকে বললাম, আমি এখান হতে ততক্ষণ পর্যন্ত যাব না, যাবত না আমি মৃত্যুর সংবাদ প্রচারকারীর আওয়াজ শুনতে পাই। হিযাজবাসীদের বণিক আবূ রাফের মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা না শুনা পর্যন্ত আমি সে স্থান ত্যাগ করলাম না। তিনি বলেন, তখন আমি উঠে পড়লাম এবং তখন আমার কোনরূপ ব্যথা বেদনাই অনুভব হচ্ছিল না। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছে এ বিষয়ে তাঁকে সংবাদ দিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ এখানে মিল এভাবে পাওয়া যায় যে, আব্দুল্লাহ রাযি.আবু রাফেকে ঘুমন্তাবস্থায় হত্যা করার ইচ্ছা করলেন। তাকে জাগ্রত করলেন যেন তার অবস্থানের স্থান সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে সক্ষম হন, তার আওয়াজ দ্বারা। সুতরাং এর হুকুম ঘুমন্ত ব্যক্তির হুকুমই।

উদ্দেশ্য ঃ হযরত আব্দুল্লাহ রাযি.যদিও আবু রাফেকে জাগ্রত করেছিলেন। তবে এ জাগ্রত করাটা তার অবস্থানের স্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। আবু রাফে ঘুমন্ত ছিল, হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. এর আওয়াজ দেওয়ার পরও সে আপন স্থানে পড়ে রইল। তাই সে যেন ঘুমিয়েই রইল। আর হযরত আব্দুল্লাহ রাযি.ঘুমন্ত ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন। অথবা ইমাম বুখারী রহ.হাদীসের অপর একটি সূত্রের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যাতে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে যে, فقتله وهو نائم।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে হাদীসটি বুখারীতে ৪২৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৪৩৪ এবং মাগাযীতে ৫৭৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلاً، فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ.

সহজ তরজমা

২৮২৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ...... .বারা ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারীগণের এক দলকে আবূ রাফে ইয়াহুদীর নিকট প্রেরণ করেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাযি. রাত্রীকালে তার ঘরে ঢুকে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ فقتله وهو نائم এর সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে হাদীসটি ৪২৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৪২৪ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর মাগাজীতে ৫৭৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ যদি মুশরিকের ইসলামের প্রতি শত্রুতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং সীমাতিক্রম করে যায় এবং তার ঈমানের ব্যাপারে অকাট্যভাবে নিরাশা অনুমিত হয় তাহলে এমন অবাধ্য মুশরিককে হত্যা করা বৈধ, চাই সে জাগ্রত হোক বা ঘুমন্ত। আল্লাহ অধিক সর্বজ্ঞ।

সহজ তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

بَابٌ: لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ

১৮৯৭. পরিচ্ছেদ : শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো না

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ اليَرْبُوعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ كُنْتُ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى حِينَ خَرَجَ إِلَى الحَرُورِيَّةِ فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ. ثُمَّ قَالَ. اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ". وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ كُنْتُ كَاتِبًا لِعُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ ". وَقَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضى الله عنه. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا ".

সহজ তরজমা

২৮২৫. ইউসুফ ইবনে মূসা রহ. ....উমর ইবনে উবাইদুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম আবুন নাযার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর ইবনে উবাইদুল্লাহর লেখক ছিলাম। তিনি বলেন, তাঁর নিকট আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা রাযি. একখানি পত্র লিখেন, যখন তিনি হারুরিয়ার দিকে অভিযানে বের হন। আমি পত্রটি পাঠ করলাম তাতে লেখা ছিল যে, শত্রুর সাথে কোন এক মুখোমুখি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, 'হে লোক সকল, তোমরা শত্রুর সাথে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার কামনা করবে না এবং আল্লাহ তা'য়ালার নিকট নিরাপত্তার দুআ করবে। তারপর যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে অবস্থিত।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, কুরআন অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, সৈন্য দলকে পরাজয় দানকারী, আপনি কাফির সম্প্রদায়কে পরাজিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।'

মূসা ইবনে উকবা রহ বলেন, সালিম আবু নাযর আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি উমর ইবনে উবাইদুল্লাহর লেখক ছিলাম,। তখন তার কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা রাযি.-এর একখানা পত্র পৌছালো এই মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে না। আবূ আমির রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে না। আর যখন তোমরা তাদের মুখোমুখী হবে তখন ধৈর্যধারণ করবে।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৪-৪২৫ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৯৫, ৩৯৭, ৪১৬, পৃঃ সামনে ঃ ১০৭৫ পৃঃ।

ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য ঃ যেহেতু যুদ্ধের শেষ পরিণাম জানা থাকে না, তাই এর কামনা-বাসনা করাও সমীচীন নয় বরং ফেৎনা-ফাসাদ থেকে নিরাপদ ও বেঁচে থাকার দোয়া করা উচিৎ। তবে যদি যুদ্ধ বেধে যায়, তাহলে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করাও বড় অন্যায় ও কঠিন গোনাহ। তাছাড়া যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে অহংকার, স্বার্থপরতা এবং স্বীয় শক্তি-সামর্থের উপর ভরসা করার সন্দেহ রয়েছে, এই জন্য যুদ্ধের কামনা-বাসনা করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর বালা-মুসিবাতে ধৈর্য্যধারণ করা প্রত্যেকের কাজ নয়। সায়্যিদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. বলেছেন যে, আমার মতে বালা-মুসিবতে ধৈর্য্যধারণ করার তুলনায় নিরাপদে থেকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করা অধিক পছন্দনীয়।

بَابٌ: اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ

১৯০০. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ হলো কৌশল

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: هَلَكَ كِسْرَى، ثُمَّ لاَ يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَقَيْصَرٌ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لاَ يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَسَمَّى الحَرْبَ خَدْعَةً

সহজ তরজমা

২৮২৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (পারস্য সম্রাট) কিসরা ধ্বংস হবে, তারপর আর কিসরা হবে না। আর (রোমক সম্রাট) কায়সার অবশ্যই ধ্বংস হবে, তারপর আর কায়সার হবে না। এবং এটাই নিশ্চিত যে, তাদের ধনভাণ্ডার আল্লাহর রাহে বন্টিত হবে। আর তিনি যুদ্ধকে কৌশল নামে আখ্যায়িত করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৫ পৃঃ সামনে ঃ ৪৪০, ৫১১, ৯৮১ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَصْرَمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ سَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الحَرْبَ خُدْعَةً. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَبُو بَكْرٍ هُوَ بُورُ بْنُ أَصْرَمَ ـ

সহজ তরজমা

২৮২৭. বকর ইবনে আসরাম রহ. ....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুদ্ধকে কৌশল নামোআখ্যায়িত করেছেন। আবূ আব্দুল্লাহ রহ বলেন, আবূ বকর হলেন বূর ইবনে আসরাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের ভিন্ন একটি সনদ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৫ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " الْحَرْبُ خُدْعَةٌ ".

সহজ তরজমা

২৮২৮. সাদাকা ইবনে ফাযল রহ. ....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'যুদ্ধ হল কৌশল।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৫ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ কাফেরদের সাথে লড়াই ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে ধোকা ও প্রতারণা জায়েয।

بَابُ الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ

১৯০১. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে কথা ঘুরিয়ে বলা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " نَعَمْ ". قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا ـ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ ـ قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلَنَا الصَّدَقَةَ. قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ قَالَ فَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ.

সহজ তরজমা

২৮২৯. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. ..... জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার বললেন, 'কে আছ যে, কা'ব ইবনে আশরাফ-এর (হত্যার) দায়িত্ব নিবে? কেননা, সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দিয়েছে।' মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ।' রাবী বলেন, তখন তিনি তার কাছে আসলেন এবং বললেন এ ব্যক্তি অর্থাৎ নবী ﷺ আমাদের কষ্টে ফেলেছে এবং আমাদের থেকে সাদাকা চাচ্ছে।' রাবী বলেন, তখন কা'ব বলল, 'এখন আর কি হয়েছে? তোমরা তো তার থেকে আরো অতিষ্ট হয়ে পড়বে।' মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. বললেন, 'আমরা তার অনুসরণ করছি, এখন তার পরিণতি না দেখা পর্যন্ত তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করা পছন্দ করি না।' রাবী বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. এভাবে তার সাথে কথা বলতে থাকেন এবং সুযোগ পেয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ কেউ কেউ বলেন, শিরোনামের সাথে এই হাদীসের কোন মিল নেই। কেননা, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাযি.এর কোন মিথ্যা এখানে উল্লেখ নেই। তবে বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা কাস্তালানী রহ.সহ আরো অনেকেই বলেন যে, শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল রয়েছে। যার সারাংশ হলো এই যে, ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় অভ্যাসানুযায়ী এর অন্য আরেকটি সনদের দিকে ইশারা করেছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাযি. চলার সময় অনুমতি নিয়ে নিয়েছিলেন যেমনটা সামনের বাবে আসছে যে, فاذن لى فاقول অর্থাৎ আপনি আমাকে অনুমতি দিয়ে দিন যে,আমি যা চাইব তাই বলব (সত্য, মিথ্যা সবি বলব) তখন রাসূল ﷺ বললেন - قد فعلت আমি তোমাকে অনুমতি দিয়েছে।

তাছাড়া তিরমিযি শরীফে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

لا يحل الكذب الا فى ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب فى الحرب وفى الاصلاح بين الناس

ইমাম নববী রহ. বলেন, তিনটি কাজে প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা কথা বলা জায়েয, তবে এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৫ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে,যদি ইঙ্গিত ইশারা দ্বারা কাজ না হয় তাহলে কল্যাণার্থে মিথ্যা বলা যায়েজ।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী - ৮ম খন্ড, ৮০ পৃঃ দেখুন।

بَابُ الفَتْكِ بِأَهْلِ الحَرْبِ

১৯০২. পরিচ্ছেদ : হারবীকে গোপনে হত্যা করা

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ". فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ "نَعَمْ". قَالَ فَأْذَنْ لِي فَأَقُولَ. قَالَ "قَدْ فَعَلْتُ".

সহজ তরজমা

২৮৩০. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... জাবির রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, 'কাব' ইবনে আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব কে নিবে? তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. বললেন, 'আপনি কি এ পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. বললেন, 'তবে আমাকে অনুমতি দিন, আমি যেন তাকে কিছু বলি।' তিনি বললেন, 'আমি অনুমতি প্রদান করলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের অর্থগত মিল রয়েছে। কেননা, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি. কা'বকে ধোঁকা দিয়েছেন। প্রথমে তিনি তাকে অসতর্ক ও অন্যমনস্ক করেছেন অতঃপর তাকে হত্যা করেছেন। আর এটা স্পষ্টতই গুপ্তহত্যা।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৫ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৪১, ৪২৫ পৃঃ সামনে ঃ ৫৭৬ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, হরবী কাফেরকে হত্যা করা জায়েয।

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الِاحْتِيَالِ وَالحَذَرِ، مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتَهُ

১৯০৩. পরিচ্ছেদ : যার থেকে ক্ষতির আশংকা থাকে তার সাথে কৌশল ও সতর্কতা অবলম্বন করা বৈধ

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-أَنَّهُ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، فَحُدِّثَ بِهِ فِي نَخْلٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّخْلَ، طَفِقَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَابْنُ صَيَّادٍ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا صَافِ، هَذَا مُحَمَّدٌ، فَوَثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ".

লায়স রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইবনে কাব রাযি.-কে সাথে নিয়ে ইবনে সাইয়াদের নিকট গমন করেন। তখন লোকেরা বলল, সে খেজুর বাগানে আছে। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট খেজুর বাগানে পৌঁছলেন, তখন তিনি খেজুর বৃক্ষের কান্ডে নিজেকে আড়াল করতে লাগলেন। ইবনে সাইয়াদ তখন তার চাদর জড়িয়ে গুনগুন করছিল। তখন ইবনে সাইয়াদের মা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে বলে উঠল, হে সাফ। (ইবনে সাইয়াদের সংক্ষিপ্ত নাম) এই যে মুহাম্মদ ﷺ। তখন ইবনে সাইয়াদ লাফিয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি এ মহিলা তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিত, তবে ব্যাপারটি প্রকাশ হয়ে যেত।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের طَفِقَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ الخ. এই অংশটুকুর মাধ্যমে মিল গ্রহণ করাটা সম্ভব। অর্থাৎ, রাসূল ﷺ সুন্দর কৌশলের মাধ্যমে আত্মগোপন করে তার কাছে গেলেন, যাতে তিনি তার কথা শুনতে পারেন এবং বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। আর এটাইও حذر احتيال

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৫ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৮০, ৩৫৯, পৃঃ সামনে ঃ ৪২৯, ৯১২ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে,যার থেকে ফেৎনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলার ভয় রয়েছে,তার সাথে গুপ্তকৌশল অবলম্বন করা জায়েয।

بَابُ الرَّجَزِ فِي الحَرْبِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِي حَفْرِ الخَنْدَقِ

فِيهِ سَهْلٌ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيهِ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ

১৯০৪. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধক্ষেত্রে কবিতা আবৃত্তি করা ও পরীখা খননকালে স্বর উঁচু করা

এ প্রসঙ্গে সাহল ও আনাস রাযি. সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে, আর ইয়াযিদ রহ.-সালামা রাযি. থেকেও বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ. عَنِ البَرَاءِ ﷺ. قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ. وَكَانَ رَجُلاً كَثِيرَ الشَّعَرِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللهِ اَللّٰهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا إِنَّ الأَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

সহজ তরজমা

২৮৩১. মুসাদ্দাদ রহ. ......বারা ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খন্দক যুদ্ধের দিন দেখেছি, তিনি স্বয়ং মাটি বহন করেছেন। এমনকি তাঁর সমগ্র বক্ষদেশের কেশরাজিকে মাটি আবৃত করে ফেলেছে। আর তাঁর শরীরে অনেক পশম ছিল। তখন তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. রচিত কবিতা অবৃত্তি করছিলেনঃ হে আল্লাহ আপনি যদি আমাদেরকে হিদায়েত না করতেন, তাহলে আমরা হিদায়াত পেতাম না। আর আমরা সাদকা করতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না। আপনি আমাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করুন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদেরকে অবিচল রাখুন। শত্রুগণ আমাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে, যখন তারা ফিৎনা সৃষ্টির সংকল্প করেছে, আমরা তা অস্বীকার করেছি।' আর তিনি এ কবিতাগুলো আবৃত্তিকালে স্বর উঁচু করেছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة এবং يرفع بها صوته এই অংশদ্বয়ের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৫-৪২৬ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৯৮ পৃঃ সামনে ঃ ৫৮৯, ৯৭৯, ১০৭৪ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারা নেক আমলের প্রতি আগ্রহ ও সাহস বাড়ানোই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য। আগ্রহ, মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য আওয়ায উঁচু করা জায়েয যেমনটি শত্রুর আক্রমণ থেকে বাচার জন্য পরিখা খনন করা করা হয়েছিল, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী - অষ্টম খন্ড - ১৪৯ পৃঃ দেখুন।

بَابُ مَنْ لاَ يَثْبُتُ عَلَى الخَيْلِ

১৯০৫. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারে না

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ. عَنْ إِسْمَاعِيلَ. عَنْ قَيْسٍ. عَنْ جَرِيرٍ - ﷺ - قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ. وَلاَ رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي. وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ إِنِّي لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ. فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ "اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا".

সহজ তরজমা

২৮৩২. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর রহ. ....জারির রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর কাছে প্রবেশ করতে বাধা দেননি এবং যখনি তিনি আমার চেহারার দিকে তাকাতেন তখন তিনি মুচকি হাসতেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার অসুবিধার কথা জানালাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বুকে হাত দিয়ে আঘাত করলেন এবং এ দু'আ করলেন, 'হে আলাহ! তাকে (ঘোড়ার পিঠে স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়তকারী ও হিদায়তপ্রাপ্ত বানান।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের انى لاأثبت على الخيل এই অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৬ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪২৪, পৃঃ সামনে ঃ ৪৩৩, ৫৩৯, ৬২৪, ৯০০, ৯৩৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, اهل خير দের উচিৎ, তার জন্য ثبات তথা স্থির থাকার দোয়া করা। এখানে ঘোড়ার উপর আরোহন করা এবং এর উপর স্থির থাকার ক্ষেত্রে ফজিলতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

بَابُ دَوَاءِ الجُرْحِ بِإِحْرَاقِ الحَصِيرِ. وَغَسْلِ المَرْأَةِ عَنْ أَبِيهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ. وَحَمْلِ المَاءِ فِي التُّرْسِ

১৯০৬. পরিচ্ছেদ : চাটাই পুরে যখমের চিকিৎসা করা এবং মহিলা কর্তৃক নিজ পিতার মুখমন্ডলের রক্ত ধৌত করা, ঢাল ভর্তি করে পানি বহন করে আনা

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ. قَالَ سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - ﷺ - بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِالْمَاءِ فِي تُرْسِهِ. وَكَانَتْ - يَعْنِي فَاطِمَةَ - تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ. وَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ. ثُمَّ حُشِيَ بِهِ جُرْحُ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

সহজ তরজমা

২৮৩৩. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ......সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী রাযি. থেকে বর্ণিত, তাকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যখম কিভাবে চিকিৎসা করা হয়েছিল? তখন সাহল রাযি. বলেন, এখন

https://e-ilm.weebly.com/

আর এ বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত কেউ অবশিষ্ট নেই। আলী রাযি. তাঁর ঢালে করে পানি বহন করে নিয়ে আসছিলেন, আর ফাতিমা রাযি. তাঁর মুখমন্ডল হতে রক্ত ধৌত করছিলেন এবং একটি চাটাই নিয়ে পোড়ানো হয় অতপর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যখমের মধ্যে পুরে দেওয়া হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৬ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৮, ৪০৭, ৪০৮ পৃঃ সামনে ঃ ৫৮৪, ৭৮৯, ৮৫২ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, অসুস্থাবস্থায় চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েয। অর্থাৎ, চিকিৎসা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুল পরীপন্থি নয়।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য ৮ম খন্ড, ১২২পৃঃ দেখুন।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْحَرْبِ، وَعُقُوبَةِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال: ٤٦] قَالَ قَتَادَةُ: "اَلرِّيحُ: اَلْحَرْبُ"

১৯০৭. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধক্ষেত্রে ঝগড়া ও মতবিরোধ করা করা অপছন্দনীয়। কেউ যদি ইমামের অবাধ্যতা করে তার শাস্তি। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ আর তোমরা ঝগড়া-বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। (৮:৪৬) اَلرِّيحُ অর্থাৎ যুদ্ধ

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ "يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا".

সহজ তরজমা

২৮৩৪. ইয়াহইয়া রহ. ..... আবূ মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয ও আবূ মূসা রাযি.-কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, 'লোকদের প্রতি নম্রতা করবে, কঠোরতা করবে না, তাদের সুসংবাদ দিবে, ঘৃনা সৃষ্টি করবে না। পরস্পর মতৈক্য পোষণ করবে, মতভেদ করবে না।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের لاتختلفا, এই অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৬ পৃঃ সামনে ঃ ৬২২, ১০২৩ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ ـ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلاً ـ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ "إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ، فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ" فَهَزَمُوهُمْ. قَالَ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ. فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيمَةَ ـ أَيْ قَوْمِ ـ الْغَنِيمَةَ. ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالُوا وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ. فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ

https://e-ilm.weebly.com/

فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ. فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ. فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً. فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلاً. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلاَءِ فَقَدْ قُتِلُوا. فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ. إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ. وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوؤُكَ. قَالَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ. وَالْحَرْبُ سِجَالٌ. إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِي. ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ أُعْلُ هُبَلْ. أُعْلُ هُبَلْ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَلاَ تُجِيبُوا لَهُ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ. مَا نَقُولُ قَالَ "قُولُوا اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ". قَالَ إِنَّ لَنَا الْعُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَلاَ تُجِيبُوا لَهُ". قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ. مَا نَقُولُ قَالَ "قُولُوا اللَّهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ".

সহজ তরজমা

২৮৩৫. আমর ইবনে খালিদ রহ. ....বারা ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ যুদ্ধের দিন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. কে পঞ্চাশজন পদাতিক যুদ্ধার উপর আমীর নিযুক্ত করেন এবং বললেন, তোমরা যদি দেখ যে, আমাদেরকে পক্ষীকুল ছোঁ মেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, তথাপি তোমরা আমার নিকট হতে সংবাদ প্রেরণ করা ব্যতীত স্বস্থান ত্যাগ করবে না। আর যদি তোমরা দেখ যে, আমরা শত্রু দলকে পরাস্ত করেছি এবং আমরা তাদেরকে পদদলিত করেছি, তখনও আমার পক্ষ হতে সংবাদ প্রেরণ করা ব্যতীত স্ব-স্থান ত্যাগ করবে না। অনন্তর মুসলমানগণ কাফিরদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে দিল। বারা রাযি. বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি মুশরিকদের মহিলাদেরকে দেখতে পেলাম তারা নিজ পরিধেয় বস্ত্র উপরে উঠিয়ে পলায়ন করছে, যাতে তাদের পায়ের অলঙ্কার ও পায়ের নলা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.-এর সহযোগীগণ বলতে লাগলেন, 'লোক সকল! এখন তোমরা গনীমতের মাল সংগ্রহ কর। তোমাদের সাথীরা বিজয় লাভ করেছে। আর অপেক্ষা কিসের? তখন আব্দুলাহ ইবনে যুবাইর রাযি. বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে যা বলেছিলেন, তা তোমরা ভুলেগিয়েছ?' তারা বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমরা লোকদের সাথে মিলিত হয়ে গনীমতের মাল সংগ্রহে অংশগ্রহণ করব।' তারপ যখন তারা স্ব-স্থান ত্যাগ করে নিজেদের লোকজনের নিকট পৌঁছল, তখন (কাফিরগণ কর্তৃক) তাদের মুখ ফিরিয়ে দেয়া হয় আর তারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে থাকেন। এটা সে সময় যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে পেছন থেকে ডাকছিলেন। তখন নবী ﷺ-এর সঙ্গে বারজন লোক ব্যতীত অপর কেউই অবশিষ্ট ছিল না। কাফিরগণ এ সুযোগে মুসলমানদের সত্তর বক্তিকে শহীদ করে ফেলে। এর পূর্বে বদর যুদ্ধে নবী ﷺ-ও তাঁর সাথীগণ মুশরিকদের সত্তরজনকে বন্দী ও সত্তরজনকে নিহত করেন। এ সময় আবূ সুফিয়ান তিনবার আওয়াজ দিল, 'লোকদের মধ্যে কি মুহাম্মদ জীবিত আছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উত্তর দিতে নিষেধ করেন। পুণরায় তিনবার আওয়াজ দিল 'লোকদের মধ্যে কি আবূ কুহাফার পুত্র (আবূ বকর রাযি.) জীবিত আছে?' পুনরায় তিনবার আওয়াজ দিল, 'লোকদের মধ্যে কি খাত্তাবের পুত্র (উমর রাযি. জীবিত আছে?' তারপর সে নিজ লোকদের নিকট গিয়ে বলল, 'এরা সবাই নিহত হয়েছে।' এ সময় উমর রাযি. ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, 'ওহে আল্লাহর শত্রু! আল্লাহর শপথ, তুমি মিথ্যা বলেছো। যাদের তুমি নাম উচ্চারণ করেছো তারা সবাই জীবিত আছেন। তোমাদের জন্য চরম পরিণতি অবশিষ্ট রয়েছে।' আবূ সুফিয়ান বলল, আজ বদরের দিনের প্রতিশোধ। যুদ্ধ তো বালতির ন্যায়। তোমরা তোমাদের লোকজনের মধ্যে নাক-কান কর্তিত দেখবে, আমি এর আদেশ করিনি কিন্তু তা আমি অপছন্দও করিনি। এরপর বলতে লাগল, 'হে হুবাল (মূর্তি)! তুমি উন্নত শির হও।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে উদ্দেশ্যা করে বললেন, ' তোমরা এর উত্তর দিবে না?' তারা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি বলব?' তিনি বললেন, 'তোমরা বল, আল্লাহ তা'আলাই সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, তিনিই মাহিমান্বিত।' আবূ সুফিয়ান বলল, আমাদের উয্যা (দেবতা) রয়েছে, তোমাদের উয্যা নেই।

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি এর উত্তর দিবে না?' বারা রাযি. বলেন, 'সাহাবাগণ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি বলব?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা বল আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী বন্ধু, তোমাদের কোন সাহায্যকারী বন্ধু নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের اصحاب عبد الله بن جبير এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা তাদের বিরোধিতার কারণেই পরাজয়বরণ করতে হয়েছিল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪২৬ পৃঃ সামনে ৫৬৮, ৫৭৯, ৫৮২ পৃঃ সামনে : ৬৫৫ পৃঃ।

উদ্দেশ্য : শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো যে, উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের যে পরাজয় ও ক্ষতি হয়েছিল তার মূল কারণ হলো রাসূল ﷺ এর অবাধ্যতা ও বিরোধীতা। কারণ রাসূল ﷺ তো সুস্পষ্টভাবেই হুকুম দিয়েছিলেন যে, لا تبرحوا من مكانكم অর্থাৎ, তোমরা কখনো নিজেদের স্থান ত্যাগ করো না। কিন্তু তীর নিক্ষেপকারীগণ রাসূল ﷺ এর হুকুম অমান্য করেন এবং স্বীয় ঘাটি ছেড়ে দিয়ে গনীমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, যার ফলাফল সবার জানা। والله اعلم

তাশরীহ : পূর্ণ ব্যাখ্যা জানার জন্য ৮ম খন্ড,৯৫-৯৬ পৃঃ দেখুন।

بَابٌ إِذَا فَزِعُوا بِاللَّيْلِ

১৯০৮. পরিচ্ছেদ : রাতে যখন শত্রু ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ. قَالَ وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً سَمِعُوا صَوْتًا. قَالَ فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ "لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "وَجَدْتُهُ بَحْرًا". يَعْنِي الْفَرَسَ.

সহজ তরজমা

২৮৩৬. কুতায়বা রহ. ......আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বাধিক সুন্দর, সর্বাধিক দানশীল ও সর্বাধিক শৌর্য-বীর্যের অধিকারী ছিলেন। আনাস রাযি. বলেন, একবার এমন হয়েছিল যে, মদীনাবাসী একটি আওয়াজ শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, তখন নবী ﷺ আবূ তালহা রাযি.-এর গদিবিহীন ঘোড়ায় আরোহন করে তরবারী ঝুলিয়ে তাদের সম্মুখে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি এ ঘোড়াটিকে দ্রুতগামী পেয়েছি।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪২৬-৪২৭ পৃঃ পূর্বে : ৩৫৮, ৩৯৫, ৩৯৬, ৪০০, ৪০১, ৪০৭, ৪১৮ পৃঃ সামনে : ৮৯১, ৯১৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য : শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, যদি লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত ও ঘাবড়িয়ে যায়,তাহলে আমীর ও হাকীমের জন্য লোকদের খোঁজ-খবর নেওয়া উচিৎ চাই। একাকী খবর নিবে বা অন্যান্য সাথীদেরকে সাথে নিয়ে খবর দিবে।

তাশরীহ : হযরত আবু তালহা রাযি. এর এই ঘোড়ার নাম مندوب ছিল। যেমনটা ৪০০, ৪০১ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَنْ رَأَى الْعَدُوَّ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا صَبَاحَاهْ. حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ

১৯০৯. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি শত্রু দেখে উচ্চস্বরে বলে, "বিপদ আসন্ন।" যাতে লোকদেরকে তা শুনাতে পারে

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ. أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قُلْتُ وَيْحَكَ. مَا بِكَ قَالَ أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ ﷺ. قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ. فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَا صَبَاحَاهْ. يَا صَبَاحَاهْ. ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا. فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ. وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ. فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا. فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا. فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ. وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ. فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ. فَقَالَ "يَا ابْنَ الأَكْوَعِ. مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ. إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ".

সহজ তরজমা

২৮৩৭. মক্কী ইবনে ইবরাহীম রহ. ..... সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি গাবা নামক স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হলাম। যখন আমি গাবার উচ্চস্থানে পৌঁছলাম, তখন সেখানে আমার সাথে আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ রাযি.-এর গোলামের সাক্ষাত হল। আমি বললাম, আশ্চর্য! তোমার কি হয়েছে? সে বলল, নবী ﷺ-এর দুগ্ধবতী উটনীগুলো ছিনতাই হয়েছে। আমি বললাম, কারা ছিনতাই করেছে? সে বলল, গাতফান ও ফাযারাহ গোত্রের লোকেরা। তখন আমি বিপদ, বিপদ বলে তিনবার চিৎকার দিলাম। আর মদীনার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে যত লোক ছিল সকলকে আওয়াজ শুনিয়ে দিলাম। এরপর আমি দ্রুত গিয়ে ছিনতাইকারীদের পেয়ে গেলাম। তারা উটনীগুলোকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম। আর বলতে লাগলাম, আমি আকওয়ার পুত্র (সালামা) আর আজ কলি মাদের ধ্বংসের দিন। আমি তাদের থেকে উটগুলো ছিনিয়ে নিলাম, তখনও তারা পানি পান করতে পারেনি। আর আমি সেগুলোকে হাকিয়ে নিয়ে আসছিলাম। এ সময় নবী ﷺ-এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকগুলো পিপাসার্ত। আমি এত দ্রুততার সাথে কাজ সেরেছি যে, তারা পানি পান করার অবকাশ পায়নি। শীঘ্র তাদের পেছনে সৈন্য পাঠিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন, 'হে ইবনে আকওয়া! তুমি তাদের উপর জয়ী হয়েছ, এখন তাদের ব্যাপার ছাড়। তারা তাদের গোত্রের নিকট পৌঁছে গেছে, তথায় তাদের আতিথেয়তা হচ্ছে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৭ পৃঃ সামনে ঃ ৬০৩ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ এই যুদ্ধটি ذات الفرد নামে পরিচিত। বিস্তারিত ঘটনা জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড ২৫৯ পৃঃ باب غزوة ذات الفرد

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَنْ قَالَ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلاَنٍ وَقَالَ سَلَمَةُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ"

১৯১০. পরিচ্ছেদ : তীর নিক্ষেপকালে যে বলে, এটা লও (পালিও না) আমি অমুকের পুত্র। আর সালামা (ইবনে আকওয়া রাযি. তীর নিক্ষেপকালে) বলেছেন, এটা লও (পালিও না) আমি আকওয়ার পুত্র।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ ـ رضى الله عنه ـ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَارَةَ، أَوَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ الْبَرَاءُ وَأَنَا أَسْمَعُ أَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمْ يُوَلِّ يَوْمَئِذٍ، كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِهِ، فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ، فَجَعَلَ يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ قَالَ فَمَا رُئِيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ

সহজ তরজমা

২৮৩৮. উবাইদুল্লাহ রহ. ....আবূ ইসহাক রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বারা ইবনে আযিব রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করল এবং বলল, হে আবূ উমারাহ! আপনারা কি হুনায়নের যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন? বারা রাযি. বললেন, (আবূ ইসহাক রহ বলেন), আর আমি তা শুনছিলাম, সেদিন তো রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিস রাযি. তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরেছিলেন। যখন মুশরিকগণ তাঁকে ঘিরে ফেলল, তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি আল্লাহর নবী, মিথ্যা নয়। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান। তিনি (বারা) রাযি. বলেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা সুদৃঢ় আর কাউকে দেখা যায়নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের انا النبي لا كذب • انا ابن عبد المطلب এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪০১, ৪০২, ৪১০ পৃঃ সামনে ঃ ৬১৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো যে, যুদ্ধ ও জিহাদে এমনিভাবে গর্ব ভরে কথা বলা যায়েয। তবে শর্ত হলো - কাফেরদেরকে ভয় দেখানোর নিয়ত থাকতে হবে।

তাশরীহ ঃ পূর্ণ ব্যাখ্যা জানার জন্য - ৮ম খন্ড,৩৭৪ পৃঃ দেখুন।

بَابُ إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ

১৯১১. পরিচ্ছেদ : শত্রুপক্ষ কারো মিমাংসা মেনে (দুর্গ থেকে) বেরিয়ে আসলে

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ـ هُوَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ ـ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ ـ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ". فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ " إِنَّ هَؤُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ ". قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ. قَالَ " لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ "

সহজ তরজমা

২৮৩৯. সুলাইমান ইবনে হারব রহ. ....আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বনী কুরায়যার ইয়াহুদীরা সা'দ ইবনে মুআয রাযি.-এর মীমাংসায় দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ডেকে পাঠান। আর তখন তিনি ঘটনাস্থলের নিকটই ছিলেন। তখন সা'দ রাযি. একটি গাদার পিঠে আরোহণ করে আসলেন। যখন তিনি নিকটবর্তী হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের নেতার

https://e-ilm.weebly.com/

প্রতি দন্ডায়মান হও।' তিনি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসলেন। তখন তাঁকে বললেন, 'এরা তোমার মীমাংসায় সম্মত হয়েছে। (কাজেই তুমিই তাদের ব্যাপারে ফয়সালা কর)।' সা'দ রাযি. বলেন, 'আমি এই রায় ঘোষণা করছি যে, তাদের মধ্যে থেকে যুদ্ধ করতে সক্ষমদেরকে হত্যা করা হবে এবং মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা হবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার অনুরূপ ফয়সালাই করেছ।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের অর্থগত মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৭ পৃঃ সামনে ঃ ৫৩৬, ৫৯১, ৯২৬ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো যে,যখন কোন যুদ্ধ ও মতবিরোধের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ কোন সিদ্ধান্তের উপর ঐক্যমত পোষণ করে,তখন ইমাম, কাজী সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে পারেন। والله اعلم,

তাশরীহ ঃ গাযওয়ায়ে 'বনী কুরাইযা' সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ৮ম খন্ড,১৭১ পৃঃ দেখুন।

بَابُ قَتْلِ الأَسِيرِ، وَقَتْلِ الصَّبْرِ

১৯১২. পরিচ্ছেদ : বন্দীকে হত্যা করা এবং হাত পা বেঁধে হত্যা করা

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ "اقْتُلُوهُ".

সহজ তরজমা

২৮৪০. ইসমাঈল রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় (মক্কায়) প্রবেশ করেন। যখন তিনি তা খুলে ফেললেন, তখন এক ব্যক্তি এসে বলল, ইবনে খাতাল কা'বার পর্দা ধরে জড়িয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তাকে হত্যা কর।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,রাসূল ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে খাতালকে বাঁধা অবস্থায় হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। - উমদাতুল কারী।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ২৪৯ পৃঃ সামনে ঃ ৬১৪, ৮৬৪ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো যে,যদি ইমাম কোন কঠিন, বড় অপরাধীকে মসজিদে হারামেই হত্যা করার নিদের্শ দেন, তাহলে সেই অপরাধীকে সেখানেই হত্যা করা জায়েয। আর এই নালায়েক,কমবখত আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে একজন মুসলমানকে হত্যা করে কাফেরদের সাথে মিলে গিয়েছিল এবং সেই কমবখত রাসূল ﷺ ও ইসলামের বিরোধীতা করে অনেক অপপ্রচার করেছিল।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য ৮ম খন্ড , ৩২৬ পৃঃ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ: هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرْ. وَمَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ

১৯১৩. পরিচ্ছেদ : স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করবে কি? এবং যে বন্দীত্ব বরণ করেনি আর যে ব্যক্তি নিহত হওয়ার সময় দু' রাকাআত (সালাত) আদায় করল

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ. وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ. فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَأَةِ وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ. فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ، كُلُّهُمْ رَامٍ. فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هٰذَا تَمْرُ يَثْرِبَ. فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ. فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَئُوا إِلَى فَدْفَدٍ، وَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمُ انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ. وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ، وَلاَ نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا. قَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ أَمَّا أَنَا فَوَاللهِ لاَ أَنْزِلُ الْيَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ. اَللّٰهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ. فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ، فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ. فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُّ وَابْنُ دَثِنَةَ وَرَجُلٌ آخَرُ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْثَقُوهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ. وَاللهِ لاَ أَصْحَبُكُمْ. إِنَّ فِي هٰؤُلاَءِ لأُسْوَةً. يُرِيدُ الْقَتْلَى. فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَى فَقَتَلُوهُ. فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ. فَابْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ. وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ. فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا. فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ. فَأَخَذَ ابْنًا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ أَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ. فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِي وَجْهِي فَقَالَ تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذٰلِكَ. وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ فِي يَدِهِ. وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ. وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا. فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ. قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ ذَرُونِي أَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. فَتَرَكُوهُ. فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ أَنْ تَظُنُّوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَطَوَّلْتُهَا اَللّٰهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا. وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِي وَذٰلِكَ فِي ذَاتِ الإِلٰهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ. فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا. فَاسْتَجَابَ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ. فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيبُوا. وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ. وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ. فَبُعِثَ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ. فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ. فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعَ مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৮৪১. আবুল ইয়ামান রহ. ..... .আমর ইবনে আবূ সুফিয়ান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসাবে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন এবং আসিম ইবনে সাবিত আনসারীকে তাদের দলপতি নিযুক্ত করেন। যিনি আসিম ইবনে উমর ইবনে খাত্তাবের মাতামহ ছিলেন। তাঁরা রওয়ানা হয়ে গেলেন, যখন তাঁরা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হাদআত নামক স্থানে পৌছেন, তখন হুযায়েল গোত্রের একটি প্রশাখা যাদেরকে লেহইয়ান বলা হয় তাদের কাছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তারা প্রায় দু'শত তীরান্দাজ ব্যক্তিকে তাদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করে। এরা তাঁদের চিহ্ন অনুসরণ করে চলতে থাকে। সাহাবীগণ মদীনা থেকে সাথে নিয়ে আসা খেজুর যেখানে বসে খেয়েছিলেন, অবশেষে এরা সে স্থানের সন্ধান পেয়ে গেল। তখন এরা বলল, এতো ইয়াসরিবের খেজুর। এরপর এরা তাঁতের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে লাগল। যখন আসিম ও তার সাথীগণ তাদের দেখলেন, তখন তাঁরা একটি উচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আর কাফিরগণ তাঁদের ঘিরে ফেলল এবং তাঁদেরকে বলতে লাগল, তোমরা অবতরণ কর ও স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ কর। আমরা তোমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে আমরা হত্যা করব না। তখন গোয়েন্দা দলের নেতা আসিম ইবনে সাবিত রাযি. বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তো আজ কাফিরদের নিরাপত্তায় অবতরণ করবো না। হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ হতে আপনার নবীকে সংবাদ পৌছিয়ে দিন।' অবশেষে কাফিরগণ তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল আর তারা আসিম রাযি. সহ সাতজনকে শহীদ করল। এরপর অবশিষ্ট তিনজন খুবাইব আনসারী, যায়দ ইবনে দাসিনা রাযি. ও অপর একজন তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করে তাদের নিকট অবতরণ করলেন। যখন কাফিররা তাদেরকে আয়ত্বে নিয়ে নিল, তখন তারা তাদের ধনুকের রশি খুলে ফেলে (সেই রশি দিয়ে) তাঁদের বেধে ফেললো। তখন তৃতীয়জন বলে উঠলেন, 'সূচনাতেই বিশ্বাসঘাতকতা! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাথে যাবো না, আমি তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করব, যারা শাহাদাত বরণ করেছে।' কাফিরগণ তাঁকে তাদের সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন। তখন তারা তাঁকে শহীদ করে ফেলে এবং তারা খুবাইব ও ইবনে দাসিনাকে নিয়ে চলে যায়। অবশেষে তাদের উভয়কে মক্কায় বিক্রয় করে ফেলে। এটা বদর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের কথা। তখন খুবাইবকে হারিস ইবনে আমিরের পুত্রগণ ক্রয় করে নেয়। আর বদর যুদ্ধের দিন খুবাইব রাযি. হারিস ইবনে আমিরকে হত্যা করেছিলেন। খুবাইব রাযি. কিছু দিন তাদের নিকট বন্দী থাকেন। ইবনে শিহাব রাযি. বলেন, আমাকে উবাইদুল্লাহ ইবনে ইয়ায অবহিত করেছেন, তাঁকে হারিসের কন্যা জানায় যে, যখন হারিসের পুত্রগণ খুবাইব রাযি.-কে হত্যার ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি তাঁর নিকট থেকে ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একটা ক্ষুর ধার চাইলেন। তখন হারিসের কন্যা তাকে একখানা ক্ষুর ধার দিল। (সে বলেছে) সে সময় ঘটনাক্রমে আমার এক ছেলে আমার অজ্ঞাতে খুবাইবের নিকট চলে যায় এবং আমি দেখলাম যে, আমার ছেলে খুবাইবের উরুর উপর বসে রয়েছে এবং খুবাইবের হাতে রয়েছে ক্ষুর। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। খুবাইব আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি ভয় পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, তুমি কি এ ভয় করো যে, আমি এ শিশুটিকে হত্যা করে ফেলব? কখনো আমি তা করবো না। (হারিসের কন্যা বলল) আল্লাহর কসম! আমি খুবাইবের ন্যায় উত্তম বন্দী কখনো দেখিনি। আল্লাহর শপথ! আমি একদিন দেখলাম, তিনি লোহার শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় আঙ্গুর ছড়া থেকে খাচ্ছেন, যা তার হাতেই ছিল। অথচ এ সময় মক্কায় কোন ফলই পাওয়া যাচ্ছিল না। হারেসের কন্যা বলতো, এ তো ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রদত্ত জীবিকা, যা তিনি খুবাইবকে দান করেছেন। এরপর তারা খুবাইবকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে হেরেম থেকে হিলের দিকে নিয়ে বের হয়ে পড়ল, তখন খুবাইব রাযি. তাদের বললেন, আমাকে দু' রাকাআত সালাত আদায় করতে দাও। তারা তাঁকে সে অনুমতি দান করল। তিনি দু' রাকাআত সালাত আদায় করে নিলেন। তারপর তিনি বললেন, 'তোমরা যদি ধারণা না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি তবে আমি সালাতকে দীর্ঘায়িত করতাম। হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধ্বংশ করুন।' তারপর তিনি এ কবিতা দু'টি আবৃত্তি করলেনঃ "যখন আমি মুসলিম হিসাবে শহীদ

https://e-ilm.weebly.com/

হচ্ছি তখন আমি কোনরূপ ভয় করি না। আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে যেখানেই মাটিতে লুটিয়ে ফেলা হোক না কেন, (তাতে আমার কিছু যায় আসে না)। আমার এ মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার জন্যই হচ্ছে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার দেহের প্রতিটি খণ্ডিত জোড়াসমূহে বরকত সৃষ্টি করে দিবেন।" অবশেষে হারিসের পুত্র তাঁকে শহীদ করে ফেলে। বস্তুত যে মুসলিমকে বন্দী অবস্থায় শহীদ করা হয় তার জন্য দু'রাকাত সালাত আদায়ের এ রীতি খুবাইব রাযি.-ই প্রবর্তন করে গেছেন। যেদিন আসিম রাযি. শাহাদাত বরণ করেছিলেন, সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দুআ কবুল করেছিলেন। সেদিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে তাঁদের সংবাদ ও তাঁদের উপর যা' যা' আপতিত হয়েছিল সবই অবহিত করেছিলেন। আর যখন কুরাইশ কাফিরদেরকে এ সংবাদ পৌঁছানো হয় যে, আসিম রাযি.-কে শহীদ করা হয়েছে তখন তারা তাঁর নিকট এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে, যাতে সে ব্যক্তি তাঁর মরদেহ থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে আসে। যেন তারা তা দেখে চিনতে পারে। কারণ, বদর যুদ্ধের দিন আসিম রাযি. কুরাইশদের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। আসিমের মরদেহের (হেফাজতের জন্য) মৌমাছির ঝাঁক প্রেরিত হল (এই মৌমাছিরা) তাঁর দেহ আবৃত করে রেখে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করল। ফলে তারা তাঁর দেহে হতে কোন এক টুকরা গোশতও কেটে নিতে সক্ষম হয়নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের প্রথম অংশ তথা هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ এর সাথে হাদীসের ومن لم فنزل اليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। আর শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ তথা يستاسر এর সাথে হাদীসের قال عاصم بن ثابت امير السرية اما انا فو الله لا انزل اليوم فى ذمة كافر এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। এবং তৃতীয় অংশ-তথা ومن صلى ركعتين عند القتل এর সাথে হাদীসের قال لهم خبيب ذرونى اركع ركعتين فتركوه فركع ركعتين এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৭ -৪২৮ পৃঃ সামনে ঃ ৫৬৮, ৫৮৫, ১১০০, পৃঃ তাছাড়া আবু দাউদ ঃ الجهاد অধ্যায় এবং নাসাঈ শরীফ ঃ السير অধ্যায়।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত জানার জন্য - ৮ম খন্ড, কিতাবুল মাগাযী ১৩৩ পৃঃ দেখুন।

بَابُ فَكَاكِ الأَسِيرِ

১৯১৪. পরিচ্ছেদ : বন্দিকে মুক্ত করা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "فُكُّوا الْعَانِيَ ـ يَعْنِي الأَسِيرَ ـ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ".

সহজ তরজমা

২৮৪২. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. ....আবূ মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা বন্দীকে মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে আহার দান কর এবং রোগীর সেবা-শুশ্রূষা কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فكوا العانى, এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৮ পৃ., সামনে: ৭৭৭, ৮০৯, ৮৪৩, ১০৬৩ পৃ.।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، أَنَّ عَامِرًا، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ ـ رضى الله عنه ـ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ مِنَ الْوَحْىِ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৮৪৩. আহমদ ইবনে ইউনুস রহ. ..... আবূ জুহাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর কোরআনে যা কিছু আছে তা ছাড়া আপনাদের নিকট ওহীর কোন কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না। সে আল্লাহ তা'আলার কসম! যিনি শস্যদানাকে বিদীর্ন করেন এবং প্রাণী সৃষ্টি করেন, আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে মানুষকে যে জ্ঞান দান করেছেন এবং সহীফার মধ্যে যা রয়েছে, এ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। আমি বললাম, এ সহীফাটিতে কি আছে? তিনি বললেন, 'দিয়াতের বিধান, বন্দী মুক্ত করণ এবং কোন মুসলিমকে যেন কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা না হয় (এ সম্পর্কিত নির্দেশ)।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فكاك اسير, এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ২১পৃঃ সামনে ঃ ১০২০, ১০২১ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো যে,যদি কোন রাষ্ট্রদ্রোহী বা কাফের কোন মুসলমানকে বন্দী করে নেয়, তাহলে সেই বন্দী মুসলমানকে মুক্ত করা অন্যান্য মুসলমানের উপর আবশ্যক। অর্থাৎ, অন্যান্য মুসলমানের উপর তাকে মুক্ত করা ফরজে কিফায়া। والله اعلم

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য - নাসরুল বারী ১ম খন্ড, ৪৮১ পৃঃ দেখুন।

بَابُ فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ

১৯১৫. পরিচ্ছেদ : মুশরিকদের মুক্তিপণ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رِجَالاً، مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لاِبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ لاَ تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا ‏"‏‏.‏ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَجَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي، وَفَادَيْتُ عَقِيلاً‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ خُذْ ‏"‏‏.‏ فَأَعْطَاهُ فِي ثَوْبِهِ‏.‏

সহজ তরজমা

২৮৪৪. ইসমাঈল ইবনে উয়াইস রহ. ....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, আনসারীগণের কয়েকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি আমাদের অনুমতি দান করেন, তবে আমরা আমাদের ভাগ্নে আব্বাসের মুক্তিপণ ছেড়ে দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, একটি দিরহামও ছেড়ে দিবে না।

ইবরাহীম রহ. ......আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ-এর নিকট বাহরাইন থেকে অর্থ সম্পদ আনা হয়। তখন তাঁর নিকট আব্বাস রাযি. এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কিছু দিন। আমি আমার নিজের মুক্তিপণ আদায় করেছি এবং আকিলেরও মক্তপণ আদায় করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিয়ে নিন এবং তাঁর কাপড়ে দিয়ে দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের ائذن الى قوله لاتدعون منه درهما এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৪৪ পৃঃ সামনে ঃ ৫৭২ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَكَانَ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ.

সহজ তরজমা

২৮৪৫. মাহমুদ রহ. ..... জুবাইর (ইবনে মুতয়িম) রাযি. থেকে বর্ণিত, আর তিনি (কাফির থাকা অবস্থায়) বদর যুদ্ধে বন্দীদের মুক্ত করার জন্য (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট) এসেছিলেন। তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে সূরায়ে তূর পড়তে শুনেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের وكان جاء في اسارى بدر এই অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৮ পৃঃ পূর্বে ১০৫, পৃঃ সামনে ঃ ৫৭৩, ৭২০ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ফিদয়া বলা হয় ঐ সম্পদকে যা কাফেরদের থেকে গ্রহণ করা হয়। রাসূল ﷺ বদর যুদ্ধে বন্দীদের থেকে ফিদয়া (মুক্তিপণ) গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য - ৮ম খন্ড, কিতাবুল মাগাযীর তাশরীহ দেখুন, বিশেষ করে ৬৪ নং পৃঃ দেখা জরুরী।

بَابُ الْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الإِسْلاَمِ بِغَيْرِ أَمَانٍ

১৯১৬. পরিচ্ছেদ : হারবী (দারুল হারবের অধিবাসী) যদি নিরাপত্তা ব্যতীত দারুল ইসলামে প্রবেশ করে

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ. فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ". فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ.

সহজ তরজমা

২৮৪৬. আবূ নুআইম রহ. ......সালামা ইবনে আকওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কোন এক সফরে মুশরিকদের একদল গুপ্তচর তাঁর নিকট এল এবং তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল ও কিছুক্ষণ পরে চলে গেল। তখন নবী ﷺ বললেন, 'তাকে খুজে আন এবং হত্যা কর।' নবী ﷺ তার মালপত্র হত্যাকারীকে দিয়ে দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের اتى النبي ﷺ عين من المشركين এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। উদ্দেশ্য হলো যে, যখন সে সাহাবায়ে কেরামের সাথে কথাবার্তা বলে স্বীয় বাহনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হলো,তখন জানা গেল যে, এই হারবী গুপ্তচর। সে নিরাপত্তা গ্রহণ ব্যতীত এসেছিল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৮-৪২৯ পৃঃ তাছাড়া আবু দাউদ শরীফ ঃ الجهاد অধ্যায়, নাসাঈ শরীফ ঃ السير অধ্যায়।

উদ্দেশ্য ঃ বাবের অধীনেই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য অতিবাহিত হয়েছে যে, যদি হরবী কাফের নিরাপত্তা গ্রহণ ব্যতিত দারুল ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে তাকে হত্যা করা জায়েয।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য মুসলিম শরীফ ঃ ২য় খন্ড, ৮৮-৮৯ পৃঃ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ: يُقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلاَ يُسْتَرَقُّونَ

১৯১৭. পরিচ্ছেদ : জিম্মীদের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করা হবে, তাদেরকে গোলাম বানানো যাবে না

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ حُصَيْنٍ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ. عَنْ عُمَرَ- ﷺ- قَالَ وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ. وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ. وَلاَ يُكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ.

সহজ তরজমা

২৮৪৭. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ..... উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আমার পর যিনি খলিফা হবেন) আমি তাঁকে এ অসীয়ত করছি যে, 'আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে জিম্মীদের সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন যথাযথভাবে পূরণ করা হয়, তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা হয়, তাদের সামর্থের বাইরে তাদের উপর যেন জিযিয়া (নিরাপত্তা কর) ধার্য করা না হয়।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের ان يقاتل من ورائهم এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৯ পৃঃ এটি হযরত ওমর রাযি. কে হত্যা সংক্রান্ত ঘটনার সংক্ষেপ পূর্বে ঃ ১৮৬-১৮৭ সামনে ঃ ৫২৩, ৭২৫ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এখানে একটি শরঈ মাসআলার ব্যাখ্যা প্রদানই ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য যে, জিম্মীদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু মুসলমাদের মতোই,তাই তাদের এগুলোর সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। তবে হ্যা ! তারা যদি কৃত অঙ্গীকার ভেঙ্গে ফেলে এবং মুসলমানদের সাথে গাদ্দারী করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করা এবং গোলাম বানানো জায়েয। والله اعلم

بَابٌ: هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ؟

১৯১৮. পরিচ্ছেদ : জিম্মীদের জন্য সুপরিশ করা যাবে কি এবং তাদের সাথে আচার-আচরণ

بَابُ جَوَائِزِ الْوَفْدِ

১৯১৯. পরিচ্ছেদ : প্রতিনিধি দলকে উপঢৌকন প্রদান

جوائز শব্দটি جائز এর বহুবচন। অর্থ ঃ দান। الوفد অর্থ ঃ জামাআত, দল।

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ " ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا ". فَتَنَازَعُوا وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ فَقَالُوا هَجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ " دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ ". وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاَثٍ " أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ". وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ. وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. فَقَالَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ. وَقَالَ يَعْقُوبُ وَالْعَرْجُ أَوَّلُ تِهَامَةَ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৮৪৮. কাবীসা রহ. .....ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি (কোন এক সময়) বললেন, বৃহস্পতিবার! হায় বৃহস্পতিবার! এরপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, এমনকি তাঁর অশ্রুতে (যমিনের) কঙ্করগুলো সিক্ত হয়ে গেল। আর তিনি বলতে লাগলেন, বৃহস্পতিবারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ যাতনা বেড়ে যায়। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার জন্য লিখার কোন জিনিস নিয়ে আস, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখিয়ে দিব। যাতে এরপর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট না হও। এতে সাহাবীগণ পরস্পর মতপার্থক্য করেন। অতচ নবী সম্মুখে মতপার্থক্য সমীচীন নয়। তাদের কেউ কেউ বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া ত্যাগ করেছেন?' তিনি বললেন, 'আচ্ছা' আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। তোমরা আমাকে যে অবস্থার দিকে আহবান করছো তার চেয়ে আমি যে অবস্থায় আছি তা উত্তম।' অবশেষে তিনি ইন্তিকালের সময় তিনটি বিষয়ে ওসীয়ত করেন।

(১) মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত কর,

(২) প্রতিনিধি দলকে আমি যেরূপ উপঢৌকন দিয়েছি তোমরাও অনুরূপ দিও (রাবী বলেন)

তৃতীয় ওসীয়তটি আমি ভুলে গিয়েছি। আবূ আব্দুল্লাহ রহ বলেন, ইবনে মুহাম্মদ রহ ও ইয়াকূব রহ বলেন, আমি মুগীরা ইবনে আব্দুর রাহমানকে জাযীরাতুল আরব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, তা হলো মক্কা, মদীনা ইয়ামামা ও ইয়ামান। ইয়াকূব রহ বলেন, 'তিহামার আরম্ভ হল 'আরজ থেকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : এখানে দুটি বাব। প্রথম বাবটি জিম্মীদের জন্য সুপারিশ করা যাবে কি? এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.থেকে বর্ণনা করেছেন যে, اخرجوا المشركين من جزيرة العرب তো এর দ্বারা বুঝে আসে যে, তাদের জন্য সুপারিশ করার কোন প্রশ্নই আসে না। আর হাদীসের اجيزوا الوفد الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৯ পৃঃ পূর্বে ঃ ২২ পৃঃ সামনে ঃ ৪৪৯,৬৩৮, ৮৪৬, ১০৯৫ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ ঃ ২য় খন্ড, ৪২ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো যে,আগত দলসমূহের অতিথেয়তা করা এবং তাদেরকে হাদিয়া উপঢৌকন দেওয়া উচিৎ।

তাশরীহ ঃ অধম বেশ কয়েক জায়গায় এই হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল মুনঈম - ২৮৪ পৃঃ এবং নাসরুল বারী - ৮ম খন্ড, কিতাবুল মাগাযী ঃ ৫২২পৃঃ দেখুন।

بَابُ التَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ

১৯২০. পরিচ্ছেদ : প্রতিনিধি দলের আগমন উপলক্ষে সুসজ্জিত হওয়া

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ. ابْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ. أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ". فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ. فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ. قُلْتَ "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ". ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ فَقَالَ "تَبِيعُهَا. أَوْ تُصِيبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ".

সহজ তরজমা

২৮৪৯. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ......(আব্দুল্লাহ) ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রাযি. একজোড়া রেশমী কাপড় বাজরে বিক্রি হতে দেখতে পেলেন। তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে

https://e-ilm.weebly.com/

এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এ রেশমী কাপড় জোড়া আপনি খরিদ করুন এবং ঈদ ও প্রতিনিধিদল আগমন উপলক্ষে এর দ্বারা আপনি সুসজ্জিত হবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এ লেবাস তো তার (আখিরাতে) যার কোন অংশ নেই। অথবা (বলেন, রাবীর সন্দেহ) এরূপ লেবাস সে-ই পরিধান করে (আখিরাতে যার কোন অংশ নেই।' এমতাবস্থায় উমর রাযি. কিছু দিন অবস্থান করেন, যে পরিমান সময় আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছে ছিল। এরপর নবী ﷺ একটি রেশমী জুব্বা উমর রাযি.-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনি বলেছিলেন যে, এ তো তারই লেবাস (আখিরাতে) যার কোন অংশ নাই, কিংবা (রাবীর সন্দেহ) এ লেবাস তো সে-ই পরিধান করে, যার (আখিরাত) কোন অংশ নাই। এরপরও আপনি তা আমার জন্য প্রেরণ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (এজন্য প্রেরণ করেছি যে,) তুমি তা বিক্রয় করে ফেলবে অথবা (রাবীর সন্দেহ) বলেছেন, (এ জন্য প্রেরণ করেছি যে), তুমি তা তোমার কোন কাজে লাগাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের ابتع هذه الحلة فجمل بها للعيد وللوفود এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৯ পৃঃ পূর্বে ১২১-১২৩, ১৩০, ২৮৩, ৩৫৬, ৩৫৭ পৃঃ সামনে ঃ ৮৬৮, ৮৮৫, ৮৯৮ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো যে, ঈদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা জায়েয। কেননা, রাসূল ﷺ সৌন্দর্য গ্রহণকে অপছন্দ করেননি।

بَابٌ: كَيْفَ يُعْرَضُ الإِسْلاَمُ عَلَى الصَّبِيِّ

১৯২১. পরিচ্ছেদ : কিভাবে শিশু-কিশোরদের নিকট ইসলাম পেশ করা হবে?

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ. وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ. فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ". فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ. قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ" قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَاذَا تَرَى" قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "خُلِطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ". قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا". قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ". قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ. ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَأْتِيَانِ النَّخْلَ الَّذِي فِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ. حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخْلَ طَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ. وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ. فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادٍ أَىْ صَافِ. وَهُوَ اسْمُهُ. فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ" وَقَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ. ثُمَّ ذَكَرَ

https://e-ilm.weebly.com/

الدَّجَّالَ فَقَالَ " إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ. لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ. وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ. تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ".

সহজ তরজমা

২৮৫০. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রাযি. কয়েকজন সাহাবীসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ইবনে সাইয়াদের কাছে যান। তাঁরা তাকে বনী মাগালার টিলার উপর ছেলে-পেলেদের সঙ্গে খেলা-ধুলা করতে দেখতে পান। আর এ সময় ইবনে সাইয়াদ বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (আগমন সম্পর্কে) সে কোন কিছু টের না পেতেই নবী ﷺ তার পিঠে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন। এরপর নবী ﷺ বললেন, (হে ইবনে সাইয়াদ!) তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল? তখন ইবনে সাইয়াদ তাঁর প্রতি তাকিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মি লোকদের রসূল। ইবনে সাইয়াদ নবী ﷺ-কে বলল, আপনি এ সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? নবী ﷺ তাকে বললেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর সকল রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। নবী ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কী দেখ? ইবনে সাইয়াদ বলল, আমার নিকট সত্য সংবাদ ও মিথ্যা সংবাদ সবই আসে। নবী ﷺ বললেন, প্রকৃত অবস্থা তোমার নিকট সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে আছে। নবী ﷺ আরো বললেন, আচ্ছা! আমি আমার অন্তরে তোমার জন্য কিছু কথা গোপন রেখেছে (বলতো তা' কি?) ইবনে সাইয়াদ বলল, তা' হচ্ছে ধুয়া। নবী ﷺ বললেন, আরে থাম, তুমি তোমার সীমার বাইরে যেতে পার না। উমর রাযি. বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী ﷺ বললেন, যদি সে প্রকৃত দাজ্জাল হয়, তবে তুমি তাকে কাবু করতে পারবে না আর যদি সে দাজ্জাল না হয়, তবে তাকে হত্যা করে তোমার কোন লাভ নেই।

ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ও উবাই ইবনে কা'ব রাযি. উভয়ে সে খেজুর বৃক্ষের নিকট গমন করেন, যেখানে ইবনে সাইয়াদ অবস্থান করছিল। যখন নবী ﷺ সেখানে পৌঁছলেন, তখন তিনি খেজুর ডালের আড়ালে চলতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, ইবনে সাইয়াদের অজ্ঞাতসারে তিনি তার কিছু কথা শুনে নিবেন। ইবনে সাইয়াদ নিজ বিছানা পেতে চাঁদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল এবং কি কি যেন গুন গুন করছিল। তার মা নবী ﷺ-কে দেখে ফেলেছিল যে, তিনি খেজুর বৃক্ষের আড়ালে আসছেন। তখন সে ইবনে সাইয়াদকে বলে উঠল, হে সাফ! আর এটা ছিল তার নাম। সে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। তখন নবী ﷺ বললেন, মহিলাটি যদি তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিত, তবে তার ব্যাপারটা প্রকাশ পেয়ে যেত। আর সালিম রাযি. বলেন, ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেছেন যে, এরপর নবী ﷺ লোকদের মাঝে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ তা'আলার যথাযথ প্রশংসা করলেন। তারপর দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। আর বললেন, আমি তোমাদের দাজ্জাল থেকে সতর্ক করে দিচ্ছি। প্রত্যেক নবীই তার সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। নূহ আ. তাঁর সম্প্রদায়কেও দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে এমন একটি কথা জানিয়ে দিব, যা কোন নবী তাঁর সম্প্রদায়কে জানান নি। তোমরা যেন রেখ যে, সে হবে কানা আর অবশ্যই আল্লাহ কানা নন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের اتشهد انى رسول الله এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪২৯ - ৪৩০ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৮০-১৮১ পৃঃ তাছাড়া - মুসলিম শরীফ - ২য় খন্ড, ৩৯৮ পৃঃ তিরমিযি শরীফ ঃ ২য় খন্ড ৪৮-৪৯ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো যে, যদি নাবালেগ শিশু ভালো মন্দের মাঝে পার্থক্যকারী হয়, তাহলে তার নিকট ইসলাম পেশ করা যাবে এবং তার ইসলাম গ্রহণ নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এটাই জমহুরের উলামায়ে কেরামের অভিমত।

https://e-ilm.weebly.com/

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ৫ম খন্ড, ২৪ পৃঃ দেখুন। এই হাদীসে তিনটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্য থেকে شهادات এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টির উপর এবং فتن এর ক্ষেত্রে তৃতীয়টির উপর সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। আর ابن صياد সম্পর্কে অনেক মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে كتاب الاعتصام এর মধ্যে আলোচনা করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْيَهُودِ: أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا قَالَهُ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

১৯২২. পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদীদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী ঃ "ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করবে"। এ বাণী মাকবুরী আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন

بَابُ إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُونَ، فَهِيَ لَهُمْ

১৯২৩. পরিচ্ছেদ : যদি কোন সম্প্রদায় দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে, আর তাদের ধন-সম্পদ ও জমিজমা থাকে, তাহলে তা তাদেরই থাকবে

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ. قَالَ "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً". ثُمَّ قَالَ "نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ الْمُحَصَّبِ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ". وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لاَ يُبَايِعُوهُمْ وَلاَ يُئْوُوهُمْ. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي.

সহজ তরজমা

২৮৫১. মাহমুদ রহ. ....উসামা ইবনে যায়দ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আগামীকাল আপনি মক্কায় পৌঁছে কোথায় অবতরণ করবেন? তিনি বললেন, আকীল কি আমাদের জন্য কোন ঘর বাড়ী অবশিষ্ট রেখেছে? এরপর বললেন, আমরা আগামীকাল খাইফে বানূ কিনানার মুহাস্‌সাব নামক স্থানে অবতরণ করব, যেখানে কুরায়েশ লোকেরা কুফ্‌রীর উপর শপথ করেছিল। আর তা হচ্ছে এই যে, বানূ কিনানা ও কুরায়েশগণ একত্রে এ শপথ করেছিল যে, তারা বানূ হাশেমের সহিত ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং তাদের নিজ গৃহে আশ্রয়ও দিবে না। যুহরী রহ বলেন, খাইফ হচ্ছে একটি উপত্যকা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ যখন আকীলকে তার মালিকানা হস্তান্তর করলেন, আর আকীলের তাসাররুফাত (লেনদেন) যখন ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই কার্যকর হয়েছে,তাহলে ইসলাম গ্রহণের পরে তো তা অবশ্যই কার্যকর হবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩০ পৃঃ ২১৬ পৃঃ সামনে ঃ ৬১৪, ১০০১পৃঃ।

তাশরীহ ঃ ঘটনা হল এই যে, আবু তালেব ছিল আব্দুল মুত্তালিবের বড় পুত্র। আব্দুল মুত্তালিবের ইনতেকালের পর আবু তালেব তার সমুদয় সম্পত্তি আয়ত্ত করে নেয়। যখন আবু তালিব মারা যায় আর এর কিছু দিন পরই হুযূর ﷺ এবং হযরত আলী রাযি. হিজরত করে মদীনায় চলে যান তখন আকীল যে তখন মুসলমান ছিল না. আবু তালেবের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করে নেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. رضي الله عنه. اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى فَقَالَ يَا هُنَيُّ. اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ. وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ. وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ. وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ. فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ. وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ فَالْمَاءُ وَالْكَلأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَايْمُ اللَّهِ. إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ. إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلاَمِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا.

সহজ তরজমা

২৮৫২. ইসমাঈল রহ. ......আসমা রাযি. থেকে বর্ণিত, উমর রাযি. হুনাইয়্যা নামক তার এক আযাদকৃত গোলামকে সরকারী চারণভূমির তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করেন। আর তাকে আদেশ করেন, হে হুনাইয়! মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত বিনয়ী থাকবে, মজলুমের বদ দুআ থেকে বেচে থাকবে। কারণ মজলুমের দু'আ কবূল হয়। আর স্বল্প সংখ্যক উট ও স্বল্প সংখ্যক বকরীর মালিককে এ (চারণভূমিতে) প্রবেশ করতে দিবে। আর আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ ও উসমান ইবনে আফফান রাযি.-এর পশুর ব্যাপারে সতর্ক থাকবে (প্রবেশ করতে দিবে না)। কেননা, যদি তাদের পশুগুলো ধ্বংশ হয়ে যায়, তবে তারা তাদের কৃষি ক্ষেত ও খেজুর বাগানের প্রতি মনোনিবেশ করবেন। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক উট-বকরীর মালিকদের পশু ধ্বংশ হয়ে গেলে তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হবে। আর বলবে, হে আমীরুল মুমিনীন! হে আমিরুল মুমিনীন আমি কি তাদের বঞ্চিত করতে পারব? হে অবুঝ! সুতরাং পানি ও ঘাস দেওয়া আমার পক্ষে সহজ, স্বর্ণ-রোপ্য দেওয়ার চাইতে। আল্লাহর শপথ! এ সব লোকেরা মনে করবে, আমি তাদের প্রতি জুলুম করেছি। এটা তাদেরই শহর, জাহেলী যুগে তারা এতে যুদ্ধ করেছে, ইসলামের যুগে তারা এতে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে মহান আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যে সব ঘোড়ার উপর আমি যোদ্ধাগণকে আল্লাহর রাস্তায় আরোহণ করিয়ে থাকি যদি সেগুলো না হতো তবে আমি তাদের দেশের এক বিঘত পরিমাণ জমিও সংরক্ষণ করতাম না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের انها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية واسلموا عليها في الاسلام এ অংশটুকুর সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩০ পৃঃ সামনে ঃ

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারাই ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। হাফেজ আসকালানী রহ. বলেন, এর দ্বারা ঐ ব্যক্তির কথাকে রদ করার দিকে ইশারা করেছেন যে ব্যক্তি হানাফীদের পক্ষ থেকে বলেন যে,যদি হারবী দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে নেয় এবং সে সেখানেই অবস্থান করে অতঃপর মুসলমানগণ সে দেশ বিজয় করে নেয় তাহলে সেই ব্যক্তিই তার সকল সম্পদের বেশী অধিকারী, তবে জমিন ও স্থাবর সম্পত্তি ব্যতিত। কেননা,তা মুসলমাদের প্রাপ্ত সম্পদ।

তাশরীহ ঃ আল্লামা আইনী রহ. বলেন যে, এব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে এবং তিনি ইমামগণের মাযহাবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর فيض البارى নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, যদি দারুল হারবের অমুসলিমগণ যুদ্ধ - জিহাদ ব্যতিত স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে অতঃপর মুসলমানগণ সেই দারুল হারবে আত্মপ্রকাশ করে আর তারা

https://e-ilm.weebly.com/

সেখানে অবস্থান করে,তখন মুসলিম মুজাহিদগণ স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি গনীমতের মাল হিসাবে পাবে। এটাই ইমাম শাফী রহ.এর অভিমত। আর আমাদের মতে মুলিম মুজাহিদগণ শুধু غيرمنقوله (স্থাবর) সম্পত্তি মালে গনীমত হিসাবে পাবে। ইমাম বুখারী রহ.ইমাম শাফী মাযহাবের সমর্থন করেছে। والله اعلم,

بَابُ كِتَابَةِ الإِمَامِ النَّاسَ

১৯২৪. পরিচ্ছেদ : ইমাম কর্তৃক লোকদের নাম তালিকাভুক্ত করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ. ﷺ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " اُكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ ". فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ.

সহজ তরজমা

২৮৫৩. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ. ....হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, মানুষের মধ্যে যারা ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করেছে, তাদের নাম তালিকাভুক্ত করে আমাকে দাও। হুযাইফা রাযি. বলেন, তখন আমরা এক হাজার পাঁচশ লোকের নাম তালিকাভুক্ত করে তাঁর নিকট পেশ করি। তখন আমরা বলতে লাগলাম, আমরা এক হাজার পাঁচশত লোক, এক্ষণে আমাদের ভয় কিসের? (রাবী) হুযাইফা রাযি. বলেন, পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে, আমরা এমনভাবে ফিতনায় পতিত হয়েছি যাতে লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় একা একা সালাত আদায় করছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩০ পৃঃ

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَمِائَةٍ. قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَا بَيْنَ سِتِّمِائَةٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ.

সহজ তরজমা

২৮৫৪. আবদান রহ. ......আ'মাশ রহ থেকে এ রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, তাতে উল্লেখ হয়েছে, আমরা তাদের পাঁচশ পেয়েছি। আবূ মু'আবিয়ার বর্ণনা হয়েছে, চয়শ' হতে সাতশ' এর মাঝামাঝি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের ভিন্ন একটি সনদ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩০ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ ঃ الايمان অধ্যায়, নাসাঈ শরীফ ঃ السير অধ্যায়।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ. إِنِّي كُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ. قَالَ " ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

সহজ তরজমা

২৮৫৫. আবূ নু'আইম রহ. ..... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক অমুক যুদ্ধে আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আর আমার স্ত্রী হজ্জ আদায়ের সংকল্প করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ করে নাও।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের إِنِّي كُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩০ পৃঃ পূর্বে ঃ ২৫০, ৬২১, পৃঃ সামনে ঃ ৭৮৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো, সৈন্যবাহিনীর জন্য হাজিরা খাতা প্রস্তুত করা এবং তাদের নাম লিপিবদ্ধ করা জায়েয।

তাশরীহ ঃ সুলাইমান ইবনে আমাশ থেকে এই হাদীসটি তার তিনজন ছাত্র রেওয়ায়াত করেছেন। তাদের একজন হলেন। সুফিয়ান ছাওরী রহ. তার রেওয়ায়াত হলো এই যে,তারা সর্বসাকুল্য দেড়হাজার ছিলেন। দ্বিতীয়জন হলেন আবু হামযাহ মুহাম্মদ ইবনে মায়মূন রহ. তার রেওয়ায়াতে পাঁচশতজনের কথা এসেছে। আর তৃতীয়জন হলেন আবু মুআবিয়া মুহাম্মাদ ইবনে খাযেম রহ. তার রেওয়ায়াতে রয়েছে যে, তারা সাতশতজন ছিলেন। তবে ইমাম বুখারী রহ.হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ.এর রেওয়ায়াতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তার রেওয়ায়াতকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হলো যে, তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ও অধিক নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তার রেওয়ায়াতে বেশী রয়েছে, আর নির্ভরযোগ্যদের 'অতিরিক্ত' গ্রহণযোগ্য। যদিও আ'মাশের ছাত্রদের মাঝে আবু মুআবিয়াই প্রখর মুখস্তশক্তির অধিকারী ছিলেন - যেমন, ইমাম মুসলিম রহ.আবু মুআবিয়া রহ.এর রেওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

সামঞ্জস্যবিধান ঃ বর্ণিত তিনটি রেওয়ায়াতের মাঝে সামঞ্জস্যবিধান হলো এই যে, সর্বসাকুল্যে মুসলমানদের সংখ্যা দেড়হাজার ছিল যাদের মাঝে নারী-পুরুষ শিশু সকলেই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর শুধু পুরুষদের সংখ্যা ছয় থেকে সাতশত পর্যন্ত ছিল আর তাদের মাঝে কেবল পাঁচশতজন জিহাদের জন্য উপযুক্ত ছিলেন।

بَابٌ إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

১৯২৫. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলা মন্দ লোকের দ্বারা কখনো কখনো দীনের সাহায্য করেন

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ " هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ". فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيدًا، فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِلَى النَّارِ ". قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ". ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى بِالنَّاسِ " إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৮৫৬. আবুল ইয়ামান ও মাহমুদ রহ. ....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি ইসলামের দাবিদার এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী। অথচ যখন যুদ্ধ শুরু হল, তখন সে লোকটি ভীষণ যুদ্ধ করল এবং আহত হল। তখন বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন, সে লোকটি জাহান্নামী। আজ সে ভীষণ যুদ্ধ করেছে এবং মারা গেছে। নবী ﷺ বললেন, সে জাহান্নামে গেছে। রাবী বলেন, একথার উপর কারো কারো অন্তরে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির উপক্রম হয় হয়। তারা এ সম্পর্কিত কথাবার্তায় রয়েছেন, এসময় সংবাদ এল যে, লোকটি মরে যায়নি বরং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যখন রাত্রি হল, সে আঘাতের কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে পারল না এবং আত্মহত্যা করল। তখন নবী ﷺ-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছানো হলে, তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তাঁর রাসূল। এরপ রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল রাযি.-কে আদেশ করলেন, তখন তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, মুসলমান ব্যতীত কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা (কখনো কখনো) এই দীনকে মন্দ লোকের দ্বারা সাহায্য করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের শেষাংশের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩০-৪৩১ পৃঃ সামনে ঃ ৬০৪, ৯৭৭, পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ ঃ الايمان অধ্যায়।

উদ্দেশ্য ঃ ১. একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য। মুসলিম শরীফের একটি রেওয়ায়াতে এসেছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন انا لانستعين بمشرك আমরা মুশরিকদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করব না। ইমাম বুখারী রহ.বলতেছেন যে,এর দ্বারা কোন বিরোধ সৃষ্টি হয় না। কেননা, মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতটি বিশেষ একটি স্থানের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ রাসূল ﷺ এর সাথে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা হুনাইনের যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং মুশরিক ছিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে মুসলমান ছিল মুশরিক ছিলো না, তবে আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে রাসূল ﷺকে জানিয়ে দিলেন যে, সে মুনাফিক, তাই তার পরিণতি মন্দ হবে।

২. আত্মহত্যা যদি হালাল মনে না করে হয়ে থাকে তাহলে সে গোনাহগার তথা ফাসিক মুমিন হবে। এই সুরতে রাসূল ﷺ এর বাণী هذا من اهل النار এর মর্মার্থ এই হতে পারে যে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে,তবে তা চিরস্থায়ী জাহান্নামকে আবশ্যক করে না। والله اعلم

৩. ইমাম বুখারী রহ.এর এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, যদি কোন মুসলমান হাকেম, আমীর ন্যায়বিচারক না হয়,তাহলে তার সাথে বিদ্রোহ করা যাবে না যতক্ষণ না তার থেকে ঈমাণের অস্বীকৃত প্রমাণিত না হবে। হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা এই পাপাচার থেকে কাজ আদায় করে নিবেন।

بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ

১৯২৬. পরিচ্ছেদ : শত্রুর আশংকা দেখা দিলে আমীরের অনুমতি ব্যতীত নিজেই সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করা

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. رضي الله عنه. قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ. ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ. ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ عَلَيْهِ. وَمَا يَسُرُّنِي. أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ. أَنَّهُمْ عِنْدَنَا ". وَقَالَ وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৮৫৭. ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম রহ. ....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, (মুতার যুদ্ধে) যায়িদ (ইবনে সাবিত রাযি.) পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন, এরপর (জাফর ইবনে আবূ তালিব রাযি.) পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন। তারপর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন। এরপর খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি. মনোনয়ন ছাড়াই পতাকা ধারণ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে বিজয় দান করেছেন আর বললেন, এ আমার নিকট পছন্দনীয় নয় অথবা রাবী বলেন, তাদের কাছে পছন্দনীয় নয় যে, তারা দুনিয়ায় আমার নিকট অবস্থান করতো। রাবী বলেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেছিলেন) আর তাঁর চক্ষু যুগল হতে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩১ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৬৭, ৩৯২ পৃঃ সামনে ঃ ৫১২, ৫১৩, ৬১১ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারীর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে,যখন শত্রুর ভয় হয় এবং প্রয়োজনের সময় ইমামের অনুমতি বা নির্দেশ ব্যতীত কোন ব্যক্তি সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেয়, তাহলে তা জায়েয।

بَابُ الْعَوْنِ بِالْمَدَدِ

১৯২৭. পরিচ্ছেদ : সাহায্যকারী দল প্রেরণ করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ. عَنْ سَعِيدٍ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ. ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لِحْيَانَ. فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا. وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ. فَأَمَدَّهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ. يَحْطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ. فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَغُوا بِئْرَ مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ وَقَتَلُوهُمْ. فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ. قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّهُمْ قَرَءُوا بِهِمْ قُرْآنًا أَلاَ بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا بِأَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا. ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعْدُ.

সহজ তরজমা

২৮৫৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. ....আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর নিকট রি-ল যাকওয়ান, উসাইয়া ও বানূ লিহইয়ান গোত্রের কিছু লোক এসে বলল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এবং তারা তাঁর নিকট তাদের সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় সাহায্য প্রার্থনা করলো। তখন নবী ﷺ সত্তর জন আনসার পাঠিয়ে তাদের সাহায্য করলেন। আনাস রাযি. বলেন, আমরা তাদের ক্বারী নামে আখ্যায়িত করতাম। তারা দিনের বেলায় লাকড়ী সংগ্রহ করতেন, আর রাত্রিকালে সালাতে মগ্ন থাকতেন। তারা তাঁদের নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। যখন তাঁরা বীরে মাউনা নামক স্থানে পৌঁছালো, তখন তারা বিশ্বাসঘাতকতা করলএবং তাঁদের হত্যা করে ফেলল। এ সংবাদ শোনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ রিল, যাকওয়ান, বানূ লিহইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে দু'আ করে একমাস যাবত কুনূতে নাযিলা পাঠ করেন। কাতাদা রহ. বলেন, আনাস রাযি. আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাঁদের সম্পর্কে কিছুকাল যাবৎ কুরআনের এ আয়াতটি পড়তে থাকেনঃ 'আমাদের সংবাদ আমাদের কাওমের নিকট পৌঁছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত পেয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তিনি আমাদের সন্তুষ্ট করেছেন।' এরপর এ আয়াত পাঠ করা বন্ধ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ মানসুখ হয়ে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের ﷺ فَأَمَدَّهُمُ النَّبِيُّ . وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩১ পৃঃ পূর্বে ১৩৬, ১৭৩, ৩৯৩,৩৯৫ পৃঃ সামনে ঃ ৪৪০, ৫৮৬, ৫৮৭, ৯৪৬, ১০৯০ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ প্রয়োজনের সময় কেন্দ্র থেকে ফওজী সাহায্য জায়েয।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ৮ম খন্ড, কিতাবুল মাগাযী ১৩৮ পৃঃ দেখুন।

قوله : قتادة একথা দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো, কাতাদাহ রহ. হযরত আনাস রাযি.থেকে শ্রবণ করেছেন।

بَابُ مَنْ غَلَبَ الْعَدُوَّ فَأَقَامَ عَلَى عَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا

১৯২৮. পরিচ্ছেদ : শত্রুর উপর বিজয় লাভ করে তাদের বহিরাঙ্গনে তিন দিন অবস্থান করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ. تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

২৮৫৯. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রাহীম রহ. ..... আবূ তালহা রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর বিজয় লাভ করতেন, তখন তিনি তাদের বহিরাঙ্গনে তিন রাত অবস্থান করতেন। মু'আয ও আব্দুল আ'লাও আবূ তালহা রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় রাওহা ইবনে উবাদা রাযি.-এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩১ পৃঃ সামনে ঃ মাগাযী অধ্যায় ঃ ৫৬৬ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো যে,অবস্থান করার দ্বারা যেন বিজয়টা পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়ে যায় আর এই অবস্থান করাটা এক প্রকার চ্যালেঞ্জ যে,যদি শক্তি,সাহস থাকে তাহলে আসো।

২.তিনদিন অবস্থান করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার জিকির দ্বারা ঐ যমিনের আতিথেয়তা হয় যে, যে যমিনে এখনোও আল্লাহ তাআলার নাফরমানী বিদ্যমান ছিল, এখন সেখানে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত ও তার প্রতি طاعت প্রদর্শিত হবে। আর তিনদিন অবস্থানের কারণ হলো আতিথেয়তায় সময়সীমা হলো তিনদিন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَنْ قَسَمَ الْغَنِيمَةَ فِي غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ

وَقَالَ رَافِعٌ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا. فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ

১৯২৯. পরিচ্ছেদ : সফর ও যুদ্ধক্ষেত্রে গনীমতের মাল বন্টন করা

রাফে রাযি. বলেন, আমরা যুল-হুলাইফা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তখন আমরা (গনীমত স্বরূপ) উট ও বকরী লাভ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ দশটি বকরীকে একটি উটের সমান গণ্য করেন।

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. عَنْ قَتَادَةَ. أَنَّ أَنَسًا. أَخْبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ. حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ.

সহজ তরজমা

২৮৬০. হুদবা ইবনে খালিদ রহ. ......আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ জি'রানা নামক স্থান থেকে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন, যেখানে তিনি হুনাইন যুদ্ধের গনীমত বণ্টন করেছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩১ পৃঃ পূর্বে ঃ ২৩৯ পৃঃ সামনে ঃ ৫৯৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, কূফাবাসী উলামায়ে কেরামের অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করাই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য। মূলত এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, গণীমতের সম্পদ দারুল ইসলামে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তথা দারুল হারবে বন্টন করা জায়েয আছে কি না? ইমাম মালিক রহ.ও ইমাম শাফী রহ.এর মতে - দারুল হারবে গণীমতের মাল বন্টন করা জায়েয।

ইমাম আবু হানীফা রহ.বলেন, দারুল ইসলামে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তথা দারুল হারবে গণীমতের মাল বন্টন করা জায়েয নেই। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.এর খন্ডনের বক্তব্য প্রত্যাখ্যাত। এই জন্য যে, বাবের অধীনে দুটি হাদীস রয়েছে। দুটির কোনটি দ্বারাই দারুল হারবে বন্টন প্রমাণিত নয়। যেমন - রাফে' থেকে বর্ণিত হাদীস প্রমাণ বহন করে যে, সেটা যুল হুলায়ফায় ছিল এবং হযরত আনাস রাযি.থেকে বর্ণিত হাদীস প্রমাণ বহন করে যে,সেটা জি'রানাতে ছিল , আর তা যুল হুলায়ফার অন্তর্ভূক্ত। আর জি'রানা দারুল ইসলামের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এই হাদীস দুটি কূফাবাসীদের দলীল। কেননা,তিনি গনীমতের মাল দারুল ইসলামেই বন্টন করেছেন। (উমদাতুল কারী : ১৪/৩১১)

بَابُ إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ

১৯৩০. পরিচ্ছেদ : যদি মুশরিকরা মুসলমানদের মাল লুট করে নেয়, তারপর মুসলমানগণ (বিজয় লাভের) মাধ্যমে তা প্রাপ্ত হয়

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ. فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ. فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ. فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ.

ইবনে নুমায়র .... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর একটি ঘোড়া ছুটে গেলে শত্রু তা আটক করে। এর পর মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয় অর্জন করেন। তখন সে ঘোড়াটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলেই তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়। আর তাঁর একটি গোলাম পলায়ন করে রোমের কাফিরদের সাথে মিলিত হয়। এর পর মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয় লাভ করেন। তখন খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের পর তা তাঁকে ফেরত দিয়ে দেন।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ، فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَأَنَّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ، فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: عَارَ مُشْتَقٌّ مِنَ العَيْرِ، وَهُوَ حِمَارُ وَحْشٍ أَيْ هَرَبَ

সহজ তরজমা

২৮৬১. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. ..... নাফি রহ থেকে বর্ণিত যে, ইবনে উমর রাযি.-এর একটি গোলাম পলায়ন করে রোমের মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। এরপর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি. রোম জয় করেন। তখন সে গোলামটি আব্দুল্লাহ (ইবনে উমর) রাযি.-কে ফেরত দিয়ে দেন।

আর আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর একটি ঘোড়া ছুটে গিয়ে রোমে পৌঁছে যায়। এরপর উক্ত এলাকা মুসলমানদের করতলগত হলে তারা ঘোড়াটি ইবনে উমর রাযি.-কে ফেরত দিয়ে দেন। আবূ আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, عار শব্দটি عير থেকে উদগত। আর তা হল বন্য গাধা, অর্থাৎ পলায়ন করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের ان عبدا لابن عمر ابق فلحق بالروم এবং وان فرسا لابن عمر عار الخ এই দুই অংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩১ পৃঃ সামনে ঃ ৪৩১-৪৩২ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسٍ يَوْمَ لَقِيَ الْمُسْلِمُونَ، وَأَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، بَعَثَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ.

সহজ তরজমা

২৮৬২. আহমদ ইবনে ইউনুস রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি একটি ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন, যখন মুসলমানগণ রোমীদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। সেসময় মুসলমানদের অধিনায়ক হিসাবে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি.-কে আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. নিয়োগ করেছিলেন। সে সময় শত্রুরা তাঁর ঘোড়াটিকে নিয়ে যায়। এরপর যখন শত্রু দল পরাজিত হল তখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি. তাঁর ঘোড়াটি তাঁকে ফেরত দেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ الخ. এই অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩১ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৩১ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এই মাসআলাটি যেহেতু মতবিরোধপূর্ণ তাই ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী কোন হুকুম বর্ণনা করেননি। বিস্তারিত আলোচনা হলো এই যে,শাওয়াফেদের মতে কাফের ব্যক্তি মুসলমানের মালের মালিক হতে পারে না, যদিও কাফের স্বীয় দেশ দারুল হারবে নিয়ে যায়। আর যখন মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হবে এবং এধরনের মাল গনীমত হিসাবে অর্জিত হবে,তখন যদি বন্টনের পূর্বে একথা জানা যায় যে, এই জিনিসটি অমুক মুসলমানের তাহলে সেই জিনিসটি মুসলমান মালিককে দিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, এই জিনিসটি গনীমতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আর যদি এ বিষয়টি গনীমতের মাল বন্টনের পরে জানা যায়, তাহলে হানাফী ও মালেকীদের মতে তা ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। কেননা, তা গনীমতের মাল হিসাবে বন্টিত হয়ে গেছে। আর শাফেয়ীদের মতে এই জিনিসকে যেহেতু গনীমতের অন্তর্ভুক্ত করা সহীহ নয়, তাই তা মালিকের নিকট অর্পণ করা যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

এখন যদি কোন হাদীসে এরকম মালের ব্যাপারে তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বর্ণনা থাকে,তাহলে হানাফী ও মালেকীগণ এই হাদীসকে গনীমত বন্টনের পূর্বের উপর প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু যদি কোন হাদীসে বন্টনের পর এরকমের মালকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ থাকে, তাহলে হানাফীগণ ও অন্যান্য ইমামগণ এই সুরতে তাবীল করেন যে, বিনিময় দ্বারা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, সেই মুসলমান মালিক থেকে ঐ জিনিসের বিনিময় গ্রহণ করে তাকে তার জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া হবে। والله اعلم

بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ

১৯৩১. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ফার্সী অথবা অন্য কোন অনারবী ভাষায় কথা বলে

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ} [الروم: ٢٢]،

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ} [إبراهيم: ٤]

আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ আর তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে (৩০ ঃ ২২) এবং তিনি আরও বলেছেন ঃ আর আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি। (১৪ ঃ ৪)

وكان البخاري اشار الى ان النبي ﷺ كان يعرف الالسنة لانه ارسل الى الامم كلها على اختلاف السنتهم وجميع الامم قومه بالنسبة الى عموم رسالته "قوله تعالى قل يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعًا"

এর দ্বারা যেন ইমাম বুখারী রহ. এদিকে ইশারা করেছেন যে, রাসূল ﷺ সকল ভাষা বুঝতেন। কেননা,তাকে বিভিন্ন ভাষাবলম্বী সকল উম্মতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কারণ, তার রেসালাতটা হলো ব্যাপক। সুতরাং এটা দাবী করে যে, তিনি সকলের ভাষা বুঝবেন। যাতে করে সকলেই তার কথা বুঝতে পারে এবং তিনিও সকলের কথা বুঝতে পারেন। আর তার রেসালাত ব্যাপক হওয়ার ব্যাপারে দলীল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী - قل يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا، وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ، فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا، فَحَىَّ هَلاً بِكُمْ ".

সহজ তরজমা

২৮৬৩. আমর ইবনে আলী রহ. ..... জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার একটি বকরী ছানা যবেহ করেছি এবং আমার স্ত্রী এক সা যবের আটা পাকিয়েছে। আপনি কয়েকজন সঙ্গীসহ আসুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চ স্বরে বলে উঠলেন, হে আহলে খন্দক! জাবির তোমাদের জন্য খাবার আয়োজন করেছে, তাই তোমরা চল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের قَدْ صَنَعَ سُوْرًا، فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩১ পৃঃ সামনে ঃ মাগাযী অধ্যায় ৫৮৮ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " سَنَهْ سَنَهْ ". قَالَ عَبْدُ اللهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ. قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، فَزَبَرَنِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " دَعْهَا ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ " أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي ". قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ.

সহজ তরজমা

২৮৬৪. হিব্বান ইবনে মূসা রহ. ..... উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ ইবনে সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে হলুদ বর্ণের জামা পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সানাহ-সানাহ। (রাবী) আব্দুল্লাহ রহ বলেন, হাবশী ভাষায় তা সুন্দর অর্থে ব্যবহৃত। উম্মে খালিদ রাযি. বলেন, এরপর আমি তাঁর মহরে নবুওয়াতের স্থান নিয়ে কৌতুক করতে লাগলাম। আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, (ছোট মেয়ে) তাকে করতে দাও।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, এ কাপড় পরিধান কর আর পুরানো কর, আবার পরিধান কর, পুরানো কর, আবার পরিধান কর, পুরানো কর। (অর্থাৎ দীর্ঘ দিন পলিধান কর)। আব্দুল্লাহ (ইবনে মুবারক) রহ বলেন, উম্মে খালিদ রাযি. এতদিন জীবিত থাকেন যে, তাঁর আলোচনা চলতে থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের سنه سنه এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩২পৃঃ সামনে ঃ ৫৪৭, ৮৬৬, ৮৬৯ পৃঃ তাছাড়া আবু দাউদ শরীফ ঃ اللباس অধ্যায়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْفَارِسِيَّةِ: كَخٍ كَخٍ. أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ عِكْرِمَةُ سَنَهْ اَلْحَسَنَةُ بِالْحَبْشِيَّةِ. قَالَ اَبُو عَبْدِ اللهِ لَمْ تَعِشْ امْرَأَةٌ مِثْلَ مَا عَاشَتْ هٰذِهٖ يعنى أُمَّ خَالِدٍ.

সহজ তরজমা

২৮৬৫. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, হাসান ইবনে আলী রাযি. সাদকার খেজুর থেকে একটি খেজুর নিয়ে তা তাঁর মুখে রাখেন। তখন নবী ﷺ কাখ্-কাখ্ (ফেলে দাও, ফেলে দাও) বললেন, তুমি কি জান না যে, আমরা (বানূ হাশিম) সাদাকা খাই না। ইকরাম রহ বলেন, হাবশী ভাষায় 'সানাহ' অর্থ হল 'সুন্দর'। আবু আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, উম্মে খালিদের মত কোন মহিলা এত দীর্ঘজীবী হয়নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের كخ كخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩২ পৃঃ সামনে ঃ ২০১, ২০২ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো যে, যে কোন ভাষা শিক্ষা করা এবং তা বলা জায়েয। কেননা, প্রত্যেক ভাষাই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْغُلُولِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى. {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ} [آل عمران: ١٦١]

১৯৩২. পরিচ্ছেদ : গনীমতের মাল আত্মসাত করা

আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর যে ব্যক্তি গনীমতের মাল আত্মসাত করে, সে কিয়ামতের দিন সেই মালসহ উপস্থিত হবে। (৩ : ১৬১)

তাশরীহ : غلول শব্দটি বাবে نصر ينصر এর মাসদার। অর্থ : খেয়ানত করা, গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বেই চুরি করা।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ أَبِي حَيَّانَ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ " لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ. أَغِثْنِي. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا. قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ. يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا. قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ. فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا. قَدْ أَبْلَغْتُكَ. أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ. فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا. قَدْ أَبْلَغْتُكَ ". وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ.

সহজ তরজমা

২৮৬৬. মুসাদ্দাদ রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং গনীমতের মাল আত্মসাত প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। আর তিনি তা মারাত্মক অপরাধ হওয়া ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাউকে যেন এ অবস্থায় কিয়ামতের দিন না পাই যে, তার কাঁধে বকরী বয়ে বেড়াচ্ছে আর তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চিৎকার দিচ্ছে। অথবা তার কাঁধে রয়েছে ঘোড়া আর তা হি হি করে আওয়াজ দিচ্ছে। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট (আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তাঁর কাধে বয়ে বেড়াবে ধন-দৌলত এবং আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন, আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তাঁর কাধে বয়ে বেড়াবে কাপড়ের টুকরাসমূহ যা দুলতে থাকবে। সে আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না; আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪৩২ পৃঃ।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো যে, غلول অর্থাৎ গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বে খেয়ানত করা মহা অন্যায় এবং কবীরা গোনাহ।

তাহকীক ও তাশরীহ : لاالفين শব্দটির 'হামযা' বর্ণে পেশ এবং 'ফা' বর্ণে যের দিয়ে। অর্থ : لاأجدن আমি পাব না।

ثغاء শব্দটির ث বর্ণে পেশ এবং غين বর্ণে তাশদীদ ছাড়া। অর্থ : বকরীর আওয়ায।

حمحمة শব্দটির উভয় 'হা' বর্ণে যবর আর উভয় حاء এর মধ্যবর্তী 'মীম' বর্ণে সুকুন এবং শেষের 'মীম' বর্ণে যবর দিয়ে। অর্থ : ঘাস তলবের ক্ষেত্রে ঘোড়ার আওয়ায।

https://e-ilm.weebly.com/

رغاء শব্দটির راء বর্ণে পেশ এবং 'গাইন' বর্ণে তাশদীদ ছাড়া। অর্থ ঃ উটের আওয়ায।

لااملك لك شيئا من المغفرة : এটি ধমক ও ভীতি প্রদর্শনের উপর প্রয়োগ হবে। অন্যথায় রাসূল ﷺ হলেন গোনাহগারদের জন্য সুপারিশকারী। কেয়ামতের দিন স্বীয় উম্মতের গোনাহগারদের জন্য মাগফিরাতের সুপারিশ করবেন যেমন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন যে, شفاعتي لاهل الكبائر من امتي (তিরমিযি শরীফ ২য় খন্ড,৬৬ পৃঃ।)

بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الْغُلُولِ

وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ، وَهٰذَا أَصَحُّ

১৯৩৩. পরিচ্ছেদ : গনীমতের সামান্য পরিমান মাল আত্মসাত করা

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ বর্ণনায় তিনি আত্মসাৎকারীর মালপত্র জালিয়ে দিয়েছেন, কথাটি উল্লেখ করেন নি। এবং এটাই বিশুদ্ধ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " هُوَ فِي النَّارِ ". فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ ابْنُ سَلاَمٍ كَرْكَرَةُ. يَعْنِي بِفَتْحِ الْكَافِ، وَهُوَ مَضْبُوطٌ كَذَا.

সহজ তরজমা

২৮৬৭. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ....আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাহারা দেওয়ার জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। তাকে কার কারা নামে ডাকা হত। সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে জাহান্নামী! লোকেরা তার অবস্থা দেখতে গেল। তারা একটি আবা পেল যা সে আত্মসাত করেছিল। আবূ আব্দুল্লাহ রহ বলেন, ইবনে সালাম রহ বলেছেন, কারকারা ك বর্ণটিতে ফাতহা হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فوجدوا عباءة এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩২ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো যে, অল্প হোক বা বেশী হোক সকল খেয়ানতই হারাম।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَانِمِ

১৯৩৪. পরিচ্ছেদ : গনীমতের উট ও বকরী (বন্টনের পূর্বে) যবেহ করা মাকরূহ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ، رَافِعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ وَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَفِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللهُ فَقَالَ " هٰذِهِ الْبَهَائِمُ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هٰكَذَا ". فَقَالَ جَدِّي إِنَّا نَرْجُو ـ أَوْ نَخَافُ ـ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ " مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ "

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৮৬৮. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. .....রাফী ইবনে খাদীজ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে যুল-হুলাইফায় অবস্থান করছিলাম। লোকেরা ক্ষুধার্ত হয়েছিল। আর আমরা গনীমতস্বরূপ কিছু উট ও বকরী লাভ করেছিলাম। তখন নবী ﷺ লোকদের পিছন সারিতে ছিলেন। লোকেরা তাড়াতাড়ি করে (জন্তু যবেহ করে) ডেগ চড়িয়ে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ডেকগুলো (উপর করে ফেলার) নির্দেশ দিলেন এবং সেগুলো উপর করে ফেলে দেওয়া হল। এরপর তিনি দশটি বকরীকে একটি উটের সমান ধরে তা বন্টন করে দিলেন। তার মধ্য থেকে একটি উট পালিয়ে গেল। লোকদের নিকট ঘোড়া কম ছিল। তারা তার অনুসন্ধানে বেরিয়ে গেল এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এরপর এক ব্যক্তি উটটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করল, আল্লাহ তা'আলা তার গতিরোধ করে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এ সকল গৃহ পালিত জন্তুর মধ্যে কতক বন্য জন্তুর মত অবাধ্য হয়ে যায়। সুতরাং যা তোমাদের নিকট হতে পলায়ন করে তার সঙ্গে এরূপ আচরণ করবে।' রাবী বলেন, আমার দাদা রাফি ইবনে খাদীজ রাযি. বলেছেন, আমরা আশা করি কিংবা আশংকা করি যে, আমরা আগামীকাল শত্রুর মুখোমুখী হব। আর আমাদের সঙ্গে ছুরি নেই। আমরা কি বাঁশের ধারালো চোকলা দ্বারা যবেহ করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং (যার যবেহকালে) আল্লাহর নামউচ্চারণ করা হয়েছে (বিসমিলাহ পাঠ করা হয়েছে) তা আহার কর। কিন্তু দাঁত ও নখ দিয়ে নয়। কারণ আমি বলে দিচ্ছিঃ তা এই যে, দাঁত হল হাঁড় আর নখ হল হাবশীদের ছুড়ি।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসে বর্ণিত ডেগ (পাতিল) উপুর করে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর নির্দেশের মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা,এটা দাবী করে যে, রাসূল ﷺ এর নির্দেশ ব্যতীত জবাই করাটা অপছন্দনীয়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩২ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৩৮, ৩৪১, পৃঃ সামনে ঃ ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮৩১ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ বাবের অধীনেই ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে যে,গণীমতের মাল চাই তা উট হোক বা বকরী হোক আমীরের অনুমতি ব্যতিত তা জবাই করা মাকরূহ। আর দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মধ্যকার পাথক্য অচিরেই আসবে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ এই ঘটনাটি হুনাইন যুদ্ধ ৮ম হিজরীর। আর যুল হুলায়ফা হলো মদীনাবাসীদের মিকাত। আর আল্লামা কাস্তালানী রহ.বলেন - ليس ميقات اهل المدينة, মোটকথা এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে যে,এই যুল হুলায়ফা কোনটি? ইমাম নববী রহ. আল্লামা আইনী রহ. এর মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য বুখারী শরীফ ঃ ১ম খন্ড,৩৩৮ পৃঃ এর হাশিয়া দেখুন।

بَابُ الْبِشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ

১৯৩৫. পরিচ্ছেদ : বিজয়ের সুসংবাদ দান করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ " وَكَانَ بَيْتًا فِيهِ خَثْعَمُ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ " اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا ". فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ. فَبَارَكَ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ. قَالَ مُسَدَّدٌ بَيْتٌ فِي خَثْعَمَ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৮৬৯. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. .... জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, 'তুমি কি যুলখালাসা মন্দিরটিকে ধ্বংস করে আমাকে সান্তনা দিবে না? এ ঘরটি খাসআম গোত্রের একটি মন্দির ছিল। যাকে ইয়ামানের কা'বা বলা হত। এরপর আমি আহমাস গোত্রের দেড়'শ লোক নিয়ে রওয়ানা দিলাম। তাঁরা সবাই নিপুন অশ্বারোহী ছিলেন। আমি নবী ﷺ-কে জানালাম যে, আমি ঘোড়ার উপর স্থির থাকতে পারি না। তখন তিনি আমার বুকে হাত দ্বারা আঘাত করলেন। এমনকি আমি আমার বুকে তাঁর আঙ্গুলির ছাপ দেখতে পেলাম এবং তিনি আমার জন্য দু'আ করে বললেন, 'হে আল্লাহ! তাকে ঘোড়ার পিঠে স্থির রাখুন এবং তাকে পথ প্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত করুন।' অবশেষে জারীর রাযি. তথায় গমন করলেন। ঐ মন্দিরটি ভেঙ্গে দিলেন ও জ্বালিয়ে দিলেন। এরপর নবী ﷺ-কে সুসংবাদ প্রদানের জন্য দূত প্রেরণ করলেন। জারীর রাযি.-এর দূত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, সে সত্তার কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিকট আসিনি, যতক্ষণ না আমি তাকে জ্বালিয়ে কাল উটের ন্যায় করে ছেড়েছি। (অর্থাৎ তা জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছি)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক লোকদেল জন্য পাঁচবার বরকতের দুআ করলেন। মুসাদ্দাদ রহ বলেন, হাদীসে উল্লেখিত যুলখালাসা অর্থ খাসআম গোত্রের একটি ঘর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فارسل الى النبي ﷺ يبشره এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৩ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪২৪, ৪২৬ পৃঃ সামনে ঃ ৫৩৯, ৬২৪, ৯০০, ৯৩৭ পৃঃ।

بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ

১৯৩৬. পরিচ্ছেদ : সুসংবাদদাতাকে পুরস্কৃত করা

وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ

কাব ইবনে মালিক রাযি. কে যখন তাওবা কবুলের সুসংবাদ দান করা হয়, তখন তিনি সংবাদদাতাকে পুরস্কার স্বরূপ দু'খানা কাপড় দান করেন

তাশরীহ ঃ এই হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. কিতাবু মাগাযীতে এনেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

১৯৩৭. পরিচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের প্রয়োজন নেই

তাশরীহ ঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে,যখন মক্কা শরীফ 'দারুল হারব' ছিল, মুসলমানদের জন্য ইসলামের বিধানাবলী পালন করার স্বাধীনতা ছিলো না,তখন মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু বর্তমানে যখন মক্কা শরীফ বিজয় হয়ে গেছে এবং মক্কা শরীফ দারুল ইসলাম হয়ে গেছে, তাই এখন আর মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

এই দ্বারা এই উদ্দেশ্য নয় যে,বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে হিজরতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। কেননা, যতদিন দুনিয়ার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে এবং ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্ব বাকী থাকবে,ততোদিন পর্যন্ত প্রত্যেক ঐ স্থান থেকে যেখানে মুসলমানগণ ইসলামের বিধানাবলী পালনে স্বাধীন নয় সেখান থেকে হিজরত করা ফরজ।

আর যদি কোন দেশ 'দারুল হারব' হয়, কাফেরদের বিজিত দেশ হয়। কিন্তু সেখানে মুসলমানদেরকে ইসলামের বিধানাবলী পালনে কোন বাধা প্রদান করা হয় না। বরং মুসলমানরা বিধানাবলী পালনে স্বাধীন হয়,তাহলে এমন 'দারুল হারব' থেকে হিজরত করা জরুরী ও আবশ্যক নয়,বরং মোবাহ।

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ "لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا".

সহজ তরজমা

২৮৭০. আদম ইবনে আবূ ইয়াস রহ. ....আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, 'মক্কা বিজয়ের পর থেকে (মক্কা থেকে) হিজরতের প্রয়োজন নেই। কিন্তু জিহাদ ও নেক কাজের নিয়্যাত অবশিষ্ট রয়েছে। আর যখন তোমাদের জিহাদের আহবান জানান হবে তোমরা বেরিয়ে পড়বে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৩ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৯০, ৩৯৬ পৃঃ সামনে ঃ ৪৫২, ৬১৭ পৃঃ।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ جَاءَ مُجَاشِعٌ بِأَخِيهِ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ. فَقَالَ "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَلَكِنْ أُبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلَامِ".

সহজ তরজমা

২৮৭১. ইবরাহীম ইবনে মূসা রহ. ....মুজাশি ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুজাশি' তাঁর ভাই মুজালিদ ইবনে মাসউদ রাযি.-কে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'এ মুজালিদ আপনার কাছে হিজরত করার জন্য বাইয়াত করতে চায়। 'তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'মক্কা বিজয়ে পর আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। কাজেই আমি তার কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে বায়আত নিচ্ছি।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৩ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪১৫-৪১৬ পৃঃ সামনে ঃ ৬১৬ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً. يَقُولُ ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَى عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ بِثَبِيرٍ فَقَالَتْ لَنَا انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ مَكَّةَ.

সহজ তরজমা

২৮৭২. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ..... আতা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাইদ ইবনে উমাইর রাযি. সহ আয়িশা রাযি.-এর নিকট গমন করি। তখন তিনি সাবির পাহাড়ের উপর অবস্থান করছিলেন। তিনি আমাদের বললেন, 'যখন থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-কে মক্কা বিজয় দান করেছেন, তখন হিজরত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৩ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, মক্কা বিজয়ের পর মক্কা থেকে হিজরত করার ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। একই হুকুম প্রত্যেক দেশ ও শহরের যে,প্রত্যেক ঐ শহর যা মুসলমান বিজয় করে নেয় তা থেকে হিজরত করা ফরজ নয়। আর 'দারুল হারব' যা কাফেরদের দেশ, যেখানে মুসলমানরা নির্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে দীনের ফরজ ও ওয়াজিব সমূহ আদায় করতে পারে না এবং মুসলমানরা হিজরত করতে সক্ষম হয়,তাহলে এই সুরতে হিজরত ফরজ, অন্যাথায় মোস্তাহাব।

بَابٌ إِذَا اضْطَرَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ فِي شُعُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ. وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللهَ. وَتَجْرِيدِهِنَّ

১৯৩৮. পরিচ্ছেদ : প্রয়োজনবোধে জিম্মী অথবা মুসলিম মহিলার চুল দেখা এবং তাদের বিবস্ত্র করা, যখন তারা আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِيُّ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ. عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ. عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. وَكَانَ. عُثْمَانِيًّا فَقَالَ لاِبْنِ عَطِيَّةَ وَكَانَ عَلَوِيًّا إِنِّي لأَعْلَمُ مَا الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَالزُّبَيْرَ. فَقَالَ " ائْتُوا رَوْضَةَ كَذَا. وَتَجِدُونَ بِهَا امْرَأَةً أَعْطَاهَا حَاطِبٌ كِتَابًا ". فَأَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَقُلْنَا الْكِتَابَ. قَالَتْ لَمْ يُعْطِنِي. فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ أَوْ لأُجَرِّدَنَّكِ. فَأَخْرَجَتْ مِنْ حُجْزَتِهَا. فَأَرْسَلَ إِلَى حَاطِبٍ فَقَالَ لاَ تَعْجَلْ. وَاللهِ مَا كَفَرْتُ وَلاَ ازْدَدْتُ لِلإِسْلاَمِ إِلاَّ حُبًّا. وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلاَّ وَلَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لِي أَحَدٌ. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا. فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ ﷺ. قَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ. فَإِنَّهُ قَدْ نَافَقَ فَقَالَ " مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ. فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ". فَهٰذَا الَّذِي جَرَّأَهُ.

সহজ তরজমা

২৮৭৩. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাওশাব তায়িফী রহ. ......আবূ আব্দুর রাহমান রহ থেকে বর্ণিত, আর তিনি ছিলেন উসমান রাযি.-এর সমর্থক। তিনি ইবনে আতিয়্যাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যিনি আলী রাযি.-এর সমর্থক ছিলেন, কোন বস্তু তোমাদের সাথী (আলী রাযি.)-কে রক্তপাতে সাহস যুগিয়েছে, তা আমি জানি। আমি তাঁর কাছে শুনেছি, তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং যুবাইর (ইবনে আওয়াম) রাযি.-কে প্রেরণ করেছেন, আর বলেছেন, তোমরা খাখ বাগান অভিমুখে চলে যাও, সেখানে তোমরা একজন মহিলাকে পাবে, হাতিব তাকে একটি পত্র দিয়েছে।' আমরা সে বাগানে পৌঁছলাম এবং মহিলাটিকে বললাম, পত্রখানি দাও, সে

বলল, (হাতিব) আমাকে কোন পত্র দেয়নি। তখন আমরা বললাম, 'হয় তুমি পত্র বের করে দাও, নচেৎ আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করব। তখন সে মহিলা কেশের ভাজ থেকে পত্রখানা বের করে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমাদের পত্রসহ প্রত্যাবর্তনের পর) হাতিবকে ডেকে পাঠান। তখন সে বলল, 'আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না। আল্লাহর কসম! আমি কোন কুফরী করিনি, আমার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি অনুরাগ বর্ধিত হয়েছে। আপনার সাহাবীগণের মধ্যে কেউ এমন নেই, মক্কায় যার সাহায্যকারী আত্মীয়-স্বজন না আছে। যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ রক্ষা করেছেন। আর আমার এমন কেউ নেই। তাই আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চেয়েছি। (যার বিনিময়ে তারা আমার মাল-আওলাদ হিফাজত করবে।)' তখন নবী ﷺ তাকে সত্যবাদীরূপে স্বীকার করে নিলেন। উমর রাযি. বললেন, 'লোকটিকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই, সে তো মুনাফিকী করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তুমি জান কি? অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আহলে বদর সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত রয়েছেন এবং তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'তোমরা যেমন ইচ্ছা আমল কর।' একথাই তাঁকে (আলী রাযি.) দুঃসাহসী করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের او لاجردنك এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। এখানে او শব্দটি الا এর অর্থে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৩ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪২২ পৃঃ সামনে ঃ ৫৬৭, ৬১২, ৭২৬, ৯২৫, ১০২৫ পৃঃ।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো যে, প্রয়োজনের সময় স্ত্রীলোকের চুল দেখা জায়েয, এমনকি তাকে উলঙ্গ করাও জায়েয যখন আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করবে।

তাশরীহ : প্রশ্ন-উত্তর সহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড (কিতাবুল মাগাযী) ৩৯ পৃঃ দেখুন।

بَابُ اسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ

১৯৩৯. পরিচ্ছেদ : বিজয়ী যোদ্ধাগণকে অভ্যর্থনা জানানো

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ، فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ.

সহজ তরজমা

২৮৭৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবুল আসওয়াদ রহ. ....ইবনে আবূ মুলাইকা রহ থেকে বর্ণিত যে, ইবনে যুবাইর রাযি., ইবনে জাফর রাযি.-কে বললেন, তোমার কি স্মরণ আছে, যখন আমি ও তুমি এবং ইবনে আব্বাস রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম? ইবনে জাফর রাযি. বললেন, হ্যাঁ, স্মরণ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বাহনে তুলে নিলেন আর তোমাকে ছেড়ে আসেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের اذ تلقينا رسول الله ﷺ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৩ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ ঃ ২য় খন্ড, ২৮৩ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

তাশরীহ ঃ এই হাদীস দ্বারা বুঝে আসে যে, فحملنا وترك এর প্রবক্তা হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর রাযি.। আর ইমাম নববী রহ.এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

وترك ابن جعفر صوابه ماذكرناه ان القائل فحملنا -(শরহে মুসলিম- ২/২৮৩)

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ - ﷺ ذَهَبْنَا نَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ.

সহজ তরজমা

২৮৭৫. মালিক ইবনে ইসমাঈল রহ. .... সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অন্যান্য শিশুদের সমঙ্গে আমরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৩ পৃঃ সামনে ঃ ৬৩৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে,যখন মুজাহিদগণ গাজীর বেশে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন তাদেরকে ইস্তিকবাল (অভ্যার্থনা) করা জায়েয।

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْغَزْوِ؟

১৯৪০. পরিচ্ছেদ : জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যা বলবে

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ - ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبَّرَ ثَلَاثًا قَالَ " آيِبُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَائِبُونَ عَابِدُونَ حَامِدُونَ لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ. وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

সহজ তরজমা

২৮৭৬. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ..... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, যখন নবী ﷺ জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনবার তাকবীর বলতেন। এরপর বলতেন, আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, গুনাহ থেকে তাওবাকারী, তাঁরই ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, আমাদের প্রতিপালককে সিজদাকারী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অঙ্গিকার সত্য প্রমাণিত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু দলকে পরাস্ত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের اذا قفل الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৩ - ৪৩৪ পৃঃ পূর্বে ঃ ২৪২, ৪২০ পৃঃ সামনে ঃ ৬৯০, ৯৪৪ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﷺ. قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ. وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ. فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعَا جَمِيعًا. فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ. جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ " عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ ". فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا. فَأَلْقَاهَا عَلَيْهَا وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكِبَا. وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ " آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ". فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৮৭৭. আবু মা'মার রহ. ....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসফান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাওয়ারীর উপর আরোহী ছিলেন। তিনি সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই রাযি.-কে তাঁর পেছনে সাওয়ারীর উপর বসিয়েছিলেন। এই সময় উট পিছলিয়ে গেল এবং তাঁরা উভয়ে ছিটকে পড়েন। এ দেখে আবূ তালহা রাযি. দ্রুত ছুটে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আগে মহিলার খোঁজ নাও। আবূ তালহা রাযি. তখন একখানা কাপড় দিয়ে নিজ মুখমন্ডল ঢেকে তাঁর নিকট আসলেন এবং উক্ত কাপড়খানি দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। এরপর তাঁদের উভয়ের জন্য সাওয়ারীকে ঠিক করলেন। তাঁরা উভয়ে আরোহণ করলেন, আর আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চারপাশে বেষ্টন করে চললাম। যখন আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'আ পড়লেন আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তাওবাকারী, আমরা ইবাদাতকারী, আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। আর মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি এ দু'আ পড়তে থাকলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৪ পৃঃ সামনে ঃ ৪৩৪, ৮৮২, ৯১৩ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ من عسفان এটা রাবীর (বর্ণনাকারী) তাসামুহ। আল্লামা আইনী রহ.বলেন - قال الحافظ الدمياطي هذا وهم وانما هو عند مقفله من خيبر, বিশুদ্ধ অভিমত হলো যে,এই ঘটনাটি খায়বর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সংঘটিত হয়েছিল। কেননা,হযরত সফিয়্যা রাযি.সপ্তম হিজরীতে খায়বার যুদ্ধে রাসূল সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। আর عسفان এর যুদ্ধ 'বনী লিহয়ান' এর দিকে ৬ষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল এবং খায়বর যুদ্ধ সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত হয়োছিল। এই জন্য ৬ষ্ঠ হিজরীতে হযরত সাফিয়্যা রাযি.এর রাসূল ﷺ এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথাটা সহীহ নয়।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفِيَّةُ مُرْدِفُهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَصُرِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ ـ قَالَ أَحْسِبُ قَالَ ـ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَىْءٍ قَالَ ‏"‏ لاَ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ ‏"‏‏.‏ فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ، فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا، فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ ـ أَوْ قَالَ أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ‏"‏‏.‏ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ‏.‏

সহজ তরজমা

২৮৭৮. আলী রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি ও আবূ তালহা রাযি. নবী ﷺ-এর সঙ্গে চলছিলেন। আর নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাফিয়্যা রাযি.-ও ছিলেন। তিনি তাঁকে নিজ সাওয়ারীতে তাঁর পিছনে বসিয়ে ছিলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় উটনীটির পা পিছলিয়ে গেল। এতে নবী ﷺ ও সাফিয়্যা রাযি. ছিটকে পড়ে গেলেন। আবূ তালহা রাযি. তাঁর উট থেকে তাড়াতাড়ি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'ইয়া নবীআল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। আপনার কি কোন আঘাত লেগেছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না। তবে তুমি মহিলাটির খোঁজ নাও।' আবূ তালহা রাযি. একখানা কাপড় দিয়ে

https://e-ilm.weebly.com/

মুখমন্ডল ঢেকে তাঁর কাছে গেলেন আর সেই কাপড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। তখন সাফিয়্যা রাযি. উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি (আবূ তালহা রাযি.) তাঁদের উভয়ের জন্য সাওয়ারীটি উত্তমরূপে বাঁধলেন। আর তাঁরা উভয়ে (তার উপর) আরোহণ করে চলতে শুরু করলেন। অবশেষে তাঁরা যখন মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছলেন অথবা বর্ণনাকারী বলেন, যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন নবী ﷺ এ দু'আ পড়লেন, ''আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদাতকারী এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।' আর মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি এ দু'আ পড়তে থাকেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এই যে, এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের ভিন্ন একটি সনদ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৪ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৩৪ পৃঃ সামনে ঃ ৮৮২, ৯১৩ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, রাসূল ﷺ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় এই দোয়া পড়তেন। آئبون تائبون الخ

بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

১৯৪১. পরিচ্ছেদ : সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সালাত আদায় করা

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي "ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ"

সহজ তরজমা

২৮৭৯. সুলাইমান ইবনে হারব রহ. ....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন মদীনায় পৌঁছলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, 'হে জাবির!) মসজিদে প্রবেশ কর এবং দু'রাকাআত সালাত আদায় কর।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৪ পৃঃ পূর্বে ৬৩, ২৮২, ৩০৯, ৩২১, ৩২২ পৃঃ সামনে ঃ ৭৬০, ৭৮৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَمِّهِ، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضُحًى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

সহজ তরজমা

২৮৮০. আবূ আসিম রহ. ....কাব (ইবনে মালিক) রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন চাশতের সময় সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাকাআত সালাত আদায় করতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৪ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪১৪০ আল্লামা কাস্তালানী রহ. বলেন, মুসান্নিফ রহ.প্রায় বিশ (২০) জায়গায় হাদীসটি এনেছেন।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনামের অধীনেই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য অতিবাহিত হয়েছে যে, সফর থেকে ফিরে আসার সময় সরাসরি ঘরে না গিয়ে মসজিদে যেয়ে নামায পড়ার সাওয়ার অনেক বেশী।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ

১৯৪২. পরিচ্ছেদ : সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আহার আর (আব্দুল্লাহ) ইবনে উমর রাযি. আগত মেহমানের সম্মানে সাওম পালন করতেন না

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً. زَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ بَعِيرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ. فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ.

সহজ তরজমা

২৮৮১. মুহাম্মদ (ইবনে সালাম) রহ. ......জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনি একটি উট অথবা একটি গাভী যবেহ করতেন। আর মুআয রাযি. ..... জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, (জাবির রাযি. বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট থেকে একটি উট দু' উকিয়া ও এক দিরহাম কিংবা দু' দিরহাম দ্বারা ক্রয় করেন এবং তিনি যখন সিরার নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দেন। এরপর তা যবেহ করা হয় এবং সকলে তার গোশত আহার করে। আর তিনি যখন মদীনায় পৌঁছলেন তখন আমাকে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাআত সালাত আদায় করার আদেশ দিলেন এবং আমাকে উটের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসে امر ببقرة فذبحت فاكلوا منها এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৪ পৃঃ পূর্বে ঃ ৬৩, ৪৩৪ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ". صِرَارٌ مَوْضِعٌ نَاحِيَةً بِالْمَدِينَةِ.

সহজ তরজমা

২৮৮২. আবুল ওয়ালীদ রহ. .....জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম। তখন নবী ﷺ আমাকে বললেন, 'দু'রাকাআত সালাত আদায় করে নাও।' সিরার হচ্ছে মদীনার উপকণ্ঠের একটি স্থানের নাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের একটি টুকরা। والله اعلم।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৪ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

كِتَابُ فَرْضِ الْخُمُسِ

১৯৪৩. পরিচ্ছেদ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) নির্ধারিত হওয়া

خمس দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, গনীমতের মালের পঞ্চমাংশ, যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরায়ে আনফালে রয়েছে। وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ এই আয়াতে কারীমা দ্বারাই خمس এর ফরজিয়্যত সাব্যস্ত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ. أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ. عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ. فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ. أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ. وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي. فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ. وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ. رَجَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ. فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَّ أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا. وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا. فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا فَقَالُوا فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَهُوَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارِ. فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ. فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَا لَكَ " فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ. عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ. فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا. وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ. فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدٰى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي. وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ. فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ. فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ. فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ. فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ. ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ. ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ هَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لأَبِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ. فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرٰى وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

সহজ তরজমা

২৮৮৩. আবদান রহ. ....আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের গনীমতের মালের মধ্যে থেকে যে অংশ আমি পেয়েছিলাম, তাতে একটি জওয়ান উটনীও ছিল। আর নবী ﷺ খুমুসের মধ্য থেকে আমাকে একটি জওয়ান উটনী দান করেন। আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা রাযি.-এর বাসর যাপন করব, তখন আমি বানূ কায়নুকা গোত্রের জনৈক স্বর্ণকারের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলাম যে, সে আমার সঙ্গে যাবে এবং আমরা উভয়ে মিলে ইযখির ঘাস (জঙ্গল হতে) সংগ্রহ করে আনব। আমার ইচ্ছা তা স্বর্ণকারদের কাছে বিক্রয় করে তা দিয়ে আমার বিবাহের ওয়ালিমা সম্পন্ন করব। ইতিমধ্যে আমি আমার জওয়ান উটনী দুটির জন্য আসবাবপত্র যেমন পালান (বসার আসন) থলে ও রশি ইত্যাদি একত্রিত করেছিলাম, আর আমার উটনী দুটি জনৈক আনসারীর হুজরার পার্শ্বে বসা ছিল। আমি আসবাবপত্র যোগার করে এসে দেখি উট দুটির কূজ কেটে ফেলা হয়েছে এবং কোমরের দিকে পেট কেটে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। উটনী দুটির এ দৃশ্য দেখে আমি অশ্রু সম্বরণ করতে পারলাম না। আমি বললাম, কে এমনটি করেছে? লোকেরা বলল, হামযা ইবনে আব্দুল

https://e-ilm.weebly.com/

মুত্তালিব এমনটি করেছে। সে এ ঘরে আছে এবং শরাব পানকারী কতিপয় আনসারীর সাথে আছে। আমি নবী ﷺ-এর নিকট চলে গেলাম। তখন তাঁর নিকট যায়াদ ইবনে হারিসা রাযি. উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চেহারা দেখে আমার মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আজকের মত দুঃখজনক অবস্থা দেখিনি। হামযা আমার উট দুটির উপর অত্যাচার করেছে। সে দু'টির কুজ কেটে ফেলেছে এবং পাঁজর ফেড়ে ফেলেছে। আর এখন সে অমুক ঘরে শরাব পানকারী দলের সাথে আছে।' তখন নবী ﷺ তাঁর চাঁদরখানি আনতে আদেশ করলেন এবং চাঁদরখানি জড়ায়ে পায়ে হেঁঠে চললেন। আমি এবং যায়াদ ইবনে হারিসা রাযি. তাঁর অনুসরণ করলাম। হামযা যে ঘরে ছিল সেখানে পৌছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তারা অনুমতি দিল। তখন তারা শরাব পানে মত্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হামযাকে তাঁর কাজের জন্য তিরস্কার করতে লাগলেন। হামযা তখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত। তার চক্ষু দু'টি ছিল রক্তলাল। হামযা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি তাকাল। তারপর সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল এবং তাঁর হাটু পানে তাকাল। পুণরায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর নাভীর প্রতি তাকাল। আবার সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখমন্ডলের প্রতি তাকাল। এরপর হামযা বলল, তোমরাই তো আমার পিতার গোলাম। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারলেন, সে এখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত আছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পেছনে হেঁটে সরে আসলেন। আর আমরাও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে আসলাম। (এ ছিল মদ হারাম হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের اعطاني شارفا من الخمس এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৪-৪৩৫ পৃঃ পূর্বে ঃ ২৮০, ৩১৯- ৩২০ পৃঃ সামনে ঃ ৫৭০-৫৭১, ৮৬২ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. عَنْ صَالِحٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ. أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ. أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا. مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ. مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ». فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ. فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ. وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. قَالَتْ: وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ. وَفَدَكٍ. وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِينَةِ. فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذٰلِكَ. وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا. كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ. فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ. وَعَبَّاسٍ. وَأَمَّا خَيْبَرُ. وَفَدَكٌ. فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ. وَقَالَ. هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ. وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ. قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذٰلِكَ إِلَى الْيَوْمِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: اِعْتَرَاكَ افْتَعَلْتَ مِنْ عَرَوْتُهُ. فَأَصَبْتُهُ وَمِنْهُ يَعْرُوهُ وَاعْتَرَانِي»

সহজ তরজমা

২৮৮৪. আবদুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ..... উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাকর সিদ্দীক রাযি.-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তাঁর

https://e-ilm.weebly.com/

মিরাস বন্টনের দাবী করেন। যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায় (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসাবে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত সম্পদ থেকে রেখে গেছেন। তখন আবূ বাকর রাযি. তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমাদের পরিত্যাক্ত সম্পদ বন্টিত হবে না। আমরা যা ছেড়ে যাই, তা সাদকা রূপে গণ্য হয়।' এতে ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন এবং আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. এর সঙ্গে কথাবার্তা বলা ছেড়ে দিলেন। এ অবস্থা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল'। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর ফাতিমা রাযি. ছয় মাস জীবিত ছিলেন। আয়িশা রাযি. বলেন, ফাতিমা রাযি. আবূ বাকর সিদ্দী রাযি.-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক ত্যাজ্য খায়বার ও ফাদাকের ভূমি এবং মদীনার সাদকাতে তাঁর অংশ দাবী করেছিলেন। আবূ বকর রাযি. তাঁকে তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান এবং তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা আমল করতেন, আমি তাই আমল করব। আমি তাঁর কোন কিছুই ছেড়ে দিতে পারি না। কেননা, আমি আশঙ্কা করি যে, তাঁর কোন কথা ছেড়ে দিয়ে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে না যাই। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনার সাদকাকে উমর রাযি. তা আলী ও আব্বাস রাযি.-কে হস্তান্তর করেন। আর খায়বার ও ফাদাকের ভূমিকে পূর্ববত রেখে দেন। উমর রাযি. এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এ সম্পত্তি দু'টিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জরুরী প্রয়োজন পূরণ ও বিপদকালীন সময়ে ব্যায়ের জন্য রেখেছিলেন। সুতরাং এ সম্পত্তি দু'টি তারই দায়িত্বে নিয়েজিত থাকবে, যিনি মুসলমানদের শাসন ক্ষমতার অধিকারী খলিফা হবেন।' যুহরী রহ বলেন, এ সম্পত্তি দু'টির ব্যবস্থাপনা অদ্যবধি সেরূপই রয়েছে। আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বুখারী রহ. বলেন, কুরআন মাজীদের সূরায়ে হুদের اعتراك শব্দটি باب افتعال থেকে। এর مجرد হল عروته অর্থাৎ আমি তাকে পেয়েছি। এর থেকেই يعروه এবং اعتراني ব্যবহার হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,এই হাদীসটি কিতাবুল মাগাযীতে বিভিন্ন সনদে এসেছে। তাতে রয়েছে ما بقي من خمس خيبر, যা শিরোনামের সাথে মিল রাখে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৪ পৃঃ সামনের ঃ ৫২৬, ৫৭৬, ৬০৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ذٰلِكَ. فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى أَدْخُلَ عَلٰى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ. فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ الْحَدِيثِ فَقَالَ مَالِكٌ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ. إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَأْتِينِي فَقَالَ أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتّٰى أَدْخُلَ عَلٰى عُمَرَ. فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلٰى رِمَالِ سَرِيرٍ. لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ مُتَّكِئٌ عَلٰى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ يَا مَالِ. إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ. وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ فَاقْبِضْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي. قَالَ اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَسْتَأْذِنُونَ قَالَ نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا. ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسِيرًا ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا فَسَلَّمَا فَجَلَسَا. فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا. وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلٰى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ. فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ قَالَ عُمَرُ تَيْدَكُمْ. أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا نُورَثُ مَا

https://e-ilm.weebly.com/

تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ. قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا اللهَ. أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ قَالَا قَدْ قَالَ ذٰلِكَ. قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الأَمْرِ. إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ. ثُمَّ قَرَأَ { وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ } إِلَى قَوْلِهِ { قَدِيرٌ }. فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ. وَلاَ اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ قَدْ أَعْطَاكُمُوهُ. وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ. فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ. ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ. فَعَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذٰلِكَ حَيَاتَهُ. أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذٰلِكَ قَالُوا نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ قَالَ عُمَرُ ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ. فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ. فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكْرٍ. فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي. أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ. وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ. وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ. جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ. وَجَاءَنِي هٰذَا - يُرِيدُ عَلِيًّا - يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا. فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ". فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلاَنِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ. وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا. فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا. فَبِذٰلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا. فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ. هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذٰلِكَ قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ قَالاَ نَعَمْ. قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ. لاَ أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ. فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ. فَإِنِّي أَكْفِيكُمَاهَا.

সহজ তরজমা

২৮৮৫. ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ ফারবী রহ. ..... মালিক ইবনে আউস ইবনে হাদাসান রাযি. থেকে বর্ণিত, ইবনে শিহাব যুহরী রহ. বলেন, ইতিপূর্বে মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর রহ. আমার নিকট মালিক ইবনে আউসের এই হাদীসটি শুনিয়েছিলেন অতপর আমি নিজেই মালিক ইবনে হাদাসানের খেদমতে হাযির হলাম এবং তাকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, একদা আমি আমার পরিবার-পরিজনের সাথে বসা ছিলাম। যখন রোদ প্রখর হল তখন উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.-এর দূত আমার নিকট এসে বলল, আমীরুল মুমিনীন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তার সঙ্গে রওয়ানা হয়ে উমর রাযি.-এর নিকট পৌছলাম। দেখতে পেলাম, তিনি একটি চাটাইয়ের উপর বসা, যাতে কোন বিছানা ছিল না। আর তিনি চামড়ার একটি বালিশে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করে বসে পড়লাম। তিনি বললেন, হে মালিক! তোমার গোত্রের কতিপয় লোক আমার নিকট এসেছেন। আমি তাদের জন্য স্বল্প পরিমাণ ত্রান সামগ্রী প্রদানের আদেশ দিয়েছি। তুমি তা বুঝে নিয়ে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! এ কাজটির জন্য

https://e-ilm.weebly.com/

আমাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে নির্দেশ দিতেন। তিনি বললেন, ওহে! তুমি তা গ্রহণ কর। আমি তাঁর কাছেই বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর দারোয়ান ইয়ারফা এসে বলল, উসমান ইবনে আফফান, আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ, যুবাইর (ইবনে আওয়াম) ও সাদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাযি. আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। উমর রাযি. বললেন, হ্যাঁ, তাঁদের আসতে দাও। তাঁরা এসে সালাম করে বসে পড়লেন। ইয়ারফা ক্ষণিক সময় পড়ে এসে বলল, আলী ও আব্বাস রাযি. আপনার সাক্ষাতের জন্য অনুমতির অপক্ষোয় আছেন। উমর রাযি. বললেন, হ্যাঁ, তাঁদেরকে আসতে দাও। এরপর তাঁরা উভয়ে প্রবেশ করে সালাম করলেন এবং বসে পড়লেন। আব্বাস রাযি. বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আমার এবং এ ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করে দিন। বানূ নাযীরের সম্পদ থেকে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যা দান করেছিলেন, তা নিয়ে তাঁরা উভয়ে বিরোধ করছিলেন। উসমান রাযি. এবং তাঁর সাথীগণ বললেন, হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন! এদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন এবং তাঁদের একজনকে অপরজন থেকে নিরুদ্বেগ করে দিন। উমর রাযি. বললেন, একটু থামুন। আমি আপনাদেরকে সে মহান সত্তার শপথ দিয়ে বলছি, যার আদেশে আসমান ও যমীন স্থির রয়েছে। আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের (নবীগণ) মীরাস বন্টিত হয় না। আমরা যা রেখে যাই তা সাদকারূপে গণ্য হয়? এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছেন। উসমান রাযি. ও তাঁর সাথীগণ বললেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছেন। এরপর উমর রাযি. আলী এবং আব্বাস রাযি.-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি। আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছেন? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ, তিনি এরূপ বলেছেন। উমর রাযি. বললেন, এখন এ বিষয়টি সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলছি। ব্যাপার হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা ফায়-এর সম্পদ থেকে স্বীয় রাসূল ﷺ কে বিশেষভাবে দান করেছেন যা তিনি ছাড়া কাউকে দান করেন নি। এরপর উমর রাযি. নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন-

وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে তাদের অর্থাৎ ইয়াহূদীদের নিকট থেকে যে ফায় (যুদ্ধ ব্যতীত লব্ধ সম্পদ) দিয়েছেন, তজ্জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করোনি। আল্লাহ তা'আলাই তো যাদের উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (৫৯ঃ ৬)। সুতরাং এ সকল নির্দিষ্টরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল সম্পত্তি নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখেন নি এবং আপনাদের বাদ দিয়ে অন্য কাউকে দেননি। বরং আপনাদেরকেও দিয়েছেন এবং আপনাদের কাজেই ব্যয় করেছেন। এ সম্পত্তি থেকে যা উদ্ধৃত্ত রয়েছে, তা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজ পরিবার-পরিজনের বাৎসরিক খরচ নির্বাহ করতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকতো, তা আল্লাহর সম্পদে (বায়তুল মালে) জমা করে দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আজীবন এরূপ করেছেন। আপনাদেরকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আপনারা কি তা অবগত আছেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, আমরা অবগত আছি। এরপর উমর রাযি. আলী ও আব্বাস রাযি.-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়াকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আপনারা কি এ বিষয়ে অবগত আছেন? এরপর উমর রাযি. বললেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-কে ওফাত দিলেন। তখন আবূ বকর রাযি. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত। একথা বলে তিনি এ সকল সম্পত্তি নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সবের আয় উৎপাদন যে সব কাজে ব্যয় করতেন, তিনিও সে সকল কাজে ব্যয় করেন। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তিনি এ ক্ষেত্রে সত্যবাদী, পূণ্যবান, সুপথপ্রাপ্ত ও সত্যাশ্রয়ী ছিলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা আবু বকর রাযি.-কে ওফাত দেন। এখন আমি আবূ বকর রাযি.-এর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমি আমার খিলাফতকালের প্রথম দু'বছর এ সম্পত্তি আমার দায়িত্বে রেখেছি এবং এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর রাযি. যা যা করতেন তা করেছি। আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, আমি এক্ষেত্রে সত্যবাদী, পূণ্যবান, সুপথপ্রাপ্ত ও সত্যাশ্রয়ী রয়েছি। এরপর এখন আপনার উভয়ে আমার নিকট এসেছেন। আর আমার সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং আপনাদের উভয়ের কথা একই এবং

https://e-ilm.weebly.com/

আপনাদের ব্যাপারও একই। হে আব্বাস রাযি.! আপনি আমার নিকট আপনার ভ্রাতুস্পুত্রের সম্পত্তির অংশের দাবী নিয়ে এসেছেন আর আলী রাযি.-কে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, ইনি আমার নিকট তাঁর স্ত্রী কর্তৃক পিতার সম্পত্তিতে প্রাপ্য অংশ নিতে এসেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমরা নবীগণের সম্পদ বন্টিত হয় না, আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদকারূপে গণ্য হয়।' এরপর আমি সঙ্গত মনে করেছি যে, এ সম্পত্তিকে আপনাদের দায়িত্বে অর্পণ করব। আমি আপনাদের বলেছি যে, আপনারা যদি চান, তবে আমি এ সম্পত্তি আপনাদের নিকট সমর্পণ করে দিব। এ শর্তে যে, আপনাদের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার থাকবে, আপনারা এ সম্পত্তির আয় আমদানী সে সকল কাজে ব্যয় করবেন যে সকল কাজে রাসূল ﷺ এবং তাঁর পরে আবূ বকর রাযি. ব্যয় করেছেন এবং তাঁর পর আমি দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ব্যয় করে এসেছি। তদুত্তরে আপনারা বলেছেন, এ সম্পত্তিকে আমাদের নিকট সমর্পণ করুন। আমি উক্ত শর্তের উপর আপনাদের নিকট তা সমর্পণ করেছি। আপনাদেরকে (উসমান রাযি. ও তাঁর সাথীগণ) উদ্দেশ্য করে আমি আল্লাহর কসম দিচ্ছি যে, বলুন তো আমি কি তাদেরকে এ শর্তে এ সম্পত্তি সমর্পণ করেছি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। এরপর উমর রাযি. আলী ও আব্বাস রাযি.-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, বলুন তো আমি কি এ শর্তে আপনাদের প্রতি এ সম্পত্তি সমর্পণ করেছি? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ। এরপর উমর রাযি. বললেন, আপনারা কি আমার নিকট এ ছাড়া অন্য কোন মীমাংসা চান? আল্লাহর কসম! যাঁর আদেশে আকাশ ও পৃথিবী আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি এ ক্ষেত্রে এর বিপরীত কোন মীমাংসা করব না। যদি আপনারা এ শর্ত পালনে অপারগ হন, তবে এ সম্পত্তি আমার দায়িত্বে অর্পণ করুন। আপনাদের উভয়ের পক্ষ থেকে এ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে আমিই যথেষ্ট।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فكانت هذه خالصة لرسول الله ﷺ থেকে ان الله قد خص رسوله এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৫- ৪৩৬ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪০৭ পৃঃ সামনে ঃ ৫৭৫, ৭২৫, ৮০৬, ৯৯৬, ১০৮৫ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, خمس এর ফরজিয়্যাত সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, জমহুর উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, خمس এর ফরজিয়্যাত সাব্যস্ত হয়েছে আল্লাহ তাআলার বাণী - واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول এর দ্বারা।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখুন নাসরুল বারী - ৮ম খন্ড, ৩০২ পৃঃ।

بَابٌ: أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الدِّينِ

১৯৪৪. পরিচ্ছেদ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) আদায় করা দীনের অংশ

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا هَذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيعَةَ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْخُذُ مِنْهُ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، الإِيمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ـ وَعَقَدَ بِيَدِهِ ـ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ ".

সহজ তরজমা

২৮৮৬. আবু নু'মান রহ. ....ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা রাবী'আ গোত্রের একটি উপদল। আপনার ও আমাদের মাঝে মুযার (কাফির) গোত্রের বসবাস। তাই আমরা আপনার নিকট নিষিদ্ধ মাসসমূহ ব্যতীত অন্য সময় আসতে পারি না। কাজেই আপনি আমাদের এমন কাজের আদেশ করুন, যার উপর আমরা আমল করব এবং আমাদের পশ্চাতে যারা রয়ে গেছে, তাদেরকেও তা আমল করতে আহবান জানাবো। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমদেরকে চারটি কাজের আদেশ করছি এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের আঙ্গুলে তা গণনা করে বললেন, আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা। আর তা হচ্ছে এ সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই আর সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দান করা, রামাযান মাসে সিয়াম পালন করা এবং আল্লাহর জন্য গনীমতলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ আদায় করা। আর আমি তোমাদের শুস্ক লাউয়ের খোলে তৈরী পাত্র, খেজুর গাছের মূল দ্বারা তৈরী পাত্র, সবুজ মটকা, আলকাতরা প্রলিপ্ত মটকা ব্যবহার করতে নিষেধ করছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের ان تؤدوا لله خمس ما غنمتم এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৫-৪৩৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো একথা বর্ণনা করা যে, خمس আদায় করা ঈমানের অঙ্গ।

بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তাঁর সহধর্মিণীগণের ভরণ-পোষণ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ ".

সহজ তরজমা

২৮৮৭. আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (আমার ওফাতের পর) আমার উত্তরাধিকারীগণ একটি দীনারও ভাগবণ্টন করে নিবে না। আমি যা রেখে যাব, তা থেকে আমার সহধর্মিনীগণের ব্যায়ভার ও আমার কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট যা থাকবে, তা সাদকারূপে গণ্য হবে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৮৯ পৃঃ সামনে ঃ ৯৯৬ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ.

সহজ তরজমা

২৮৮৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ শাইবা রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (যখন) 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাত হল, তখন আমার ঘরে এমন কোন বস্তু ছিল না, যা খেয়ে কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে। শুধুমাত্র তাকের উপর আধা ওয়াসাক আটা পড়ে রয়েছিল। আমি তা থেকে খেতে থাকলাম এবং বেশ কিছু দিন কেটে গেল। এরপর আমি তা মেপে দেখলাম, ফলে তা নিঃশেষ হয়ে গেল।'

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فكلت منه এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। অর্থাৎ, হযরত আয়েশা রাযি.এই যব পরিত্যাক্ত সম্পদ হিসাবে পাননি, বরং তা বায়তুল মাল থেকে নাফাকাহ হিসাবে পেয়েছেন। কেননা, যদি তিনি এই 'যব' বায়তুল মাল থেকে নাফাকাহ হিসাবে না পেতেন, তাহলে তো রাসূল ﷺ এর ওফাতের সাথে সাথে তা হযরত আয়েশা রাযি. থেকে নিয়ে যাওয়া হতো। কারণ আরো অন্যান্য হকদার ও উত্তরাধীকারী বিদ্যমান ছিলেন। আর পরিত্যাক্ত সম্পদ বন্টন করা ব্যতিত এককভাবে শুধু একজনের মালিকানায় থাকা জায়েযও ছিলো না।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪৩৭ পৃ: সামনে : ৯৫৫ পৃ:।

প্রশ্ন : অন্য এক রেওয়ায়াতে রয়েছে যে, كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه সুতরাং এই হাদীস ও পূর্বোক্ত হাদীসের মধ্যে তো বিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল। তো এর সমাধান কি?

উত্তর : এই হাদীসে মাপা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শস্য-সামগ্রী খরিদ করার সময় কিংবা প্রয়োজনের সময় মেপো নাও। আর বাকী অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে মাপা থেকে বিরত থেকো এবং আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রেখো। সুতরাং আর কোন প্রশ্ন নেই।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِلاَّ سِلاَحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.

সহজ তরজমা

২৮৮৯. মুসাদ্দাদ রহ. .....আমর ইবনে হারিস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ তাঁর যুদ্ধাস্ত্র, সাদা খচ্চর ও কিছু যমীন ব্যতীত কিছুই রেখে যান নি এবং তাও তিনি সাদকারূপে রেখে গেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের ارضا تركها صدقة, এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪৩৪ পৃ: ৪৩৭ পৃ: পূর্বে : ৩৮২, ৪০২, ৪০৮ পৃ: সামনে : ৬৪১ পৃ:।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো একথা বুঝানো যে, রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর বিবিগণ সকল মুসলমানদের 'মা'। এটা ছাড়াও অন্যান্য বৈশিষ্ট ও ফজিলতের ভিত্তিতে তাদের نفقه বায়তুল মাল থেকেই দেওয়া হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: ٣٣] وَ {لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: ٥٣]

১৯৪৬. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিনীগণের ঘর এবং যে সব ঘর তাঁদের সাথে সম্পর্কিত সে সবের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলার বাণী : তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর। (৩৩-৩৩) (হে মুসলমানগণ) তোমরা নবী করীম ﷺ এর ঘরে অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করবে না (৩৩:৫৩)

حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدٌ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৮৯০. হিব্বান ইবনে মূসা ও মুহাম্মদ রহ. ....উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা রাযি. বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ যখন অত্যধিক বেড়ে গেল তখন তিনি আমার ঘরে অবস্থান করে রোগের পরিচর্যা বিষয়ে তাঁর অপর সহধর্মিনীগণের নিকট অনুমতি চান। তাঁরা তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের في بيتي এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩২, ৯১, ৯৫, ৩৫২ পৃঃ সামনে ঃ ৬৩৯, ৮৫১ পৃঃ।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. حَدَّثَنَا نَافِعٌ. سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ. قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي. وَفِي نَوْبَتِي. وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي. وَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ. قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِسِوَاكٍ. فَضَعُفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ. فَأَخَذْتُهُ فَمَضَغْتُهُ ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ.

সহজ তরজমা

২৮৯১. ইবনে আবূ মারইয়াম রহ. .....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ঘরে আমার পালার দিন আমার কণ্ঠ ও বুকের মধ্যে মাথা রাখা অবস্থায় নবী ﷺ-এর ওফাত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা (মৃত্যুকালেও) তাঁর ও আমার মুখের লালাকে একত্রিত করেছেন। তিনি বলেন, আব্দুর রাহমান রাযি. একটি মিসওয়াক নিয়ে প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা চিবুতে অপারগ হন। তখন আমি সে মিসওয়াকটি নিয়ে নিজে চিবিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাঁত মেজে দেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের في بيتي এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ১২১, ১০৬ পৃঃ সামনে ঃ ৫৩২, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৭৮৫, ৯৬৪ পৃঃ।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ. قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ. قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ. أَنَّ صَفِيَّةَ. زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزُورُهُ. وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ. فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ " عَلَى رِسْلِكُمَا ". قَالاَ سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذٰلِكَ. فَقَالَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ. وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا ".

সহজ তরজমা

২৮৯২. সাঈদ ইবনে উফাইর রহ. .....আলী ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী সাফিয়্যা রাযি. তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাক্ষাত করার জন্য আসেন। তখন তিনি রমযানের শেষ দশকে মসজিদে ইতিকাফরত ছিলেন। এরপর যখন তিনি (সাফিয়্যা রাযি. ফিরে যাওয়ার জন্য

https://e-ilm.weebly.com/

উঠে দাঁড়ান, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপর সহধর্মিণী উম্মে সালামা রাযি.-এর দরজার নিকটবর্তী মসজিদের দরজার নিকট পৌঁছলেন। তখন দু'জন আনসার তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, একটু থাম, (এ মহিলা আমার স্ত্রী) তারা বলল, সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলাল্লাহ ﷺ-এরূপ বলাটা তাদের নিকট কষ্টদায়ক মনে হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'শয়তান মানুষের রক্ত কনিকার ন্যায় সর্বত্র বিচরণ করে। আমার আশঙ্কা হয়েছিল, না জানি সে তোমাদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করে দেয়।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের عند باب ام سلمة এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪৩৭ পৃঃ পূর্বে : ২৭২,২৭৩, পৃঃ সামনে : ৪৬৪, ৯১৮, ১০৬৩ পৃঃ।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ. عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ. مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ. مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ.

সহজ তরজমা

২৮৯৩. ইবরাহীম ইবনে মুনযির রহ. ......আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (আমার বোন) হাফসা রাযি.-এর ঘরের উপর (ছাদে) আরোহণ করি। তখন আমি দেখতে পেলাম, নবী ﷺ কিবলাকে পেছন দিক রেখে শাম (সিরিয়া) মুখী হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে নিচ্ছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪৩৭ পৃঃ পূর্বে : ২৬, ২৭ পৃঃ।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ. عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا.

সহজ তরজমা

২৮৯৪. ইবরাহীম ইবনে মুনযির রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত তখন আদায় করতেন, যখন সূর্যের আলো তাঁর আঙ্গিনায় থাকত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের مِنْ حُجْرَتِهَا এ অংশটুকুর মাধ্যেমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪৩৭ পৃঃ পূর্বে : ৭৫, ৭৭, ৭৮ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ فَقَالَ "هُنَا الْفِتْنَةُ ـ ثَلاَثًا ـ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৮৯৫. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ......আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী খুতবা দিতে দাঁড়িয়েছিলেন। এ সময় তিনি আয়িশা রাযি.-এর ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন, এ দিক থেকেই (পূর্বদিক) ফিতনা, যে দিক থেকে সূর্য উদয়ের সময় শয়তান দাঁড়িয়ে থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৭-৪৩৮ পৃঃ সামনে ঃ ৪৬৩, ৪৯৮, ৭৯৮, ১০৫০ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. أَنَّ عَائِشَةَ. زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا. وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أُرَاهُ فُلاَنًا. لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ ".

সহজ তরজমা

২৮৯৬. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .....আমরা বিনতে আব্দুর রাহমান রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা তাঁর নিকট ছিলেন। তখন আয়িশা রাযি. আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, জনৈক ব্যক্তি হাফসা রাযি.-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার মনে হয়, সে অমুক, হাফসা রাযি.-এর দুধ চাচা। (নবীজি বললেন) দুধপান তা-ই হারাম করে, যা জন্মগত সম্পর্কের কারণে হারাম হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فى بيت حفصة এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৬১ পৃঃ সামনে ঃ ৭৬৪ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে,রাসূল ﷺ এর ওফাতের পর তার বিবিগণের আমৃত্যু نفقه এর অধিকার ছিল, এমনিভাবে তাদের বাসস্থানেরও অধিকার ছিল। কেননা,আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সকল মুসলমাদের 'মা' সাব্যস্ত করে দিয়েছেন এবং তাদের সাথে অন্য কারো বিবাহ হারাম করে দিয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذٰلِكَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ قِسْمَتُهُ وَمِنْ شَعَرِهِ وَنَعْلِهِ وَآنِيَتِهِ مِمَّا يَتَبَرَّكُ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৯৪৭. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ এর বর্ম, লাঠি, তরবারী, পেয়ালা ও মুহর এবং তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ সে সব থেকে যা ব্যবহার করেছেন, আর তা যার বন্টনের উল্লেখ করা হয়নি এবং তাঁর চুল, পাদুকা ও পাত্র যা নবী ﷺ-এর ওফাতের পর তাঁর সাহাবীগণ ও অন্যরা (বরকত হাসিলে) শরীক ছিলেন

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاللّٰهِ سَطْرٌ.

সহজ তরজমা

২৮৯৭. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী রহ. ......আনাস (ইবনে মালিক) রাযি. থেকে বর্ণিত, যখন আবু বকর রাযি. খলীফা হন, তখন তিনি তাঁকে বাহরাইনে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে এ বিষয়ে একটি নিয়োগ পত্র লিখে দেন। আর তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুহর দ্বারা মুহরাংকিত করে দেন। উক্ত মুহরে তিনটি লাইন খোদিত ছিল। এক লাইনে মুহাম্মদ, এক লাইনে রাসূল ও এক লাইনে আল্লাহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের وختمه بخاتم النبي ﷺ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

বুঝা গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহর (সিল) হযরত আবু বকর রাযি.ব্যবহার করেছেন, পরবর্তীতে হযরত ওমর রাযি.এর কাছে ছিল, এরপর হযরত উসমান রাযি.এর কাছে ছিল। অতঃপর হযরত উসমান রাযি. এর হাত থেকে 'আরীস' নামক কূপে পড়ে গিয়েছিল। এবং অনেক খোঁজা খোজি করার পরও তা আর পাওয়া যায়নি।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ৩৩৮, পৃঃ সামনে ঃ ৮৭৩, ১০২৯ পৃঃ।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسٌ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالاَنِ فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمَا نَعْلاَ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

২৮৯৮. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ......ঈসা ইবনে তাহমান রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস রাযি. দু'টি পশমবিহীন পুরাতন চপ্পল বের করলেন, যাতে দু'টি ফিতা লাগানো ছিল। সাবিত বুনানী রহ পরে আনাস রাযি. থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'টি নবী ﷺ-এর পাদুকা (মুবারক) ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের انهما نعلا النبي ﷺ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৮ পৃঃ সামনে ঃ ৮৭১ পৃঃ।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كِسَاءً مُلَبَّدًا وَقَالَتْ فِي هٰذَا نُزِعَ رُوحُ النَّبِيِّ ﷺ. وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هٰذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৮৯৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. ......আবূ বুরদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা রাযি. একটি মোটা তালি বিশিষ্ট কম্বল বের করলেন আর বললেন, এ কম্বল জড়ানো অবস্থায়ই নবী ﷺ-এর ওফাত হয়েছে। আর সুলাইমান রহ হুমাইদ রহ সূত্রে আবূ বুরদা রাযি. থেকে বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা রাযি. ইয়ামানে তৈরী একটি মোটা তহবন্দ এবং একটি কম্বল যাকে তোমরা (الملبدة) জোড়া লাগানো বলে থাক, আমাদের কাছে বের করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের وما استعمل الخلفاء بعده, এ অংশটুকুর সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৮ পৃঃ সামনে ঃ ৮৬৫ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ عَاصِمٌ رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ.

সহজ তরজমা

২৯০০. আবদান রহ. ....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর পেয়ালা ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি ভাঙ্গার স্থানে রূপার পাত দিয়ে জোড়া লাগালেন। আসিম রহ বলেন, আমি সে পেয়ালাটি দেখেছি এবং তাতে আমি পান করেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের ان قدح النبي ﷺ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৮ পৃঃ সামনে ঃ ৮৪২ পৃঃ।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا فَقُلْتُ لَهُ لاَ فَقَالَ لَهُ فَهَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ، وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لاَ يُخْلَصُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ " إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ قَالَ " حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا "

সহজ তরজমা

২৯০১. সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ জারমী রহ. ...... আলী ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তারা ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার নিকট থেকে হুসাইন রাযি.-এর শাহাদাতের পর মদীনায় আসলেন, তখন তাঁর

https://e-ilm.weebly.com/

সঙ্গে মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি. মিলিত হলেন এবং বললেন, আপনার কি আমার কাছে কোন প্রয়োজন আছে? তবে তা বলুন। তখন আমি তাঁকে বললাম, না। যখন মিসওয়ার রাযি. বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারীটি দিবেন? আমার আশঙ্কা হয়, লোকেরা আপনাকে কাবু করে তা ছিনিয়ে নিবে। আল্লাহর কসম! আপনি যদি আমাকে এটি দেন, তবে আমার জীবন থাকা পর্যন্ত কেউ আমার নিকট থেকে তা নিতে পারবে না। (অত:পর মিসওয়ার রাযি. একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন) একবার আলী ইবনে আবু তালিব রাযি. ফাতিমা রাযি. থাকা অবস্থায় আবু জাহল কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেয়। আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর মিম্বারে দাঁড়িয়ে লোকদের এ খুতবা দিতে শুনেছি, আর তখন আমি সাবালক। রাসূলুল্লাহ ﷺ (উক্ত ভাষণে) বললেন, 'ফাতিমা আমার থেকে (অতি আদরের)। আমি আশঙ্কা করছি সতীনের সাথে আত্মমর্যাদাবোধের কারণে সে দীনের ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়ে কি না?' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ আবদে শামস গোত্রের এক জামাতার প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর জামাতার সম্পর্কের প্রশংসা করেন এবং বলেন, সে আমার সঙ্গে যা বলেছে, তা সত্য বলেছে, আমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছে, তা পূরণ করেছে। আমি হালালকে হারামকারী নই এবং হারামকে হালালকারী নই। কিন্তু আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহর শত্রুর কন্যা একত্রিত হতে পারে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের سيف رسول الله ﷺ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৩৭ পৃঃ সামনে ঃ ৫২৬, ৫২৮, ৫৩২, ৭৯৫ পৃঃ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ مُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ لَوْ كَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه ذَاكِرًا عُثْمَانَ رضي الله عنه ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ. فَقَالَ لِي عَلِيٌّ اذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلُونَ فِيهَا. فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ أَغْنِهَا عَنَّا. فَأَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ضَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتَهَا.

সহজ তরজমা

২৯০২. কুতাইবা রহ. ....ইবনে হানাফিয়্যা রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী রাযি. যদি উসমান রাযি.-এর সমালোচনা করতেন, তাহলে সেদিন করতেন যেদিন তাঁর নিকট কিছু লোক এসে উসমান রাযি. কর্তৃক কিছু যাকাত উসূলকারী কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন (কিন্তু সেদিনও তিনি সমালোচনা করেননি।) আলী রাযি. আমাকে (একটি সহীফা দিয়ে) বললেন, এটি নিয়ে উসমান রাযি.-এর নিকট যাও এবং তাঁকে সংবাদ দাও যে, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফরমান। কাজেই আপনার কর্মচারীদেরকে আদেশ দিন। তারা যেন সে অনুসারে কাজ করে। তা নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, আমার এটির দরকার নেই। তারপর আমি তা নিয়ে আলী রাযি.-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করি। তখন তিনি বললেন, এটি যেখান থেকে নিয়েছ সেখানে রেখে দাও।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের اخبره انها صدقة رسول الله ﷺ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কারণ এর দ্বারা সেই সহীফা উদ্দেশ্য যাতে যাকাতের বিধানাবলী লিপিবদ্ধ ছিল। আর তখন এটি শিরোনামের وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ এ অংশটুকুর সাথে মিল রাখবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৮ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ. قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِيَّ. عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ. قَالَ أَرْسَلَنِي أَبِي. خُذْ هٰذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ. فَإِنَّ فِيهِ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّدَقَةِ.

সহজ তরজমা

২৯০৩. হুমাইদী রহ. .....ইবনে হানাফিয়্যা রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেন, এ ফরমানটি নাও এবং এটি উসমান রাযি.-এর কাছে নিয়ে যাও, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদকা (যাকাত) সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এই 'বাবের' অধীনে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের আলোচনা করেছেন,যেমন - বর্ম, লাঠি, তলোয়ার, পেয়ালা এবং আংটি ইত্যাদি। আর তিনি বাবের অধীনে ছয়টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদীসে আংটি,২য় হাদীসে জুতা, তৃতীয় হাদীসে চাদর,এবং চতুর্থ হাদীসে পেয়ালা ইত্যাদি। কিন্তু তিনি বর্ম,লাঠি এবং চুল মোবারক সংশ্লিষ্ট হাদীস উল্লেখ করেননি,অথচ শিরোনামে এগুলোর কথা উল্লেখ রয়েছে। হতে পারে যে,ইমাম বুখারী রহ. অন্যান্য বাবসমূহের হাদীসের দিকে ইশারাকে যথেষ্ট মনে করেছেন, যেমন - হযরত আয়েশা রাযি.থেকে বর্ণিত হাদীস যে,রাসূল ﷺ এর ওফাতের সময় তার বর্মটি জনৈক ইয়াহুদির নিকট বন্ধক ছিল। এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.থেকে বর্ণিত হাদীস যে, রাসূল ﷺ 'হাজরে আসওয়াদ'কে একটি লাকড়ী তথা লাঠি দ্বারা চুমু খেয়েছিলেন, ইত্যাদি।

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْمَسَاكِينِ وَإِيثَارِ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلَ الصُّفَّةِ وَالأَرَامِلَ، حِينَ سَأَلَتْهُ فَاطِمَةُ، وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطَّحْنَ وَالرَّحَى: أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَّبْيِ، فَوَكَلَهَا إِلَى اللهِ

১৯৪৮. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে আকস্মিক প্রয়োজনাদি ও অভাবগ্রস্তদের জন্য গনীমতের এক পঞ্চমাংশ। যখন ফাতেমা রাযি. তাঁর নিকট আটা পিষার কষ্টের কথা জানিয়ে বন্দীদের থেকে তাঁর খেদমতের জন্য দাসী চাইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আহলে সুফফা ও বিধবাদের অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি তাঁকে আল্লাহর সোপর্দ করেন

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَّ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى مِمَّا تَطْحَنُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِسَبْيٍ، فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تُوَافِقْهُ. فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ فَقَالَ " عَلَى مَكَانِكُمَا " حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ " أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَإِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ ".

সহজ তরজমা

২৯০৪. বদল ইবনে মুহাব্বার রহ. ......আলী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা রাযি. তার কাছে আটা পিষার কষ্টের কথা জানান। তখন তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকজন বন্দী আনা হয়েছে। ফাতিমা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একজন খাদিম চাওয়ার জন্য আসলেন। তিনি তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি তা আয়িশা রাযি.-এর কাছে উল্লেখ করেন। তারপর নবী ﷺ এলে আয়েশা রাযি. তাঁর কাছে বিষয়টি বললেন। (রাবী বলেন) নবী ﷺ আমাদের কাছে এলেন। তখন আমরা শয্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমরা উঠতে

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্যত হলাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। আমি তাঁর পায়ের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তখন তিনি বললেন, 'তোমরা যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদের তার চাইতে উত্তম বস্তুর সন্ধান দিব না? (তিনি বললেন) যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করবে, তখন চৌত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবার' তেত্রিশবার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, এ-ই তোমাদের জন্য তার চাইতে উত্তম, যা তোমরা চেয়েছ।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ আহলে সুফফাকে হযরত ফাতেমা রাযি.এর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এখানে যদিও خمس এর কথা উল্লেখ নেই কিন্তু হাদীসের অর্থ থেকে তা বুঝে আসে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৯ পৃঃ সামনে ঃ ৫২৫, ৮০৭, ৮০৮, ৯৩৫ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, গনীমতের মালের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ স্বাধীন ছিলেন, এমনিভাবে পরবর্তীতে তথা তার পরে ইমাম বা আমীরের জন্যও স্বাধীনতা রয়েছে, যে তিনি যাকে ইচ্ছা দিবেন, তাছাড়া কতককে কতকের উপর প্রাধান্য দেওয়ারও স্বাধীনতা রয়েছে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال:

يَعْنِي: لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَلِكَ "قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللهُ يُعْطِي

১৯৪৯. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী : নিশ্চয় এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর ও রাসূলের (৮ ঃ ৪১) তা বন্টনের ইখতিয়ার রাসূলেরই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি বন্টনকারী ও হেফাজতকারী আর আল্লাহ তাআলাই দিয়ে থাকেন

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ سُلَيْمَانَ. وَمَنْصُورٍ. وَقَتَادَةَ. سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنَ الأَنْصَارِ غُلاَمٌ. فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا. قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ إِنَّ الأَنْصَارِيَّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ. وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ. فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا. قَالَ " سَمُّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي. فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ". وَقَالَ حُصَيْنٌ " بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ". قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرٍ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي ".

সহজ তরজমা

২৯০৫. আবুল ওয়ালীদ রহ. .....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের আনসারীর এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। সে তার নাম মুহাম্মদ রাখার ইচ্ছা করল। মানসূর রহ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে শুবা বলেন, সে আনসারী বলল, আমি তাকে আমার ঘাড়ে তুলে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। আর সুলাইমান রহ বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তার একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তখন সে তার নাম মুহাম্মদ রাখার ইচ্ছা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা আমার নামে নাম রাখ। কিন্তু আমার কুনিয়াতের অনুরূপ কুনিয়াত রেখ না। আমাকে বন্টনকারী করা হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করি।' আর হুসাইন রহ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমিবন্টনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমি তোমাদের মধ্যেবন্টন করি।' আর আমর রাযি. জাবির রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, সে ব্যক্তি তার সন্তানের নাম কাসিম রাখতে চেয়েছিল, তখন নবী ﷺ বলেন, 'তোমরা আমার নামে নাম রাখ, আমার কুনিয়াতের অনুরূপ কুনিয়াত রেখ না।'

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের انما جعلت قاسما اقسم بينكم এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৯ পৃঃ সামনে ঃ ৪৩৯, ৫০১, ৯১৪, ৯১৫ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ لاَ نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ. فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ لاَ نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَحْسَنَتِ الأَنْصَارُ. سَمُّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ".

সহজ তরজমা

২৯০৬. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ. .....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে একজনের পুত্র সন্তান জন্ম হয়। সে তার নাম রাখল কাসিম। তখন আনসারগণ বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসিম কুনিয়াত ব্যবহার করতে দিব না এবং এর দ্বার তোমার চক্ষু শীতল করব না। সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে। আমি তার নাম রেখেছি কাসিম। তখন আনসারগণ বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসিম কুনিয়াত ব্যবহার করতে দিব না এবং দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল করব না। নবী ﷺ বললেন, 'আনসারগ ভালই করেছে। তোমরা আমার নামে রাখ, কিন্তু কুনিয়াত ব্যবহার কর না। কেননা, আমি তো কাসিম (বণ্টনকারী)।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের فانما انا قاسم এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৯ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৩৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَاللهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ، وَلاَ تَزَالُ هٰذِهِ الأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ".

সহজ তরজমা

২৯০৭. হিব্বান ইবনে মূসা রহ. ...... মু'আবিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল চান, তাকে দীনের প্রজ্ঞা দান করেন। আল্লাহই দানকারী আর আমি বণ্টনকারী। এ উম্মাত সর্বদা তাদের প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী থাকবে, আল্লাহর আদেশ (কিয়ামত) আসা পর্যন্ত, আর তারা থাকবে বিজয়ী।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের انا القاسم, এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৯ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৬, সামনে ঃ ৫১৪, ১০৮৭, ১১১১ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِلاَلٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " مَا أُعْطِيكُمْ وَلاَ أَمْنَعُكُمْ، أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ ".

সহজ তরজমা

২৯০৮. মুহাম্মদ ইবনে সিনান রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমি তোমাদের দানও করি না এবং তোমাদের বঞ্চিতও করি না। আমি তো কেবল বণ্টনকারী, যেভাবে আদিষ্ট হই, সেভাবে ব্যয় করি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের انا القاسم, এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ـ وَاسْمُهُ نُعْمَانُ ـ عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

সহজ তরজমা

২৯০৯. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ রহ. ....খাওলাহ আনসারীয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিছু লোক আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করে। কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ আল্লামা আইনী রহ.বলেন, শিরোনামের সাথে এই হাদীসের কোন মিল নেই। তবে আল্লামা কিরমানী রহ. বলেন, শিরোনামের সাথে হাদীসের بغير حق অর্থাৎ, بغير قسمة حق এ অংশটুকুর মিল রয়েছে। শব্দটি যদিও ব্যাপক কিন্তু قسمة এর সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যাতে করে এর দ্বারা শিরোনাম সুস্পষ্ট বুঝে আসে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৩৯ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো যে, শুধুই সম্মান ও বরকতের জন্য خمس কে আল্লাহ তাআলার দিকে নিসবত করা হয়েছে। আর রাসূল ﷺ এর দায়িত্ব যমানার হাকীম আদায় করবে। কিন্তু مالك হিসাবে নয়,বরং قاسم হিসাবে। যেমন রাসূল ﷺ বন্টনকারী (قاسم) ছিলেন। والله اعلم,

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: أُحِلَّتْ لَكُمُ الغَنَائِمُ

১৯৫০. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ-এর বাণী ঃ তোমাদের জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا. فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ} [الفتح: ٢٠]

وَهِيَ لِلْعَامَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَهُ الرَّسُولُ ﷺ»

আর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যুদ্ধে লব্ধ বিপুল সম্পদের, যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছিলেন (সূরা ফাত্হ ঃ ২০) [আয়াতের শেষ পর্যন্ত] গনীমত সাধারণ মুসলমানদের জন্য ছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ব্যাখ্যা করে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (যোদ্ধাদের জন)

তাশরীহ ঃ কোরআনের আয়াত ব্যাপক। এর দ্বারা গনীমতের মালে সকল মুসলমানদের হক সাব্যস্ত হয়,কিন্তু রাসূল ﷺ সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে,প্রত্যেক ব্যক্তি গণীমতের প্রাপ্য নয়। বরং শুধু মুজাহিদগণই গণীমতের অধিকারী। সুতরাং আয়াতে কারীমায় যে অস্পষ্টতা ছিল, হাদীস শরীফ তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ. حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ. عَنْ عَامِرٍ. عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ. رضي الله عنه. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " اَلْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ".

সহজ তরজমা

২৯১০. মুসাদ্দাদ রহ. .....উরওয়া আল বারেকী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছে বাঁধা রয়েছে কল্যাণ, সাওয়াব ও গনীমত কিয়ামত পর্যন্ত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের المغنم, এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে- বুখারী শরীফ ঃ ৪৪০ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৯৯-৪০০ পৃঃ সামনে ঃ ৫১৪ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ. وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ ".

সহজ তরজমা

২৯১১. আবুল ইয়ামান রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কিসরা ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপরে আর কোন কিসরা হবে না। আর যখন কায়সার ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপর আর কোন কায়সার হবে না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, অবশ্যই উভয় সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডার তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর পথে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪০ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪২৫ পৃঃ সামনে ঃ ৫১১, ৯৮১পৃঃ।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، سَمِعَ جَرِيرًا، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ "

সহজ তরজমা

২৯১২. ইসহাক রহ. ..... . জাবির ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কিসরা ধ্বংস হয়ে যাবে তার পর আর কোন কিসরা হবে না। আর যখন কায়সার ধ্বংস হয়ে যাবে, তার পর আর কোন কায়সার হবে না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, অবশ্যই ব্যয় হবে উভয় সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে পূর্বের হাদীসের যে মিল এই হাদীসেরও সেই একই মিল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪০ পৃঃ সামনে ঃ ৫১১, ৯৮১ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ ".

সহজ তরজমা

২৯১৩. মুহাম্মদ ইবনে সিনান রহ. ..... জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪০ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৮, ৬২ পৃঃ।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ".

সহজ তরজমা

২৯১৪. ইসমাঈল রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং তাঁরই বাণীর প্রতি দৃঢ়াবস্থায় তাঁরই পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, আল্লাহ তার জিম্মা গ্রহণ করেছেন, হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা সে যে সাওয়াব ও গনীমত অর্জন করেছে তা সহ তাকে ঘরে ফিরাবেন, যেখানে সে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের اوغنيمة এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে-বুখারী শরীফ ঃ ৪৪০ পৃঃ পূর্বে ঃ ১০, ৩৯১ পৃঃ সামনে ঃ ১১১১, ১১১২ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهْوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ

بِهَا. وَلاَ أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا. وَلاَ أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا. فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ. اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا. فَحُبِسَتْ. حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ. فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ. فَجَاءَتْ. يَعْنِي النَّارَ. لِتَأْكُلَهَا. فَلَمْ تَطْعَمْهَا. فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولاً. فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ. فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ. فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا. فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا. ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ. رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا".

সহজ তরজমা

২৯১৫. মুহাম্মদ ইবনে 'আলা রহ. ....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'কোন একজন নবী জিহাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এমন কোন ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে না, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা রাখে, কিন্তু সে এখনো মিলিত হয়নি। এমন ব্যক্তিও না, যে ঘর তৈরী করেছে কিন্তু তার ছাদ তোলেনি। আর এমন ব্যক্তিও না, যে গর্ভবতী ছাগল বা উটনী কিনেছে এবং সে তার প্রসবের অপেক্ষা করছে। তারপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং আসরের সালাতের সময় কিংবা এর কাছাকাছি সময়ে একটি জনপদের নিকটবর্তী হলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন, তুমিও আদিষ্ট আর আমিও আদিষ্ট। ইয়া আল্লাহ! সূর্যকে থামিয়ে দিন। তখন তাকে থামিয়ে দেওয়া হল। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করেন। এরপর তিনি গনীমত একত্রিত করলেন। তখন সেগুলি জ্বালিয়ে দিতে আগুন এল কিন্তু আগুন তা জ্বালালো না। নবী তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে (গনীমতের) আত্মসাতকারী রয়েছে। প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন যেন আমার কাছে বাইয়াত করে। সে সময় একজনের হাত নবীর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আত্মসাৎকারী রয়েছে। কাজেই তোমার গোত্রের লোকেরা যেন আমার কাছে বাইয়াত করে। এ সময় দু'ব্যক্তির বা তিন ব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎকারী রয়েছে। অবশেষে তারা একটি গাভীর মস্তক সমতুল্য স্বর্ণ উপস্থিত করল এবং তা রেখে দিল। তারপর আগুন এসে তা জ্বালিয়ে ফেলল। এরপর আল্লাহ আমাদের জন্য গনীমত হালাল করে দিলেন এবং আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা লক্ষ্য করে তা আমাদের জন্য তা হালাল করে দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪০ পৃঃ সামনে ঃ ৭৭৫ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো যে, এই উম্মতের উপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে যে,আল্লাহ তাআলা এই উম্মাতের জন্য গণীমতের মালকে হালাল ও জায়েয করে দিয়েছেন। অথচ পূর্বেকার উম্মতের জন্য গনীমতের মাল হালাল ছিল না,বরং গনীমতের সকল সম্পদ কোন উঁচু জায়গায় রেখে দেওয়া হতো। অতঃপর আকাশ থেকে অগুন এসে তা জালিয়ে দিত। আর যদি আকাশের আগুন তা জালিয়ে না দিত, তাহলে জিহাদ কবুল হয়নি বলে মনে করা হতো। والله اعلم,

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ: اَلْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ

১৯৫১. পরিচ্ছেদ : গনীমত তাদের জন্য যারা অভিযানে হাজির হয়েছে

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ

সহজ তরজমা

২৯১৬. সাদাকা রহ. ...... যায়দ ইবনে আসলাম রহ-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রাযি. বলেছেন, যদি পরবর্তী মুসলিমদের ব্যাপার না হতো, তবে যে জনপদই বিজিত হতো, তাই আমি সেই জনপদবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম, যেমন নবী ﷺ খায়বার এলাকা বন্টন করে দিয়েছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ : ৪৪০ পৃঃ পূর্বে : ৩১৪ পৃঃ সামনে : ৬০৮ পৃঃ।

উদ্দেশ্য : শিরোনাম দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে,যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করবে তারাই কেবল গণীমতের মালের অধিকারী হবে। এই হাদীস দ্বারা এটাও জানা গেল যে,ইমামের এ ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে যে, বিজিত এলাকার সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বন্টন করেও দিতে পারেন,আবার ওয়াকফও করে দিতে পারেন। এটাই হানাফী ও হাম্বলীদের মাযহাব। যেমন হযরত ওমর রাযি.বন্টন করেননি এবং তিনি বলেন যে,আমি যদি বিজিত এলাকাসমূহ বন্টন করে দেই,তাহলে আগামীতে যখন অনেক লোক মুসলমান হবে তাদের মধ্যে যারা মুখাপেক্ষী হবে তারা বঞ্চিত থেকে যাবে।

بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ، هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟

১৯৫২. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি গনীমতের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে তার সওয়াব কি কম হবে?

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، مَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ".

সহজ তরজমা

২৯১৭. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. ..... আবূ মূসা আশ'আরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট প্রশ্ন করল যে, কেউ যুদ্ধ করে গনীমতের জন্য, কেউ যুদ্ধ করে জনসাধারণ্যে খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে, আর কেউ যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করল? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে, সেই আল্লাহর রাহে জিহাদকারী।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের اَلرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ : ৪৪০ পৃঃ পূর্বে : ২৩, ৩৯৮ পৃঃ সামনে : ১১১১ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্দেশ্য ঃ এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.এর এই উদ্দেশ্য বুঝে আসে যে, যদি কেউ আল্লাহ তাআলার কালিমা বুলন্দ করার নিয়তে জিহাদ করে এবং এর সাথে সাথে গনীমতের মাল উপার্জনের নিয়তও থাকে তাহলেও তার সাওয়াব কোন হ্রাস হবে না। কিন্তু যদি শুধুই গনীমতের মাল উপার্জনের নিয়ত থাকে,তাহলে সে জিহাদের কোন সাওয়াব পাবে না।

بَابُ قِسْمَةِ الإِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ. وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَوْ غَابَ عَنْهُ

১৯৫৩. পরিচ্ছেদ : ইমামের নিকট যা আসে তা বন্টন করা এবং যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়নি কিংবা যে দূরে আছে তার জন্য রেখে দেওয়া।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ. فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ. فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ. فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ ادْعُهُ لِي. فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتَهُ فَأَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهِ وَاسْتَقْبَلَهُ بِأَزْرَارِهِ فَقَالَ "يَا أَبَا الْمِسْوَرِ. خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ. يَا أَبَا الْمِسْوَرِ. خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ". وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِدَّةٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ. قَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَةٌ. تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ.

সহজ তরজমা

২৯১৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল ওহহাব রহ. ......আবদুল্লাহ ইবনে আবূ মুলায়কা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে সোনালী কারুকার্য খচিত কিছু রেশমী কাবা জাতীয় পোষাক হাদিয়া দেয়া হল। তিনি তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে তা বন্টন করে দেন এবং তা থেকে একটি কাবা মাখরামা ইবনে নাওফল রাযি.-এর জন্য আলাদা করে রাখেন। তারপর মাখরামা রাযি. তাঁর পুত্র মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি.-কে সাথে নিয়ে এসে দরজায় দাঁড়ালেন আর পুত্রকে বললেন, তাঁকে আমার জন্য আহবান কর। তখন নবী ﷺ তাঁর আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি একটি কাবা নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। আর এর কারুকার্য খচিত অংশ তাঁর সামনে তুলে ধরে বললেন, হেআবুল মিসওয়ার! আমি এটি তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। আমি এটি তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। আর মাখরামা রাযি. এর স্বভাবে কিছুটা রুঢ়তা ছিল। এ হাদীসটি ইসমাঈল ইবনে উলাইয়া রহ-ও আইউব রহ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হাতিম ইবনে ওয়ারদান রহ বলেন, আইউব রহ ইবনে আবূ মুলায়কা রহ সূত্রে মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি. থেকে বর্ণণা করেছেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কয়েকটি কাবা জাতীয় পোষাক এসেছিল। (বাকী অংশ আগের মত) লাইস রহ ইবনে আবূ মূলাইকা রহ থেকে হাদীস বর্ণনায় আইয়ূব রহ-এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪০-৪৪১ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৫৪,৩৬৩ পৃঃ সামনে ঃ ৮৬৩, ৮৭১ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ১. ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো যে,যদি মুসলমান ইমাম বা বাদশাহের নিকট কাফেরদের পক্ষ থেকে হাদিয়া বা উপঢৌকন আসে, তাহলে তা গ্রহণ করা জায়েয। আর ইমামের এ ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে যে,যা ইচ্ছা তা তিনি নিজে রাখবেন,আর যা ইচ্ছা তা তিনি বন্টন করে দিবেন। ২. তাছাড়া ইমামের জন্য এটা আবশ্যক নয় যে,তিনি শুধু মজলিসে উপাস্থিত জনতার মাঝে বন্টন করে দিবেন। বরং যারা মজলিসে উপস্থিত নেই তাদের জন্য রেখে দেওয়ারও ইমামের অধিকার রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ: كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قُرَيْظَةَ، وَالنَّضِيرَ وَمَا أَعْطَى مِنْ ذٰلِكَ فِي نَوَائِبِهِ

১৯৫৪. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ কিভাবে কুরায়যা ও নাযীরের ধন-সম্পদ বন্টন করেছেন এবং প্রয়োজনে কিভাবে ব্যয় করেছেন?

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ؓ، يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخَلاَتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ

সহজ তরজমা

২৯১৯. আবদুল্লাহ ইবনে আবুল আসওয়াদ রহ. ....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কিছু খেজুর গাছ নির্দিষ্ট করতেন কুরায়যা ও নাযিরের উপ বিজয় লাভ করা পর্যন্ত। তারপর তিনি সে গাছগুলো তাদের ফেরত দিয়ে দেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের অর্থগত মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪১ পৃঃ সামনে ঃ ৫৭৫, ৫৯১ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ.এর এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, রাসূল ﷺ এর সাহাবায়ে কেরাম মক্কা থেকে হিজরত করে যখন মদীনায় তাশরীফ আনয়ন করলেন, তখন হযরত আনসারী সাহাবীগণ অত্যান্ত মহাব্বত প্রকাশ করেছেন, এবং খেজুর খাওয়ার জন্য কিছু গাছ তাদেরকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। স্বয়ং মালিকরাও সেই গাছ থেকে ফল পারতেন না। আর একথা সুস্পষ্ট যে, আনসারগণ তা হাদিয়া হিসাবে দিয়েছিলেন, সদকা হিসাবে নয়। অতঃপর যখন বনী নযীর ও বনী কুরাইজার সম্পত্তি, জমি-জামা অর্জিত হয়েছে,তখন রাসূল ﷺ আনসারগণকে বলেন যে, তোমরা তোমাদের অভিমত পেশ করো, যদি তোমরা আনসার ও মুহাজির সবাইকে দান করি তাহলে মুহাজিরগণ স্বীয় অবস্থাতেই বহাল থাকবে, আর যদি শুধুমাত্র মুহাজিরদেরকে দেওয়ার জন্য বলা হয়, তাহলে মুহাজিরগণ তোমাদের থেকে দুনো জিনিস ছেড়ে দিয়ে আলাদা হয়ে যাবে। তখন আনসারগণ যারপর নাই খুশি প্রকাশ করে বলেন যে, আমাদের জিনিস আমাদের নিকট পুনরায় ফিরে আসবে এবং আমরা মুহাজিরগণকে দিয়ে দিব। বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ৮ম খন্ড,দেখুন।

بَابُ بَرَكَةِ الْغَازِي فِي مَالِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا، مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَوُلاَةِ الأَمْرِ

১৯৫৫. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামী শাসকদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের সম্পদে তাদের জীবনে ও মৃত্যুর পরে যে বরকত সৃষ্টি হয়েছে

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ أَحَدَّثَكُمْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ يَا بُنَيِّ، إِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلاَّ ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لاَ أُرَانِي إِلاَّ سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي، أَفَتُرَى يُبْقِي دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا فَقَالَ يَا بُنَيِّ بِعْ مَالَنَا فَاقْضِ دَيْنِي، وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ، وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ، يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ثُلُثُ الثُّلُثِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ، قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ يَا بُنَيِّ، إِنْ عَجَزْتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلاَيَ، قَالَ فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ يَا أَبَتِ مَنْ مَوْلاَكَ قَالَ اللهُ، قَالَ فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ

إِلاَّ قُلْتُ يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ. اِقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ. فَيَقْضِيهِ. فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ. ﵁. وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا. إِلاَّ أَرَضِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ. وَإِحْدٰى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ. وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ. وَدَارًا بِالْكُوفَةِ. وَدَارًا بِمِصْرَ. قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ لاَ وَلٰكِنَّهُ سَلَفٌ. فَإِنِّي أَخْشٰى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ. وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلاَ جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلاَ شَيْئًا. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ قَالَ فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي. كَمْ عَلٰى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ فَكَتَمَهُ. فَقَالَ مِائَةُ أَلْفٍ. فَقَالَ حَكِيمٌ وَاللهِ مَا أُرٰى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهٰذِهِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ أَفَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ قَالَ مَا أُرَاكُمْ تُطِيقُونَ هٰذَا. فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي. قَالَ وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ. فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ. فَأَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ. وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ لاَ. قَالَ فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لاَ. قَالَ قَالَ فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَكَ مِنْ هَا هُنَا إِلٰى هَا هُنَا. قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضٰى دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ. وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ. فَقَدِمَ عَلٰى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ قَالَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ أَلْفٍ. قَالَ كَمْ بَقِيَ قَالَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ. قَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ. وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمْ بَقِيَ فَقَالَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ. قَالَ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ وَبَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ. فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا. قَالَ لاَ. وَاللهِ لاَ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتّٰى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ أَلاَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ. قَالَ فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ. فَلَمَّا مَضٰى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ. وَرَفَعَ الثُّلُثَ. فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ. فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ.

সহজ তরজমা

২৯২০. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম রহ. ....আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উষ্ট্রযুদ্ধের দিন যুবায়র রাযি. যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান গ্রহণ করে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বললেন, হে পুত্র! আজকের দিন জালিম অথবা মাজলুম ব্যতীত কেউ নিহত হবে না। আমার মনে হয়, আমি আজ মাজলুম হিসেবে নিহত হব। আর আমি আমার ঋণ সম্পর্কে বেশি চিন্তিত। তুমি কি মনে কর যে, আমার ঋণ আদায় করার পর আমার সম্পদে কিছু অবশিষ্ট থাকবে? তারপর তিনি বললেন, হে পুত্র! আমার সম্পদ বিক্রয় করে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিও। তিনি এক তৃতীয়াংশের ওসীয়্যাত করেন। আর সেই এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ ওসীয়াত করেন তাঁর (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রের) পুত্রদের জন্য অর্থাৎ তাঁর

নাতিদের জন্য। তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশকে এক তৃতীয়াংশে বিভক্ত করবে। ঋণ পরিশোধ করার পর যদি আমার সম্পদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তার এক তৃতীয়াংশ তোমার পুত্রদের জন্য। হিশাম রহ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি.-এর কোন কোন পুত্র যুবায়র রাযি.-এর পুত্রদের সমবয়সী ছিলেন। যেমন খুবাইব ও আব্বাদ। আর মৃত্যুকালে তাঁর নয় পুত্র ও নয় কন্যা ছিল। আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, তিনি আমাকে তাঁর ঋণ সম্পর্কে ওসীয়্যাত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, হে পুত্র! যদি এ সবের কোন বিষয়ে তুমি অক্ষম হও, তবে এ ব্যাপারে আমার মাওলার সাহায্য চাইবে। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝে উঠতে পারি নি যে, তিনি মাওলা দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করেছেন। অবশেষে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে পিতা! আপনার মাওলা কে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ। আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম! আমি যখনই তাঁর ঋণ আদায়ে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, তখনই বলেছি, হে যুবায়রের মাওলা! তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর ঋণ আদায় করে দিন। আর তখনই তাঁর করয শোধ হয়ে যেত। এরপর যুবায়র রাযি. শহীদ হলেন এবং তিনি নগদ কোন দীনার বা কোন দিরহাম রেখে যান নি। তিনি কিছু জমি রেখে যান যার মধ্যে একটি হল গাবা। আরো রেখে যান মদীনায় এগারোটি বাড়ী, বসরায় দু'টি, কূফায় একটি ও মিসরে একটি। আবুদলাহ ইবনে যুবায়র রাযি. বলেন, যুবায়র রাযি.-এর ঋণ থাকার কারণ এই ছিল যে, তাঁর নিকট কেউ যখন কোন মাল আমানত রাখতে আসতো তখন যুবায়র রাযি. বলতেন, না, এভাবে নয়' তুমি তা আমার কাছে ঋণ হিসাবে রেখে যাও। কেননা, আমি ভয় করছি যে, তোমার মাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যুবায়র রাযি. কখনো কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা বা কর আদায়কারী অথবা অন্য কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। অবশ্য তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গী হয়ে অথবা আবূ বকর, উমর ও উসমান রাযি.-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. বলেন, তারপর আমি তাঁর ঋণের পরিমাণ হিসাব করলাম এবং দেখলাম তাঁর ঋণের পরিমাণ বাইশ লাখ। রাবী বলেন, সাহাবী হাকিম ইবনে হিযাম রাযি. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি.-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, হে ভাতিজা! বল তো আমার ভাইয়ের কত ঋণ আছে? তিনি তা প্রকাশ না করে বললেন, এক লাখ। তখন হাকিম ইবনে হিযাম রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! এ সম্পদ দ্বারা এ পরিমাণ ঋণ শোধ হতে পারে, আমি এরূপ মনে করি না। তখন আবুদল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. তাকে বললেন, যদি ঋণের পরিমাণ বাইশ লাখ হয়, তবে কি ধারণা করেন? হাকীম ইবনে হিযাম রাযি. বললেন, আমি মনে করি না যে, তোমরা এ সামর্থ রাখ। যদি তোমরা এ বিষয়ে অক্ষম হও, তবে আমার সহযোগীতা গ্রহণ করবে। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. বলেন, যুবায়র রাযি. গাবাস্থিত ভূমিটি এক লাখ সত্তর হাজারে কিনেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. তা ষোল লাখের বিনিময়ে বিক্রয় করেন। আর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, যুবায়র রাযি.-এর নিকট যারা পাওনাদার রয়েছে, তারা যেন আমার সঙ্গে গাবায় এসে মিলিত হয়। তখন আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাযি. তাঁর নিকট এলেন। যুবায়র রাযি.-এর নিকট তাঁর চার লাখ পাওনা ছিল। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি.-কে বললেন, তোমরা চাইলে আমি তা তোমাদের জন্য ছেড়ে দিব। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. বললেন, না। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাযি. বললেন, যদি তোমরা তা পরে দিতে চাও, তবে তা পরে পরিশোধের অন্তর্ভুক্ত করতে পার। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. বললেন, না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাযি. বললেন, তবে আমাকে এক টুকরা ভূমি দাও। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. বললেন, এখান থেকে ওখান পর্যন্ত জমি আপনার। রাবী বলেন, তারপর আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. গাবার জমি থেকে বিক্রয় করে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করেন। তখনও তাঁর নিকট গাবার জমির সাড়ে চার অংশ অবশিষ্ট থেকে যায়। তারপর তিনি মু'আবিয়া রাযি.-এর কাছে এলেন। সে সময় তাঁর কাছে আমর ইবনে উসমান, মুনযির ইবনে যুবায়র ও আবদুল্লাহ ইবনে যামআ রাযি. উপস্থিত ছিলেন। মু'আবিয়া রাযি. তাঁকে বললেন, গাবার মূল্য কত নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক অংশ এক লাখ হারে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কত অবশিষ্ট আছে? আবদুল্লাহ রাযি. বললেন, সাড়ে চার অংশ। তখন মুনযির ইবনে যুবায়র রাযি. বললেন, আমি এক অংশ এক লাখে নিলাম। আমর ইবনে উসমান রাযি. বললেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। আর আবদুল্লাহ ইবনে

https://e-ilm.weebly.com/

যামআ রাযি. বললেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। তখন মু'আবিয়া রাযি. বললেন, আর কি পরিমাণ অবশিষ্ট আছে? আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. বললেন, দেড় অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। মু'আবিয়া রাযি. বললেন, আমি তা দেড় লাখে নিলাম। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাযি. তাঁর অংশ মু'আবিয়া রাযি.-এর নিকট ছয় লাখে বিক্রয় করেন। তারপর যখন ইবনে যুবায়র রাযি. তাঁর পিতার ঋণ পরিশোধ করে সারলেন, তখন যুবায়র রাযি.-এর পুত্ররা বললেন, আমাদের মীরাস ভাগ করে দিন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. বললেন, না, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মাঝে ভাগ করব না, যতক্ষণ আমি চারটি হজ্জ মৌসুমে এ ঘোষণা প্রচার না করি যে, যদি কেউ যুবায়র রাযি.-এর কাছে ঋণ পাওনা থাকে, সে যেন আমাদের কাছে আসে, আমরা তা পরিশোধ করব। রাবী বলেন, তিনি প্রতি হজ্জের মৌসুমে ঘোষণা প্রচার করেন। তারপর যখন চার বছর অতিবাহিত হল, তখন তিনি তা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। রাবী বলেন, যুবায়র রাযি.-এর চার স্ত্রী ছিলেন। এক তৃতীয়াংশ পৃথক করে রাখা হল। প্রত্যেক স্ত্রী বার লাখ করে পেলেন। আর যুবায়র রাযি.-এর মোট সম্পত্তি পাঁচ কোটি দু'লাখ ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের ولاجباية خراج ,وما ولى امارة قط ,وعثمان থেকে رض পর্যন্ত এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। আর হযরত যুবাইর রাযি.এর মালে যে বরকত ছিল তা রাসূল ﷺ ও হযরত আবু বকর রা .হযরত ওমর রাযি. এবং উসমান রাযি.এর সাথে জিহাদে শরীক হওয়ার কারণে। আর তার ঘটনায় চিন্তা-গবেষণা করলেই তার হায়াতে ও তার মৃত্যুর পরের বরকত বুঝে আসবে।

উদ্দেশ্য ঃ মুজাহিদগণের মালের বরকত বর্ণনা করাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য। বিশেষ করে হযরত যুবাইর রাযি.এর মালে গনীমতের মালের কারণেই বরকত হয়েছে। আর তার মৃত্যুর পরে বরকতের কারণ হলো এই যে, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনে কয়েক বছর বিলম্ব হয়েছিল, এই দীর্ঘ সময়ের উপকার দ্বারা বরকত প্রকাশিত হয়। والله اعلم.

সংক্ষিপ্ত তাশরীহ ঃ يوم الجمل এই অপ্রত্যাশিত ও অপছন্দনীয় যুদ্ধ ৩৬ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য - নাসরুল বারী – ৮ম খন্ড, (কিতাবুল মাগাযী) ৫১৫ পৃঃ দেখুন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪২ পৃঃ।

সামনে الفى الف ,ومائتى الف বাইশ লাখ। আহলে আরবগণ হাজারের উপরে গণনা করার জন্য اضافت এর মাধ্যমে গণনা করতেন। আর তা এভাবে যে, مضاف কে مضاف اليه এর সাথে গুণ দিতেন, যেমন-'লাখ'এর জন্য مائة الف (একশত হাজার) আর 'কোটি'র জন্য عشر الف الف এভাবে الف الف অর্থাৎ দুই হাজারকে হাজার এর সাথে গুণ দেওয়ার দ্বারা 'বিশ' লাখ হবে আর مائتى الف এর দুই লাখ। সর্বমোট বাইশ লাখ হবে।

بَابٌ إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ رَسُولاً فِي حَاجَةٍ. أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ هَلْ يُسْهَمُ لَهُ

১৯৫৬. পরিচ্ছেদ : ইমাম যদি কোন দূতকে কোন কাজে পাঠান কিংবা তাকে অবস্থান করার নির্দেশ দেন; তবে তার জন্য অংশ নির্ধারিত হবে কিনা?

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيضَةً. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ"

সহজ তরজমা

২৯২১. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান রাযি. বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী আর তিনি ছিলেন পীড়িত। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন, 'বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব ও (গনীমাতের) অংশ তুমি পাবে।'

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের ان لك اجر رجل الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪২ পৃঃ সামনে ঃ ৫২৩, ৫৮১ পৃঃ তাছাড়া তিরমিযি শরীফ ঃ المناقب অধ্যায়।

উদ্দেশ্য ঃ এই মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো যে, ইমামের নির্দেশে যদি কোন ব্যক্তি কোথাও অবস্থান করে বা কোথাও যায়, তাহলে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতোই গনীমতের অংশ পাবে। এটাই ইমাম আবু হানীফা রহ.এর মাযহাব। আল্লামা কাস্তালীনী রহ. বলেন, ইমাম আবু হানীফা রহ.স্বীয় মতের পক্ষে এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন।

আর ইমাম শাফী রহ.ও ইমাম মালেক রহ.এবং ইমাম আহমাদ রহ.বলেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ব্যতিত কোন ব্যক্তি গনীমতের অংশ পাবে না। তারা এই হাদীসের জবাবে বলেন যে,এটা শুধু হযরত উসমান রাযি.এর সাথে খাস।

তাশরীহ ঃ এই হাদীসে রাসূল ﷺ এর যে কন্যার আলোচনা রয়েছে, তিনি হলেন হযরত রুকাইয়্যা রাযি.। তিনি হযরত উসমান যুন নূরাইন রাযি.এর বিবাহে আবদ্ধ ছিলেন। বদর যুদ্ধের সময় তিনি খুব বেশী অসুস্থ ছিলেন, এমনকি তিনি ঐ বছরই পরলোক গমন করেন। হযরত রুকাইয়্যা রাযি. এর সেবা, পরিচর্যা করার জন্যই হযরত উসমান রাযি. কে স্বীয় ঘরে থেকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই জন্যই হযরত উসমান রাযি. বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, কিন্তু তিনি গনীমতের অংশ পেয়েছেন।

بَابٌ: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ لِنَوَائِبِ المُسْلِمِينَ

১৯৫৭. পরিচ্ছেদ : যিনি বলেন, এক পঞ্চমাংশে মুসলিমগণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য

مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِيَّ ﷺ بِرَضَاعِهِ فِيهِمْ فَتَحَلَّلَ مِنَ المُسْلِمِينَ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الفَيْءِ وَالأَنْفَالِ مِنَ الخُمُسِ وَمَا أَعْطَى الأَنْصَارَ وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَمْرَ خَيْبَرَ

এর প্রমাণ : হাওয়াযিন, তাদের গোত্রে নবী করীম ﷺ-এর দুধ পানের সৌজন্যে তারা যে আবেদন করেছিল, তারই প্রেক্ষিতে মুসলিমগণ থেকে তাদের দাবী আদায় করিয়ে দেন। নবী করীম ﷺ লোকদেরকে ফায় ও গনীমত-এর অংশ থেকে খুমুস দানের যে প্রতিশ্রুতি দান করতেন।' 'আর যা তিনি আনসারদের প্রদান করেছেন' এবং 'যা খায়বারের খেজুরের থেকে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. কে দান করেছেন'

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ. قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ. قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ. وَمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ. أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ. فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ. فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا المَالَ. وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ". وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْتَظَرَ آخِرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي المُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ "أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ. وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ. مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَيِّبَ فَلْيَفْعَلْ. وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا

https://e-ilm.weebly.com/

يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ " . فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ لَهُمْ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ. فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ " فَرَجَعَ النَّاسُ. فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ . ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا فَأَذِنُوا. فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْ سَبْيِ هَوَازِنَ.

সহজ তরজমা

২৯২২. সাঈদ ইবনে উফাইর রহ. ....উরওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁকে মারওয়ান ইবনে হাকাম ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি. রেওয়ায়ত করেছেন যে, যখন হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল যে, তাদের মাল ও বন্দী উভয়ই ফেরত দেওয়া হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, আমার নিকট সত্য কথা অধিক প্রিয়। তোমরা দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ কর। হয় বন্দী, নয় মাল। আর আমি তো তাদের (হাওয়াযিন গোত্রের) প্রতিক্ষা করেছিলাম। আর তায়েফ থেকে ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ দিন থেকে বেশী সময় তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। অবশেষে যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দুটোর মধ্যে যে কোন একটিই ফেরত দিবেন, তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদের ফেরত লাভই অধিক পছন্দ করি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের সামনে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের এ সকল ভাই তাওবা করে আমার নিকট এসেছে। আর আমি সমীচীন মনে করছি যে, তাদের বন্দীদের ফেরত দিব। যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে তা করতে চায়, সে যেন তা করে আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চায় যে, তার অংশ বহাল থাকুক, সে যেন অপেক্ষা করে (কিংবা) আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রথম যে গনীমতের মাল দান করেছেন, আমি তাকে তা থেকে দিয়ে দিব, তাও করতে পারে। সমবেত লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সন্তুষ্টচিত্তে সেটি গ্রহণ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি সঠিক জানতে পারিনি, তোমাদের মধ্যে কে এতে সম্মতি দিয়েছে, আর কে দেয়নি। কাজেই, তোমরা ফিরে যাও এবং নিজ নিজ প্রতিনিধির মাধ্যমে আমাকে তোমাদের সিদ্ধান্ত জানাও। লোকেরা চলে গেল। আর তাদের প্রতিনিধিরা নিজেদের লোকের সঙ্গে আলোচনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফেরত এল এবং তাঁকে জানাল যে, তারা সন্তুষ্টচিত্তে (বন্দী দানের ব্যাপারে) সম্মতি দিয়েছে। (ইবনে শিহাব বললেন) হাওয়াযিনের বন্দীগণ সম্পর্কিত বিবরণ আমাদের নিকট এরূপই পৌছেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মর্মার্থের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪২ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩০৯, ৩৪৫, ৩৫১, ৩৫৫ পৃঃ সামনে ঃ ৬১৮, ১০৬৪ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِيُّ ـ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ، أَحْفَظُ ـ عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَأُتِيَ ذَكَرَ دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا، فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ لاَ آكُلُ. فَقَالَ هَلُمَّ فَلأُحَدِّثْكُمْ عَنْ ذَاكَ، إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ " وَاللهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ " وَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَهْبِ إِبِلٍ، فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ " أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ " . فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا لاَ يُبَارَكُ لَنَا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا، فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلَنَا

https://e-ilm.weebly.com/

أَفَنَسِيتَ قَالَ " لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ . وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ . وَإِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا "

সহজ তরজমা

২৯২৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. ..... যাহদাম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আবূ মূসা রাযি.-এর কাছে ছিলাম, এ সময় মুরগীর (গোশত) সম্বন্ধে আলোচনা উঠল। তথায় তাইমুল্লাহ গোত্রের এমন লাল বর্ণের এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল, যেন সে মাওয়ালী (রোমক ক্রীতদাস)-এর একজন। তাকে খাওয়ার জন্য ডাকলেন। তখন সে বলে উঠল, আমি মুরগীকে এমন বস্তু খেতে দেখেছি, যাতে আমার ঘৃণা জন্মেছে। তাই আমি শপথ করেছি যে, তা খাব না। আবূ মূসা রাযি. বললেন, আস, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনাচ্ছি। আমি কয়েকজন আশআরী ব্যক্তির পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সাওয়ারী চাইতে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাওয়ারী দিব না এবং আমার কাছে তোমাদের দেওয়ার মত কোন সাওয়ারীও নেই। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গনীমতের কয়েকটি উট আনা হলো। তখন তিনি আমাদের খোঁজ নিলেন এবং বললেন, সেই আশ'আরী লোকেরা কোথায়? তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উঁচু সাদা চুলওয়ালা পাঁচটি উট আমাদের দিতে বললেন। যখন আমরা উট নিয়ে রওয়ানা হলাম এবং বললাম, আমরা কী করলাম? আমাদের মঙ্গল হবে না। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে এলাম এবং বললাম, আমরা আপনার নিকট সাওয়ারীর জন্য আবেদন করেছিলাম, তখন আপনি শপথ করে বলেছিলেন, আমাদের সাওয়ারী দিবেন না। আপনি তা ভুলে গিয়েছিলেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমাদের সাওয়ারী দেইনি বরং আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের সাওয়ারী দান করেছেন। আল্লাহর কসম, আমার অবস্থা এই যে, ইনশাআল্লাহ আমি কোন বিষয়ে আমি কসম করি এবং তার বিপরীতটি মঙ্গলজনক মনে করি, তখন সেই মঙ্গলজনকটি আমি করি এবং কাফফারা দিয়ে কসম থেকে মুক্ত হই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের واتى رسول الله ﷺ بنهب ابل الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

অর্থাৎ,রাসূল ﷺ আশআরীদেরকে স্বীয় অংশ তথা خمس থেকে এই উট দিয়েছিলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪২-৪৪৩ পৃঃ সামনে ঃ ৬২৯, ৬৩৩, ৮২৯, ৯৮০, ৯৮৩, ৯৮৮, ৯৯৪, ১১২৭ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ قِبَلَ نَجْدٍ . فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرًا . فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا . وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا .

সহজ তরজমা

২৯২৪. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদের দিকে একটি সেনাদল পাঠালেন, যাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-ও ছিলেন। এ যুদ্ধে গনীমতস্বরূপ তাঁরা বহু সংখ্যক উট লাভ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের ভাগে এগারোটি কিংবা বারোটি করে পড়েছিল এবং তাঁদেরকে পুরস্কারস্বরূপ আরো একটি করে উট দেওয়া হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের ونفلوا بعيرا بعيرا, এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। হতে পারে যে,সৈন্যবাহীনির আমীর এই পুরুস্কার خمس থেকে দিয়েছেন। আর তা রাসূল ﷺ এর যামানার সংঘটিত হয়েছিল। তবে রাসূল ﷺ তা শ্রবণ করে নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪৩ পৃঃ সামনে ঃ ৬২২ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. عَنْ عُقَيْلٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِمٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ.

সহজ তরজমা

২৯২৫. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ......আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক কোন কোন সেনা দলে কোন কোন ব্যক্তিকে সাধারণ সেনাদের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত দান করতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪৩ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ ঃ মাগাযী অধ্যায়। আবু দাউদ শরীফ ঃ জিহাদ অধ্যায়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ. عَنْ أَبِي مُوسَى. رضي الله عنه ـ قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ. أَنَا وَأَخَوَانِ لِي. أَنَا أَصْغَرُهُمْ. أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالآخَرُ أَبُو رُهْمٍ. إِمَّا قَالَ فِي بِضْعٍ. وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلاَثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي فَرَكِبْنَا سَفِينَةً. فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ. وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنَا هَا هُنَا. وَأَمَرَنَا بِالإِقَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعَنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ. حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا. فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ. فَأَسْهَمَ لَنَا. أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا. وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا. إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ. إِلاَّ أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ. قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.

সহজ তরজমা

২৯২৬. মুহাম্মদ ইবনে আ'লা রহ. ..... আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইয়ামানে থাকতেই আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত করার সংবাদ পৌঁছে। তখন আমরাও তাঁর নিকট হিজরত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমি এবং আমার আরো দু'ভাই এর মধ্যে ছিলাম। আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। তাদের একজন হলেন আবূ বুরদাহ, অপরজন আবূ রুহম। রাবী হয়ত বলেছেন, আমার গোত্রের আরো কতিপয় লোকের মধ্যে ; কিংবা বলেছেন, আমার গোত্রের তিপ্পান্ন অথবা বায়ান্নজন লোকের মধ্যে। তারপর আমরা একটি নৌযানে আরোহণ করলাম। ঘটনাক্রমে আমাদেরকে নৌযানটি হাবশার নাজ্জাশী বাদশাহের দিকে নিয়ে যায়। সেখানে আমরা জাফর ইবনে আবু তালিব রাযি. ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে মিলিত হই। জাফর রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন এবং এখানে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আপনারাও আমাদের সঙ্গে এখানে অবস্থান করুন। তখন আমরা তাঁর সঙ্গে থেকে গেলাম। অবশেষে আমরা সকলে একত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। এমন সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলাম, যখন তিনি খায়বার বিজয় করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ (খায়বার লব্ধ গনীমতে) আমাদের জন্য অংশ নির্ধারণ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন), কিংবা তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, আমাদেরও তা থেকে দিয়েছেন। আমদের ব্যতীত খায়বার বিজয়ে অনুপস্থিত কাউকেই তা থেকে অংশ দেন নি, তবে জাফর রাযি. ও তাঁর সঙ্গীগণের সাথে আমাদের এ নৌযানে আরোহীদের মধ্যে বণ্টন করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের فأمر لنا ابل এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪৩ পৃঃ সামনে ঃ ৫৪৭, ৬০৭, ৬০৮ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ ইবনে মুনির রহ. বলেন, শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল না থাকাটা সুস্পষ্ট। সারকথা হলো যে,রাসূল ﷺ আসহাবে সাফীনাকে গনীমত থেকে যে সাহায্য করেছিলেন তা خمس থেকে ছিলো না, অথচ 'বাবের' সম্পর্ক হলো خمس এর সাথে?

উত্তর ঃ ১. ইমামের জন্য যখন ব্যাপভাবে গনীমতের মাল থেকে দেওয়া জায়েয-যা শুধুই মুজাহিদীনগণের হক- তখন তো خمس থেকে দেওয়া অবশ্যই জায়েয হবে। ২. হতে পারে যে,তিনি অন্যান্য সৈন্যদের সন্তুষ্টিতে দিয়েছিলেন।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرًا ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَوْ قَدْ جَاءَنِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " . فَلَمْ يَجِئْ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا. فَحَثَا لِي ثَلاَثًا. وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْثُو بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا. ثُمَّ قَالَ لَنَا هَكَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ. وَقَالَ مَرَّةً فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَأَلْتُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَنِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي. قَالَ قُلْتَ تَبْخَلُ عَلَيَّ مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَكَ. قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ فَحَثَا لِي حَثْيَةً وَقَالَ عُدَّهَا. فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةٍ قَالَ فَخُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ. وَقَالَ يَعْنِي ابْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَىُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ

সহজ তরজমা

২৯২৭. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ..... জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যদি আমার নিকট বাহরাইনের মাল আসে, তবে আমি তোমাকে (দুই হাত মিলিয়ে) এ পরিমাণ, এ পরিমাণ ও এ পরিমাণ দান করব। নবী করীম ﷺ-এর ইন্তিকাল অবধি তা এলো না। তারপর যখন বাহরাইনের মাল এল, তখন আবু বকর রাযি. ঘোষণাদানকারীকে এ ঘোষণা দেয়ার আদেশ করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যার কোন ঋণ বা প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সে যেন আমার নিকট আসে। এর পর আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এত এত ও এত দেয়ার কথা বলেছেন। তখন আবু বকর রাযি. তিনবার অঞ্জলি ভরে দান করেন। সুফিয়ান রহ. তাঁর দুই হাত একত্র করে অঞ্জলি করে আমাদের বললেন, ইবনে মুনকিদর এরূপই বলেছেন। জাবির রাযি. বলেন, তারপর আমি (জাবির) আবু বকর রাযি. -এর নিকট এলাম এবং তাঁর কাছে চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন না। আবার আমি তাঁর কাছে এলাম। তখনও তিনি আমাকে দিলেন না। আবার আমি তাঁর নিকট তৃতীয়বার এসে বললাম, আমি আপনার নিকট চেয়েছি, আপনি আমাকে দেননি। আবার আমি আপনার নিকট চেয়েছি, তখনও আপনি আমাকে দেননি। পুনরায় আমি আপনার নিকট চেয়েছি, আপনি আমাকে দেননি। এখন আপনি আমাকে দেবেন, না হয় আমার সঙ্গে কার্পণ্য করবেন। আবু বকর রাযি. বললেন, তুমি আমাকে বলছ, 'কার্পণ্য করবেন?' আমি যতবারই তোমাকে দিতে অস্বীকার করি না কেন, আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি ততবারই তোমাকে দেই। সুফিয়ান রহ. বলেন, আমর রহ. মুহাম্মাদ ইবনে

https://e-ilm.weebly.com/

আলী রহ. সূত্রে জাবির রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আবু বকর রাযি. আমাকে এক অঞ্জলি দিয়ে বললেন, এটা গুণে নাও। আমি গণনা করে দেখলাম, পাঁচশত। তখন তিনি বললেন, এরূপ আরও দু''বার নিয়ে নাও। আর ইবনুল মুনকাদিরের বর্ণনায় আছে যে, (আবু বকর রাযি. বলেছেন), 'কার্পণ্য অপেক্ষা বড় রোগ কী হতে পারে?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين او عدة এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪৩ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩০৬, ৩৫৪, ৩৬৯ পৃঃ সামনে ঃ ৪৪৮, ৬২৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا قُرَّةُ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اعْدِلْ. فَقَالَ لَهُ " شَقِيتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ ".

সহজ তরজমা

২৯২৮. মুসলিম ইবনে ইবরাহীম রহ. ....জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ জি'য়রানা নামক স্থানে গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি বলল, (বন্টনে) ইনসাফ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি যদি ইনসাফ না করি, তবে তুমি হবে হতভাগা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قوله : شقيت : شقيت শব্দটি দু'ভাবে পড়া যায়। ১. شَقِيْتَ অর্থাৎ واحد مذكر حاضر এর সীগা হিসেবে। ২. شَقِيْتُ অর্থাৎ واحد متكلم হিসেবে।

প্রথম সূরতে তরজমা হবে, যদি আমি ইনসাফ না করি তাহলে তো তুমি হতভাগা। কেননা তুমি আমার অনুসারী এবং মুরীদ। অতএব, যদি মুর্শিদের এই অবস্থা হয় তাহলে মুরীদের কি অবস্থা হবে। (সে তো হতভাগাই হবে)। অথবা অর্থ হবে, যদি আমি ইনসাফ না করি তবে আমি নবীই নই। আর তুমি আমাকে নবী মেনে হতভাগা এবং গোমরাহ হলে।

আর দ্বিতীয় সূরতে অর্থ হবে, যদি আমি ইনসাফ না করি তাহলে আমি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত এবং হতভাগা হব।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, হুযুর ﷺ খুমুস থেকে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কাউকে কম দিয়েছেন কাইকে বেশী দিয়েছেন, যদিও যুল খুওয়াইসারা খারেজী এক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলেছিল। কেননা, বাকী চার অংশ তো মুজাহিদদের মাঝে সমানভাবে বন্টন হয়েছিলই।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪৩ পৃ.।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَا مَنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الأُسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ

১৯৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ খুমুস পৃথক না করেই বন্দীদের প্রতি নবী করীম ﷺ -এর অনুগ্রহ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ- رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ "لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلاَءِ النَّتْنَى، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ

সহজ তরজমা

২৯২৯. ইসহাক ইবনে মানসুর রহ. ......জুবাইর ইবন মুতঈম রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বদরের যুদ্ধের বন্দীদের প্রসঙ্গে বলেন, 'যদি মুতঈম ইবনে আদী রাযি. জীবিত থাকতেন আর আমার নিকট এ সকল নোংরা লোকের ব্যাপারে সুপারিশ করতেন, তবে আমি তাঁর খাতিরে এদের ছেড়ে দিতাম।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের অর্থগত মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪৩ পৃঃ সামনে ঃ ৫৭৩ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.বলেন, এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.এর একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গনীমতের মালে 'তাসাররুফ' করার এখতিয়ার ছিল। এর দ্বারা জানা গেল যে, গনীমতের মাল ইমামের ইখতিয়ারভুক্ত যে, ইমাম ইচ্ছা করলে কোন কল্যাণার্থে মাল বন্টনের পূর্বেই কাফেরদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারেন কিংবা বন্দীদেরকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দিয়ে দিতে পারেন। এটাই ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.ও ইমাম মালেক রহ.এর মাযহাব। ইমাম বুখারী রহ.যেন ইমাম আবু হানীফা রহ.এর মাযহাবের সমর্থন করেছেন। والله اعلم

তাশরীহ ঃ

মুতঈম ইবনে আদী বদর যুদ্ধের পূর্বে কুফুরের হালতে মৃত্যুবরণ করেছিল। মক্কার কাফেররা ইসলামের দিন-দিন উন্নতি দেখে একটি জালিমানা (কালো) আইন প্রনয়ন করে যে, বনী হাশেমকে পূর্ণাঙ্গরুপে বয়কট করা হবে, যতক্ষণ না তারা মুহাম্মাদ ﷺ কে হত্যা করার জন্য আমাদের কাছে সোপর্দ না করবে ততক্ষন পর্যন্ত তাদের সাথে কোন ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন করা হবে না এবং তাদেরকে কোন কিছু দেওয়াও হবে না। এই জালিমানা আইনটি তারা কা'বা শরীফের দরজায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মুতঈম ইবনে আদী এই নিয়মের কঠোর বিরোধীতা করেছিলেন। এই সৎব্যবহার ও ইহসানের ভিত্তিতেই রাসূল ﷺ হযরত মুতঈম ইবনে আদীর ব্যাপারে এই বাক্য বলেছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, রাসূল ﷺ যখন তায়েফ থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তখন তার আশ্রয়ে ছিলেন মোটকথা রাসূল ﷺ এর উপর মুতঈম ইবনে আদীর এমন কোন ইহসান ছিল, যার কারণে রাসূল ﷺ ইহা বলেছিলেন যে, যদি যদি মুতঈম জীবিত থাকত............।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلْإِمَامِ

وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ» مَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي الْمُطَّلِبِ. وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. "لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ. وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ. وَلِمَا مَسَّتْهُمْ فِي جَنْبِهِ. مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ

১৯৫৯. পরিচ্ছেদ : খুমুস ইমামের জন্য, তাঁর ইখতিয়ার রয়েছে আত্মীয়গণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দিবেন, যাকে ইচ্ছা দেবেন না। এর দলীল এই যে, নবী করীম ﷺ খায়বারের খুমুস থেকে বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিবকেই দিয়েছেন। উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণভাবে সকল কুরাইশকে দেননি এবং যে ব্যক্তি অধিক অভাবগ্রস্ত তার উপর কোন আত্মীয়কে অগ্রাধিকার দেননি। যদিও তিনি যাদের দিয়েছেন তা এ হিসাবে যে, তারা তাঁর নিকট তার অভাবের কথা তাঁকে জানিয়েছে। এবং এ হিসাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ অবলম্বন করায় তারা স্বগোত্র ও স্বজনদের দ্বারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ عُقَيْلٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ. قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ. إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ. أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا. وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ". قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ وَزَادَ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِي نَوْفَلٍ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لأُمٍّ. وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ. وَكَانَ نَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لأَبِيهِمْ

সহজ তরজমা

২৯৩০. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ....জুবাইর ইবনে মুতঈম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উসমান ইবনে আফফান রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বানূ মুত্তালিবকে দিয়েছেন, আমাদের বাদ দিয়েছেন। অথচ আমরা এবং তারা আপনার সাথে একই পর্যায়ে সম্পর্কিত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বানূ মুত্তালিব ও বানূ হাশিম একই পর্যায়ের। লায়স রহ বলেন, ইউনুস রহ এ হাদীসটিতে আমাকে অতিরিক্ত বলেছেন যে, জুবাইর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ আবদ শামস ও বানূ নাওফলকে অংশ দেননি। ইবনে ইসহাক রহ বলেন, আবদ শামস, হাশিম ও মুত্তালিব একই মায়ের গর্ভজাত সহোদর ভাই। তাদের মা আতিকা বিনতে মুররা আর নাওফল তাদের বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪৪ পৃঃ সামনে ঃ ৪৯৭,৬০৭ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, রাসূল ﷺ স্বীয় আত্মীয় স্বজনদের কাউকে দেননি। বরং বনী মুত্তালিব ও বনী হাশেমকে দিয়েছেন, তাছাড়া তাদের মধ্যেও সবাইকে দেননি, বরং শুধুমাত্র মুখাপেক্ষিদেরকেই দিয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الأَسْلاَبَ. وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ. وَحُكْمِ الإِمَامِ فِيهِ

১৯৬০. পরিচ্ছেদ : নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল-সামানের খুমুস বের না করা; যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল, সেক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল-সামানের খুমুস বের না করেই তা তারই প্রাপ্য, আর ইমাম কর্তৃক এরূপ আদেশ দান করা

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ. عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ جَدِّهِ. قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ. فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي. فَإِذَا أَنَا بِغُلاَمَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا. تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. لَئِنْ رَأَيْتُهُ لاَ يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا. فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ. فَغَمَزَنِي الآخَرُ. فَقَالَ لِي مِثْلَهَا. فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ. قُلْتُ: أَلاَ إِنَّ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي. فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا. فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلاَهُ. ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟». قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ. فَقَالَ: «هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟». قَالاَ: لاَ. فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ. فَقَالَ: «كِلاَكُمَا قَتَلَهُ. سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ». وَكَانَا مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ. وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. "قَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعَ يُوسُفُ صَالِحًا. وَإِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ (عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ)

সহজ তরজমা

২৯৩১. মুসাদ্দাদ রহ. ....আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমি বদর যুদ্ধের সাড়িতে দণ্ডায়মান, আমি আমার ডানে বামে তাকিয়ে দেখলাম, অল্পবয়স্ক দু'জন আনসার যুবকের মাঝখানে রয়েছি। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাদের অপেক্ষা শক্তিশালীদের মধ্যে থাকি। তখন তাঁদের একজন আমাকে খোচা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চাচা! আপনি কি আবূ জাহেলকে চিনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে ভাতিজা; তাতে তোমার কি প্রয়োজন? সে বলল,আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গালমন্দ করে। সে মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তবে আমার দেহ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে যা মৃত্যু আগে অবধারিত, সে মারা যায়। আমি তার কথায় বিস্মিত হলাম। তা শুনে দ্বিতীয়জন আমাকে অনুরূপ খোচা দিয়ে বলল। তৎক্ষণাত আমি আবূ জাহেলকে দেখলাম, সে মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমি বললাম, এই যে তোমাদের সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে। তারা তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারী নিয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে আঘাত করে হত্যা করল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে ফিরে এসে তাঁকে অবহিত করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তাঁকে হত্যা করেছে? তারা উভয়ে দাবী করল, আমি তাকে হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের তরবারী তোমরা মুছে ফেলনি তো? তারা উভয়ে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের তরবারী দেখলেন এবং বললেন, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছো। অবশ্য তার থেকে প্রাপ্ত মালামাল মুআয ইবনে আমর ইবনে জামুহের জন্য। তারা দু'জন হলো, মুআয ইবনে আ'ফরা ও মুআয ইবনে 'আমর ইবনে জামূহ।

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, ইউসুফ সালেহ থেকে শুনেছেন এবং ইবরাহীম নিজের পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আউফ থেকে শুনেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,রাসূল ﷺ আবু জাহেলের সরঞ্জামাদি থেকে خمس নেননি।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৪৪ পৃঃ সামনে ঃ ৫৬৫, ৫৬৮ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ ". فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ " مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ " فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِّي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه لاَهَا اللهِ إِذًا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسُدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ يُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " صَدَقَ " فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرِفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ.

সহজ তরজমা

২৯৩২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ....আবূ কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইনের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখী হলাম, তখন মুসলিম দলের মধ্যে ছুটোছুটি আরম্ভ হল। এমন সময় আমি মুশরিকদের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে একজন মুসলমানের উপর চড়ে বসেছে। আমি ঘুরে তার পিছন দিক দিয়ে এসে তরবারী দ্বারা তার ঘাড়ের রগে আঘাত হানলাম। তখন সে আমার দিকে এগিয়ে এল এবং আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে, আমি তাতে মৃত্যুর আশংকা করছিলাম। অত:পর মৃত্যু তাকেই পাকড়াও করল এবং সে আমাকে ছেড়ে দিল। তারপর আমি উমর রাযি.-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বললাম, লোকদের কি হয়েছে? উমর রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম। এরপর লোকজন ফিরে এল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং তার নিকট এর সাক্ষ্য রয়েছে, তার নিকট থেকে প্রাপ্ত মাল সামান তারই প্রাপ্য। তখন আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কে আছে যে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? তারপর আমি বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয়বার অনুরূপ বললেন, আমি আবার দাঁড়ালাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবূ কাতাদা! তোমার কি হয়েছে? আমি তখন সম্পূর্ণ ঘটনা বললাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ কাতাদা রাযি. সত্য বলেছে। সে ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল-সামান আমার নিকট আছে। আপনি আমার পক্ষ থেকে তাকে সম্মত করিয়ে দিন। তখন আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. বলে উঠলেন, কখনো না, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো এমন করবেন না যে, আল্লাহর সিংহদের মধ্যে থেকে কোন সিংহ আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর পক্ষে যুদ্ধ করবে আর রাসূল ﷺ নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল-সামান তোমাকে দিবেন। তখন নবী ﷺ বললেন, আবূ বকর রাযি. ঠিকই বলেছে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা আমাকে দিলেন। আমি তা থেকে একটি বর্ম বিক্রি করে বানূ সালামায় একটি বাগান ক্রয় করি। এটাই ইসলাম গ্রহণের পর আমার প্রথম সম্পত্তি, যা আমি লাভ করি।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, হযরত আবু কাতাদাহ রাযি.যে সরঞ্জামাদি গ্রহণ করেছিলেন,তা থেকে خمس নেওয়া হয়নি।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি বুখারী শরীফ ঃ ৪৪৪ পৃঃ, পূর্বে ঃ ২৮২ পৃঃ, সামনে ঃ ৬১৮ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, বিষয়টি ইমাম (আমীর) এর হুকুমের উপর নির্ভর করবে। যদি ইমাম নির্দেশ দেন من قتل قتيلا الخ এবং خمس এর শর্তারোপ না করেন,তাহলে পুরো সামান হত্যাকারী মুজাহিদ পাবেন। আর এটাই হানাফীদের মাযহাব। ইমাম বুখারী রহ.যেন হানাফী মাযহাবকে সমর্থন করেছেন।

তাশরীহ ঃ হাদীসের শাব্দিক তাহকীক, প্রশ্ন-উত্তর সহ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ৮ম খন্ড, ৩৮৭ পৃঃ দেখুন।

بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ وَنَحْوِهِ. رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৯৬১. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ ইসলামের প্রতি যাদের মন আকৃষ্ট করার প্রয়োজন তাদেরকে ও অন্যদেরকে খুমুস ইত্যাদি থেকে দান করতেন। এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ রাযি. নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

তাশরীহ ঃ مؤلفة القلوب দ্বারা দূর্বল ঈমান বিশিষ্ট নুওমুসলিম উদ্দেশ্য। এবং ঐ সকল কাফের যাদের ইসলামের আশা রয়েছে। ونحوه অর্থাৎ, نحو الخمس আর তা হলো খারাজ ও জিযয়া এর সম্পদ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِي. ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي. ثُمَّ قَالَ لِي "يَا حَكِيمُ. إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ. فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ. وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى". قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ. فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ. إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ. فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ.

সহজ তরজমা

২৯৩৩. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ. ....হাকীম ইবনে হিযাম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু চাইলাম। তখন তিনি আমাকে দিলেন। আমি আবার চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। এরপর আমাকে বললেন, হে হাকীম, এ সকল মাল সবুজ শ্যামল ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা নির্লোভ অন্তরে গ্রহণ করে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি তা লোভনীয় অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হয় না। তার উদাহরণ সে ব্যক্তির ন্যায়, যে আহার করে কিন্তু উদর পূর্ণ হয় না। আর উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। হাকীম রাযি. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সে মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য পাঠিয়েছেন, আপনার পর আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত আর কারো কাছে মাল কামনা করব না।' পরে আবূ বকর রাযি. (তাঁর খিলাফত কালে) হাকীম ইবনে হিযাম রাযি.-কে ভাতা নেওয়ার জন্য

https://e-ilm.weebly.com/

আহবান করতেন কিন্তু তিনি কোন কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। তারপর উমর রাযি. তাকে ভাতা দানের উদ্দেশ্যে আহবান করেন কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তখন উমর রাযি. বললেন, হে মুসলিমগণ। আমি হাকীম ইবনে হিযাম রাযি.-কে তার জন্য সে প্রাপ্য দিতে চেয়েছি, যা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সম্পদ থেকে হিসসা রেখেছেন। আর সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। এভাবে হাকীম ইবনে হিযাম রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে আর কারো নিকট থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করেন নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের سالت رسول الله ﷺ ثم سالته فاعطاني এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। আর حيكم بن حزام তিনি مؤلفة قلوب এর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ : ৪৪৪-৪৪৫ পৃঃ পূর্বে ১৯৯, ৩৮৪ পৃঃ সামনে : ৯৫৩ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ نَافِعٍ. أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ. قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اِعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ. قَالَ وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ. فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ. قَالَ. فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سَبْيِ حُنَيْنٍ. فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللهِ. اُنْظُرْ مَا هٰذَا فَقَالَ مَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى السَّبْيِ. قَالَ اِذْهَبْ فَأَرْسِلِ الْجَارِيَتَيْنِ. قَالَ نَافِعٌ وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ. وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مِنَ الْخُمُسِ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّذْرِ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمَ.

সহজ তরজমা

২৯৩৪. আবুন নু'মান রহ. ..... নাফে রহ থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহেলী যুগে আমার উপর একদিনের ইতিকাফ (মান্নত) ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তা পূরণ করার আদেশ করেন। নাফি রহ বলেন, উমর রাযি. হুনাইনের যুদ্ধের বন্দী থেকে দু'টি দাসী লাভ করেন। তখন তিনি তাদেরকে মক্কায় একটি গৃহে রেখে যান। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইনের যুদ্ধের বন্দীদেরকে সৌজন্যমূলক ছেড়ে দেয়ার আদেশ দান করলেন। তারা মুক্ত হয়ে অলি-গলিতে ছুটোছুটি করতে লাগল। উমর রাযি. আবদুল্লাহ রাযি.-কে বললেন, দেখ তো ব্যাপার কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। উমর রাযি. বললেন, তবে তুমি গিয়ে সেই দাসী দু'জনকে ছেড়ে দাও। নাফি রহ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিইররানা থেকে উমরা করেন নি। যদি তিনি উমরা করতেন তবে তা আবদুল্লাহ থেকে গোপন থাকত না। আর জারির ইবনে হাযিম রহ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করতেন না যে, (উমর রাযি. দাসী দু'টি) খুমুস থেকে পেয়েছিলেন। মা'আমার রহ. ..... ইবনে উমর রাযি. থেকে নযরের (মান্নতের) ব্যাপারটির উল্লেখ করেন, কিন্তু একদিনের কথা বলেন নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের واصاب عمر جاريتين من سبي حنين এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ : ৪৪৫ পৃঃ পূর্বে : ২৭৩, ২৭৪, পৃঃ সামনে : ৬১৮, ৬৯১ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ. قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ ﷺ. قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ. فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ "إِنِّي أُعْطِي قَوْمًا أَخَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ. وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَى. مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ". فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ. وَزَادَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ بِسَبْيٍ فَقَسَمَهُ. بِهَذَا.

সহজ তরজমা

২৯৩৫. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ......আমার ইবনে তাগলিব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক দলকে দিলেন আর এক দলকে দিলেন না। তারা যেন এতে মনক্ষুন্ন হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি এমন লোকদের দেই, যাদের সম্পর্ক বিগড়ে যাওয়া কিংবা ধৈর্যহারা হওয়ার আশঙ্কা করি। আর অন্যদল যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ ও অমুখাপেক্ষিতা দান করেছেন, তার উপর ছেড়ে দিই। আর আমর ইবনে তাগলিব রাযি. তাদের অন্তর্ভুক্ত। আমর ইবনে তাগলিব রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সম্পর্কে যা বলেছেন, তার পরিবর্তে যদি আমাকে লাল বর্ণের উট দেওয়া হতো তাতে আমি এতখানি খুশী হতাম না। আর আবু আসিম রহ জারীর রহ থেকে হাদীসটি এতটুকু অতিরিক্তসহ বর্ণনা করেছেন যে, হাসান রহ বলেন, আমাকে আমর ইবনে তাগলিব রাযি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু মাল অথবা বন্দী আনীত হয়, তখন তিনি তা বণ্টন করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের اعطى رسول الله ﷺ قوما এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি বুখারী শরীফ ঃ ৪৪৫ পৃঃ পূর্বে ১২৬ পৃঃ সামনে ঃ ১১২৪ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ ﷺ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ. لأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ".

সহজ তরজমা

২৯৩৬. আবুল ওয়ালীদ রহ. ....আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি কুরাইশদের দিয়ে থাকি তাদের মন রক্ষা করার জন্য। কেননা, তারা জাহেলী যুগের কাছাকাছি।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি বুখারী শরীফ ঃ ৪৪৫ পৃঃ সামনে ঃ ৬২০, ৬২১ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الإِبِلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا. وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسٌ فَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ. فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ

https://e-ilm.weebly.com/

فَقَالَ مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ". قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا. وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الأَنْصَارَ. وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنِّي أُعْطِي رِجَالاً حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ. أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ ". قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ رَضِينَا. فَقَالَ لَهُمْ " إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً شَدِيدَةً. فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ عَلَى الْحَوْضِ ". قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ نَصْبِرْ.

সহজ তরজমা

২৯৩৭. আবুল ইয়ামান রহ. ...... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত যে, যখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাওয়াযিন গোত্রের মাল থেকে যা দেওয়ার তা দান করলেন- আর তিনি কুরাইশ গোত্রের লোকদের একশ করে উট দিতে লাগলেন, তখন আনসারদের থেকে কিছু সংখ্যক লোক বলতে লাগল, আল্লাহ রাসূলুলাহ ﷺ-কে ক্ষমা করুন। তিনি কুরাইশদেরকে দিচ্ছেন, আমাদেরকে দিচ্ছেন না। অথচ আমাদের তরবারী থেকে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে। আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাদের উক্তি পৌঁছান হল। তখন তিনি আনসারদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং চর্ম নির্মিত একটি তাবুতে তাদের একত্রিত করলেন আর তাঁদের সঙ্গে তাঁদের ছাড়া আর কাউকে ডাকলেন না। যখন তাঁরা সকলে একত্রিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, 'আমার নিকট তোমাদের সম্পর্কে যে কথা পৌঁছেছে তা কি? তাদের মধ্যে সমঝদার লোকেরা তাঁকে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে মুরববীরা কিছুই বলেন নি। আমাদের কতিপয় তরুনরা বলেছেঃ আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ক্ষমা করুন। তিনি আনসারদের না দিয়ে কুরাইশদের দিচ্ছেন; অথচ আমাদের তরবারী থেকে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি এমন লোকদের দিচ্ছি, যাদের কুফরীর যুগ সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা পার্থিব সম্পদ নিয়ে (মনযিলে) ফিরবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে নিয়ে মনযিলে ফিরবে? আল্লাহর কসম, তোমরা যা নিয়ে মনযিলে ফিরবে, তা তারা যা নিয়ে ফিরবে, তার চাইতে উত্তম।' তখন আনসারগণ বললেন, 'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এতে সন্তুষ্ট।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমার পরে তোমরা তোমাদের উপর অন্যাদের প্রাধান্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করে থাকবে, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে হাউযে (কাউসারে) মিলিত হবে।' আনাস রাযি. বলেন, কিন্তু আমরা (আনসারগণ) ধৈর্যধারণ করতে পারি নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি বুখারী শরীফ ঃ ৪৪৫ পৃঃ সামনে ঃ ৫০০, ৫৩৩, ৬২০, ৬২১ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ এই হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী -৮ম খন্ড, ৪০০ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلاً مِنْ حُنَيْنٍ عَلِقَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَعْطُونِي رِدَائِي فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلاَ كَذُوبًا وَلاَ جَبَانًا

সহজ তরজমা

২৯৩৮. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ উয়াইসী রহ. ......জুবাইর ইবনে মুত্য়ীম রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন, আর তখন তাঁর সঙ্গে আরো লোক ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন হুনাইন থেকে আসছিলেন। বেদুঈন লোকেরা তাঁর কাছে গনীমতের মাল চাইতে এসে তাঁকে আকড়িয়ে ধরল। এমনকি তারা তাঁকে একটি বাবলা গাছের সাথে ঠেকিয়ে দিল এবং কাঁটা তার চাদরটাকে ধরল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ থামলেন। তারপর বললেন, 'আমার চাদরখানি দাও। আমার নিকট যদি এ সকল কাঁটাদার বন্য বৃক্ষের সমপরিমাণ পশু থাকত, তবে সেগুলো তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। এরপরও আমাকে তোমরা কখনো কৃপণ, মিথ্যাবাদী এবং দুর্বল চিত্ত পাবে না।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ : ৪৪৫-৪৪৫ পৃঃ পূর্বে : ৩৯৬ পৃঃ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ. قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ. فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً. حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ. ثُمَّ قَالَ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ. فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

সহজ তরজমা

২৯৩৯. ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়র রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে রাস্তায় চলছিলাম। তখন তিনি মোটা পাড়ের নাজরানে প্রস্তুতকৃত চাদর পরিহিত ছিলেন। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে খুব জোড়ে টেনে ধরল। অবশেষে আমি লক্ষ্য করলাম, তার জোড়ে টানার কারণে নবী ﷺ-এর কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর বেদুঈন বলল, 'আল্লাহর যে সম্পদ আপনার নিকট রয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে তাকিয়ে একটি মুচকি হাসি দিলেন, আর তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ : ৪৪৬ পৃঃ সামনে : ৮৬৪, ৮৯৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ أَبِي وَائِلٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ. قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ ﷺ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ. فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ. وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ. وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ. فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ. قَالَ رَجُلٌ وَاللهِ إِنَّ هٰذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا. وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ. فَقُلْتُ وَاللهِ لأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ. فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ " فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللهُ مُوسٰى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৯৪০. উসমান ইবনে আবু শাইবা রহ. ..... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইনের দিনে নবী ﷺ কোন কোন লোককে বন্টনে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেন। তিনি আকরা' ইবনে হাবিসকে একশ' উট দিলেন। উয়াইনাকেও এ পরিমাণ দেন। সম্ভ্রান্ত আরব ব্যক্তিদের দিলেন। এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম। এখানে সুবিচার করা হয়নি। অথবা সে বলল, এতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। (রাবী বলেন), তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি নবী ﷺ-কে অবশ্যই জানিয়ে দিব। তখন আমি তাঁর কাছে এলাম এবং তাঁকে একথা জানিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ যদি সুবিচার না করেন, তবে কে সুবিচার করবে? আল্লাহ তা'আলা মূসা আ.-এর প্রতি রহমত নাযিল করুন, তাঁকে এর চাইতেও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি সবর করেছেন।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি বুখারী শরীফ ঃ ৪৪৬ পৃঃ সামনে ঃ ৬২১, ৬৮৩, ৮৯৫, ৯০১, ৯৩১, ৯৩৮ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي. عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَتْ كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي. وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ. وَقَالَ أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ.

সহজ তরজমা

২৯৪১. মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ. .....আসমা বিনতে আবূ বকর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজ মাথায় করে সে জমিন থেকে খেজুর দানা বহন করে আনতাম, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়র রাযি.-কে দান করেছিলেন। যে জমীনটি আমার ঘর থেকে এক 'ফারসাখের' দু'তৃতীয়াংশ ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। আর আবূ যামরাহ রহ. ......হিশামের পিতা উরওয়া রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়র রাযি.-কে বানূ নাযীর গোত্রের সম্পত্তি থেকে একখন্ড জমি দিয়েছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের وغيرهم এঅংশটুকুর সাথে হাদীসের মিল রয়েছে। অর্থাৎ, আবু জামরার রেওয়ায়াতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে,রাসূল ﷺ বনী নাযীর এর সম্পত্তি থেকে দান করেছিলেন। কেননা, শিরোনামে مؤلفة القلوب وغيرهم من الخمس উল্লেখ রয়েছে,আর হযরত যুবাইর রাযি. مؤلفة القلوب এর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না এবং বনী নযীরের সম্পদও গনীমতের সম্পদ ছিলো না যে, তা থেকে خمس নেওয়া হবে , বরং তা فئ ছিল। যা বিশেষ করে রাসূল ﷺ এর জন্য ছিল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি বুখারী শরীফ ঃ ৪৪৬ পৃঃ সামনে ঃ ৭৮৬ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ এই হাদীসটি كتاب النكاح এ স্ববিস্তারে আসবে। ইনশাআল্লাহ।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ. حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا. وَكَانَتِ الْأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ. فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوا الْعَمَلَ. وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا" فَأُقِرُّوا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَا.

সহজ তরজমা

২৯৪২. আহমদ ইবনে মিকদাম রহ. ....আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে হিজায ভূখন্ড থেকে নির্বাসিত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বার জয় করেন, তখন তিনিও ইয়াহুদীদের সেখান থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। আর সে জমীন বিজিত হওয়ার পর তাল-াহ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমগণের অধিকারে এসে গিয়েছিল। তখন ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আবেদন করল, যেন তিনি তাদের এ শর্তে থাকার অনুমতি দেন যে, তারা কৃষি কাজ করবে এবং তাদের জন্য অর্ধেক ফসল থাকবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, যতদিন আমরা চাই তোমাদের এ শর্তে থাকার অনুমতি দিচ্ছি। তারা এভাবে রয়ে গেল। অবশেষে উমর রাযি. তাঁর শাসনামলে তাদের তায়মা ও আরীহা নামক স্থানের দিকে নির্বাসিত করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, হাদীসের সাথে শিরোনামের মিল স্পষ্ট নয়। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, হাদীসের বাক্য أَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوا الْعَمَلَ. وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ দ্বারা শিরোনামের সাথে সম্পর্ক এভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জমি বর্গা দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে সাধারণভাবে দান প্রমাণিত হয়। যদিও তা খুমুস বহির্ভূত হোক না কেন। আর শিরোনামের শব্দ ونحوه, যারা খুমুস বহির্ভূত সম্পদ বুঝানো হয়েছে। সুতরাং শিরোনাম প্রমাণ না হওয়ার কোন কারণ নেই। এছাড়া হযরত উমর রাযি. ইহুদিদেরকে দেশ ছাড়া করেছিলেন। তাদের জমি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। যাদ্দারা ইমাম কর্তৃক খুমুস থেকে দান করা প্রমাণিত হয়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : এখানে পৃ. নং ৪৪৬, পেছনে ৩০৫, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫ এবং ৩৭৬। সামনে ৬০৯ পৃষ্ঠায় হাদীসটি উল্লেখ আছে।

بَابُ مَا يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

১৯৬২. পরিচ্ছেদ : দারুল হরবে যে সব খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ. ﷺ. قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ. فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ. فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ. فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

সহজ তরজমা

২৯৪৩. আবুল ওয়ালীদ রহ. ..... আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করেছিলাম। কোন এক ব্যক্তি একটি থলে ফেলে দিল ; তাতে ছিল চর্বি। আমি তা নেয়ার জন্য উদ্যত হলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে আছেন। তখন আমি তা নেয়ার ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلاَ نَرْفَعُهُ.

সহজ তরজমা

২৯৪৪. মুসাদ্দাদ রহ. ..... .আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধকালে মধু ও আঙুর পেতাম। আমরা তা খেয়ে নিতাম এবং জমা রাখতাম না।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ. قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. يَقُولُ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ. نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ اِكْفَئُوا الْقُدُورَ. فَلاَ تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا. قَالَ عَبْدُ اللهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. قَالَ وَقَالَ آخَرُونَ حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ. وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ.

সহজ তরজমা

২৯৪৫. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ....(আবদুল্লাহ) ইবনে আবূ আওফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের সময় আমরা ক্ষুধা পাচ্ছিলাম। খায়বার বিজয়ের দিন আমরা পালিত গাধার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তা যবেহ করলাম। যখন হাড়িতে বলক আসছিল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোষণা দানকারী ঘোষণা দিলঃ তোমরা হাড়িগুলো উপড়ে ফেল। গাধার গোশত থেকে তোমরা কিছুই খাবে না। আবদুল্লাহ (ইবনে আবূ আওফা) রাযি. বলেন, আমরা (কেউ কেউ) বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এজন্য নিষেধ করেছেন, যেহেতু তা থেকে খুমুস বের করা হয় নি। (রাবী বলেন) আর অন্যরা বললেন, বরং তিনি এটাকে নিশ্চিতভাবে হারাম করেছেন। (শায়বানী বলেন,) আমি এ ব্যাপারে সাঈদ ইবনে জুবায়র রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নিশ্চিতভাবে তিনি তা হারাম করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ও হাদীসের উদ্দেশ্য : এখানে ইমাম বুখারী রহ. এ বিষয় বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যে, দারুল হারবে খাওয়ার জন্য যা পাওয়া যায়, তা যোদ্ধাদের জন্য খাওয়া জায়েয আছে কি, অথবা তা থেকে খুমুস নেয়া হবে কি? জুমহুর আলিমের মতে, খুমুস পৃথক করার পূর্বে এবং বন্টন করার পূর্বে যোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী তা থেকে যুদ্ধাদের খাওয়া জায়েয। চাই এতে ইমামের অনুমতি থাক বা না থাক। পশুর খাদ্য, পশুর ওপর আরোহণ করা, ব্যবহারের কাপড় ইত্যাদিও একই বিধান। অবশ্য ইমাম যুহরী রহ. এর বিপরীত মত পোষণ করেন। শেষ হাদীসের বাক্য لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.-এর ঝোঁকও এদিকে বুঝে আসে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে, পৃষ্ঠা নং ৪৪৬, সামনে কিতাবুল মাগাযী পৃ. নং ৬০৬, পৃ. নং ৬০৭ এবং পৃ. নং ৮৩০ এ উল্লেখ আছে।

উত্তম পরিসমাপ্তি : হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর বক্তব্য অনুযায়ী حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ দ্বারা খুমুসের আলোচনা সমাপ্তি করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। হারাম হওয়ার পর যেমন তা হালাল হওয়া শেষ হয়ে যায়। তেমনি এই হাদীসের বর্ণনার পর 'কিতাবুল ফারযিল খুমুস' অথবা 'আবওয়াব ফারযি খুমুস' শেষ হয়েছে। এছাড়া শাইখুল হাদীস রহ.-এর বক্তব্য অনুযায়ী فانتحرناها بها দ্বারা মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত হয়ে যায়। যেমনি যবাইয়ের পর প্রাণীটি শেষ হয়ে যায়। তেমনি আমরাও একদিন মৃত্যুবরণ করবো।

https://e-ilm.weebly.com/

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

كِتَابُ الْجِزْيَةِ

অধ্যায় : জিযিয়া

بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ.

১৯৬৩. পরিচ্ছেদ : জিম্মিদের থেকে জিযিয়া আদায় আর (প্রয়োজন সাপেক্ষে) হরবী কাফেরদের সাথে (যুদ্ধ না করার) চুক্তি সম্পর্কীয় আলোচনা।

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : { قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ . وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ . وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ . وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } . أَذِلاَّءُ وَ الْمَسْكَنَةُ مَصْدَرُ الْمِسْكِينِ أَسْكَنُ مِنْ فُلاَنٍ أَحْوَجُ مِنْهُ وَ لَمْ يَذْهَبْ إِلَى السُّكُونِ و مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالْعَجَمِ . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ . عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ قَالَ جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ.

এবং আল্লাহ তাআলার বাণী : তোমরা ঐ সকল লোকদের সাথে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী না এবং আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল ﷺ যা হারাম সাব্যস্ত করেছেন তা হারাম মনে করে না। আর দীনে হক (ইসলাম) গ্রহণ করে না। আহলে কিতাবীরা যতক্ষণ না লাঞ্ছিত হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া দেবে।

(সুরা তওবা : ২৯)

أَذِلاَّءُ : অর্থাৎ আয়াতের মধ্যস্ত صَاغِرُونَ এর অর্থ হলো, লাঞ্ছিত, অপদস্ত। আবু উবাইদা রহ. বলেন : صَاغِر রূপক অর্থে অপদস্ত, তুচ্ছ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

المسكنة : المسكين এর مصدر, বলা হয় , أسكن من فلان أحوج منه অর্থাৎ অমুক অমুকের চেয়ে বেশী মুখাপেক্ষী।

ولم يذهب إلى السكون : আল্লামা ফারাবরী রহ. বলেন : ইমাম বুখারী রহ. এ কথা বলেননি, أسكن من فلان মূলত سكون থেকে উদগত হয়েছে, বরং এটা مسكنة থেকে উদগত। যদিও উভয়টির মূলাক্ষর এক। ইমাম বুখারী রহ. صَاغِر এর ব্যাখ্যা করেছেন ذليل দিয়ে। আর আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার বাণী : ضربت عليهم المسكنة; সুতরাং উভয়টিতে المسكنة এর অর্থ আছে। অর্থাৎ ভাষাবীদদের মতে এর মাঝে, মুখাপেক্ষীতা ও অপদস্থতার অর্থ বিদ্যমান।

وَمَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ : আর এ সম্পর্কে আলোচনা ইয়াহুদি, নাসারা, অগ্নিপূজারী ও অনারবীদের থেকে জিযিয়া গ্রহণের অধ্যায়ে গিয়েছে।

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহ. আব্দুল্লাহ বিন আবী নাজীহ রহ. থেকে বর্ণনা করেন : আমি মুজাহিদ রহ. কে জিজ্ঞাসা করলাম, সিরিয়াবাসীদের চার দিনার আর ইয়েমেনবাসীর এক দিনার জিযিয়া আদায়ের কারণ কি ?

তিনি উত্তর দিলেন : এই পার্থক্য ধনাঢ্যতার বিবেচনায় (অর্থাৎ সিরীয়াবাসীরা ইয়েমেনবাসী থেকে বেশী স্বচ্ছল ছিল)

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًا. قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ. فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ. سَنَةَ سَبْعِينَ. عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ. عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الأَحْنَفِ. فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ. وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ. حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرٍ.

সহজ তরজমা

২৯৪৬. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ....(আমর) ইবনে দীনার রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে যায়দ ও আমর ইবনে আউস রহ সহ যমযমের সিড়ির নিকট বসা ছিলাম, হিজরী সত্তর সনে, যে বছর মুসআব ইবনে যুবায়র রাযি. বসরাবাসীদের নিয়ে হজ্জ আদায় করেছিলেন। তখন বাজালাহ তাদের উভয়কে এ হাদীস বর্ণনা করেন, আমি আহনাফের চাচা জায ইবনে মুআবিয়া রাযি.-এর লেখক ছিলাম। আমাদের নিকট উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.-এর পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে একখানি পত্র আসে যে, যে সব মাজূসী মাহরামদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দাও। আর উমর রাযি. মাজূসীদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করতেন না, যে পর্যন্ত না আবদুর রাহমান ইবনে আউফ রাযি. এ মর্মে সাক্ষী দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজার এলাকার মাজূসীদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : الْمَجُوسِ (অগ্নিপূজক) এই ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৪৭,। খিরাজ শিরোনামে আবু দাউদ, 'সিয়ার' শিরোনামে তিরমিযি রহ. উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ. أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ الأَنْصَارِيَّ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ. فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى بِهِمِ الْفَجْرَ انْصَرَفَ. فَتَعَرَّضُوا لَهُ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ " أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ ". قَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ " فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ. فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ. وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ ".

সহজ তরজমা

২৯৪৭. আবুল ইয়ামান রহ. ....মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, আমর ইবনে আউফ আনসারী রাযি. যিনি বনী আমির ইবনে লুয়াইয়ের মিত্র ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন, তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ উবাইদা ইবনে জাররাহ রাযি.-কে বাহরাইনে জিযিয়া আদায় করার জন্য পাঠালেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরাইনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন এবং আলা ইবনে হাযরামী রাযি.-কে তাদের আমির নিযুক্ত করেছিলেন। আবূ উবাইদা রাযি. বাহরাইন থেকে অর্থ সম্পদ নিয়ে এলেন। আনসারগণ আবু উবাইদার আগমনের সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাতে সবাই উপস্থিত হন। যখন

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করে ফিরলেন, তখন তারা তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ, আবূ উবাইদা রাযি. কিছু নিয়ে এসেছেন? তারা বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের খুশী করে তা আশা রাখ। আল্লাহর কসম। আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্রের আশঙ্কা করি না। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়া এরূপ প্রসারিত হয়ে পড়বে যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর প্রসারিত হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, যেমন তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তা তোমাদের ধ্বংস করবে, যেমন তাদের ধ্বংশ করেছে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ الى قوله فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ পর্যন্ত ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তখন বাহরাইনবাসী অগ্নীপূজারী ছিল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৪৭, মাগাযী অধ্যায়ে ৫৭৬. ৯৫০ আসবে।

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ. حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ. حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ. وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ. قَالَ بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ. فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ فَقَالَ إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَازِيَّ هٰذِهِ . قَالَ نَعَمْ. مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلاَنِ. فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرِّجْلاَنِ بِجَنَاحٍ وَالرَّأْسُ. فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الآخَرُ نَهَضَتِ الرِّجْلاَنِ وَالرَّأْسُ. وَإِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلاَنِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ. فَالرَّأْسُ كِسْرٰى. وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ. وَالْجَنَاحُ الآخَرُ فَارِسُ. فَمُرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِسْرٰى. وَقَالَ بَكْرٌ وَزِيَادٌ جَمِيعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ فَنَدَبَنَا عُمَرُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ. وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرٰى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا. فَقَامَ تُرْجُمَانٌ فَقَالَ لِيُكَلِّمْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ سَلْ عَمَّا شِئْتَ. قَالَ مَا أَنْتُمْ قَالَ نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيدٍ وَبَلاَءٍ شَدِيدٍ. نَمَصُّ الْجِلْدَ وَالنَّوٰى مِنَ الْجُوعِ. وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ. وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ. فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ. إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الأَرَضِينَ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْفُسِنَا. نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا ﷺ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ. وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ. وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ. فَقَالَ النُّعْمَانُ رُبَّمَا أَشْهَدَكَ اللهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُنَدِّمْكَ وَلَمْ يُخْزِكَ. وَلٰكِنِّي شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ.

সহজ তরজমা

২৯৪৮. ফাযল ইবনে ইয়াকূব রহ. ......জুবাইর ইবনে হাইয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রাযি. মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন বড় বড় শহরে সেনাদল পাঠালেন। সে সময় হুরমুযান (মাদায়েনের শাসক) ইসলাম গ্রহণ করে। উমর রাযি. তাঁকে বললেন, আমি এ সব যুদ্ধের ব্যাপারে তোমার পরামর্শ গ্রহণ

https://e-ilm.weebly.com/

করতে চাই। তিনি বললেন, ঠিক আছে। এ সকল দেশ এবং দেশে মুসলিমদের দুশমন যেসব লোক বাস করছে, তাদের উদাহরণ একটি পাখির ন্যায়, যার একটি মাথা, দু'টি পা রয়েছে। যদি একটি ডানা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তাহলে সে দু'টি পা ও মাথার সাহায্যে উঠে দাঁড়াবে। আর যদি মাথা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তবে উভয় পা, উভয় ডানা ও মাথা সবই অকেজো হয়ে যাবে। কিসরা হলো মাথা, কায়সার হলো একটি ডানা, আর পারস্য হলো অপর ডানা। কাজেই মুসলিমগণকে এ আদেশ করুন, তারা যেন কিসরার উপর আক্রমণ করে। বকর ও যিয়াদ রহ উভয়ে জুবাইর ইবনে হাইয়া রহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তারপর উমর রাযি. আমাদের ডাকলেন আর আমাদের উপর নু'মান ইবনে মুকাররিনকে আমির নিযুক্ত করেন। আমরা যখন শত্রু দেশে পৌছলাম এবং কিসরার এক সেনাপতি চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের মুকাবিলায় আসল। তখন তার পক্ষ থেকে একজন দোভাষী দাঁড়িয়ে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে একজন আমার সঙ্গে আলোচনা করুক। তখন মুগীরা ইবনে (শু'বা) রাযি. বললেন, যা ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার। সে বলল, তোমরা কারা? তিনি বললেন, আমরা আরবের লোক। দীর্ঘ দিন আমরা অতিশয় দুর্ভাগ্য (কুফরীতে) এবং কঠিন বিপদে (দারিদ্রে) ছিলাম। ক্ষুধার তাড়নায় আমরা চামড়া ও খেজুর গুটি চুষতাম। চুল ও পশম পরিধান করতাম। বৃক্ষ ও পাথর পূজা করতাম। আমরা যখন এ অবস্থায় পতিত তখন আসমান ও জমীনের প্রতিপালক আমাদের মধ্য থেকে একজন নবী প্রেরণ করেন। তাঁর পিতা-মাতাকে আমরা চিনি। আমাদের নবী ও আমাদের রবের রাসূল ﷺ আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ করেছেন, যে পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর কিংবা জিযিয়া দাও। আর আমাদের নবী ﷺ আমাদের রবের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আমাদের মধ্য থেকে যে নিহত হবে, সে জান্নাতে এমন নিয়ামত লাভ করবে, যা কখনো দেখা যায়নি। আর আমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে তারা তোমাদের গর্দানের মালিক হবে। নু'মান রাযি. (মুগীরাকে) বললেন, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা এরূপ বহু যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথী করেছেন আর তিনি আপনাকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করেনি আর আমি ও রাসূল ﷺ-এর সাথে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তাঁর নিয়ম এছিল যে, যদি দিনের পূর্বাহ্নে যুদ্ধ শুরু না করতেন, তবে তিনি বাতাস প্রবাহিত হওয়া এবং সালাতের সময় হওয়া পর্যন্ত অপক্ষো করতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, হযরত নুমান বিন মুকাররিন রাযি. শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিলম্ব করলেন এবং বাতাস প্রবাহিত হওয়া ও সূর্য হেলে যাওয়ার অপেক্ষা করলেন। আর এটা হাদীসের حَتَّى تَهُبَّ الأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ এ অংশের মর্মার্থ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৪৭-৪৪৮, সংক্ষিপ্ত হাদীস ১১২৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : উমর রাযি. এর শাসনামলে ১৪ হিজরী সনে মুসলিম বাহিনী ইরান অভিমুখে রওনা করে। কাদিসিয়্যা প্রান্তরে ইরানের বাদশা ইয়াযদজরদ এক বিশাল বাহিনী প্রতিহত করার নিমিত্তে প্রেরণ করে। অনেক ভয়ানক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। মুসলমানদের নামীদামী সাহাবা রাযি., যেমন : তালহা আসাদী, উমর বিন মা'দীকারব রাযি., হযরত যিরার বিন খাত্তাব রাযি. ও প্রমুখ সাহাবা শহীদ হন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা কাফেরদের উপর তিমিরাচ্ছন্ন অন্ধকার নামান। তাদের সকল তাবু ভেঙ্গে যায়। অপরদিক থেকে মুসলমানরা আক্রমণ করে তাদের নামিদামী বীর রুস্তমকে হত্যা করেন এবং মুসলিম বাহিনী শত্রুদের পিছু ধাওয়া করে মাদায়েনে উপনীত হোন। সেখানকার প্রধান হুরমুযকে অবরোধ করেন। পরিশেষে সে নিরাপত্তা চেয়ে আনন্দচিত্তে মুসলিম হয়ে যায়। হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. তাকে হযরত উমর রাযি. এর দরবারে পাঠিয়ে দেন। উমর রাযি. তাকে বুদ্ধিমান ও দেশ সম্পর্কে যথাবিজ্ঞ অনুধাবন করতে পেরে তার থেকে কর্মপরিচালকের মতো পরামর্শ গ্রহণ করেন।

আরো জানার জন্য হাদীসের অনুবাদ দেখুন এবং ইসলামী ইতিহাস অধ্যয়ন করুন।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : কাফের যুদ্ধাদেরকে কল্যাণ সামনে রেখে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রেখে অবকাশ দেওয়া বৈধ। এর অর্থ কখনো এটা নয় যে, তাদের কুফুরিতে সন্তুষ্ট; বরং মূল উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের সাথে উঠাবসা ও তাদের চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা; যাতে ইসলাম গ্রহণ সহজ হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

إِذَا وَادَعَ الإِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ .

পরিচ্ছেদ : যদি ইমাম কোন শহরপতির সাথে চুক্তি করে তাহলে শহরবাসীর জন্য কি তা যথেষ্ট হবে।

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ . حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ . عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى . عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ . عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ . قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَبُوكَ . وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ . وَكَسَاهُ بُرْدًا . وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ .

সহজ তরজমা

২৯৪৯. সাহল ইবনে বাক্কার রহ. ....আবূ হুমাইদ সাঈদী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আয়লার অধিপতি নবী ﷺ-এর জন্য একটি সাদা খচ্চর হাদিয়া দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে চাদর দান করলেন এবং ঐ এলাকা তারই জন্য লিখে দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, হুযুর ﷺ হাদিয়া গ্রহণ করা তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া বুঝায় এবং তার কর্তৃত্বের ঘোষণা শহরবাসীর চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সম্মতি প্রকাশ; কেননা সম্রাটের চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অর্থই নগরবাসীর তার অন্তর্ভূক্ত হওয়ার নামান্তর। কারণ, সম্রাটেই হলো তাদের শক্তি ও নিরাপত্তার উৎস।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৪৮, ২০০. ২৫২. ৫৩৫ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, মাগাযী অধ্যায়ের ৬৩৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য হলো যদি ইমাম কোন রাষ্ট্রপ্রদানের সাথে যুদ্ধবিরতির চুক্তি সম্পাদন করে তাহলে নগরবাসী এই চুক্তির আওতাধীন হবে। আর চুক্তি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এটি হলো সামগ্রিক বিধান।

..بَابُ الْوَصَاةِ بِأَهْلِ ذِمَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . وَالذِّمَّةُ الْعَهْدُ وَالإِلُّ الْقَرَابَةُ

১৯৬৫. পরিচ্ছেদ : রাসূল ﷺ কর্তৃক চুক্তি ও নিরাপত্তা অটুট রাখার ওসীয়ত (নির্দেশ)।

الذِّمَّةُ এর অর্থ হলো, অঙ্গীকার আর الإِلُّ এর অর্থ হলো নৈকট্য।

ব্যাখ্যা : الْوَصَاةُ : 'وَ' 'صَ' এই দুই হরফে ফাতহা হবে। অর্থ ওসীয়ত। ইমাম বুখারী রহ বলেন : الذِّمَّةُএর অর্থ হলো الْعَهْدُ (অঙ্গীকার)। الإِلُّ :- 'إِ' হরফে কাসরা আর 'لُ' হরফটি মুশাদ্দাদ হবে, অর্থ: নৈকট্য। এটা মূলত (সূরা তওবার ১০ নং আয়াত) لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة এর ব্যাখ্যায় ইমাম যাহহাক রহ. এর মতামত।

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ . قَالَ سَمِعْتُ جُوَيْرِيَةَ بْنَ قُدَامَةَ التَّمِيمِيَّ . قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ . قُلْنَا أَوْصِنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ أُوصِيكُمْ بِذِمَّةِ اللهِ . فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ . وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ .

সহজ তরজমা

২৯৫০. আদম ইবনে আবূ ইয়াস রহ. ....জুয়ায়রিয়া ইবনে কুদামা তামীমী রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.-কে বললাম, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদের কিছু অসীয়্যাত করুন।' তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের আল্লাহর অঙ্গীকার রক্ষার অসীয়্যাত করছি। কারণ এ হল তোমাদের নবীর অঙ্গীকার এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনের জীবিকা।'

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ এই ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৪৮ পৃষ্ঠা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট, রাসূল ﷺ যেসকল কাফেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন তাদের নিরাপত্তা অটুট রাখতে হবে।

بَابُ مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزْيَةِ وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْفَيْءُ وَالْجِزْيَةُ.

১৯৬৬. পরিচ্ছেদ : যে সম্পদ বাহরাইন থেকে এসেছিল নবী করীম ﷺ তা থেকে হকদারকে যা দিয়েছিলেন। বাহরাইন থেকে আগত সম্পদ ও জিযিয়া থেকে যা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন এবং 'ফায়ের' (যুদ্ধহীন অর্জিত) সম্পদ ও জিযিয়া যাদের মাঝে বণ্টন করেছিলেন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ـ رضى الله عنه ـ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لاَ وَاللَّهِ حَتَّى تَكْتُبَ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا. فَقَالَ ذَاكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قَالَ " فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ "

সহজ তরজমা

২৯৫১. আহমদ ইবনে ইউনুস রহ. ....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরাইনের ভূমি লিখে দেওয়ার জন্য আনসারদের ডাকলেন। তখন তারা বললেন, না, আল্লাহর কসম! আমরা সে পর্যন্ত গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত আপনি আমাদের ভাই কুরাইশদের জন্যও অনুরূপ লিখে না দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ সম্পদ তো তাদের জন্য যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা চাইবেন। কিন্তু তারা সেই কথাই পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার পর দেখতে পাবে যে, অন্যকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তখন তোমরা (হাউযে কাউসারে) আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত সবর করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, নবী করীম ﷺ আনাসারীদের যা দিতে চাইলেন তারা তা গ্রহণ করলেন না; ফলে নবী কারীম ﷺ তা এইভাবেই রেখে দিলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৪৮, ৩২০ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي " لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ". فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ قَالَ لِي " لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ". فَقَالَ لِي احْثُهْ. فَحَثَوْتُ حَثْيَةً فَقَالَ لِي عُدَّهَا. فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ، فَأَعْطَانِي أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ " انْثُرُوهُ فِي

https://e-ilm.weebly.com/

الْمَسْجِدِ " فَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ. أَعْطِنِي إِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً. قَالَ " خُذْ " . فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ. ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ. فَلَمْ يَسْتَطِعْ. فَقَالَ أُمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ. قَالَ " لاَ " . قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ. قَالَ " لاَ " . فَنَثَرَ مِنْهُ. ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَرْفَعْهُ. فَقَالَ أُمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ. قَالَ " لاَ " . قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ " لاَ " . فَنَثَرَ ثُمَّ احْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ. فَمَا زَالَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ. فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ.

সহজ তরজমা

২৯৫২. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ..... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছিলেন, যদি আমার নিকট বাহরাইনের মাল আসে তবে আমি তোমাকে এ পরিমাণ, এ পরিমাণ, এ পরিমাণ দিব। পরে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেন আর বাহরাইনের মাল এসে যায় তখন আবূ বকর রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি যে ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি থাকে, সে যেন আমার কাছে আসে। তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছিলেন, যদি আমার নিকট বাহরাইনের মাল আসে, তবে আমি তোমাকে এ পরিমাণ, এ পরিমাণ ও এ পরিমাণ দিব। আবূ বকর রাযি. আমাকে বললেন, তুমি অঞ্জলি ভরে নাও। আমি এক অঞ্জলি উঠালাম। তিনি আমাকে বললেন, এগুলো গুনে দেখ। আমি গুনে দেখলাম যে, তাতে পাঁচশ রয়েছে। তখন তিনি আমাকে এক হাজার পাঁচশ দিলেন।

ইব্রাহীম ইবনে তাহমান রহ. ...... আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম ﷺ-এর নিকট বাহরাইনের মাল এল। তখন তিনি বললেন, তোমরা এগুলো মসজিদে ঢেলে দাও। আর এ মাল এর আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগত মালের চাইতে অনেক বেশী ছিল। এ সময় আব্বাস রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে দান করুন। আমি আমার এবং আকিলের মুক্তিপণ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা নাও। তিনি তার কাপড়ে অঞ্জলি ভরে নিতে লাগলেন। তারপর তা উঠাতে চাইলেন কিন্তু উঠাতে পারলেন না। তখন তিনি বললেন, কাউকে আমার উপর এ বোঝা উঠিয়ে দিতে বলুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা আপনিই আমার উপর উঠিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন না। তখন তিনি তা থেকে কিছু কমিয়ে ফেললেন এবং উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু উঠাতে পারলেন না। তারপর বললেন, কাউকে আমার উপর বোঝাটি উঠিয়ে দিতে বলুন। তিনি বললেন, না। তখন আব্বাস রাযি. বললেন, আপনিই একটু আমার উপর উঠিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। তারপর তিনি আবার তা থেকে কমালেন, এরপর কাঁধের উপর উঠিয়ে রওয়ানা হলেন। তাঁর এ আগ্রহ দেখে বিস্ময়ের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকিয়ে থাকলেন, যতক্ষণ না তিনি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে স্থানে একটি দিরহাম থাকা পর্যন্ত সেখান থেকে উঠে দাঁড়াননি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : হাদীসের মিল মূলত শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৪৮।

তাশরীহ : শিরোনামে মূলত তিনটি অংশ আছে, প্রত্যেক অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ

১৯৬৭. পরিচ্ছেদ : নিরপরাধ যিম্মীকে হত্যা করার অপরাধ।

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا".

সহজ তরজমা

২৯৫৩. কাইস ইবনে হাফস রহ. ...... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে হত্যা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। আর জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا এই হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। **হাদীসের পুনরাবৃত্তি :** বুখারী: ৪৪৮. ১০২১ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শিরোনামটি মূলত হাদীসের ব্যাখ্যা। হাদীসে قَتَلَ مُعَاهِدًا কয়েদহীন এসেছে। কিন্তু অন্যান্য হাদীসে কয়েদ উল্লেখ করা হয়েছে; তাই ইমাম বুখারী রহ. হাদীসে বিনা অপরাধের কয়েদ উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা: কোন যিম্মীকে হত্যা করা কুফুর না; বরং কবীরা গোনায় লিপ্ত মুমিন হিসেবে গণ্য হবে। আর المؤمن, لا يخلد في النار মুমিন চিরকাল জাহান্নামে থাকবেনা; অতএব, لم يرح رائحة الجنة এর ব্যাখ্যা হলো, لم يجد أول ما يجدها سائر المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر অন্যান কবীরা গোনাহমুক্ত মুমিনের মতো প্রথমবারেই জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

قوله : اربعين عاما উদ্দেশ্য হলো, ধমক ও তিরস্কার করা। কোন সীমা উদ্দেশ্য নয় ব্যক্তির ভিন্নতায় ঘ্রাণ না পাওয়ার সময়টিও ভিবিন্ন হবে; যেমন এক বর্ণনায় سبعين خريفا উল্লেখ করা হয়েছে। (তিরমিযি ১/১৬৮)

بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَقَالَ عُمَرُ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ بِهِ.

১৯৬৮. পরিচ্ছেদ : আরব উপদ্বীপ থেকে ইয়াহুদীদের বের করে দেওয়া প্রসঙ্গে।

উমর রাযি. নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : আমি তোমাদের (আরব উপদ্বীপে) থাকতে দেব যতদিন আল্লাহ তাআলা চাবেন। (অর্থাৎ যতদিন আল্লাহ তাআলা মঞ্জুর করবেন। (এই তালীকটি 'মুযারাআ' অধ্যায়ে মুত্তাসিল সনদে গিয়েছে)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ". فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ "أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا. وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ. فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ".

সহজ তরজমা

২৯৫৪. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা মসজিদে নববীতে বসা ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এবং বললেন, তোমরা ইয়াহুদীদের নিকট চল। আমরা চললাম এবং তাদের তাওরাত পাঠকেন্দ্রে পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর জেনে রাখ, সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলের। আমি ইচ্ছা করেছি, আমি তোমাদের এ দেশ থেকে নির্বাসন করব। যদি তোমাদের কেউ তাদের মালের বিনিময়ে কিছু পায়, তবে সে যেন তা বিক্রি করে ফেলে। আর জেনে রাখ, সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : রাসুল ﷺ ইয়াহুদিদের বের করে দিতে চাইতেন; কেননা আরব ভূখণ্ডে আরব ছাড়া অন্য কারোর অবস্থানকে অপছন্দ করতেন। এই ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি ইন্তিকাল করেন। আর তাদের আরব ভূখণ্ড থেকে বের করে দিতে ওসীয়্যত করেন। পরবর্তীতে উমর রাযি. তাদের বের করে দেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৪৮, ১০২৭, ১০৯১ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى. قُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ، مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ فَقَالَ " ائْتُونِي بِكَتِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا ". فَتَنَازَعُوا وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ فَقَالُوا مَا لَهُ أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ. فَقَالَ " ذَرُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ ". فَأَمَرَهُمْ بِثَلاَثٍ قَالَ " أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ". وَالثَّالِثَةُ خَيْرٌ، إِمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا، وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا. قَالَ سُفْيَانُ هَذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ.

সহজ তরজমা

২৯৫৫. মুহাম্মদ রহ. ....সাঈদ ইবনে জুবাইর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইবনে আব্বাস রাযি.-কে বলতে শুনেছেনঃ বৃহস্পতিবা,।। তুমি জান কি বৃহস্পতিবার কেমন দিন? এ বলে তিনি এমনভাবে কাঁদলেন যে, তাঁর অশ্রুতে কঙ্কর ভিজে গেল। (সাঈদ ইবনে যুবাই রাযি. বলেন) আমি বললাম, হে ইবনে আব্বাস রাযি.। বৃহস্পতিবার দিন কি হয়েছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগযন্ত্রনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন, আমার নিকট গর্দানের হাড় নিয়ে এস, আমি তোমাদের নিকট এমন একটি লিপি লিখে দিব এরপর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তখন উপস্থিত সাহাবীগণের বিতর্ক হল। অথচ নবীর সামনে বিতর্ক করা শোভনীয় নয়। সাহাবীগণ বললেন, নবী ﷺ-এর কি হয়েছে? তিনি কি অর্থহীন কথা বলছেন? আবার জিজ্ঞাসা করে দেখ। তখন তিনি বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি যে অবসাথায় আছি, যা তোমার আমাকে যার প্রতি ডাকছ তার চাইতে উত্তম। তারপর তিনি তাঁতের তিনটি বিষয়ে আদেশ দিলেন। (১) মুশরিকদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দিবে, (২) বহিরাগক প্রতিনিধিদের সেভাবে উঢোকন দিবে যেভাবে আমা তাদের দিতাম। (বর্ণনাকারী বলেন যে,) তৃতীয়াটি হয়ত তিনি বলেননি, নয়ত তিনি বলেছিলেন, আমি ভুলে গিয়েছি। সুফিয়ান রহ বলেন, এই উক্তিটি বর্ণনাকারী সুলাইমান রহ-এর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল, أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৪৯ পৃষ্ঠা। বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারীর ৮ম খণ্ডের ৫২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শিরোণামে ইমাম বুখারী রহ. শুধু এহুদিদের কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ হাদীসর শব্দ হলো, أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ। ইমাম বুখারী রহ. বলতে চানঃ এহুদিরাও মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত অথবা অমুসলিমদের মাঝে এহুদিদের ভিতরে তাওহীদ বেশী প্রবল; -যদিও তাদের একদল উযাইর আ.-কে আল্লাহ তাআলার পুত্র ভাবে- সুতরাং অন্যান্য মুশরিকদের বের করার বিষয়টি আরো জোড়ালোভাবে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ إِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ.

১৯৬৯. পরিচ্ছেদঃ মুশরিকরা যদি মুসলিমদের সাথে গাদ্দারি (চুক্তি ভঙ্গ) করে তাহলে কি তাদের ক্ষমা করা হবে?

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ ﷺ ـ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ". فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ "إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ". فَقَالُوا نَعَمْ. قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ "مَنْ أَبُوكُمْ". قَالُوا فُلاَنٌ. فَقَالَ "كَذَبْتُمْ. بَلْ أَبُوكُمْ فُلاَنٌ". قَالُوا صَدَقْتَ. قَالَ "فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ" فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا فَقَالَ لَهُمْ "مَنْ أَهْلُ النَّارِ". قَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "اخْسَئُوا فِيهَا. وَاللهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا. ثُمَّ قَالَ. هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ". فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. قَالَ "هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هٰذِهِ الشَّاةِ سُمًّا". قَالُوا نَعَمْ. قَالَ "مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذٰلِكَ". قَالُوا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ. وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ.

সহজ তরজমা

২৯৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন খায়বার বিজিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি (ভুনা) বকরী হাদীয়া দেওয়া হয়; যাতে বিষ ছিল। নবী ﷺ আদেশ দিলেন যে, এখানে যত ইয়াহূদী আছে, সকলকে একত্রিত করে তাদের সকলকে তাঁর সামনে একত্রিত করা হল। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন করব। তোমরা কি আমাকে তার সত্য উত্তর দিবে? তারা বলল, হ্যাঁ, সত্য উত্তর দিব, নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের পিতা কে? তারা বলল, অমুক।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা মিথ্যা বলেচ, বরং তোমাদের পিতা অমুক।' তারা বলল, 'আপনিই সত্য বলেছেন।' তখন তিনি বললেন, 'আমি যদি তোমাদের একটি প্রশ্ন করি, তোমরা কি তার সঠিক উত্তর দিবে? তারা বলল, হ্যাঁ, দিব, হে আবুল কাসিম!ার যদি আমরা মিথ্যা বলি, তবে আপনি আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলবেন, যেমন আমাদের পিতা সম্পর্কে আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলেছেন।' তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কারা দোযখবাসী?' তারা বলল, আমরা তথায় অল্প কিছু দিন অবস্থান করব, তারপর আপনারা (মুসলিমরা) আমাদের পেছনে সেখানে থেকে যাবেন।' নবী (সাৎ) বললেন, 'দূর হও, তোমরাই তথাই থাকবে। আল্লাহর কসম। আমরা কখনো কখনো তাতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হব না।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি যদি তোমাদের একটি প্রশ্ন করি, তোমরা কি তার সঠিক উত্তর দিবে? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম!' রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি এ বকরীটিতে বিষ মিশিয়েছ?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'কিসে তোমাদের কাজে উদ্বুদ্ধ করল?' তারা বলল, 'আমরা চেয়েছী আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন, তবে আমরা আপনার থেকে স্বসিত্ম লাভ করব আর আপনি যদি নবী হন তবে তা আপনার কোন ক্ষতি করবে না।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : খাইবরের মুশরিকরা নবী কারীম ﷺ এর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং এক নারীর মাধ্যমে বিষ মিশানো ভূনা ছাগল হাদিয়া পেশ করে আর রাসূল ﷺ সেই নারীকে ক্ষমা করে দেন, অর্থাৎ রাসুর ﷺ বিষ মিশ্রিতকারীনী নারীকে ক্ষমা করে দেন কোনরূপ শাস্তি দেননি।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৪৯ পৃষ্ঠা, মাগাযী অধ্যায়ের ৬১০. ৮৫৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : মতানৈক্য থাকায় ইমাম বুখারী রহ. নির্দিষ্ট কোন বিধান বর্ণনা করেননি। মোটকথা খাইবর বিজয় হয়; তারপরও এহুদিদের গোপন চক্রান্ত চলমান থাকে, সালাম বিন মুশকিমের স্ত্রী যায়নাব বিনতে হারিস একটি বিষ মিশানো ছাগল রান্না করে রাসূল ﷺ কে হাদিয়া দেন। বিস্তারিত জানার জন্য খাইবর যুদ্ধ দ্রষ্টব্য।

بَابُ دُعَاءِ الإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ عَهْدًا

১৯৭০. পরিচ্ছেদ : চুক্তি ভঙ্গকারীর উপর ইমামের বদদুআ।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ. حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ. قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا رضي الله عنه عَنِ الْقُنُوتِ. قَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ. فَقُلْتُ إِنَّ فُلاَنًا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ كَذَبَ. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ. قَالَ. بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ. يَشُكُّ فِيهِ. مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَعَرَضَ لَهُمْ هَؤُلاَءِ فَقَتَلُوهُمْ. وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ. فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ.

সহজ তরজমা

২৯৫৭. আবু নু'মান রহ. ....আসিম রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস রাযি.-কে কুনুত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রুকুর আগে। আমি বললাম, অমুক তো বলে যে, আপনি রুকুর পরে বলেছেন। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। তারপর তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস পর্যন্ত রুকুর পরে কুনূত পড়েন। তিনি বানূ সুলাইম গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে দু'আ করেছিলেন। আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চল্লিশজন কিংবা সত্তরজন ক্বারী কয়েকজন মুশরিকদের নিকট পাঠালেন। তখন বানূ সুলাইমের লোকেরা তাদের আক্রমণ করে তাদের হত্যা করে। অথচ তাদের এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে সন্ধি ছিল। আনাস রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ক্বারীদের জন্য যতখানি ব্যথিত হতে দেখেছি আর কারো জন্য এতখানি ব্যথিত হতে দেখেনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৪৯, ১৩২. ১৭৩. ৩৯৩. ৩৯৫. ৪৩১ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৫৮৬. ৫৮৭. ৯৪৬. ১০৯০ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : চুক্তি ভঙ্গকারীর উপর বদদুআ দেওয়া জায়েয।

বিস্তারিত জানার জন্য ৮ম খ-এর ১৩৮ 'বীর মাউনার' ঘটনা দ্রষ্টব্য চুক্তি ভঙ্গকারীর উপর ইমামের বদদুআ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ أَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوَارِهِنَّ

১৯৭১. পরিচ্ছেদ : নারীদের নিরাপত্তা প্রদান এবং নারীর নিকট কাউকে আশ্রয় দেওয়া।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ أَبِي النَّضْرِ. مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ. مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ. سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ ابْنَةَ أَبِي طَالِبٍ. تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ "مَنْ هٰذِهِ". فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ "مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ". فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ. فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ". قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذٰلِكَ ضُحًى.

সহজ তরজমা

২৯৫৮. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ....উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন তাঁকে এ অবস্থায় পেলাম যে, তিনি গোসল করছিলেন এবং তাঁর কন্যা ফাতিমা রাযি. তাঁকে পর্দা করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ইনি কে? আমি বললাম, আমি উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব। তখন তিনি বললেন, মারহাবা হে উম্মে হানী! যখন তিনি গোসল থেকে ফারেগ হলেন, একখানি কাপড় শরীরে জড়িয়ে আট রাকাআত সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করলেন। তারপর আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সহোদর ভাই আলী রাযি. হুবাইরার অমুক পুত্রকে হত্যা করার সংকল্প করছে, আর আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উম্মে হানী! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় দিয়েছি। উম্মে হানী রাযি. বলেন, তা চাশতের সময় ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ এই ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৪৯-৪৫০, ৪২. ৫২. ১৪৯. ১৫৭পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৬১৪. ৯০৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : নারীদের নিরাপত্তা প্রদান জায়েয; শর্ত হলো ইমাম সাহেব রওনা করতে হবে। এটাই চার ইমামের মতমত। কোন কোন হযরত বলেন : ইমামের স্বাধীনতাই গৌন।

بَابٌ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ

১৯৭২. পরিচ্ছেদ : মুসলিমদের চুক্তি এবং তাদের নিরাপত্তা প্রদান। যদি কোন দুর্বল মুসলিম নিরাপত্তা প্রদান করলে তা প্রযোজ্য হবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ. وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ فِيهَا الْجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الإِبِلِ. وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدِثًا. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ. وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذٰلِكَ. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ. فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذٰلِكَ

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৯৫৯. মুহাম্মদ ইবনে সালাম রহ. ..... ইবরাহীম ইবনে তাইমী রহ-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী রাযি. আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব ও এই সাহীফায় যা আছে, তা ছাড়া অন্য কোন কিতাব নেই, যা আমরা পাঠ করে থাকি। তিনি বলেন, এ সাহীফায় রয়েছে, যখমসমূহের দন্ড বিধান, উটের বয়সের বিবরণ, এবং আইর পর্বত থেকে সত্তার পর্যন্ত মদীনা হারাম হওয়ার বিধান। যে ব্যক্তি এর মধ্যে (সুন্নাত বিরোধী) বিদআত উদ্ভাবন করে কিংবা বিদআতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ , ফিরিশতা ও সকল মানুষের লানত। আল্লাহ তাঁর কোন নফল ও ফরয ইবাদত কবূল করেন না। আর যে নিজ মাওলা (প্রভু) ব্যতীত অন্যাকে (প্রভু) মাওলা রূপে গ্রহণ করে, তার উপর অনুরূপ লানত। আর নিরাপত্তা দানে সর্বস্তরের মুসলিমগণ একই স্তরের এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের চুক্তি ভঙ্গ করে তার উপরও অনুরূপ সালাত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ এই ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫০, ৪৫১. ১০০০ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শিরোনামের সাথে হাদীসের সুস্পষ্ট; তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগলের নিরাপত্তা প্রদান বৈধ না।

بَابٌ إِذَا قَالُوا صَبَأْنَا وَلَمْ يُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ. وَقَالَ عُمَرُ إِذَا قَالَ مَتْرَسْ فَقَدْ آمَنَهُ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ كُلَّهَا وَقَالَ تَكَلَّمْ لاَ بَأْسَ.

১৯৭৩. পরিচ্ছেদ : যদি (যুদ্ধকালে) কাফের 'আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম'; বরং বলে : (আমরা নিজেদের দিন পরিবর্তন করলাম) (তাহলে কি বিধান)?

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. বলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. বনী জাযীমার যুদ্ধে কাফেরদের হত্যা শুরু করেন (অথচ তারা বলছিল : 'আমরা নিজেদের দীন পরিবর্তন করলাম') নবী কারীম ﷺ যখন এই অবস্থা শুনে বললেন : হে আল্লাহ ! আমি খালেদের কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি'।

হযরত উমর রাযি. বলেন : যখন কোন মুসলমান কোন কাফেরকে বলে : (তুমি ভয় পেয়না) তখন সে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করল। (এখন তাকে হত্যা করা জায়েয না) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সকল ভাষা সম্পর্কে অবগত আছেন।

وَقَالَ تَكَلَّمْ لاَ بَأْسَ : হযরত উমর রাযি. হরমুযকে বললেন : 'কথা বলো, কোন সমস্যা নেই'

পূর্বে আলোচনা গিয়েছে, যখন হরমুযের নগরি অবরোধ করা হলো এবং হরমুযকে গ্রেফতার করে উমরের দরবারে পাঠানো হলো, সে ভয়ে কোন কথা বলতে পারছিল না; নিশ্চুপ দাড়িয়েছিল, তখন উমর রাযি. বলেছিলেন وَقَالَ تَكَلَّمْ لاَ بَأْسَ 'কথা বলো, কোন সমস্যা নেই' এর দ্বারা উমর রাযি. কতৃক হরমুযের নিরাপত্তার বিষয় নিশ্চিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে হরমুয ইসলাম গ্রহণ করে এবং পাক্কা মুমিনে পরিণত হয়। এই ঘটনা ইবনে আবি শাইবা রহ. আপন 'মুসান্নাফে' ও ইয়াকুব বিন আবি সুফিয়ান রহ. নিজের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা: বিস্তারিত জানার জন্য মাগাযী অধ্যায়ের ৪১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ وَإِثْمِ مَنْ لَمْ يَفِ بِالْعَهْدِ.

وَقَوْلِهِ: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} الآيَةَ.

১৯৭৪. পরিচ্ছেদ : মুশরিকদের সাথে সম্পদ ইত্যাদির বিনিময়ে সন্ধি করার আলোচনা। (যুদ্ধ ত্যাগ করা) এবং চুক্তিভঙ্গকারীর পাপ প্রসঙ্গে আলোচনা।

(সূরা আনফালের ৬১ নং আয়াতে) আল্লাহ তাআলার ইরশাদ : যদি কাফেররা (অমুসলিমরা) সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয় (সন্ধির প্রস্তাব দেয়) তাহলে আপনি (যদি কল্যানকর মনে করেন মনে করলে) মেনে নিন। (এবং তাদের সাথে সন্ধি করে নিন) আর আল্লাহর উপর ভরসা রাখে (তাঁরই উপর ভরসা করুন, অর্থাৎ সন্ধির পর শুধু সন্ধির উপর ভরসা করুন) নিসংন্দেহে তিনিই সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ- هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ- حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ، وَهْىَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمٍ قَتِيلاً، فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ " كَبِّرْ كَبِّرْ ". وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ " أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ ". قَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ قَالَ " فَتُبْرِيكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ ". فَقَالُوا كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ.

সহজ তরজমা

২৯৬০. মুসাদ্দাদ রহ. ......সাহল ইবনে আবূ হাসমা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল মুহায়্যিসা ইবনে মাসউদ ইবনে যায়দ রাযি. খায়বারের দিকে গেলেন। তখন খায়বারের ইয়াহূদীদের সাথে সন্ধি ছিল। পরে তারা উভয়ে পৃথক হয়ে গেলেন। তারপর মুহায়্যিসা আবদুল্লাহ ইবনে সাহলে কাছে আসেন এবং বলেন যে, তিনি মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটফচ করছেন। তখন মুহায়্যিসা তাকে দাফন করলেন। তারপর মদীনায় এলেন। আবদুর রাহমান ইবনে সাহল ও গাসউদের দুই পুত্র মুহায়্যিসা নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন। আবদুর রহমান রাযি. কথা বলতে এগিয়ে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বড়কে আগে বলতে দাও, বড়কে আগে বলতে দাও। আর আবদুর রহমান ইবনে সাহল রাযি. ছিলেন সর্বকনিষ্ট। এতে তিনি চুপ রইলেন এবং মুহায়্যিসা ও হুওয়ায়্যিসা উভয়ে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি শপথ করে বলবে এবং তোমাদের হত্যাকারীর অথবা বলেছেন, তোমাদের সঙ্গীর রক্ত পানের অধিকারী হবে? তারা বললেন, আমরা কি রূপে শপথ করব? আমরা তো উপস্থিত ছিলাম না এবং স্বচক্ষে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে ইয়াহূদীরা পঞ্চাশটি শপথের মাধ্যমে তোমাদের থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। তারা বললেন, তারা তো কাফির সম্প্রদায়। আমরা কি রূপে তাদের শপথ গ্রহণ করতে পারি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে আবদুর রহমানকে তার ভাইয়ের দীয়াত পরিশোধ করলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ; এই ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সামগ্রিক সামঞ্জস্য তার এর উক্তি ও তার রাসুল ﷺ কে বুঝানো থেকে গ্রহণ করা হয়েছে; কেননা সম্পদের বিনিময়ে মুশরিকদের সাথে রাসুল ﷺ এর সন্ধি ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

হুযুর ﷺ নিজের পক্ষ থেকে দিয়ত আদায় করে এহুদিদের সাথে চুক্তি বহাল রাখেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫০, ৩৭৬ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৯০৭. ১০১৮. ১০৬৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : প্রয়োজনের খাতিরে কল্যানের দিক বিবেচনায় কাফেরদের সাথে সম্পদের বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি করা জায়েয। তবে যতদূর সম্ভব স্বল্প সময়ের জন্য চুক্তি করবে। দশ বছরের বেশী মেয়াদী সন্ধিচুক্তি করবে না। হুযুর ﷺ হুদাইবিয়্যার সন্ধি করেছিলেন ছয় বছরের জন্য।

بَابُ فَضْلِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

১৯৭৫. পরিচ্ছেদ : সন্ধীচুক্তি পূর্ণ করার ফযীলত প্রসঙ্গে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا تِجَارًا بِالشَّأْمِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي مَادَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ.

সহজ তরজমা

২৯৬১. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ....আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব ইবনে উমায়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, (রোমান সম্রাট) হিরাকল (হিরাক্লিয়াস) তাঁকে ডেকে পাঠালেন, কুরাইশদের সেই কাফেলাসহ যারা সিরিয়ায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। তা সে সময় যখন কুরাইশ কাফিরদের পরীক্ষায় আবূ সুফিয়ানের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধি চুক্তি করেছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, যে কোন জাতীর সাথে কৃতচুক্তি ভঙ্গ করা অন্যায় ও অবাঞ্ছিত বিষয়। আর এটা রাসুলের গুণ নয়। হিরাক্লিয়াস এর দ্বারা রাসুলকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তাকে আবি সুফিয়ানের কাছে প্রেরণ করে আর সে রাসুল ﷺ কে সত্যায়ন করে; কেননা যে গাদ্দারী করে সে নবী হতে পারেনা। (উমদা)

এই হাদীসটি ওহীর অধ্যায়ে হিরাক্লিয়াসের বিবরণ সম্বলিত হাদীসে গিয়েছে। সেখানে হিরাক্লিয়াস বলেছেন : চুক্তিভঙ্গ নবীদের গুণ নয়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫০, ৩৬৮. ৩৯৩. ৪১২. ৪১৮পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৬৫৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : সন্ধি মেয়াদ পূর্ণকারের ফযীলত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন : ইমাম বুখারী রহ. এর দ্বারা যে কোন জাতীর সাথে সন্ধি ভঙ্গ করার নীচুতা বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত করছেন এবং এটা নবীদের গুণ নয়। (ফতহুল বারী)

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ هَلْ يُعْفَى . عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ .

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سُئِلَ أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذٰلِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ . وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ..

১৯৭৬. পরিচ্ছেদ : যদি কোন যিম্মী কাফের কাউকে যাদু করে তাহলে কি তাকে ক্ষমা করা হবে?

ইবনে ওয়াহাব বলেন : আমাকে ইউনুস জানিয়েছেন, ইবনে শিহাবের নিকট আবেদন করা হলো, যিম্মি যদি যাদু করে তাহলে কি তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে ? তিনি বলেন : আমি এই হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি, রাসূল ﷺ কে যাদু করা হয়; কিন্তু রাসূল ﷺ যাদুগরকে হত্যা করেননি। (এই যাদু লাবিদ বিন আসেম ইয়াহুদী করেছিল) আর সে আহলে কিতাব ছিল।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا يَحْيَى . حَدَّثَنَا هِشَامٌ . قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي . عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ .

সহজ তরজমা

২৯৬২. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. ....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে যাদু করা হয়েছিল। ফলে তাঁর ধারণা হতো যে, তিনি এ কাজ করেছেন অথচ তিনি এ কাজ করেননি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, হুযুর ﷺ যাদুকর এহুদী লাবিদ বিন আসমকে ক্ষমা করে দেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫০, ৪৬২. ৮৫৭. ৮৫৮. ৮৯৫. ৯৪৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ, সুস্পষ্ট কোন বিধান বর্ণনা করেননি; যেহেতু মাসআলাটি মুখতালফ ফীহি। তদুপরি শিরোণাম দ্বারা অবিষ্ট বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন : যিম্মী যাদুগরকে হত্যা করা হবে না; তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। যদি তার যাদুর ক্রিয়ায় কেউ নিহত হয় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি কোন দুর্ঘটনার শিকার হয় তাহলে গ্রেফতার করা হবে। আর এটা জমহুরের মতামত (ফতহুল বারী)। আর আবু হনীফা রহ, শাফী রহ. এর সিদ্ধান্ত ও এটই (উমদা)।

ব্যাখ্যা : বুখারীর 'ত্বিব' অধ্যায়ের ৮৫৭ পৃষ্ঠায় এর বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ। এখানে এতটুকু জেনে রাখা উচিত। এই যাদুর প্রভব শুধু ক্রিয়াশীল ছিল সহবাস ও পার্থিব কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ আযওয়াজে মুতাহহারার সাথে সহবাস করতে চাইলে তা করতে পারতেন না। আর পার্থিব কর্ম-কান্ডে ব্যাপারে মতে হতো 'হয়ত কাজটি করেছেন' অথচ তা করেননি। এই অবস্থ ছয়মাস স্থায়ী হয়ে ছিল। হুযুর ﷺ এর দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে এই যাদুর কোন প্রভাব ছিলনা। নামাযও যথাসময়ে আদায় করতেন। অভ্যাস মাফিক তিলাওয়াত করতেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ الْغَدْرِ.

১৯৭৭. পরিচ্ছেদ : চুক্তি ভঙ্গ করা থেকে বেঁচে থাকা প্রসঙ্গে।

وَقَوْلِهِ تَعَالَى. {وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ} [الأنفال. ٦٢]

إِلَى قَوْلِهِ {عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: ٢٠

আল্লাহ তাআলার বানী : 'যদি তারা আপনাকে প্রতারিত করতে চায় (চুক্তি করে তারা প্রতারণা করতে চায় এবং চুক্তি ভঙ্গের ইচ্ছা করে তাহলে চিন্তিত হবেন না) নিশ্চই আল্লাহ তাআলা (আপনার সাহায্যের) জন্য যথেষ্ট। তিনিই আপনাকে তার সাহায্য ও মুমিনদের মাধ্যমে (যেমন: বদর যুদ্ধে) সাহায্য করেছেন এবং তাদের ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন'। শেষ পর্যন্ত।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ. قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ. أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ. قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ. قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ " اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ. مَوْتِي. ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ. ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا. ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ. ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ. فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً. تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا".

সহজ তরজমা

২৯৬৩. হুমাইদী রহ. ....আউফ ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি তখন একটি চর্ম নির্মিত তাবুতে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি আলামত গণনা করে রাখো। আমার মৃত্যু তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়, তারপরও তোমাদের মাঝে ঘটবে মহামারী, বকরীর পালের মহামারীর মত, সম্পদের প্রাচুর্য, এমনকি এক ব্যক্তিএকশ' দীনার দেওয়া সত্ত্বেও সে অসন্তুষ্ট থাকবে। তারপর এমন এক ফিতনা আসবে যা আরবের প্রতি ঘরে প্রবেশ করবে। তারপর যুদ্ধ বিরতির চুক্তি-যা তোমাদের ও রোমকদের (খৃষ্টানদের) মধ্যে সম্পাদিত হবে। এরপর তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা উত্তোলন করে তোমাদের মোকাবিলায় আসবে; প্রত্যেক পতাকা তলে বার হাজার সৈন্য দল থাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল يَغْدِرُونَ ইবরত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫০-৪৫১,। 'আদব' শিরোণামে আবু দাউদ, 'ফিতান' শিরোণামে ইবনে মাজায় উল্লেখ করা হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শিরোনামের উদ্দেশ্য হলো চুক্তি ভঙ্গ করা কিয়ামতের আলামত।

ব্যাখ্যা : প্রথম ও দ্বিতীয় আলামত পূর্ণ হয়েছিল। তৃতীয় নিদর্শনটি ছিল 'ব্যপক মহামরী' হযরম উমর রাযি. এর যুগে সিরিয়ায় দেখা দেয় আর এই মহামরীকে 'তাউনে আমওয়াস' বলা হয়। 'আমওয়াস' এক পল্লীর নাম। বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল মুনইমের ৬-৬৬ দ্রষ্টব্য। চতুর্থ নিদর্শন, অর্থাৎ সম্পদের আধিক্য- মুসলমানরা রোম পারস্য বিজয়ের মাধ্যমে অঢেল সম্পদের মালিক হয়ে যায়। হযরত উসমান গনী রাযি. এর যুগে তা বাস্তবায়িত হয়। ষষ্ঠ নিদর্শন কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে সংঘঠিত হবে। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ كَيْفَ يُنْبَذُ إِلَى أَهْلِ الْعَهْدِ.

وَقَوْلُهُ: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} الآيَةَ.

১৯৭৮. পরিচ্ছেদ : চুক্তি ভঙ্গ করবে কখন ?

আল্লাহ তাআলার বানী : 'আর যদি তোমরা কোন জাতীর চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা করো তাহলে তাদের যুক্তি সংগত পদ্ধতিতে (ইনসাফের সাথে) তা প্রত্যাহার করো। (সুরা আনফাল : ৫৮)

(উদ্দেশ্য হলো, যদি কোন জাতী প্রকাশ্যে প্রতারাণার আশ্রয় না নেয় (চুক্তি ভঙ্গ না করে); কিন্তু অবস্থা চাল-চলনে চুক্তি ভঙ্গের নিকটবর্তী হয় তাহলে কল্যানের দিকে তাকিয়ে তাদের চুক্তিপ্রত্যাহারের সুযোগ দেওয়ার অনুমতি আছে। আর পূর্ব চক্তি প্রত্যাহারের ঘোষণা করে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে; যাতে পূর্ব চুক্তির ব্যপারে উভয় দল দ্বিধাগ্রস্ত না থাকে। উভয় দল সতর্কতার সাথে নিজেদের প্রস্তুতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত করায় আত্মমগ্ন হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ ـ رضي الله عنه ـ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ. وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ. وَإِنَّمَا قِيلَ الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الأَصْغَرُ. فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذٰلِكَ الْعَامِ. فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مُشْرِكٌ.

সহজ তরজমা

২৯৬৪. আবুল ইয়ামান রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর রাযি. আমাকে সে সকল লোকের সঙ্গে পাঠান যারা মিনায় কুরবানীর দিন এ ঘোষণা দিবেনঃ এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না আর বায়তুল্লাহ শরীফে কোন উলঙ্গ ব্যক্তি তাওয়াফ করতে পারবে না আর কুরবানীর দিনই হলো হজ্জে আকবরের দিন। একে অকবর এ জন্য বলা হয় যে, লোকেরা (উমরাহকে) হজ্জে আসগার (ছোট) বলেন। আবূ বকর রাযি. সে বছর মুশরিকদের চুক্তি রহিত করে দেন। কাজেই হজ্জাতুল বিদার বছর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ করেন, তখন কোন মুশরিক হজ্জ করেনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৫১, ৫৩. ২২০. পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৬২৬. ৬৭১ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শিরোনামের মাধ্যমে শিরোনামের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝে আসে, অর্থাৎ যদি কোন কওমের চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা হলে তা প্রত্যাহার করার সুযোগ আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ.

وَقَوْلِهِ: {الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ}

১৯৭৯. পরিচ্ছেদ : চুক্তির পর চুক্তি ভঙ্গের পাপ।

আল্লাহ তাআলার বানী : 'আর যাদের সাথে আপনি চুক্তি করার পর প্রতিবারই তারা তা ভঙ্গ করে। তারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে না' (সুরা আনফাল : ৫৬)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَرْبَعُ خِلاَلٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا"

সহজ তরজমা

২৯৬৫. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. .....আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে খালিস মুনাফিক গণ্য হবে। যে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, আর যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যখন ঝগড়া করে গালমন্দ করে। যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি স্বভাব পাওয়া যাবে, তার মধ্যে নিফাকের একটি সাপ পাওয়া গেল, যে পর্যন্ত না সে পরিত্যাগ করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫১, ১০. ৩২২ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারীর ২য় খন্ডের ২৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه. قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ الْقُرْآنَ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ". قَالَ أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه. قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا فَقِيلَ لَهُ وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِي وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ. قَالُوا عَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ﷺ، فَيَشُدُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৯৬৬. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ. .... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কুরআন এবং এ কাগজে যা লিখা আছে তা ছাড়া কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিনি। (উক্ত লিপিতে রয়েছে) নবী ﷺ বলেছেন, আয়ীর পর্বত থেকে এ পর্যন্ত মদীনার হরম এলাকা। যে কেউ দীনের ব্যাপারে বিদআত উদ্ভাবন করে কিংবা কোন বিদআতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতা ও সকল মানুষেরলা'নত। তা কোন ফরয কিংবা নফল ইবাদত কবূল হবে না। আর সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা একই পর্যায়ের। সাধারণ মুসলিম নিরাপত্তা দিলে সকলকে তা রক্ষা করতে হবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দেওয়া নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তার উপর আল্লাহ তা'আলা লা'নত এবং ফিরিশতাগণ ও সকল মানুষের। তার কোন নফল কিংবা ফরয ইবাদত কবূল হবে না। আর যে স্বীয় মনীবের অনুমতি ব্যতীত অন্যদের সাথে বন্ধুত্বে চুক্তি করে, তার উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত এবং ফিরিশ্তাগণ ও সকল মানুষের। তার কোন নফল কিংবা ফরয ইবাদত কবূল হবে না।

আবূ মূসা রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অমুসলিমদের কাছে থেকে (জিযিয়া স্বরূপ) একটি দীনার বা দিরহামও তোমরা পাবে না, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? তাকে বলা হল, হে আবূ হুরায়রা রাযি. আপনি কিভাবে মনে করেন যে, এমন অবস্থা দেখা দিবে, তিনি বললেন, হ্যাঁ, কসম সে মহান সত্তার যাঁর হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ, যিনি সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত (অর্থাৎ মুহাম্মদ) এর উক্তি থেকে আমি বলছি। লোকেরা বলল, কি করণে এমন হবে? তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রদত্ত নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করা হবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা যিম্মিদের অন্তরকে কঠোর করে দিবেন; তারা তাদের হাতে সম্পদ দিবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সম্ভবত فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا ইবরত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা আকস্মিক ঘটনার অবতারণা ও মালিকের অনুমতি ছাড়া দাসের হস্তক্ষেপের দরুণ তারা উল্লেখিত লানতের উপযুক্ত হবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৫১, ২৫১ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ১০০০. ১০৮৪. পৃষ্ঠায় আসবে। আর 'সহীফার' আলোচনা ২১ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : বিশ্বাস ঘাতকতা সর্বঐক্যমতে হারাম, চাই যিম্মির ক্ষেত্রে হোক অথবা মুসলিমের।

بَابٌ

১৯৮০. পরিচ্ছেদ : শিরোনামহীন অধ্যায়

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ. أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ. قَالَ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ. قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ شَهِدْتَ صِفِّينَ قَالَ نَعَمْ. فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ. يَقُولُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ. رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ. أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ لَرَدَدْتُهُ. وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلاَّ أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ. نَعْرِفُهُ غَيْرِ أَمْرِنَا هٰذَا.

সহজ তরজমা

২৯৬৭. আবদান রহ. .....আ'মাশ রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ ওয়াইল রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সীফফিনের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি সাহল ইবনে হুনাইফ রাযি.-কে বলতে শুনেছি, তোমরা নিজ মতামতকে নির্ভুল মনে করো না। আমি নিজেকে আবু জান্দলের দিন (হুদায়বিয়ার দিন) দেখেছি। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ প্রত্যাখান করতে পারতাম, তবে তা নিশ্চই প্রত্যাখান করতাম। বস্তুত আমরা যখনই কো ভয়াবহ অবস্থায় আমাদের কাঁধে তলোয়ার তুলে নিয়েছি, তখন তা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছি এমনভাবে যা আমরা উপলব্ধি করেছি। কিন্তু বর্তমান অবস্থা তার ব্যতিক্রম।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এইভাবে, কুরাইশদের অশুভ পরিণতি তাদের চুক্তি ভঙ্গের কারণে হয়েছিল, অর্থাৎ তাদের উপর মুসলিমদের বিজয়লাভ ও মক্কা বিজয়ের সময় তাদের শৌর্য-বীর্যের প্রদর্শনী। বুঝা গেল, গাদ্দারির পরিণতি অশুভ আর তা প্রতিহত করা প্রশংসনীয়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৫১, ৬০২. তাফসীর অধ্যায়ের ৭১৭. ই'তিসাম অধ্যায়ের ১০৮৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. عَنْ أَبِيهِ. حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو وَائِلٍ. قَالَ: كُنَّا بِصِفِّينَ. فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ. فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ. فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ. وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا. فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ فَقَالَ: بَلَى». فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى». قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا. أَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ. إِنِّي رَسُولُ اللهِ. وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا» . فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ. وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا. فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ. أَوَفَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ

সহজ তরজমা

২৯৬৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... আবূ ওয়ায়েল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সিফ্ফীন যুদ্ধে শরীক ছিলাম। সে সময় সাহল ইবনে হুনাইফ রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজ মতামতকে নির্ভুল মনে করো না। আমরা হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম। যদি আমরা যুদ্ধ করা যথোচিত মনে করতাম, তবে আমরা যুদ্ধ করতাম। পরে উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ আমরা কি হকের উপর নই এবং তারা (মুশরিকরা) বাতিলের উপর? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন, আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ কি জান্নাতী নন। এবং তাদের নিহত ব্যক্তিরা জাহান্নামী নয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আমাদের নিহতগণ অবশ্যই জান্নাতী। উমর রাযি. বললেন, তবে কি কারণে আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে হীনতা স্বীকার করব? আমরা কি ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন ফায়সালা করেননি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! আমি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আমাকে কখনো হেয় করবেন না। তারপর উমর রাযি. আবূ বকর রাযি. -এর নিকট গেলেন এবং নবী ﷺ -এর কাছে যা বলেছিলেন, তা তাঁর নিকট বললেন। তখন আবূ বকর রাযি. বললেন, তিনি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তা'আলা কখনও তাঁকে হেয় করবেন না। তারপর সূরা ফাত্হ নাযিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শেষ পর্যন্ত উমর রাযি. কে পাঠ করে শোনান। উমর রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ﷺ এটা কি বিজয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল পূর্বের হাদীসের মত। অথাৎ যখন কুরাইশরা চুক্তি ভঙ্গ করল তখন আল্লাহ তাআলা তাদের শাস্তি দিলেন।

এর সম্পর্কও চুক্তিভঙ্গের সাথে। বিস্তারিত জানার জন্য ৮ম খণ্ডের ফাতহে মক্কার কারণগুলো অধ্যয়ন করুন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৫১, মাগাযী অধ্যায়ের ৬০২. তাফসীর অধ্যায়ের ৭১৭. ১০৮৭পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ. إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمُدَّتِهِمْ. مَعَ أَبِيهَا. فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ. وَهِيَ رَاغِبَةٌ. أَفَأَصِلُهَا قَالَ "نَعَمْ. صِلِيهَا".

সহজ তরজমা

২৯৬৯. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. ....আসমা বিনতে আবূ বকর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মা যিনি মুশরিক ছিলেন, তাঁর পিতার সাথে আমার নিকট এলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কুরাইশরা চুক্তি করেছিলেন তখন আসমা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা আমার নিকট এসেছেন। তিনি ইসলামের প্রতি আগ্রহী নন। আমি কি তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করব?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁর সাথে সদাচরণ কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল পূর্বের হাদীসের মত। চুক্তি ভঙ্গ না করার প্রতিদান হলো আত্মীয়তা সম্পর্ক অটুট রাখা; যদিও বিধর্মী হয়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫১-৪৫২, ৩৫৭ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৮৮৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট, মাতাপিতার সাথে ভালো আচরণ করা জায়েয; যদি তারা কাফের মুশরিক হয়।

بَابُ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. أَوْ وَقْتٍ مَعْلُومٍ

১৯৮১. পরিচ্ছেদ : তিন দিন অথবা নির্ধারিত সময়ের জন্য সন্ধি করা।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ. حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ. فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُقِيمَ بِهَا إِلاَّ ثَلاَثَ لَيَالٍ. وَلاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ. وَلاَ يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا. قَالَ: فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ [ص: ٠] بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَكَتَبَ هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَقَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَبَايَعْنَاكَ. وَلٰكِنِ اكْتُبْ هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ: أَنَا وَاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. وَأَنَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ» قَالَ: وَكَانَ لاَ يَكْتُبُ. قَالَ. فَقَالَ لِعَلِيٍّ: امْحَ رَسُولَ اللهِ» فَقَالَ عَلِيٌّ وَاللهِ لاَ أَمْحَاهُ أَبَدًا. قَالَ. فَأَرِنِيهِ» . قَالَ. فَأَرَاهُ إِيَّاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ. فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَتِ الأَيَّامُ. أَتَوْا عَلِيًّا. فَقَالُوا مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلْ. فَذَكَرَ ذٰلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: نَعَمْ» ثُمَّ ارْتَحَلَ

সহজ তরজমা

২৯৭০. আহমদ ইবনে উসমান ইবনে হাকীম রহ. ......বারা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাঃ) যখন উমরা করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি মক্কাবাসার অনুমতি চেয়ে মক্কার কাফিরদের নিকট দূত পাঠান। তারা শর্তারোপ করে যে, তিনি সেখানে তিন রাতের অধিক থাকবেন না এবং অস্ত্রকে কোষাবদ্ধ না করে প্রবেশ করবেন না। আর মক্কাবাসীদের কাউকে ইসলামের দাওয়াত দিবেন না। বারা রাযি. বলেন, এ সকল শর্ত আলী

https://e-ilm.weebly.com/

ইবনে আবু তালিব রাযি. লেখা আরম্ভ করলেন এবং সন্ধিপত্রে লিখলেন, "এটা সে সন্ধিপত্র যার উপর আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ফায়সালা করেছেন।" তখন কাফিররা বলে উঠল, 'আমরা যদি এ কথা মেনে নিতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূর, তবে তো আমরা আপনাকে বাঁধাই দিতাম না এবং আপনার হাতে বায়আত করে নিতাম। কাজেই এরূপ লিখুন, এটি সেই সন্ধিপত্র যার উপর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ফায়সালা করেছেন।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ এবং আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূল। বারা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখতেন না। তাই তিনি আলী রাযি.-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ (শব্দটি) মুছে ফেল। আলী রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কখনো তা মুছব না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে আমাকে দেখিয়ে দাও। তখন আলী রাযি. তাঁকে সে স্থান দেখিয়ে দিলেন এভং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিজ হাতে তা মুছে ফেললেন। এরপর যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন এভং সেই দিনগুলি অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তারা আলী রাযি.-এর নিকট এসে বলল, তোমার সঙ্গীকে বল, যেন তিনি চলে যান। আলী রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা বললেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। তারপর তিনি রওয়ানা হলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল أَنْ لَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ এই হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৫২, ২৩৯. ২৪৯. ৩৭১ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৬১০ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট, নির্ধারিত সময়ের জন্য অমুসলিমের সাথে চুক্তি করা জায়েয। চাই তিন দিনের জন্য হোক অথবা দশ দিনের জন্য। পূর্বে গিয়েছে।

بَابُ الْمُوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ. وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ بِهِ

১৯৮২১. পরিচ্ছেদ : অনির্ধারিত সময়ের জন্য সন্ধি করা প্রসঙ্গে আলোচনা।

নবী কারীম ﷺ (খাইবরের এহুদীদের তরে) বলেছিলেন : আল্লাহ তাআলা তোমাদের যতদিন এখানে থাকতে দিবেন আমি তোমাদের এখানে ততদিন থাকতে দিব।

(এই হাদীস মুত্তাসিল সনদে ৪৪৬ পৃষ্ঠায় গিয়েছে. দ্রষ্টব্য ২৯৪১ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

بَابُ طَرْحِ جِيَفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبِئْرِ. وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ

১৯৮৩২. পরিচ্ছেদ : মুশরিকদের লাশ কূপে নিক্ষেপের আলোচনা। লাশের মূল্য (যদি তাদের ওয়ারিশদের নিকট হস্তান্তর করা হয়) গ্রহণ করা যাবেনা।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ. قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي. عَنْ شُعْبَةَ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ ـ رضي الله عنه. قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ. فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ ـ عَلَيْهَا السَّلَامُ ـ فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ. وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ. اللَّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ. وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ. وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ. وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ. وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ ـ أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ " فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ. فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ. غَيْرَ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَيٍّ. فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا. فَلَمَّا جَرُّوهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبِئْرِ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

২৯৭১. আবদুল্লাহ ইবনে উসমান রহ. ....আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (কাবা শরীফে) সিজদারত ছিলেন, তাঁর আশে-পাশে কুরাইশদের মুশরিকদের কিছু লোক ছিল।এ সময় উকবা ইবনে আবূ মুআইব উটনীর গর্ভ থলে এনে নবী ﷺ-এর পিঠে ফেলে দেয়। ফলে তিনি তাঁর মাথা উঠালেন না। অবশেষে ফাতিমা রাযি. এসে তাঁর পিঠ থেকে তা অপসারণ করেন আর যে ব্যক্তি একাজ করেছে তার বিরোদ্ধে বদদুআ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! কুরাইশদের এ দলের বিচার আপনার উপর ন্যাসত্ম। ইয়া আল্লাহ! আপনি শাসিত্ম দিন আবু জাহল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রাবীআ, শায়বা ইবনে রাবীআ, উকবা ইবনে আবূ মুআইব ও উমাইয়া ইবনে খালফ (অথবা রাবী বলেছেন), উবাই ইবনে খালফকে। (ইবন মাসউদ রাযি. বলেন), আমি দেখেছি, তারা সবাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। তাদের সকলকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়। উমাইয়া অথবা উবাই ব্যতীত। কেননা, সে ছিল স্থূলদেহী। যখন তার লাশ টেনে নেওয়া হচ্ছিল, তখন কূপে ফেলার আগেই তার জোড়াগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫২, ৫৪৩-৫৪৪, মাগাযী অধ্যায়ের ৫৬৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য হলো, কাফের মুশরিকদের লাশ একেবারে মূল্যহীন; তাই নওফল বিন আব্দুল্লার লাশের -যা খন্দকে টেনে-হেচড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল- বিনিময়ে টাকা দিতে চেয়েছিল; কিন্তু হুযুর ﷺ তা গ্রহণ না করে লাশ নেওয়ার অনুমতি দেন।

بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

১৯৮৪. পরিচ্ছেদ : গাদ্দারের পাপ, চুক্তি ভালো বিষয়ের হোক অথবা খারাপ বিষয়ে। সর্বাবস্থায় চুক্তিভঙ্গ করা হারাম ও খারাপ চরিত্র।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ. عَنْ أَبِي وَائِلٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الآخَرُ. يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ"

সহজ তরজমা

২৯৭২. আবুল ওয়ালীদ রহ. ......আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) ও আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা হবে। (আবদুল্লাহ ও আনাস রাযি.-এর মধ্যে) একজন বলেছেন, পতাকাটি স্থাপিত হবে অপরজন বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রদর্শিত হবে এবং তা দিয়ে তাকে চেনানো হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫২, ১০৩০. ১০৫৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ لِغَدْرَتِهِ"

সহজ তরজমা

২৯৭৩. সুলাইমান ইবনে হারব রহ. ....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, (কিয়ামতের দিন) অঙ্গীকার ভঙ্গের নির্দেশ স্বরূপ প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য (কিয়ামতের দিন) একটি পতাকা স্থাপন করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫২ পৃষ্ঠা।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ طَاوُسٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ " لاَ هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ". وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ " إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ. فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ. وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا. وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ " فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ. فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. قَالَ " إِلاَّ الإِذْخِرَ ".

সহজ তরজমা

২৯৭৪. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বললেন, (মক্কা থেকে এখন আর) হিজরত নেই, কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যাত রয়েছে আর যখন তোমাদের জিহাদে যাওয়ার জন্য ডাক দেওয়া হয় তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে আর তিনি মক্কা বিজয়ের দিন এও বলেন, এ নগরীকে আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে সম্মানিত করেছেন। কাজেই তা আল্লাহ প্রদত্ত সম্মনের দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে। আমার আগে এখানে যুদ্ধ করা কারো জন্য হালাল ছিল না আর আমার জন্যও তা দিনের মাত্র কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল। অতএব আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সম্মানের দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত তা সম্মাণিত থাকবে। এখানকার কাঁটা কর্তণ করা যাবে না; শিকারকে উত্যক্ত করা যাবে না আর পথে পড়ে থাকা বস্তু কেউ উঠাবে না। তবে সে ব্যক্তি উঠাতে পারবে, যে তা ঘোষণা করবে। এখানকার ঘাষ কাটা যাবে না।' তখন আব্বাস রাযি. বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ইযখির ব্যতীত। কেননা, তা কর্মকারের ও ঘরের কাজে লাগে।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ইযখির ব্যতীত।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সম্ভবত فَانْفِرُوا। অংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থ হলো, যখন তারা চুক্তি পূর্ণ করবে তখন তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করোন। নবী করীম ﷺ মক্কায় যুদ্ধ বৈধ করার মাধ্যমে চুক্তি ভঙ্গ করেন নি; বরং আল্লাহ তাআলা ক্ষণিকের তরে তা বৈধ করেছেন। যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ না করত তাহলে আল্লাহ তাআলা তা বৈধ করতেন না। (উমদা)

উদ্দেশ্য হলো বুখারী রহ. ইঙ্গিত করেছেন, মক্কা হারাম নগরীই ছিল। সেখানে হত্যা যুদ্ধ কারোর জন্য বৈধ ছিলনা; যেহেতু মক্কাবাসী গাদ্দারী করে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল -তারা বনু বকরের সহযোগীতা করেছিল এবং রাসূল ﷺ এর মিত্রদের উপর অত্যাচার করেছির- তাই আল্লাহ তাআলা হুযুর ﷺ এর জন্য যুদ্ধ বৈধ করে দেন, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর নির্দেশে হুযুর ﷺ মক্কায় আক্রমণ পরিচালনা করেন।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : চুক্তি ভঙ্গকরা হারাম, যে কারোর সাথে হোক না কেন ?

আজ ৭ রমযানুল মুবারক, শুক্রবার ১৪২৫ হিজরীতে আলহামদুলিল্লাহ নাসরুল বারীর ১২তম পাড়া পূর্ণ হলো,

https://e-ilm.weebly.com/

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ত্রয়োদশতম পাড়া

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ

সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে আলোচনা

باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ)

قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَالْحَسَنُ كُلٌّ عَلَيْهِ هَيِّنٌ هَيْنٌ وَهَيِّنٌ مِثْلُ لَيْنٍ وَلَيِّنٍ وَمَيْتٍ وَمَيِّتٍ وَضَيْقٍ وَضَيِّقٍ {أَفَعَيِينَا} أَفَأَعْيَا عَلَيْنَا حِينَ أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَأَ خَلْقَكُمْ {لُغُوبٌ} النَّصَبُ {أَطْوَارًا} طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا عَدَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ.

১৯৮৫. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বানী : আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, আবার তিনিই তা সৃষ্টি করবেন পুনর্বার, আর তা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম : ২৭)

রবী বিন খাইসাম রহ. ও হাসান বসরী রহ. বলেন : সবই তার জন্য সহজ (অর্থাৎ প্রথমবার সৃষ্টি করা এবং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা) هَيِّنٌ: এর 'ইয়া' হরফে তাশদীদ ও সাকীন উভয়টি দিয়ে পড়া যায়। অর্থাৎ هَيْنٌ وَهَيِّنٌ যেমন : لَيْنٍ وَلَيِّنٍ ও مَيْتٍ وَمَيِّتٍ ও ضَيْقٍ وَضَيِّقٍ।

সুরা ক্বাফের আয়াত : أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ : আমি কি প্রথমবার সৃষ্টিতে ক্লান্ত হয়ে গেছি (অক্ষম হয়ে গেছি ? কখনো না ;) বরং তারা নবসৃষ্টির ব্যাপারে প্রতারণার শিকার (সন্দেহে নিপতিত) ইমাম বুখারী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন : তোমাদের ও তোমাদের মূল ধাতু তৈরিতে কি আমি ক্লান্ত ক্লিষ্ট।

সুরা ক্বাফের ৩৮ নং আয়াতে {لُغُوبٌ} ব্যবহৃত শব্দ ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী রহ. বলেন : النَّصَبُ অর্থাৎ ক্লান্ত। সুরা নূহের আয়াত {وقد خلقكم أطوارا} 'তিনি তোমাদের ধাপে ধাপে (অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থায়) সৃষ্টি করেছে' এর ব্যাখ্যায় বলেন : কখনো এভাবে طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا عَدَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ আবার কখনো عداه طور এই ভাবে ব্যাখ্যা করেন। 'সে আপন মর্যাদার উর্ধে চলে গেছে'। উদ্দেশ্য, মায়ের উদরে তোমাদের ধাপে ধাপে পরিবর্তন হয়েছে, প্রথমে শুক্র ছিলে অতঃপর জমাট রক্ত তারপর গোস্তপিণ্ড ইত্যাদি অবস্থায় পরিণত হও।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "يَا بَنِي تَمِيمٍ. أَبْشِرُوا". قَالُوا بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَجَاءَهُ أَهْلُ الْيَمَنِ. فَقَالَ "يَا أَهْلَ الْيَمَنِ. اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ" قَالُوا قَبِلْنَا فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُ بَدْءَ الْخَلْقِ وَالْعَرْشِ. فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ. رَاحِلَتُكَ تَفَلَّتَتْ. لَيْتَنِي لَمْ أَقُمْ

সহজ তরজমা

২৯৭৫. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ. ......ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বানূ তামীমের একদল লোক নবী ﷺ-এর খেদমতে এল, তখন তিনি তাদের বললেন, হে তামীম সম্প্রদায়! সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন তারা বলল, আপনি তো সুসংবাদ জানিয়েছেন, এবার দান করুন। এতে তাঁর মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। এ সময় তাঁর কাছে এয়ামানের লোকজন আসল। তখন তিনি বললেন, হে ইয়ামানবাসী।

https://e-ilm.weebly.com/

তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা তামীম সম্প্রদায়ের লোকেরা তা গ্রহণ করেনি। তারা বলল, আমরা গ্রহণ করলাম। তখন নবী ﷺ সৃষ্টির সূচনা এবং আরশ সম্পর্কে বর্ণনা করেন। এর মধ্যে একজন লোক এসে বলল, হে ইমরান! তোমার উটনীটি পালিয়ে গেছে। হায়! আমি যদি উঠে চলে না যেতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সম্ভবত يُحَدِّثُ بَدْءَ الْخَلْقِ অংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৩, ৬২৬, ৬৩০, ১১০৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : নাসরুল বারীর ৮ম খ-ের ৪৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَعَقَلْتُ نَاقَتِي بِالْبَابِ، فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ: اقْبَلُوا البُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ» . قَالُوا: قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا، مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ، فَقَالَ: اقْبَلُوا البُشْرَى يَا أَهْلَ اليَمَنِ، إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ» . قَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالُوا: جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ [ص:٠] عَنْ هَذَا الأَمْرِ؟ قَالَ: كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» فَنَادَى مُنَادٍ: ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا ابْنَ الحُصَيْنِ، فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا هِيَ يَقْطَعُ دُونَهَا السَّرَابُ، فَوَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا. وَرَوَى عِيسَى، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ مَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الخَلْقِ، حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ

সহজ তরজমা

২৯৭৬. উমর ইবনে হাফস ইবনে গিয়াস রহ. ..... ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার উটনীটি দরজার সাথে বেধে নবী ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে তামীম সম্প্রদায়ের কিছু লোক এল। তিনি বললেন, হে তামীম সম্প্রদায়! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। উত্তরে তারা বলল, আপনি তো আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন, এবার আমাদেরকে কিছু দান করুন। এ কথা দু'বার বলল। এরপর তাঁর কাছে ইয়ামানের কিছু লোক আসল। তিনি তাদের বললেন, হে ইয়ামানবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কারণ বানূ তামীমগণ তা গ্রহণ করে নাই। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তা গ্রহণ করলাম। তারা আরো বলল, আমরা দীন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনার খেদমতে এসেছিলাম। তখন তিনি বললেন, (শুরুতেই) একমাত্র আল্লাহই ছিলেন, আর তিনি ব্যতীত আর কোন কিছুই ছিল না। তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে। এরপর তিনি লাওহে মাহফূজে সব কিছু লিপিবদ্ধ করলেন এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। এ সময় জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করল, হে ইবনে হুসাইন! আপনার উটনী পালিয়ে গেছে। তখন আমি এর তালাশে চলে গেলাম। দেখলাম তা এত দূরে চলে গেছে যে, তার এবং আমার মধ্যে মরিচীকাময় ময়দান ব্যবধান হয়ে পড়েছে। আল্লাহর কসম! আমি তখন উটনীটিকে একেবারে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা করলাম। ঈসা রহ তারিক ইবনে শিহাব রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর রাযি.-কে বলতে শুনেছি, এ সময় নবী ﷺ আমাদের দাঁড়ালেন। এরপর তিনি আমাদের সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। অবশেষে তিনি জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী তাদের নিজ নিজ স্থানে প্রবেশ করার কথাও উল্লেখ করলেন। যে ব্যক্তি এ কথাটি স্মরণ রাখতে পেরেছে, সে স্মরণ রেখেছে আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেছে।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : এটি পূর্বের হাদীসের ভিন্ন একটি সনদ, শুধুমাত্র جِئْنَا বাক্যটির বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৩, ৪৫৩ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৬২৬. ৬৩০. ১১০৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ :- আরশ হলো আকৃতি বিশিষ্ট একটি বস্তু। যেমন, আবু সাঈদ খুদরী রাযি. এর এক হাদীসে হুযুর ﷺ বলেন : (فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش" (بخاري الأول "হঠাৎ আমি মুসা আ. কে আরশে পায়া ধরা অবস্থায় দেখতে পেলাম।'

এ থেকে আরো বুঝা গেল, সর্বপ্রথম সৃষ্টি হলো আরশ ও পানি আর পানি তারও পূর্বের সৃষ্টি।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন : এটাই প্রমাণ করে আরশ ও পানি প্রথম দুই সৃষ্টি; কেননা এতদুভয় ভূমি ও আকাশের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। আরশের নিছে তখন শুধু পানি ছিল। যদি তুমি বলো : আরশ পানির মাঝে কোনটিকে পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে ? তাহলে এর উত্তরে আমি বলব : আহমদ ও তিরমিযির বর্ণনা মতে 'পানিকে' পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। (উমদা : ১৫- ১০৯)

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. عَنْ أَبِي أَحْمَدَ. عَنْ سُفْيَانَ. عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أُرَاهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَشْتِمُنِي ابْنُ آدَمَ. وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي. وَيُكَذِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ: إِنَّ لِي وَلَدًا. وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ فَقَوْلُهُ: لَيْسَ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَأَنِي"

সহজ তরজমা

২৯৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবূ শাইবা রহ. ..... .আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, আদম সমত্তান আমাকে গালমন্দ করে অথচ আমাকে গালমন্দ করা তার উচিত নয়। আর সে আমাকে অস্বীকার অথচ তার তা উচিত নয়। আমাকে গালমন্দ করা হচ্ছে, তার এ উক্তি যে, আমার সমত্তান আছে। আর তা অস্বীকার হচ্ছে, তার এ উক্তি, যেভাবে আল্লাহ আমাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে কখনো তিনি আমাকে পুনঃ সৃষ্টি করবেন না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল لَيْسَ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَأَنِي হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এটা প্রতিমা উপসকদের পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের বক্তব্য।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৩, ৭৪৩-৭৪৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ. عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ؓ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ. فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي".

সহজ তরজমা

২৯৭৮. কুতাইবা রহ. ....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যখন সৃষ্টি কার্য সমাধা করলেন, তখন তিনি তাঁর কিতাব লাওহে মাহফুজে লিখেন, যা আরশের কাছে তাঁর উপর বিদ্যমান। নিশ্চই আমার করুণা আমার ক্রোধের চেয়ে প্রবল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৩, ১১০১ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এই শিরোনামের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা ছাড়া সকল বস্তুই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب مَا جَاءَ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ.

১৯৮৬. পরিচ্ছেদ : সাত তবক জমিন সম্পর্কীয় বর্ণনা সমূহ।

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : { اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ } { وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ } السَّمَاءُ { سَمْكَهَا } بِنَاءَهَا كَانَ فِيهَا حَيَوَانٌ. { الْحُبُكُ } اسْتِوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا. { وَأَذِنَتْ } سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ. { وَأَلْقَتْ } أَخْرَجَتْ مَا فِيهَا مِنَ الْمَوْتَى. { وَتَخَلَّتْ } عَنْهُمْ. { طَحَاهَا } دَحَاهَا السَّاهِرَةُ وَجْهُ الأَرْضِ كَانَ فِيهَا الْحَيَوَانُ نَوْمُهُمْ وَسَهَرُهُمْ.

(সুরা তালাকে ১২ নং আয়াতে) আল্লাহ তাআলার বানী : 'আল্লাহ তাআলার সেই মহান সত্ত্বা যিনি সপ্ত আকাশ ও এগুলোর মতো (সাত তবক) জমিন সৃষ্টি করেছেন। (এর পর ইমাম বুখারী রহ. আসমান-যমিন সম্পর্কিত কুরআনে ব্যবহৃত কিছু শব্দের ব্যাখ্যা করছেন।

সুরা তুরের আয়াত : 'সমুচ্চ ছাদের কসম' উদ্দেশ্য হলো আকাশ (অর্থাৎ আকাশের শপথ, যা জমিনের উপর একটি ছাদের মতো)। (সুরা নাযিআতের আয়াত তিনি এর উঁচু (ইমারতগুলো) সমুচ্ছ করলেন অতপর তা সমান করলেন) এতে { سَمْكَهَا } এর অর্থ হলো, بِنَاءَهَا তিনি তা নির্মান করলেন।

সুরা যারিয়াতে { و السماء ذات الْحُبُكُ } 'কসম আকাশের যাতে (ফেরেশতাদের চলাচলের পথ আছে)' এতে { الْحُبُكُ } এর অর্থ হলো, আকাশের সমান হওয়া, এবং তার সৌন্দর্য। (বিস্তারিত জানার জন্য ৯ম খ-এর ৬২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

সুরা ইনশিকাকে { واذنت لربها و حقت } এতে { واذنت } এর অর্থ হলে, অর্থাৎ আপন রবের হুকুম শুনেছে এবং মেনেছে আর সে এর উপযোক্ত (উদ্দেশ্য হলো, আকাশ এতো উচু বিশাল সৃষ্টি হওয়ার পরও সে আপন স্রষ্টা ও মালিকের বিধান শনে তা পালন করেছে)

সুরা ইনশিকাকে { وألقت م فيها وتخلت } এর ব্যাখ্যায় বলেন : { وَتَخَلَّتْ } عَنْهُمْ أَخْرَجَتْ مَا فِيهَا مِنَ الْمَوْتَى 'আর ভূমি থেকে উত্তলন করা হয় সেইসব মৃতদের যারা তাতে ছিল এবং তা শূণ্য হয়ে যায়'

সুরা শামসে { والأرض وما طحاها } এর ব্যাখ্যায় বলেন : دَحَاهَا অর্থাৎ তা বিস্তৃত করা হয়েছে।

সুরা নাযিআতে { فإذا هم بالساهرة } এর ব্যাখ্যায় বলেন : وَجْهُ الأَرْضِ ভূ-পৃষ্ঠ, যাতে প্রাণীদের জাগরণ ও নিদ্রগমন হয়।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ، فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا ذٰلِكَ، فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ".

সহজ তরজমা

২৯৭৯. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ......আবূ সালমা ইবনে আবদুর রাহমান রাযি. থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন), কয়েকজন লোকের সাথে একটি জমি নিয়ে তার বিবাদ ছিল। আয়িশা রাযি.-এর নিকট এসে তা ব্যক্ত করল। তিনি বললেন, হে আবু সালমা! জমা-জমির ঝামেলা হতে দূরে থাক। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ অন্যের জমি জুলুম করে আত্মসাৎ করেছে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের হার তার গলায় পরানো হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৩, ৩৩২পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. عَنْ سَالِمٍ. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ ".

সহজ তরজমা

২৯৮০. বিশর ইবনে মুহাম্মদ রহ. ......সালিম রাযি.-এর পিতা (ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো জমির সামান্যতম অংশও আত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের নীচে তাকে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৩, ৩৩২পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ. عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ. ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ. السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا. مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ. وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ".

সহজ তরজমা

২৯৮১. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. ..... আবূ বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন, সে দিন থেকে সময় যেরূপে আবর্তিত হচ্ছিল আজও তা সেরূপে আবর্তিত হচ্ছে। বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। যুল-কা'দাহ, যুল-হিজ্জাহ ও মুহাররম। তিনটি মাস পরপর রয়েছে। আর এক মাস হলো রজব-ই-মুযার যা জুমাদা ও শাবান মাসের মধ্যে অবস্থিত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন : এই হাদীসে ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো, এর অর্থ বিশ্লেষন করা। অর্থাৎ এর সংখ্যা বর্ণনা করা। যেমন : মাসের সংখ্যা ১২টি নির্ধারণ করা হয়েছে আল্লাহ তাআলার কাছে মাসের সংখ্যা, যা পূর্ব নির্ধারিত ছিল; সুতরাং ঐ সামঞ্জস্য ছিল সময়ের ক্ষেত্রে আর এখানে হলো স্থানের ক্ষেত্রে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৩-৪৫৪, ১৬. ৩১. ৩২৪.পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৬৩২. ৬৭২. ৮৩৩. ১০৪৮. ১১০৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ. أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى فِي حَقٍّ زَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ. فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا. أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ". قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

সহজ তরজমা

২৯৮২ . উবায়দ ইবনে ইসমাঈল রহ. ..... সাঈদ ইবনে যায়িদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল রহ. থেকে বর্ণিত, 'আরওয়া' নামক জনৈকা মহিলা এক সাহাবীর (সাঈদের) বিরুদ্ধে মারওয়ানের নিকট (জমি সংক্রান্ত বিষয়ে) তার ঐ পাওনা সম্পর্কে মামলা দায়ের করল, যা তার (মহিলাটির) ধারণায় তিনি (সাঈদ রাযি.) নষ্ট করেছেন। ব্যাপার শুনে সাঈদ রাযি. বললেন, আমি কি তার (মহিলাটির) সামান্য হকও নষ্ট করতে পারি? আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জুলুম করে অন্যের এক বিঘত যমীনও আত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের শৃংখল তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। ইবনে আবুয যিনাদ রহ. হিশাম রহ. থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করত গিয়ে বলেছেন, তিনি (হিশামের পিতা উরওয়া) রাযি. বলেন, সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি. আমাকে বলেছেন, আমি নবী কারীম ﷺ এর নিকট হাযির হলাম (তখন তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেন)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৪৩৩১-৩৩২পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : তাদের ভাষ্য প্রত্যাখ্যান করা যারা বলে পৃথিবী একটি; অথচ কুরআন ও হাদীস দ্বারা বিষয়টি সুসাব্যস্ত পৃথিবীর সংখ্যাও আকাশের মতো সাতটি। বিস্তারিত জানার জন্য রুহুল মাআনী অধ্যয়ন করুন।

بَابٌ فِي النُّجُومِ.

১৯৮৭. পরিচ্ছেদ : তারকা সম্পকীয় অলোচনা

وَقَالَ قَتَادَةُ {وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ} خَلَقَ هٰذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {هَشِيمًا} مُتَغَيِّرًا. وَالأَبُّ مَا يَأْكُلُ الأَنْعَامُ. الأَنَامُ الْخَلْقُ. {بَرْزَخٌ} حَاجِبٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ {أَلْفَافًا} مُلْتَفَّةً. وَالْغُلْبُ الْمُلْتَفَّةُ. {فِرَاشًا} مِهَادًا كَقَوْلِهِ {وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ}. {نَكِدًا} قَلِيلاً

(সুরা মুলকের ৫ নং আয়াতের তাফসীরে) তাবেয়ী কাতাদা রহ. বলেন : 'আর নিঃসন্দেহে আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপ (তরাকারাজী) দিয়ে সুসজ্জিত করেছি' - আল্লাহ তাআলা এই তারকাগুলোকে তিন কাজে সৃষ্টি করেছেন, (১) আকাশের সৌন্দর্য বর্ধন (আকাশের দিকে তাকাও, রাতের আকাশে তারার ঝলকানি তাকে কতো সৌন্দর্যমণ্ডিত ও জাকজমকপূর্ণ করে তুলে) (২) শয়তানকে প্রস্তর নিক্ষেপের জন্য। (৩) (রাতের আঁধারে) পথের দিশা দেওয়ার জন্য, আলামাত-নিদর্শন হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা করবে (কোন অর্থ অনুসন্ধান করা) সে ভুল করলো, আপন অংশ বিনষ্ট করলো এবং তাতে এমন কৃত্রিমতার আশ্রয় নিল যে সংক্রান্ত তার কোন জ্ঞান নেই (অর্থাৎ অদৃশ্যের যে সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ সম্ভব না তা অর্জনের চেষ্ট করলো। যেমন: জ্যোতির্বীদরা তারকারাজীকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করে -যার প্রভাব মানুষের উপর বাস্তবায়িত হয়- তাদের ধাপ্পাবজী এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে, তারা দেখে মানুষের ভাগ্য নির্ণয় আরম্ভ করেছে। এ সকল জ্যোতির্বীদদের দৃষ্টান্ত হলো ছুরা, খঞ্জর প্রত্যাখ্যাকারীর মতো, যে চালনাকারী হাতের প্রতি লক্ষ্য না করে নির্বুদ্ধিতা বশত এ কথা ভাবে; ছুরা স্বয়ংকৃয়, সে যাকে ইচ্ছা আঘাত হানে। এটা একটি সুস্পষ্ট নির্বোদ্ধিতা। বিশেষ দ্রষ্টব্য : তারকারাজীকে স্বয়ংক্রিয় মনে করা কুফুর।)

https://e-ilm.weebly.com/

সুরা কাহাফের ৪৫ নং আয়াতের {هَشِيمًا} এই শব্দ ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : {هَشِيمًا} এর অর্থ হলো, পরিবর্তীত। সুরা আবাসার আয়াতে {وَأَبًّا} ব্যবহৃত এই শব্দ ব্যাখ্যায় বলেন : এমন কিশলয় যা প্রাণীর বক্ষন করে। সুরা রাহমানের আয়াতে {الأَنَامُ} {بَرْزَخٌ} ব্যবহৃত এই শব্দ ব্যাখ্যায় বলেন : অর্থ হলো সৃষ্টি। সুরা রাহমানের আয়াতে {بَرْزَخٌ} ব্যবহৃত এই শব্দ ব্যাখ্যায় বলেন : অর্থ হলো আবরণ, পর্দা।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ সুরা নাবার আয়াতে {وجنات أَلْفَافًا} (এবং ঘন উদ্যান) ব্যবহৃত এই {أَلْفَافًا} শব্দে ব্যাখ্যায় মুহাজিদ রহ. বলেন : একের সাথে উপরটি লেপটানো। সুরা আবাসার আয়াতে {حدائق غلبا} (এবং ঘন উদ্যান) ব্যবহৃত {غلب} শব্দ ব্যাখ্যায় মুহাজিদ রহ. বলেন : একের সাথে উপরটি জড়ানো। সুরা বাকারর আয়াতে ব্যবহৃত {فراش} শব্দ ব্যাখ্যায় মুহাজিদ রহ. বলেন : বিছানা। যেমন : সুরা বাকারর ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করের : {ولكم في الأرض مستقر} (জমিন হলো তোমাদের ঠিকানা)। সুরা আরাফের আয়াতে {نكدا} শব্দে ব্যাখ্যা হলো, অল্প, কম।

بَاب صِفَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِحُسْبَانٍ.

১৯৮৮. পরিচ্ছেদ : চন্দ্র সূর্যের সন্তরণের বিবরণ।

قَالَ مُجَاهِدٌ كَحُسْبَانِ الرَّحَى وَقَالَ غَيْرُهُ بِحِسَابٍ وَمَنَازِلَ لاَ يَعْدُوَانِهَا. حُسْبَانٌ جَمَاعَةُ حِسَابٍ مِثْلُ شِهَابٍ وَشُهْبَانٍ {ضُحَاهَا} ضَوْؤُهَا {أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ} لاَ يَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدِهِمَا ضَوْءَ الآخَرِ . وَلاَ يَنْبَغِي لَهُمَا ذَلِكَ. {سَابِقُ النَّهَارِ} يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَانِ. نَسْلَخُ نُخْرِجُ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ وَنُجْرِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَاهِيَةٌ وَهْيُهَا تَشَقُّقُهَا. أَرْجَائِهَا مَا لَمْ يَنْشَقَّ مِنْهَا فَهْيَ عَلَى حَافَتَيْهِ كَقَوْلِكَ عَلَى أَرْجَاءِ الْبِئْرِ. {أَغْطَشَ} . وَ{جَنَّ} أَظْلَمَ وَقَالَ الْحَسَنُ {كُوِّرَتْ} تُكَوَّرُ حَتَّى يَذْهَبَ ضَوْؤُهَا. {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ} جَمَعَ مِنْ دَابَّةٍ. {اتَّسَقَ} اسْتَوَى. {بُرُوجًا} مَنَازِلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْحَرُورُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَرُؤْبَةُ الْحَرُورُ بِاللَّيْلِ وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ. يُقَالُ يُولِجُ يُكَوِّرُ. {وَلِيجَةً} كُلُّ شَيْءٍ أَدْخَلْتَهُ فِي شَيْءٍ

(সুরা রহমানের ৫ নং আয়াতের الشمس والقمر بحسبان অর্থাৎ 'চাঁদ সুরুজ হিসেব অনুযায়ী চলে' এর তাফসীরে) তাবেয়ী মুজাহিদ রহ. বলেন : চাক্কির মতো ঘুরে। (উদ্দেশ্য হলো, চাক্কির পাটাতন একটি গোলককে কেন্দ্র করে ঘুর্ণয়মান তেমনি চাঁদ সূর্য এক কেন্দ্র ঘিরে ঘুর্ণয়মান।) حسبان:- 'হা' হরফে যম্মা হবে তথা মাসদারও হতে পারে। যেমন: قرآن غفران سبحان। আবার حساب এর বহুবচনও হতে পারে। যেমন: شهاب এর বহুবচন شهبان, রকবান রহবান তদ্রুপ।

وَقَالَ غَيْرُهُ : অন্যান্যরাও বলেছেন : حساب দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নির্ধারিত 'মনযিল' যেগুলোতে সন্তরণ করে ও সেগুলো অতিক্রম করতে পারেনা।

حساب حُسْبَانٌ এর বহুবচন। যেমন: شهاب এর বহুবচন شهبان।

সুরা সামসে {ضُحَاهَا} ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থ হলো 'তার আলো'। সুরা ইয়াসিনে {لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر} ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থ হলো 'চাঁদের নাগাল পাওয়া সূর্যের বসের বিষয় না' অর্থাৎ (চাঁদ সূর্য) উভয়টির আলো অপরটি আলোকে গোপন করতে পারেনা আর না তা করা উভয়ের তরে যথাচিত। (প্রত্যেকের একটি সীমা স্থির করা আছে কিয়ামতের পূর্বে তা অতিক্রম করা সম্ভব না)

{ولا الليل سابق النهار} {سَابِقُ النَّهَارِ} আর না দিবস রাতের অগ্রগামী হতে পারে) এর ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থা' চাঁদ সূর্যের প্রত্যেকটি অপরটি পিছনে দ্রুততার সাথে ধাবমান।(কিন্তু একটি অপরটির নাগাল পাবেনা)

https://e-ilm.weebly.com/

نَسْلَخُ : দ্বারা সুরা ইয়াসিনের وآية لهم الليل نسلخ منه النهار, নং এর দিকে ইশারা করা হয়েছে (রাত তাদের জন্য একটি নিদর্শন, যা থেকে আমরা দিবস বের করি)। نسلخ : এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : (রাত দিন) উভয়টির একটি থেকে অপরটি বের করা হয় এবং প্রত্যেকটিকে চালায়।

وَاهِيَةٌ : দ্বারা সুরা হাক্কার وانشقت السماء فهي يومئذ واهية, নং এর দিকে ইশারা করা হয়েছে (আর বিদীর্ণ হবে এবং তা সেদিন চূর্ণবিচূর্ণ হবে)। واهية, : এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : এর মাসদার হলো وهي, যার অর্থ হলো, বিদীর্ণ হওয়া।

أَرْجَائِهَا : দ্বারা সুরা হাক্কার والملك على أرجائها, নং এর দিকে ইশারা করা হয়েছে (আর ফেরেশতারা তার চতুর্পাশে অবস্থান করবে অর্থাৎ আকাশ যখন বিদীর্ণ হতে শুরু করবে তখন ফেরেশতারা তার কিনারায় চলে যাবে)।

{أَغْطَشَ} : দ্বারা সুরা নাযিআতের ২৯ নং এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। {أَغْطَشَ} এবং সুরা আনআমে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ হলো 'আন্ধকার, তিমিরাচ্ছন্ন'।

وَقَالَ الْحَسَنُ : ইমাম হাসান বসরী রহ. বলেন : সুরা তাকওঈরে ব্যবহৃত {كُوِّرَتْ} শব্দের অর্থ হলো 'সূর্যগ্রহণ লাগবে; যার ফলে তা আলোহীন হয়ে যাবে'।

{وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ} : সুরা ইনশিকাকের আয়াত ('কসম রাতের ও যা সে একিভূত কর') এর ব্যাখ্যায় বলেন : এর অর্থ হলো একত্রিত করা। উদ্দেশ্য হলো: চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদি, যেগুলো দিবসে যিবিকার অন্বেশায় বেরিয়ে পড়ে এবং এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। আর রাতে সকল দিক পাড়ি দিয়ে আপন নীড়ে ফিরে আসে।

{اتَّسَقَ} : সুরা ইনশিকাকের আয়াত {والقمر إذا اتَّسَقَ} ('কসম চাঁদের যখন তা পূর্ণ হয়ে যায়) {اتَّسَقَ} এর ব্যাখ্যায় বলেন : অর্থাৎ যখন তা সমান হয়ে যায়।

{بروجا} : সুরা ফুরকানের আয়াত {وجعل في السماء بروجا} (যিনি আকাশে বুরূজ সৃষ্টি করেছেন) {اتَّسَقَ} এর ব্যাখ্যায় বলেন : অর্থাৎ তিনি আকাশে চন্দ্র সূর্যের মনযিল সমূহ।

{الْحَرُورُ} : সুরা ফাতিরের আয়াত {ولا الظل ولا الحرور} (আর না ছায়া না উষ্ণতা) অর্থাৎ ছায়া এবং উত্তপ্ত রোদ সমান নয়)। {الْحَرُورُ} এর ব্যাখ্যায় বলেন : অর্থাৎ উষ্ণতা সূর্য থেকে সৃষ্টি হয়।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَرُؤْبَةُ الْحَرُورُ :- হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. ও রুবা রহ. বলেন : الحرور অর্থ রাতের উত্তাপ আর السَّمُومُ অর্থ দিবসের উত্তাপ।

يُقَالُ يُولِجُ : সুরা ফাতিরের আয়াত {يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل} (তিনি দিবসকে রাতে আর রাতকে দিবসে প্রবেশ করান) {يولج} এর ব্যাখ্যায় বলেন : অর্থাৎ আচ্ছন্ন করেন।

{وَلِيجَةً} : সুরা তওবায় {وَلِيجَةً} (গোপনীয়তা রক্ষাকারী) এর ব্যাখ্যায় বলেন : যে বস্তু তোমরা অন্য কোন বস্তুতে প্রবেশ করাও।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَبِي ذَرٍّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ " تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ ". قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ " فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنَ لَهَا، وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتَسْتَأْذِنَ فَلاَ يُؤْذَنَ لَهَا، يُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ. فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} ".

সহজ তরজমা

২৯৮৩. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ. ......আবূ যার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আবূ যার রাযি.-কে বললেন, তুমি কি জান, সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর

রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তা যেতে যেতে আরশের নীচে গিয়ে সিজদায় পড়ে যায়। এরপর সে পুনঃ উদিত হওয়ার অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। আর অচিরেই এমন সময় আসবে যে, সিজদা করবে তা কবূল করা হবে না এবং সে অনুমতি চাইবে কিন্তু অনুমতি দেওয়া হবে না। তাকে বলা হবে যে পথে এসেছ, সে পথে ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে--এটাই মর্ম হল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ আর সূর্য গমন করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটাই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (৩৬:৩৮)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলে সূর্যে উপস্থাপনের বিবরণ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৫৪, তাফসীর অধ্যায়ের ৭০৯. তাওহীদ অধ্যায়ের ১১০৪. ১১০৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : প্রশ্নোত্তরসহ এই হাদীসের পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারীর ৯ম খ-ের কিতাবুত তাফসীরের ৫৩৩-৫৩৫ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الدَّانَاجُ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

সহজ তরজমা

২৯৮৪. মুসাদ্দাদ রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন চন্দ্র ও সূর্য উভয়কে লেপটিয়ে দেয়া হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা এগুলোকে আলোহীন তিমিরাচ্ছন্ন করে তাদেরকে সতর্ক তাদের সতর্ক করবেন,' তোমরা যাদের পূজা-অর্চনা করতে তাদের অবস্থা দেখো।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৫৪।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ. قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ. حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا"

সহজ তরজমা

২৯৮৫. ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইমান রহ. ....আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, কারো মৃত্যু এবং জন্মের কারণে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ হয় না, বরং এ দুইটোই আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। অতএব যখন তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে তখন সালাত আদায় করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা এগুলোকে আলোহীন তিমিরাচ্ছন্ন করে তাদেরকে সতর্ক তাদের সতর্ক করবেন,' তোমরা যাদের পূজা-অর্চনা করতে তাদের অবস্থা দেখো।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, 'গ্রহণ' হলো সূর্য চন্দ্রের দুটি অবস্থা। **হাদীসের পুনরাবৃত্তি :** বুখারীঃ ৪৫৪, ১৪৬ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ".

সহজ তরজমা

২৯৮৬. ইসমাঈল ইবনে আবূ উওয়াইস রহ. ....আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্র এ দু'টোই আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। অতএব যখন তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে তখন আল্লাহর যিকর করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, পূর্বের হাদীসের মতো।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৪, ৯. ৬২. ১০৩. ১৪৩ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৭২০ পৃষ্ঠায় সবিস্তর আসবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكَبَّرَ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " وَقَامَ كَمَا هُوَ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهْىَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهْىَ أَدْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلاً، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ " إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ ".

সহজ তরজমা

২৯৮৭. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, যেদিন সূর্য গ্রহণ হল, সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন। তারপর তাকবীর বললেন, এবং দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। তারপর দীর্ঘ রুকূ করলেন এরপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ এবং তিনি পূর্বের ন্যায় দাঁড়ালেন। আর দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন কিন্তু তা প্রথম কিরাআত থেকে কম ছিল। এরপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করলেন কিন্তু তা প্রথম রাকাআতের তুলনায় কম ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘ সিজদা করলেন। তিনি শেষ রাকাআতেও অনুরূপই করলেন, পরে সালাম ফিরালেন। এ সময় সূর্য উজ্জল হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি লোকজনকে লক্ষ্য করে খুতবা দিলেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে বললেন, অবশ্যই এ দু'টি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে থেকে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ-চন্দ্র গ্রহণ হয় না। অতএব যখনই তোমরা তা সংঘঠিত হতে দেখবে তখনই সালাতে ভয়-ভীতি নিয়ে ধাবিত হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, পূর্বের হাদীসের মতো।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৪-৪৫৫, ১৪২.১৪৪.১৪৫.১৬১ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

ব্যাখ্যা : প্রশ্নোত্তরসহ এই হাদীসের পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারীর ৯ম খণ্ডের কিতাবুত তাফসীরের ৫৩৩-৫৩৫ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ. وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا".

সহজ তরজমা

২৯৮৮. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. ......আবূ মাসঈদ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রহরহণ কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না বরং উভয়টি আল্লাহর নিদশন্রাবলীর মধ্যে থেকে দু'টি নিদর্শন। অতএব যখন তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে তখন সালাত আদায় করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।.

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৫, ১৪১. ১৪৪ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। 'গ্রহণের ' সময় নমায আদায় করা হবে। 'গ্রহণের নামায' সুপ্রমাণিত। বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারীর ৪র্থ খণ্ডের ২৫২ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

بَاب مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ.

১৯৮৯. পরিচ্ছেদ : তিনি মেঘের পূর্বে সুসংবাদ বহনকারী বায়ু প্রবাহিত করেন।

{قَاصِفًا} تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءٍ. {لَوَاقِحَ} مَلاَقِحَ مُلْقِحَةً. {إِعْصَارٌ} رِيحٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ. {صِرٌّ} بَرْدٌ {نُشُرًا} مُتَفَرِّقَةً.

{قَاصِفًا} : সুরা বনী ইসরাইলের ৬৯ আয়াত { فيرسل عليكم قاصفا من الريح } (অতপর তোমাদের বায়ুঝড় প্রেরণ করেন) {قَاصِفًا} এর ব্যাখ্যায় বলেন : এমন বাতাশ যা সব তছনছ করে দেয়।

{لَوَاقِحَ} : সুরা হিজরের ২২ আয়াত { وأرسلنا الرياح لواقح } (আমি মেঘবাহী বাতাশ পেরণ করি) {لَوَاقِحَ} এর ব্যাখ্যায় বলেন : لَوَاقِحَ ملاقح এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, মূলত এটা ملقحة এর বহুবচন। {لَوَاقِحَ} মূলত لاقحة এর বহুবচন, অর্থ : বুঝাবাহী, বহনকারী, অর্থাৎ পানিতে পরিপূর্ণ মেঘকে যে বাতাশ বহন করে।

{إِعْصَارٌ} : সুরা বাকারর ২৬৬ নং আয়াত { فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت } (অতপর সেই উদ্যানে অগ্নিবায়ূ প্রবাহিত হয়; ফলে তা জ্বালিয়ে দেয়) {إِعْصَارٌ} এর ব্যাখ্যায় বলেন : ভূমি থেকে খুঁটির আকৃতিতে আকাশ পানে উঠন্ত অগ্নিবাহী বাতাস।

{صِرٌّ} : সুরা আল ইমরানের আয়াত { كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم فأهلكت } (তার উপমা হীম বাতাশের মতো যা কোন কওমের শস্যক্ষেত্রে আঘাত হানে; ফলে তা ভূমির সাথে মিশে যায়) {صِرٌّ} এর ব্যাখ্যায় বলেন : ঠাণ্ডা। {نُشُرًا} এর অর্থ হলো, প্রথক পৃথক, বিচ্ছিন্ন।

{نُشُرًا} : সুরা আরাফ ও সুরা নামলে ব্যবহৃত نُشُرًا এর মধ্যে এক কিরাআত হলো -'নূন' হরকে যম্মা হবে'।

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ"

সহজ তরজমা

২৯৮৯. আদম রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, পুবালী বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, আর পশ্চিমের বায়ু দ্বারা আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল সুস্পষ্ট; কেননা হাদীসটি রহমতের বায়ু আলোচনা সম্বলিত।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৫, ১৪১ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৪৭১. ৫৮৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . عَنْ عَطَاءٍ . عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِي السَّمَاءِ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ . فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ . فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ { فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ } " الآيَةَ

সহজ তরজমা

২৯৯০. মাক্কী ইবনে ইবরাহীম রহ. ....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আকাশে মেঘ দেখতেন, তখন একবার সামনে অগ্রসর হতেন, আবার পেছনে সরে যেতেন। আবার কখনো ঘরে প্রবেশ করতেন, আবার বের হয়ে যেতেন আর তাঁর মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত। পরে যখন আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করত তখন তাঁর এ অবস্থা কেটে যেত। আয়িশা রাযি. এর কারণ জানতে চাইলে নবী ﷺ বলেন, আমি উপত্যকার অভিমুখে উক্ত মেঘমালা অগ্রসর হতে দেখল। (৪৬: ২৪)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল সুস্পষ্ট; কেননা হাদীসটি বায়ু ও বৃষ্টি সঞ্চালনকারী বায়ুর আলোচনা এসেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৫, ১৪০ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৭১৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

প্রশ্ন : ক্বওমের মাঝে অবস্থানকালে রাসূল ﷺ কিভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হলেন; অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم, (আপনি তাদের মাঝে থাকাকালে আল্লাহ তাআলা তাদের শাস্তি দেবেননা) ?

উত্তর : এই ঘটনার পর আয়াত নাযিল হয়েছে। (ফাতহুল বারী)

بَابُ ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ.

১৯৯০. পরিচ্ছেদ : ফেরেশতাদের আলোচনা

وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ { لَنَحْنُ الصَّافُّونَ } الْمَلَائِكَةُ.

আনাস বিন মালিক রাযি. বলেন : আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাযি. রাসূল ﷺ এর নিকট আবেদন করলেন : নিশ্চই ফেরেশতাদের মাঝে জিবরিল আমীনকে এহুদি জাতী শত্রুর মনে করে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সুরা সাফফাতের ১৬৫ নং আয়াত{وانا لنحن الصافون} (আমরা সারিবদ্ধভাবে থাকি) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফেরেশতা।الملائكة: হলো الملك এর বহুবচন। ইবনু সায়্যিদা বলেন : এই শব্দকে ملأك থেকে 'তাখফীফ' করা হয়েছে। যেমন:الشمائل হলো شمال এর বহুবচন।

জমহুর মুসলিম দার্শনিকগন বলেন : ফেরেশতা হলো এক সূক্ষ্মদেহের সৃষ্টি, যাকে বিভিন্নরূপ ধারণের শক্তি প্রদান করা হয়েছে। তাদের অবস্থান হলো আকাশে। (ফতহুল বারী) সাইদ বিন মুসাইয়াব রহ. বলেন : ফেরেশতারা নারী-পুরুষ কোন জাতের নয়। তারা কিছুই পানাহার করেনা। বিয়ে করেনা এবং সন্তান জন্ম দেয়না। (ফতহুল বারী)

https://e-ilm.weebly.com/

আর বিশুদ্ধতম মত হলো, সকল ফেরেশতারা আম্বিয়া আ. এর মতো নিষ্পাপ। তাদের মূল অবস্থা হলো: يفعلون ما يؤمرون 'তাদের যে নির্দেশ দেওয়া হয় তারা তা পালন করেন'।

ইমাম বুখারী রহ. আম্বিয়া আ. এর পূর্বে ফেরেশতাদের আলোচনা এনেছেন। অগ্রে আনার উদ্দেশ্য নবীদের উপর ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য নয়; সৃষ্টিতে তাদরে অগ্রগণ্যতা বুঝানোর জন্য। অধিকন্তু কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলা নবীদের পূর্বে ফেরেশতাদের আলোচনা এনেছেন। যেমন :- আল্লাহ তাআলার বানী: كمن أمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله

আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফতহুল বারী, উমদাতুল কারী ইত্যাদি ব্যাখ্যাগ্রন্থ অধ্যয়ন করুন।

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ.. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، وَهِشَامٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ ـ وَذَكَرَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ـ فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ، ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ، قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَى فَقَالاَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ، قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قِيلَ نَعَمْ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ مَرْحَبًا مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْنَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى، فَسَلَّمْتُ [عَلَيْهِ] فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى فَقِيلَ مَا أَبْكَاكَ قَالَ يَا رَبِّ هَذَا الْغُلاَمُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ، قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنٍ وَنَبِيٍّ فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ

https://e-ilm.weebly.com/

سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ. وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلاَلُ هَجَرٍ، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ. فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ. ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاَةً. فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى. فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاَةً. قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ. عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ. وَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ. فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ. فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ. فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ. ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمَّ ثَلاَثِينَ. ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِينَ. ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا. فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ. فَجَعَلَهَا خَمْسًا. فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا. فَقَالَ مِثْلَهُ. قُلْتُ سَلَّمْتُ بِخَيْرٍ. فَنُودِيَ إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي. وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا".

وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "فِي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ".

সহজ তরজমা

২৯৯১. হুদবা ইবনে খালিদ ও খলিফা (ইবনে খাইয়াত) রহ. ....মালিক ইবনে সা'সা'আ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি কাবা ঘরের নিকট নিদ্রা ও জাগরণ-এ দু' অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। এরপর তিনি দু' ব্যক্তির মাঝে অপর এক ব্যক্তি অর্থাৎ নিজের অবস্থা উল্লেখ করে বললেন, আমার নিকট স্বর্ণের একটি তশতরী নিয়ে আসা হল-যা হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। তাপর আমার বুক থেকে পেটের নীচ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হল। এরপর আমার পেটে যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলা হল। তারপর হিকমত ও ঈমান পরিপূর্ণ করা হল এবং আমার নিকট সাদা চতুষ্পদ জন্তু আনা হল, যা খচ্চর হতে ছোট আর গাধা থেকে বড় অর্থাৎ বুরাক। এরপর তাতে আরোহণ করে আমি জিবরাঈল আ. সহ চলতে চলতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে গিয়ে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা হল, এ কে? উত্তরে বলা হল, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? উত্তর দেওয়া হল মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ, তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমিাদম আ.-এর কাছে গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, পুত্র ও নবী! তোমার প্রতি ধন্যবাদ। এরপর আমরা দ্বিতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ঈসা ও ইয়াহইয়া আ.-এর নিকট আসলাম। তাঁরা উভয়ে বললেন, ভাই ও নবী! আপনার প্রতি ধন্যবাদ। তারপর আমরা তৃতীয় আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ইউসুফ আ.-এর নিকট গেলাম। তাঁকোমি সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। এরপর আমরা চতুর্থ আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ইদ্রিস আ.-এর নিকট গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। এরপর আমরা পঞ্চম আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি

https://e-ilm.weebly.com/

জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমরা হারুন আ.-এর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী। আপনাধেন্যবাদ। তারপর ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি মূসা আ.-এর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী আপনাকে ধন্যবাদ। তারপর আমি যখন তাঁর কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কাঁধছেন কেন? তিনি বলেছেন, হে রব! এ ব্যক্তি যে আমার পপপ্রেরিত, তাঁর উম্মাত আমার উম্মাতের চেয়ে অধিক পরিমাণে বেহেশতে যাবে। এরপর আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ইবরাহীম আ.-এর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, হে পুত্র ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। এরপর বায়তুল মায়মারকে আমার সামনে প্রকাশ করা হল। আমি জিবরাঈল আ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটি বায়তুল মামুর। প্রতিদিন এখানে সত্তর হাজার ফিরিশতা সালাত আদায় করেন। এরা এখান থেকে একবার বের হলে দ্বিতীয় বার ফিরে আসে না। এটাই তাদের শেষ প্রবেশ। তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা দেখানো হল। দেখলাম, এর ফল যেন, হাজার নামক স্থানের মটকার ন্যায়। আর তার পাতা যেন হাতীর কান। তার মূল দেশে চারটি ঝরনা প্রবাহিত।' দু'টি অভ্যন্তরে আর দু'টি বাইরে। এ সম্পর্কে আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, অভ্যন্তরে দু'টি জান্নাতে অবস্থিত। আর বাইরের দু'টির একটি হল (ইরাকের) ফুরাত আর অপরটি হল (মিশরের) নীল নদ) তারপর আমি প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। আমি তা গ্রহণ করে মূসা আ.-এর কাছে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, কি করে এলেন? আমি বললাম, আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি আপনার চেয়ে মানুষ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত আছি। আমি বনী ইসরাঈলের চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছি আর আপনার উম্মাত এত (সালাত আদায়ে) সমর্থ হবে না। অতএব আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং তা কমানোর অনুরোধ করুন। আমি ফিরে গেলাম এবং তাঁর নিকট আবেদন করলাম। তিনি সালাত চল্লিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। পুনরায় অনুরূপ ঘটল। আর সালাতও ত্রিশ ওয়াক্ত করে দেওয়া হল। পুনরায় অনুরূপ ঘটলে তিনি সালাত বিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবার অনুরূপ হল। তিনি সালাতকে দশ ওয়াক্ত করে দিলেন। এরপর আমি মূসা আ.-এর কাছে আসলাম। তিনি পূর্বের ন্যায় বললেন, এবার আল্লাহ সালাতকে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করে দিলেন। আমি মূসার নিকট আসলাম। তিনি বললেন, কি করে আসলেন? আমি বললাম, আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করে দিয়েছেন। এবারও তিনি পূর্বের ন্যায় বললেন, আমি বললাম, আমি তা মেনে নিয়েছে। তখন আওয়ায এল, আমি আমার ফরয জারি করে দিয়েছি। আর আমার বান্দাদের থেকে হালকা করে দিয়েছে। আর আমি প্রতিটি পূণ্যের জন্য দশ গুণ সওয়াব দিব। আর বায়তুল মামুর সম্পর্কে হাম্মাম রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণণা করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল সুস্পষ্ট; কেননা হাদীসটিতে জিবরাইল আ. এর আলোচনা বর্তমান।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৫-৪৫৬, সংক্ষিপ্তাকারে ৪৮১. ৪৮৭. ৫৪৮ ইত্যাদি পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ".

সহজ তরজমা

২৯৯২. হাসান ইবনে রাবী রহ. .....যায়দ ইবনে ওহাব রাযি. থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, সত্যবাদীরূপে স্বীকৃত রাসূল ﷺ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, নিশ্চই তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপকরণ নিজ নিজ মাতৃগর্ভে চলিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে, এরপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে চলিশ দিন অবস্থান করে। এরপর তা মাংস পিন্ডে পরিণত হয়ে (আগের ন্যায় চলিশ দিন) থাকে। এরপর আল্লাহ একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁকে (ফিরিশতাকে) লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার আমল, তার রিযক, তার জীবনকালে এবং সে কি পাপী হবে না পূণ্যবান হবে। এরপর তার মধ্যে আত্মা ফুকে দেওয়া হয়। কাজেই তোমাদের কোন ব্যক্তি আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে, এমন সময় তার আমলনামা তার উপর অগ্রগামী হয়। ফলে সে জান্নাবাসীর মত আমল করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৬, ৪২৯. ৯৭৬. ১১১০ পৃষ্ঠায় আসবে। মুসলিম তিরমিযি ইত্যাদি কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : শুক্রানো গর্ভস্থ হওয়ার পর থেকেই ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশে বিভিন্ন ধরণের হস্তক্ষেপ শুরু করেন; এমনকি প্রসব পর্যন্ত এ ধারা অব্যহত থাকে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

بأربعة كلمات : শব্দ ব্যবহার হয়েছে। আর কোন কোন হাদীসে بأربع كلمات ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ মুয়ান্নাস ব্যবহৃত হয়েছে' অথচ নিয়াম অনুযায়ী মুযাক্কার কালিমা ববহৃত হওয়া দরকার। আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. বলেছেন : 'মাদূদ' অস্পষ্ট হলে 'আদদ' মুযাক্কার ও মুয়ান্নাস উভয়টিই জায়েয।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَتَابَعَهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحْبِبْهُ. فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ ".

সহজ তরজমা

২৯৯৩. মুহাম্মদ ইবনে সালাম রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি জিবরাঈল আ.-কে ডেকে বলেন, নিশ্চই আল্লাহ অমুক বান্দাকে

https://e-ilm.weebly.com/

ভালবাসেন, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিব্রাঈল আ.-ও তাকে ভালবাসেন এবং জিব্রাঈল আ. আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন। কাজেই তোমরা তাকে ভালবাস। তখন আকাশবাসী তাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর পৃথিবীতেও তাকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, نَادَى جِبْرِيلُ হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৬, ৪৫৬. ৮৯২. ৮৯২. ১১১৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ ـ وَهُوَ السَّحَابُ ـ فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ، فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ".

সহজ তরজমা

২৯৯৪. মুহাম্মদ (ইবনে ইয়াহইয়া) রহ. ....নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, ফিরিশতাগণ মেঘমালার উপরে অবতরণ করেন এবং আকাশে (আল্লাহর) মীমাংশাকৃত বিধান আলোচনা করেন। তখন শয়তানেরা চুরি করে শুনার চেষ্টা করে এবং তার কিছু শুনেও ফেলে। এরপর তারা তা গনকের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং তারা তার সেই শুনা কথার সাথে নিজেদের পক্ষ থেকে আরো শত মিথ্যা মিলিয়ে (মানুষের কাছে) বলে থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, الْمَلَائِكَةَ হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৬, ৪৬৪. ৮৫৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : আল্লামা আইনী রহ. বলেন: মুহাম্মদ তিনি এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহয়া আয়যুহালী। الْعَنَانِ 'আইনে' ফাতহা আর 'নূন' মুখাফফাফ হবে। অনেক বর্ণনাকারী এর ব্যাখ্যায় বলেছেন : এর অর্থ হলো, মেঘ। ব্যাখ্যাকারের পক্ষ থেকে الْعَنَانِ শব্দের ব্যাখ্যা এরূপ। السحاب দ্বারা রূপক অর্থে السماء বুঝানো হয়, যেমন: السماء দ্বারা রূপক অর্থে السحاب বুঝানো হয়েছে কুরআনের এই আয়াতে : أنزلنا من السماء ماء طهورا 'আমি মেঘ থেকে পূত-পবিত্র পানি বর্ষণ করি'। এখানে السحاب দ্বারা الْعَنَانِ এর ব্যাখ্যা মূলত 'ইদরাজুর রাওয়ী' (বর্ণনাকারী পক্ষ থেকে সংযোজন); তাই এখানে الْعَنَانِ দ্বারা السماء উদ্দেশ্য আর এটা দ্বিতীয় হাদীসের জন্য খুব সামঞ্জস্যশীল। বিস্তারিত জানার জন্য মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ডের 'তাহরীমুল কাহানা' অধ্যায়ের বর্ণনাগুলো দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَالأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَائِكَةُ، يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ ".

সহজ তরজমা

২৯৯৫. আহমদ ইবনে ইউনুস রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'যখন জুমুআর দিন হয় তখন মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফিরিশতা এসে দাঁড়িয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি প্রথম মসজিদে এসে প্রবেশ করে, তার নাম লিখে নেয়। তারপর পরবর্তীদের পর্যায়ক্রমে নাম। ইমাম যখন (মিম্বারে) বসে পড়ের তখন তারা এসব লিখিত পুসিত্মকা বন্ধ করে দেন এবং তারা মসজিদে এসে যিক্র (খুতবা) শুনতে থাকেন।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, الْمَلَائِكَةُ হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৬, ১২১. ১২৭ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ، فَقَالَ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ، أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ". قَالَ نَعَمْ.

সহজ তরজমা

২৯৯৬. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ......সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রাযি. থেকে বীর্ণত, তিনি বলেন, একদা উমর রাযি. মসজিদে নববীতে আগমন করেন, তখন হাসসান ইবনে সাবিত রাযি. কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। (উমর রাযি. তাঁকে বাঁধা দিলেন) তখন তিনি বললেন, এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতিতেও আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম। তারপর তিনি আবূ হুরায়রা রাযি.-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি; আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে,তুমি আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। "হে আল্লাহ! আপনি তাকে রুহুল কুদুস (জিবরাঈল আ. দ্বারা সাহায্য করুন।" তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, بِرُوحِ الْقُدُسِ হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে; কেননা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত জিবরাঈল আ.।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৬, ৬৪. ৯০৯ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَسَّانَ " اهْجُهُمْ ـ أَوْ هَاجِهِمْ ـ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ ".

সহজ তরজমা

২৯৯৭. হাফস ইবনে উমর রহ. ....বারা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাসসান রাযি.-কে বলেছেন, তুমি তাদের (কাফিরদের) কুৎসা বর্ণনা কর অথবা তাদের কুৎসার উত্তর দাও। তোমার সাথে (সাহায্যার্থে) জিব্রাঈল আ. আছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, وَجِبْرِيلُ مَعَكَ. হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৬-৪৫৭, মাগাযী অধ্যায়ের ৫৯১. ৯০৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ. سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. ﷺ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى غُبَارٍ سَاطِعٍ فِي سِكَّةِ بَنِي غَنْمٍ. زَادَ مُوسَى مَوْكِبَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

সহজ তরজমা

২৯৯৮. ইসহাক রহ. .....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বীর্ণত, তিনি বলেন, আমি যেন বানূ গানমের গলিতে উর্ধ্বে উত্থিত ধুলা স্বয়ং দেখতে পাচ্ছি আর (রাবী) মূসা এতটুকু বাড়িয়ে বলেছেন, জিব্রাঈলের বাহনের পদচালনা করান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, مَوْكِبَ جِبْرِيلَ হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৭, মাগাযী অধ্যায়ের ৫৯১পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : যখন নবী কারীম ﷺ বনী কুরাইযার অভিমুখে রওনা করেন এটা তখনকার ঘটনা। মাগাযী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা গিয়েছে।

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ. سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ قَالَ " كُلُّ ذَاكَ يَأْتِي الْمَلَكُ أَحْيَانًا فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ. فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ. وَيَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ أَحْيَانًا رَجُلًا. فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ ".

সহজ তরজমা

২৯৯৯. ফারওয়াহ্ রহ. ....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, হারিস ইবনে হিশাম রাযি. নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিকট ওহয় কিরূপে আস? তিনি বললেন, 'এর সব ধরণের ওহী নিয়ে ফিরিশ্তা আসেন। কোন কোন সময় ঘন্টার আওয়াজের ন্যায় শব্দ করে (আসে) যখন ওহী আমার নিকট আসা শেষ হয়ে যায়, তখন তিনি যা বলেছেন আমি তা মুখস্ত করে ফেলি। আর এরূপ শব্দ করে ওহী আসাটা আমার নিকট কঠিন মনে হয়। কখনও কখনও ফিরিশতা আমার কাছে মানুষের আকৃতিতে আসেন এবং আমার সাথে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্ত করে নেই।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, الْمَلَكُ أَحْيَانًا (উভয়স্থানে ফেরেশতার অবস্থান) হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৭, ২ পৃষ্ঠায় গিয়েছে। মুসলিমের ২৫৭, তিরমিযি ২য় খ-র ২০৪, নাসায়ীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারীর ১ম খ-র ১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ أَيْ فُلُ هَلُمَّ ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ "

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩০০০. আদম রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন কিছু জোড়ায় জোড়ায় দান করবে, তাকে জান্নাতের তত্ত্বাবধায়কগণ ডাকতে থাকবে, হে অমুক ব্যক্তি! এদিকে আস। তখন আবূ বকর রাযি. বললেন, এমন ব্যক্তি সে তো এমন ব্যক্তি যার কোন ধ্বংস নেই। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি আশা করি, তুমি তাদের একজন হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল :শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, خَزَنَةُ الْجَنَّةِ হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে; কেননা মূলত তারা হলেন ফেরেশতা।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৭, ২৫৪. ৩৯৮ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৫৩২. ৯১৫. ৯৩২. ৯২৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا " يَا عَائِشَةُ. هٰذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ ". فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. تَرَى مَا لَا أَرَى. تُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩০০১. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁকে বললেন, হে আয়িশা! এই যে জিবরাঈল আ. তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, তাঁর প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আপনি তো এমন কিছু দেখেন যা আমি দেখতে পাই না। একথা দ্বারা যিনি নবী ﷺ-কে উদ্দেশ্য করেছেন।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল :শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, هٰذَا جِبْرِيلُ হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৭, ৫৩২. ৯১৫. ৯৩২. ৯৬৩. ৯৬৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ. ح قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِجِبْرِيلَ " أَلَا تَزُورُنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا " قَالَ فَنَزَلَتْ {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا} الآيَةَ.

সহজ তরজমা

৩০০২. আবূ নু'আইম রহ ও ইয়াহইয়া ইবনে জাফর রহ. ..... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেণ, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈল আ.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার নিকট যতবার আসেন তার চেয়ে বেশী কেন আমার সাথে দেখা করেন না? রাবী বলেন, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ আর আমরা আপনার রবের নির্দেশ ব্যতীত আসতে পারি না। আমাদের সামনে এবং আমাদের পিছনে যা কিছু আছে সবই তাঁর নিয়ন্ত্রনে। (সূরা মারয়ামঃ ৬৪)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল :শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, لِجِبْرِيلَ হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৭, ৬৯১. ১১১১ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : একবার জিবরাঈল আ. কয়েকদিন যাবত আসেননি; এদিকে রাসুল ﷺ অস্থির ছিলেন। অধিকন্তু কাফেরর বলতে শুরু করলো: মুহাম্মদের প্রভূ তার থেকে আত্মগোপন করে তাঁকে ত্যাগ করেছে। এই অপবাদে রাসুল ﷺ এর মন আরো ভেঙ্গে গেল। পরিশেষে জিবরাঈল আ. আসলে, রাসুল ﷺ এতদিন না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন; আর অন্য হাদীসে আছে, রাসুল ﷺ বললেন : 'তুমি পরিমাণে বেশী আসনা কেন ?' আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল আ. কে উত্তর শিখিয়ে দিলেন, তুমি বলো: আল্লাহ তাআলার এই ফরমান জিবরাঈল আমীনের ভাষায় 'আমি আদিষ্ট, যখন আল্লাহ তাআলার হুকুম আসে আমি তা মান্য করি। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ছাড়া আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত হতে সক্ষম নই'।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ. عَنْ يُونُسَ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ. فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ".

সহজ তরজমা

৩০০৩. ইসমাঈল (রে)..............ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জিবরাঈল আ. আমাকে এক আনঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পাঠ করে শুনিয়েছেন। কিন্তু আমি সর্বদা তাঁর নিকট অধিক ভাষায় পাঠ করে শুনাতে চাইতাম। অবশেষে তা সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় সমাপ্ত হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, جبريل হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৭, وباب فى التفسير র অধ্যায়ের ৬৯১. ১১১১. ৭৪৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারীর ৯ম খ-ের কিতাবুত তাফসীর অধ্যয়ন করুন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ. وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَفَاطِمَةُ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ.

সহজ তরজমা

৩০০৪. মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বীর্ণত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দানশীল ছিলেন আর রমযান মাসে যখন জিবরাঈল আ. তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি আরো বেশী দানশীল হয়ে যেতেন। জিবরাঈল রাযি. রমযানের প্রত্যেক রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন। তখন রাসূলুল্লাহন ﷺ তাঁকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যখন জিবরাঈল আ. দেখা করতেন, তখন তিনি মানুষের কল্যাণে প্রেরিত বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল হতেন। আবদুল্লাহ রহ হতে বর্ণিত। মা'মার রহ এ সনদে অনুরূপ হাদীস বণর্ণা করেছেন আর আবূ হুরায়রা রাযি. এবং ফাতিমা রাযি. নবী ﷺ থেকে يدارسه القران এর স্থলে يعارضه القران বর্ণনা করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, جِبْرِيلُ হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে জিবরাঈল আমীনের দুই স্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৫৭, ৩. ৩৫৫ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৫০৩. ৭৪৮ পৃষ্ঠায় আসবে। আবু হুরাইরা রাযি. ও ফাতেমা রাযি. জিবরাইল কর্তৃক কুরআন উপস্থাপনের হাদীস এবং আবু হুরাইরা রাযি. এর হাদীস 'ফাযাইলুল কুরআন' অধ্যায়ে এবং নবী কারীম ﷺ এর কাছে কুরআন উপস্থাপনের হাদীস ৭৪৮ পৃষ্ঠায় আর ফাতেমা রাযি. এর হাদীস 'আল্লামাত' অধ্যায়ের ৫১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারীর ১ম খণ্ডের ১৪৫ অধ্যয়ন করুন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ. قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ". يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.

সহজ তরজমা

৩০০৫. কুতাইবা রহ. ......ইবনে শিহাব রাযি. থেকে বর্ণিত, একবার উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ আসরের সালাত কিছুটা দেরী করে আদায় করলেন। তখন তাঁকে উরওয়া রাযি. বললেন, একবার জিবরাঈল আ. আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইমাম হয়ে সালাত আদায় করলেন। তা শুনে উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ বললেন, হে উরওয়া! কি বলছ, চিন্তা কর। উত্তরে তিনি বললেন, আমি বশীর ইবনে আবূ মাসউদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, একবার জিবরাঈল আ. আসলেন, এরপর তিনি আমার ইমামতি করলেন এবং তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। এরপর আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। তারপরও আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। তারপরও আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। এ সময় তিনি তাঁর আঙুলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত গুনছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, نَزَلَ جِبْرِيلُ হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৫৭, ৭৫ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৫৭১ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " قَالَ لِي جِبْرِيلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَوْ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ، قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ ".

সহজ তরজমা

৩০০৬. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. ......আবূ যার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, একবার জিব্রাঈল আ. আমাকে বললেন, আপনার উম্মাত থেকে যদি এমন ব্যক্তি মারা যায়, যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে নাই, তবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে কিংবা তিনি বলেছেন, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। নবী ﷺ বললেন, যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে। জিবরাঈল আ. বললেন, যদিও (সে যিনা করে ও চুরি করে তবুও)।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, جِبْرِيلُ হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৭, ১৬৫. ৩২১পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৮৬৭. ৯২৭. ৯৫৩. ৯৫৪. ১১১৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " الْمَلاَئِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ، مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ، فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ ‏{‏عِبَادِي‏}‏ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ ‏"‏‏.‏

সহজ তরজমা

৩০০৭. আবুল ইয়ামান রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ফিরিশতাগণ এক দলের পেছনের আর একদল আগমন করেন। একদল ফিরিশতা রাতে আসেন আর একদল ফিরিশতা দিনে আগমন করেন। তাঁরা ফজর ও আসর সালাতে একত্রিত হয়ে থাকেন। তারপর যারা তোমাদের কাছে রাত্রিযাপন করছিল তারা আল্লাহর কাছে উর্ধ্বে চলে যান। তখন তিনি তাদেরকে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। অথচ তিনি তাদের চেয়ে এ সম্পর্কে স চেয়ে বেশী অবহিত আছেন। তখন তিনি বলেন, তোমরা আমার বান্দাহকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো? উত্তরে তারা বলেন, আমরা তাদের সালাতের অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর আমরা তাদের কাছে সালাতের অবস্থাতেই পৌঁছেছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল, الْمَلاَئِكَةُ হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৭, ১৬৫. ৭৯ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ১১০৫. ১১১৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারীর ৩য় খণ্ডের ১৫৪ অধ্যয়ন করুন।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. আপন অভ্যাস পরিপন্থি এই অধ্যায়ে ত্রিশটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। বুখারী শরীফের অন্য কোন অধ্যায়ে এতো হাদীস তিনি উল্লেখ করেননি। এতো এতো হাদীস উল্লেখের মাধ্যমে ইমাম বুখারী রহ. ফেরেশতাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চান এবং ফেরেশতা অস্বিকারকারীদের রদ করতে চান। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ.

وَالْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

১৯৯৯১. পরিচ্ছেদ : যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে আর আকাশে ফেরেশতারা আমীন বলে; যার আমীন ফেরেশতার আমীনের সাথে মিলে যায় তার পিছনে সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ. أَنَّ نَافِعًا. حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ حَشَوْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وِسَادَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ كَأَنَّهَا نُمْرُقَةٌ. فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ. فَقُلْتُ مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ " مَا بَالُ هَذِهِ الْوِسَادَةِ ". قَالَتْ وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا. قَالَ " أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ. وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ".

সহজ তরজমা

৩০০৮. মুহাম্মদ রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর জন্য প্রাণীর ছবিযুক্ত একটি বালিম তৈরী করেছিলাম। যেন তা একটি ছোট গদী। এরপর তিনি এসে দু'দরজার মাঝখানে দাঁড়ালেন এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কি অপরাধ হয়েছে? তিনি বললেন, এ বালিশটি কেন? আমি বললাম, এ বালিশটি আপনি এর উপর ঠেস দিয়ে বসতে পারেন আমি সে জন্য তৈরী করেছি। নবী ﷺ বললেন, (হে আয়িশা রাযি.) তুমি কি জান না?) যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে, সেখানে (রহমতের) ফিরিশতা প্রবেশ করেন না? আর যে ব্যক্তি প্রাণীর ছবি আকে তাকে কিয়ামতের দিন শাসিত্ম দেওয়া হবে? তাকে (আল্লাহ) বলবেন, 'তুমি যে প্রাণীর ছবি বানিয়েছ, এখন তাকে প্রাণ দান কর।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীসের মিল হলো, রাসুল ﷺ এর বানীতে ফেরেশতাদের আলোচনা। শিরোনামের প্রতিটি হাদীসে ফেরেশতাদের আলোচনা রয়েছে। আর এটাই শিরোনামের সাথে সকল হাদীসের মিল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৮, ২৮৩ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৭৭৮. ৭৮০. ৭৮১. ১১২৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝে আসে, কোন প্রাণীর চবি অঙ্কণ করা অথবা রাখা জায়েয নেই। হাঁ ! বিশেষ প্রয়োজনে রাখা যেতে পারে। ৬ষ্ঠ খণ্ডে মাসআলাটি গিয়েছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ. يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ ".

সহজ তরজমা

৩০০৯. ইবনেমুকাতিল রহ. ..... আবূ তালহা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ঘরে কুকুর থাকে আর প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৮, ৪৫৮. ৪৬৮. মাগাযী অধ্যায়ের ৫৭০. ৮৮০ পৃষ্ঠায় আসবে। মুসলিম ও তিরমিযিতেও উল্লেখ আছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا عَمْرٌو. أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ. حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ. رضي الله عنه. حَدَّثَهُ وَمَعَ. بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُ اللهِ الْخَوْلاَنِيُّ الَّذِي كَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ". قَالَ بُسْرٌ فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ. فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ. فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلاَنِيِّ أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ فَقَالَ إِنَّهُ قَالَ " إِلاَّ رَقْمٌ فِي ثَوْبٍ ". أَلاَ سَمِعْتَهُ قُلْتُ لاَ. قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرَهُ.

সহজ তরজমা

৩০১০. আহমদ রহ. ...... আবূ তালহা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশতা প্রবেশ করেন না।' বুসর রহ বলেন, এরপর যায়িদ ইবনে খালিদ রাযি. অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা তাঁর শুশ্রূষার জন্য গেলাম। তখন আমরা তাঁর ঘরে একটি পর্দায় কিছু ছবি দেখতে পেলাম। তখন আমি (বুসর) ওবায়দুল্লাহ খাওলানী রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কি আমাদের নিকট ছবি সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করেননি? তখন তিনি বললেন, তিনি (যায়িদ ইবনে খালিদ রহ বলেছেন, প্রাণীর (ছবি নিষিদ্ধ) তবে কাপড়ের মধ্যে কিছু অঙ্কন করা নিষিদ্ধ নয়, তুমি কি তা শুননি? আমি (বুসর) বললাম, না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি তা বর্ণণা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীস থেকে শিরোনামের শেষ হাদীস পর্যন্ত মিল প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৫৮, ৪৫৮পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৪৬৮. মাগাযী অধ্যায়ের ৫৭০. ৮৮০. ৮৮১ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ. قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ. عَنْ سَالِمٍ. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ وَعَدَ النَّبِيَّ ﷺ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ.

সহজ তরজমা

৩০১১. ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইমান রহ. ....সালিম রাযি. তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জিবরাঈল আ. নবী ﷺ-কে (সাক্ষাতে) ওয়াদা দিয়েছিলেন। (কিন্তু তিনি সময় মত আসেন নি। নবী ﷺ-এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন, আমরা ঐ ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে ছবি এবং কুকুর থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীস থেকে শিরোনামের শেষ হাদীস পর্যন্ত মিল প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ. عَنْ سُمَيٍّ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

সহজ তরজমা

৩০১২. ইসমাঈল রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, (সালাতে) ইমাম যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তখন তোমরা বলবে اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক। আপনার জন্য সকল প্রশংসা) কেননা যার এ উক্তি ফিরিশ্‌তাগণের উক্তির অনুরূপ হবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীস থেকে শিরোনামের শেষ হাদীস পর্যন্ত মিল প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৮, ১০৯ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلاَئِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ. مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلاَتِهِ أَوْ يُحْدِثْ ".

সহজ তরজমা

৩০১৩. ইব্রাহীম ইবনে মুনযির রহ. ....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতে রত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশ্‌তাগণ এ বলে দুআ করতে থাকে, হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন; হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন (এ দুআ চলতে থাকবে) যতক্ষণ পর্যন্ত লোকটি সালাত ছেড়ে না দাঁড়াবে অথবা তার উযূ ভঙ্গ না হবে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে এই হাদীস থেকে শিরোনামের শেষ হাদীস পর্যন্ত মিল প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৮, ৬৩. ৬৯. ৮৯. ৯০. ২৮৪ গিয়েছে

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ}. قَالَ سُفْيَانُ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ وَنَادَوْا يَا مَالِ.

সহজ তরজমা

৩০১৪. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ..... সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা রাযি. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে মিম্বারে উঠে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি: وَنَادَوْا يَا مَالِكُ (আর তারা ডাকল, হে মালিক) (মালিক জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশ্‌তার নাম)। সুফিয়ান রহ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর কিরাআত وَنَادَوْا يَا مَالِكُ স্থলে وَنَادَوْا يَا مَالِ রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : মালিক দোযখের দারগা -যিনি একজন ফেরেশতা- সুতরাং শিরোনামের উদ্দেশ্য তথা ফেরেশতার আলোচনা প্রমাণিত হলো।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৮, ৪৬২. ৭১৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ قَالَ " لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ،

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ. فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ. فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ ذٰلِكَ فِيمَا شِئْتَ. إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمِ الأَخْشَبَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا"

সহজ তরজমা

৩০১৫. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, উহুদের দিনের চাইতে কঠিন কোন দিন আপনার উপর এসেছিল? তিনি বললেন, আমি তোমার কাউম থেকে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তা তো হয়েছি। তাদের চেয়ে সব চেয়ে বেশী কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, আকাবার দিন আমি যখন নিজেকে ইবনে আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদের কলালের নিকট পেশ করেছিলাম। আমি যা চেয়েছিলাম, সে তাঁর জবাব দেয়নি। তখন আমি এমন বিষন্ন চেহারা নিয়ে ফিরে এলাম যে, কারণুস সাআলিবে পৌঁছা পর্যন্ত আমার চিন্তা লাঘব হয়নি। তখন আমি মাথা উপরে উঠালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম এক টোকরো মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি সে দিকে দৃষ্টি দিলাম। তার মধ্যে ছিলেন জিবরাঈল আ.। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার কাউম আপনাকে যা বলেছে এবং তারা প্রতি উত্তরে যা বলেছে তা সবই আল্লাহ শুনেছেন। তিনি আপনার কাছে পাহাড়ের (দায়িত্বে নিয়োজিত) ফিরিশতাকে পাঠিয়েছেন। এদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছা আপনি তাঁকে হুকুম দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফিরিশতা আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। তারপর বললেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি যদি চান, তাহলে আমি তাদের উপর আখশাবাইনকে চাপিয়ে দিব। উত্তরে নবী ﷺ বললেন, (না, তা হতে পারে না) বরং আমি আশা করি মহানালাহ তাদের বংশ থেকে এমন সমন্তান জন্ম দেবেন যে, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৫৮, ৪৬২. ১০৯৯ পৃষ্ঠায় আসবে। মুসলিমের মাগাযী অধ্যায়ে, নাসায়ীর নাউত অধ্যায়ে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : يَوْمَ الْعَقَبَةِ:- আকাবা হলো, মিনার একটি স্থানের নাম। এর দিকে সম্পৃক্ত করে জামরাতুল আকাবা বলা হয়। إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي :- নবুউতের ১০ম সনের শাওওয়াল মাসে আমাকে উপস্থাপন করা হয়। (উমদা)

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা রাযি. ও আবু তালেবের ইন্তিকালের পর মক্কার কাফেরদের অত্যাচর নিপীড়ন দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল; তাই হুযুর ﷺ ব্যথিত মনে তায়েফে গমন করেন, এই আশায় হয়ত তরা সমব্যথী হবে এবং ইসলাম গ্রহণ করবে। তায়েফের তিন নেতা সহোদর ভাই 'আবদ ইয়ালিল, হাবীব, মাসউদ' এর কাছে রাসূল ﷺ গমন করে ইসলামের দাওয়াত দেন। আপন কওম মক্কাবাসীর সংবাদ দেন, তারা ইসলাম অপছন্দ করে এবং ভুল পন্থা অবলম্বন করেছে। কিন্তু এই হতভাগারা হুযুর ﷺ এর দাওয়াত খুব জঘন্যভাবে গ্রহণ করে। তারা এতটুকুতে ক্ষান্ত হয়নি; বরং বাজারী দুষ্ট প্রকৃতির ভবঘুরেদের পিছনে লেলিয়ে দেয়। ফলে তারা রাসূল ﷺ কে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে থাকে; যার দরুণ রাসূল ﷺ রক্তে রঞ্জিত হয়ে যান। কিন্তু ফেরেশতারা যখন মক্কাবাসীকে পিষে ফেলার অনুমতি প্রর্থনা করে তখন রাসূল ﷺ তাদের নিপাতের অনুমতি দেননি।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ. قَالَ سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ. تَعَالَى {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى • فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩০১৬. কুতাইবা রহ. .....আবূ ইসহাক শায়বানী রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যির ইবনে হুবাইস রাযি.-কে মহান আল্লাহ এ বাণীঃ "ফলে তাদের মধ্যে দু' ধনুকের পরিমাণ বা তার চেয়েও কম ব্যবধান রইল। তখন আল্লাহ তার বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলে" (৫৩: ৯-১০) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ইবনে মাসউদ রাযি. আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ জিবরাঈল আ.-কে দেখেছেন তাঁর ছয়শ'টি ডানা ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৮, তাফসীর অধ্যায়ের ৭২০. ৭২০ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَلْقَمَةَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. ﷺ - {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} قَالَ رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ سَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ.

সহজ তরজমা

৩০১৭. হাফস ইবনে ইবনে উমর রহ. ....আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতঃ "নিশ্চয়ই তিনি তাঁর রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছেন" (৫৩ঃ ১৮)-এর মর্মার্থে বলেন, তিনি (নবী ﷺ সবুজ বর্ণের রফরফ দেখেছেন, যা আকাশের দিগন্তকে ঢেকে রেখেছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৮, তাফসীর অধ্যায়ের ৭২০ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ. عَنِ ابْنِ عَوْنٍ. أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ. وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ. وَخَلْقُهُ سَادٌّ مَا بَيْنَ الأُفُقِ.

সহজ তরজমা

৩০১৮. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইসমাঈল রহ. .....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মনে করবে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন, সে ব্যক্তি বিরাট ভুল করবে। বরং তিনি জিবরাঈল আ.-কে তাঁর আসল আকৃতি এবং অবয়ব দেখেছেন। তিনি আকাশের দিগন্ত জুড়ে অবস্থান করছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৮-৪৫৯, ৪৫৯. তাফসীর অধ্যায়ের ৬৬৪. ৭২০. ১০৯৮. ১১২৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : নাসরুল বারীর ৯ম খ- তাফসীর অধ্যায়ের ৬২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই মাসআলার ব্যাপারে সাহাবা রাযি. এর মতানৈক্য রয়েছে; তবে জমহুরের মতামত হলো, হুযুর ﷺ মিরাজ রজনীতে আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ. عَنِ ابْنِ الأَشْوَعِ. عَنِ الشَّعْبِيِّ. عَنْ مَسْرُوقٍ. قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ فَأَيْنَ قَوْلُهُ {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} قَالَتْ ذَاكَ جِبْرِيلُ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ. وَإِنَّهُ أَتَاهُ هٰذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ. فَسَدَّ الأُفُقَ.

সহজ তরজমা

৩০১৯. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ. ....মাসরূক রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা রাযি.-কে আল্লাহর বাণীঃ "এরপর তিনি তাঁর নিকটবর্তী হলেন, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাদের মধ্যে দু' ধনুকের ব্যবধান অথবা তার চেয়েও কম। (৫৩: ৮,৯)-এর মর্মার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি জিবরাঈল আ. ছিলেন। তিনি স্বভাবত মানুষের আকৃতিতে তাঁর কাছে আসতেন। কিন্তু এবার তিনি কাছে এসেছিলেন তাঁর মূল আকৃতি ধারণ করে। তখন তিনি আকাশের সম্পূর্ণ দিগন্ত ঢেকেছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৯, ৬৬২. বিস্তারিত ৭২০. ১০৯৮. ১১২৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُوسَى. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ. عَنْ سَمُرَةَ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالَا الَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ. وَأَنَا جِبْرِيلُ. وَهٰذَا مِيكَائِيلُ".

সহজ তরজমা

৩০২০. মূসা রাযি...............ছামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আজ রাতে আমি দেখেছি, দু'ব্যক্তি আমার কাছে এসেছে। তারা বলল, যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করছিল সে হলো, দোযখের দারোগা মালিক আর আমি হলাম জিবরাঈল এবং ইনি হলেন মীকাঈল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৯, ১১৭. ১৮৫. ২৮০. ৩৯১ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৯০০ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ. فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا. لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ". تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ

সহজ তরজমা

৩০২১. মুসাদ্দাদ রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় স্ত্রীকে নিজ বিছানায় আসতে ডাকেন আর সে অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর ক্রোধ নিয়ে রাত যাপন করে, তবে ফিরিশ্তাগণ এমন স্ত্রীর উপর ভোর পর্যন্ত লানত দিতে থাকে। শুবা, আবূ হামযা, ইবনে দাউদ ও আবূ মুআবিয়া রহ আ'মশ রহ থেকে হাদীস বর্ণনায় আবূ আওয়ানা রহ-এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৯, নিকাহ অধ্যায়ের ৭৮২ পৃষ্ঠায় আসবে। মুসলিম, আবূ দাউদের নিকাহ অধ্যায়ে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الْوَحْيُ فَتْرَةً، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ، فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} إِلَى {فَاهْجُرْ} ". قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَالرِّجْزُ الأَوْثَانُ.

সহজ তরজমা

৩০২২. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি। (হেরা গুহায় ওহী নাযিলের পর) আমার থেকে কিছু দিনের জন্য ওহী বন্ধ হয়ে গেল। (একদিন) আমি পথ চলতেছিলাম। এরই মধ্যে আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি আকাশের প্রতি দৃষ্টি উঠালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, হেরা পর্বতের গুহায় আমার কাছে যে ফিরিশতা এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীর উপর বসে আছেন। আমি তাতে ভয় পেয়ে গেলাম, এমনকি মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম। তারপর আমি পরিবার-পরিজনের কাছে আসলাম এবং বললাম, আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত কর, আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত কর। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ؛ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ হে বস্ত্রাচ্ছাদিত। উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর فاهجر অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। (৭৪:১-৫) আবূ সালামা রাযি. বলেন, অত্র আয়াতে الرجز দ্বারা প্রতিমা বুঝানো হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৫৯, ৩. পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৭৩২. ৭৪০. ৯১৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ.. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ، نَبِيِّكُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَى رَجُلاً آدَمَ طُوَالاً جَعْدًا، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلاً مَرْبُوعًا مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ ". وَالدَّجَّالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ، فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. قَالَ أَنَسٌ وَأَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " تَحْرُسُ الْمَلاَئِكَةُ الْمَدِينَةَ مِنَ الدَّجَّالِ ".

সহজ তরজমা

৩০২৩. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার ও খালীফা রহ. ....নবী ﷺ-এর চাচাতো ভাই ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, মিরাজের রাত্রিতে আমি মূসা আ.-কে দেখেছি। তিনি গোধুম বর্ণের পুরুষ ছিলেন; দেহের গঠন ছিল লম্বা। মাথার চুল ছিল কুঞ্চিত। যেন তিনি একজন শানুআ গোত্রের লোক। আমি ঈসা আ.-কে দেকতে পাই। তিনি ছিলেন মধ্যম গঠনের লোক। তাঁর দেহ বর্ণ ছিল সাদা লালে মিশ্রিত। তিনি ছিলেন মধ্যম অবয়ব বিশিষ্ট। শাথার চুল ছিল অকুঞ্চিত। জাহান্নামের খাজাঞ্চি মালিক এবং দজ্জালকেও আমি দেখেছি। (সে রাতে) আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-কে বিশেষ করে যে সকল নিদর্শনাবলী দেখিছেন তন্মধ্যে এগুলোও ছিল। সুতরাং তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে তুমি সন্দেহ পোষণ করবে না। আনাস ইবনে আবূ বাকরা রাযি. নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ফিরিশ্তাগণ মদীনাকে দাজ্জাল থেকে পাহারা দিয়ে রাখবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।
হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৯, ৪৮১ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ.

১৯২৯২. পরিচ্ছেদ : জান্নাতের বিবরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসসমূহ এবং জান্নাত একটি মাখলূক (অর্থাৎ তা সৃষ্টি করা হয়েছে।)

ব্যাখ্যা : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতামত হলো, জান্নাত দোযখ মাখলূক এবং তা বিদ্যমান। মুতাযিলাদের মতামত হলো, এখনও সৃজিত হয়নি; বরং কিয়ামতের দিন সৃষ্টি করা হবে। এতে মুতাযিলাদের রদ করা হয়েছে, তারা বলে জান্নত জাহান্নম কিয়ামতের দিন সৃষ্টি করা হবে। (উমদা)

অধিকন্তু মুতাযিলাদের কূটকৌশল ও প্রচেষ্টায় আরো কিছু মানুষ তাদের ফাঁদে পা রেখেছে। তাদের মাঝে আলীগড় ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার সায়্যিদ আহমদদ লেখেন, 'নিজের ভালো কাজে সন্তুষ্টির নাম জান্নাত আর খারাপ কাজে অসন্তুষ্টির নাম হলো জাহান্নাম' (তাফসীরে সায়্যিদ আহমদ) অধিকন্তু এই তাফসীর ভ্রষ্টতাপূর্ণ মাসাইলে ভরপুর। আল্লাহ তাআলা আমাদের তা থেকে হেফাযত করেন।

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ مُطَهَّرَةٌ مِنَ الْحَيْضِ وَالْبَوْلِ وَالْبُزَاقِ. {كُلَّمَا رُزِقُوا} أُتُوا بِشَيْءٍ ثُمَّ أُتُوا بِآخَرَ. {قَالُوا هٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ} أُتِينَا مِنْ قَبْلُ. {وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا} يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَيَخْتَلِفُ فِي الطُّعُومِ. {قُطُوفُهَا} يَقْطِفُونَ كَيْفَ شَاؤُوا. {دَانِيَةٌ} قَرِيبَةٌ الأَرَائِكُ السُّرُرُ. وَقَالَ الْحَسَنُ النَّضْرَةُ فِي الْوُجُوهِ وَالسُّرُورُ فِي الْقَلْبِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ {سَلْسَبِيلاً} حَدِيدَةُ الْجِرْيَةِ {غَوْلٌ} وَجَعُ الْبَطْنِ. {يُنْزَفُونَ} لاَ تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {دِهَاقًا} مُمْتَلِئًا. {كَوَاعِبَ} نَوَاهِدَ الرَّحِيقُ الْخَمْرُ التَّسْنِيمُ يَعْلُو شَرَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. {خِتَامُهُ} طِينُهُ {مِسْكٌ}. {نَضَّاخَتَانِ} فَيَّاضَتَانِ يُقَالُ مَوْضُونَةٌ مَنْسُوجَةٌ مِنْهُ وَضِينُ النَّاقَةِ وَالْكُوبُ مَا لاَ أُذُنَ لَهُ. وَلاَ عُرْوَةَ وَالأَبَارِيقُ ذَوَاتُ الآذَانِ وَالْعُرَا. {عُرُبًا} مُثَقَّلَةً وَاحِدُهَا عَرُوبٌ مِثْلُ صَبُورٍ وَصُبُرٍ يُسَمِّيهَا أَهْلُ مَكَّةَ الْعَرِبَةَ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ الْغَنِجَةَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ الشَّكِلَةَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ {رَوْحٌ} جَنَّةٌ وَرَخَاءٌ. {وَالرَّيْحَانُ} الرِّزْقُ. وَالْمَنْضُودُ الْمَوْزُ. وَالْمَخْضُودُ الْمُوقَرُ حَمْلاً وَيُقَالُ أَيْضًا لاَ شَوْكَ لَهُ وَالْعُرُبُ الْمُحَبَّبَاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ وَيُقَالُ مَسْكُوبٌ جَارٍ وَ {فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ} بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ {لَغْوًا} بَاطِلاً {تَأْثِيمًا} كَذِبًا {أَفْنَانٌ} أَغْصَانٌ {وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ} مَا يُجْتَنَى قَرِيبٌ. {مُدْهَامَّتَانِ} سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ

ইমাম বুখারী রহ. হাদীস উল্লেখের পূর্বে কুরআনে ব্যবহৃত জান্নত সম্পর্কীয় বিশেষ আলোচনার তাফসীর নকল করেছেন।

সূরা বাকারার ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলার বানী :

كُلَّمَا رُزِقُوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون

যখনই তাদের সেখানকার ফল রিযিক হিসেবে দেওয়া হবে তখনই তারা বলবে: আমাদের ইতিপূর্বে এ জাতীয় ফল দেওয়া হয়েছে। আর তাদের একটি অপরটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ফল প্রদান করা হবে। আর জান্নাতের তাদের জন্য পূত-পবিত্রা রমনীগন রয়েছে। তারা তথায় চিরকাল থাকবে।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ : এসব রমনীগণ প্রস্রাব, হায়েয ও থুথু থেকেও পবিত্র হবে। {كُلَّمَا رُزِقُوا}: যখনই কোন কিছুই প্রদান করা হবে অর্থাৎ একমবার অতঃপর পুনর্বার দেওয়া হলে, তারা বলবে : এটিতো তাই যা আমারে পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا: তাদের ঐ সকল সাদৃশ্যপূর্ণভাবে পরিবেশন করা হবে (অর্থাৎ আকার-আকৃতিতে এক রকম হবে) তবে স্বাদ হবে ভিন্ন হবে।

{قُطُوفُهَا} : জান্নাতের ফল এতো নিকটে হবে, যেভাবে ইচ্ছা তা পাড়তে পারবে। {دَانِيَةٌ} অর্থ হলো নিকটে, কাছে। الْأَرَائِكُ অর্থ হলো আরাম কেদেরা, চেয়ার।

وَقَالَ الْحَسَنُ. ولقاهم نضرة وسرورا আয়াতের মধ্যস্থিত النَّضْرَةُ শব্দের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী রহ. বলেন : نضرة এর অর্থ হলো, চেহারার সজিবতা আর سرور অর্থ হলো হৃদয়ের প্রফুল্য।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন : {سَلْسَبِيلًا} এর অর্থ হলো, দ্রুত প্রবাহমান আর {غَوْلٌ} অর্থ হলো পেটের পীড়া। {يُنْزَفُونَ} এর অর্থ হলো, তারে বিবেক শূণ্য হবেনা (অর্থাৎ নেশাগ্রস্ত হবেনা, যেমনটি পার্থিব মদ্যপে হয়ে থাকে) এর দ্বারা {لا فيها غول ولا هم ينزفون} এই আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : {دِهَاقًا} এর অর্থ হলো, পরিপূর্ণ, ভর্তি আর {كَوَاعِبَ} অর্থ হলো উন্নত স্তনের অধিকারীনী যুবতী মেয়েরা। এর দ্বারা সুরা নাবার {وكواعب أترابا وكأسا دهاقا} নং আয়াত আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। الرَّحِيقُ এর অর্থ হলো, শরাব, সুরা পানিয়।

التَّسْنِيمُ অর্থ হলো জান্নতি শরাবের উপর ফেনা থাকবে।

এর দ্বারাযি. {ومزاجه من تسنيم} এই আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তার উপরের আবরণ হবে التَّسْنِيمُ। বলা হয় : সুগন্ধ অথবা স্বাদবৃদ্ধির জন্য শরবত অথবা পানীয়তে ব্যবহার করা হয়, যেমন : গোলাপ অথবা কেওয়াফুল ইত্যাদি। {خِتَامُهُ} এর অর্থ হলো, ইনটেক, আটকানোর বস্ত্র, যা দিয়ে তাতে মহর লাগানো হবে (সিলগালা করা হবে) তা হলো মিশক। {نَضَّاخَتَانِ} এর অর্থ হলো, আঁচড়ে পড়া দুটি নির্ঝরনী। বলা হয় : مَوْضُونَةٌ مَنْسُوجَةٌ -: مَوْضُونَةٌ এর অর্থ হলো, তৈরি বস্তু (অর্থাৎ এই আরাম কেদেরাগুলো স্বর্ণ, মনিমুক্তা খচিত হবে। এর এ থেকে আরবরা বলে : وضين الناقة, উটের ঝালর।)

وَالْكُوبُ مَا لَا أُذُنَ لَهُ: ভাঙ্গ দস্তামুক্ত পানপাত্র। الْأَبَارِيقُ الابريق এর বহুবচন, অর্থ হলো, জগ অর্থ হলো ভাঙ্গা দস্ত 1 বিশিষ্ট।

{عُرُبًا} مُثَقَّلَةً : -রা হরফে যম্মা হবে- এর এক বচন হলো عَرُوبٌ , যেমন: صُبُرٌ এর এক বচন হলো صَبُورٌ। মক্কাবাসী عَرُوبٌ কে الْعَرِبَةَ বলে। মদীনাবাসী عَرُوبٌ কে الْغَنِجَةَ বলে। ইরাকবাসী عَرُوبٌ কে الشَّكِلَةَ বলে।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন : {رَوْحٌ} এর অর্থ হলো, উদ্যান, পরিতৃপ্ত (অর্থাৎ তৃপ্তির জীবন। আর {وَالرَّيْحَانُ} অর্থ হলো যিবিকা। وَالْمَنْضُودُ এর অর্থ হলো, কলা। الْمَخْضُودُ এর অর্থ হলো, ফলের ভারে ঝুকে গেছে আর তাকেও বলা হয়, যাতে কাঁটা নেই। وَالْعُرُبُ এর অর্থ হলো, স্বামীর পছন্দসই স্ত্রী। : وَيُقَالُ مَسْكُوبٌ مَسْكُوبٌ এর অর্থ হলো, প্রবহমান পানি, বহতা পানি।। {فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ} : এর অর্থ হলো, সমুচ্ছ বিছানা অর্থাৎ একটির উপর আরেকটি। {لَغْوًا} এর অর্থ হলো, বাতিল, গলদ, অযথা। {تَأْثِيمًا} এর অর্থ হলো, মিথ্যা। সুরা রহমানের শব্দ {أَفْنَانٌ} এর অর্থ হলো, শাখা-প্রশাখা। {وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ} এর অর্থ হলো, উভয় উদ্যানের ফল কাছাকাছি। {مُدْهَامَّتَانِ} এর অর্থ হলো, সতেজ-শ্যামল হওয়ার দরুণ মনে হয় কালো হয়ে গেছে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩০২৪. আহমদ ইবনে ইউনুস রহ. ....আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মারা যায় তখন সকাল সন্ধ্যায় তার পরকালের আবাসস্থল তার কাছে পেশ করা হয়। সে যদি জান্নাতবাসী হয় তবে তাকে জান্নাতবাসীর আবাসস্থল আর যদি সে জাহান্নামবাসী হয় তবে তাকে জাহান্নামবাসীর আবাসস্থল দেখানো হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : বুখারী রহ. এই শিরোণামে পনেরটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রতিটির শিরোনামের সাথে মিল হলো, প্রতিটি হাদীসে জান্নাতের আলোচনা অথবা গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এরপর প্রসঙ্গিকতা আলোচনা করার ক্ষেত্রে পূর্ব হাদীসের মতো হবে। (উমদা)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৯-৪৬০, জানাইয অধ্যায়ের ১৮৪ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৯৬৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ ".

সহজ তরজমা

৩০২৫. আবুল ওয়ালীদ রহ. ......ইমরা ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী বললেন, আমি জান্নাতের অধিবাসী হিসাবে অবহিত হয়েছি। আমি জানতে পারলাম, জান্নাতে অধিকাংশ অধিবাসী হবে গরীব লোক। জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত হয়েছি, আমি জানতে পারলাম, এর অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : আলোচনা করা হয়েছে। অধিকন্তু বল যায় : اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ এই হাদীসাংশ জান্নাতের অস্তিত্বের প্রমাণ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৫৯-৪৬০, নিকাহ অধ্যায়ের ৭৮৩. ৯৫৫ পৃষ্ঠায় আসবে।'সিফাতুল জান্নত' শিরোণামে তিরমিযিতে। 'আশারাতু নিসা' শিরোণামে নাসায়ীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا ". فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

সহজ তরজমা

৩০২৬. সাঈদ ইবনে আবূ মারয়াম রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক সময় আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম। দেখলাম আমি জান্নাতে অবস্থি। হঠাৎ দেখলাম এক মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে উযু করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ প্রাসাদটি কার? তারা উত্তরে বললেন, উমরের। তখন তার (উমরের) আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার স্মরণ হল। আমি পেছনের দিকে ফিরে চলে আসলাম।' এ কথা শুনে উমর রাযি. কেঁধে ফেললেন এবং বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনার সম্মুখে কি আমার মর্যাদাবোধ থাকতে পারে?

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীস দ্বারা বুঝা গেল জান্নাত বিদ্যমান এবং সেখানে প্রত্যেক জান্নাতির প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রস্তুত করা আছে। এই হাদীস দ্বারা আরো হাদীস দ্বারা উমর রাযি. এর জান্নাতী হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত। হযরত উমর রাযি. এর উক্তি 'আমি কি আপনার উপর আত্মমর্যাদাবোধে পরিচয় দিতে পারি' এর উদ্দেশ্য হলো : হুযুর ﷺ তো আমার সম্মানীত ব্যক্তি ও মুরুব্বি। আর আত্মমর্যাদার পরিচয় দেওয়া যায় সমপর্যায়ের লোকদের; মালিক বা মুরুব্বির সাথে তা বেমানান।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬০, ৫৬০. ৭৮৭. ১০৪০ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عِمْرَانَ الْجَوْنِيَّ. يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الأَشْعَرِيِّ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ. طُولُهَا فِي السَّمَاءِ ثَلاَثُونَ مِيلاً. فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهْلٌ لاَ يَرَاهُمُ الآخَرُونَ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سِتُّونَ مِيلاً.

সহজ তরজমা

৩০২৭. হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল রহ. ...... .আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, '(জান্নাতে মুমিনদের জন্য) গুনগত মুতির তাবু থাকবে যার উচ্চতার দৈর্ঘ ত্রিশ মাইল। এর প্রতিটি কোনে মুমিনদের জন্য এমন স্ত্রী থাকবে যাদেরকে অন্যরা কখনো দেখেনি।' আবু আবদুস সামাদ ও হারিস ইবনে উবায়দ আবূ ইমরান রহ থেকে (ত্রিশ মাইলের স্থলে) ষাট মাইল বলে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬০, সামনে ৪২৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " قَالَ اللهُ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنَ رَأَتْ. وَلاَ أُذُنَ سَمِعَتْ. وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} ".

সহজ তরজমা

৩০২৮. হুমাইদী রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার পূণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরী করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি। তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার, فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ الخ কেউ জানে না, তাদের জন্য তাদের চোখ জুড়ানো কি জিনিস লুক্কায়িত রাখা হয়েছে। (সূরা ৩২: ১৩)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ জান্নাতের প্রস্তুত রেখেছি। এখন থেকে শিরোনামের উদ্দেশ্যও সুস্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ জন্নাত বিদ্যমান।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬০, ৭০৪. ১১১৬ পৃষ্ঠায় আসবে। 'সিফাতুল জান্নাত' শিরোণামে মুসলিম শরীফে। 'তাফসীর অধ্যায়ে তিরমিযিতে উল্লেখ করা হয়েয়ে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ. آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ. أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ. وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ. يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ. مِنَ الْحُسْنِ. لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ. قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ. يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ".

সহজ তরজমা

৩০২৯. মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জান্নাতে প্রথম প্রবেশকারী দলের আকৃতি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তারা সেখানে থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না, পায়খানা করবে না। সেখানে তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের; তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ। তাদের গায়ের গাম মিসকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে যাদের সৌন্দর্যের ফলে গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না; পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর এক অন্তরের মত থাকবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬০, মুত্তাসিল সনদে ৪৬০. ৪৬১. ৪৬৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ كَأَشَدِّ كَوْكَبٍ إِضَاءَةً. قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ. كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ. يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا. لاَ يَسْقَمُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ. وَلاَ يَبْصُقُونَ. آنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ. وَقُودُ مَجَامِرِهِمُ الأَلُوَّةُ. قَالَ أَبُو الْيَمَانِ يَعْنِي الْعُودَ. وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ ". وَقَالَ مُجَاهِدٌ الإِبْكَارُ أَوَّلُ الْفَجْرِ. وَالْعَشِيُّ مَيْلُ الشَّمْسِ أَنْ تُرَاهُ تَغْرُبَ.

সহজ তরজমা

৩০৩০. আবুল ইয়ামান রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল আকৃতি ধারণ করে প্রবেশ করবে আর তাদের পর যারা প্রবেম করবে তারা অতি উজ্জ্বল তারকার মত রূপ ধারণ করবে। তাদের অমত্তরগুলো এক ব্যক্তির অমস্তরের মত হয়ে থাকবে। তাদের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ থাকবে না আর পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের প্রত্যেকের দু'জন কের স্ত্রী থাকবে। সৌন্দর্য ফলে গোশত ভেদ করে পায়ের নলাস্থি মজ্জা দেখা যাবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করবে। তারা অসুস্থ হবে না, নাক ঝাড়বে না, থুথু ফেলবে না তাদের পাত্রসমূহ হেব স্বর্ণ ও রৌপ্যের আর চিরুনীসমূহ হবে স্বর্ণের। তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ।' আবুল ইয়ামান রহ বলেন, অর্থাৎ কাঠ। তাদের গায়ের গাম মিসকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত হবে। মুজাহিদ রহ বলেন, الإبكار - অর্থ উষাকালের প্রথম অংশ العشى অর্থ সূর্য।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬০, ৪৬০ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৪৬১. ৪৬৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : জান্নাতিদের কোন ইবাদত বন্দেগী নেই; তারপরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আত্মার খোরাক হিসেবে জান্নাতে আল্লাহ তাআলা যিকির করা হবে।

پابند محبت کوئی آزاد نہیں ہے

اس قید کی ای دل ! کچھ میعاد نہیں ہے

ভালোবাসর যাতনায় স্বাধীনতার লেশ নেই

হে হৃদয় ! এ কয়েদের কোন নির্ধারিত কাল নেই।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "لَيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا، أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ، لاَ يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ".

সহজ তরজমা

৩০৩১. মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর মুকাদ্দামী রহ. ..... সাহল ইবনে সাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক অথবা (বলেছেন) সাত লক্ষ লোক একই সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের কেউ আগে কেউ পেছনে এভাবে নয় আর তাদের মুখমন্ডল পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জল থাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬০, ৯৬৯. ৬৭০ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، ﷺ. قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا".

সহজ তরজমা

৩০৩২. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ জুফী রহ. .....আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে একটি রেশমী জুববা হাদীয়া দেয়া হল। অথচ তিনি রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন; লোকেরা (এর সৌন্দযেব্র কারণে) তা খুব পছন্দ করল। তখন তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, অবশ্যই জান্নাতে সাদ ইবনে মুআ'যের রুমালের চেয়েও অধিক সুন্দর হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬০, ৩৫৬ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ. قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَوْبٍ مِنْ حَرِيرٍ. فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا ".

সহজ তরজমা

৩০৩৩. মুসাদ্দাদ রহ. .....বারা ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একখানি রেশমী কাপড় আনা হল। লোকজন এর সৌন্দর্য ও কমনীয়তার কারণে তা খুব পছন্দ করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'অবশ্যই জান্নাতে সা'দ ইবনে মুআযের রুমালের চেয়েও অধিক উত্তম হবে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৬০, ৫৩৬.৮৬৮.৯৮২ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا"

সহজ তরজমা

৩০৩৪. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ....সাহল ইবনে সাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জান্নাতে চাবুক পরিমাণ সামান্যতম স্থানও দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৬০-৪৬১, ৪০৫. ৩৯২. পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৯৪৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. عَنْ قَتَادَةَ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. رضي الله عنه. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا ".

সহজ তরজমা

৩০৩৫. রাওহ ইবনে আবদুল মু'মিন রহ. ......আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৬১ পৃষ্ঠা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ. حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ. وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَظِلٍّ مَمْدُودٍ} وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ

সহজ তরজমা

৩০৩৬. মুহাম্মদ ইবনে সিনান রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। আর তোমরা ইচ্ছা করলে

https://e-ilm.weebly.com/

(কুরআনের এ আয়াত) তিলাওয়াত করতে পার وَظِلٍّ مَمْدُودٍ এবং দীর্ঘ ছায়া। আর জান্নাতে তোমাদের কারো একটি ধনুকের পরিমাণ জায়গাও ঐ জায়গার চেয়ে অনেক উত্তম যেখানে সুর্যোদয় হয় এবং সূর্যাসত্র যায় (অর্থাৎ পৃথিবীর চেয়ে)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬১ পৃষ্ঠা, ৭২৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى آثَارِهِمْ كَأَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لاَ تَبَاغُضَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَحَاسُدَ، لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، يُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ ".

সহজ তরজমা

৩০৩৭. ইবরাহীম ইবনে মুনযির রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত উজ্জল হবে আর তাদের অনুগামীদের দলের চেহারা সুন্দর ও উজ্জলতায় আকাশের উজ্জল তারকার চেয়েও অধিক হবে। তাদের অন্তরসমূহ এক ব্যক্তির অমত্মরের মত হবে। তাদের পরস্পর না থাকবে কোন বিদ্বেষ আর না থাকবে কোন হিংসা আর প্রত্যেকের জন্য ডাগর ডাগর চোখ বিশিষ্ট দু'জন করে এমন স্ত্রী থাকবে, যাদের পায়ের নলার মজ্জা হাড় ও গোশত ভেদ করে দেখা যাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : এই অধ্যায়ে আবু হুরাইরা রাযি. হাদীসের ভিন্ন একটি সনদ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬১ পৃষ্ঠা, ৪৬০ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৪৬৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ " إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ ".

সহজ তরজমা

৩০৩৮. হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল রহ. ....বারা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যখন নবী ﷺ-(এর ছেলে) ইবরাহীম রাযি. ইমিত্মকাল করেন, তখন তিনি বলেন, জান্নাতে এর জন্য একজন ধাত্রী রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : এই অধ্যায়ে আবু হুরাইরা রাযি. হাদীসের ভিন্ন একটি সনদ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬১ পৃষ্ঠা, ৪৬০ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৯১৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : জান্নাতিদের কোন ইবাদত বন্দেগী নেই; তারপরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আত্মার খোরাক হিসেবে জান্নাতে আল্লাহ তাআলা যিকির করা হবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَيُونَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَيُونَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ " بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ ".

সহজ তরজমা

৩০৩৯. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ......আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, অবশ্যই জান্নাতবাসীগণ তাদের উপরের বালাখানার অধিবাসীদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল দীপ্তমান তারকা দেখতে পাও। এটা হবে তাদের মধ্যে মর্যাদার ব্যবধানের কারণে। সাহাবীগণ বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ তো নবীগণের জায়গা। তাদের ছাড়া অন্যান্যরা সেখানে পৌঁছাতে পারবে না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যেসব লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, এবং রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করবে (তারা সেখানে পৌঁছতে পারবে)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : এই অধ্যায়ে আবু হুরাইরা রাযি. হাদীসের ভিন্ন একটি সনদ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬১ পৃষ্ঠা।

(উদ্দেশ্য হলো, এই অবস্থান নিঃসন্দেহে আম্বিয়া আ. এর জন্য বরাদ্দ। কিন্তু কিছু ওলী এমন আছেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহে এই স্তরে উন্নিত করেন। আর তারা রাসূল আকদাস ﷺ এর বিশেষ বিশেষ খাদেম ও আত্মোৎসর্গী ব্যক্তি। যেমন : যে বাদশার পা দাবিয়ে দেয়, রাজকীয় ক্ষৌরকার ও অন্যান্যরা এমন নৈকট্যলাভে সচেষ্ট হয়, যা মন্ত্রীর পক্ষেও সম্ভব না।) আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

بَابُ صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ " فِيهِ عُبَادَةُ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৯৯৭. পরিচ্ছেদ : জান্নাতের ফটকের বিবরণ প্রসঙ্গে।

নবী কারীম ﷺ বলেন : যে (আল্লাহর রাস্তায়) যোগল (দিনার-দিরাহাম, দুই টাকা, দুটি উট, দুটি কাপড় ইত্যাদি) দান করবে তাকে জান্নাতের দরজা থেকে ডাকা হবে (অর্থাৎ ফেরেশতারা ডাকবে) হুযুর ﷺ থেকে এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত উবাদা রাযি.।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُونَ ".

সহজ তরজমা

৩০৪০. সাঈদ ইবনে আবূ মারয়াম রহ. ..... সাহল ইবনে সাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে আটটি দরজা থাকবে। তন্মধ্যে একটি দরজার নাম হবে রাইয়্যান। একমাত্র রোযাদারগণই এ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ এই ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬১ পৃষ্ঠা. ২৪৫ পৃষ্ঠায় গিয়েছে। 'হজ্জ' অধ্যায়ে মুসলিম শরীফে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য হলো, জান্নাতের অনেক দরজা আছে। তন্মধ্যে একটির নাম 'রাইয়ান', যা দিয়ে রোযাদাররা প্রবেশ করবে।

بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ.

১৯৯৯৪. পরিচ্ছেদ : জাহান্নামের বিবরণ ও তা সৃষ্টি (বর্তমান)।

{غَسَّاقًا} يُقَالُ غَسَقَتْ عَيْنُهُ وَيَغْسِقُ الْجُرْحُ وَكَأَنَّ الْغَسَاقَ وَالْغَسْقَ وَاحِدٌ. {غِسْلِينَ} كُلُّ شَيْءٍ غَسَلْتَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ غِسْلِينَ فِعْلِينَ مِنَ الْغَسْلِ مِنَ الْجُرْحِ وَالدَّبَرِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ {حَصَبُ جَهَنَّمَ} حَطَبٌ بِالْحَبَشِيَّةِ. وَقَالَ غَيْرُهُ {حَاصِبًا} الرِّيحُ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ مَا تَرْمِي بِهِ الرِّيحُ وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ يُرْمَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ هُمْ حَصَبُهَا وَيُقَالُ حَصَبَ فِي الأَرْضِ ذَهَبَ وَالْحَصَبُ مُشْتَقٌّ مِنْ حَصْبَاءِ الْحِجَارَةِ. {صَدِيدٌ} قَيْحٌ وَدَمٌ {خَبَتْ} طَفِئَتْ. {تُورُونَ} تَسْتَخْرِجُونَ أَوْرَيْتُ أَوْقَدْتُ. {لِلْمُقْوِينَ} لِلْمُسَافِرِينَ وَالْقِيُّ الْقَفْرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صِرَاطُ الْجَحِيمِ سَوَاءُ الْجَحِيمِ وَوَسَطُ الْجَحِيمِ. {لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ} يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ وَيُسَاطُ بِالْحَمِيمِ. {زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ} صَوْتٌ شَدِيدٌ وَصَوْتٌ ضَعِيفٌ. {وِرْدًا} عِطَاشًا. {غَيًّا} خُسْرَانًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ {يُسْجَرُونَ} تُوقَدُ بِهِمُ النَّارُ. {وَنُحَاسٌ} الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ يُقَالُ {ذُوقُوا} بَاشِرُوا وَجَرِّبُوا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَوْقِ الْفَمِ مَارِجٌ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ مَرَجَ الأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ إِذَا خَلاَّهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. {مَرِيجٍ} مُلْتَبِسٌ مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ اخْتَلَطَ. {مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ} مَرَجْتَ دَابَّتَكَ تَرَكْتَهَا.

হযরত ইমাম বুখারী রহ. শিরোনমের হাদীসের আলোচনার পূর্বে জাহান্নাম প্রসঙ্গে ব্যবহৃত কুরআনের শব্দাবলী আলোচনা করছেন।

{غَسَّاقًا} : সূরা নাবার لا يذوقون فيها بردا و لا شرابا إلا حميما و غساقا আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে (জাহান্নামীরা তথায় শীতলতা অনুভব করবে না এবং কোন পানীয় (পাবেনা) ফুটন্ত পানি ও দোযখীদের প্রবাহিত পূঁজ-রক্ত ছাড়া।

{غَسَّاقًا} يُقَالُ غَسَقَتْ عَيْنُهُ: যখন চোখে পানি আসে তখন আরবরা غَسَقَتْ عَيْنُهُ বলে।

وَيَغْسِقُ الْجُرْحُ وَكَأَنَّ الْغَسَاقَ وَالْغَسْقَ وَاحِدٌ : আর ক্ষতস্থানে (পূঁজ-রক্ত) প্রবাহিত হলে আরবরা একই কথা বলে; যেন الْغَسَاقَ وَالْغَسْقَ উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

{غِسْلِينَ} : ক্ষতস্থানের পোকাকে {غِسْلِينَ} বলা হয়। সূরা নাবার ولا طعام إلا من غسلين নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে (ক্ষতস্থানে কীট ছাড়া কোন খাদ্য পাবে না)। বলা হয় : كُلُّ شَيْءٍ غَسَلْتَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ غِسْلِينَ فِعْلِينَ مِنَ الْغَسْلِ مِنَ الْجُرْحِ وَالدَّبَرِ যে বস্তু কোন বস্তু ধৌত করার দ্বারা বের হয় (অর্থাৎ পোকা) তাকে غسلين বলে। এটা মূলত فِعْلِينَ ওযনে اَلْغَسْلُ থেকে উদগত। উদ্দেশ্য হলো, ক্ষত বিশেষত উটের ক্ষতস্থানের পোকা।

وَقَالَ عِكْرِمَةُ {حَصَبُ جَهَنَّمَ} : ইকরামা রহ. বলেন : ফার্সী ভাষায় حَصَبُ বলা হয়, ইন্দনকে। এর দ্বারা সূরা আম্বিয়ার ৯৮ নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে (আল্লাহ তাআলা ছাড়া তোমারা যতকিছুর পূজা করো; সবই জাহান্নামের ইন্ধন, আর তোমরা সবে সেখানে প্রবেশ করবে)।

https://e-ilm.weebly.com/

একটি সংশয়ের নিরসন : কিছু কাফেরদের পূজা-অর্চনার বস্তু কোন কোন নবী বা ফেরেশতারা এর অন্তর্ভূক্ত হবে না; কেননা এতে শরয়ী প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান, (১) তারা এর উপযুক্ত না আর (২) এতে তাদের কোন অপরাধ নেই।

وَقَالَ غَيْرُهُ {حَاصِبًا} اَلرِّيحُ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ مَا تَرْمِي بِهِ : ইকরামা রহ. ব্যতিত অন্যান্য হযরতগন বলেন (সূরা বনী ইসরাইলে ব্যবহৃত) {حَاصِبًا} এর অর্থ হলো তীব্র অন্ধকার এবং বাতাশের নিক্ষিপ্ত বস্তুকেও {حَاصِبًا} বলে আর এ থেকে حَصَبُ جَهَنَّمَ - জাহান্নামে যা নিক্ষিপ্ত হবে তাই حَصَبُ (ইন্ধন) হবে।

বলা হয় : حَصَبَ فِي الْأَرْضِ ভূমিতে চলমান। আর حَصَبُ মূলত حَصْبَاءِ الْحِجَارَةِ (পাথর কনা) থেকে উদগত।

{صَدِيدٌ} :এর অর্থ হলো, রক্ত, পূজ।

{خَبَتْ} : নিভে গেলো।

{تُورُونَ}: (সুরা ওয়াকিয়ার শব্দ) এর অর্থ হলো, তোমাদেরকে বের করা হবে। বলা হয় : أَوْرَيْتُ আমি পুরালাম।

{لِلْمُقْوِينَ} لِلْمُسَافِرِينَ وَالْقِيُّ الْقَفْرُ : {لِلْمُقْوِينَ} (সুরা ওয়াকিয়ার শব্দ) এর অর্থ হলো, মুসাফিরদের জন্য। الْقِيُّ (কাফ হরফে কাসরা আর 'ইয়া' হরফ সাকিন) অর্থ হলো, الْقَفْرُ ('কাফে' ফাতহা হবে আর 'ফা' হরফ সাকিন হবে) পাথুরে প্রান্তর, তৃণ- পানিশূণ্য প্রান্তর।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صِرَاطُ الْجَحِيمِ سَوَاءُ الْجَحِيمِ وَوَسَطُ الْجَحِيمِ : ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : صِرَاطُ الْجَحِيمِ এর অর্থ হলো, জাহান্নামের মধ্যভাগ।

{لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ} يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ وَيُسَاطُ بِالْحَمِيمِ : সুরা সাফফাতের ৬৭ নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো, দোযখীদের খাদ্যে ফুটন্ত গরম পানি মিশ্রিত করা হবে।

{زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ} صَوْتٌ شَدِيدٌ وَصَوْتٌ ضَعِيفٌ : সুরা হুদের ১০৬ নং আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ হলো, তীব্র ধ্বনী, নিচু আওয়ায।

{وِرْدًا} عِطَاشًا {غَيًّا} خُسْرَانًا: সুরা মারয়ামের ৮৬ নং আয়াতে ব্যবহৃত {وِرْدًا} শব্দের অর্থ হলো, 'পিপাসা'। একই সুরায় ব্যবহৃত {غَيًّا} এর অর্থ হলো خُسْرَانًا 'ক্ষতিগ্রস্ত, ব্যর্থ'।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ {يُسْجَرُونَ} تُوقَدُ بِهِمُ النَّارُ: মুজাহিদ রহ. বলেন : তাদের দিয়ে জাহান্নাম প্রজ্জলিত করা হবে। তাদেরকে অগ্নি ইন্দনে রূপান্তরিত করা হবে।

{وَنُحَاسٌ} الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ: সুরা রহমানের আয়াতে ব্যবহৃত {وَنُحَاسٌ} শব্দের অর্থ হলো তাম্র। যা গলিয়ে গরম গরম তাদের মাথায় ঢালা হবে।

يُقَالُ {ذُوقُوا} بَاشِرُوا وَجَرِّبُوا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَوْقِ الْفَمِ : বলা হবে স্বাদ আস্বাদন করো অর্থাৎ পরীক্ষা করে নাও। এখানে মুখ দিয়ে স্বাদ গ্রহণ উদ্দেশ্য না।

مَارِجٌ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ مَرَجَ الْأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ إِذَا خَلَّاهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ: অর্থ হলো, নিরেট আগুন। যখন আমীর অধিনস্তদের মুক্ত ছেড়ে দেয়; ফলে একে অপরকে অত্যাচার করে, তখন পরিভাষায় বলা হয়, مَرَجَ الْأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ

{مَرِيجٍ} مُلْتَبِسٌ : সুরা ক্বাফে ব্যবহৃত। اِخْتَلَطَ এর অর্থ হলো, মিশ্রিত, সাদৃশ্যপূর্ণ। বলা হয় : مَرِجَ أَمْرُ النَّاسِ অর্থাৎ যখন লোকদের লেনদেন মিশ্রিত হয়ে যায়, সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়।

{مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ} تَرَكْتَهَا : দুই সমুদ্রকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। مَرَجْتَ دَابَّتَكَ : তুমি নিজের প্রাণীকে ছেড়ে দিয়েছো।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَقَالَ " أَبْرِدْ ". ثُمَّ قَالَ " أَبْرِدْ ". حَتَّى فَاءَ الْفَىْءُ، يَعْنِي لِلتُّلُولِ، ثُمَّ قَالَ " أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ".

সহজ তরজমা

৩০৪১. আবুল ওয়ালীদ রহ. ...... আবূ যার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ এক সফরে ছিলেন, তখন (যুহরের সালাতে ওয়াক্ত হল) তিনি বললেন, 'ঠাণ্ডা হতে দাও।' পুনরায় বললেন, 'টিলাগুলোর ছায়া নীচে নেমে আসা পর্যন্ত ঠাণ্ডা হতে দাও।' আবার বললেন, '(যুহরের) সালাত ঠাণ্ডা হলে পরে আদায় করবে। কেননা, গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তপ থেকে হয়ে থাকে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ এই ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬১-৪৬২ পৃষ্ঠা. ৭৬. ৭৭. ৮৭ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারীর ৩য় খণ্ডের ১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ".

সহজ তরজমা

৩০৪২. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ. ......আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ বলেছেন যে, (যুহরের) সালাত (রৌদ্রের উত্তাপ) ঠাণ্ডা হলে পরে আদায় করবে। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে বের হয়ে থাকে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ এই ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬২ পৃষ্ঠা. ৭৭ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِي الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ ".

সহজ তরজমা

৩০৪৩. আবুল ইয়ামান রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জাহান্নাম তাঁর রবের নিকট অভিযোগ করে বলেছে, হে রব! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন তিনি তাঁকে দু'টি নিঃশ্বাস ছাড়ার অনুমতি প্রদান করেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে আর একটি নিঃশ্বাস গ্রীষ্মকালে। অতএব তোমরা যে গরমের উষ্ণতা ও শীতের তীব্রতা পেয়ে থাক (তা নিঃশ্বাসের প্রভাব)।'

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল النَّارُ। এই ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। النَّارُ এর দ্বারা জাহান্নাম উদ্দেশ্য, আগুন উদ্দেশ্য নয়; কেননা জাহান্নামে অগ্নি আছে। অদ্রূপ الزَّمْهَرِيرِ। আছে অর্থাৎ সীমাহীন শীত।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৬২ পৃষ্ঠা. ৭৭ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ. قَالَ كُنْتُ أُجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ. فَأَخَذَتْنِي الْحُمَّى. فَقَالَ أَبْرِدْهَا عَنْكَ بِمَاءِ زَمْزَمَ. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ " أَوْ قَالَ " بِمَاءِ زَمْزَمَ " شَكَّ هَمَّامٌ.

সহজ তরজমা

৩০৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ....আবূ জামরা যুবায়ী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কায় ইবনে আব্বাস রাযি.-এর কাছে বসতাম। একবার আমি জ্বরে আক্রান্ত হই। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি তোমার গায়ের জ্বর যমযমের পানি দ্বারা শীতল কর।' কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এটা দোযখের উত্তাপ থেকেই হয়ে থাকে। অতএব তোমরা তা পানি দ্বারা ঠান্ডা কর অথবা বলেছেন, যমযমের পানি দ্বারা ঠান্ডা কর। (এর কোনটা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন) এ বিষয়ে বর্ণনাকারী হাম্মাম সন্দেহ পোষণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ এই ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৬২ পৃষ্ঠা। নাসায়ী শরীফেও হাদীসটি এসেছে।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ. قَالَ أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ. فَأَبْرِدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ ".

সহজ তরজমা

৩০৪৫. আমর ইবনে আব্বাস রহ. ......রাফি ইবনে খাদিজ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, 'জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের প্রচন্ড উত্তাপ থেকে। অতএব তোমাদের গায়ের সে তাপ পানি দ্বারা ঠান্ডা কর।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ এই ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৬২ পৃষ্ঠা, ৮৫২পৃষ্ঠায় আসবে। তিব অধ্যায়ে মুসলিম ও অন্যান্য কিতাবেও হাদীসটি এসেছে।

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ "

সহজ তরজমা

৩০৪৬. মালিক ইবনে ইসমাঈল রহ. ....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। সুতরাং তোমরা তা পানি দ্বারা ঠান্ডা কর।'

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ এই ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬২ পৃষ্ঠা, ৮৫২পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ "

সহজ তরজমা

৩০৪৭. মুসাদ্দাদ রহ. .....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। অতএব তোমরা তা পানি দ্বারা ঠান্ডা কর।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ এই ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬২ পৃষ্ঠা, ৮৫২পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ". قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً. قَالَ " فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا ".

সহজ তরজমা

৩০৪৮. ইসমাঈল রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! জাহান্নামীদের শাস্তির জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, 'দুনিয়ার আগুনের উপর জাহান্নামের আগুনের তাপ আরো উনসত্তরগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক অংশে তার সমপরিমাণ উত্তাপ রয়েছে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬২ পৃষ্ঠা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ عَطَاءً، يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ}.

সহজ তরজমা

৩০৪৯. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. ...... ইয়ালা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম ﷺ-কে মিম্বারে আরোহণ করে তিলাওয়াত করতে শুনেছেন, "আর তারা ডাকবে, হে মালিক।" (মালিক জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়কের নাম)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট অর্থাৎ يَا مَالِكُ এই ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে; কেননা মালিক হলেন জাহান্নামের দায়িত্বশীল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬২ পৃষ্ঠা, ৪৫৮ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৭১৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ أَبِي وَائِلٍ.. قَالَ قِيلَ لِأُسَامَةَ لَوْ أَتَيْتَ فُلاَنًا فَكَلَّمْتَهُ. قَالَ إِنَّكُمْ لَتُرَوْنَ أَنِّي لاَ أُكَلِّمُهُ إِلاَّ أُسْمِعُكُمْ. إِنِّي أُكَلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لاَ أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ. وَلاَ أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالُوا وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ " يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ. فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ. فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ. فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَىْ فُلاَنُ. مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ". رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ.

সহজ তরজমা

৩০৫০. আলী রহ. .....আবূ ওয়াইল রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসামা রাযি.-কে বলা হল, কত ভাল হত। যদি আপনি ঐ ব্যক্তির (উসমান রাযি.-এর) কাছে যেতেন এবং তাঁর সাথে (বিদ্রোহ দমনের বিষয়ে) আলোচনা করতেন। উত্তরে তিনি বললেন, আপনারা মনে করেছেন যে, আমি তার সঙ্গে (বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে) আপনাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলব। অথচ আমি তাঁর সঙ্গে (দাঙ্গা দমনের ব্যাপারে) গোপনে আলোচনা করেছি, যেন আমি (বিদ্রোহের) একটি দ্বার খুলে না বসি। (এ বিদ্রোহের) আমি দ্বার উন্মুক্তকারীর প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু শুনেছি, যার পরে আমি কোন ব্যক্তিকে- যিনি আমাদের আমীর নির্বাচিত হয়েছেন সে জন্য- তিনি আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি এ কথা বলতে পারি না। লোকেরা তাঁকে বলল, আপনি তাঁকে কি বলতে শুনেছেন? উসামা রাযি. বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনয়ন করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে ফেলা দেয়া হবে। তখন আগুনে পুঁড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার সামনে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন?তুমি না আমাদিগকে সৎকাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম। এ হাদীসটি গুনদার রহ শুবা রহ সূত্রে আমাশ রহ থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল, এই হাদীসে জাহান্নামের আগুনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬২ পৃষ্ঠা, ফিতান অধ্যায়ের ১০৫২ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য হলো, জাহান্নামও জান্নাতের মতো সৃষ্ট ও বিদ্যমান বস্তু।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত আলোচনা 'ফিতান' অধ্যায়ে আসবে।

এখানে জেনে রাখা দরকার, উসামা রাযি. এর হাদীসে বর্ণিত আমীর দ্বারা তৃতীয় খলীফা রাযি. এর সৎভাই ওলীদ বিন উকবা হতে পারে অথবা বনী উমাইয়ার দ্বিতীয় আমীর। ওলীদ বিন উকবা কূফার গভর্নর ছিলো। একদিন নেশাগ্রস্ত হয়ে ফজরের নামাযে চার রাকাত আদায়ের পর সালাম ফিরিয়ে বলল : 'যদি তোমরা চাও তাহলে আরো নামায পড়িয়ে দেই'। এই মামলা দরবারে খেলাফতে দায়ের করা হলে, কোন কারণে শাস্তি কার্যকর হতে কিছুটা বিলম্ব হয়। তখন লোকেরা উসামা রাযি. কে উসামা রাযি. এর সাথে আলোচনা করার আবেদন করলেন। পরবর্তী ঘটনার জন্য হাদীসের অনুবাদ পড়ুন।

https://e-ilm.weebly.com/

باب صِفَةِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ.

১৯৯৫. পরিচ্ছেদ : শয়তান ও তার চেলাচামুণ্ডাদের বিবরণ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ {يُقْذَفُونَ} يُرْمَوْنَ. {دُحُورًا} مَطْرُودِينَ. {وَاصِبٌ} دَائِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {مَدْحُورًا} مَطْرُودًا. يُقَالُ {مَرِيدًا} مُتَمَرِّدًا بَتَّكَهُ قَطَّعَهُ. {وَاسْتَفْزِزْ} اسْتَخِفَّ {بِخَيْلِكَ} الْفُرْسَانُ. وَالرَّجْلُ الرَّجَّالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ. {لأَحْتَنِكَنَّ} لأَسْتَأْصِلَنَّ. {قَرِينٌ} شَيْطَانٌ

ব্যাখ্যা : ইবলিস আরবী শব্দ নাকি অনারবী ? সে কি ফেরেশতা ছিল নাকি জ্বিন ছিল ? এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। প্রণিধানযোগ্য মত হলো সে জ্বিন জাতির অন্তর্ভূক্ত ছিল। এবদত-বন্দেগীতে উন্নতি সাধনের মাধ্যমে ফেরেশতাদের দলভূক্ত হয়; ফলে ফেরেশতাদের সেজদার যে নির্দেশ দেওয়া হয় সেও তার আজ্ঞাবহ ছিল। আর এ ঘটনায় তার আসলরূপ প্রকাশ পায়। সে অহংকার করে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে। সুরা কাহাফের ৫০ নং আয়াত كان من الجن ففسق عن أمر ربه 'সে জ্বিনদলভূক্ত ছিল, আপন প্রভূর আদেশ লঙ্ঘন করেছে'। বিস্তারিত জানার জন্য কাসতালানী দেখুন।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এই শিরোণাম কায়েম করে-যারা বলে 'শয়তানের ভিন্ন কোন অস্তিত্ব নেই বরং আমাদের নফসেই শয়তান'-তাদের বক্তব্য রদ করেছেন।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : মুজাহিদ রহ. বলেন: সুরা সাফফাতে {يُقْذَفُونَ} অর্থ হলো নিক্ষেপ করা হয়। একই সুরায় ব্যবহৃত {دُحُورًا} এর অর্থ হলো 'পালাতক'। {وَاصِبٌ} এর অর্থ হলো 'সার্বক্ষণিক'।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন: সুরা আরাফে ব্যবহৃত {مَدْحُورًا} অর্থ হলো 'রহমত বঞ্চিত'। সুরা নিসার ১১৭ নং আয়াতে ব্যবহৃত {مَرِيدًا} এর অর্থ হলো 'দাম্ভিক, অহংকারী'। সুরা নিসার ১১৯ নং আয়াতে ব্যবহৃত بَتَّكَهُ এটি মূলত থেকে উদগত। অর্থ হলো 'সে অবশ্যই প্রাণীর কান কর্তন করবে'। ইমাম বুখারী রহ. বলেন: بَتَّكَهُ এর অর্থ হলো, قَطَّعَهُ 'সে তা কাটবে'।

{وَاسْتَفْزِزْ} اسْتَخِفَّ : সুরা বনী ইসরাইলের ৬৪ নং আয়াতে واستفزز من استطعت منهم و أجلب عليهم بخيلك و رجلك) 'আর তাদের মাঝে যাদের উপর তোমার ক্ষমতা চলে (যাদের উপর তোমার নিয়ন্ত্রণ আছে) তাকে স্থানচ্যুত করো। এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমার অশ্বারোহীদল ও পদাতিক বাহিনী পরিচালনা করো।' -অর্থাৎ তোমার সকল বাহিনী নিয়ে জোরালো আক্রমণ পরিচালনা করো-) ব্যবহৃত {وَاسْتَفْزِزْ} এর অর্থ হলো 'হালকা করা, সরলপথে অটল থাকা থেকে বিচ্যুত করে দেয়া। رَجْل এর অর্থ হলো 'আপন অশ্বারোহী বাহিনী এবং পদাতিক বাহিনী নিয়ে। 'রা' ও 'জীম' হরফে তাশদীদ ও ফাতহা হবে, رَجَّال এর একবচন হলো راجل, যেমন صَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ। {لأَحْتَنِكَنَّ}: অর্থ হলো, তাদের ভিত্তি শেষ করে দিব, সমূলে উৎপাটন করে দিব। {قَرِينٌ} এর অর্থ হলো, শয়তান।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ سُحِرَ النَّبِيُّ ﷺ. وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَهُ وَوَعَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ. حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا. ثُمَّ قَالَ " أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا فِيهِ شِفَائِي أَتَانِي رَجُلاَنِ. فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ. قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ. قَالَ فِي مَاذَا قَالَ فِي مُشُطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ". فَخَرَجَ إِلَيْهَا

https://e-ilm.weebly.com/

النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ رَجَعَ " نَخْلُهَا كَأَنَّهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ". فَقُلْتُ اسْتَخْرَجْتَهُ فَقَالَ " لاَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ، وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا. ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِئْرُ ".

সহজ তরজমা

৩০৫১. ইবরাহীম ইবনে মূসা রহ. ..... আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে যাদু করা হয়েছিল। লায়স রহ বলেন, আমার নিকট হিশাম পত্র লিখেন, তাতে লেখা ছিল যে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে আয়িশা রাযি. থেকে হাদীস শুনেছেন এবং তা ভাল করে মুখস্ত করেছেন। আয়েশা রাযি. বললেন, নবী ﷺ-কে যাদু করা হয়। এমনকি তার যাদুর খেয়ালে মনে হতো যে, তিনি স্ত্রীগণের বিষয়ে কোন কাজ করে ফেলেছেন অথচ তিনি তা করেন নি। শেষ পর্যন্ত তিনি একদিন রোগ আরোগ্যের জন্য বারবার দু'আ করলেন, এরপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি জান? আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার রোগের আরোগ্য নিহিত আছে? আমার নিকট দু'জন লোক আসল। তাদের একজন মাথার কাছে বসল আর অপরজন আমার পায়ের কাছে বসল। এরপর একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করল এ ব্যক্তির রোগটা কি? জিজ্ঞাসিত লোকটি জবাব দিল, তাকে যাদু করা হয়েছে। প্রথম লোকটি বলল, তাকে যাদু কে করল? সে বলল, লবীদ ইবনে আ'সাম। প্রথম ব্যক্তি বলল, কিসের দ্বারা (যাদু করল)? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, তাকে যাদু করা হয়েছে, চিরুনি, সুতার তাগা এবং খেজুরের খোসায়। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, এগুলো কোথায় আছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দিল, যারওয়ান কূপে। তখন নবী ﷺ সেখানে গেলেন এবং ফিরে আসলেন। এরপর তিনি আয়িশা রাযি.-কে বললেন, কূপের কাছে খেজুর গাছগুলো যেন এক একটা শয়তানের মুন্ড। তখন আমি (আয়িশা রা) জিজ্ঞাসা করলাম,আপনি কি সেই যাদু করা জিনিসগুলো বের করতে পেরেছেন? তিনি বললেন, না। তবে আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দিয়েছেন। আমার আশংকা হয়েছিল এসব জিনিস বের করলে মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে। এরপর সেই কূপটি বন্ধ করে দেয়া হল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল, যাদু শয়তানের সহযোগীতায় পূর্ণতা লাভ করে। আর এটা সামগ্রিকভাবে শয়তানের খারাপগুণ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৬২-৪৬৩ পৃষ্ঠা, ৪৫০ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৮৫৮. ৮৯০. ৯৪৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, হুযুর ﷺ এর মনে হতো; তিনি স্ত্রীসম্ভোগ করছেন, অথচ বাস্তবতা তা নয়। মোটকথা যাদুর প্রতিক্রিয়া তার কিছু কিছু ধারণার উপর ক্রিয়াশীল ছিল। রিসালাতের দায়িত্ব পালনে এর কোন প্রভাবই কার্যকর ছিল না। তবে এতটুকু প্রভাবের একটি খোদায়ী হিকমত হলো। এ কথা প্রমাণ করা যে, হুযুর ﷺ যাদুকর নন; কেননা যাদুকরের বেলায় যাদু ক্রিয়াশীল হয় না। মোমের প্রতিকৃতি নির্মান করে তাতে সুচ বিঁধিয়ে ছিল এবং সূতায় এগারোটি গিঁট দিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা معوذتين এর সূরাদ্বয় (তথা قل أعوذ برب الفلق ও قل أعوذ برب الناس) নাযিল করেন। রাসূল ﷺ এক এক আয়াত পাঠ করতেন ও একটি করে গিঁঠ খুলতেন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩০৫২. ইসমাঈল ইবনে আবী উআইস রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা যায় তখন শয়তান তার মাথার শেষাংশে তিনটি করে গিরা দিয়ে দেয়। প্রত্যেক গিরার সময় এ কথা বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, এখনো রাত অধিক রয়ে গেছে, অতএব শুয়ে থাক। এরপর সে লোক যদি জেগে উঠে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে তখন একটি গিরা খুলে যায়। (অলসতা দূর হয়) তারপর সে যদি উযূ করে, তবে দ্বিতীয় গিরাটিও খুলে যায় (এটা অপবিত্রতার গিরা) আর যদি সে সালাত আদায় করে তবে সব কয়টি গিরাই খুলে যায়। আর এ ব্যক্তি খুশির সাথে পবিত্র মনে ভোর উদযাপন করবে, অন্যথায় সে অপবিত্র মনে অলসতার সাথে ভোর উদযাপন করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট; কেননা মাথার পশ্চাদাংশে গিঠ দেওয়া শয়তানী কর্ম এবং শয়তানের মন্দগুণ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৩ পৃষ্ঠা, ১৫৩ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস সুস্বাস্থ্য ও প্রফুল্ল-স্ফূর্তি লাভের এক অনন্য প্রেস্কিপশন। অভিজ্ঞতা এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও প্রমাণ। সকল হাকীম ও ডাক্তাররা একমত যে, সকাল সকাল ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া প্রভাতী সমিরণ গ্রহণ করা শরীর স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। অধিকন্তু ব্যবসা-বানিজ্য, বিপণন ও কৃষিতে বরকত হয়। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ " ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ ـ أَوْ قَالَ ـ فِي أُذُنِهِ ".

সহজ তরজমা

৩০৫৩. উসমান ইবনে আবূ শায়বা রহ. ..... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল, যে সারা রাত এমনকি ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল। তখন তিনি বললেন, সে এমন ব্যক্তি যার উভয় কানে অথবা তিনি বললেন, তার কানে পেশাব করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট; কেননা প্রতিদিন কর্ণকুহরে প্রশ্রাব করা শয়তানের ঘৃণিতকর্ম।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৩ পৃষ্ঠা, তাহাজ্জুদ অধ্যায়ের ১৫৩ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত জানেন জন্য নাসরুল বারীর ৩৪৯-৩৫০ পৃষ্ঠা মুতালাআ করুন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَرُزِقَا وَلَدًا، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ ".

সহজ তরজমা

৩০৫৪. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ....ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দেখ, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর নিকট আসে, আর তখন বলে, বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব হতে দূরে রাখ। আর আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তানের প্রভাব হতে বাঁচিয়ে রাখ। এরপর তাদেরকে যে সন্তান দান করা হবে তাকে শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট; কেননা কেননা শয়তানের কর্ম হলো মানুষের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা। আর এটা তার একটি জঘন্য স্বভাব।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৬৩ পৃষ্ঠা, ২৬ পৃষ্ঠায় গিয়েছে। ৪৬৪. ১১০০ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ وَلاَ تَحَيَّنُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا. فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ". أَوِ الشَّيْطَانِ. لاَ أَدْرِي أَىَّ ذَلِكَ قَالَ هِشَامٌ.

সহজ তরজমা

৩০৫৫. মুহাম্মদ (ইবনে সালাম) রহ. ....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন সূর্যের এক কিনারা উদিত হবে, তখন তা পরিস্কারভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় করা বন্ধ রাখ। আবার যখন সূর্যের এক কিনারা অস্ত যাবে তখন তা সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় করা বন্ধ রাখ। আর তোমরা সূর্যোদয়ের সময়কে এবং সূর্যাস্তের সময়াকে তোমাদের সালাতের জন্য নির্ধারিত করো না। কেননা, তা শয়তানের দু'শিং-এর মাঝখান দিয়ে উদিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, হিশাম রহ কি 'শয়তান' বলছেন না 'আশ-শয়তান' বলেছেন তা আমি জানি না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ (নিশ্চয়ই সূর্যোদয় হয় শযতানের দুই শিং এর মাঝে)এই ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৬৩ পৃষ্ঠা, ৮২ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَىْ أَحَدِكُمْ شَىْءٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْنَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ".

সহজ তরজমা

৩০৫৬. আবূ মা'মার রহ. ....আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সালাত আদায়ের সময় তোমাদের কারো সম্মুখ দিয়ে যখন কেউ চলাচল করবে তখন সে তাকে অবশ্যই বাঁধা দিবে। সে যদি অমান্য করে তবে আবারো তাকে বাঁধা দিবে। এরপরও যদি সে অমান্য করে তবে অবশ্যই তার সাথে লড়াই করবে। কেননা সে শয়তান।

উসমান ইবনে হাইসাম রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমযানের যাকাত (সাদকায়ে ফিতরের) হেফাজতের দায়িত্ব প্রদান করলেন। এরপর আমার নিকট এক আগন্তুক আসল। সে তার দু'হাতের কোষ ভরে খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে লাগল। তখন আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং

https://e-ilm.weebly.com/

বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাব। তারপর রাবী হাদীসটি উল্লেখ করলেন। তাতে আরো আছে যে, অতপর সে বলল, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। তাহলে সর্বদা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন হেফাজতকারী থাকবে এবং ভোর হওয়া পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসতে পারবে না। তখন নবী ﷺ বললেন, সে তোমাকে সত্য বলেছে, অথচ সে মিথ্যাবাদী এবং শয়তান ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (নিশ্চয়ই এটা শয়তান)এই ইবারত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৩ পৃষ্ঠা, ৩০১ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৭৪৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وَلْيَنْتَهِ ".

সহজ তরজমা

৩০৫৭. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো কাছে শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছেন? ঐ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন বিষয়টি এ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর কাছে পানাহ চায় এবং বিরত হয়ে যায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৩ পৃষ্ঠা। ঈমান অধ্যায়ে মুসলিমে এবং সুন্নাহ অধ্যায়ে আবু দাউদে হাদীসটি এসেছে।

ব্যাখ্যা : শয়তানের এ জাতীয় কুমন্ত্রণা খুবই ক্ষতিকর। বিবেকের দাবি মাফিকও তা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী বৈ আর কিছুই নয়; কেননা এতে তাসালসুল (পর্যায়ক্রমে) লাযেম আসে। আর নিশ্চিত ও স্পষ্ট বিষয় যে, এটা অগ্রাহ্য। বিধায় হুযুর ﷺ এমন কুমন্ত্রণার চিকৎসায় বলেছেন : 'আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রর্থনা করো এবং চিন্ত া-ভাবনা অন্যদিকে নিবদ্ধ করো।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ، مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ "

সহজ তরজমা

৩০৫৮. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন রমযান মাস আরম্ভ হয়, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ (শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়) উক্ত হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৩ পৃষ্ঠা, ২৫৫ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ مُوسَى قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا. قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ

সহজ তরজমা

৩০৫৯. হুমাইদী রহ. .... উবাই ইবনে কা'ব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, মূসা আ. তাঁর সঙ্গীকে বললেন, আমাদের সকালের খাবার নিয়ে আসো। তিনি বললেন, আপনি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন পাথরটির কাছে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই এর কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল (১৮:৬২,৬৩)। আল্লাহ তা'আলা মূসা আ.-কে যে স্থানটি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে স্থানটি অতিক্রম করা পর্যন্ত তিনি কোন রূপ ক্লান্তি বোধ করেন নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ (শয়তান আমাকে তা ভুলিয়ে দিয়েছে) উক্ত হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৩ পৃষ্ঠা, ১৭. ২৩. ৩০২. ৩৭৭. পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৪৮১. ৪৮২. ৪৮৩. ৬৮৮. ৬৯০. ৯৮৭. ১১১৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারীর ১ম খণ্ডের ৫১৪ পৃষ্ঠা মুতালাআ করুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ "هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

সহজ তরজমা

৩০৬০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ......আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাৎ)-কে দেখেছি, তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করে বলেছেন, সাবধান। ফিতনা এখানেই। সাবধান ফিতনা এখানেই। যেখান হতে শয়তানের শিং উদিত হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ (যেখান থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়) উক্ত হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৩ পৃষ্ঠা, ৪৩৮. পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৪৯৮. ৭৯৮. ১০৫০ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ - أَوْ كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقْ بَابَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا".

সহজ তরজমা

৩০৬১. ইয়াহইয়া ইবনে জাফর রহ. ..... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'সূর্যাসেত্মর পরপরই যখন রাত শুরু হয় অথবা বলেছেন, যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকে রাখবে। কেননা এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর যখন রাতের কিছু অংশ চলে যাবে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার। আর তুমি তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমাদের ঘরের বাতি নিভিয়ে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমার পানি রাখার পাত্রের মুখ বন্ধ রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমার বাসন পত্র ঢেকে রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। সামান্য কিছু হলেও তার উপর দিয়ে রেখে দাও।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ (নিশ্চয়ই শয়তান ছড়িয়ে পড়ে) উক্ত হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৩-৪৬৪ পৃষ্ঠা, ৪৬৬. ৪৬৭. ৮৪১. ৯৩১ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : الشَّيَاطِينَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুষ্ট জ্বিন অর্থাৎ রাত্রি বেলায় জিন্নাত ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন হযরতের মতামত হলো, الشَّيَاطِينَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিষাক্ত সাপ; দিনের বেলায় গর্তে অবস্থান করে আর রাতে বায়ু গ্রহণের জন্য বেরিয়ে আসে; তাই শিশুদের হেফাযতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাদীসে পাক দ্বারা বুঝা যায়, বিসমিল্লাহ বলে দরজা বন্ধ করলে ঘরে শয়তান প্রবেশ করবে না। কোন বিষাক্ত প্রাণী মুখ দেওয়ার আশঙ্কায় অথবা টিকটিকি ইত্যাদি পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পাত্র ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ. عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ حُيَيٍّ. قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعْتَكِفًا. فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ. فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي. وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ. فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ ". فَقَالاَ سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ. وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا. أَوْ قَالَ. شَيْئًا ".

সহজ তরজমা

৩০৬২. মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ. ....সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মসজিদে নববীতে) ইতিকাফ অবস্থায় ছিলেন। আমি রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসলাম। এরপর তাঁর সাথে কিছু কথা বার্তা বললাম। তারপর আমি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালাম। আর তাঁর (সাফিয়্যার) বাসস্থান ছিল উসামা ইবনে যায়দের বাড়ীতে। এ সময় দু'জন আনসারী সে স্থান দিয়ে অতিক্রম করল। তারা নবী যখন নবী ﷺ-কে দেখল তখন তারা তাড়াতাড়ি চলে যেতে লাগল। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। এ মহিলাটি (আমার স্ত্রী) বিনতে হুয়াই। তারা বললেন, সুবাহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ (আমরা কি আপনার ব্যাপারে অন্যরূপ ধারণা করতে পারি?) তিনি বললেন, মানুষের শরীরের রক্তধারায় শয়তান প্রবহমান থাকে। আমি আশংকা করছিলাম, সে তোমাদের মনে কোন খারাপ ধারণা অথবা বললেন, অন্য কিছু সৃষ্টি করে না কি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল إِنَّ الشَّيْطَانَ (নিশ্চয়ই শয়তান) উক্ত হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৪ পৃষ্ঠা, ২৭২. ২৭৩. ৪৩৭ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৯১৮. ১০৬৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ. عَنْ أَبِي حَمْزَةَ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ. قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلاَنِ يَسْتَبَّانِ. فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ. لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ". فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ". فَقَالَ وَهَلْ بِي جُنُونٌ

সহজ তরজমা

৩০৬৩. আবদান রহ. ......সুলাইমান ইবনে সুরাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন দু'জন লোক পরস্পর গাল মন্দ করছিল। তাদের একজনের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি এমন একটি দু'আ জানি, যদি লোকটি পড়ে তবে সে যে রাগ অনুভব করছে তা দূর হয়ে যাবে। (তিনি বললেন) সে যদি পড়ে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তান"- (আমি শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই) তবে তার রাগ চলে যাবে। তখন উপস্থিত লোকজন তাকে বলল, নবী ﷺ বলেছেন, তুমি যেন আল্লাহর কাছে শয়তান হতে আশ্রয় চাও। সে বলল, আমি কি পাগল হয়েছি?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৪ পৃষ্ঠা, ৮৯৩. ৯০৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ. عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ. عَنْ كُرَيْبٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ {اللَّهُمَّ} جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ. وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي. فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ. وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ ". قَالَ وَحَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

সহজ তরজমা

৩০৬৪. আদম রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর নিকট গমন করে এবং বলে "হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান হতে রক্ষা কর আর আমাকে এ দ্বারা যে সন্তান দিবে তাকেও শয়তানের প্রভাব হতে হেফাজত কর, তাহলে যদি তাদের কোন সন্তান জন্মায়, তবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং তার উপর কোন কর্তৃত্বও চলবে না। আ'মাশ রহ. ......ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৪ পৃষ্ঠা, ২৬. ৪৬৩. পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৭৭৬. ৯৪৫. ১১০০ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ. حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضى الله عنه. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةً فَقَالَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي. فَشَدَّ عَلَيَّ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ عَلَيَّ. فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ ". فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

সহজ তরজমা

৩০৬৫. মাহমুদ রহ. ....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, শয়তান আমার সামনে এসেছিল। সে আমার সালাত নষ্ট করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তারপর পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি উল্লেখ করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৪ পৃষ্ঠা, ৬৬. ১৬১. ৪৮৬. পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৭১০ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : হাদীস পূর্বে গিয়েছে, যে, আমি চাইলাম, মাসজিদের কোন খুঁটিতে তাকে বেঁধে রাখবো, পরক্ষণেই হযরত সুলাইমান আ. এর দুআ মনে হলো; বিধায় তাকে ছেড়ে দিলাম। বিস্তারিত জানার জন্য ৩য় খণ্ডের ৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ. عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ. فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ. فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ. فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ. حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ. فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا. حَتَّى لاَ يَدْرِي أَثَلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ".

সহজ তরজমা

৩০৬৬. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ. ....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের উদ্দেশ্যে আযান দেওয়া তখন শয়তান (আযানের স্থান থেকে) স্বশব্দে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে। আযান শেষ হলে সামনে এগিয়ে আসে। আবার যখন (সালাতের জন্য) ইকামত দেওয়া হয় তখন আবার পালাতে থাকে। ইকামত শেষ হলে আবার সামনে আসে এবং মানুষের মনে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে আর বলতে থাকে অমুক অমুক বিষয় মনে কর। এমনকি সে ব্যক্তি আর স্মরণ রাখতে পারে না যে, সে কি তিন রাকাআত পড়ল না চার রাকাআত পড়ল। এমন যদি কারো হয়ে যায় যে, সে মনে রাখতে পারে না তিন রাকাআত পড়ছে না চার রাকাআত পড়ছে? তবে সে যেন দু'টি সাহু সিজদা করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৪ পৃষ্ঠা, ৫৮. ১৬৩. ১৬৪. পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত জানার জন্য ২য় খ-ের ২২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ. غَيْرَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ

সহজ তরজমা

৩০৬৭. আবুল ইয়ামান রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্মের সময় তার পার্শ্বদেশে শয়তান তার উভয় আঙুল দ্বারা টোকা মারে। ঈসা ইবনে মরয়াম আ.-এর ব্যতীক্রম। সে তাঁকে টোকা মারতে গিয়েছিল। (কিন্তু ব্যর্থ হয়) তখন সে পর্দার উপর টোকা মারে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৪ পৃষ্ঠা, ৪৮৮. পৃষ্ঠায় গিয়েছে,৬২৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ. عَنِ الْمُغِيرَةِ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَلْقَمَةَ. قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ {فَقُلْتُ مَنْ هَا هُنَا} قَالُوا أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ أَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ

সহজ তরজমা

৩০৬৮. মালিক ইবনে ইসমাঈল রহ. ....আলকামা রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সিরিয়া গমন করলাম। অত:পর বললাম এখানে কে আছে? লোকেরা বলল, ইনি আবু দারদা রাযি.। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মাঝে কি সে লোক আছে, যাকে নবী কারীম ﷺ এর মৌখিক দু'আয় আল্লাহ শয়তান থেকে রক্ষা করেছেন?'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

أَجَارَهُ اللهُ : দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাযি.। কুরাইশ কাফেররা তাকে হুযুর ﷺ এর শানে বেয়াদবী করতে বাধ্য করে আর হযরত আম্মার রাযি. মাহফুয থাকেন। তখন হুযুর ﷺ বলেন : أَجَارَهُ اللهُ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে শয়তান থেকে রক্ষা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসের أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ (আল্লাহ তাআলা তাকে শয়তান থেকে রক্ষা করেছেন) এই বাক্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৪ পৃষ্ঠা, ৫২৯. ৫৩১. ৭৩৭. ৯২৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ يَعْنِي عَمَّارًا قَالَ وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ أَخْبَرَه عُرْوَةُ . عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْمَلَائِكَةُ تَتَحَدَّثُ فِي الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ الْغَمَامُ بِالأَمْرِ يَكُونُ فِي الأَرْضِ فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِينُ الْكَلِمَةَ فَتَقُرُّهَا فِي أُذُنِ الْكَاهِنِ كَمَا تُقَرُّ الْقَارُورَةُ فَيَزِيدُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذِبَةٍ.

সহজ তরজমা

৩০৬৯. সুলাইমান ইবনে হারব রহ. ..... মুগীরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সেই ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ﷺ এর মৌখিক দোয়ায় শয়তান থেকে রক্ষা করেছেন, তিনি হলেন আম্মার রাযি.।

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, লায়স রহ. বলেন, ... আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'ফিরিশতাগণ মেঘের মধ্যে এমন সব বিষয় আলোচনা করেন, যা পৃথিবীতে ঘটবে। তখন শয়তান দু' একটি কথা শুনে ফেলে এবং তা গণকদের কানে এমনভাবে ঢেলে দেয় যেমন বোতলে পানি ঢালা হয়। তখন তারা এ সত্য কথার সাথে শত প্রকারের মিথ্যা কথা বাড়িয়ে বলে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৪ পৃষ্ঠা, ৫২৯. ৫৩১. ৭৩৭. ৯২৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ. عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "اَلتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَا. ضَحِكَ الشَّيْطَانُ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩০৭০. আসিম ইবনে আলী রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের কারো যখন হাই আসবে তখন যথাসম্ভব দমন করবে। কেননা তোমাদের কেউ হাই তোলার সময় যখন 'হা' বলে, তখন শয়তান হাসতে থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৪ পৃষ্ঠা, ৯১৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : 'হাই' কে শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। উদরপূর্তী পানাহারের মাধ্যমে শরীর ভারী হয়ে যায় বিধায় আলস্য ঘিরে ধরে; ফলে নিদ্রা প্রবল হয়। এতে যথাযথ ইবাদত করতে না পারায় শয়তান আনন্দিত হয়।

فَلْيَرُدَّهُ : 'হাই' প্রতিহত করার অনেক পন্থা হতে পারে, যথা : ১. ঠোঁট স্বজোরে চেপে ধরবে। ২. মুখে হাত রাখবে। ৩. স্থবিরতার সময় আপন মনে কল্পনা করবে 'আম্বিয়া আ. গণের উপর স্থবিরতা ক্রিয়াশীল হতো না।

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. قَالَ هِشَامٌ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ. فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ أَيْ عِبَادَ اللهِ أَبِي أَبِي. فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

সহজ তরজমা

৩০৭১. যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া রহ. .....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের দিন যখন মুশরিকরা পরাজিত হলো, তখন ইবলীস চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা তোমাদের পেছনের লোকদের প্রতি সতর্ক হও। অতএব সামনের লোকেরা পেছনের লোকদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। ফলে উভয় দলের মধ্যে নতুনভাবে সংঘর্ষ শুরু হল। হুযায়ফা রাযি. হঠাৎ তাঁর পিতা ইয়ামানকে দেখতে পেলেন। (মুসলমানগণ তাঁর উপর আক্রমণ করছে) তখন তিনি (হুযায়ফা) বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা! আমার পিতা! আমার পিতা! (তিনি মুসলিম) কিন্তু আল্লাহর কসম, তারা বিরত হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে হত্যা করে ফেলল। তখন হুযায়ফা রাযি. বললেন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। উরওয়া রাযি. বলেন, আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত হুযায়ফা রাযি. (তাঁর পিতার হত্যাকারীদের জন্য) দু'আ ও ইস্তেগফার করতে থাকেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৪-৪৬৫ পৃষ্ঠা, সামনে ৫৩৯পৃ. মাগাযীতে ৫৮১, ৯৮২ ও ১০১৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ. عَنْ أَشْعَثَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ مَسْرُوقٍ. قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ "هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ".

সহজ তরজমা

৩০৭২. হাসান ইবনে রাবী রহ. .....আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে সালাতের মধ্যে মানুষের এদিক-ওদিক তাকানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তা হলো শয়তানের এক ধরণের ছিনতাই, যা সে তোমাদের এক জনের সালাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৫ পৃষ্ঠা, ১০৪ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ".

সহজ তরজমা

৩০৭৩. আবুল মুগীরা ও সুলাইমান ইবনে আবদুর রাহমান রহ. .....আবূ কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সৎ ও ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের কেউ যখন ভীতিকর মন্দ স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন তার বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করে আর শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে এরূপ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৫ পৃষ্ঠা, ৮৫৫. ১০৩৫. ১০৩৬. ১০৩৭. ১০৪৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ. فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ".

সহজ তরজমা

৩০৭৪. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি একশবার এ দু'আটি পড়বেঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; বাদশাহী একমাত্র তারই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান, তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার পরিমাণ সাওয়াব তার হবে। তার জন্য একশটি সাওয়াব লেখা হবে এবং আর একশটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে মাহফুজ থাকবে। কোন লোক তার চাইতে উত্তম সাওয়াবের কাজ করতে সক্ষম হবে না। তবে ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে ঐ দু'আটির আমল অধিক পরিমাণ করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৫ পৃষ্ঠা, ৯৪৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ " عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ ". قَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَ. ثُمَّ قَالَ أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، أَتَهَبْنَنِي وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْنَ نَعَمْ. أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ "

সহজ তরজমা

৩০৭৫. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ....সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদা উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর সঙ্গে কয়েকজন কুরায়শ মহিলা কথা বার্তা বলছিল। তারা খুব উচ্চস্বরে কথা বলছিল। এরপর যখন উমর রাযি. অনুমতি চাইলেন, তারা উঠে দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। তখন তিনি মুচকি হাসছিলেন। তখন উমর রাযি. বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে সর্বদা স্মীতহাস্যে রাখুন।' তিনি বললেন, আমার কাছে যে সব মহিলা ছিল তাদের ব্যাপারে আমি আশ্চার্যান্বিত হয়েছি। তারা যখনই তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল তখনই দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেল। উমর রাযি. বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকেই তাদের অধিক ভয় করা উচিত ছিল।' এরপর তিনি মহিলাদের লক্ষ্য করে বললেন, হে আত্মশত্রু মহিলাগণ। তোমরা আমাকে ভয় করছ অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভয় করছ না? তারা জবাব দিল, হ্যাঁ, কারণ তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে অধিক কর্কশ ভাষী ও কঠোর হৃদয় ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'কসম ঐ সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তুমি যে পথে গমন কর শয়তান কখনো সেই পথে চলে না বরং সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৫ পৃষ্ঠা, ৫২০. ৮৯৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

প্রশ্ন : হুযুর ﷺ এর উপস্থিতিতে উঁচু আওয়াযে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আযওয়াজে মুতাহহারাতগণ কিভাবে উচ্চস্বরে কথা বলতেন ?

উত্তর : ১. হয়ত এই ঘটনা নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বে অথবা নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অবগতির পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। ২. হুযুর ﷺ এর সীমাহীন অনুগ্রহ দৃষ্টে তারা স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না।

کرم ہائے تو مارا کرد گستاخ

তোমার কৃপাই আমাকে অনিয়ন্ত্রিত করেছে।

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا اسْتَيْقَظَ ـ أُرَاهُ ـ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩০৭৬. ইবরাহীম ইবনে হামযা রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা থেকে উঠে এবং উযু করে তখন তার নাক তিনবার ঝেড়ে ফেলা উচিত, কেননা, শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত যাপন করেছে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৬৫ পৃষ্ঠা, ২৮ পৃষ্ঠায় গিয়েছে। তাহারাত অধ্যায়ে মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে।

بَاب ذِكْرِ الْجِنِّ وَثَوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ.

১৯৯৬. পরিচ্ছেদ : জ্বিনজাতীর আলোচনা এবং তাদের প্রতিদান ও শাস্তির বিবরণ।

لِقَوْلِهِ : {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي} إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : {عَمَّا يَعْمَلُونَ}. {بَخْسًا} نَقْصًا. قَالَ مُجَاهِدٌ {وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا} قَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ الْمَلاَئِكَةُ بَنَاتُ اللهِ وَأُمَّهَاتُهُمْ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْجِنِّ. قَالَ اللهُ : {وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ} سَتُحْضَرُ لِلْحِسَابِ. {جُنْدٌ مُحْضَرُونَ} عِنْدَ الْحِسَابِ.

সূরা আনআমের আয়াতে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ : ' হে মানব দানব ! তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আমার আয়াত পাঠ করেনি ? তারা কি তোমাদের সামনে আমার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেনি? (সূরা আনআম: ১৩০) بَخْسًا ক্ষতি। وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا (৩৬: ১৫৮ আয়াতের তাফসীরে) মুজাহিদ রহ. বলেন, কোরাইশ কাফিররা ফিরিশতাগণকে আল্লাহর কন্যা এবং তাদের মাতাদেরকে জিনদের নেতাদের কন্যা বলে আখ্যায়িত করত। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, জিনগণ অবশ্যাই জানে যে, তাদেরকে হিসাবের সময় উপস্থিত করা হবে।

'জ্বিন' সৃষ্টির এক স্বতন্ত্র প্রকার :

কুরআন, সুন্নাহর উদ্ধৃতি এবং সাহাবা ও তাবেয়ী যুগের সকল উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে জ্বিনজাতীর অস্তিত্ব সুপ্রমাণীত। আর আম্বিয়া আ. গণ থেকে তা এমন ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত যে, বিশেষ-সাধারণ নির্বিশেষে সকলের জানা; সুতরাং দার্শনিক, বাতেনী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কথার কোন মূল্য নেই।

আল্লামা যমখশরী রহ. বিরচিত 'ربيع الأبرار' নামক গ্রন্থে আবু হুরাইরা রাযি. থেকে মারফূ সনদে বর্ণিত :

إن الله خلق الخلق أربعة أصناف. الملائكة و الشياطين و الجن و الإنس.

বিস্তারিত জানার জন্য 'ইরশাদুস সারীর' ৭ম খণ্ড অধ্যায়ন করা যেতে পারে।

বুঝা গেল, জ্বিন সৃষ্টির এক স্বতন্ত্র প্রকার। তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা কুফুর। জ্বিনজাতী আগুনের তৈরি এক সৃষ্টি। তারা পানাহার, বিয়েশাদীও করে এবং বংশধরও জন্মায়। তারা শরীয়তের মুকাল্লাফ; বিধায় তাদের মাঝে মুমিনও আছে আবার কাফেরও আছে। দীনদারও হয় আবার ফাসেকও হয়। কিয়ামত দিবসে তাদের হিসেব গ্রহণ করা হবে।

{بَخْسًا} : সূরা জ্বিনে {بَخْسًا} শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থ হলো : ঘাটতি।

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ مُجَاهِدٌ قَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ الْمَلاَئِكَةُ بَنَاتُ اللهِ وَأُمَّهَاتُهُمْ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْجِنِّ : মুজাহিদ সহ. সুরা সাফফাতের আয়াত {وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا} (তারা তার মাঝে ও জ্বিনজাতীর মাঝে বংশ সম্পর্ক স্থির করে) বলেন : কুরাইশ কাফেররা বলত, ' ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার কন্যা আর জ্বিন সরদার তনয়রা তাঁর স্ত্রী।

قَالَ اللهُ {وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ} سَتُحْضَرُ لِلْحِسَابِ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ 'জ্বিনজাতী জেনেছে, হিসেবের সময় তাদেরকে উপস্থিত করা হবে'।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، ﷺ. قَالَ لَهُ " إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَىْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩০৭৭. কুতাইবা রহ. ......আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রাহমান রহ-কে বলেছেন, 'আমি তোমাকে দেখেছি তুমি ছাগপাল ও মরুভূমি পছন্দ করছ। অতএব তুমি যখন তোমার ছাগপাল নিয়ে মরুভূমিতে অবস্থান করবে, সালাতের সময় হলে আযান দিবে, তখন তুমি উচ্চস্বরে আযান দিবে। কেননা, মুআযযিনের কণ্ঠস্বর জ্বিন, মানুষ ও যে কোন বস্তু শুনে, তারা কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।' আবূ সাঈদ রাযি. বলেন, আমি এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল جِنٌّ শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আর এটা জ্বিনজাতীর অস্তিত্বের প্রমাণ। তাদের বিরুদ্ধে দলিল, যারা জ্বিন জাতীর অস্তিত্ব অস্বিকার করে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৬৫ পৃষ্ঠা, ৮৬পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ১১২৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মতো জ্বিনজাতী মুকাল্লাফ; সুতরাং তাদের সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দেওয়া হবে আর পাপিষ্টকে শাস্তি দেওয়া হবে। শয়তান যদিও জ্বিনজাতীর অন্তর্ভূক্ত; তারপরও নাফরমানির দরুণ বিতারিত। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ}. إِلَى قَوْلِهِ {أُولَئِكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ}.

{مَصْرِفًا} مَعْدِلاً. {صَرَفْنَا} أَيْ وَجَّهْنَا.

১৯৯৭. পরিচ্ছেদ : সুরা আহকাফে আল্লাহ তাআলার বানী : {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ}

(স্বরণ করুণ সেই ঘটনা) যখন আমরা আপনার নিকট জ্বিনদের একটি দল প্রেরণ করলাম। তারা কুরআন শ্রবণ করছিলো। যখন তারা কুরআন (তিলাওয়াত স্থলে) পৌচলো, তখন (তারা পরস্পর) বলতে লাগলো, 'চুপ থাকো (আর তার কালাম শ্রবণ করো)' অতপর যখন কুরআন তিলাওয়াত সম্পন্ন হলো (হুযুর ﷺ তখন নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, তা সমাপ্ত হলো) তখন তারা (এতে ইমান আনলো) নিজ সম্প্রদায়ের কাছে (এই) সংবাদ পৌছানোর জন্য প্রত্যাবর্তন করলো। আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

{مَصْرِفًا} এর অর্থ হলো, مَعْدِلاً 'প্রত্যাবর্তনস্থল'। {صَرَفْنَا} এর অর্থ হলো, وَجَّهْنَا 'আমরা অভিমুখী করলাম, পাঠালাম'।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ}.

১৯৯৮. পরিচ্ছেদ : সুরা লুকমানে ১০ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} আর পৃথিবীতে সবধরণের প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الثُّعْبَانُ الْحَيَّةُ الذَّكَرُ مِنْهَا. يُقَالُ الْحَيَّاتُ أَجْنَاسٌ الْجَانُّ وَالأَفَاعِي وَالأَسَاوِدُ. {آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا} فِي مِلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ. يُقَالُ {صَافَّاتٍ} بُسُطٌ أَجْنِحَتَهُنَّ. {يَقْبِضْنَ} يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهِنَّ

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : পুরুষ সাপকে বলা الثُّعْبَانُ হয়। ইমাম বুখারী রহ. বলেন : সাপ বিভিন্ন ধরণের হয়, যথা: الْجَانُّ وَالأَفَاعِي وَالأَسَاوِدُ। বলা হয়, চিকন সাদা সাপকে। الأَفَاعِي: الأفعى এর বহুবচন. অর্থ খুবই কুৎসিৎ বিষাক্ত সাপ। الأَسَاوِدُ: الأسود এর বহুবচ. অর্থ অনেক দীর্ঘ ও খুবই বিষাক্ত নাগসাপ, যা দুধাসক্ত হয়ে থাকে।

{آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا}. এর দ্বারা সুরা হুদের ৫২ নং আয়াত {ما من دابة إلا هو آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إن ربي على صراط مستقيم} {তিনি ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলরত সকল প্রাণীর অলকগুচ্ছ ধরে রেখেছেন -(অর্থাৎ সবই তার নিয়ন্ত্রণে, সবকিছুর উপর তার কর্তৃত্ব চলে)- নিসন্দেহে আমার রব (এর সন্ধান মিলে) সরল পথে (চললে)} এর দিকে ইশারা করা হয়েছে।

يُقَالُ {صَافَّاتٍ} : এর দ্বারা সুরা মুলকের ১৯ নং আয়াত {أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن} এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। আয়াতের মধ্যকার صفات এর অর্থ হলো, بُسُطٌ أَجْنِحَتَهُنَّ আপন ডানা ছড়িয়ে রাখে'। يقبضن এর অর্থ হলো, يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهِنَّ আপন ডানা সংকুচিত করে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ " اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ ". قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ، حَيَّةً لأَقْتُلَهَا فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ لاَ تَقْتُلْهَا. فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ. قَالَ إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، وَهْىَ الْعَوَامِرُ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، فَرَآنِي أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ وَالزُّبَيْدِيُّ. وَقَالَ صَالِحٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَابْنُ مُجَمِّعٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ.

সহজ তরজমা

৩০৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে মিম্বারের উপর ভাষণ দান কালে বলতে শুনেছেন, 'সাপ মেরে ফেল। বিশেষ করে মেরে ফেল ঐ সাপ, যার মাথার উপর দু'টো রেখা আছে এবং লেজ কাটা সাপ। কেননা, এ দু'প্রকারে সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয় ও গর্ভপাত ঘটায়।' আবদুল্লাহ রহ বললেন, একদিন আমি একটি সাপ মারার জন্য তার পেছনে ধাওয়া করছিলাম। এমন সময় আবূ লবাবা রাযি. আমাকে ডেকে বললেন, সাপটি মেরো না। তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাপ মারার জন্য আদেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, এরপরে নবী ﷺ যে সাপ ঘরে বাস করে যাকে 'আওয়ামির' বলা হয় এমন সাপ মারতে নিষেধ করেছেন।

আবদুর রাযযাক রহ থেকে মা'মার রহ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, আমাকে দেখেছেনাবূ লুবাবা অথবা যায়দ ইবনে খাত্তাব রাযি. আর অনুস্মরণ করেছেন মা'মার রহ-কে ইউনুস ইবনে উয়াইনা, ইসহাক কলবী ও যুবাইদী রহ এবং সালিহ, ইবনে আবূ হাফসা ও ইবনে মুজাম্মি' রহ. .....ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, 'আমাকে দেখেছেন আবূ লুবাবা ও যায়দ ইবনে খাত্তাব রাযি.।'

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ذَا الطُّفْيَتَيْنِ শব্দের উপর دَابَّةٍ এর প্রয়োগ শুদ্ধ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৫ পৃষ্ঠা, ৪৬৭. মাগাযী অধ্যায়ের ৫৭২ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : হাফেজ আসকালানী রহ. বলেন : যেন এর দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, ফেরেশতা ও জ্বিনদের সৃষ্টি প্রাণীদের পূর্বে অথবা সবকিছুর সৃষ্টি মানুষের পূর্বে। (ফাতহুল বারী)

بَابٌ: خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ

১৯৯৯. পরিচ্ছেদ : মুসলিমের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে ছাগল, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করবে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ".

সহজ তরজমা

৩০৭৯. ইসমাঈল রহ. .....আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে সময় অতি নিকট যখন একজন মুসলিমের সর্বোত্তম সম্পদ হবে ছাগ-পাল। যা নিয়ে সে পাহাড়ের চুড়ায় এবং বৃষ্টির এলাকায় (তৃণভূমিতে) চলে যাবে; সে ফিতনা থেকে স্বীয় দীন রক্ষার্থে পলায়ন করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৬ পৃষ্ঠা, ৭ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৫০৮. ৯৬১. ১০৫০ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : শব্দতথ্য ও বিস্তারিত আলোচনা নাসরুল বারীর ১ম খ-র ২৫০ অধ্যায়ন করুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ، وَالْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ

সহজ তরজমা

৩০৮০. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'কুফরীর মূল পূবদিকে, গর্ভ এবং অহংকার ঘোড়া এবং উটের মালিকদের মধ্যে এবং গ্রাম্য কৃষকদের মাঝে., আর শান্তি ছাগপালের মালিকদের মাঝে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فِي أَهْلِ الْغَنَمِ হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৬ পৃষ্ঠা, মাগাযী অধ্যায়ের ৬৩০. ৪৯৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : শব্দতথ্য ও বিস্তারিত আলোচনা নাসরুল বারীর ৮ম খণ্ডের মাগাযী অধ্যায়ের ৪৬৬ পৃষ্ঠা অধ্যায়ন করুন।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ " الإِيمَانُ يَمَانٍ هَا هُنَا، أَلاَ إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ ".

সহজ তরজমা

৩০৮১. মুসাদ্দাদ রহ. ...... উকবা ইবনে আমর আবূ মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাং) স্বীয় হাতের দ্বারা ইয়ামানের দিকে ইশারা করে বললেন, ঈমান এদিকে। দেখ কঠোরতা এবং অমত্মরের কাঠিন্য ঐ সব কৃষকদের মধ্যে যারা উটের লেজের কাছ থেকে চিৎকার করেঃ যেখান থেকে শয়তানের শিং দু'টি উদয় হবে অর্থাৎ রাবীয়া ও মুযার গোত্রদ্বয়ের মধ্যে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : আল্লামা আইনী রহ. বলেন : এই হাদীস ও শিরোনামের সকল হাদীসের মাঝে কোন মিল ও সাঙ্গতি নেই।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৬৬ পৃষ্ঠা, ৪৯৬. মাগাযী অধ্যায়ের ৬৩০. ৭৯৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : শব্দতথ্য ও বিস্তারিত আলোচনা নাসরুল বারীর ৮ম খণ্ডের মাগাযী অধ্যায়ের ৪৩৯ পৃষ্ঠার ৩৬৭ নং হাদীস অধ্যায়ন করুন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا

সহজ তরজমা

৩০৮২. কুতাইবা রাযি. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'যখন তোমরা মুরগের ডাক শুনবে তখন তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চেয়ে দু'আ কর। কেননা, এ মোরগ ফিরিশতাদের দেখে আর যখন গাধারাওয়াজ শুনবে তখন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে, কেননা, এ গাধাটি শয়তান দেখেছে।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : ৩০৮১ নং হাদীস মুতালাআ করুন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৬৬ পৃষ্ঠা।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ ـ أَوْ أَمْسَيْتُمْ ـ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ". قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَ مَا أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ وَلَمْ يَذْكُرْ " وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ".

সহজ তরজমা

৩০৮৩. ইসহাক রহ. .....জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যখন রাতের আধার নেমে আসবে বা বলেছেন, যখন সন্ধ্যা হয়ো যাবে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে

https://e-ilm.weebly.com/

(ঘরে) আটকিয়ে রাখবে। কেননা এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। আর যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার। তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর।। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। ইবনে জুরাইজ রহ বলেন, হাদীসটি আমর ইবনে দীনার রহ. .....জাবির ইবনে আবদুল্লাহ(থেকে আতা রহ-এর অনুরূপ বর্ণণা করেছেন। তবে তিনি.............. বলেন নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : সামঞ্জস্য বুঝার জন্য পূর্বে মুতালায়া করুন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৬ পৃষ্ঠা, ৪৬৩, ৪৬৪ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৪৬৮, ৮৪১, ৯৩১ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. عَنْ خَالِدٍ. عَنْ مُحَمَّدٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ يُدْرَى مَا فَعَلَتْ. وَإِنِّي لاَ أُرَاهَا إِلاَّ الْفَارَ إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ. وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ ". فَحَدَّثْتُ كَعْبًا فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُهُ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ لِي مِرَارًا. فَقُلْتُ أَفَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ

সহজ তরজমা

৩০৮৪. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, বনী ইসরাঈলদের একদল লোক নিখুজ হয়ে গিয়েছিল। কেউ জানে না তাদের কি হলো আর আমি তাদেরকে ইঁদুর বলেই মনে করি। কেননা তাদের সামনে যখন উটের দুধ রাখা হয়, তারা তা পান করে না, আর তাদের সামনে ছাগলের দুধ রাখা হয় তারা তা পান করে (আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন) আমি এ হাদীসটি কা'বের নিকট বললাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন? আপনি কি এটা নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন?আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি কয়েকবার আমাকে একথাটি জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আমি বললাম, আমি কি তাওরাত কিতাব পড়েছি?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : সামঞ্জস্য বুঝার জন্য পূর্বে মুতালায়া করুন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৬ পৃষ্ঠা।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ. يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُوَيْسِقُ. وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ. وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

সহজ তরজমা

৩০৮৫. সাঈদ ইবনে উফায়র রহ. ......'আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ গিরগিট বা রক্তচোষা টিকটিকিকে নিকৃষ্টতম ফাসিক বলে অভিহিত করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাৎ)-কে একে হত্যা করার আদেশ দিতে শুনিনি। আর সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. বলেন, নবী ﷺ একে হত্যা করা আদেশ দিয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৬ পৃষ্ঠা, ২৪৭ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত আলোচনা নাসরুল বারীর ৫ম খণ্ডের মাগাযী অধ্যায়ের ৪২৪ পৃষ্ঠা অধ্যায়ন করুন।

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ. أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ. أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ.

সহজ তরজমা

৩০৮৬. সাদকা ইবনে ফাযল রহ. .... সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রহ থেকে বর্ণিত যে, উম্মে শারীক রাযি. তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, নবী ﷺ তাঁকে গিরগিট বা রক্তচোষা জাতীয় টিকটিকি হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৬ পৃষ্ঠা, ৪৭৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : الأَوْزَاغِ মূলত وزغة এর বহুবচন, অর্থ হলো; টিকটিকি।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ، وَيُصِيبُ الْحَبَلَ " تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَبَا أُسَامَةَ

সহজ তরজমা

৩০৮৭. উবায়দা ইবনে ইসমাঈল রহ. .....'আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পিঠে দু'টি সাদা রেখা বিশিষ্ট সাপকে মেরে ফেল। কেননা এ জাতীয় সাপ দৃষ্টিশক্তিকে নষ্ট করে আর গর্ভপাত ঘটায়।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ الأَبْتَرِ وَقَالَ " إِنَّهُ يُصِيبُ الْبَصَرَ، وَيُذْهِبُ الْحَبَلَ ".

সহজ তরজমা

৩০৮৮. মুসাদ্দাদ রহ. ......আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ লেজ কাটা সাপকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর বলেছেন, এ জাতীয় সাপ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهَى قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ هَدَمَ حَائِطًا لَهُ، فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ " انْظُرُوا أَيْنَ هُوَ ". فَنَظَرُوا فَقَالَ " اقْتُلُوهُ ". فَكُنْتُ أَقْتُلُهَا لِذَلِكَ. فَلَقِيتُ أَبَا لُبَابَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لاَ تَقْتُلُوا الْجِنَّانَ، إِلاَّ كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ، وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ، فَاقْتُلُوهُ "

সহজ তরজমা

৩০৮৯. আমর ইবনে আলী রহ. ......ইবনে আবূ মূলায়কা রহ থেকে বর্ণিত যে, ইবনে উমর রাযি. প্রথমে সাপ মেরে ফেরতেন। পরে মারতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ একবার তাঁর একটি দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেন। তাতে তিন সাপের খোলস দেখতে পান। তখন তিনি বললেন, দেখ। কোথায় সাপ সাছে? লোকেরা দেখল (এবং তাঁকে জানাল) তিনি বললেন, একে মেরে ফেল। এ কারণে আমি সাপ মেরে ফেরতাম। এরপর আবূ লুবাবার সাথে আমার দেখা হল। তিনি আমাকে জানালেন, নবী ﷺ বলেছেন, পিঠের উপর দু'টি রেখা বিশিষ্ট এবং লেজকাটা সাপ ব্যতীত অন্য কোন সাপকে তোমরা মেরা না। কেননা এগুলো গর্ভপাত ঘটায় এবং চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয়। তাই এ জাতীয় সাপ মেরে ফেল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৭ পৃষ্ঠা, ৪৬৬ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৫৭৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন : سِلْخَ ('সীনে' কাসরা হবে) অর্থ হলো; খোলস, খোসা অর্থাৎ সরিসৃপের খোলস। الْجِنَّانَ ('জীম' হরফে কাসরা, 'নূনে' তাশদীদ ও ফাতহ, 'আলিফের' পর আরো একটি নূন হবে) অর্থ হলো; চিকন সাদা সাপ। كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ ; পিঠে দুটি ডোরা।

প্রশ্ন : ৩০৭৮ নং হাদীসে গিয়েছে أَبْتَرَ اقْتُلُوا ذَا طُفْيَتَيْنِ وَ الْأَبْتَرَ অর্থাৎ , সহ ব্যবহৃত হয়েছে। আর ভিন্নতা কামনা করে; সুতরাং এ দ্বারা বুঝা যায় দুটি ভিন্নগুণ। কিন্তু ৩০৮৯ নং হাদীস এর لَا تَقْتُلُوا الْجِنَّانَ إِلَّا كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায় দুটি এক জাতীয়।

উত্তর : তে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে, টি দুটি গুণকে একত্রিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং অর্থ হবে 'তোমরা দুই গুণের সমন্বিত সাপ যার লেজকর্তিত ও অধিকন্তু তার পিঠে কালো দুটি ডোরা আছে'। (উমদা)

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ. فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ. فَأَمْسَكَ عَنْهَا.

সহজ তরজমা

৩০৯০. মালিক ইবনে উসমাঈল রহ. ......ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি সাপ মেরে ফেলতেন। এরপর আবূ লুবাবা তাঁকে একটি হাদীস শুনালেন যে, নবী ﷺ ঘরে বসবাসকারী সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। ফলে তিনি সাপ মারা বন্ধ করে দেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৭ পৃষ্ঠা।

بَابُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ

২০০০. পরিচ্ছেদ : পাঁচটি প্রাণী নিকৃষ্ট, হারামে এগুলোকে হারামে হত্যা করা যায়।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ".

সহজ তরজমা

৩০৯১. মুসাদদাদ রহ. .....'আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, পাঁচ প্রকার প্রাণী বেশী অনিষ্টকারী। এদেরকে হারাম শরীফেও হত্যা করা যায়। এগুলো হল বিচ্ছু, ইঁদুর, পাগলা কুকুর, কাক এবং চিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৭ পৃষ্ঠা, ২৪৬ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ

সহজ তরজমা

৩০৯২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. .....আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ প্রকারের অনিষ্টকারী প্রাণী যাদেরকে কেউ ইহরাম অবস্থায়ও যদি মেরে ফেলে, তা হলে তার কোন গুনাহ নেই। এগুলো হল বিচ্ছু, ইঁদুর, পাগলা কুকুর, কাক এবং চিল।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৬৭ পৃষ্ঠা, ২৪৬ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ كَثِيرٍ. عَنْ عَطَاءٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-رَفَعَهُ قَالَ " خَمِّرُوا الآنِيَةَ. وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ. وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ. وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ. فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً. وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيبٌ عَنْ عَطَاءٍ فَإِنَّ لِلشَّيَاطِينِ.

সহজ তরজমা

৩০৯৩. মুসাদ্দাদ রহ. .....জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা পাত্রগুলো ঢেকে রেখো, পান-পাত্রগুলো বন্ধ করে রেখো, ঘরে দরজাগুলো বন্ধ করে রেখো আর সাঝের বেলায় তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকিয়ে রেখো। কেননা এ সময় জ্বিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং কোন কিছুকে দ্রুত পাকড়াও করে। আর নিদ্রাকালে বাতিগুলো নিভিয়ে দিবে। কেননা অনেক সময় ছোট ছোট অনিষ্টকারী ইঁদুর প্রজ্বলিত সলতেযুক্ত বাতি টেনে নিয়ে যায় এবং গৃহবাসীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।' ইবনে জুরাইজ এবং হাবীব রহ আতা রহ থেকে "কেননা এ সময় জ্বিনেরা ছড়িয়ে পিড়ে" এর পরিবর্তে "শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে" বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসের فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا (ইঁদুর কখনো-) এই অংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৬৭ পৃষ্ঠা, ৪৬৩. পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৮৪১. ৯৩১ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَلْقَمَةَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ {وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا} فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ. إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا. فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " وُقِيَتْ شَرَّكُمْ. كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا ". وَعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ قَالَ وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً. وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ. وَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.

সহজ তরজমা

৩০৯৪. আবদা ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ......আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,।মরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এক গুহায় ছিলাম। তখন وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا; সূরাটি অবতীর্ণ হয়। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে সূরাটি লিখে নিচ্ছিলাম। এমনি সময় একটি সাপ বেরিয়ে আসল তর গর্ত থেকে। আমরা তাকে মারার জন্য দৌড়ে যাই। কিন্তু সে আমাদের আগেই ভেগে গিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তোমাদের অনিষ্ট থেকে যেমন রক্ষা পেয়েছে, তোমরাও তেমন তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেয়োছো। ইসরাঈল রহ আমাশ, ইবরাহীম, আলকামা রহ-ও আবদুল্লাহ রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী আবদুল্লাহ রাযি. বলেছেন, আমরা সুরাটি তাঁর মুখ থেকে বের হবার সাথে সাথে মিখে নিচ্ছিলাম। আবূ আওয়ানা মুগীরা রাযি. থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। আর হাফস, আবূ মুআবিয়া ও সুলাইমান ইবনে কারম, আ'মাশ, ইব্রাহীম, আসওয়াদ রহ-ও আবদুল্লাহ রাযি. থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসের إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا (যখন সাপ তার গর্ত থেকে বের হয়) এই অংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৭ পৃষ্ঠা, ২৪৭. পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৭৩৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا. فَلَمْ تُطْعِمْهَا. وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ " قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

সহজ তরজমা

৩০৯৫. নাসর ইবনে আলী রহ. .....ইবনে উমর রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গিয়েছিল, সে তাকে বেঁধে রেখেছিল। সে না- তাকে খাবার দিয়েছিল, না তাকে ছেড়ে দিয়েছিল, যাতে সে যমীনের পোকা মাকড় খেতে পারত। আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : হয়তবা শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসের مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ (ইদুরের বের করা মাটি-) এই অংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৭ পৃষ্ঠা, ৩১৮. পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৪৯৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ . قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ . عَنْ أَبِي الزِّنَادِ . عَنِ الأَعْرَجِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً

সহজ তরজমা

৩০৯৬. ইসমাঈল রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী গাছের নীচে অবতরণ করেন। এরপর তাঁকে একটি পিপড়ায় কামড় দেয়। তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় আসবাবসম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন। এগুলো গাছের নীচ হতে বের কদদেওয়া হল। তারপর তিনি নির্দেশ দিলে পিপড়ার বাসা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হল। তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করলেন, 'তুমি একটি মাত্র পিপড়াকে কে সাজা দিলে না?'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ব্যাখ্যা : আল্লামা কাসতালানী রহ. বলেন : نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হযরত উযাইর আ. অথবা হযরত মুসা আ.। بِجَهَازِهِ (জীমে ফতহা অথবা কাসরা হবে) অর্থ হলো, গাছের নিচে নিজস্ব আসবাব-পত্র নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। বলা হয় : যখন আল্লাহ তাআলা কোন গ্রামকে ধ্বংস করে দেন তখন নবী আ. গন আশ্চর্য প্রকাশ করে বলেছিলেন : কিছু পাপিষ্ঠের জন্য গ্রামের নির্দোষ নারী শিশু ও নিরপরাধ লোকদের ধ্বংস করে দিলেন। এই ঘটনা তা কেন্দ্র করে উল্লেখ করে হয়েছে। আর এই বলে সতর্ক করা হয়েছে 'তোমরা একটি পিঁপড়ার জন্য সবগুলো পিপিলিকা মেরে ফেললেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَاب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ

২০০১. পরিচ্ছেদ : যখন তোমাদের কারোর পানীয়তে মাছি পতিত হয় ...।

فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الأُخْرَى شِفَاءً : যখন তোমাদের কারোর পানীয়তে মাছি পতিত হয় (এটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে মাজাহ রহ. আবু সাইদ খুদরী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সা: বলেন : 'যখন তোমাদের খাদ্যদ্রব্যে পতিত হয়') তাহলে তা খাদ্যে ডুবিয়ে দাও, কেননা তার এক ডানয় থাকে রোগের ভাইরাস আর অপর পাখায় থাকে তার প্রতিশেধক।

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ . قَالَ : حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ قَالَ . سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً.

সহজ তরজমা

৩০৯৭. খালিদ ইবনে মাখলাদ রহ. .... উবাইদ ইবনে হুনাইন রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা রাযি. কে বলতে শুনেছি, নবী করিম ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে তাকে তাতে ডুবিয়ে দেবে। তারপর তাকে উঠিয়ে ফেলবে। কেননা তার এক ডানায় থাকে রোগ জীবানু আর অপর ডানায় থাকে এর প্রতিশেধক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৭ পৃষ্ঠা, ৮৬০ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ . حَدَّثَنَا عَوْفٌ . عَنِ الْحَسَنِ . وَابْنِ . سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . ﷺ . عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ " غُفِرَ لاِمْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ . قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ . فَنَزَعَتْ خُفَّهَا . فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا . فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ . فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ ".

সহজ তরজমা

৩০৯৮. আল হাসান ইবনে সাববাহ রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'জনৈক ব্যাভিচারিণীকে (এ কারণে) ক্ষমা করে দেওয়া হয় যে, একদা একেকটি কুকুরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন দেখতে পেল কুকুরটি একটি কূপের পাশে বসে হাঁপাচ্ছে। রাবী বলেন, পানির পিপাসয় তাকে মৃতপ্রায় করে দিয়েছিল। তখন ব্যাভিচারিণী মহিলাটি তার মৌজা খুলে তাঁর উড়নার সাথে বাঁধল। তারপর সে (তা কূপে ছেড়ে দিয়ে) কূপ হতে পানি তুলে আনল (এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো) এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয় হলো।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : এই হাদীসের শিরোনামের সাথে কোন মিল নেই; তাই কোন কোন কপিতে এই শিরোনামের অধিনে হাদীসটি উল্লেখ নেই; বরং পূর্ব শিরোনামের অধিনে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৭ পৃষ্ঠা, ২৯ পষ্ঠায় গিয়েছে, ৪৯৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : এট পরওয়ারদিগারে আলমের এক মহা দয়া, একটি আমলের (সৃষ্টির সেবার) কারণে অসতী নারীকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। যে কাজ ইখলাসের সাথে করা হয় তা আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হয়। বিশেষত সৃষ্টির সেবা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের এক অনন্য উপায়।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ "

সহজ তরজমা

৩০৯৯. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .....আবূ তালহা রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ঘরে কুকুর এবং প্রাণীর ছবি থাকে ঘরে ফিরিশতাগণ প্রবেশ করে না।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : এই হাদীসের শিরোনামের সাথে কোন মিল নেই; তাই কোন কোন কপিতে এই শিরোনামের অধিনে হাদীসটি উল্লেখ নেই; বরং পূর্ব শিরোনামের অধিনে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৭-৪৬৮ পৃষ্ঠা, ৪৫৮ পষ্ঠায় গিয়েছে, ৫৭০. ৮৮০. ৮৮১ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.

সহজ তরজমা

৩১০০. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ......আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ব্যাখ্যা : হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য নাসরুল বারীর ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৩৯-২৪০ পৃষ্ঠ এবং নাসরুল মুনইমের ২৫৩-২৫৪ পৃষ্ঠা মুতালাআ করুন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصْ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ".

সহজ তরজমা

৩১০১. মুসা ইবনে ইসমাঈল রহ. .....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুকুর রাখবে প্রতিদিন তার আমল নামা ততে এক ক্বীরাত করে সাওয়াব কমতে থাকবে। তবে কৃষিখামার অথবা পশুরপাল রক্ষার কাজে নিয়েজিত শিকারী কুকুর এর ব্যতীক্রম।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৮ পৃষ্ঠা, ৩১২ পষ্ঠায় গিয়েছে।

ব্যাখ্যা : যে সকল কুকুর পাহারাদারী করতে পারে অর্থাৎ প্রতিহত করতে পারে সেগুলো লালন-পালন করা জায়েয। যেমন: শষ্যক্ষেত্র সংরক্ষণ, চুর ডাকত থেকে ঘর হেফাযত করা ইত্যাদি।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ". فَقَالَ السَّائِبُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ إِي وَرَبِّ هَذِهِ الْقِبْلَةِ.

সহজ তরজমা

৩১০২. .... তরজমা বসাতে হবে। ... এই হাদীসটি ইস. ফাউন্ডেশনের কিতাবেও ছুটে গেছে। (৫ম খন্ড শেষ পৃ.)। হুজুর বলেছেন, হুজুর পরে ঠিক করবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৮ পৃষ্ঠা, ৩১২ পষ্ঠায় গিয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

كِتَابُ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

আম্বিয়ায়ে কিরামের বর্ণনা
(আলাইহিমুস সালাম)

أنبياء : نبي এর বহুবচন, নবুওয়াতী অর্জনের ক্ষেত্রে চেষ্টা কার্যকর নয়। নবুওয়াত এমন খোদা প্রদত্ত্ব বিষয়, যা কেবল আল্লাহ তাআলা আপন অনুগ্রহে যাকে ইচ্ছা এই শ্রেষ্ঠত্বে ভূষিত করেন।

নবীদের সংখ্যা : এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, পৃথিবীতে সর্বমোট এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রাসূল এসেছেন। (الفتح) الرسل منهم ثلاث مائة و ثلاثة عشر তাদের মাঝে রাসূলগনের সংখ্যা হলো ৩১৩ জন।

নবী ও রাসূলের মাঝে পার্থক্য : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারীর ১ম খণ্ডের ৮৭ পৃষ্ঠা মুতালাআ করুন।

بَاب خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَذُرِّيَّتِهِ.

২০০২. পরিচ্ছেদ : হযরত আদম আ. এবং তার সন্তান-সন্ততির সৃষ্টি তথ্য।

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً

আল্লাহ তাআলার বানী : 'যখন আপনার প্রভূ ফেরেশতাদের বললেন : নিসন্দেহে আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধী (নায়েব) বানাবো।'

শব্দ বিশ্লেষন : আদম আ. সর্বপ্রথম মানব এবং সর্ব প্রথম নবী। শব্দটিকে আরবি মেনে নিলে, তাতে عجمة, علم দুটি সবব পাওয়া যায় আর অনারবি ধরা হলে وزن الفعل , عاليت দুটি সবব পাওয়া যায়। মোটকথা, তা সর্বাবস্থায় غير منصرف হবে। কুরআনে মাজীদে শব্দটি পঁচিশবার ব্যবহৃত হয়েছে। শুধুমাত্র সাতজন নবীর নাম মুনসারিফ, যথা: নূহ আ., হূদ আ., শীস আ., সালেহ আ., শুআইব আ., মুহাম্মদ ﷺ। এখানে ইমাম বুখারী রহ.হযরত আদ আ. এবং মানব সৃষ্টি সম্পর্কিয় অবতীর্ণ কিছু কুআনের শব্দ বিশ্লেষণ করছেন।

صَلْصَالٌ طِينٌ : সুরা রহমানের ১৪ নং আয়াত خلق الإنسان من صلصال كالفخار (তিনি পুরা মৃত্তিকার ঠনঠনে মাটি থেকে মানব জাতীকে সৃষ্টি করেছেন) এ ব্যবহৃত শব্দ। অর্থ হলো, বালু মিশ্রিত শুষ্ক মৃত্তিকা যা শুকিয়ে ঠনঠনে হয়ে গেছে। যেমন : পুরানো মাটি শব্দ করে। কেউ বলেন : এর অর্থ হলো দুর্গন্ধযুক্ত মাটি। এই সকল হযরতের মতামতহলে শব্দটি صَلَّ থেকে নির্গত। যখন দরজা বন্ধ করাকালে শব্দ হয় তখন বলা হয় : صَرَّ الْبَابُ আবার (ফা কালিমা তাকরার হবে) صَرَّ الْبَابُ এর স্থলে صَرْصَر বলা হয়। যেমন : كَبْكَبْتُهُ ('বাবে নাসারা' থেকে) অর্থাৎ পাত্র উল্টানো হলো।

ইফাদা : জ্ঞাতব্য, আদম আ. এর সৃষ্টির ব্যপারে কুরআনে মাজিদে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও من تراب(মাটি থেকে) আবার কোথাও من طين لازب (আঠালো মাটি থেকে) আর কোথাও من حمإ مسنون (দুর্গন্ধযুক্ত মাটি থেকে) কোথাওবা من صلصال كالفخار (পুরা মৃত্তিকা থেকে) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

স্পষ্ট থাকা দরকার, এতে কোনরূপ বৈপরিত্ব নেই; কেননা আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ. কে প্রথমে من تراب মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তাতে পানি মিশ্রিত করা তা طين لازب তথা আঠালো মাটিতে পরিণত হয়েছে আর তা এইভাবে রেখে দেওয়া হয়। তারপর বলা হয় حمإ مسنون তথা কালো হলে বাতুলতা সৃষ্টি হয় অতঃপর যখন শুকিয়ে গেলো তখন صلصال كالفخار রূপ ধারণ করলো।

{فَمَرَّتْ بِهِ} {أَنْ لَا تَسْجُدَ} أَنْ لَا تَسْجُدَ} فَلَمَّا تَغَشَّاهَا فَأَتَمَّهُ : সুরা আরাফের আয়াত (جمعت آدم حواء) (আদম আ. হাওয়া আ. এর সাথে জিমা করলেন) حملت حملا خفيفا (তিনি লঘু গর্ব ধারণ করলেন) ضعته, (গর্বাবস্থায় থাকলেন) فمرت به (তিনি প্রসব করলেন) বলা হয় : অর্থ হলো, চলাচল করা এবং গর্বের সময়।

https://e-ilm.weebly.com/

সুরা আরাফের ১২ নং আয়া {أَنْ لَا تَسْجُدَ} এর অর্থ হলো أَنْ تَسْجُدَ অর্থাৎ টি ل অতিরিক্ত।

وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} ও আল্লাহ তাআলার বানী : (স্মরণ করুন। যখন আপনার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন : নিশ্চই আমি যমিনে একজন খলীফা বানাবো)।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন সুরা তালাকের {لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ} এই আয়াতে ব্যবহৃত لَمَّا মূলত إِلَّا এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ ' প্রত্যেক প্রাণের হেফাজতের জন্য একজন রক্ষক ফেরেশতা নিয়োজিত আছে।'

{فِي كَبَدٍ}: সুরা বালাদের আয়াত {فِي كَبَدٍ} অর্থ ' কষ্ট-ক্লেশ।'

وَقَالَ غَيْرُهُ:এই সুরা আরাফের ২৬ নং আয়াত أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم وريشا) হে মানব সন্তান। আমি তোমাদের সতর ঢাকা ও সৌন্দের্যের জন্য একটি পোষাক অবতীর্ণ করেছি) ইবনে আব্বাস রাযি. এর ব্যাখ্যায় বলেছেন : الْمَالُ (সম্পদ)। অন্যান্যরা বলেন: الرِّيَاشُ وَالرِّيشُ উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ مَا ظَهَرَ 'বাহ্যিক পোষাক' مِنَ اللِّبَاسِ।

النُّطْفَةُ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ {مَا تُمْنُونَ}: এই সুরা ওয়াক্বিয়ার ৫৮ নং আয়াত أفرأيتم ما تمنون) লক্ষ্য করো। তোমরা যে পানি নির্গত করো) উদ্দেশ্য হলো 'তোমরা স্ত্রীদের গর্ভাশয়ে যে মনি নির্গত করো।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : এই সুরা তারিকের আয়াত {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ} (নিসন্দেহে তা প্রত্যান করাতে সক্ষম) ইমাম মুজাহিদ রহ. বলেন : সেই প্রভূ সুক্রকীটকে নরীর গর্বশয় থেকে পুরুষের পুরুষাঙ্গে প্রত্যান করাতে সক্ষম।

كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ السَّمَاءُ شَفْعٌ وَالْوِتْرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ :তিনি সকল বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, যেমন : যমিন-আসমান এক জোড়, জল-স্থল এক জোড়া, মানব-দানব এক জোড়া। আর বেজোড় হলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার সত্ত্বা।

{فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} : অর্থাৎ উত্তম সৃষ্টি ও আকৃতিতে সৃজন করেছেন।

{أَسْفَلَ سَافِلِينَ} إِلَّا مَنْ آمَنَ. অতঃপর আমি মানুষ সবচেয়ে নীচুস্তরে প্রবিষ্ট করিয়েছি। অর্থাৎ আমি তাকে জাহান্নামী বানিয়েছি। কিন্তু যে ইমান এনেছে।

{خُسْرٍ} : সুরা আছরের আয়াত 'মানুষ ক্ষতিতে আছে' অর্থাৎ পথভ্রষ্ট। অত:পর ইসতিসনা করে বলেছেন ' তবে যারা ইমান এনেছে'।

{لَازِبٍ} : সুরা সাফফাতের এর অর্থ হলো। অর্থাৎ 'যা স্খলিত হয়'।

{نُنْشِئَكُمْ} فِي أَيِّ خَلْقٍ نَشَاءُ : সুরা ওয়াক্বিয়ার আয়াত এর অর্থ হলো 'আমাদের পছন্দসই আকৃতিতে সৃষ্টি করি'।

{نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ} نُعَظِّمُكَ : সুরা বাকরার আয়াত এর অর্থ হলো 'আমারা তোমার তাসবীহের মাধ্যমে তোমার গুণ-কীর্তন করি' অর্থাৎ তোমার মাহত্ব বর্ণনা করি।

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ :আবুল আলিয়া বলেন : আদম আ. আপন প্রভূর নিকট হতে কিছু কালিমা শিখেছেন, আর সেগুলো হলো আল্লাহ তাআলার বাণী : {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا} (সুরা আরাফ : ২৩)।

{فَأَزَلَّهُمَا}: অর্থাৎ তাদের দুজনের পদস্খলন ঘটালো। সুরা বাকারার ২৫৯ নং আয়াতে অর্থ {يَتَسَنَّهْ} 'পরিবর্তিতও হয়নি'। সুরা মুহাম্মাদে آسِنٍ এর অর্থ 'পরিবর্তিত'। সুরা হুজুরাতে حَمَأَةٍ এর বহুবচন হলো{حَمَإٍ}., অর্থ হলো, 'পরিবর্তিত মাটি, দুর্গন্ধযুক্ত কাঁদা মাটি'।

{يَخْصِفَانِ}: উভয়েই জান্নাতের পাতা দিয়ে সতর ঢাকার জন্য একের উপর অপর পাতা রাখতে লাগলো (গাছের পাতা একটিকে আরেকটির সাথে জড়ো করতে লাগলো।

https://e-ilm.weebly.com/

{سَوْآتُهُمَا}: এর দ্বারা উভয়ের লজ্জাস্থানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। {وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ}: অর্থাৎ সে সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। আহলে আরবের মতে الْحِينُ এর অর্থ হলো 'একটি নির্ধারিত সময় থেকে অনন্তকাল'। {قَبِيلُهُ}: সে যে বংশের ছিল।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. عَنْ مَعْمَرٍ. عَنْ هَمَّامٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا. ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ. فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ. تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ. فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ. فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ. فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ ".

সহজ তরজমা

৩১০৩. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম আ.-কে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। এরপর তিনি (আল্লাহ্) তাঁকে (আদমকে) বললেন, যাও। ঐ ফিরিশ্তা দলের প্রতি সালাম কর এবং তাঁরা তোমার সালামের জওয়াব কিরূপে দেয় তা মনোযোগ দিয়ে শোন। কেননা এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালামের রীতি। তারপর আদম আ. (ফিরিশ্তাদের) বললেন, "আস্সালামু আলাইকুম"। ফিরিশ্তাগণ তার উত্তরে "আস্সালামু আলাইকা ওয়া রাহামাতুল্লাহ" বললেন। ফিরিশ্তারা সালামের জওয়াবে "ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ" শব্দটি বাড়িয়ে বললেন। যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন তারা আদম আ.-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবেন। তবে আদম সন্তানদের দেহের দৈর্ঘ্য সর্বদা কমতে কমতে বর্তমান পরিমাপ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে দীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৮ পৃষ্ঠা, ৯১৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ عُمَارَةَ. عَنْ أَبِي زُرْعَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً. لاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَتْفِلُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ. أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ. وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ. وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ الأَنْجُوجُ عُودُ الطِّيبِ. وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ. عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ. سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ".

সহজ তরজমা

৩১০৪. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারপর যে দল তাদের অনুগামী হবে তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের সর্বাদিক দিপ্তমান উজ্জ্বল তারকার মত। তারা না করবে পেশাব আর না করবে পায়খানা। তাদের থুথু ফেলার প্রয়োজন হবে না এবং তাদের নাক হতে শেম্মাও বের হবে না। তাদে র চিরুনি হবে স্বণের্র তৈরি। তাদের ঘাম হবে মিস্কের ন্যায় সুগন্ধপূর্ণ। তাদের ধনুচি হবে সুগন্ধযুক্ত চন্দন কাঠের। বড় চক্ষু হবে বিশিষ্ট হুরগণ হবেন তাদের স্ত্রী। তাদের সকলের দেহের গঠন হবে একই। তারা সবাই তাদের আদি-পিতা আদম আ.-এর আকৃতিতে হবেন। উচ্চতায় তাদের দেহের দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত বিশিষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ (তোমাদের পিতা আদমের আকৃতিতে) এই হাদীসাংস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৮ পৃষ্ঠা, ৪৬০-৪৬১ পষ্ঠায় গিয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ " نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ " فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَبِمَا يُشْبِهُ الْوَلَدُ "

সহজ তরজমা

৩১০৫. মুসাদ্দাদ রহ. .... উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, উম্মে সুলায়ম রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ সত্য প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে কি তাদের উপর গোসল ফরয হবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যখন সে বীর্য দেখতে পারবে। এ কথা শুনে উম্মে সালামা রাযি. হাসলেন এবং বললেন, মেয়েদের কি স্বপ্নদোষ হয় ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা না হলে সন্তান তার সদৃশ হয় কিভাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে দীসের মিল فَبِمَا يُشْبِهُ الْوَلَدُ (সন্তান কিসের সাথে সাদৃশ্য রাখবে) এই হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৮-৪৬৯ পৃষ্ঠা, ২৪. ৪২ পষ্ঠায় গিয়েছে, আসবে ৯০০. ৯০৪ পৃষ্ঠায়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، رضى الله عنه قَالَ بَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ مَقْدَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِيٌّ، {قَالَ مَا} أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمِنْ أَىِّ شَىْءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ وَمِنْ أَىِّ شَىْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَخْوَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَبَّرَنِي بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِيلُ ". قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا ". قَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ، إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلاَمِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُونِي عِنْدَكَ، فَجَاءَتِ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ الْبَيْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَىُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ ". قَالُوا أَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا وَأَخْبَرُنَا وَابْنُ أَخْبَرِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ ". قَالُوا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ. فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالُوا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا. وَوَقَعُوا فِيهِ.

সহজ তরজমা

৩১০৬. ইবনে সালাম রহ. ...... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালামের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মদীনায় আগমনের খবর পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর কাছে আসলেন। এরপর তিনি বলেছেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই যার উত্তর নবী ছাড়া আর কেউ অবগত নয়। তিনি

https://e-ilm.weebly.com/

জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন কি? আর সর্বপ্রথম খাবার কি, যা জান্নাতবাসী খাবে? আর কি কারণে সন্তান তার পিতার সাদৃশ্য লাভ করে? আর কিসের কারণে (কোন কোন সময়) তার মামাদের সাদৃশ্য হয়? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এইমাত্র জিব্রাঈল আ. আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। রাবি বলেন, তখন আবদুল্লাহ রাযি. বললেন, সে তো ফিরিস্তাগণের মধ্যে ইয়াহূদীদের শত্রু। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হলো আগুন যা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে নিয়ে একত্রিত করবে। আর প্রথম খাবার যা জান্নাতবাসীরা খাবেন তা হলো মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ। আর সন্তান সদৃশ হওয়ার রহস্য এই যে পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যদি পুরুষের বীর্য পূর্বে স্খলিত হয় তখন সন্তান তার সাদৃশ্যতা লাভ করে। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি-নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসুল। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইয়াহূদিরা অপবাদ ও কুৎসা রটনাকারী সম্প্রদায়। আপনি তাদেরকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তারা যদি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয় জেনে ফেলে, তাহলে তারা আপনার কাছে আমার কুৎসা রটনা করবে। তারপর ইয়াহূদিরা এলো এবং আবদুল্লাহ রাযি. ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম কেমন লোক ? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যাক্তি এবং সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যাক্তির পুত্র। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যাক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যাক্তির পুত্র। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহন করে, এতে তোমাদের অভিমত কি হবে? তারা বলল, এর থেকে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুক। এমন সময় আবদুল্লাহ রাযি. তাদের সামনে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তখন তারা বলতে লাগল, সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাক্তি এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাক্তির সন্তান এবং তারা তাঁর গীবত ও কুৎসা রটনায় লিপ্ত হয়ে গেল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে দীসের মিল كَانَ الشَّبَهُ لَهَا থেকে اِنَّمَا يُشْبِهُ পর্যন্ত হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে; কেননা শিরোণাম হলো 'আদম আ. ও তার সন্তান-সন্ততির সৃষ্টি' প্রসঙ্গে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪২৯ পৃষ্ঠা, ৫৫৬. ৫৬১. ৬৪৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنْ هَمَّامٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ يَعْنِي "لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ. وَلَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا".

সহজ তরজমা

৩১০৭. বিশ্র ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। অর্থাৎ নবী ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈল যদি না হত তবে গোশত দুর্গন্ধযুক্ত হতো না। আর যদি হাওয়া আ. না হতেন তবে কোন নারীই তাঁর স্বামীর খেয়ানত করত না।

মূসা আ.-এর সময় বনী ইসরাইল আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ অমান্য করে 'সালওয়া' নামক এক প্রকার পাখির গোশতে পচন ধরে। এ ঘটনা থেকেই গোশতে পচনের সূত্রপাত হয়। হাদিসের দ্বিতীয় অংশে আদম ও হাওয়ার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে। আদম আ.-এর ফল খাওয়ার ব্যাপারে স্ত্রী হাওয়ার ভূমিকা ও প্রভাব কম ছিল। আদি-মাতা হাওয়ার ভূমিকা স্বভাবত নারী জাতি এখনও বহন করে যাচ্ছে। এ দু'টো ঘটনাই হাদিসের উভয় বাক্যের তাৎপর্য। (আইনী)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে দীসের মিল হলো, হাওয়া আ. কে আদম আ. থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৯ পৃষ্ঠা, ৪৮১ পৃষ্ঠায় আসবে।

প্রশ্ন: এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, ইমাম বুখারি রহ. ইতিপূর্বে এ জাতীয় কোন হাদীস উল্লেখ করেননি যার দিকে نحوه এর যমীর ফিরবে? يعني দ্বারা এর ব্যাখ্যা করা সম্ভব?

আল্লামা আইনী রহ. বলেন : الذي يظهر لي بالحدس أن البخاري روي قبل هذا عن محمد الخ, অর্থাৎ হতে পারে ইমাম বুখারী রহ عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم. لولا (بنو اسرائيل لم يخبث الطعام و لم يخنز اللحم و لولا حواء لم تخن أنثي زوجها الدهر" (العمدة এই সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাদীসের অর্থ : ' যদি বনী ইসরাঈলের আবির্ভাব না হলে খাবার বাসী হতো না গোস্ত পঁচতো না। আর হাওয়া আ. এর জন্ম না হলে কোন স্ত্রী আপন স্বামীর খেয়ানত করতো না।

অত:পর أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ এর সনদ দ্বারা পূর্বের সনদের আলোচনা করেছেন। আর يعني দ্বারা এর ব্যাখ্যা করেছেন।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলার নির্দেশে বনী ইসরাঈলের জন্য 'মান্না' 'সালওয়া' অবতীর্ণ হতো। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, 'প্রতিদিনের জন্য পর্যাপ্ত গ্রহণ করার আর আগামি দিনের জন্য জমা না করার' কিন্তু বনী ইসরাঈল আল্লাহ তাআলার নির্দেশ লজ্ঘন করে খাবার স্টক করতে লাগলো; ফলে তা নষ্ট হতে লাগলো। সে সময় থেকে খাবার ও গোস্ত নষ্ট হতে শুরু করে।

وَلَوْلاَ حَوَّاءُ একটি বৃক্ষের ফল ছাড়া জান্নাতে হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ. এর সকল খাদ্য গ্রহণের অনুমতি ছিল। শয়তানের প্রতারণার শিকার হয়ে হযরত হাওয়া আ. এই ফল খাওয়ার জন্য হযরত আদম আ. কে উৎসাহিত করতে থাকে। আর হযরত আদম আ. তা খেলেন। এটাকেই হাদীসে খেয়ান হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

নিষিদ্ধ গাছ : তা নির্ধারণে বিভিন্ন মতামত আছে। ১. গম, ২. ডুমুর ফল, ৩. কাফুর, ৪. আঙ্গুর, ৫. চিরস্থায়িত্বের বৃক্ষে যা থেকে ফেরেশতার খাদ্য গ্রহণ করতো। (উমদা)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ".

সহজ তরজমা

৩১০৮. আবূ কুরায়ব ও মূসা ইবনে হিযাম রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নারিদেরকে উত্তম উপদেশ দিবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর হারটি অধিক বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাকাই থেকে যাবে। কাজেই নারীদের সাথে উপদেশপূর্ণ কথাবার্তা বলবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে দীসের মিল হলো, হাদীসটিতে নারীর কিছু অবস্থার পর্যলোচনা করা হয়েছে আর তারও আদম সন্তান; ফলে শিরোণাম আদম সন্তানকে অন্তভূক্ত করে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৯ পৃষ্ঠা, ৭৭৯. পৃষ্ঠায় আসবে। মুসলিম নিকাহ অধ্যায়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছে।

ব্যাখ্যা : হাওয়া আ. সে সৃষ্টি করা হয়েছে আদম আ. বাম পাঁজর থেকে। হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন : নারীকে مرأة বলা হয় যেহেতু তাকে المرء সৃষ্টি করা হয়েছে থেকে অর্থাৎ আদম আ. থেকে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ".

সহজ তরজমা

৩১০৯. উমর ইবনে হাফস রহ. .... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, সত্যবাদী-সত্যনিষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান স্বীয় মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমা রাখা হয়। এরপর অনুরূপভাবে (চল্লিশ দিনে) তা আলাকারূপে পরিণত হয়। তারপর অনুরূপভাবে (চলিশ দিনে) তা গোশ্তের টুকরার রূপ লাভ করে। এরপর আল্লাহ্ তার কাছে চারটি বিষয়ের নির্দেশ নিয়ে একজন ফিরিশ্তা পাঠান। সে তার আমল, মৃত্যু, রিযক এবং সে কি পাপি হবে না পুণ্যবান হবে, এসব লিখে দেন। তারপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। (ভূমিষ্টের পর) এক ব্যক্তি একজন জাহান্নামীর আমলের ন্যায় আমল করতে থাকে এমনকি তার ও জাহান্নামীদের মধ্যে এক হাতের ব্যবধান থেকে যায়, এমন সময় তার ভাগ্যের লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতবাসীদের আমলের ন্যায় আমল করে থাকে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি (প্রথম হতেই) জান্নাতবাসীদের আমলের অনুরূপ আমল করতে থাকে। এমন কি শেষ পর্যন্ত তার আর জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাতের ব্যবধান থেকে যায়। এমন সময় তার ভাগ্যের লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জাহান্নামীদের আমলের অনুরূপ আমল করে থাকে এবং পরিণতিতে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, হাদীসটিতে আদম সন্তানের অভ্যাসগত বিষয় সৃষ্টিতথ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আর স্বভাবতো আদম আ. এরই সন্তান।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৯ পৃষ্ঠা, ৪৫৬ পৃষ্ঠায় গিয়েছে ৯৭৬. ১১১০. পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ فِي الرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهَا قَالَ يَا رَبِّ، أَذَكَرٌ أَمْ يَا رَبِّ أُنْثَى يَا رَبِّ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ".

সহজ তরজমা

৩১১০. আবূ নু'মান রহ. .... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা মাতৃগর্ভে একজন ফিরিশ্তা নিযুক্ত করে রেখেছেন। (সন্তান জন্মের সূচনায়) সে ফিরিশ্তা বলেন, হে রব ! এ তো বীর্য। হে রব। এ তো আলাকা। হে রব। এ তো গোশতের টুকরো। এরপর আল্লাহ যদি তাকে সৃষ্টি করতে চান। তাহলে ফিরিশ্তা বলেন, হে রব। সন্তানটি ছেলে হবে, না মেয়ে হবে ? হে রব। সে কি পাপীষ্ঠ হবে, না পুণ্যবান হবে ? তার রিযিক কি পরিমাণ হবে, তার আয়ু কত হবে ? এভাবে তার মাতৃগর্ভে সব কিছুই লিখে দেয়া হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, পূর্বের হাদীসের মতো।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৯ পৃষ্ঠা, ৪৬ পৃষ্ঠায় গিয়েছে ৯৭৬. পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، يَرْفَعُهُ " أَنَّ اللَّهَ، يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَىْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ قَالَ نَعَمْ‏.‏ قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي‏.‏ فَأَبَيْتَ إِلاَّ الشِّرْكَ ‏"‏‏.‏

সহজ তরজমা

৩১০১১. কায়স ইবনে হাফস রহ. .... আনাস রাযি. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌তা'আলা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ আযাব ভোগকারীকে জিজ্ঞাসা করবেন, যদি পৃথিবীর সব ধন-সম্পদ তোমার হয়ে যায়, তবে তুমি কি আযাবের বিনিময়ে তা দিয়ে দিবে ? সে উত্তর দিবে হাঁ। তখন আল্লাহ্‌বলবেন, যখন তুমি আদম আ.-এর পৃষ্ঠদেশে ছিলে, তখন আমি তোমার কাছে এর চেয়েও সহজ একটি জিনিস চেয়েছিলাম। সেটা হল, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু তুমি তা মানতে অস্বীকার করে শির্ক করতে লাগলে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে দীসের মিল হলো, জাহান্নামীদের শাস্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে আর তারা আদম সন্তানই।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৯ পৃষ্ঠা, ৯৬৮. ৯৭০. পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ‏"‏‏.‏

সহজ তরজমা

৩১১২. উমর ইবনে হাফস ইবনে গিয়াস রহ. .... আবদুল্লাহ্(ইবনে মাসউদ) রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যাক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে, তার এ খুনের পাপের একাংশ আদম আ.-এর প্রথম ছেলের (কাবিলের) উপর বর্তায়। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে দীসের মিল হলো, হত্যাকারী হলো কাবেল আর সে হযরত আদম আ. ঔরষজাত সন্তান; সুতরাং সে মানব সন্তানের অন্তভূক্ত।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৬৯ পৃষ্ঠা, ১০১৪. ১০৮৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাবেল, যে আপন ভাই হাবিলকে হত্যা করেছে। আর এটাই ছিল ভূ-পৃষ্ঠে প্রথম হত্যাযজ্ঞ। এই ঘটনা কুরআন শরীফে আছে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ: الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ

১০০৩. পরিচ্ছেদ : আত্মাগুলো সেনাদলের মতো একস্থানে সমবেত ছিল।

পূর্ব শিরোনামের সাথে (আদম আ. এর সৃষ্টির) সাথে মিল হলো, বনী আদম শরীর ও আত্মার এক সমষ্টির নাম।

قَالَ قَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ ". وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا.

লায়স রহ. ...... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, সমস্ত রূহ সেনাবাহিনীর ন্যায় একত্রিত ছিল। সেখানে তাদের সে সমস্ত রূহের পরস্পর পরিচয় ছিল, এখানেও তাদের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি থাকবে। আর সেখানে যাদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় হয়নি, এখানেও তাদের মধ্যে পরস্পর মতানৈক্য ও মতবিরোধ থাকবে। ইয়াহইয়া ইবনে আইয়্যুব রহ. বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আমাকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এর দ্বারা বুঝা গেল আত্মা এক মৌলিক সত্তার নাম। শরীর সৃষ্টির পূর্বে আত্মার অস্তিত্বই রূহের জাওহার হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا:সুতরাং সেখানে (আত্মার জগতে) যে সব আত্মার মাঝে পরিচয় হয়েছিল (স্বভাব-চরিত্র ও গুণাবলীতে হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়েছিলো) পৃথিবীতে আগমনের পরও তাদের মাঝে ভালোবাসা ও হৃদ্যতা অটুট থাকবে। আর যেসব আত্মার মাঝে দূরত্ব ও বৈরিতা ছিল পৃথিবীতে আগমনের পরও তাদের মাঝে মতানৈক্য থাকবে।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে দীসের মিল হলো, শিরোণামটি হাদীসের অংশ।

باب قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ}.

১০০৪. পরিচ্ছেদ : সুরা হুদের ২৫ নং আয়াতে মাহান আল্লাহ তাআলার বানী : {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ}. নূহ আ. কে (আমার রাসূল হিসেবে) তার কওমের নিকট প্রেরণ করি।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : {بَادِيَ الرَّأْيِ} এর অর্থ হলো 'আমাদের সামনে যা স্পষ্ট হয়।' {أَقْلِعِي}এর অর্থ হলো 'আটকে রাখো'। {وَفَارَ التَّنُّورُ} এর অর্থ হলো 'পানি উদগিরণ করা, প্রবল বেগে পানি প্রবাহিত হওয়া'।

وَقَالَ عِكْرِمَةُ : হযরত ইকরামা রহ. বলেন : التَّنُّورُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ভূ-পৃষ্ঠ, অর্থাৎ পানি পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে বের হচ্ছিল।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন : الْجُودِيُّ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উপদ্বীপের একটি পর্বতের নাম। دَأْبٌ এর অর্থ হলো 'অবস্থা'। {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} থেকে শেষ পর্যন্ত তাফসীর পূর্বে করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَالِمٌ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ " إِنِّي لأُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩১১৩. আবদান রহ. .... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা জনসমাবেশে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন, তারপর দাজ্জালের উল্লেখ করে বললেন, আমি তোমাদেরকে তার থেকে সতর্ক করছি আর প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ সম্প্রদায়কে এ দাজ্জাল থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন। নূহ আ.-ও নিজ সম্প্রদায়কে দাজ্জাল থেকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে এমন একটা কথা বলছি, যা কোন নবী তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন নি। তা হলো তোমরা জেনে রেখ, নিশ্চয়ই দাজ্জাল কানা, আর আল্লাহ কানা নন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে দীসের মিল হলো, لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৭০পৃষ্ঠা, ৪৩০ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৪৮৯. ৬৩২. ৯১২. ১০৫৫. ১১০১ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ. إِنَّهُ أَعْوَرُ. وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ. هِيَ النَّارُ. وَإِنِّي أُنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ ".

সহজ তরজমা

৩১১৪. আবূ নুআঈম রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি কথা বলে দেব না, যা কোন নবীই তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন নি ? তা হলো, নিশ্চয়ই সে হবে কানা, সে সাথে করে জান্নাত এবং জাহান্নামের দু'টি কৃত্রিম ছবি নিয়ে আসবে। অতএব যাকে সে বলবে যে এটি জান্নাত প্রকৃতপক্ষে সেটি হবে জাহান্নাম। আর আমি তার সম্পর্কে তোমাদের ঠিক তেমনি সতর্ক করছি, যেমন নূহ আ. তার সম্প্রদায়কে সে সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে দীসের মিল হলো, كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ (যেমন নূহ আ. তার ক্বওমকে সতর্ক করেছেন) হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৭০পৃষ্ঠা।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ. أَىْ رَبِّ. فَيَقُولُ لأُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُولُونَ لاَ. مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ. فَيَقُولُ لِنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأُمَّتُهُ. فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ. وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ ".

সহজ তরজমা

৩১১৫. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. .... আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (হাশরের দিন) নূহ এবং তাঁর উম্মত (আল্লাহর দরবারে) হাযির হবেন। তখন আল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন, নূহ কি তোমাদের কাছে আমার বাণী পৌছিয়েছেন। তারা বলবে, না, আমাদের কাছে কোন

https://e-ilm.weebly.com/

নবীই আসেন নি। তখন আলাহ্হকে বলবেন, তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কে ? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর উম্মত। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন) তখন আমরা সাক্ষ্য দিব। নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্র বাণী পৌছিয়েছেন। আর এটিই হল আল্লাহর বাণীঃ আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যেন তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হও। (২ : ১৪৩) -অর্থ ন্যায়বান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে দীসের মিল হলো, يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ (নূহ আ. ও তার ক্বওম আসবে) হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৭০পৃষ্ঠা, ৬৪৫. ১০৯২ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারীর নবম খণ্ডের ৪২ পৃষ্ঠা মুতালায়া করুন।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ. عَنْ أَبِي زُرْعَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي دَعْوَةٍ. فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ. وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ. فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ " أَنَا سَيِّدُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. هَلْ تَدْرُونَ بِمَنْ يَجْمَعُ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي. وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ. فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ. إِلَى مَا بَلَغَكُمْ. أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَبُوكُمْ آدَمُ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ. خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ. وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ. وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ. أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ. وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ. نَفْسِي نَفْسِي. اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي. اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا. أَمَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ. وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. نَفْسِي نَفْسِي. ائْتُوا النَّبِيَّ ﷺ. فَيَأْتُونِي. فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. وَسَلْ تُعْطَهْ ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ لاَ أَحْفَظُ سَائِرَهُ.

সহজ তরজমা

৩১১৬. ইসহাক ইবনে নাসর রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ এর সাথে এক যিয়াফতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে (রান্না করা) ছাগলের বাহু পেশ করা হল, এটা তাঁর কাছে পছন্দনীয় ছিল। তিনি সেখান থেকে এক টুকরা খেলেন এবং বললেন, আমি কিয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতির সরদার হব। তোমরা কি জান ? আল্লাহ কিভাবে (কিয়ামতের দিন) একই সমতলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্রিত করবেন ? যেন একজন দর্শক তাদের সবাইকে দেখতে পায় এবং একজন আহ্বানকারীকে ডাক সবার কাছে পৌচছায়। সূর্য তাদের অতি নিকটে এশে যাবে। তখন কোন কোন মানুষ বলবে, তোমরা কি লক্ষ্য করনি, তোমরা কি অবস্তায় আছে এবং কি পরিস্তিতির সম্মুখীন হয়েছে। তোমরা কি এমন ব্যাক্তিকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের রবের নিকট সুপারিশ করবেন ? তখন কিছু লোক বলবে, তোমাদের আদম পিতা আদম আ. আছেন। (চল তাঁর কাছে যাই)। তখন সকলে তাঁর কাছে যাবে এবং বলবে, হে আদম ! আপনি সমস্ত মানব জাতির পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার পক্ষ থেকে রূহ

https://e-ilm.weebly.com/

আপনার মধ্যে ফুঁকেছেন। তিনি ফিরিশ্‌তাদেরকে (আপনার সম্মানের) নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী সকলে আপনাকে সিজ্‌দাও করেছেন এবং তিনি আপনাকে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্য রবের নিকট সুপারিশ করবেন না ? আপনি দেখেন না আমরা কি অবশ্‌তায় আছি এবং কি কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি ? তখন তিনি বলবেন, আমার রব আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, এর পূর্বে এমন রাগান্বিত হননি আর পরেও এমন রাগান্বিত হবেন না। আর তিনি আমাকে বৃক্ষটি থেকে (ফল খেতে) নিষেধ করেছিলেন। তখন আমি ভুল করেছি। এখন আমি নিজের চিন্তায় ব্যস্ত। তোমরা আমি ব্যতিত অন্য কার কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে চলে যাও। তখন তারা নূহ আ. এর কাছে আসবে এবং বলবে, হে নূহ! পৃথিবীবাসীদের নিকট আপনিই প্রথম রাসূল এবং আল্লাহ্‌আপনার নাম রেখেছেন কৃতজ্ঞ বান্দা। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন না, আমরা কি ভয়াবহ অবশ্‌তায় পরে আছি ? আপনি দেখছেন না আমরা কতইনা দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে আছি ? আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করবেন না ? তখন তিনি বলবেন, আমার রব আজ এমন রাগান্বিত হয়ে আছেন, যা ইতিপূর্বে হন নাই এবং এমন রাগান্বিত পরেও হবেন না। এখন আমি নিজের চিন্তায় ব্যস্ত। তোমরা নবী (মুহাম্মদ ﷺ) এর কাছে চলে যাও। তখন তারা আমার কাছে আসবে আর আমি আরশের নীচে সিজ্‌দায় পড়ে যাবে। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনারা মাথা উঠান এবং সুপারিশ করুন। আপনারা সুপারিশ গ্রহন করা হবে আর আপনি যা চান, আপনাকে তাই দেওয়া হবে। মুহাম্মদ ইবনে উবাইদ রহ বলেন, হাদীসের সকল অংশ আমি মুখস্ত করতে পারি নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে দীসের মিল হলো, يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ (হে নূহ আ. । তুমি পৃথিবীবাসীর নিকট প্রেরিত প্রথম রাসূল) হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭০পৃষ্ঠা, ৪৭৪. ৬৮৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ . عَنْ سُفْيَانَ . عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ

رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ { فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ } مِثْلَ قِرَاءَةِ الْعَامَّةِ .

সহজ তরজমা

৩১১৭. নাসর ইবনে আলী রহ. .... আবদুল্লাহ্‌(ইবনে মাসউদ) রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল কারীদের কিরাআতের ন্যায় তিলাওয়াতয়াত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে দীসের সমন্বয় সাধন খুবই কষ্টকর। আল্লামা আইনী রহ. বলেন : এর সম্পর্ক অন্য আয়াতের সাথে। যেহেতু এই শিরোণাম হযরত নূহ আ. এর অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আর অন্য আয়াতে আছে, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللهِ (يونس: ٧١). আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭০পৃষ্ঠা, ৪৭২. ৪৭৮. ৭৬৬. ৭২৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

باب وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

১০০৫. পরিচ্ছেদ : নিঃসন্দেহে ইলইয়াস আ. রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত

{ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ } . يُذْكَرُ بِخَيْرٍ { سَلاَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ } .يُذْكَرُ . عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إِلْيَاسَ هُوَ إِدْرِيسُ.

নিঃসন্দেহে ইলইয়াস আ. রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত। যখন তিনি আপন কওমকে বললেন: 'তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো' وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ' পর্যন্ত।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : পরবর্তীদের মাঝে তাদের ভালো আলোচনা করা হবে। আল্লাহ তাআলার বানী : 'ইলইয়াস আ. এর উপর আমাদের সালাম বর্ষণ হোক, আমরা ভালো লোকদের উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিসঃন্দেহে সে আমার ইমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।' হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. ও হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে 'হযরত ইলিয়াস আ. ও হযরত ইদরিস আ. একজনই'।

ব্যাখ্যা : إِلْيَاس এর আরেকটি যবত (উচ্চারণ) হলো الياسين।

باب ذِكْرِ إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

وَهُوَ جَدُّ أَبِي نُوحٍ. وَيُقَالُ جَدُّ نُوحٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ. وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: { وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا } [مريم: ٥٧]

১০০৬. পরিচ্ছেদ : হযরত ইদরিস আ. এর আলোচনা।

তিনি নুহ আ. এর পিতার দাদা ছিলেন। আর এটাই বলা হয় : তিনি নুহ আ. এর দাদা ছিলেন।

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا}. সুরা মারয়ামের ৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলার বানী ঃ 'আর আমি তাকে উঁচুস্থানে (আকাশে) উঠিয়ে নিয়েছি'।

উঁচুস্থান : আল্লামা কাসতালানী রহ. বলেন : সপ্ত আকাশে, অথবা চতুর্থ আকাশে, অথবা জান্নাতে, অথবা নবুওয়াতের নিকটতর মর্যাদায় ভূষিত করেছি।

মুজাহিদ রহ. থেকে ইবনে নাজীহ রহ. বর্ণনা করেন : তাকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি এখনো মৃত্যুবরণ করেননি, যেমন : হযরত ঈসা আ. কে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

قَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ. حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ. حَدَّثَنَا يُونُسُ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ قَالَ أَنَسٌ كَانَ أَبُو ذَرٍّ. رضي الله عنه. يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ. فَنَزَلَ جِبْرِيلُ. فَفَرَجَ صَدْرِي. ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ. ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي. ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي. فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ. فَلَمَّا جَاءَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ. قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ مَعِي مُحَمَّدٌ. قَالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ. فَافْتَحْ. فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ. وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ. فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ. وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى فَقَالَ

https://e-ilm.weebly.com/

مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاِبْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ مَنْ هٰذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هٰذَا آدَمُ. وَهٰذِهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ. فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ. فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ. وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ. حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ. فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ. فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُ. فَفَتَحَ". قَالَ أَنَسٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ إِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ. وَلَمْ يُثْبِتْ لِي كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ. غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا. وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ. وَقَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِإِدْرِيسَ. قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا إِدْرِيسُ. ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا مُوسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى. فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ عِيسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ. فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاِبْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا إِبْرَاهِيمُ. قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولاَنِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ صَرِيفَ الأَقْلاَمِ". قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "فَفَرَضَ اللهُ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاَةً. فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى. فَقَالَ مُوسَى مَا الَّذِي فُرِضَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلاَةً. قَالَ فَرَاجِعْ رَبَّكَ. فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى. فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ. فَوَضَعَ شَطْرَهَا. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى. فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ. فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ. وَهْىَ خَمْسُونَ. لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى. فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي. ثُمَّ انْطَلَقَ. حَتَّى أَتَى السِّدْرَةَ الْمُنْتَهَى. فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ. ثُمَّ أُدْخِلْتُ {الْجَنَّةَ} فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ"

সহজ তরজমা

৩১১৮. আবদান ও আহমাদ ইবনে সালিহ রহ. ...... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ যার রাযি. হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (লাইলাতুল মি'রাজে) আমার ঘরের ছাদ উন্মুক্ত করা হয়েছিল। তখন আমি মক্কায় ছিলাম। তারপর জিব্রাঈল আ. অবতরণ করলেন এবং আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। এরপর তিনি যমযমের পানি দ্বারা তা ধুইলেন। এরপর হিকমত ও ঈমান (জ্ঞান ও বিশ্বাস) দ্বারা পরিপূর্ণ একখানা সোনার তশ্‌তরী নিয়ে আসেন এবং তা আমার বক্ষে ঢেলে দিলেন। তারপর আমার বক্ষকে পূর্বের ন্যায় মিলিয়ে দিলেন। এবার তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে আকাশের দিকে উঠিয়ে নিলেন। এরপর যখন দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে। পৌঁছলেন, তখন জিব্রাঈল আ. আকাশের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে ? জবাব দিলেন, আমি জিব্রাঈল। দ্বাররক্ষী বললেন, আপনার সাথে কি আর কেউ আছেন ? তিনি বললেন, আমার সাথে মুহাম্মদ ﷺ আছেন। দ্বাররক্ষী জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? বললেন, হাঁ। তারপর দরজা খোলা হল। যখন আমরা আকাশের উপরে আহোরণ করলাম, হঠাৎ দেখলাম এক ব্যাক্তি যার ডানে একদল লোক আর তাঁর বামেও একদল লোক। যখন তিনি তাঁর ডান দিকে তাকান তখন হাসতে থাকেন আর যখন তাঁর বাম দিকে তাকান তখন কাঁদতে থাকেন। (তিনি আমাকে দেখে)

https://e-ilm.weebly.com/

বললেন, মারাহাবা ! হে নবী ও নেক সন্তান। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্রাঈল ! ইনি কে ? তিনি জবাব দিলেন, ইনি আদম আ. আর তাঁর ডানের ও বামের এ লোকগুলো হলো তাঁর সন্তান (আত্মাসমূহ) এদের মধ্যে ডানদিকের লোকগুলো হলো জান্নাতী আর বামদিকের লোকগুলো হলো জাহান্নামী। অতএব যখন তিনি ডান দিকে তাখান তখন হাসেন আর যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদেন। এরপর আমাকে নিয়ে জিব্রাঈল আ. আঃরও উপরে উঠলেন। এমনকি দ্বিতীয় আকাশের দ্বারে এসে গেলেন। তখন তিনি এ আকাশের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন। দ্বাররক্ষী তাঁকে প্রথম আকাশের দ্বাররক্ষী যেরূপ বলেছিল, অনুরূপ বলল। তারপর তিনি দরজা খুলে দিলেন। আনাস রাযি. বলেন, এরপর আবূ যার রাযি. উল্লেখ করেছেন যে নবী ﷺ আকাশসমূহে ইদ্রীস, মুসা, ঈসা এবং ইবরাহীম আ.-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁদের কার অবস্থান কোন আকাশে তিনি আমার কাছে তা বর্ণনা করেন নি। তবে তিনি এটা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (নবী ﷺ দুনিয়ার নিকটতী আকাশে আদম আ.-কে এবং ষষ্ঠ আকাশে ইব্রাহীম আ.-কে দেখতে পেয়েছেন। আনাস রাযি. বলেন, জিব্রাঈল আ. যখন (নবী ﷺ সহ) ইদ্রীস আ.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন তিনি (ইদ্রীস আ.) বলেচিলেন, হে নেক নবী এবং নেক ভাই! আপনাকে মারহাবা। (নবী ﷺ বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে ? তিনি (জিব্রাঈল) জবাব দিলেন, ইনি ইদ্রীস আ. ! এরপর মূসা আ.-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা ! হে নেক নবী এবং নেক ভাই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে ? তিনি (জিব্রাঈল আ.) বললেন, ইনি মূসা আ.। তারপর ঈসা আ.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা ! হে নেক নবী এবং নেক ভাই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তিনি (জিব্রাঈল আ.) জবাব দিলেন, ইনি ঈসা আ.। অতঃপর ইব্রাহীম আ.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললাম, মারহাবা। হে নেক নবী এবং নেক সন্তান ! আমি জানতে চাইলাম, ইনি কে ? তিনি (জিব্রাঈল আ.) বললেন, ইনি ইব্রাহীম আ.। ইবনে শিহাব রহ বলেন, আমাকে ইবনে হাযম রহ জানিয়েছেন যে, ইবনে আব্বাস ও আবূ হাইয়্যা আনসারী রাযি. বলতেন, নবী ﷺ বলেছেন, এরপর জিব্রাঈল আমাকে উর্দ্ধে নিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত আমি একটা সমতল স্থানে গিয়ে পৌছলাম। সেখান থেকে কলমসমুহের খসখস শব্দ শুনছিলাম। ইবনে হাযম রহ এবং আনাস ইবনে মালিক রাযি. বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন, তখন আল্লাহ আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। এরপর আমি এ নির্দেশ নিয়ে ফিরে চললাম। যখন মূসা আ.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার রব আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন ? আমি বললাম, তাদের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, পুনরায় আপনার রবের কাছে ফিরে যান (এবং তা কমাবার জন্য আবেদন করুন।) কেননা আপনার উম্মতের তা পালন করার সামর্থ্য থাকবে না। তখন ফিরে গেলাম এবং আমার রবের নিকট তা কমাবার জন্য আবেদন করলাম। তিনি তার অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা আ.-এর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, আপনার রবের কাছে পুনরায় কমাবার আবেদন করুন এবং তিনি (নবী ﷺ) পূর্বের অনুরূপ কথা এবার উল্লেখ করলেন। এবার তিনি (আল্লাহ্) তার অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। এবার আমি মূসা আ.-এর কাছে আসলাম এবং তিনি পূর্বের মত বললেন। আমি তা করলাম। তখন আল্লাহ্তার এক অংশ মাফ করে দিলেন। আমি পুনরায় মূসা আ.-এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট গিয়ে আরো কমাবার আরয করুন। কেননা আপনার উম্মতের তা পালন করার সামর্থ্য থাকবে না। আমি আবার ফিরে গেলাম এবং আমার রবের নিকট তা কমাবার আবেদন করলাম। তিনি বললেন, এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বাকী রইল। আর তা সাওয়াবের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান হবে। আমার কথার পরিবর্তন হয় না। তারপর আমি মূসা আ.-এর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি এবারও বললেন, আপনার রবের কাছে গিয়ে আবেদন করুন। আমি বললাম, এবার আমার রবের সম্মুখীন হতে আমি লজ্জাবোধ করছি। এরপর জিব্রাঈল আ. চললেন এবং অবশেষে আমাকে সাথে করে সিদ্রাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। দেখলাম তা এমন অনুরূপ রঙে পরিপূর্ণ, যা বর্ণনা করার আমার ক্ষমতা আমার নেই। এরপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হল। দেখলাম এর ইট হচ্ছে মোতির তৈরি আর তার মাটি মিস্ক বা কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধযুক্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِإِدْرِيسَ (যখন জিবরিল আমীন হযরত ইদ্রিস আ. এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন) অথবা وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ إِدْرِيسَ (আকাশে হযরত ইদ্রিস আ. কে পেলেন) হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭০-৪৭১ পৃষ্ঠা, ৫০. ২২১ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৫০৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

উদ্দেশ্য : এই হাদীসের উদ্দেশ্য হলো হযরত ইদরীস আ. নিঃসন্দেহে নবী এবং রাসূল ছিলেন। হুজুর আকরাম ﷺ এর চতুর্থ আসমানে তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়।

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

২০০৭. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার ইরশাদ : ' আর ক্বওমে আদের নিকট তাদের ভাই হূদ আ. কে (নবী হিসেবে) প্রেরণ করি।' (হূদ : ৫০)

وَقَوْلِهِ: {إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحْقَافِ} [الأحقاف: ٢١] إِلَى قَوْلِهِ {كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ} [يونس: ١٣] فِيهِ عَنْ عَطَاءٍ، وَسُلَيْمَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ} [الحاقة: ٦]: شَدِيدَةٍ. {عَاتِيَةٍ} [الحاقة: ٦] قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَتَتْ عَلَى الخُزَّانِ {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا} [الحاقة: ٧] مُتَتَابِعَةً» {فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} [الحاقة: ٧] أُصُولُهَا» {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ} [الحاقة: ٨] بَقِيَّةٍ»

সুরা আহক্বাফের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলার বানী : 'স্মরণ করুন, যখন হূদ আ. তার ক্বওমকে আহকাফে (বালুকাময় প্রান্তরে) ভীতি প্রদর্শন করেন' থেকে সুরা আহকাফের ২৫ নং আয়াত {كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ} 'আমরা অপরাধিদের এমনই বদলা দেই'।

: এই শিরোণামে হযরত আতা বিন আবি রাবাহ রহ. ও সুলাইমান বিন ইয়াসার রহ. উভয়ে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, আর তিনি নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : সুরা আহাকাফের ৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ করেন : {وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ} আর আদ সম্প্রদায়কে তিমিরাচ্ছান অন্ধকার দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।' {عَاتِيَةٍ} মূলত صَرْصَرٍ এর সিফাত। ইবনে উয়াইনা রহ. বলেন : এর অর্থ হলো, দায়িত্বশীল ফেরেশতার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে গেছে। (অর্থাৎ বাতাশ ফেরেশতাদের থেকে উদ্ধত প্রদর্শন করলো)। এই অন্ধকার আল্লাহ তাআলা বিরামহীন সাত-আট দিন বলবৎ রাখেন। حُسُومًا এর অর্থ হলো. 'ধারাবাহিক'। অর্থাৎ অনবরত চলমান থাকে, এক মিনিটের জন্য বিরতি দেয়নি। সুতরাং ঐ ক্বওমে আদকে সেখানে এমনভাবে মৃত পড়ে থাকতে দেখা যায়, যেমন : খেজুর কা- পড়ে থাকে; সুতরাং তাদের কাওকে অবশিষ্ট থাকতে দেখেছ। بَاقِيَةٍ এর অর্থ হলো, 'অবশিষ্ট, বকেয়া'।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ قَالَ. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَرْبَعَةِ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الحَنْظَلِيِّ، ثُمَّ المُجَاشِعِيِّ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الفَزَارِيِّ، وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ

https://e-ilm.weebly.com/

الْعَامِرِيِّ. ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ. فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ، وَالأَنْصَارُ. قَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا. قَالَ: إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ» . فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ العَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْنِ، نَاتِئُ الجَبِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقٌ. فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ؟ أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَلاَ تَأْمَنُونِي» فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ. أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ فَمَنَعَهُ. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: "إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا. أَوْ: فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ. يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ. لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ"

সহজ তরজমা

৩১১৯. মুহাম্মদ ইবনে 'আর'আরা রহ. ...... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমাকে ভোরের বায়ু (পুবালি বাতাস) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে আর আদ জাতিকে দাবুর বা পশ্চিমের (এক প্রকার মারাত্মক) বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

ইবনে কাসীর রহ আবু সাইদ রাযি. থেকে বর্ণিত, আলী রাযি. নবী ﷺ-এর নিকট কিছু স্বর্ণের টুকরো পাঠালেন। তিনি তা চার ব্যাক্তির মাঝে বন্টন করে দিলেন। (১) আল-আকরা ইবনে হাবেস হান্যালী যিনি মাজাশেয়ী গোত্রের ছিলেন (২) উআইনা ইবনে বদর ফাযারী (৩) যায়েদ ত্বায়ী, যিনি বনী নাবহান গোত্রের ছিলেন (৪) আলকামা ইবনে উলাসা আমেরী, যিনি বনী কিলাব গোত্রের ছিলেন। এতে কুরাইশ ও আনসারগণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং বলতে লাগলেন, নবী ﷺ নাজাদবাসী নেতৃবৃন্দকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে দিচ্ছেন না। নবী ﷺ বললেন, আমি ত তাদেরকে (ইসলামের দিকে) আকৃষ্ট করার জন্য মনোরঞ্জন করছি। তখন এক ব্যাক্তি সামনে এগিয়ে আসল, যার চোখ দু'টি কোটরাগত, গণ্ডদ্বয় ফুলে পড়া; কপাল উঁচু, ঘন দাঁড়ি এবং মাথা মোড়ানো ছিল। সে বলল, হে মুহাম্মদ ! আল্লাহ্কে ভয় করুন। তখন তিনি বললেন, আমিই যদি নাফরমানি করি তাহলে আল্লাহর আনুগত্য করবে কে ? আল্লাহ্আমাকে পৃথিবীবাসীর উপর আমানতদার বানিয়েছেন আর তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছ না। তখন এক ব্যাক্তি তাঁর কাছে তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইল। (আবু সাঈদ রাযি. বলেন) আমি তাকে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি. বলে ধারণা করছি। কিন্তু নবী ﷺতাকে নিষেধ করলেন। তারপর অভিযোগকারী লোকটি যখন ফিরে গেল, তখন নবী ﷺবললেন। এ ব্যাক্তির বংশ হতে বা এ ব্যাক্তির পরে এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে তারা কুরআন পরবে কিন্তু তাদের কন্ঠনালী অতিক্রম করবেনা। দিন থেকে তারা এমনভাবে বেরিয়ে পড়বে যেমনি ধনুক থেকে তির বেরিয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে (মুসলিমদেরকে) হত্যা করবে আর মূর্তি পূজারীদেরকে হত্যা করা থেকে মুক্তি দেবে। আমি যদি তাদের নাগাল পেতাম তবে তাদেরকে আদ জাতির মত অবশ্যায় হত্যা করতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ (আমি তাদের আদজাতীর মতো হত্যা করবো) -সাদৃশ্য হলো, তাদের মৌলিকভাবে ধ্বংস করায়- হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭১-৪৭২ পৃষ্ঠা, ১৪১. ৪৫৫ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৫৮৯. আবু সাঈদ খুদরী রাযি. এর হাদীস ৫০৯. মাগাযী অধ্যায়ের ৬২৩. ৭৫৬. ৯১০. ১০২৪. ১০২৪. ১১২৫. ১১২৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

ذو الخويصرة :হাদীসে এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এসেছে, ৫০৬ পৃষ্ঠায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ. حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنِ الأَسْوَدِ. قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ "يَقْرَأُ: فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ"

সহজ তরজমা

৩১২০. খালিদ ইবনে ইয়াযীদ রহ. .... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে (আদ জাতির ঘটনা বর্ণনায়) فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ এ আয়াতটি পড়তে শুনেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য নাসরুল বারীর ৯ ম খণ্ডের কিতাবুত তাফসীরের ৬৩৪ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

بَاب قِصَّةِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

১০০৮. পরিচ্ছেদ : ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনা।

সুরা কাহাফের ৯৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : 'নিশ্চই ইয়াজুজ মাজুজ ভূমিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়।'

ইয়াজুজ মাজুজের পরিচয় : ইয়াযুয মাযুয কারা ? এ ব্যাপারে মানুষের মতামত ভিন্ন। জমহুর মুহাদ্দিসীনের মুফাসিরীনের মতামত হলো মানুষের দুটি গোত্র যারা নূহ আ. এর সন্তান-সন্ততি (নূহ আ. তনয় ইয়াফিসের সন্তান)

ক্বাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত, বণিত মহিউস সুন্নাহ রহ. বলেন : ইয়াজুজ মাজুজের বাইশটি গোত্র আছে। যুল কারনাইন রহ. একুশটি কবীলা দেয়ালের বেষ্টনীতে আবদ্ধ করেছেন। আরো একটি দল অবশিষ্ট আছে, তারা হলো তুর্কি। তাদের তর্কি নাম করণের কারণ হলো, তাদেরকে বেষ্টনীর বাইরে রাখা হয়েছে। ইয়াজুজ মাজুজ আজমী শব্দ।

ইয়াজুজ মাজুজের তুলনায় সমগ্র মানুষের পরিমাণ হাজারে একজনের সমতুল্য। ইয়াজুজ মাজুজের যে সকল দল যুল কারনাইনের প্রাচীরে আবদ্ধ তারা কিয়ামত নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত এভাবে আবদ্ধ থাকবে। মাহদী আ. এর আত্মপ্রকাশ এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের পর যখন হযরত ঈসা আ. তাকে খতম করবেন তখন তারা বেরিয়ে আসবে। ইয়াজুজ মাজুয বেরিয়ে আসার সময় যুল কারনাইনের প্রচীর মাটির সাথে মিশে যাবে আর ইয়াযুয মাজুযের অসংখ্য দল-উপদল একত্রে পাহাড় থেকে এমনভাবে অবতরণ করবে, উঁচু থেকে দ্রুত অবতরণ ও অধিক্যতার দরুণ মনে হবে যেন তারা পাহাড় থেকে গরিয়ে পড়ছে। এই হিংস্র মানবগোষ্ঠী পুরো পৃথিবীর সাধরণ মানব সমাজের উপর আচড়ে পড়বে। তাদের হত্যা রাহাজারীর মোকাবেলা কারোর পক্ষে করা সম্ভব হবে না। আল্লাহ তাআলার রাসুল হযরত ঈসা আ. আপন রবের নির্দেশে আপন মুসলিম সাথীবৃন্দসহ তুর পবর্তে আশ্রয় নেবেন এবং সমগ্র পৃথিবীর আবাদীতে সুরক্ষিত স্থান ও স্থাপিত মজবুত কেল্লায় আবদ্ধ অবস্থায় আত্মরক্ষা করবে। পনাহার দ্রব্য নিঃশেষ হয়ে যাবে। প্রয়োজনীয় উপকরণ একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। এই হিংস্র দল অবশিষ্ট মানববসতীকে ধ্বংসযগ্যো পরিণত হবে। সমুদ্র নিঃশেষ করে দেবে। হযরত ঈসা আ. ও বন্ধ-বান্দবের দুআর ফলে এই হিংস্র জাতী একই সময়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। সমগ্র পৃথিবী তাদের লাশে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। দুর্গন্ধের তীব্রতায় প্রাণ রক্ষা দুষ্কর হয়ে যাবে। পুনরায় হযরত ঈসা আ. ও তার রুফাকাদের দুআর বদৌলতে সমুদ্রে তাদের লাশ গুম করা হবে। আর পরওয়ার দিগারে আলমের দেয়া রহমতের বারিবর্ষণের ধারায় এই ধরা পুনরায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে। অতঃপর আনুমানিক চল্লিশ বৎসর সমগ্র পৃথিবীতে আমন ও আমানের রাজত্ব কায়েম হবে। পৃথিবী তার বরকত উদগিরণ করবে। ভূ-পৃষ্ঠে কোন অভাবি দরিদ্র থাকবেনা। কাউকে কষ্ট পেতে হবে না। নিরাপত্তা ও শান্তি সর্বময় বিরাজ করবে। আরো জানার জন্য মাআরিফুল কুরআন অধ্যয়ন করুন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ

১০০৭. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বানী : এ সকল লোকেরা আপনার কাছে যিল কারনাইন প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ [ص:١٣٨] فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا} [الكهف: ٨٤] (فَاتَّبَعَ سَبَبًا) إِلَى قَوْلِهِ (ائْتُونِي زُبَرَ الحَدِيدِ) : وَاحِدُهَا زُبْرَةٌ وَهِيَ القِطَعُ» {حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ} [الكهف: ٩٦] يُقَالُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الجَبَلَيْنِ، وَالسُّدَّيْنِ الجَبَلَيْنِ {خَرْجًا} [الكهف: ٩٤] : أَجْرًا» . {قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} [الكهف: ٩٦] : " أَصْبُبْ عَلَيْهِ رَصَاصًا، وَيُقَالُ الحَدِيدُ، وَيُقَالُ: الصُّفْرُ " وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: النُّحَاسُ» {فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ} [الكهف: ٩٧] " يَعْلُوهُ، اسْتَطَاعَ اسْتَفْعَلَ، مِنْ أَطَعْتُ لَهُ. فَلِذَلِكَ فُتِحَ أَسْطَاعَ يَسْطِيعُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ ". وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. (قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا) : أَلْزَقَهُ بِالأَرْضِ، وَنَاقَةٌ دَكَّاءُ لاَ سَنَامَ لَهَا، وَالدَّكْدَاكُ مِنَ الأَرْضِ مِثْلُهُ، حَتَّى صَلُبَ وَتَلَبَّدَ. {وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ} [الكهف: ٩٨] {حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ} [الأنبياء: ٩٦] قَالَ قَتَادَةُ: " حَدَبٌ: أَكَمَةٌ " قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ البُرْدِ المُحَبَّرِ. قَالَ: رَأَيْتَهُ»

সুরা কাহাফের ৮৩-৮৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলার বানী : 'এ সকল লোকেরা আপনার কাছে যিল কারনাইন প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে' سَبَبًا পর্যন্ত। سَبَبًا অর্থ পথ, রাস্তা। {ائْتُونِي زُبَرَ الحَدِيدِ 'আমার নিকট লোহার তখতা (সিট) নিয়ে আসো'

ঘটনা। زُبَر এর একবচন হলো زُبْرَةٌ, অর্থ হলো: টুকরো, অংশ। 'যখন দু পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থান পূর্ণ হয়ে'। بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, الصَّدَفَيْنِ এর অর্থ হলো, দুই পাহাড়। আর السُّدَّيْنِ এর অর্থও দুই পাহাড়। خَرْجًا এর অর্থ হলো পারিশ্রমিক, কাজের প্রতিদান, শ্রমবিনিময়। خَرْج এর বহুবচন হলো أخراج। قَالَ انْفُخُوا : জুল কারনাইন (আমলাদের) বললেন : তোম আগুন ফুঁক দাও (প্রজ্জ্বলিত করো) অতঃপর যখন তা আগুনের (লেলিহানে) পরিণত হলো, তখন বললেন : গলিত অভ্র নিয়ে এসো আমি এতে তা ঢেলে দেবো'। قِطْرًاএর অর্থ হলো অর্থাৎ رَصَاص শিশা। আর কেউ বলেছেন : قِطْرًا এর অর্থ হলো লোহা। বলা হয় الصُّفْرُ তথা পিতল, আর ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : এর অর্থ তামা, অভ্র।

{فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ} :আর এরা (ইয়াজুজ মাজুজ) এতে আরোহন করতে সক্ষম নয়।' ইয়াজুজ-মাজুজকে দেয়াল টপকে অথবে ভেঙ্গে এ পার্শ্বে আসার তাৎক্ষণিক ক্ষমতা দেওয়া হয়নি) يَظْهَرُوهُ এর অর্থ হলো يَعْلُوهُ 'তা টপকে পাড় হবে' اسْتَطَاعَ। এর অর্থ হলো, উদিত হলো। এটা বাবে 'ইসতিফআলের' সিগা হবার দরুণ ফাতহা দিয়ে পড়াও জায়েয। أَسْطَاعَ يَسْطِيعُ (এর উদ্দেশ্য হলো, সহজ করণার্থে 'তা' হযফ করে দিয়ে এবং এর হরকত দিয়ে أَسْطَاعَ পড়া হয়েছে) আর اسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ কেউ ই পড়েছেন। {وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا}: আর তারা তা ছিদ্র করতেও সক্ষম নয়' (অর্থাৎ তা ছিদ্র করে বিরেয়ে আসতেও সক্ষম নয়)। {قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي} : 'যুল কারনাইন বললেন : এটা আমার প্রভূর এক বিশেষ রহমত। অতঃপর যখন আমার প্রভূর প্রতিশ্রুত সময় আসবে তখন তিনি

https://e-ilm.weebly.com/

তা ধাক্কা দিয়ে চুড়মার করে দেবে'। اَلْزَقَهُ بِالْاَرْضِ :মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। وَنَاقَةٌ دَكَّاءُ : কুঁজহীন উট। وَالدَّكْدَاكُ مِنَ الْاَرْضِ : সমতল শক্তভূমি। وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ 'আর সেদিনে আমরা তাদের ছেড়ে দেবো একে অপরের উপর আচড়ে পড়বে' (তারা প্রতিটি জনপদে পঙ্গপালের মতো ঝাপিয়ে পড়বে অথবা উদ্দেশ্য হলো, ভয়বহতা ও অস্বস্থিকর অবস্থার দরুণ সমস্ত জীবজগত একের উপর অপরকে দলিত করা অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে) । حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ 'এমনকি যখন যখন ইয়াজুজ মাজুজকে খুলে দেওয়া হবে এবং উঁচু স্থান থেকে বেরিয়ে আসতে থাকবে'। قَالَ قَتَادَةُ : ইমাম কাতাদ রহ. বলেন : এর অর্থ হলো টিলা। قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَأَيْتُ السَّدَّ : এক ব্যক্তি নবী কারীম ﷺ এর দরবারে জানান দিলো 'আমি সিকান্দারের প্রাচীর দেখেছি, কালো চাদরের মতো'। রাসুল ﷺ বললেন : তুমি কি দেখেছো?

জুল কারনাইন : জুল কারনাইন নামক দুজন সম্রাট ছিলন, যাদের প্রত্যেকের নাম ইসকান্দার। একজন হলেন, ইস্কান্দার ইউনানী (বর্তমান গ্রীসের বাসীন্দা) মাকদূনী নামে প্রসিদ্ধ। যার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এরেস্টেটল। দ্বিতীয় ইস্কান্দার মুমিন ও নেককার ছিলেন -যার আলোচনা কোরআনে এসেছে, তার নবী হওয়ার মতমতও এসেছে- দুজানের মাঝে আনুমানিক দুই হাজার বছরের দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান। হযরত খাযির আ. মুমিন ইস্কান্দারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এই প্রথম ইস্কান্দার হযরত ইবরাহীম আ. এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং হযরত ইবরাহীম আ. এর সাথে খানায়ে কাবা তওয়াফ করেন।

বিস্তারিত জানার জন্য মুফতি শফী সাহেব রহ. রচিত মায়ারিফুল কুরআন অথবা আল-বিদায় ওয়ন- নিহায়া অধ্যয়ন করুন। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ عُقَيْلٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ. عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ. دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ. فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هٰذِهِ » وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا. قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ

সহজ তরজমা

৩১২১. ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়র রহ. .... যায়নাব বিনতে জাহাশ রাযি. থেকে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর কাছে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, লা-ইলাহা ইলালাহ। আরবের লোকদের জন্য সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে (ছিদ্র হয়ে) গেছে। এ কথার বলার সময় তিনি তাঁর বিদ্ধাংগুলির অগ্রভাগকে তাঁর সাথের শাহাদাতের আংগুলির অগ্রভাগের সাথে মিলিয়ে গোলাকৃতি করে ছিদ্রের পরিমাণ দেখান। যায়নাব বিনতে জাহাশ রাযি. বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের মধ্যে নেক ও পুণ্যবান লোকজন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে জাব ? তিনি বললেন, হাঁ যখন পাপাচার অধিক মাত্রায় বেড়ে যাবে। (তখন অল্প সংখ্যক নেক লোকের বিদ্যমানেই মানুষের ধ্বংস নেমে আসবে।)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ব্যাখ্যা : যুল কারনাইনের প্রাচীরে ছিদ্র হওয়ার সাধরণ ও স্বাভাকি অর্থ হতে পারে আবার রূপক অর্থ, অর্থাৎ 'প্রাচীরের দুর্বলতা' হতে পারে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭২ পৃষ্ঠা, ৫০৮, ১০৪৬, ১০৫৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " فَتَحَ اللهُ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هٰذَا ". وَعَقَدَ بِيَدِهِ تِسْعِينَ.

সহজ তরজমা

৩১২২. মুসলিম ইবনে ইব্রাহীম রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে আল্লাহ এ পরিমাণ ছিদ্র করে দিয়েছেন। এই বলে, তিনি তাঁর হাতে নব্বই সংখ্যার আকৃতি ধারণ করে দেখালেন। (অর্থাৎ তিনি নিজ শাহাদাত আঙ্গুলীর মাথা বৃদ্ধাংগুলের গোড়ায় লাগিয়ে ছিদ্রের পরিমাণ দেখালেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ব্যাখ্যা : এক বর্ণনায় আছে, ইয়াজুজ মাজুজ প্রতিদিন দেয়াল ভাংতে থাকে। যখন অল্প পরিমান অবশিষ্ট থাকে তখন আগামিকাল এসে বাকীটুকু ভেঙ্গে ফেলবো। আল্লাহ তাআলা রাত্রিবেলা দেয়ালকে আগের মতো করে দেন। আল্লাহ তাআলা যখন তাদের মুক্ত করতে চাবেন সেদিন তারা দেয়াল ভাঙ্গার কাজ সমাপনান্তে বলবে 'ইনশাআল্লাহ আগামিকাল ভেঙ্গে দেবো'। আল্লাহ তাআলার নাম ব্যবহার ও মহান রবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করার করণে পরেরদিন তাদের তওফীক হবে, অর্থাৎ দেয়ালের অবশিষ্ট অংশ হালকাই পাবে; ফলে তা ভেঙ্গে তারা বেরিয়ে আসবে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. عَنِ الأَعْمَشِ. حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضي الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " يَقُولُ اللهُ تَعَالَى يَا آدَمُ. فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ. فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ. قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ. فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَأَيُّنَا ذٰلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ " أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ. وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ ". ثُمَّ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ". فَكَبَّرْنَا. فَقَالَ " أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ". فَكَبَّرْنَا. فَقَالَ " أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ". فَكَبَّرْنَا. فَقَالَ " مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ. أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ ".

সহজ তরজমা

৩১২৩. ইসহাক ইবনে নাসর রহ. ...... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ (হাশরের দিন) ডাকবেন, হে আদম আ.। তখন তিনি জবাব দিবেন, আমি হাযির আমি সৌভাগ্যবান এবং সকল কল্যাণ আপনার হাতেই। তখন আল্লাহ বলবেন জাহান্নামী দলকে বের করে দাও। আদম আ. বলবেন, জাহান্নামী দল কারা ? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাযারে নয়শত নিরানব্বই জন। এ সময় (চরম ভয়ের কারণে) ছোটরা বুড়ো হয়ে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী তাঁর গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত ঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন (২২:২)। সাহাবাগণ বলবেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! (প্রতি হাযারের মধ্যে একজন) আমাদের মধ্যে সেই একজন কে ? তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা তোমাদের মধ্য থেকে একজন আর এক হাযারের অবশিষ্ট ইয়াজুজ-মাজুজ হবে। ১ তারপর তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রান, তাঁর কসম। আমি আশা করি, তোমরা (যারা আমার উম্মত) সমস্ত জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে। (আবূ সাঈদ রাযি. বলেন) আমরা এ সুসংবাদ শুনে) আলাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। এরপর তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হবে। আমরা পুনরায় আলাহু আকবার

https://e-ilm.weebly.com/

বলে তাকবীর দিলাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে। একথা শুনে আমরা আবার আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য মানুষের তুলনায় এমন, যেমন সাদা ষাঁড়ের দেহে কয়েকটি কাল পশম অথবা কালো ষাঁড়ের দেহে কয়েকটি সাদা পশম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭২-৪৭৩ পৃষ্ঠা, ৬৯৩. ৯৬৭. ১১১৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য কোরআনে উল্লেখিত যুল কারনাইন মূলত ইস্কান্দার ইউনানী -যার প্রধানমন্ত্রী ছিল গ্রীক দার্শনিক এরোস্টেটল- না; কেননা এই ইস্কান্দার মুশরিক ছিল। যুল কারনাইন শিরোণামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

وَقَوْلِهِ : { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا } . وَقَوْلِهِ : { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ } .

وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ الرَّحِيمُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ .

২০১০. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বানী : আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ. কে খলীল বানিয়েছেন (সুরা নিসা : ১২৫)।

সুরা নাহলের ১২০ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ : নিস:ন্দেহে ইবরাহীম আ. (সকল উত্তম গুণাবলীর সমাহার হওয়ার দরুন) আল্লাহ তাআলার অনুগত একটি জাতী ছিলেন। সুরা তাওবার ১১৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ : 'নিশ্চই ইবরাহীম আ. কোমলমনা ও সহনশীল ছিলেন'। আবু মাইসারা বলেন : হাবশী ভাষায় أَوَّاهٌ এর অর্থ হলো, অতি দয়াশীল। সুরা কাহাফের

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ـ ثُمَّ قَرَأَ ـ { كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ } وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي. فَيَقُولُ. إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ { وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ } إِلَى قَوْلِهِ { الْحَكِيمُ } "

সহজ তরজমা

৩১২৪. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের হাশর ময়দানে খালি পা, বিবস্ত্র এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। এরপর তিনি (এ কথার সমর্থনে) পবিত্র কুরআনের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেনঃ যে ভাবে আমি প্রথমে সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। এটি আমার প্রতিশ্রুতি। এর বাস্তবায়ন আমি করবই। (২১:১০৪) আর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরানো হবে তিনি হবেন ইব্রাহীম আ.। আর (সে দিন) আমার অনুসারীদের মধ্য হতে কয়েকজনকে পাকড়াও করে বাম দিকে অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার অনুসারী, এরা তো আমার অনুসারী। এ সময় আল্লাহ বলবেন, যখন আপনি এদের থেকে বিদায় নেন, তখন তারা পূর্ব ধর্মে ফিরে যায়। কাজেই তারা আপনার সাহাবী নয়। তখন আল্লাহর নেক বান্দা (ঈসা আ.) যেমন বলেছিলেন ; তেমন আমি বলব, হে আল্লাহ্! আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের অবস্থার পর্যবেক্ষক। আপনি পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৫:১১৭-১১৮)।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ (কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম ইবরাহীম আ. কে বস্ত্রাবৃত করা হবে) হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৩ পৃষ্ঠা, ৪৯০. ৬৬৫. ৬৯৩. ৯৬৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ. عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ. عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ. فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصِنِي فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ. فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ. إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ. ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ. فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ ".

সহজ তরজমা

৩১২৫. ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ....আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বরনিত,নবি ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন ইব্রাহীম আ. তাঁর পিতা আযরের দেখা পাবেন। আযরের মুখমণ্ডল কালিমা এবং ধুলাবালি থাকবে। তখন ইব্রাহীম আ. তাকে বলবেন, আমি কি পৃথিবীতে আপনাকে বলিনি যে, আমার অবাধ্যতা করবেন না ? তখন তাঁর পিতা বলবে, আজ আর তোমার অবাধ্যতা করব না। এরপর ইব্রাহীম আ. (আল্লাহ্‌র কাছে) আবেদন করবেন, হে আমার রব ! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, হাশরের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত করবেন না। আমার পিতা রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার থেকে অধিক অপমান আমার জন্য আর কি হতে পারে ? তখন আল্লাহ্‌বলবেন, আমি কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। পুনরায় বলা হবে, হে ইব্রাহীম ! তোমার পদতলে কি ? তখন তিনি নিচের দিকে তাকাবেন। হঠাৎ দেখতে পাবেন তাঁর পিতার স্থানে সরবশরীরে রক্তমাখা আক্তি জানোয়ার পড়ে রয়েছে। এর চার পা বেঁধে জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে।

ইব্রাহীম আ.-এর আবেদনক্রমে তাঁর পিতার আকৃতি বিবর্তন ঘটিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মহান আল্লাহ এভাবে ইব্রাহীম আ.-কে অপমান হতে রক্ষা করবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, হাদীসে ইবরাহীম আ. এর আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৩ পৃষ্ঠা, ৭০২ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ. قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو. أَنَّ بُكَيْرًا. حَدَّثَهُ عَنْ كُرَيْبٍ. مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فَوَجَدَ فِيهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَصُورَةَ مَرْيَمَ فَقَالَ " أَمَا لَهُمْ. فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ. هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ "

সহজ তরজমা

৩১২৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সুলায়মান রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদা কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি ইব্রাহীম আ. ও মারইয়ামের ছবি দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, তাদের (কুরাইশদের) কি হল ? অথচ তারা তো শুনতে পেয়েছে, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকবে, সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্‌তাগণ প্রবেশ করেন না। এ যে ইব্রাহীমের ছবি বানানো হয়েছে, (ভাগ্য নিরধারক জুয়ার তীর নিক্ষেপরত অবস্থায়) তিনি কেন ভাগ্য নিরধারক তীর নিক্ষেপ করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, হাদীসে ইবরাহীম আ. এর আলোচনা দুবার করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৩ পৃষ্ঠা, ৪৭৩. ৬১৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা : মক্কার মুশরিকরা ভাগ্য নির্ধারণি তীর ধারী হযরত ইবরাহীম আ. এর প্রতিমূর্তি বানিয়েছিলো। ফলে হুযুর ﷺ অভিযোগ উত্থাপন করলেন, ভাগ্য নির্ধারণী তীর বানানো এবং তার কাছে ভালোমন্দ কামনা করা নবীর শান পরিপন্থী। বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারীর ৮ম খ-এর ৪৭৩. ৬১৪ পৃষ্ঠা মুতালায়া করুন।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ، حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ، وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ-عَلَيْهِمَا السَّلَامُ-بِأَيْدِيهِمَا الأَزْلَامُ فَقَالَ " قَاتَلَهُمُ اللهُ، وَاللهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا بِالأَزْلَامِ قَطُّ "

সহজ তরজমা

৩১২৭. ইব্রাহীম ইবনে মূসা রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন কা'বা ঘরে ছবিসমূহ দেখতে পেলেন, তখন যে পর্যন্ত তাঁর নির্দেশ তা মিটিয়ে ফেলা না হলো, সে পর্যন্ত তিনি তাতে প্রবেশ করলেন না। আর তিনি দেখতে পেলেন, ইব্রাহীম এবং ইসমাঈল আ.-এর হাতে ভাগ্য নিরধারণের তীর। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাদের (কুরায়শদের) অপর লানত বর্ষণ করুক। আল্লাহ্‌র কসম, তারা দু'জন কখনও ভাগ্য নির্ধারক তীর করেন নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, হাদীসে ইবরাহীম আ. এর আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৩ পৃষ্ঠা, ২১৮ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৬১৪. মাগাযী অধ্যায়ের ৩৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-ﷺ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ " أَتْقَاهُمْ ". فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ " فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ ". قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ " فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا ". قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩১২৮. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যাক্তি কে ? তিনি বলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেসি মুত্তাকী। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তা হলে (সবচেয়ে সম্মানিত ব্যাক্তি) আল্লাহর নবী ইউসুফ, যিনি আল্লাহর নবী (ইয়াকুব)-এর পুত্র, আল্লাহর নবী (ইসহাক)-এর পৌত্র, এবং আল্লাহর খলিল (ইব্রাহীম)-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছ ? জাহিলী জুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যাক্তি ছিলেন, ইসলামেও তাঁরা সর্বোত্তম ব্যাক্তি যদি তাঁরা ইসলামী জ্ঞানার্জন করেন। আবূ উসামা ও মু'তামির রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

(বুঝা গেল দীন সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি বংশ মর্যাদা কোন কাজে আসে না। এ ক্ষেত্রে মাওলানা জামী রহ. এর কাব্য খুবই প্রেরণা দায়ক)

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, হাদীসে خَلِيلِ اللهِ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৩ পৃষ্ঠা, ৪৭৮. ৪৭৯. ৪৯৬. ৬৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. حَدَّثَنَا عَوْفٌ. حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ. حَدَّثَنَا سَمُرَةُ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ. فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ طَوِيلٍ. لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً. وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ".

সহজ তরজমা

৩১২৯. মুআম্মাল ইবনে হিশাম রহ. ...... সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আজ রাতে (স্বপ্নে) আমার কাছে দু'জন লোক আসলেন। তারপর আমরা এক দীর্ঘদেহী লোকের কাছে আসলাম। তারপর দেহ দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমি তাঁর মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম না। মুলতঃ তিনি ইব্রাহীম আ. ছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, হাদীসে وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ (নিশ্চই তিনি হলেন ইবরাহীম আ.) শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৩ পৃষ্ঠা, কিতাবুল জানাইযের শেষাংশে ১৫৩ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৬৭৪. ১০৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنِي بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا النَّضْرُ. أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ. عَنْ مُجَاهِدٍ. أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَذَكَرُوا لَهُ الدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ أَوْ ك ف ر. قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ " أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ. وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي".

সহজ তরজমা

৩১৩০. বায়ান ইবনে আমৃর রহ. ...... আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, লোকজন তাঁর সামনে দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর (দাজ্জালের) দু' চোখের মাঝখানে অর্থাৎ কপালে লেখা থাকবে কাফির বা কাফ, ফা, রা। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এটা নবী ﷺ এর কাছে শুনে। বরং তিনি বলেছেন, যদি তোমরা ইব্রাহীম আ.-কে দেখতে চাও তবে তোমাদের সাথীর (আমার) দিকে তাকাও আর মূসা আ. তিনি হলেন কুকড়ানো চুল, তামাটে রং-এর দেহ বিশিষ্ট। তিনি এমন এক লাল উটের উপর উপবিষ্ঠ, যার নাকের রশি হবে খেজুর গাছের চালের তৈরি। আমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিতে দিতে উপত্যাকায় অবতরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, হাদীসে أَمَّا إِبْرَاهِيمُ (অতঃপর ইবরাহীম আ.) শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৩ পৃষ্ঠা, ২১০ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৮৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ. عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ

সহজ তরজমা

৩১৩১. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নবী ইব্রাহীম আ. সূত্রধরদের অস্ত্র দ্বারা নিজের খাতনা করেছিলেন এবং তখন তাঁর বয়স ছিল আশি বছর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, হাদীসে إِبْرَاهِيمُ (ইবরাহীম আ.) শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৩ পৃষ্ঠা, 'ইসতিযান' অধ্যায়ের ৯৩১ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ "بِالْقَدُومِ" . مُخَفَّفَةً. تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. تَابَعَهُ عَجْلاَنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ.

সহজ তরজমা

৩১৩২. হযরত আবুল ইয়ামান রহ. বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত শুয়াইব রহ.। তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ জিনাদ রহ.। তিনি বলেন, قدوم শব্দটি তাশদীদবিহীন। শুয়াইব এর সাথে এই হাদীসটি আবদুর রহমান ইবনে ইসহাকও আবূ জিনাদ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং হযরত আযলানও হাদীসটি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং মুহাম্মদ ইবনে আমর হাদীসটি আবূ সালামা থেকে এবং আবূ সালামা হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ব্যাখ্যা : بِالْقَدُومِ এর ব্যাখ্যায় আল্লামা আইনী রহ. বলেন : অধিকাংশ হযরত 'দালে' তাশদীদ ছাড়া পড়েছেন। 'বাযুল্লা' নামক রাজমিস্ত্রির যন্ত্রাংশ উদ্দেশ্য। তবে সিরিয়ার একটি জনপদের নাম الْقَدُّومِ। হযরত ইবরাহীম আ. কে খতনা করার নির্দেশ দেওয়া হলে, তার নিকট চাকু ইত্যাদি ছিলনা; অধিকন্তু আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালনে বিলম্ব করা যথার্থ মনে করেননি। তাই বাযুল্লা দিয়েই খতনা করে ফেলেন। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ الرُّعَيْنِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ مُحَمَّدٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ ثَلاَثًا" . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ مُحَمَّدٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ . عَلَيْهِ السَّلاَمُ . إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَوْلُهُ {إِنِّي سَقِيمٌ} وَقَوْلُهُ {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} . وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَا هُنَا رَجُلاً مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ. فَسَأَلَهُ عَنْهَا. فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَ أُخْتِي. فَأَتَى سَارَةَ قَالَ يَا سَارَةُ. لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ. وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي. فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلاَ تُكَذِّبِينِي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا. فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ. فَأُخِذَ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ لِي وَلاَ أَضُرُّكِ. فَدَعَتِ اللَّهَ فَأُطْلِقَ. ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ. فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ لِي وَلاَ أَضُرُّكِ فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ. فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ. إِنَّمَا أَتَيْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ. فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَتَتْهُ. وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلِّي. فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ مَهْيَا قَالَتْ رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ . أَوِ الْفَاجِرِ . فِي نَحْرِهِ. وَأَخْدَمَ هَاجَرَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩১৩৩. সাঈদ ইবনে তালীদ রু'আইনী ও মুহাম্মদ ইবনে মাহবুব রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীম আ. তিনবার ব্যতিত কখনও কথাকে ঘুরিয়ে পেচিয়ে বলেন নি। তন্মধ্যে দু'বার ছিল আল্লাহ প্রসঙ্গে। তার উক্তি "আমি অসুস্থ" (৩৭:৮৯) এবং তাঁর আবার এক উক্তি "বরং এ কাজ করেছে, এই তো তাদের বড়টি। (২১:৬৩) বর্ণনাকারী বলেন, একদা তিনি (ইব্রাহীম আ. এবং (তাঁর পত্নি) সারা অত্যাচারী শাসকগণের কোন এক শাসকের এলাকায় এসে পৌঁছলেন। (তা-ছিল মিসর) তখন তাকে (শাসককে) সংবাদ দেওয়া হল যে, এ এলাকায় একজন লোক এসেছে। তার সাথে একজন সর্বাপেক্ষা সুন্দরী মহিলা রয়েছে। তখন সে (রাজা) তাঁর (ইব্রাহীম) কাছে লোক পাঠাল। সে তাঁকে মহিলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, এ মহিলাটি কে ? তিনি উত্তর দিলেন, মহিলাটা আমার বোন। তারপর তিনি সবার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে সারা, তুমি আর আমি ছাড়া পৃথিবীর উপর আর কোন মু'মিন নেই। এ লোকটি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন আমি তাকে জানিয়েছে যে, তুমি আমার বোন। কাজেই তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর না। এরপর (অত্যাচারী রাজা) সারাকে আনার জন্য লোক পাঠালো। তিনি (সারা) যখন তার (রাজার) কাছে প্রবেশ করলেন এবং রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়ালো তখনই সে (আল্লাহর গযবে) পাকড়াও হল। তখন অত্যাচারী রাজা সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তখন সারা আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয়বার তাকে ধরতে চাইলো। এইবার সে পূর্বের ন্যায় বা তার চেয়ে কঠিনভাবে (আল্লাহর গযবে) পাকড়াও হল। এবারও সে বলল, আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ কর। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দু'আ করলেন ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। তারপর রাজা তার কোন এক দারোয়ানকে ডাকল। সে তাকে বলল, তুমি তো আমার কাছে কোন মানুষ আননি। বরং এনেছ এক শয়তান। তারপর রাজা সারার খেদমতের জন্য হাযেরাকে দান করল। এরপর তিনি (সারা) তাঁর (ইব্রাহীম) কাছে আসলেন, তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। যখন তিনি (সালাত রত অবস্থায়) হাত দ্বারা ইশারা করে সারাকে বললেন, কি ঘটেছে ? তখন সারা বললেন, আল্লাহ্ কাফির বা ফাসিকের চক্রান্ত তারই বক্ষে ফিরিয়ে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তাঁর চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছেন।) আর সে (রাজা) হাযেরাকে খেদমতের জন্য দান করেছেন। আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, "হ আকাশের পানির২ সন্তানগণ! এ হাযেরাই তোমাদের আদি মাতা।

১. ইব্রাহীম আ.-এর উক্ত তিনটি উক্তি ঘুরিয়ে পেচিয়ে বলার অর্থাৎ-প্রথমটি দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানসিক অসুস্থতা। আর দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য ছিল মুরতি-পুজারীদেরকে বোকা সাজানো এবং স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্য ধরমিও সম্পর্ক।

২ আকাশের পানির দ্বারা ইসমাঈল আ.-এর বংশের পবিত্রতা বুঝানো হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, হাদীসে لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ (ইবরাহীম আ. কখনো মিথ্যা বলেননি) শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কেবলি ইবরাহীম আ. এর আলোচনা করা।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৭৩-৪৭৪ পৃষ্ঠা, ২৯৫. ৩৫৯ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৭৬১. ১০২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى أَوِ ابْنُ سَلَامٍ عَنْهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ "كَانَ يَنْفُخُ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ".

সহজ তরজমা

৩১৩৪. উবাইদুলাহ ইবনে মূসা অথবা ইবনে সালাম রহ. ...... উম্মে শারীক রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ গিরগিট বা কাকলাশ মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, ইব্রাহীম আ. যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তাতে এ গিরগিট ফুঁ দিয়েছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, হাদীসে 'عَلَى إِبْرَاهِيمَ' (ইবরাহীম আ. এর উপর) শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৪ পৃষ্ঠা, ৪৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ـ ﷺ ـ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ "لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ {لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} بِشِرْكٍ، أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لاِبْنِهِ {يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}".

সহজ তরজমা

৩১৩৫. উমর ইবনে হাফস ইবনে গিয়াস রহ. .... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তারা তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করনি। (৬:৮২) তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের উপর যুলুম করেনি ? তিনি বললেন, তোমরা যা বল ব্যাপারটি তা নয়। বরং তাদের ঈমানকে 'যুলুম' অর্থাৎ শিরক দ্বারা কলুষিত করেনি। তোমরা কি লোকমানের কথা শুননি ? তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, "হে বৎস। আল্লাহর সাথে কোনরূপ শিরক করো না। নিশ্চয় শিরক একটা চরম যুলুম।" (৩১:১৩)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল অনুসন্ধানে মুহাদ্দিসগন খুবই বেগ পেয়েছেন।

আল্লামা কাসতালানী রহ. বলেন : যদি প্রশ্ন করা হয় শিরোনামের সাথে হাদীসের কী মিল ? উত্তর দেওয়া হবে, ইবরাহীম আ. কে জিজ্ঞাসা করা হলে فأي الفريقين ? উত্তরে তিনি বলেন :الذين امنوا ;সুতরাং এটা ইবরাহীম আ. এর কথা। অথবা এটা ইবরাহীম আ. এর কওমের কথা -যা ইবরাহীম আ. এর বিপক্ষে দলিল ছিল- এই সুরতে 'ইসমে মাওসূল 'মুবতাদয়ে মাহযুফের' তথা هم الذين امنوا এর 'খবর' হবে। সুতরাং হাদীস ও শিরোনামের মাঝে মিল সুস্পষ্ট হলো। আর এতোটুকু সম্পর্কই যথেষ্ট; কেননা মুসান্নিফ রহ. সূক্ষ্ম শিরোনামের ক্ষেত্রে এমটিই করেন।

অন্য এক হাদীসে এসেছে, তিনি {الذين امنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم} এই আয়াত পাঠ করলেন এবং বললেন : এই আয়াত ইবরাহীম আ. ও তার সাথীবৃন্দের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লামা কিরমানী রহ. বলেন : এই আয়াতের পরই ইবরাহীম আ. এর আলোচনা এসেছে। অর্থাৎ وتلك حجتنا آتيناها।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৪ পৃষ্ঠা, ১০ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৪৮৭. ৬৬৬. ৭০৪. ১০২২. ১০২৫ পৃষ্ঠায় আসবে। মুসলিম শরীফের ৭৭ প

ব্যাখ্যা : পূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য নাসরুল বারী ১ম খণ্ড ২৮৩ পৃষ্ঠা এবং নাসরুল মুনঈম ১৬৪ পৃষ্ঠা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এই বাবের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত ইবরাহীম আ. এর প্রশংসা করা। আল্লাহ তাআলাই অধিক ভালো জানেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : يزفون النسلان في المشي

২০১১. পরিচ্ছেদ : يزفون এর অর্থ হলো 'দ্রুতচলা'।

এটি শিরোণামহীন একটি অধ্যায় অর্থাৎ واتخذ الله إبراهيم خليلا , (আর আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ. কে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন)

সুরা সাফফাতের ৯৪ নং পৃষ্ঠায় আল্লাহ তাআলার ইরশাদ : {فأقبلوا إليه يزفون} (তোমরা তার দিকে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে (রাগে বীত-বিহ্বল হয়ে) আসো)। আয়াতে ব্যবহৃত يزفون এর অর্থ হলো 'দ্রুতচলা'। ضرب يضرب এর মূলাক্ষর زف থেকে الجمع المذكر الغائب এর সীগা।

যখন ইবরাহীম আ. মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে দিলেন। এদিকে লোকেরা মেলা থেকে প্রত্যাবর্তন করে তাদের প্রতিমাগুলোকে ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পেলো আর পূর্বাপর আলামত দিয়ে বুঝতে পারলো 'এটা ইবরাহীম আ. এর কাজ' তখন তারা ইবরাহীম আ. এর দিকে দ্রুত গেল।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. عَنْ أَبِي حَيَّانَ. عَنْ أَبِي زُرْعَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَقَالَ "إِنَّ اللّٰهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ. فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي. وَيُنْفِذُهُمُ الْبَصَرُ. وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ. فَذَكَرَ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُّ اللّٰهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الأَرْضِ. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ. فَيَقُولُ. فَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ. نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى". تَابَعَهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩১৩৬. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম ইবনে নাসর রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আকদিন নবী ﷺ এর সামনে কিছু গোশ্‌ত আনা হল। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একই সমতল ময়দানে সমবেত করবেন। তখন আহ্বানকারী তাদের সকলকে তাঁর আহ্বান সমভাবে শুনাতে পারবে। এবং তাদের সকলের উপর সমভাবে দর্শকদের দৃষ্টি পড়বে আর সূর্য তাদের অতি নিকটবর্তী হবে। তারপর তিনি শাফায়াতের হাদিস বর্ণনা করলেন যে, সকল মানুষ ইব্রাহীম আ.-এর নিকট আসবে এবং বলবে, পৃথিবীতে আপনি আল্লাহ্‌র নবী এবং তাঁর খলীল। অতএব আমাদের জন্য আপনি আপনার রবের নিকট সুপারিশ করুন। তখন তিনি ঘুরিয়ে পেচিয়ে বলা উক্তির কথা স্মরণ করে বলবেন, নাফসি ! নাফসি ! তোমরা মূসার কাছে যাও। অনুরূপ হাদিস আনাস রাযি.-অ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : পূর্ব শিরোণাম অর্থাৎ واتخذ الله إبراهيم خليلا , (আর আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ. কে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন) এর সাথে হাদীসের মিল উক্ত হাদীসাংশ أَنْتَ نَبِيُّ اللّٰهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الأَرْضِ (অর্থাৎ পৃথিবীতে তুমি আল্লাহ তাআলার নবী ও তার খলীল) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৪ এবং ৪৭০ পৃ. অতিবাহিত হয়েছে, সামনে ৬৮৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "يَرْحَمُ اللّٰهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ. لَوْلاَ أَنَّهَا عَجِلَتْ لَكَانَ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا". قَالَ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَمَّا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ فَحَدَّثَنِي قَالَ إِنِّي وَعُثْمَانَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ جُلُوسٌ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. فَقَالَ مَا هَكَذَا حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَهِيَ تُرْضِعُهُ. مَعَهَا شَنَّةٌ. لَمْ يَرْفَعْهُ. ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩১৩৭. আহ্‌মদ ইবনে সাঈদ আবূ আবদুল্লাহ রহ. ...... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ইসমাঈলের মায়ের প্রতি আল্লাহ্‌ রহম করুন। যদি তিনি তাড়াতাড়ি না করতেন, তবে যমযম একটির প্রবহমান ঝরণায় পরিণত হত। আনসারী রহ ইবনে জুরাইজ রহ সূত্রে বলেন যে, কাসীর ইবনে কাসীর বলেছেন আমি ও উসমান ইবনে আবূ সুলায়মান রহ সাঈদ ইবনে জুবাইর রহ-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি বললেন, ইবনে আব্বাস রাযি. আমাকে এরূপ বলেন নি বরং তিনি বলেছেন, ইবরাহীম আ., ইসমাঈল আ. এবং তাঁর মাকে নিয়ে আসলেন। মা তখন তাঁকে দুধ পান করাতেন এবং তাঁর সাথে একটি মশ্‌ক ছিল। এ অংশটি মারফূরূপে বর্ণনা করেন নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ব্যাখ্যা : হযরত ইবরাহীম আ. এক মশক পানি দিয়ে হযরত হাজেরা আ. ও তাদের বাহাদুর পুত্র হযরত ইসমাইল আ. কে খাদ্য-পানি শূন্য প্রান্তরে রেখে আসলেন। হখন মশকের পানি শেষ হয়ে গেল এবং হযরত ইসমাইল আ. পানির পিপাসায় অস্থির হয়ে গেলেন হয়ে গেলেন তখন হযরত হাজেরা আ. পানির অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তীস্থানে সাত চক্কর দিলেন; কিন্তুর কোন সন্ধান পেলেন না। পরিশেষে হযরত জিবরিল আ. আবতরণ করে আপন একটি ডান দিয়ে মাটিতে আঘাত করায় যমযম কূয়া প্রবাহিত হলো। হযরত হাজেরা আ. চৌবাচ্চা বানিয়ে পানি আটকে রাখলেন; ফলে তা হাওযের মতো স্থায়ী হলো। আজও এই কূপ বর্তমান, যাকে যমযম কূপ বলে। এর পানি খুবই বরকতপূর্ণ। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

لَمْ يَرْفَعْهُ : ইবনে আব্বাস রাযি. এই হাদীস মারফূ সনদে বর্ণনা করেননি। পরিশেষে হযরত ইবরাহীম আ.তাকে এবং হযরত ইসমাইল আ. কে নিয়ে আসেন।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : পূর্ব শিরোণাম অর্থাৎ و اتخذ الله إبراهيم خلالا (আর আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ. কে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন) এর সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট; কেননা এতে ইবরাহীম আ. এর ঘটনার বিবরণ আছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৪ পৃষ্ঠা, ৩১৮-৩১৯ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৪৭৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ. وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ.. يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ. اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ. ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ. وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ. فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ. وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ. وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ. فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ. وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ. ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهٰذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذٰلِكَ مِرَارًا. وَجَعَلَ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ اللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ. قَالَتْ إِذًا لاَ يُضَيِّعُنَا. ثُمَّ رَجَعَتْ. فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لاَ يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ. ثُمَّ دَعَا بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ. فَقَالَ {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ} حَتَّى بَلَغَ {يَشْكُرُونَ}. وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ. وَتَشْرَبُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَاءِ.

https://e-ilm.weebly.com/

حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى - أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ - فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الأَرْضِ يَلِيهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ، حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ، ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ، فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا" - فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا، فَقَالَتْ صَهٍ. تُرِيدُ نَفْسَهَا، ثُمَّ تَسَمَّعَتْ، فَسَمِعَتْ أَيْضًا، فَقَالَتْ قَدْ أَسْمَعْتَ، إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاثٌ. فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ، عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ - أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ - حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا، وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ - أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ - لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا" - قَالَ فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لاَ تَخَافُوا الضَّيْعَةَ، فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتَ اللَّهِ، يَبْنِي هَذَا الْغُلاَمُ، وَأَبُوهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَهْلَهُ. وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ، تَأْتِيهِ السُّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ، حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ - أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمَ - مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءٍ فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ، فَرَأَوْا طَائِرًا عَائِفًا، فَقَالُوا إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، لَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ، فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ، فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ، فَأَقْبَلُوا، قَالَ وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ فَقَالَتْ نَعَمْ، وَلَكِنْ لاَ حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ. قَالُوا نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، وَهْىَ تُحِبُّ الإِنْسَ" فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ، فَنَزَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ، وَشَبَّ الْغُلاَمُ، وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ، بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا، ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ، نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ، قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ، كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا، فَقَالَ هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ، قَالَ فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَىْءٍ قَالَتْ نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ، وَيَقُولُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ، قَالَ ذَاكِ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَطَلَّقَهَا، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَسَأَلَهَا عَنْهُ، فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا، قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ، وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ مَا طَعَامُكُمْ قَالَتِ اللَّحْمُ، قَالَ فَمَا

https://e-ilm.weebly.com/

شَرَابُكُمْ قَالَتِ الْمَاءُ. فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ. وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ" قَالَ فَهُمَا لاَ يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلاَّ لَمْ يُوَافِقَاهُ قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ. وَمُرِيهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ. وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ. فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ. فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ. قَالَ فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ. هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ. وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ ذَاكِ أَبِي. وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ. أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ. ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ. وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ. فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ. فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ. ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ. إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ. قَالَ فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ. قَالَ وَتُعِينُنِي قَالَ وَأُعِينُكَ. قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ هَا هُنَا بَيْتًا. وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا. قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ. وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي. حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ. فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي. وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ. وَهُمَا يَقُولاَنِ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}. قَالَ فَجَعَلاَ يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ. وَهُمَا يَقُولاَنِ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}.

সহজ তরজমা

৩১৩৮. আবদুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ রহ. .... সাঈদ ইব্‌নে জুবায়র রাযি. থেকে বর্ণিত ইব্‌নে আব্বাস রাযি. বলেন, নারী জাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্দ বানানো শিখেছে ইসমাঈল আ.-এর মায়ের (হাযেরা) নিকট থেকে। হাযেরা আ. কোমরবন্দ লাগাতেন সারাহ আ. থেকে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য। তারপর (আল্লাহর হুকুমে) ইব্রাহীম আ. হাযেরা আ. এবং তাঁর শিশু ছেলে ইসমাঈল আ.-কে সাথে নিয়ে বের হলেন, এ অবস্থায় যে, হাযেরা আ. শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে যেখানে কা'বা ঘির অবস্থিত, ইব্রাহীম আ. তাঁদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মসজিদের উঁচু অংশে যমযম কূপের উপরে অবস্থিত একটি বিরাট গাছের নীচে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন মানুষ না ছিল কোনরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদেরকে সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের কাছে রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর এবং একটি মশকে কিছু পরিমাণ পানি। এরপর ইব্রাহীম আ. ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল আ.-এর মা পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে ইব্রাহীম। আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন ? আমাদেরকে এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী আর না আছে (পানাহারের) ব্যবস্থা। তিনি একথা তাকে বারবার বললেন। কিন্তু ইব্রাহীম আ. তাঁর দিকে তাকালেন না । তখন হাযেরা আ. তাঁকে বললেন, এ (নির্বাসনের) আদেশ কি আপনাকে আলাহ্‌দিয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। হাযেরা আ. বললেন, তাহলে আল্লাহ্‌আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। আর ইব্রাহীম আ. ও সামনে চললেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌছলেন, যেখানে স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে আর দেখতে পাচ্চেন না, তখন কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি দু'হাত তুলে এ দু'আ করলেন, আর বললেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার পরিবারকে কতকে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় ....যাতে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (১৪:৩৭) (এ দু'আ করে ইব্রাহীম আ. চলে গেলেন) আর ইসমাঈলের মা ইসমাঈলকে স্বীয় স্তন্যের দুধ পান করাতেন এবং নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। অবশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তিনি নিজে পিপাসিত হলেন, এবং তাঁর (বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) শিশু পুত্রটি পিপাসায় কাতর

https://e-ilm.weebly.com/

হয়ে পড়ল। তিনি শিশুটির প্রতি দেখতে লাগলেন। পিপাসায় তার বুক ধরফড় করেছে অথবা রাবী বলেন, সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। শিশুপুত্রের এ করুন অবস্থার প্রতি তাকানো অসহনীয় হয়ে পড়ায় তিনি সরে গেলেন আর তাঁর অবস্থানের সংলগ্ন পর্বত 'সাফা' কে একমাত্র তাঁর নিকটতম পর্বত হিসাবে পেলেন। এরপর তিনি তার উপর উঠে দাঁড়ালেন আর ময়দানের দিকে তাকালেন। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথাও কাউকে দেখা যায় না ? কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন 'সাফা' পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। এমন কি যখন তিনি নিচু ময়দান পর্যন্ত পৌছলেন, তখন তিনি তাঁর কামিজের এক প্রান্ত তুলে ধরে একজন শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষের ন্যায় ছুটে চললেন। অবশেষে ময়দানে অতিক্রম করে 'মারওয়া' পাহাড়ের নিকট এসে তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এদিকে সেদিকে তাকালেন, কাউকে দেখতে পান কিনা ? কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। এমনিভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, এজন্যাই মানুষ (হজ্জ বা উমরার সময়) এ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সায়ী করে থাকে। এরপর এরপর তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন এবং তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর। (মনোযোগ দিয়ে শুনি।) তিনি আকাগ্রচিত্তে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তো তোমার শব্দ শুনিয়েছ, আর আমিও শুনেছি)। যদি তোমার কাছে কোন সাহায্যকারী থাকে (তাহলে আমাকে সাহায্য কর)। হঠাৎ যেখানে যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে তিনি একজন ফিরিশ্তা দেখতে পেলেন। সেই ফিরিশ্তা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন অথবা তিনি বলছেন, আপন ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে পানি বের হতে লাগল। তখন হাযেরা আ.-এর চারপাশে নিজ হাতে বাঁধা দিয়ে এক হাউযের ন্যায় করে দিলেন এবং হাতের কোষ ভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি উপছে উঠতে থাকলো। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ইসমাঈলের মাকে আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিয়ে যমযমকে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা বলেছেন, যদি কোষে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহলে যমযম একটি কূপ না হয়ে একটি প্রবাহমান ঝর্ণায় পরিণত হতো। রাবী বলেন, তারপর হাযেরা আ. পানি পান করলেন, আর শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন, তখন ফিরিশ্তা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোন আশংকা করবেন না। কেননা এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এ শিশুটি এবং তাঁর পিতা দু'জনে এখানে ঘর নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তাঁর আপনজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। ঐ সময় আল্লাহর ঘরের স্থানটি যমীন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। বন্যা আসার ফলে তাঁর ডানে বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। এরপর হাযেরা আ. এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। অবশেষে (ইয়ামান দেশীয়) জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করচিল। অথবা রাবী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাদা নামক উঁচু ভুমির পথ ধরে এদিক আসছিল। তারা মক্কার নিচু ভুমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল একঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখিগুলো পানির উপর উড়ছে। আমরা এ ময়দানের পথ হয়ে বহুবার অতিক্রম করেছি। কিন্তু এখানে কোন পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দু'জন লোক সেখানে পাঠালো। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে পানির সকলকে পানির সংবাদ দিল। সনবাদ শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হল। রাবী বলেন, ইসমাঈল আ.-এর মা পানির নিকট ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। তবে, এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হাঁ, বলে তাদের মত প্রকাশ করল। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, নবী ﷺবলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন। এরপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার পরিজনের নিকটও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদের কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হল। আর ইসমাঈলও যৌবন উপনীত হলেন এবং তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌছে তিনি তাদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। এরপর যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন, তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিল। এরই মধ্যে ইসমাঈলের মা হাযেরা আ. ইন্তেকাল করেন। ইসমাঈলের বিবাহের পর ইব্রাহীম আ. তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনের

https://e-ilm.weebly.com/

অবস্থা দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু তিনি ইসমাঈলকে পেলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। এরপর তিনি পুত্রবধুকে তাদের জীবন যাত্রা এবং অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমরা অতি দুরাবস্থায়, অতি টানাটানি ও খুব কষ্টে আছি। সে ইব্রাহীম আ.-এর নিকট তাদের দুর্দশার অভিযোগ করল। তিনি বললেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসলে তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজায় চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। এরপর যখন ইসমাঈল বাড়ী আসলেন, তখন তিনি যেন (তাঁর পিতা ইব্রাহীম আ.-এর আগমনের) কিছুটা আভাস পেলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে কেউ কি এসেছিল ? স্ত্রী বলল, হাঁ। এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছিলেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ দিলাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাঁকে জানালাম, আমরা খুব কষ্ট ও অভাবে আছি। ইসমাঈল আ. জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি তোমাকে কোন উপদেশ দিয়েছেন ? স্ত্রী বলল, হাঁ। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌঁছাই এবং তিনি আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজায় চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন। ইসমাঈল আ. বললেন, ইনি আমার পিতা। এ কথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। অতএব তুমি তোমার আপন জনদের কাছে চলে যাও। এ কথা বলে, ইসমাঈল আ. তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং ঐ লোকদের থেকে অপর একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। এরপর ইব্রাহীম আ. এদের থেকে দূরে রইলেন, আল্লাহ যতদিন চাইলেন। তারপর তিনি আবার এদের দেখতে আসলেন। কিন্তু এবারও তিনি ইসমাঈল আ.-এর দেখা পেলেন না। তিনি ছেলের বউয়ের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে ইসমাঈল আ. সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললো, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। ইব্রাহীম আ. জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কেমন আছ ? তিনি তাদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা জানতে চাইলেন। তখন সে বলল, আমরা ভাল এবং স্বচ্ছলতার মধ্যেই আছি। আর সে আল্লাহর প্রশংসাও করলো। ইব্রাহীম আ. জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কি ? সে বলল, গোশ্ত। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কি ? সে বলল, পানি। ইব্রাহীম আ. দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! তাদের গোশতও পানিতে বরকত দিন। নবী ﷺ বলেন, ঐ সময় তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো না। যদি হতো তাহলে ইব্রাহীম আ. সে বিষয়েও তাদের জন্য দু'আ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ব্যতিত অন্য কোথাও কেউ শুধু গোস্ত ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারেনা। কেননা, শুধু গোস্ত ও পানি জীবনযাপনের অনুকূল হতে পারে না। ইব্রাহীম আ. বললেন, যখন তোমার স্বামী ফিরে আসবে, তখন তাঁকে আমার সালাম বলবে, আর তাঁকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে যে, সে যেন তার ঘরের দরজায় চৌকাঠ ঠিক রাখে। এরপর ইসমাঈল আ. যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি ? সে বলল, হাঁ। একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং সে তাঁর প্রশংসা করলো, (তারপর বললো) তিনি আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। এরপর তিনি আমার নিকট আমাদের জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে জানিয়েছি যে, আমরা ভাল আছি। ইসমাঈল আ. বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন কিছুর জন্য আদেশ করেছেন ? সে বললো, হাঁ। তিনি আপনার প্রতি সালাম জানিয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজায় চৌকাঠ ঠিক রাখেন। ইসমাঈল আ. বললেন, ইনিই আমার পিতা। আর তুমি হলে আমার ঘরের দরজার চৌকাঠ। একথার দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি। এরপর ইব্রাহীম আ. এদের থেকে দূরে রইলেন, যদ্দিন আল্লাহ চাইলেন। এরপর তিনি আবার আসলেন। (দেখতে পেলেন,) যমযম কূপের নিকটস্থ একটি বৃক্ষের নীচে বসে ইসমাঈল আ. তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। যখন তিনি তাঁর পিতাকে দেখতে পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। এরপর একজন বাপ-বেটার সঙ্গে, একজন বেটা-বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যেরূপ করে থাকে তারা উভয়ে তাই করলেন। এরপর ইব্রাহীম আ. বললেন, হে ইসমাঈল। আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল আ. বললেন, আপনার রব ! আপনাকে যা আদেশ করেছেন,

https://e-ilm.weebly.com/

তা করুন। ইব্রাহীম আ. বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন যে, এর চারপাশে ঘেরাও দিয়ে, তখনি তাঁরা উভয়ে কা'বা ঘরের দেয়াল উঠাতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল আ. পাথর আনতেন, আর ইব্রাহীম আ. নির্মাণ করতেন। পরিশেষে যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল আ. (মাকামে ইব্রাহীম নামে খ্যাত) পাথরটি আনলেন এবং ইব্রাহীম আ. এর জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইব্রাহীম আ. তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমাঈল আ. তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকেন। তখন তারা উভয়ে দু'আ করতে থাকলেন, হে আমাদের রব। আমাদের থেকে (একাজ) কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন। তাঁরা উভয়ে আবার কা'বা ঘর তৈরি করতে থাকেন। এবং কা'বা ঘরের চার দিকে ঘুরে ঘুরে এ দু'আ করতে থাকেন। "হে আমাদের রব ! আমাদের থেকে (এ শ্রমটুকু) কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।" (২:১২৭)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : পূর্ব শিরোণাম অর্থাৎ اتخذ الله إبراهيم خليلا , (আর আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ. কে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন) এর সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট; কেননা এতে ইবরাহীম আ. এর ঘটনার বিবরণ আছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৪-৪৭৬ পৃষ্ঠা, সংক্ষিপ্তাকারে ৩১৯. ৪৭৪ পৃষ্ঠায় গিয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ : 'মীমে' কাসরা হবে 'তা' হরফে ফাতহা হবে, অর্থ কোমর বন্দনী, কোমরের বেল্ট। হযরত হাজেরা আ. হযরত সারা আ. এর সেবিকা ছিলেন। ইবরাহীম আ. কে হযরত সারা আপন সেবিকা হযরত হাজেরা আ. কে হিবা করে দেন। ইবরাহীম আ. এর মিলনের ফলে হযরত হাজেরা আ. গর্ভবতী হোন। বাচ্চ যখন গর্ভে তখন হযরত সারা আ. নিস্বন্তান ছিলেন; বিধায় তিনি ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে 'হযরত হাজেরা আ. এর তিন অঙ্গ কর্তনের' কসম খান। হযরত হাজেরা আ. ভয়ে কোমর বন্ধনী বেঁধে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। এবং আপন শিশু সন্তান হযরত ইসমাইল আ. কে সঙ্গে নিয়ে যন। কোমর বন্ধনী একাংশ মাটিতে ঝুলিয়ে দেন যাতে পদচিহ্ন অনুসরণ করে হযরত সারা আ. এর ঠিকানা খুঁজে না পায়।

আল্লামা কিরমানী রহ. বলেন: অর্থাৎ হযরত হাজেরা আ. এর কোমর বন্ধনী বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে হযরত সারা আ. তাঁকে আপন সেবিকা মনে করে এবং তার প্রতি ঈর্ষা পরায়ন না হয়। হযরত ইবরাহীম আ. সুপারিশ করে বললেন : তুমি সারা কান নাক বিধিয়ে আপন কসম পূর্ণ করো। আর কান নাক বিঁধানোর প্রথা তখন থেকেই নারীদের মাঝে প্রচলিত আছে।

دوحة :'দাল' ও 'হায়' ফাতহা হবে, অর্থ: বড়বৃক্ষ। أعلى المسجد : অর্থাৎ মসজিদের উপরের স্থান; কেননা তখনো মসজিদ নির্মিত হয়নি। جرهم : 'জীম' ও 'হা' হরফে যম্মা হবে, তিনি ইয়ামানের বাসিন্দা। বনী কাহতানের শাখা ছিল, সাম বিন নূহ আ. এর সন্তানদের অন্তর্ভূক্ত। বিস্তারিত জানার জন্য উমদাতুল কারী অধ্যয়ন করুন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ، خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ، وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءً نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا قَالَ إِلَى اللهِ. قَالَتْ رَضِيتُ بِاللهِ. قَالَ فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدِرُّ

https://e-ilm.weebly.com/

لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا. حَتَّى لَمَّا فَنِيَ الْمَاءُ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا. قَالَ فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ أَحَدًا فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا. فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوَادِيَ سَعَتْ وَأَتَتِ الْمَرْوَةَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطًا. ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ. تَعْنِي الصَّبِيَّ. فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ. فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ. فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا. فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا. فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا. حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعًا. ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ. فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ فَقَالَتْ أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ. فَإِذَا جِبْرِيلُ. قَالَ فَقَالَ بِعَقِبِهِ هَكَذَا، وَغَمَزَ عَقِبَهُ عَلَى الأَرْضِ. قَالَ فَانْبَثَقَ الْمَاءُ. فَدَهَشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَجَعَلَتْ تَحْفِزُ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ "لَوْ تَرَكَتْهُ كَانَ الْمَاءُ ظَاهِرًا". قَالَ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ. وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا. قَالَ. فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُمَ بِبَطْنِ الْوَادِي. فَإِذَا هُمْ بِطَيْرٍ. كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَاكَ. وَقَالُوا مَا يَكُونُ الطَّيْرُ إِلاَّ عَلَى مَاءٍ. فَبَعَثُوا رَسُولَهُمْ. فَنَظَرَ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ. فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَتَوْا إِلَيْهَا. فَقَالُوا يَا أُمَّ إِسْمَاعِيلَ. أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَكِ أَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ فَبَلَغَ ابْنُهَا فَنَكَحَ فِيهِمُ امْرَأَةً. قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لأَهْلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي. قَالَ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ. قَالَ قُولِي لَهُ إِذَا جَاءَ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ. فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ قَالَ أَنْتِ ذَاكِ فَاذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ. قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لأَهْلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي. قَالَ فَجَاءَ فَقَالَ أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ. فَقَالَتْ أَلاَ تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتْ طَعَامُنَا اللَّحْمُ. وَشَرَابُنَا الْمَاءُ. قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ. قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ " بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ ". قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لأَهْلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي. فَجَاءَ فَوَافَقَ إِسْمَاعِيلَ مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ. يُصْلِحُ نَبْلاً لَهُ. فَقَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ. إِنَّ رَبَّكَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ لَهُ بَيْتًا. قَالَ أَطِعْ رَبَّكَ. قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ قَالَ إِذًا أَفْعَلَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَقَامَا فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي، وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ. وَيَقُولاَنِ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} قَالَ حَتَّى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعُفَ الشَّيْخُ عَلَى نَقْلِ الْحِجَارَةِ. فَقَامَ عَلَى حَجَرِ الْمَقَامِ. فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ. وَيَقُولاَنِ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}.

সহজ তরজমা

৩১৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইব্রাহীম আ. ও তাঁর স্ত্রী (সারার) মাঝে যা হওয়ার হয়ে গেল, তখন ইব্রাহীম আ. (শিশুপুত্র) ইসমাঈল এবং তাঁর মাকে নিয়ে বের হলেন। তাদের সাথে একটি থলে ছিল, যাতে পানি ছিল। ইসমাঈল আ.-এর মা মশক থেকে পানি পান করতেন। ফলে শিশুর জন্য তাঁর স্তন্যে দুধ বাড়তে থাকে। অবশেষে ইব্রাহীম আ. মক্কায় পৌঁছে হাযেরাকে (শিশুপুত্র ইসমাঈলসহ) একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর ইব্রাহীম আ. আপন পরিবার (সারার) নিকট ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল আ.-এর মা কিছু দূর পর্যন্ত তাঁর অনুসরণ করলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

অবশেষে যখন কাদা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন তিনি পিছনে থেকে ডেকে বললেন, হে ইব্রাহীম ! আপনি আমাদেরকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন ? ইব্রাহীম আ. বললেন, আল্লাহর কাছে। হাযেরা আ. বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। রাবী (ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এরপর হাযেরা আ. ফিরে আসলেন, তিনি মশক থেকে পানি পান করতেন আর শিশুর জন্য (তাঁর স্তন্যের) দুধ বাড়ত। অবশেষে যখন পানি শেষ হয়ে গেল। তখন ইসমাঈল আ.-এর মা বললেন, আমি যদি গিয়ে এদিকে সেদিকে তাকাতাম ! তাহলে হয়ত কোন মানুষ দেখতে পেতাম। রাবী (ইবনে আব্বাস রাযি.) বলেন, এরপর ইসমাঈল আ.-এর মা গেলেন এবং সাফা পাহাড়ে উঠলেন আর এদিকে ওদিকে তাকালেন এবং কাউকে দেখেন কিনা এজন্য বিশেষভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকেও দেখতে পেলেন না। (এরপর যখন নীচু ভূমিতে পৌছলেন) তখন দ্রুত বেগে মারওয়া পাহাড়ে এসে গেলেন। এবং এভাবে তিনি কয়েক চক্কর দিলেন। পুনরায় তিনি (মনে মনে) বললেন, যদি গিয়ে দেখতাম যে শিশুটি কি করছে। এরপর তিনি গেলেন এবং দেখতে পেলেন যে সে তার অবস্থায়ই আছে। সে যেন মরণাপন্ন হয়ে গেছে। এতে তাঁর মন স্বস্তি পাচ্ছিল না। তখন তিনি বললেন, যদি সেখানে (আবার) যেতাম এবং এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখতাম। সম্ভবতঃ কাউকে দেখতে পেতাম। এরপর তিনি গেলেন, সাফা পাহাড়ের উপর উঠলেন এবং এদিক সেদিক দেখলেন এবং গভীরভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনকি তিনি সাতটি চক্কর পূর্ণ করলেন। এরপর তিনি মনে মনে বললেন, যদি যেতাম তখন দেখতাম যে সে কি করছে। হঠাৎ তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, যদি আপনার কোন সাহায্য করার থাকে তবে আমাকে সাহায্য করুন। হঠাৎ তিনি জিবরাঈল আ.-কে দেখতে পেলেন। রাবী (ইবনে আব্বাস রাযি.) বলেন, তখন তিনি (জিবরাঈল) তাঁর পায়ের গোড়ালি দ্বারা এরূপ করলেন অর্থাৎ গোড়ালি দ্বারা যমীনের উপর আঘাত করলেন। রাবী (ইবনে আব্বাস রাযি.) বলেন, তখনই পানি বেরিয়ে আসল। এ দেখে ইসমাঈল আ.-এর মা অস্থির হয়ে গেলেন এবং গর্ত খনন করতে লাগলেন। রাবী (ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এ প্রসঙ্গে আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ (স)) বলেছেন, হাযেরা আ. যদি একে তার অবস্থায় উপর ছেড়ে দিতেন তাহলে পানি বিস্তৃত হয়ে যেত। রাবী (ইবনে আব্বাস রাযি.) বলেন, তখন হাযেরা আ. পানি পান করতে লাগলেন এবং তাঁর সন্তানের জন্য তাঁর দুধ বাড়তে থাকে। রাবী (ইবনে আব্বাস রাযি.) বলেন, এরপর জুরহুম গোত্রের (ইয়ামান দেশীয়) একদল লোক উপত্যকার নীচু ভূমি দিয়ে অতিক্রম করচিল। হঠাৎ তারা দেখল কিছু পাখি উড়ছে। তারা যেন তা বিশ্বাসই করতে পারছিল না আর তারা বলতে লাগল এসব পাখি তো পানি ছাড়া কোথাও থাকতে পারে না। তখন তারা সেখানে তাদের একজন দূত পাঠাল। সে সেখানে গিয়ে দেখল, সেখানে পানি মাওজুদ আছে। তখন সে তার দলের লোকদের কাছে ফিরে আসল এবং তাদেরকে সংবাদ দিল। এরপর তারা হাযেরা আ.-এর কাছে এসে বলল, হে ইসমাঈলের মা। আপনি কি আমাদেরকে আপনার কাছে থাকা অথবা (রাবী বলেছেন), আপনার কাছে বসবাস করার অনুমতি দিবেন ? (হাযেরা আ. তাদেরকে বসবাসের অনুমতি দিলেন এবং এভাবে অনেক দিন কেতে গেল)। এরপর তাঁর ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হল। তখন তিনি (ইসমাঈল) জুরহুম গোত্রেরই একটি মেয়ে বিয়ে করলেন। রাবী (ইবনে আব্বাস রাযি.) বলেন, পুনরায় ইব্রাহীম আ.-এর মনে জাগল (ইসমাঈল এবং তাঁর মা হাযেরার কথা) তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে (সারা) বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা সম্পর্কে খবর নিতে চাই রাবী (ইবনে আব্বাস রাযি.) বলেন, এরপর তিনি (তাদের কাছে) আসলেন এবং সালাম দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইসমাঈল কোথায় ? ইসমাঈল আ.-এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। ইব্রাহীম আ. বললেন, সে যখন আসবে তখন তুমি তাঁকে আমার এ নির্দেশের কথা বলবে, "তুমি ঘরের চৌকাঠখানা বদলিয়ে ফেলবে।"ইসমাঈল আ. যখন আসলেন, তখন স্ত্রী তাঁকে খবরটি জানালেন, তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি সেই চৌকাঠ। অতএব তুমি তোমার পিতামাতার কাছে চলে যাও। রাবী (ইবনে আব্বাস রাযি.) বলেন, অতঃপর (তাদের কথা) ইব্রাহীম আ.-এর আবার মনে পড়ল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারা) কে বললেন, আমি আমার নির্বাসিত পরিবারের খবর নিতে চাই। এরপর তিনি সেখানে আসলেন, এবং (পুত্রবধূকে) জিজ্ঞাসা করলেন, ইসমাঈল কোথায় ? ইসমাঈল আ.-

https://e-ilm.weebly.com/

এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। পুত্রবধূ তাঁকে বললেন, আপনি কি আমাদের এখানে অবস্থান করবেন না ? কিছু পানাহার করবেন না ? তখন ইব্রাহীম আ. বললেন, তোমাদের খাদ্য এবং পানীয় কি ? স্ত্রী বলল, আমাদের খাদ্য হল গোশ্ত আর পানীয় হল পানি। তখন ইবরাহীম আ. দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ্! তাদের খাদ্য হল গোশ্ত আর পানীয় হল পানি। তখন ইব্রাহীম আ. দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ্! তাদের খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যের মধ্যে বরকত দিন।" রাবী (ইবনে আব্বাস রাযি.) বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন, ইব্রাহীম আ.-এর দু'আর কারণেই (মক্কার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের মধ্যে) বরকত রয়েছে। রাবী (ইবনে আব্বাস রাযি.) বলেন, আবার কিছুদিন পর ইব্রাহীম আ.-এর মনে তাঁর নির্বাসিত পরিজনের কথা জাগল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারা)-কে বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের খবর নিতে চাই। এরপর তিনি আসলেন এবং ইসমাঈলের দেখা পেলেন, তিনি যমযম কূপের পিছনে বসে তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। তখন ইব্রাহীম আ. ডেকে বললেন, হে ইসমাঈল ! তোমার রব তাঁর জন্য একখানা ঘর নির্মাণ করতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল আ. বললেন, আপনার রবের নির্দেশ পালন করুন। ইব্রাহিম আ. বললেন, তাহলে আমি তা করব অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বলেছিলেন। এরপর উভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইব্রাহীম আ. ইমারাত বানাতে লাগলেন আর ইসমাঈল আ. তাঁকে পাথর এনে দিতে লাগলেন আর তাঁরা উভয়ে এ দু'আ করছিলেন, হে আমাদের রব ! আপনি আমাদের এ কাজ কবুল করুন। আপনি তো সব কিছু শুনেন এবং জানেন রাবী বলেন, এরি মধ্যে প্রাচীর উঁচু হয়ে গেল আর বৃদ্ধ ইব্রাহীম আ. এতটা উঠতে দুর্বল হয়ে পড়লেন। তখন তিনি (মাকামে ইব্রাহীমের) পাথরের উপর দাঁড়ালেন। ইসমাঈল তাঁকে পাতজর এগিয়ে দিতে লাগলেন আর উভয়ে এ দু'আ পড়তে লাগলেন, হে আমাদের রব ! আপনি আমাদের এ কাজটুকু কবূল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন। (২:১২৭)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : এটা ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীসের তৃতীয় সনদ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৭৬-৪৭৭ পৃষ্ঠা।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ قَالَ " الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ". قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " الْمَسْجِدُ الأَقْصَى ". قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ " أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ، فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ ".

সহজ তরজমা

৩১৪০. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. .... আবূ যার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ তৈরি করা হয়েছে ? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, তারপর কোনটি ? তিনি বললেন, মসজিদে আক্সা। আমি বললাম, উভয় মসজিদের (তৈরীর) মাঝে কত ব্যাবধান ছিল ? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। (তিনি আরো বললেন) এরপর তোমার যেখানেই সালাতের সময় হবে, সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে। কেননা এর মধ্যে ফযীলত নিহিত রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসের মিল الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ উল্লেখিত হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে; কেননা মসজিদে হারাম হযরত ইবরাহীম আ. বানিয়ে ছিলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৭৭ পৃষ্ঠা, ৪৮৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

প্রশ্ন : أَرْبَعُونَ سَنَةً : ইবনে জাওযী রহ. বলেন : উল্লেখিত হাদীসাংশ 'মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসার মধ্যকার সময়ের ব্যবধান চল্লিশ বছরের' প্রশ্ন উত্থাপনের একটি বিশেষ ক্ষেত্র; কেননা কাবা নির্মান করেছিলেন হযরত ইবরাহীম আ. আর মসজিদুল আকসা নির্মান করেছিলেন হযরত সুলাইমান আ. আর তাদের মাঝে প্রায় এক হাজার বছরেরর অধিক সময়ের ব্যবধান?

https://e-ilm.weebly.com/

উত্তর :আল্লামা কুরতুবী রহ. এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন : হযরত ইবরাহীম আ. সর্বপ্রথম কাবা নির্মাতা নন; বরং কাবার প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন হযর আদম আ.। খুব সম্ভবতো হযরত আদম আ. অথবা তার সন্তানেরা তারো চল্লিশ বছর পর বাইতুল মাকদিসের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই মতটি জোড়ালো হয়, ইবনে হিশাম স্বরচিত গ্রন্থ التيجان এ আলোচনা করেছেন, যখন হযরত আদম আ. কাবা নির্মান সম্পন্ন করার পর হযরত জিবরাইল আ. তাকে বললেন : বাইতুল মাকদিস পানে চলুন এবং এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করুন; ফলে হযরত আদম আ. তা তামীর করেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম আ. কাবার এবং হযরত সুলাইমান আ. বাইতুল মাকদিসের পূননির্মান করেন। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو. مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ "هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. اَللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ. وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا". رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩১৪১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. .... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত ওহোদ পাহাড় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বললেন, এ পাহাড় আমাদের ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি। হে আল্লাহ! ইব্রাহীম আ. মক্কাকে হরম ঘোষণা করছে আর আমি হরম ঘোষণা করছি এ পাহাড়ের উভয় পার্শ্বের মধ্যবর্তী স্থানকে (মদিনাকে)। এ হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাযি.-ও নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসের মিল إِنَّ إِبْرَاهِيمَ উল্লেখিত হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এতে ইবরাহীম আ. এর আলোচনা আছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৭৭ পৃষ্ঠা, ৪০৪. ৪০৫. পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৫৮৫. ৬০৬. ৮১৬. ৯৪১. ১০৯০ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারীর ৮ম খণ্ডের মাগাযী অধ্যায়ের ১৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. أَنَّ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ. أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. عَنْ عَائِشَةَ.رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. فَقَالَ "لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ". فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ.

সহজ তরজমা

৩১৪২. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. ...... নবী ﷺ এর সহধর্মিণী আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা রাযি.কে বলেছেন, তুমি কি জান? তোমার কাউম যখন কা'বা ঘর নির্মাণ করেছে, তখন তারা ইব্রাহীম আ.-এর ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণ করে নি? আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনি কি তা ইব্রাহীম আ. এর ভিত্তির উপর ফিরিয়ে আনবেন না? তিনি বললেন, যদি তোমার কাউম কুফরী থেকে সদ্য আগত না হতো, (তাহলে আমি তা করে দিতাম।) আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বললেন, যদি আয়েশা রাযি. এ হাদীসটি

https://e-ilm.weebly.com/

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনে থাকেন, তবে আমি মনে করি রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতীমে কা'বার সংলগ্ন দু'টি কোণকে চুমু দেওয়া একমাত্র এ কারণে পরিহার করেছেন যে, কা'বা ঘর ইব্রাহীম আ.-এর ভিত্তিক উপর পুরাপুরি নির্মাণ করা হয় নি। রাবী ইসমাঈল রহ বলেন, ইবন আবূ বকর হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর রাযি.।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসের মিল عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ (ইবরাহীম আ. কর্তৃক নির্মিত ভিত্তির উপর) উল্লেখিত হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এতে ইবরাহীম আ. এর আলোচনা আছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৭৭ পৃষ্ঠা, ২৪. ২১৫. পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৬৪৪. ১০৭৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারীর ৯ম খণ্ডের তাফসীর অধ্যায়ের ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা এবং ৫ম খণ্ডের ২৩৬-২৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ. ﷺ. أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "

সহজ তরজমা

৩১৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .... আবূ হুমাঈদ সাঈদী রাযি. থেকে বর্ণিত, সাহাবাগণ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ﷺ আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এভাবে পড়বে, হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মদ ﷺ এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর এমনিভাবে বরকত নাযিল করুন যেমনি আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইব্রাহীম আ.থএর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় আপনি অতি প্রশংসিত এবং অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসের মিল كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ (যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন হযরত ইবরাহীম আ. এর উপর) উল্লেখিত হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এতে ইবরাহীম আ. এর আলোচনা আছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৭৭ পৃষ্ঠা, ৯৪১ পৃষ্ঠায় আসবে। ২৩৬-২৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ. مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى. سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى. قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ بَلَى. فَأَهْدِهَا لِي. فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ. قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ. وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ. وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩১৪৪. কায়স ইবনে হাফস ও মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. .... আবদুর রাহমান ইবনে আবূ লায়লা রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'আব ইবনে উজরা রাযি. আমার সাথে দেখা করে বললেন, আমি কি আপনাকে এমন একটি হাদীয়া দেব না যা আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি ? আমি বললাম হাঁ, আপনি আমাকে সে হাদিয়াটি দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনাদের উপর অর্থাৎ আহলে বায়তের উপর কিভাবে দরূদ পাঠ করতে হবে ? কেননা, আল্লাহ তো (কেবল) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাম করব? তিনি বললেন, তোমরা এভাবে বল, "হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মদ ﷺ এর উপর এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইব্রাহীম আ. এবং তাঁর বংশধরদের উপর রাহমত বর্ষণ করেছেন। নিচ্ছয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদ ﷺএর বংশধরদের উপর তেমনি বরকত ডান করুন যেমনি আপনি বরকত ডান করেছেন ইব্রাহীম আ. এবং ইব্রাহীম আ.-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসের মিল عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ (যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন হযরত ইবরাহীম আ. এর উপর) উল্লেখিত হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এতে ইবরাহীম আ. এর আলোচনা আছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৭৭ পৃষ্ঠা, ৭০৮. ৯৪০ পৃষ্ঠায় আসবে। মুসলিম, আবু দাউদ , তিরমিযি সকল কিতাবের 'সালাম' অধ্যায়ে উল্লেখ আছে।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنِ الْمِنْهَالِ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ " إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ. وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ ".

সহজ তরজমা

৩১৪৫. উসমান ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺহাসান এবং হুসাইন (ড়া)-এর জন্য নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে পানাহ চাইতেন আর বলতেন, তোমাদের পিতা (ইব্রাহীম আ. ইসমাঈল ও ইসহাক আ.-এর জন্য দু'আ পড়ে পানাহ চাইতেন। (দু'আটি হলো,) আমী আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালিমাত দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসের মিল إِنَّ أَبَاكُمَا (নিশ্চয়ই তোমাদের পিতা) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হযরত ইবরাহীম আ.।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীঃ ৪৭৭ পৃষ্ঠা। আবু দাউদের 'সুন্নাহ' অধ্যায়ে, তিরমিযির 'الطب ' অধ্যায়ে, নাসায়ীর التعوذ ও اليوم و الليلة, ইবনে মাজার الطب অধ্যায়ে।

ব্যাখ্যা : هَامَّةٍ : 'মীমে' তাশদীদ হবে, অর্থ : বিষক্ত ও ক্ষতিকর প্রতিটি বিষয়। لَامَّةٍ :তিরষ্কারকারীর নযর, অর্থাৎ কুদৃষ্টি। অবশিষ্ট তথ্যের জন্য ৯ম খণ্ডের তাফসীর অধ্যায়ের ৫৩৭ দ্রষ্টব্য।

https://e-ilm.weebly.com/

باب قَوْلِهِ تَعَالَى: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ

২০১২. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার এই বাণীর বর্ণনা : [وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ] 'আর তাদের ইবরাহীম আ. অতিথিদের সংবাদ দিয়ে দেন'।

... যখন তাদের নিকট উপস্থিত হবে (সূরা হিজর :১৫) لَا تَوْجَلْ এর অর্থ হলো, لَا تَخَفْ 'ভয় পেয়োনা'। সূরা বাকারর ২৬০ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলার ফরমান প্রসঙ্গে আলোচনা: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ (স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম আ. বলেন : হে আমার রব! আপনি আঁমাকে দেখান 'কিভাবে আপনি মৃতদের জীবিত করবেন')

আয়াতে কারীমা বিস্তারিত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর জানার জন্য নাসরুল বারীর ৯ম খ-ের ৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " نَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ ".

সহজ তরজমা

৩১৪৬. আহমদ ইবনে সালিহ রাযি. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (ইব্রাহীম আ. তাঁর চিত্ত প্রশান্তির জন্য মৃতকে কীভাবে জীবিত করা হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, একে যদি "শক" বলে অভিহিত করা হয় তবে এরূপ "শক" এর ব্যাপারে আমরা ইব্রাহীম আ. চাইতে অধিক উপযোগী। যখন ইব্রাহীম আ. বলেছিলেন, হে আমার রব ! আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি কীভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ্ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না ? তিনি বললেন, হাঁ, (অবশ্যই বিশ্বাস করি।) তা সত্ত্বেও (এ জিজ্ঞাসা এজন্য যে) যাতে আমার চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। (২:২৬০) এরপর (নবী ﷺ লূত আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে বললেন।) আল্লাহ্ লূত আ.-এর প্রতি রহম করুন। তিনি (আল্লাহ্র দীন প্রচারের সহায়তার জন্য) একটি সুদৃঢ় খুঁটির (দলের) আশ্রয় চেয়েছিলেন আর আমি যদি কারাগারে এত দীর্ঘ সময় থাকতাম যত দীর্ঘ সময় ইউসুফ আ. কারাগারে ছিলেন তবে (বাদশাহ পক্ষ থেকে) তার ডাকে সাড়া দিতাম।[১]

১. ইউসুফ আ. সুদীর্ঘ সাত বছর পর্যন্ত কয়েদখানায় বন্দী থাকার পর বাদশাহ যখন মুক্তির হুকুম দিলেন, তখন সাথে সাথে তিনি তা কবূল করলেন না। বরং বললেন, আমার প্রতি আরোপিত কলঙ্ক ও অপরাধের তদন্ত করা হোক। এর মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আমি কয়েদখানা ত্যাগ করব না। এখানে তাঁর দৃঢ় মনোবল ও অসীম ধৈর্যের প্রশংসা করা হয়েছে। আর লূত আ.-এর সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৭-৪৭৮ পৃষ্ঠা, ৪৭৮. ৪৭৯. ৬৫১. ৬৮০. ১০৩৫ পৃষ্ঠায় আসবে।।

ব্যাখ্যা : বিস্তারিত জানার জন্য ৯ম খণ্ডের তাফসীর অধ্যায় মুতালাআ করুন।

https://e-ilm.weebly.com/

باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ}

২০১৩. পরিচ্ছেদ : সুরা মারইয়ামে আল্লাহ তাআলার এই বাণী : {وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ} 'স্মরণ করুন কিতাবে (কুরআনুল কারীমে) হযরত ইসমাইল আ.-কে। নিসন্দেহে তিনি প্রতিশ্রুতি পূরণে ছিলেন সত্যবাদী এবং তিনি ছিলেন একজন নবী ও রাসূল'।

হযরত ইসমাইল আ. এর শ্রেষ্ঠত্ব : আয়াতে কারীমায় হযরত ইসমাইল আ. কে একই সাথে 'নবী' ও 'রাসূল' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে হযরত ইসহাক আ. এর তুলনায় হযরত ইসমাইল আ. এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়; কেনন হযরত ইসহাক আ. কেবল 'নবী' বলা হয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে এসেছে إن الله اصطفى من ولد إبراهيم اسماعيل 'নিশ্চই আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ. এর সন্তান-সন্ততির মাঝে ইসমাঈল আ. কে মনোনীত করেছেন'।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنٍ ". قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا لَكُمْ لاَ تَرْمُونَ ". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ " ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ ".

সহজ তরজমা

৩১৪৭. কুতায়বা ইবনে রহ. .... সালামা ইবনে আকওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (ইয়ামানের) আসলাম গোত্রের একদল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তাঁরা তীরন্দাজীর প্রতিযোগিতা করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বনী ইসমাঈল ! তোমরা তীরন্দাজী করে যাও। কেননা তোমাদের পূর্বপুরুষ (ইসমাঈল আ. তীরন্দাজ ছিলেন। সুতরাং তোমরাও তীরন্দাজী করে যাও আর আমি অমুক গোত্রের লোকদের সাথে আছি। রাবী বলন, (এ কথা শুনে) তাদের এক পক্ষ হাত চালনা থেকে বিরত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কি হল, তোমরা যে তীরান্দাজী করছ না ? তখন তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা কিভাবে তীর ছুঁড়তে পারি, অথচ আপনি তো তাদের সাথে রয়েছেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা তীর ছুঁড়তে থাক, আমি তোমাদের সবার সাথেই আছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসের মিল بَنِي إِسْمَاعِيلَ এই হাদীসাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৮ পৃষ্ঠা, ৪০৬ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৪৯৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, যেমনিভাবে হযরত ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আ. বয়সে হযরত ইসহাক বিন ইবরাহীম আ. থেকে বড় তেমনি মর্যাদায়ও ইসমাইল আ. শ্রেষ্ঠ। যেমন: শিরোনামের অধিনে আলোচনা করা হয়েছে, অর্থাৎ হযরত ইসহাক আ. আলোচনা হযরত ইসমাইল আ. এর আলোচনার পর করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ قِصَّةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

২০১৪. পরিচ্ছেদ : পয়গম্বর হযরত ইসহাক বিন ইবরাহীম আ. এর ঘটনা।

এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে উমর রাযি. এবং হযরত আবু হুরাইরা রাযি. নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

উভয় হাদীসই ইমাম বুখারী রহ. হাদীসের সনদে 'ওসল' (সাহাবাদের উদ্ধৃতিকে নবী কারীম ﷺ এর সাথে মিলিয়েছেন) ইবনে উমর রাযি. এর হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بين اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام কেননা এতে হযরত ইসহাক আ. এবং তার الكريم সম্মানীত হওয়ার আলোচনা করা হয়েছে।

بَابُ { أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ }

২০১৫. পরিচ্ছেদ : সূরা বাকারার ১৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : { أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ } ('যখন ইয়াকুব আ. এর মৃত্যুর মুখোমুখী হোন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে') نحن له مسلمون আয়াত পর্যন্ত।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ " أَكْرَمُهُمْ أَتْقَاهُمْ ". قَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ. لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ " فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ ". قَالُوا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ " فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي ". قَالُوا نَعَمْ. قَالَ " فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا "

সহজ তরজমা

৩১৪৮. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, লোকদের মধ্যে অধিক সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু, সে সবচেয়ে অধিক সম্মানিত। সাহাবা কিরাম বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ! আমরা আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তা হলে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যাক্তি হলেন, আল্লাহর নবী ইউসুফ ইবনে আল্লাহর নবী (ইয়াকুব) ইবনে আল্লাহর নবী (ইসহাক) ইবনে আল্লাহর খালীল ইব্রাহীম আ.। তাঁরা বললেন, আমরাও এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তবে কি তোমরা আমাকে আরবদের উচ্চ বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ? তারা বলল, হাঁ। তখন নবী ﷺ বললেন, জাহেলিয়াতের যুগে তোমাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যাক্তি ছিলেন ইসলাম গ্রহণের পরও তারাই সর্বোত্তম ব্যাক্তি, যদি তাঁরা ইসলামী জ্ঞান অরজন করে থাকেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ইউসুফ আ. এর বংশ পরম্পরা বর্ণনায় হাদীসটি আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; কেননা হযরত ইয়াকুব আ. মৃত্যুকালে তার সন্তানদের উল্লেখিত ওসিয়তের মাধ্যমে সম্বোধন করেন। (উমদা)

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৮ পৃষ্ঠা, ৪৭৩ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৪৭৯, ৪৯৬, ৬৭৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

باب {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} إِلَى قَوْلِهِ {فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ}

২০১৬. পরিচ্ছেদ : "আমরা লূত আ.-কে প্রেরণ করলাম" পর্যন্ত।

সুরা নামলের ৫৪-৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : আমরা লূত আ. কে প্রেরণ করলাম, যখন তিনি স্বজাতীকে বললেন : তোমরা বুঝমান হওয়া সত্ত্বেও এই নির্লজ্জকর কাজে লিপ্ত। তোমরা কি নারীদের ত্যাগ করে পুরুষের সাথে নিজেদের পৃবৃত্তির ক্ষুধা নিবারণ করো। বরং তোমরাতো মূর্খতায় নিমজ্জিত। এর উত্তরে তার ক্বওমের উত্তর কেবলি এটাই ছিল, তারা পরস্পর বলতে লাগলো, লূত পরিবারকে নিজেদের এলাকা থেকে বের করে দাও। এই সকল লোকেরা অতি পবিত্রতার পন্থা অবলম্বন করে। সুতরাং আমরা তার স্ত্রী ব্যতিত তাকে ও তার অনুসারীদের মুক্তি দিলাম। আমরা তার বাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলাম সে শাস্তিতে নিপতিত হবে। আর আমরা তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। ভীত সন্ত্রস্ত লোকদের বৃষ্টির (শাস্তি) খুবই মন্দ ছিল।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ {يَغْفِرُ اللَّهُ لِلُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ}.

সহজ তরজমা

৩১৪৯. আবুল ইয়ামান রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ লূত আ. -কে ক্ষমা করুন। তিনি একদা সুদৃঢ় খুঁটির আশ্রয় চেয়েছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৮ পৃষ্ঠা, ৪৭৭ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৪৭৯. ৬৮০. ১০৩৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

باب فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ

২০১৭. পরিচ্ছেদ : অতপর লূত পরিবারের কাছে আল্লাহ তাআলার রাসূলগন আগমন করলেন (সুরা হিজির : ৬১, ৬২)।

بِرُكْنِهِ [الذاريات: ٣٩] : بِمَنْ مَعَهُ لِأَنَّهُمْ قُوَّتُهُ» . {تَرْكَنُوا} [هود: ١١٣] : تَمِيلُوا فَأَنْكَرَهُمْ وَنَكِرَهُمْ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ» . {يُهْرَعُونَ} [هود: ٧٨] : يُسْرِعُونَ» . {دَابِرٌ} [الأنعام: ٤٥] : آخِرٌ» . {صَيْحَةٌ} [يس: ٢٩] : هَلَكَةٌ» . {لِلْمُتَوَسِّمِينَ} [الحجر: ٧٥] : لِلنَّاظِرِينَ» . {لَبِسَبِيلٍ} [الحجر: ٧٦] : لَبِطَرِيقٍ

এটি একটি নতুন অধ্যায়। এতে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তাআলার বানী: থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত। অথঃপর যখন লূত পরিবারের নিকট (অর্থাৎ লূত আ. এর ঘরে) আল্লাহ তাআলার প্রেরিত ফেরেশতা আসেন তখন লূত আ. বললেন আপনারা অপরিচিত (অর্থাৎ ভিনদেশী) মনে হচ্ছে। أَنْكَرَهُمْ وَنَكِرَهُمْ وَاسْتَنْكَرَهُمْ এই তিনটির অর্থই এক অর্থাৎ 'তাদেরকে না চেনা', 'অপরিচিত মনে হওয়া'। {يُهْرَعُونَ} এর অর্থ হলো, 'দৌড়িয়ে আসা'। دَابِرٌ এর অর্থ হলো 'শেষ'। صَيْحَةٌ এর অর্থ হলো 'ধ্বংসাত্মক মহানাদ'। {لِلْمُتَوَسِّمِينَ} এর অর্থ হলো 'দর্শকদের জন্য।। لَبِطَرِيقٍ এর অর্থ হলো 'পথ'। {بِرُكْنِهِ} এর অর্থ হলো 'আপন সঙ্গীদেরসহ' কেননা তারাই তার শক্তিবর্ধক ছিল। সুরা হুদে {تَرْكَنُوا} মূলত এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}.

সহজ তরজমা

৩১৫০. মাহমুদ রহ. .... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (দাল সহ) পড়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো, সুরা কামারে লূত আ. এর আলোচনা এসেছে তাই এই শিরোনামের অধিনে আয়াত সম্বলিত হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : বুখারী: ৪৭৮ পৃষ্ঠা, ৪৭০. ৪৭২ পৃষ্ঠায় গিয়েছে, ৭২২ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا} [الأعراف

২০১৮. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী : আর সামুদ জাতির প্রতি তাদেরই ভাই সালিহকে (আমি নবী করে পাঠিয়েছিলাম।) (১১ ঃ ৬১)

كَذَّبَ أَصْحَابُ الحِجْرِ} [الحجر: ٨٠] الحِجْرُ: مَوْضِعُ ثَمُودَ» وَأَمَّا {حَرْثٌ حِجْرٌ} [الأنعام: ١٣٨]: حَرَامٌ، وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حِجْرٌ مَحْجُورٌ، وَالحِجْرُ كُلُّ بِنَاءٍ بَنَيْتَهُ، وَمَا حَجَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ، وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيمُ البَيْتِ حِجْرًا، كَأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ مَحْطُومٍ، مِثْلُ قَتِيلٍ مِنْ مَقْتُولٍ، وَيُقَالُ لِلْأُنْثَى مِنَ الخَيْلِ الحِجْرُ، وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ حِجْرٌ وَحِجًى، وَأَمَّا حَجْرُ اليَمَامَةِ فَهُوَ مَنْزِلٌ

আল্লাহ আরো বলেন, হিজরবাসীরা রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। (১৫ ঃ ৮০) اَلْحِجْرُ সামুদ সম্প্রদায়ের বসবাসের স্থান। حَرْثٌ حِجْرٌ অর্থ নিষিদ্ধ ক্ষেত। প্রত্যেক নিষিদ্ধ বস্তুকে حِجْر বলা হয়। আর এ অর্থেই حِجْرٌ مَحْجُوْرٌ বলা হয়ে থাকে। اَلْحِجْرُ তুমি যে সব ভবন নির্মাণ কর। তুমি যমীনের যে অংশ ঘেরাও করে রাখ তাও حِجْر। এ কারণেই হাতিমে কা'বাকে حِجْرٌ নামে অভিহিত করা হয়। তা যেন حَطِيْم শব্দটি مَحْطُوْمٌ অর্থে ব্যবহৃত যেমন قَتِيْل শব্দটি مَقْتُوْل অর্থে ব্যবহৃত। ঘোড়ীকেও حِجْر বলা হয়। আর বুদ্ধি-বিবেকের অর্থে حِجْرٌ وَحِجًى বলা হয়। তবে حَجْرُ الْيَمَامَةِ একটি স্থানের নাম।

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ، قَالَ: انْتَدَبَ لَهَا رَجُلٌ ذُو عِزٍّ وَمَنَعَةٍ فِي قَوْمِهِ كَأَبِي زَمْعَةَ»

সহজ তরজমা

৩১৫১. হুমায়দী র....আব্দুল্লাহ ইবনে যাম'আ রাযি.থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি এবং তিনি যে লোক (সালিহ (আ-এর) উটনী যখম করেছিল তার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, উটনীকে হত্যা করার জন্য এমন এক লোক (কিদার) তৈরী হয়েছিল, যে তার গোত্রের মধ্যে প্রবল ও শক্তিশালী ছিল, যেমন ছিল আবূ যাম'আ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা, হাদিসে বর্ণিত উটনী হত্যা করাটা হযরত সালেহ আ. এর ঘটনার অন্তর্ভূক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৭৮ পৃঃ সামনে, ৭৩৭ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ أَبُو الحَسَنِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ بْنِ حَيَّانَ أَبُو زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، لَمَّا نَزَلَ الحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَمَرَهُمْ أَنْ لَا

https://e-ilm.weebly.com/

يَشْرَبُوا مِنْ بِئْرِهَا، وَلاَ يَسْتَقُوا مِنْهَا» . فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا ذٰلِكَ الْعَجِينَ، وَيُهَرِيقُوا ذٰلِكَ الْمَاءَ» . وَيُرْوَى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، وَأَبِي الشُّمُوسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِإِلْقَاءِ الطَّعَامِ. وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنِ اعْتَجَنَ بِمَائِهِ

সহজ তরজমা

৩১৫২. মুহাম্মদ ইবনে মিসকীন আবুল হাসান রহ. ...... ইবনে উমর রাযি.থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ তাবুকের যুদ্ধের সময় যখন হিজর নামক স্থানে অবতরণ করলেন, তখন তিনি সাহাবাগণকে নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেন এখানের কূপের পানি পান না করে, এবং মশকেও পানি ভরে না রাখে। তখন সাহাবাগণ বললেন, আমরা তো এর পানি দ্বারা রুটির আটা গুলে ফেলেছি এবং পানিও ভরে রেখেছি। তখন নবী ﷺ তাদেরকে সেই আটা ফেলে দেয়ার এবং পানি ঢেলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। সাবরা ইবনে মা'বাদ এবং আবুশ শামুস র.থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খাদ্য ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আর আবু যার রাযি.নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন,এর পানি দ্বারা যে আটা গুলেছে (সে যেন তা ফেলে দেয়।)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৭৮ পৃঃ সামনে, ৪৭৮ পৃঃ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْضَ ثَمُودَ، الْحِجْرَ، فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا، وَاعْتَجَنُوا بِهِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا، وَأَنْ يَعْلِفُوا الإِبِلَ الْعَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ» تَابَعَهُ أُسَامَةُ، عَنْ نَافِعٍ

সহজ তরজমা

৩১৫৩. ইব্‌রাহীম ইবনে মুনযির র....আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সংগে সামূদ জাতির আবাসস্থল 'হিজর' নামক স্থানে অবতরণ করলেন আর তখন তারা এর কূপের পানি মশক ভরে রাখলেন এবং এ পানি দ্বারা আটা গুলে নিলেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে হুকুম দিলেন, তারা ঐ কূপ থেকে যে পানি ভরে রেখেছে, তা যেন ফেলে দেয় আর পানিতে গোলা আটা যেন উটগুলোকে খাওয়ায় আর তিনি তাদের হুকুম করলেন তারা যেন ঐ কূপ থেকে মশক ভরে নেয় যেখান থেকে (সালিহ আ.এর উটনীটি পানি পান করত। উসামা রাযি.নাফি র.থেকে হাদীস বর্ণনায় উবায়দুল্লাহ র.এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৭৮ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফে এই হাদিসটি কিতাবের শেষে ইসহাক ইবনে মুসা থেকে বর্ণিত রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ পূর্বোক্ত তথা ৩১৫২ নং হাদিসে রাসূল ﷺ খামিরকৃত আটা ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই হাদিসে তথা ৩১৫৩ নং হাদিসে রাসূল ﷺ সেই আটা উটকে খাইয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তো এই দুই হাদিসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান কি ?

https://e-ilm.weebly.com/

জবাব ঃ প্রথম হাদীস তথা ৩১৫২ নং হাদীসে ফেলে দেওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, সেই আটা তোমরা মানুষেরা খাইও না বরং উটকে খাইয়ে দাও। সুতরাং কোন প্রশ্ন নেই।

প্রশ্ন ঃ বুখারী শরীফে (কিতাবুল মাগাযী) ৬৩৭ নং হাদিসে হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا الخ অর্থাৎ তোমরা যখন ঐ সকল জালেম সম্প্রদায় যাদের উপর আল্লাহ তা'আলার আযাব অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের উপত্যকা অতিক্রম করবে, তখন তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় দ্রুত অতিক্রম করবে, যাতে তোমাদের উপরও সেই আযাব না এসে যায়। অতঃপর রাসূল ﷺ স্বীয় মাথা মোবারক ঢেকে দ্রুত অতিক্রম করলেন এবং সেই উপত্যকা থেকে বের হয়ে গেলেন। কিন্তু এই ৩১৫৩ নং হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল ﷺ হিজর (حجر) নামক অবতরন করেছেন ? তো এই দুই হাদিসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান কি ?

জবাব ঃ হিজর পার হয়ে উপত্যকার নিকটবর্তী স্থানেই অবতরন করেছিলেন কেননা, লোকদের পানির প্রয়োজন ছিল, আর লোকেরা হিজর এর কূপ থেকেই পানি সংগ্রহ করেছেন। অতএব কোন প্রশ্ন নেই।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالحِجْرِ قَالَ: لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ» ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ

"সহজ তরজমা

৩১৫৪. মুহাম্মদ র....আবদুল্লাহ রাযি.থেকে বর্ণিত, যে, নবী ﷺ (তাবুকের পথে) যখন 'হিজর' নামক স্থান অতিক্রম করলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা এমন লোকদের আবাস্থলে প্রবেশ করো না যারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলম করেছে। তবে প্রবেশ করতে হলে, ক্রন্দনরত অবস্থায়, যেন তাদের প্রতি যে বিপদ এসেছিল তোমাদের প্রতি অনুরূপ বিপদ না আসে। তারপর রাসূল ﷺ বাহনের উপর বসা অবস্থায় নিজ চাদর দিয়ে চেহারা মোবারক ঢেকে নিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৭৮ -৭৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ৬২ পৃঃ সামনে ঃ ৪৭৯, ৬৩৭, ৬৮২ পৃঃ।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ»

সহজ তরজমা

৩১৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ র....ইবনে উমর রাযি.থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাবুকের পথে সাহাবাদেরকে) নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা একমাত্র ক্রন্দনরত অবস্থায়ই এমন লোকদের আবাস্থলে প্রবেশ করবে যারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে। তাদের উপর যে মুসিবত এসেছে তোমাদের ওপরও যেন সে মুসিবত না আসে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৭৯ পৃঃ পূর্বে ঃ ৬২, ৪৭৯ পৃঃ সামনে ঃ ৬৩৭, ৬৮২ পৃঃ। **নোট ঃ** বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড ৫০৯ -১০ পৃঃ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ} [البقرة:] الآيَةَ

২০১৯. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী ঃ যখন ইয়াকুব-এর নিকট মৃত্যু এসেছিল, তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? (২ ঃ ১৩৩)

এই বাক্যটি এখানে পুনঃউল্লেখ হয়েছে, কেননা তিনটি বাব পূর্বে এমন আরে একটি বাব উল্লেখ রয়েছে, তাই অধিকাংশ নুসকায় এখানে এই বাবটি উল্লেখ নেই। কিন্তু ফাতহুল বারী উমদাতুল ক্বারী , ইরশাদুস সারী ও কিরমানীর মধ্যে এই বাবটি উল্লেখ রয়েছে। তবে তিন বাব পূর্বে ২০১৫ তম বাবের অধীনে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর হাদিস উল্লেখ রয়েছে, আর এখানে তথা এই বাবের অধীনে হযরত ইবনে ওমর রাযি. এর হাদিস উল্লেখ রয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ.

সহজ তরজমা

৩১৫৬. ইসহাক ইবনে মানসূর র....ইবনে উমর রাযি.থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, সম্মানী ব্যক্তি- যিনি সন্তান সম্মানী ব্যক্তির,যিনি সন্তান সম্মানী ব্যক্তির, যিনি সন্তান সম্মানী ব্যক্তির,তিনি হলেন, ইউসূফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম আ.।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, হযরত ইয়াকুব আ. মৃত্যুর সময় যে ওসীয়ত করেছিলেন তাতে হযরত ইউসূফ আ. অর্ন্তভূক্ত ছিলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৭৯ পৃঃ সামনে ঃ ৪৮০, ৬৭৯ পৃঃ।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} [يوسف: ٧]

২০২০. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী ঃ নিশ্চই ইউসুফ এবং তাঁর ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (১২ ঃ ৭)

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জনার জন্য নাসরুল বারী ৯ম খন্ড, ৩০৫ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. عَنْ أَبِي أُسَامَةَ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ لِلّٰهِ» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ. ابْنُ نَبِيِّ اللهِ. ابْنِ نَبِيِّ اللهِ. ابْنِ خَلِيلِ اللهِ» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ النَّاسُ مَعَادِنُ. خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. إِذَا فَقِهُوا»

"সহজ তরজমা

৩১৫৭. উবায়দ ইবনে ইসমাঈল র....আবূ হুরায়রা রাযি.থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি উত্তর দিলেন, তাদের মধ্যে যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। তারা বললেন, আমরা আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তাহলে,মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হলেন, আল্লাহর নবী ইউসূফ ইবনে আল্লাহর নবী (ইয়াকুব) ইবনে

https://e-ilm.weebly.com/

আল্লাহর নবী (ইসহাক) ইবনে আল্লাহর খলিল (ইবরাহীম) আ.। তাঁরা বললেন, আমরা আপনাকে এ বিষয়ও জিজ্ঞাসা করিনি। তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমরা আমার কাছে আরবের খনি অর্থাৎ গোত্রগুলোর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছ? (তাহলে শুন) মানুষ খনি বিশেষ, জাহিলিয়্যাতের যুগে যারা তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলামেও তারা সর্বোত্তম ব্যক্তি, যদি তারা ইসলামী জ্ঞান লাভ করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের اكرم الناس يوسف نبى الله এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪৭৯ পৃঃ পূর্বে ৪৭৩, ৪৭৮ পৃঃ সামনে ঃ ৪৭৯, ৪৯৬, ৬৭৯ পৃঃ।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا

সহজ তরজমা

৩১৫৮. মুহাম্মদ ইবনে সালাম র....আবূ হুরায়রা রাযি.সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হলো এভাবে যে, এই হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসের দ্বিতীয় একটি সনদ।

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لَهَا: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ»، قَالَتْ: إِنَّهُ رَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ، فَعَادَ فَعَادَتْ، قَالَ شُعْبَةُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ

সহজ তরজমা

৩১৫৯. বাদল ইবনে মুহাব্বার র....আয়েশা রাযি.থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তকে বলেছেন, আবূ বাকর রাযি.কে বল, তিনি যেন লোকদের সালাত আদায় করিয়ে দেন। আয়েশা রাযি.বললেন, তিনি একজন কোমল হৃদয়ের লোক। যখন আপনার জায়গায় তিনি দাঁড়াবেন, তখন বিনম্র অন্তর হয়ে পড়বেন। নবী ﷺ পুনরায় তাই বললেন, আয়েশা রাযি. আবারও সেই উত্তর দিলেন, শোবা র.বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয় অথবা চতুর্থবার বললেন, (হে আয়েশা রাযি.!) তোমরা ইউসুফ আ.এর ঘটনায় নিন্দুক নারীদের মত। আবূ বকরকে বল, (সালাত আদায় করিয়ে দিক)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসে يوسف এ অংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪৭৯ পৃঃ পূর্বে ৯১, ৯৩, ৯৯ পৃঃ সামনে ঃ ১০৮৫ পৃঃ।

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ كَذَا، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَقَالَتْ مِثْلَهُ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ» فَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ حُسَيْنٌ: عَنْ زَائِدَةَ: رَجُلٌ رَقِيقٌ

সহজ তরজমা

৩১৬০. রাবী ইবনে ইয়াহ্ইয়া রাযি. ...... আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন তিনি বললেন, আবূ বকরকে বল, তিনি যেন লোকদের সালাত আদায় করিয়ে দেন। তখন আয়েশা রাযি. বললেন, আবূ বকর রাযি. তো এমন একজন (কোমল হৃদয়ের) লোক। এরপর নবী ﷺ অনুরূপ বললেন, তখন আয়েশা রাযি. ও তদরূপই বললেন, তখন নবী ﷺ বললেন, আবূ বকরকে বল, (যেন সালাত আদায় করিয়ে দেন।) হে আয়েশা! নিশ্চয় তোমরা ইউসুফ আ.-এর ঘটনার নিন্দুক নারীদের ন্যায় হয়ে পড়েছ। এরপর আবূ বাক্র রাযি. নবী ﷺ এর জীবনকালে ইমামতী করলেন। রাবী হুসাইন রহ যায়িদা রহ থেকে বর্ণনা করেছেন, এখানে رجل كذا এর স্থলে رجل رقيق আছে অর্থাৎ তিনি একজন কোমল হৃদয়ের লোক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসে صَوَاحِبُ يُوسُفَ এ অংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৭৯ পৃঃ পূর্বে ঃ ৯৩ পৃঃ

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ".

সহজ তরজমা

৩১৬১. আবুল ইয়ামান রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ্! আয়্যাশ ইবনে আবূ রবীআকে (কাফিরদের অত্যাচার হতে) মুক্তি দিন। হে আল্লাহ্! সালাম ইবনে হিশামকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ্! ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ্! দুর্বল মুমিনদেরকেও মুক্তি দিন। হে আল্লাহ্! মুযার গোত্রের উপর আপনার পাকড়াওকে মজবুত করুন , হে আল্লাহ্! এ গোত্রের উপর এমন দুর্ভিক্ষ এ অভাব অনটন নাযিল করুন যেমন দুর্ভিক্ষ ইউসুফ আ.-এর যামানায় হয়েছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসে كسني يوسف এ অংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৭৯, পৃঃ পূর্বে ঃ ১১০, ১৩৬, ৪১০ পৃঃ সামনে ৬৫৫, ৬৬১, ৯১৬, ৯৪৬, ১০২৬ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ابْنِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لأَجَبْتُهُ ".

সহজ তরজমা

৩১৬২. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আসমা রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ লূত আ.-এর উপর রহম করুন। তিনি একটি সুদৃঢ় খুঁটির আশ্রয় নিয়েছিলেন আর ইউসুফ আ. যত দীর্ঘ সময় জেলখানায় কাটিয়েছেন, আমি যদি অত দীর্ঘ সময় কারাগারে কাটাতাম এবং পড়ে বাদশাহর দূত (মুক্তির আদেশ নিয়ে) আমার নিকট আসত তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিতাম।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসে مالبث يوسف এ অংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৭৯ পৃঃ পূর্বে ৪৭৭, ৪৭৬ পৃঃ পূর্বে ৬৫১, ৬৮০, ১০৩৫ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ رُومَانَ، وَهْىَ أُمُّ عَائِشَةَ. عَمَّا قِيلَ فِيهَا مَا قِيلَ قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ عَائِشَةَ جَالِسَتَانِ، إِذْ وَلَجَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ. وَهْىَ تَقُولُ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلاَنٍ وَفَعَلَ. قَالَتْ فَقُلْتُ لِمَ قَالَتْ إِنَّهُ نَمَا ذِكْرَ الْحَدِيثِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَىُّ حَدِيثٍ فَأَخْبَرَتْهَا. قَالَتْ فَسَمِعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ نَعَمْ. فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا. فَمَا أَفَاقَتْ إِلاَّ وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ. فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " مَا لِهَذِهِ " . قُلْتُ حُمَّى أَخَذَتْهَا مِنْ أَجْلِ حَدِيثٍ تُحُدِّثَ بِهِ. فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لاَ تُصَدِّقُونِي، وَلَئِنِ اعْتَذَرْتُ لاَ تَعْذِرُونِي، فَمَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ يَعْقُوبَ وَبَنِيهِ. فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مَا أَنْزَلَ. فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ لاَ بِحَمْدِ أَحَدٍ.

সহজ তরজমা

৩১৬৩. মুহাম্মদ ইবনে সালাম রহ. ...... মাসরূক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাযি.-এর মা উম্মে রুমানার নিকট আয়েশার বিষয়ে যে সব মিথ্যা অপবাদের কথা বলাবলি হচ্ছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি আয়েশার সাথে একত্রে বসা ছিলাম। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা একথা বলতে বলতে আমাদের নিকট প্রবেশ করল। আল্লাহ অমুককে শাস্তি দিক। আর শাস্তি তো দিয়েছেন। একথা শুনে উম্মে রুমানা রাযি. বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম একথা বলার কারণ কি ? সে মহিলাটি বলল, ঐ লোকটিই তো কথাটির চর্চা করেছে। তখন আয়েশা রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, বিষয়টি কি আবূ বকর রাযি. এবং রাসূলুল্লাহ ﷺও শুনেছেন ? সে বলল, হাঁ। এতে আয়েশা রাযি. বেহুশ হয়ে গেলেন। পড়ে তাঁর হুশ ফিরে আসল তবে তাঁর শরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসল। এরপর নবী ﷺএসে জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি হল ? আমি বললাম, তাঁর সম্পর্কে যা কিছু রটেছে তাতে সে (মনে) আঘাত পেয়েছে ফলে সে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। এ সময় আয়েশা রাযি. উঠে বসলেন, আর বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম, আমি যদি কসম খেয়ে বলি তবুও আপনারা আমায় বিশ্বাস করবেন না আর যদি উযর পেশ করি তাও আপনারা আমার উযর শুনবেন না। অতএব এখন আমার ও আপানাদের অবস্থা হল ইয়াকূব আ. এবং তাঁর সন্তানদের মতো। আপনারা যা বর্ণনা করেছেন সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া হল। এরপর নবী ﷺফিরে চলে গেলেন এবং আল্লাহ্যা নাযিল করার তা নাযিল করলেন। তখন নবী ﷺএসে আয়েশা রাযি.-কে এ সংবাদ জানালেন। আয়েশা রাযি. বললেন, আমি একমাত্র আল্লাহরই প্রশংসা করব, অন্য কার প্রশংসা নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসে فمثلى ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه الخ এ অংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ৪৭৯ - ৮০ পৃঃ সামনে ৫৯৭, ৬৭৯,৬৯৮ পৃঃ।
তাশরীহ ঃ তাশরীহ ও তাহকীকের জন্য কিতাবুল মাগাযী ৮ম খণ্ড باب حديث الافك দেখুন। তাছাড়া ৯ম খণ্ড কিতাবুত তাফসীর সূরা নূর দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ عُقَيْلٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ. أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَرَأَيْتِ قَوْلَهُ { حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا } أَوْ كُذِّبُوا. قَالَتْ بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ. فَقُلْتُ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ. فَقَالَتْ يَا عُرَيَّةُ. لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ. قُلْتُ فَلَعَلَّهَا أَوْ كُذِبُوا. قَالَتْ مَعَاذَ اللهِ. لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا وَأَمَّا هَذِهِ الآيَةُ قَالَتْ هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ. وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلاَءُ. وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَتْ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ. وَظَنُّوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ { اسْتَيْأَسُوا } افْتَعَلُوا مِنْ يَئِسْتُ. { مِنْهُ } مِنْ يُوسُفَ. { لاَ تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ } مَعْنَاهُ الرَّجَاءُ.

সহজ তরজমা

৩১৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর রহ. .... উরওয়াহ ইবনে যুবাইর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ এর সহধর্মিণী আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ্তা'আলার বাণী। حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا আয়াতাংশের মধ্যে كُذِّبُوا। হবে, না। كُذِبُوا হবে ? (যাল হরফে তাশদীদ সহ পড়তে হবে না তাশদীদ ব্যাতিত) ? হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, (এখানে كُذِبُوا। নয়, كُذِّبُوا। হবে) কেননা, তাঁদের কাওম তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। (উরওয়াহ রহ বলেন) আমি বললাম, মহান আল্লাহর কসম, রাসূলগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁদের কাওম তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে, আর তাতো সন্দেহের বিষয় ছিল না। (কাজেই, এখানে হবে কিভাবে ?) তখন হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, হে উরাইয়্যাহ্! এ ব্যাপারে তাদের তো দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। (অর্থাৎ এখানে তিনি ظن -কে يقين অর্থে নিয়েছেন।) (উরওয়াহ রহ. বলেন) আমি বললাম, সম্ভবতঃ এখানে كذبوا হবে। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, মাআযাল্লাহ (আল্লাহর পানাহ্), রসূলগণ কখনও আল্লাহ্ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতেন না। (অর্থাৎ كذبوا। হলে অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ্পাক রসূলগণের সাথে মিথ্যা বলেছেন। অথচ রসূলগণ কখনো এরূপ ধারণা করতে পারে না।) তবে এ আয়াত সম্পর্কে আয়েশা রাযি. বলেন, তারা রসূলগণের অনুযায়ী যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং রসূলগণের বিশ্বাস করেছেন। তাঁদের উপর আযমায়েশ (ঈমানের পরীক্ষা) দীর্ঘায়িত হয়। তাঁদের প্রতি সাহায্য পৌছতে বিলম্ব হয়। অবশেষে রসূলগণ যখন তাঁদের কাওমের লোকদের মধ্যে যারা তাদেরকে মিথ্যা মনে করেছে, তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাঁরা এ ধারণা করতে লাগলেন যে তাঁদের অনুসারীগণও তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবেন, ঠিক এ সময়ই মহান আল্লাহর সাহায্য পৌছে গেল। استيئسوا। শব্দটি افتعلوا এর ওযনে এসেছে। يئست থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা ইউসুফ আ. থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। لاَ تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ এর অর্থ- তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ আল্লামা আইনী রহ. বলেন আমি এমন কাউকে পাইনি যিনি শিরোনামের সাথে এই হাদিসের মিল বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই হাদীসটির পূর্বোক্ত হাদিসের সাথে মিল রয়েছে। আর তা এভাবে যে, হাদিসে বর্ণিত প্রত্যেক হকের ক্ষেত্রে নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এসেছে। সুতরাং এই হিসাবে পূর্বোক্ত হাদিসের সাথে এই হাদিসটির মিল রয়েছে। অতঃপর আমরা বলব যে একটি জিনিষের দ্বিতীয় আরেকটি জিনিষের সাথে মিল থাকাটা একথা প্রমান বহন করে যে, দ্বিতীয় জিনিসটি যার সাথে মিল রয়েছে প্রথম জিনিসটিরও তার সাথে মিল রয়েছে। (উমদাতুল ক্বারী)

ব্যাখ্যা : ব্যাখ্যার জন্য নবব খণ্ডের ৩১৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ".

সহজ তরজমা

৩১৬৫. আবদা রহ. .... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, সম্মানিত ব্যাক্তি- যিনি সন্তান সম্মানিত ব্যাক্তির, যিনি সন্তান সম্মানিত ব্যাক্তির, যিনি সন্তান সম্মানিত ব্যাক্তির, তিনি হলেন ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম আ.।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪৮০ পৃঃ পূর্বে ৪৭৯ পৃঃ সামনে ৬৭৯ পৃঃ।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ [الأنبياء: ٨٣]

{ارْكُضْ}: اضْرِبْ. {يَرْكُضُونَ} [الأنبياء: ١٢]: يَعْدُونَ

২০২১. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : (আর স্মরণ কর) আইয়ুবের কথা। যখন তিনি তাঁর রবকে ডাকলেন .... ২১ ঃ ৮৩) ارْكُضْ অর্থ আঘাত কর। يَرْكُضُونَ অর্থ দ্রুত বলে

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَى رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى يَا رَبِّ، وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ".

সহজ তরজমা

৩১৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল জু'ফী রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, একদা আইয়্যুব আ. নগ্ন দেহে গোসল করেছিলেন। এমন সময় তাঁর উপর স্বর্ণের এক ঝাঁক পঙ্গপাল পতিত হল। তিনি সেগুলো দু'হাতে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইয়্যুব ! তুমি যা দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে কি আমি তোমাকে মুখাপেক্ষীহীন

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪৮০ পৃঃ পূর্বে ৪২ পৃঃ সামনে ঃ ১১১৬ পৃঃ

সহজ তাশরীহ ঃ رجل جراء : رجل শব্দের را রাযি. বর্ণে যের جيم (জীম) বর্ণে সুকুন দিয়ে। رجل جراء অর্থ টিড্ডি দল। يحثى এটি বাবে ضرب এর মাসদার (ক্রিয়ামূল) حثيا অর্থ ফেলা দেওয়া, নিক্ষেপ করা।

لاغنى শব্দটির غين (গাইন) বর্ণে যের ও শেষে তানবীণ নয় الف مقصورة দিয়ে।

হযরত আইয়্যুব আ. হযরত আইনী রহ. ও আল্লামা কাস্তালানী রহ. বিশদ ব্যাখ্যা সহ আলোচনা করেছেন এবং ইখতেলাফ সহ উল্লেখ করেছেন। শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, হযরত আইয়্যুব রাযি. হলেন হযরত ইব্রাহিম আ. এর বংশধর। তিনি হযরত ইব্রাহিম আ. পৌত্র হযরত ইয়াকুব আ. এর যামানা পেয়েছেন। তিনি ধনাঢ্য আমীরগণের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন এবং হযরত ইব্রাহিম আ. এর মতো অতিথীপরায়ন ছিলেন। অতঃপর তিনি প্রায় তের বছর পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ণ সুস্থতা দান করেন। এবং পূর্বের চেয়েও বেশী ধন সম্পদ দান করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسٰى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا). كَلَّمَهُ. {وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا} [مريم: ٥٣] "يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَلِلاثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ نَجِيٌّ. وَيُقَالُ: {خَلَصُوا نَجِيًّا} [يوسف: ٨٠] اعْتَزَلُوا: نَجِيًّا. وَالْجَمِيعُ أَنْجِيَةٌ يَتَنَاجَوْنَ"

২০২২. পরিচ্ছেদ : (আল্লাহ তাআলার বাণী) আর স্মরণ কর কিতাবে মুসার কথা। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন, বিশেষ মনোনীত অন্তরঙ্গ আলাপে (১৯ ঃ ৫১-৫২) এই تلقف تلقم **এক বচন দ্বিবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রেও** نَجِيٌّ **বলা হয়।** خَلَصُوا نَجِيًّا **অর্থ অন্তরঙ্গ আলাপে নির্জনতা অবলম্বন করা। এর বহুবচন** أَنْجِيَةٌ **ব্যবহৃত হয়।** يَتَنَاجَوْنَ **পরস্পর অন্তরঙ্গ আলাপ করা।** تلقف **অর্থ গ্রাস করে**

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. سَمِعْتُ عُرْوَةَ. قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ إِلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ. وَكَانَ رَجُلًا تَنَصَّرَ يَقْرَأُ الإِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ. فَقَالَ وَرَقَةُ مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسٰى. وَإِنْ أَدْرَكَنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. النَّامُوسُ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي يُطْلِعُهُ بِمَا يَسْتُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ.

সহজ তরজমা

৩১৬৭. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসূফ রহ. .... উরওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা রাযি. বলেছেন, নবী ﷺ (হেরা পর্বতের গুহা থেকে) খাদীজা রাযি.-এর নিকট ফিরে আসলেন তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। তখন খাদীজা রাযি. তাঁকে নিয়ে ওয়ারকা ইবনে নাওফলের নিকট গেলেন। তিনি খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় (অনুবাদ করে) ইনযীল পাঠ করতেন। ওয়ারকা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি দেখছেন ? নবী ﷺ তাঁকে সব ঘটনা জানালেন। তখন ওয়ারকা বললেন, এত সেই নামুস (ফিরিশ্তা) যাঁকে আল্লাহ তা'আলা মূসা আ.-এর কাছে নাযিল করেছিলেন। আপনার সে সময় যদি আমি পাই, তবে সর্বশক্তি দিয়ে আমি আপনাকে সাহায্য করব। নামুস অর্থ গোপন তত্ত্ব ও তথ্যবাহী যাকে কেউ কোন বিষয়ে খবর দেয় আর সে তা অপর থেকে গোপন রাখে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের هذا الناموس الذى انزل الله على موسى عليه الصلوة والسلم, এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪৮০ পৃঃ পূর্বে ০২ পৃঃ এখানে ৭৩৯, ৭৪০, ১০৩২ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ১ম খণ্ড, ১০৮ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا} [طه: ١٠] إِلَى قَوْلِهِ {بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى}

২০২৩. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী ঃ হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে? তিনি যখন আগুন দেখলেন ... 'তুমি 'তুয়া' নামক এক পবিত্র ময়দানে রয়েছে। (২০ ঃ ৯-১৩)

{آنَسْتُ} [طه: ١٠]: أَبْصَرْتُ. {نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ} [طه: ١٠] الآيَةَ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُقَدَّسُ. الْمُبَارَكُ». طُوًى: اسْمُ الْوَادِي». {سِيرَتَهَا} [طه: ٢١]: حَالَتَهَا وَالنُّهَى التُّقَى». {بِمَلْكِنَا} [طه: ٨٧]: بِأَمْرِنَا». {هَوَى} [طه:]: شَقِيَ». {فَارِغًا} [القصص: ١٠]: إِلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَى». {رِدْءًا} [القصص: ٣٤]: "كَيْ يُصَدِّقَنِي. وَيُقَالُ: مُغِيثًا أَوْ مُعِينًا. يَبْطُشُ وَيَبْطِشُ". {يَأْتَمِرُونَ} [القصص: ٢٠]: يَتَشَاوَرُونَ. وَالْجِذْوَةُ قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الْخَشَبِ لَيْسَ فِيهَا لَهَبٌ». {سَنَشُدُّ} [القصص: ٣٥]: سَنُعِينُكَ. كُلَّمَا عَزَّزْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا» وَقَالَ غَيْرُهُ: كُلَّمَا لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ أَوْ فِيهِ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَأْفَأَةٌ فَهِيَ عُقْدَةٌ. {أَزْرِي} [طه: ٣١]: ظَهْرِي {فَيُسْحِتَكُمْ} [طه: ٦١] فَيُهْلِكَكُمْ. {الْمُثْلَى} [طه: ٦٣]: تَأْنِيثُ الأَمْثَلِ. يَقُولُ: بِدِينِكُمْ. يُقَالُ: خُذِ الْمُثْلَى خُذِ الأَمْثَلَ. {ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا} [طه: ٦٤]. يُقَالُ: هَلْ أَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ. يَعْنِي الْمُصَلَّى الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ. {فَأَوْجَسَ} [طه: ٦٧]: أَضْمَرَ خَوْفًا. فَذَهَبَتِ الْوَاوُ مِنْ {خِيفَةً} [هود: ٧٠] لِكَسْرَةِ الْخَاءِ. {فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: ٧١]: عَلَى جُذُوعِ. {خَطْبُكَ} [طه: ٩٥]: بَالُكَ. {مِسَاسَ} [طه: ٩٧]: مَصْدَرُ مَاسَّهُ مِسَاسًا. {لَنَنْسِفَنَّهُ} [طه: ٩٧]: لَنُذْرِيَنَّهُ. الضَّحَاءُ الْحَرُّ. {قُصِّيهِ} [القصص: ١١]: اتَّبِعِي أَثَرَهُ. وَقَدْ يَكُونُ أَنْ تَقُصَّ الْكَلاَمَ. {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ} [يوسف: ٣]: {عَنْ جُنُبٍ} [القصص: ١١]: عَنْ بُعْدٍ. وَعَنْ جَنَابَةٍ وَعَنِ اجْتِنَابٍ وَاحِدٌ" قَالَ مُجَاهِدٌ: {عَلَى قَدَرٍ} [طه: ٤٠]: مَوْعِدٌ». {لاَ تَنِيَا} [طه: ٤٢]: لاَ تَضْعُفَا». {يَبَسًا} [طه: ٧٧]: يَابِسًا». {مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ} [طه: ٨٧]: الْحُلِيِّ الَّذِي اسْتَعَارُوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ». فَقَذَفْتُهَا: أَلْقَيْتُهَا». {أَلْقَى} [النساء: ٩٤]. صَنَعَ». {فَنَسِيَ} [طه: ٨٨]: مُوسَى». هُمْ يَقُولُونَهُ: أَخْطَأَ الرَّبَّ» {أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا} [طه: ٨٩]: فِي الْعِجْلِ»

آنَسْتُ نَارًا অর্থ আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু জলন্ত আগুন আনতে পারব ... (২০ ঃ ১০) ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন الْمُقَدَّسُ অর্থ বরকতময়। طُوًى একটি উপত্যকার নাম। سِيرَتَهَا অর্থ তার অবস্থায় النُّهَى অর্থ সাবধানতা অবলম্বন। بِمَلْكِنَا অর্থ আমাদের ইচ্ছামত هَوَى অর্থ ভাগ্যাহত হয়েছে। فَارِغًا অর্থ মূসার স্মরণ ব্যাতীত সব কিছু থেকে শুন্য হয়ে গেল। رِدْءًا يُصَدِّقُنِي অর্থ সাহায্যকারীরূপে যেন সে আমাকে সমর্থন করে। এর অর্থ আরো বলা হয় আর্তনাদে সাড়াদানকারী বা সাহায্যকারী। يَبْطُشُ وَيَبْطِشُ. একই অর্থ উভয় কিরাআতে يَأْتَمِرُونَ অর্থ পরস্পর পরামর্শ করা। رِدْءًا অর্থ সাহায্য করা। বলা হয় اردأته على صنعته অর্থাৎ আমি তার কাজে সাহায্য করেছি। جِذْوَةٌ কাঠের বড় টুকরার অঙ্গার যাতে কোন শিখা। سَنَشُدُّ অর্থ অচিরেই আমি তোর সাহায্য করব। বলা হয় যখন তুমি কারো সাহায্য করবে তখন তুমি যেন তার পার্শ্বদেশ হয়ে গেলে। এবং অন্যান্যগণ বলেন যে কোন অক্ষর উচ্চরণ করতে পারেনা অথবা তার মুখ থেকে তা, তা, ফা, ফা, উচ্চারিত হয় তাকেই তোতলামী বলে। أَزْرِي অর্থ আমার পিঠ فَيُسْحِتَكُمْ অর্থ -সে তোমাদের ধ্বংস করে দেবে الْمُثْلَى শব্দটি

https://e-ilm.weebly.com/

أَمْثَل শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ। আয়াতে উল্লিখিত بِطَرِيقَتِكُمْ - অর্থ তোমাদের দীন। বলা হয় خُذِ الْمُثْلَى خُذِ الأَمْثَلَ অর্থ উত্তমটি গ্রহণ করো। ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে আসো। বলা হয়, তুমি কি আজ ছফফে উপস্থিত হয়েছিলে অর্থাৎ যেখানে নামায পড়া হয় সেখানে? فَأَوْجَسَ অর্থ - সে অন্তরে ভয় পোষণ করেছে। خِيفَةً মূলে خَاءَ خِوْفَةً অক্ষরে যের হওয়ার কারণে واو তে পরিবর্তিত হয়েছে। فِي جُذُوعِ النَّخْلِ এখানে فِي ـ عَلَى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। خَطْبُكَ অর্থ তোমার অবস্থা। مِسَاسَ শব্দটি مَسَّهُ مِسَاسًا এর مَصْدَر ; لَنَنْسِفَنَّهُ অর্থ - আমি অবশ্যই তাকে উড়িয়ে দিব। الضُّحَاءُ অর্থ পূর্বাহ্ন, যখন সূর্যের তাপ বেড়ে যায়। قُصِّيهِ তুমি তার পিছনে পিছনে যাও। কখনো এ অর্থেও ব্যবহৃত হয় যে, তুমি তোমার কথা বলো যেমন, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ -এর মধ্যে এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। عَنْ جُنُبٍ অর্থ দূর থেকে। اجْتِنَابًا جَنَابَةً একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর মুজাহিদ রহ. বলেন, عَلَى قَدَرٍ অর্থ - নির্ধারিত সময়ে। لَا تَنِيَا অর্থ দুর্বল হয়োনা। مَكَانًا سُوًى অর্থ -তাদের মধ্যবর্তী স্থান। يَبَسًا অর্থ শুকনা। مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ - অর্থ যে সব অলংকার তারা ফিরআউনের লোকদের থেকে ধার নিয়েছিল। فَقَذَفْتُهَا অর্থ -আমি তা নিক্ষেপ করলাম। أَلْقَى অর্থ বানাল। فَنَسِيَ مُوسَى অর্থ - তারা বলতে লাগলো, মূসা রবের তালাশে ভুল পথে গিয়েছে। أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا অর্থ - তাদের কোন কথার প্রতি উত্তর সে দেয় না -এ আয়াতাংশ সামেরীর বাছুর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ. فَإِذَا هَارُونُ قَالَ هٰذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. تَابَعَهُ ثَابِتٌ وَعَبَّادُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩১৬৮. হুদবা ইবনে খালিদ রহ. ...... মালিক ইবনে সা'সাআ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মিরাজ রাত্রির ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁদের কাছে এও বলেন, তিনি যখন পঞ্চম আকাশে এসে পৌছলেন, তখন হঠাৎ সেখানে হারুন আ.-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। জিবরাঈল আ. বললেন, ইনি হলেন, হারুন আ. তাঁকে সালাম করুন। তখন আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, মারহাবা পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবী। সাবিত এবং আব্বাদ ইবনে আবূ আলী রহ আনাস রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনায় কাতাদা রহ-এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ এই হাদিসটি একটি দীর্ঘ হাদিসে মেরাজের অংশ বা টুকরা। আর দীর্ঘ হাদিসের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮১ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৫৫ পৃঃ সামনে ঃ ৪৭৮ - ৪৮৮, ৫৪৮, ৮৩৯ পৃঃ।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى} [طه: ٩] {وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: ١٦٤]

২০২৪. মহান আল্লাহর বাণী ঃ হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে? (২০ ঃ ৯) আর আল্লাহ মূসার সাথে সাক্ষাতে কথাবার্তা বলেছেন (সূরা নিসা) ৪ ঃ ১৬৪

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ {وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ} [غافر] إِلَى قَوْلِهِ {مُسْرِفٌ كَذَّابٌ} [غافر]

২০২৫. পরিচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী) ফিরআউন বংশের এক ব্যক্তি যে মুমিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখত .... সীমা লংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী। (৪০ ঃ ২৮)

এই বাবের অধীনে কোন হাদিস উল্লেখ নেই, হতে পারে যে ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় শর্তানুযায়ী এই বাবের অধীনে কোন সহীহ হাদিস পাননি। والله اعلم

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ "رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ. كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ. وَرَأَيْتُ عِيسَى. فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ. وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ بِهِ. ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ. فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ. وَفِي الآخَرِ خَمْرٌ فَقَالَ اشْرَبْ أَيَّهُمَا شِئْتَ. فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيلَ أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ. أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ"

সহজ তরজমা

৩১৬৯. ইব্রাহীম ইবনে মূসা রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে রাতে আমার মিরাজ হয়েছিল, সে রাতে আমি মূসা আ.-কে দেখতে পেয়েছি। তিনি হলেন, হালকা পাতলা দেহবিশিষ্ট ব্যাক্তি, তাঁর চুল কোঁকড়ানো ছিল না। মনে হচ্ছিল তিনি যেন ইয়ামান দেশীয় শানুআ গোত্রের একজন লোক, আর আমি ঈসা আ.-কে দেখতে পেয়েছি। তিনি হলেন মাধ্যম দেহবিশিষ্ট, গায়ের রং ছিল লাল। যেন তিনি এইমাত্র হাম্মাম থেকে বের হলেন। আর ইব্রাহীম আ.-এর বংশধরদের মধ্যে তাঁর সাথে আমার চেহারায় মিল সবচেয়ে বেশী। তারপর আমার সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হল। তার একটিতে ছিল দুধ আর অপরটিতে ছিল শরাব। তখন জিব্রাঈল আ. বলেন, এ দু'টির মধ্যে যেটি চান আপনি পান করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন বলা হল, আপনি ফিতরাত বা স্বভাব ও প্রকৃতিকে বেছে নিয়েছেন। দেখুন, আপনি যদি শরাব নিয়ে নিতেন, তাহলে আপনার উম্মতগণ পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের رأيت موسى عليه السلام এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪৮১ পৃঃ সামনে ৪৮৯, ৬৮৪, ৮৩৬, ৮৩৮ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ الايمان অধ্যায় ও তিরমিযি শরীফ التفسير অধ্যায়।

তাশরীহ ঃ মেরাজের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ২য় খণ্ড ৩৫৪ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ. نَبِيِّكُمْ. يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى". وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ وَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ "مُوسَى آدَمُ طُوَالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ". وَقَالَ "عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ". وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ. وَذَكَرَ الدَّجَّالَ.

সহজ তরজমা

৩১৭০. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. ...... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কোন ব্যক্তির একথা বলা উচিৎ হবেনা যে, আমি (নবী) ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম। নবী ﷺ একথা বলতে গিয়ে ইউনুস

https://e-ilm.weebly.com/

আ.-এর পিতার নাম উল্লেখ করেছেন। আর নবী ﷺ মিরাজের রজনীর কথাও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন মূসা আ. বাদামী রং বিশিষ্ট দীর্ঘদেহী ছিলেন। যেন তিনি শানুআ গোত্রের একজন লোক। তিনি আরো বলেছেন যে, ঈসা আ. ছিলেন মধ্যমদেহী, কোঁকড়ানো চুলওয়ালা ব্যাক্তি। আর তিনি দোযখের দারোগা মালিক এবং দাজ্জালের কথাও উল্লেখ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪৮১,পৃঃ সামনে ঃ ৪৮৫, ৬৬৬, ১১২৫ পৃঃ

قوله: لاينبغى لعبد الخ এসম্পর্কে প্রশ্ন উত্তর সহ বিস্তারিত আলোচনা জানার জন্য নাসরুল বারী ৯ম খণ্ড ১১৭, ২০৭ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا، يَعْنِي عَاشُورَاءَ، فَقَالُوا هٰذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللهُ فِيهِ مُوسٰى، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصَامَ مُوسٰى شُكْرًا لِلّٰهِ، فَقَالَ " أَنَا أَوْلَى بِمُوسٰى مِنْهُمْ ". فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

সহজ তরজমা

৩১৭১. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন (হিজরত করে) মদীনায় আগমন করেন, তখন তিনি মদিনাবাসীকে এমনভাবে পেলেন যে, তারা একদিন সাওম পালন করে অর্থাৎ সে দিনটি হল আশুরার দিন। (জিজ্ঞাসা করার পর) তারা বলল, এটি একটি মহান দিবস। এ এমন দিন যে দিনে আল্লাহ্ মুসা আ.-কে নাজাত দিয়েছেন এবং ফিরাউনের সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এরপর মূশা আ. শুকরিয়া হিসাবে আদিন সাওম পালন করেছেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তাদের তুলনায় আমি হলাম মূশা আ.-এর অধিক ঘনিষ্ঠ। কাজেই তিনি নিজেও এদিন সাওম পালন করেছেন এবং (সবাইকে) এদিন সাওম পালনের আদেশ দিয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের نجى الله فيه موسى এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪৮৯ পৃঃ পূর্বে ২৬৮, পৃঃ সামনে ৫৬২, ৬৭৭।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৯ম খণ্ড (কিতাবুত তাফসীর) ২৮২, ২৮৩ পৃঃ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَوَاعَدْنَا مُوسٰى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً

وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسٰى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. وَلَمَّا جَاءَ مُوسٰى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ. قَالَ لَنْ تَرَانِي} [الأعراف: ١٤٣] إِلَى قَوْلِهِ {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} [الأعراف: ١٤٣] "يُقَالُ دَكَّهُ زَلْزَلَهُ {فَدُكَّتَا} [الحاقة: ١٤] فَدُكِكْنَ. جَعَلَ الْجِبَالَ كَالْوَاحِدَةِ. كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أَنَّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا} . وَلَمْ يَقُلْ: كُنَّ. رَتْقًا: مُلْتَصِقَتَيْنِ. {أُشْرِبُوا} [البقرة: ٩٣] : ثَوْبٌ مُشَرَّبٌ مَصْبُوغٌ" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {انْبَجَسَتْ} : انْفَجَرَتْ. {وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ} [الأعراف: ١٧١] : رَفَعْنَا

২০২৬. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী ঃ আর আমি ওয়াদা করেছিলাম মূসার সাথে ত্রিশ রাতের .... আর আমিই মু'মিনদের মধ্যে সর্বপ্রথম। (৭ ঃ ১৪২-৪৩) বলা হয় دَكَّهُ অর্থ ভূকম্পন। আয়াতে উল্লেখিত فَدُكَّتَا দ্বিবচন অর্থে ব্যবহৃত। এখানে الْجِبَالُ শব্দটিকে এক ধরে নিয়ে الْأَرْضُ সহ দ্বিবচনরূপে دُكَّتَا বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী ঃ كَانَتَا رَتْقًا -এর মধ্যে سَمٰوَاتٍ এক ধরে দ্বিবচনে উল্লেখ করা হয়েছে। كُنَّ رَتْقًا বহুবচন বলা হয়নি। رَتْقًا অর্থ পরস্পর মিলিত। أُشْرِبُوا অর্থাৎ রঞ্জিত কাপড়। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন انْبَجَسَتْ অর্থ প্রবাহিত হয়েছিল। نَتَقْنَا الْجَبَلَ অর্থ আমি পাহাড়কে তাদের উপর উচিয়ে ছিলাম।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسٰى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي، أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ".

সহজ তরজমা

৩১৭২. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ. .... আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন সব মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে। এরপর সর্বপ্রথম আমারই হুশ ফিরে আসবে। তখন আমি মূসা আ.-কে দেখতে পাব যে, তিনি আরশের খুঁটিগুলোর একটি খুঁটি ধরে রেখেছেন। আমি জানিনা, আমার আগেই কি তাঁর হুশ আসল, না-কি তূর পাহাড়ে বেহুশ হওয়ার প্রতিদানে তাঁকে দেয়া হল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের فاذاانابموسى এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮১ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩২৫ পৃঃ সামনে ঃ ৬৬৮, ১০২১, ১০২২, ১১০৩ পৃঃ।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثٰى زَوْجَهَا الدَّهْرَ"

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩১৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ জু'ফী রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি বনী ইসরাঈল না হত, তবে গোশ্ত পচন ধরত না। আর যদি (মা) হাওয়া আ. না হতেন, তাহলে কোন সময় কোন নারী তাঁর স্বামীর খেয়ানত করত না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের বিষয়বস্তুর মিল রয়েছে যে, বনী ইসরাঈলরা হযরত মুসা আ. এর নাফরমানী করেছিল, তারা মান্না সালওয়া জমা করে রেখেছিল। সুতরাং এখানে ইঙ্গিতস্বরূপ হযরত মুসা আ. এর আলোচনা রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮১ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৬৯ পৃঃ।

بَابُ طُوفَانٍ مِنَ السَّيْلِ"

২০২৭. পরিচ্ছেদ : বন্যা জনিত তুফান

يُقَالُ لِلْمَوْتِ الكَثِيرِ طُوفَانٌ. القُمَّلُ: الحُمْنَانُ يُشْبِهُ صِغَارَ الحَلَمِ. {حَقِيقٌ} [الأعراف: ١٠٥]: حَقٌّ. {سُقِطَ} [الأعراف: ١٤٩]: كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ فِي يَدِهِ".

আল্লাহ তা'আলার বাণী فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত আমি তাদের উপর পাবন, পঙ্গপাল, উকুন পাঠিয়েছি।

সহজ তাহকীক

القمل ঐ আঠালী কে বলা হয় যা ছোট উকুন সাদৃশ।

حقيق অর্থ হক্ব, ওয়াজিব, আবশ্যক।

سقط এর দ্বারা সূরা আরাফের ولما سقط في ايديهم الاية, এই আয়াতে কারীমার দিকে ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন লজ্জিত হয় তখন বলা হয় سقط আর سقط অর্থ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে লজ্জিত হয়েছে।

بَابُ حَدِيثِ الخَضِرِ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

২০২৮. পরিচ্ছেদ : খাযির আ. ও মূসা আ. এর ঘটনা

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالحُرُّ بْنُ قَيْسٍ الفَزَارِيُّ، فِي صَاحِبِ مُوسَى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ خَضِرٌ، فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى، الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ: لاَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ، فَجُعِلَ لَهُ الحُوتُ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ يَتْبَعُ أَثَرَ الحُوتِ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ: {أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ}، فَقَالَ مُوسَى: {ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ} [الكهف: ٦٤]، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ "

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩১৭৪. আমর ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এবং হুর ইবনে কায়েস ফাযারি মূসা আ.-এর সাথীর ব্যাপারে বিতর্ক করছিলেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, তিনি হলেন, খাযির। এমনি সময় উবাই ইবনে কা'ব রাযি. তাদের উভয়ের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন ইবনে আব্বাস রাযি. তাঁকে এবং বললেন, আমি এবং আমার এ সাথি মূসা আ.-এর সাথী সম্পর্কে বিতর্ক করছি, যাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য মূসা আ. পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, মূসা আ. বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁর কাছে একজন লোক আসল এবং জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এমন কাউকে জানেন, যিনি আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ? তিনি বললেন, না। তখন মূসা আ.-এর প্রতি আল্লাহ ওহী পাঠায়ে জানায়ে দিলেন, হাঁ, (তোমার চেয়েও অধিক জ্ঞানী) আমার বান্দা খাযির। তখন মূসা আ. তাঁর সাক্ষাতের জন্য পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। তখন তাঁর জন্য একটি মাছ নিদর্শন হিসাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল এবং তাকে বলে দেওয়া হল, যখন তুমি মাছটা হারাবে, তখন তুমি পিছনে ফিরে আসবে, তাহলেই তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। তারপর মূসা আ. নদীতে মাছের পিছে পিছে চলছিলেন, এমন সময় মূসা আ.-কে তাঁর খাদেম বলে উঠল, "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন ? আমরা যখন ঐ পাথরটির কাছে অবস্থান করছিলাম, তখন আমি মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। বস্তুতঃ তার স্মরণে থেকে একমাত্র শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।"(১৮:৬৩) মূসা আ. বললেন, আমরা তো সে স্থানেরই অনুসন্ধান করছিলাম। অতএব তাঁরা উভয়ে পিছনে ফিরে চললেন, এবং খাযিবের সাক্ষাৎ পেলেন। (১৮:৬৪) তাঁদের উভয়েরই অবস্থার বর্ণনা ঠিক তাই যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নোট ঃ এই হাদিসটি হুবহু كتاب العلم, অতিবাহিত হয়েছে। অনুবাদ ও ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী ১ম খণ্ড ৪০৪, ৪০৫, পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسٰى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسٰى بَنِي إِسْرَائِيلَ. إِنَّمَا هُوَ مُوسٰى آخَرُ. فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "أَنَّ مُوسٰى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا. فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ بَلٰى. لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ أَيْ رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ. وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ أَيْ رَبِّ وَكَيْفَ لِي بِهِ. قَالَ تَأْخُذُ حُوتًا. فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ. حَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ. وَرُبَّمَا قَالَ فَهُوَ ثَمَّهْ. وَأَخَذَ حُوتًا. فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ. ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ. حَتّٰى أَتَيَا الصَّخْرَةَ. وَضَعَا رُءُوسَهُمَا فَرَقَدَ مُوسٰى. وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فَخَرَجَ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ. فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ. فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ. فَقَالَ هٰكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا. حَتّٰى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا. وَلَمْ يَجِدْ مُوسٰى النَّصَبَ حَتّٰى جَاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ. قَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ. وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَلَهُمَا عَجَبًا. قَالَ لَهُ مُوسٰى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي. فَارْتَدَّا عَلٰى آثَارِهِمَا قَصَصًا. رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ. فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ. فَسَلَّمَ مُوسٰى. فَرَدَّ عَلَيْهِ. فَقَالَ وَأَنّٰى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ. قَالَ أَنَا مُوسٰى.

https://e-ilm.weebly.com/

قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ. أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا. قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ. عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ. قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ قَالَ {إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا} إِلَى قَوْلِهِ {إِمْرًا} فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ. فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ. كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ. فَعَرَفُوا الْخَضِرَ. فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ. فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ. فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ. فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ. قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَا مُوسَى. مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ. إِذْ أَخَذَ الْفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحًا. قَالَ فَلَمْ يَفْجَأْ مُوسَى إِلاَّ وَقَدْ قَلَعَ لَوْحًا بِالْقَدُّومِ. فَقَالَ لَهُ مُوسَى مَا صَنَعْتَ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ. عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا. فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا. فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْبَحْرِ مَرُّوا بِغُلاَمٍ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ. فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَوْمَأَ سُفْيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي. قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ مَائِلاً. أَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْئًا إِلَى فَوْقُ. فَلَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلاَّ مَرَّةً. قَالَ قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا" قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ. فَقَصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا". قَالَ سُفْيَانُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى. لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا". وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا. وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. ثُمَّ قَالَ لِي سُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ. قِيلَ لِسُفْيَانَ حَفِظْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرٍو. أَوْ تَحَفَّظْتَهُ مِنْ إِنْسَانٍ فَقَالَ مِمَّنْ أَتَحَفَّظُهُ وَرَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرٍو غَيْرِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ.

সহজ তরজমা

৩১৭৫. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... সাঈদ ইবনে জুবায়র রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাযি.-কে বললাম, নাওফল বিক্কালী ধারণা করেছে যে, খাযিরের সঙ্গী মূসা বনী ইসরাঈলের নবী মূসা আ. নন; নিশ্চয়ই তিনি অপর কোন মূসা। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে। উবাই ইবনে কা'ব রাযি. নবী ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একবার মূসা আ. বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে ভাষণ দেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন ব্যাক্তি সবচেয়ে জ্ঞানী ? তিনি বলেন, আমি। আমি মূসা আ.-এর এ উত্তরে আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। কেননা তিনি জ্ঞানকে আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করেন নি। আল্লাহ তাঁকে বললেন, বরং দুই নদীর সংযোগ স্থলে আমার একজন বান্দা আছে, সে তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী। মূসা আ. আরয করলেন, হে আমার রব ! আমি তাঁর সাথে কিভাবে

সাক্ষাৎ করব ? আল্লাহ বললেন, তুমি একটি মাছ ধর এবং তা (ভাজা করে) একটি থলের মধ্যে ভরা রাখ। যেখানে গিয়ে তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তিনি অবস্থান করছেন। তারপর মূসা আ. একটি মাছ ধরলেন এবং (তা ভাজা করে) থলের মধ্যে ভরে রাখলেন। এরপর তিনি এবং তাঁর সাথী ইউশা ইবনে নূন চলতে লাগলেন অবশেষে তাঁরা উভয়ে (নদীর তীরে) একটি পাথরের নিকট এসে পৌছে তার উপর উভয়ে মাথা রেখে বিশ্রাম করলেন। এ সময় মূসা আ. ঘুমিয়ে পড়লেন আর মাছটি (জীবিত হয়ে) নড়াচড়া করতে করতে থলে থেকে বের হয়ে নদীতে নেমে গেল। এরপর সে নদীতে সুড়ঙ্গ আকারে আপন পথ করে নিল আর আল্লাহ মাছটির চলার পথে পানির গতি থামিয়ে দিলেন। ফলে তার গমন পথটি সুড়ঙ্গের ন্যায় হয়ে গেল। এ সময় নবী ﷺ হাতের ইশারা করে বললেন, এভাবে সুড়ঙ্গের মত হয়েছিল। এরপর তাঁরা উভয়ে অবশিষ্ট তার এবং পুর দিন পথ চললেন। অবশেষে যখন পরের দিন ভোর হল তখন মূসা আ. তাঁর যুবক সাথীকে বললেন, আমার ভোরের খাবার আন। আমি এ সফরে খুব ক্লান্তি অনুভব করছি। বস্তুতঃ মূসা আ. যে পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশিত স্থানটি অতিক্রম না করেছেন সে পর্যন্ত তিনি সফরে কোন ক্লান্তিই অনুভব করেন নি। তখন তাঁর সাথী তাঁকে বললেন, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন সেই পাথরটির কাছে বিশ্রাম নিয়েছিলাম (তখন মাছটি পানিতে চলে গেছে) মাছটি চলে যাওয়ার কথা বলতে আমি একেবারেই ভুলে গেছি। প্রকৃতপক্ষে আপনার কাছে তা উল্লেখ করতে একমাত্র শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছি। বস্তুতঃ মাছটি নদীতে আশ্চার্যজনকভাবে নিজের পথ করে নিয়েছি। (রাবী বলেন) পথটি মাছের জন্য ছিল একটি সুড়ঙ্গের মত আর তাঁদের জন্য ছিল একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। মূসা আ. তাকে বললেন, সে তাইতো সেই স্থান যা আমার খুঁজে বেড়াচ্ছি। এরপর উভয়ে নিজ নিজ পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে পিছনের দিকে ফিরে চললেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরা উভয়ে সেই পাথরটির কাছে এসে পৌছলেন এবং দেখলেন সেখানে একজন লোক কাপড়ে আবৃত হয়ে আছেন। মূসা আ. তাঁকে সালাম করলেন। তিনি সালামের জওয়াব দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে সালাম কি করে এলো ? তিনি বললেন, আমি মূসা (আমি এ দেশের লোক নই।) তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ইসরাইলের (নবী) মূসা ? তিনি বললেন, হাঁ, আমি আপনার নিকট এসেছি, সরল সঠিক জ্ঞানের ঐ সব কথাগুলো শিখার জন্যে যা আপনাকে শিখানো হয়েছে। তিনি বললেন, হে মূসা ! আমার আল্লাহ্‌প্রদত্ত কিছু জ্ঞান আছে যা আল্লাহ্‌আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আপনি তা জানেন। আর আপনারও আল্লাহ্‌প্রদত্ত কিছু জ্ঞান আছে, যা আল্লাহ্‌আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমি তা জানিনা। মূসা আ. বললেন, আমি কি আপনার সঙ্গী হতে পারি ? খাযির আ. বললেন, আপনি আমার সাথে থেকে ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হবেন না আর আপনি এমন বিষয়ে ধৈর্য রাখবেন কি করে, যার রহস্য অনুধাবন করা আপনার জানা নেই ? (মূসা আ. বললেন, ইন্‌শা আল্লাহ্‌আপনি আমাকে একজন ধৈর্য ধারণকারী হিসেবে দেখতে পাবেন। আমি আপনার কোন নির্দেশই অমান্য করব না। এরপর তাঁরা উভয়ে রওয়ানা হয়ে নদীর তীরে দিয়ে চলতে লাগলেন। এমন সময় একটি নৌকা তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা তাদেরকেও নৌকায় উঠিয়ে নিতে অনুরোধ করলেন। তারা খাযির আ.-কে চিনে ফেললেন এবং তারা তাকে তাঁর সঙ্গীসহ পারিশ্রমিক ব্যতিরেকেই নৌকায় তুলে নিল। তাঁরা দু'জন যখন নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকাটির এক পাশে বসল এবং একবার কি দু'বার নদীর পানিতে সে তার ঠোঁট ডুবাল। খাযির আ. বললেন, হে মূসা আ. ! আমার এবং তোমার জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহর জ্ঞান হতে ততটুকুও হ্রাস পায়নি যতটুকু এ পাখিটি তার ঠোঁটের সাহায্যে পানি হ্রাস করেছে। তারপর খাযির আ. হঠাৎ করে একটি কুঠায় নিয়ে নৌকার একটি তক্তা খুলে ফেললেন, মূসা আ. অকস্মাৎ দৃষ্টি দিতেই দেখতে পেলেন তিনি কুঠার দিয়ে একটি তক্তা খুলে ফেলেন। তখন তাঁকে তিনি বললেন, আপনি এ কি করলেন ? লোকেরা আমাদের পারিশ্রমিক ছাড়া নৌকায় তুলে নিল, আর আপনি তাদের নৌকার আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন ? এত আপনি একটি গুরুতর কাজ করলেন। খাযির আ. বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি কখনও আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না ? মূসা আ. বললেন, আমি যে বিষয়টি ভুলে গেসি, তার জন্য আমাকে দোষারোপ করবেন না। আর আমার এ আচরণে আমার প্রতি কঠোর হবেন না। মূসা আ.-এর পক্ষ থেকে প্রথম এই কথাটি ছিল ভুলক্রমে। এরপর যখন তাঁরা উভয়ে নদী পার হয়ে আসলেন, তখন তাঁরা একটি বালকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন সে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলছিল। খাযির আ. তার মাথা ধরলেন এবং নিজ হাতে ছেলেটির ঘাড় পৃথক করে ফেললেন।

https://e-ilm.weebly.com/

একথাটি বুঝানোর জন্য সুফিয়ান রহ তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগ দ্বারা এমনভাবে ইশারা করলেন যেন তিনি কোন জিনিস ছিড়ে নিচ্ছিলেন। এতে মূসা আ. তাঁকে বললেন, আপনি কি একটি নিস্পাপ ছেলেকে বিনা অপরাধে হত্যা করলেন ? নিশ্চয়ই আপনি এটা গর্হিত কাজ করলেন। খাযির আ. বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে আপনি আপনি আমার সাথে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না ? মূসা আ. বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তাহলে আপনি আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখবেন না। কেননা আপনার উযর আপত্তি চূড়ান্ত হয়েছে। এরপর তাঁরা চলতে লাগলেন শেষ পর্যন্ত তাঁরা এক লোকালয়ে এসে পৌছলেন। তাঁরা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর তাঁরা সেখানেই একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তা একদিকে ঝুঁকে গিয়েছিল। খাযির আ. তা নিজের হাতে সোজা করে দিলেন। রাবী আপন হাতে এভাবে ইশারা করলেন। আর সুফিয়ান রহ এমনিভাবে ইঙ্গিত করলেন যেন তিনি কোন জিনিস উপরের দিকে উচিয়ে দিচ্ছেন। "ঝুকে পড়েছে" একথাটি আমি সুফিয়ানকে মাত্র একবার বলতে শুনেছি। মূসা আ. বললেন, তারা এমন মানুষ যে, আমরা তাদের কাছে আসলাম, তারা আমাদেরকে না খাবার পরিবেশন করল, না আমাদের মেহমানদারী করল আপনি এদের প্রাচীর সোজা করতে গেলেন। আপনি ইচ্ছা করলে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। খাযির আ. বললেন, এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ হল। তবে এখনই আমি আপনাকে অবহিত করছি ওসব কথার গুঢ় রহস্য, যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি। নবী ﷺ বলেছেন, আমাদেরতো ইচ্ছা যে, মূসা আ. ধৈর্যধারণ করলে আমাদের কাছে তাঁদের আরো অনেক বেশী খবর বর্ণিত হতো। সুফিয়ান রাযি. বর্ণনা করেন নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ মূসা আ.-এর উপর রহম করুন। তিনি যদি ধৈর্যধারণ করতেন, তাহলে তাদের উভয়ের ব্যাপারে আমাদের কাছে আরো অনেক ঘটনা বর্ণিত হতো। রাবী (সাইদ ইবনে জুবায়র) বলেন, ইবনে আব্বাস রাযি. এখানে পড়েছেন, তাদের সামনে একজন বাদশাহ ছিল, সে প্রতিটি নিখুঁত নৌকা যবরদস্তিমূলক ছিনিয়ে নিত। আর সে ছেলেটি ছিল কাফির, তার মা-বাবা ছিলেন মুমিন। তারপর সুফিয়ান রহ আমাকে বলেছেন, আমি এ হাদীসটি তাঁর (আমর ইবনে দীনার) থেকে দু'বার শুনেছি এবং তাঁর নিকট হতেই মুখস্থ করেছি। সুফিয়ান রহ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি আমর ইবনে দীনার রহ থেকে শুনার আগেই তা মুখস্থ করেছেন না অপর কোন লোকের নিকট শুনে তা মুখস্থ করেছেন ? তিনি বললেন, আমি কার নিকট থেকে তা মুখস্থ করতে পারি ? আমি ছাড়া আর কেউ কি এ হাদীস আমরের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন ? আমি তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি দুইবার কি তিনবার। আর তাঁর থেকেই তা মুখস্থ করেছি। আলী ইবনে খুশরম রহ সুফিয়ান রহ সূত্রে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে এই হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসে ইবনে আব্বাস রাযি. এর ভিন্ন একটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪৮২, ৮৩, পৃঃ পূর্বে ১৭, ২৩, ৩০২, ৩৭৭, ৪৬৩, ৪৮১ পৃঃ সামনে ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৯০, ৯৮৭, ১১১৪ পৃঃ।

নোট : প্রশ্ন উত্তর সহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ১ম খণ্ড ৫১৬- ১৮ দেখুন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرُ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ ".

সহজ তরজমা

৩১৭৬. মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ ইবনে আসবাহানী রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, খাযীর আ.-কে খাযির নামে অভিহিত করার কারণ হলো এই যে, একদা তিনি ঘাস-পাতা বিহীন শুষ্ক সাদা জায়গায় বসেছিলেন। সেখান থেকে তাঁর উঠে যাওয়ার পরই হঠাৎ ঐ স্থানটি সবুজ হয়ে গেল। (এ ঘটনা থেকেই তাঁর নাম খাযির হয়ে যায়।)

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের এভাবে মিল যে, হাদিসে খিজির আ. এর কথা উল্লেখ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪৮৩ পৃঃ।

فروة শব্দের فاء (ফা) বর্ণে যবর এবং راء রাযি. বর্ণে সুকুন দিয়ে। অর্থ যমিনের উপরিভাগ, শুকনো ঘাস যা শুকিয়ে সাদা হয়ে গেছে।

بَابٌ
২০২৯. পরিচ্ছেদ।

بَابٌ بالتنوين اى هذا بابٌ بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب السابق

بَابٌ শব্দটি তানবীন সহ। এই বাবটি শিরোনামহীন, কেননা এটি فصل এর ন্যায় পূর্বোক্ত বাবের অর্ন্তভূক্ত।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. عَنْ مَعْمَرٍ. عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ. ﷺ. يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ. فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ. وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ"

সহজ তরজমা

৩১৭৭. ইসহাক ইবনে নাসর রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তোমরা দ্বার দিয়ে অবনত মস্তিকে প্রবেশ কর আর মুখে বল, 'হিত্তাতুন' (অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও।) কিন্তু তারা এ শব্দটি পরিবর্তন করে ফেলল এবং প্রবেশ দ্বার দিয়ে যেন জানু নত না করতে হয় সে জন্য তারা নিজ নিজ নিতম্বের উপর ভর দিয়ে শহরে প্রবেশ করল আর মুখে বলল, "হাব্বাতুনফী শা'আরাতিন"(অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে যবের দানা দাও।)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে হতে পারে যে, ঘটনাটি বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রে ঘটেছিল, আর তাদের নবী হলেন হযরত মূসা আ.।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪৮৩ পৃঃ সামনে ঃ ৬৪৩, ৬৬৮ পৃঃ

তাশরীহ ঃ আরো জানার জন্য নাসরুল বারী ৯ম খণ্ড ২৮ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا عَوْفٌ. عَنِ الْحَسَنِ. وَمُحَمَّدٍ. وَخِلاَسٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا سِتِّيرًا. لاَ يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ. اسْتِحْيَاءً مِنْهُ. فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَقَالُوا مَا يَسْتَتِرُ هٰذَا التَّسَتُّرَ إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ. إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أُدْرَةٌ وَإِمَّا آفَةٌ. وَإِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى فَخَلاَ يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ. فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا. وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ. فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ. فَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ. ثَوْبِي حَجَرُ. حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللهُ. وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ. وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ.

https://e-ilm.weebly.com/

وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ. فَوَاللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا. فَذٰلِكَ قَوْلُهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسٰى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا}."

সহজ তরজমা

৩১৭৮. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মূসা আ. অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন, সব সময় শরীর আবৃত রাখতেন। তাঁর দেহের কোন অংশ খোলা দেখা যেতনা তা থেকে তিনি লজ্জাবোধ করতেন। বনী ইসরাঈলের কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে খুব কষ্ট দিত। তারা বলত, তিনি যে শরীরকে এত বেশী ঢেকে রাখেন, তাঁর একমাত্র কারণ হলো, তাঁর শরীরে কোন দোষ আছে। হয়ত শ্বেত রোগ অথবা একশিরা বা অন্য কোন রোগ আছে। আল্লাহ্‌তা'আলা ইচ্ছা করলেন মূসা আ. সম্পর্কে তারা যে অপবাদ রটিয়েছি তা থেকে তাঁকে মুক্ত করবেন। এরপর একদিন নির্জন স্থানে গিয়ে তিনি একাকী হলেন এবং তাঁর পরণের কাপর খুলে একটি পাথরের উপর রাখলেন, তারপর গোসল করলেন, গোসল সেরে যখনই তিনি কাপর নেয়ার জন্য সেদিকে এগিয়ে গেলেন তাঁর কাপড়সহ পাথরটি ছুটে চলল। এরপর মূসা আ. লাঠিটি হাতে নিয়ে পাথরটি পেছনে পেছনে ছুঠলেন। তিনি বলতে লাগলেন, আমার কাপড় হে পাথর ! হে পাথর ! পরিশেষে পাথরটি বনী ইসরাঈলের একটি জন সমাবেশে গিয়ে পৌছল। তখন তারা মূসা আ.-কে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখল যে তিনি আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ এবং তারা তাঁকে যে অপবাদ দিয়েছিল সে সব দোষ থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। আর পাথরটি থামল, তখন মূসা আ. তাঁর কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন এবং তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে পাথরটিকে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলেন। আল্লাহর কসম ! এতে পাথরটিতে তিন, চার, কিংবা পাঁচটি আঘাতের দাগ পড়ে গেল। আর এটিই হলো আল্লাহর এ বাণীর মর্মঃ হে মুমিনগণ ! তোমরা তাদের ন্যায় হয়োনা যারা মূসা আ.-কে কষ্ট দিয়েছিল। এরপর আল্লাহ্‌তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন তা থেকে যা তারা রটনা করেছিল। আর তিনি ছিলেন আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান। (৩৩:৬৯)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা হাদিসে হযরত মূসা আ. এক কথা আলোচনা করা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪৮৩ পৃঃ পূর্বে ৪২ পৃঃ সামনে ৭০৮ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قَسْمًا. فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ. فَغَضِبَ حَتّٰى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ. ثُمَّ قَالَ "يَرْحَمُ اللهُ مُوسٰى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ".

সহজ তরজমা

৩১৭৯. আবুল ওয়ালিদ রাযি. ......আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদা কিছু জিনিস (লোকদের মধ্যে) বণ্টন করেন। তখন এক ব্যাক্তি বলল, এতো এমন ধরনের বণ্টন যা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়নি। এরপর আমি নবী (স)-এর খেদমতে আসলাম এবং তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি খুব অসন্তুষ্ট হোলেণ, এমনকি তাঁর চেহারায় আমি অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ মূসা আ.-এর প্রতি রহম করুন তাঁকে এর চেয়ে অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের يرحم الله موسى এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪৮৩ পৃঃ পূর্বে ৪৪৬ পৃঃ সামনে ৬২১, ৮৯৫, ৯০১, ৯৩১, ৯৩৮ পৃঃ। আরো জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড ৪০৬, ৪০৭ পৃঃ দেখুন।

بَابُ (يَعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ) " {مُتَبَّرٌ} [الأعراف: ١٣٩]: خُسْرَانٌ، {وَلِيُتَبِّرُوا} [الإسراء: ٧]: يُدَمِّرُوا، {مَا عَلَوْا} [الإسراء: ٧]: مَا غَلَبُوا"

২০৩০. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তারা প্রতিম পূজায় রত এক জাতীর নিকট উপস্থিত হয়। (৭ঃ ১৩৮) مُتَبَّرٌ অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত। وَلِيُتَبِّرُوا অর্থ যেন তারা ধ্বংসে হয়। مَا عَلَوْا অর্থ যা অধিকারে এনেছিল

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَجْنِي الْكَبَاثَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ ". قَالُوا أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ " وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا ".

সহজ তরজমা

৩১৮০. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর রহ. .... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে 'কাবাস' (পিলু) গাছের পাকা ফল বেছে বেছে নিচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর মধ্যে কালোগুলো নেওয়াই তোমাদের উচিৎ। কেননা এগুলোই বেশী সুস্বাদু। সাহাবাগণ বললেন, আপনি কি ছাগল চরিয়েছিলেন ? তিনি জাওয়াব দিলেন, প্রত্যেক নবীই তা চরিয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীতে বলেন, শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল অস্পষ্ট। আর কেউ কেউ বলেন শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, হাদিসে হযরত মূসা আ. এর হালাতসমূহের একটি হালাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। কেননা ব্যাপকভাবে مامن نبي الا رعاها এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪৮৩ পৃঃ সামনে ৮২০ পৃঃ।

بَابُ {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة:] الآيَةَ

২০৩১. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : স্মরণ কর করুন, যখন মূসা আ. তাঁর কাওমকে বলেছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহের আদেশ দিয়েছেন। (২ঃ ৬৭)

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: " الْعَوَانُ النَّصَفُ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالْهَرِمَةِ. {فَاقِعٌ} [البقرة: ٦٩]: صَافٍ. {لاَ ذَلُولٌ} [البقرة: ٧١] لَمْ يُذِلَّهَا الْعَمَلُ». {تُثِيرُ الأَرْضَ} [البقرة: ٧١]: لَيْسَتْ بِذَلُولٍ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَعْمَلُ فِي الْحَرْثِ {مُسَلَّمَةٌ} [البقرة: ٧١]: مِنَ الْعُيُوبِ. {لاَ شِيَةَ} [البقرة: ٧١] بَيَاضٌ {صَفْرَاءُ} [البقرة ٦٩] إِنْ شِئْتَ سَوْدَاءُ. وَيُقَالُ صَفْرَاءُ كَقَوْلِهِ {جِمَالاَتٌ صُفْرٌ}. {فَادَّارَأْتُمْ} [البقرة: ٧٢]: اخْتَلَفْتُمْ "

আবুল আলীয়া রহ. বলেন, عَوَانٌ বুড়ো ও বাছুর উভয়ের মাঝামাঝি; فَاقِعٌ উজ্জ্বল গাঢ়। لَا ذَلُولٌ অর্থ, যা কাজে ব্যবহৃত হয় নাই। تُثِيرُ الْأَرْضَ জমি চাষে অর্থাৎ গাভীটি এমন যা ভূমি কর্ষণে ও চাষের কাজে ব্যবহৃত হয় নি। مُسَلَّمَةٌ যা সকল ত্রুটি ও খুঁত থেকে মুক্ত। لَاشِيَةَ কোন দাগ নেই। হলুদ ও সাদা বর্ণের। তুমি ইচ্ছা করলে কালোও বলতে পারো। আরোও বলা হয় এর অর্থ হলুদ বর্ণের। যেমন মহান আল্লাহর বাণী جِمَالَاتٌ صُفْرٌ পীতবর্ণের উটসমূহ। فَادَّارَأْتُمْ - তোমরা পরস্পর মত বিরোধ করছিলে।

https://e-ilm.weebly.com/

গাভী জবাইয়ে ঘটনা ঃ বনী ইসরাঈলের আমিল নামে অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তার একজন গরীব চাচাত ভাই ছিল। আর আমিল এর এই একমাত্র চাচাত ভাই ব্যতিত আর কোন ওয়ারিশ ছিল না। চাচাত ভাই পুরো সম্পত্তি দখল করার লোভে আমিল কে হত্যা করে তার লাশ অন্য এক গ্রামের আবাদী জমিনে ফেলে রাখল। সকাল বেলা সেখানকার লোকেরা বাদী হয়ে হযরত মূসা আ. এর নিকট আবেদন করল যে, হত্যা কারীর নাম বলে দিন। এরপর হযরত মূসা আ. আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোআ করলেন। মূসা আ. বলেন ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة অর্থাৎ আল্লাহ ত'আলা তোমাদেরকে একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এই নির্ভোধেরা হাসি ঠাট্টা করতে লাগল এবং বল যে, গাভী জবাই করা ও হত্যাকারী জানার মধ্যে কি সম্পর্ক ? তারা এটা বুঝে নাই যে, আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলীতে এরকম ঘোর রহস্য থাকে যা মানুষের এই অস্পূর্ণ সামান্য জ্ঞানে বুঝে আসে না। তাই তারা যখন জানতে পারল যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে গাভী জবাই এর নির্দেশ এসেছে তখনই তাদের জন্য সেই আদেশ পালন করা উচিৎ ছিল। প্রথম থেকেই তার যখন গাভী জবাই করা ও তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের মাঝে অনেক দূরত্ব বুঝতে পারল তাই তারা ভাবল যে, যে গাভী জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা কোন সাধারণ গাভী নয়, বড়ই আশ্চর্যজনক গাভী হবে। এজন্যই তারা গাভীর গুনাগুন তালাশ করতে লাগল, আর এটাই ছিল তাদের বোকামী। রাসূল ﷺ বলেন যে, তারা যদি যে কোন একটি গাভী জবাই করে দিত, তাহলে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু তারা গাভীর রং, বয়স ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে বিষয়টাকে জটিল করে ফেলেছে। আর তাদের বারবার প্রশ্নের পর একটি বিশেষ গাভী জবাই করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলার একটি বিস্ময়কর হিকমত ছিল যে, বনী ইসরাঈলের একজন সৎ নেককার ব্যক্তি ছিলেন, আর তার একটি ছোট ছেলে ছিল। ঐ নেককার ব্যক্তির নিকট গাভী ছিল। তার নিকট একটি গাভী ও ছেলে সন্তান ব্যতিত আর কেউ ছিল না। তিনি গাভীটির গরদানে মোহর লাগিয়ে আল্লাহর নামে জঙ্গলে ছেড়ে দিলেন এবং আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলেন যে হে রব্বুল আলামীন! আমার ছেলে জোয়ান হওয়া পর্যন্ত এই গাভীটি আপনার কাছে আমানত রেখে গেলাম, যখন আমার এই ছেলে জোয়ান হয়ে যাবে, তখন তার কাজে আসবে। এই বলে তিনি জঙ্গলে ছেড়ে চলে গেলেন। এরপর তার মৃত্যু হয়ে গেল আর এদিকে গাভীটি আল্লাহ তা'আলার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হতে লাগল। কিছুদিন পর ছেলেটি জোয়ান হয়ে গেল। ছেলেটিও বাপের মত সৎ ও নেককার ছিল, তার মাতাও জীবিত ছিল। ছেলেটি মায়ের খুব বাধ্যগত ছিল। একদিন মা বলেন বাবা ! তোমার পিতা তোমার জন্য একটি গাভী রেখে গেছেন যা ওমুক জঙ্গলে আল্লাহ তা'আলার তত্ত্বাবধানে রয়েঝে তুমি ঐ জঙ্গলে গিয়ে গাভীটি নিয়ে এসো। মায়ের কথানুযায়ী ছেলেটি জঙ্গলে গেল এবং গাভীটি পেল, আর মায়ের বর্ণিত সকল আলামত ঐ গাভীটিতে পেল, গাভীটি অত্যান্ত সুন্দর ও গাঢ় বর্ণের ছিল। ছেলেটি আল্লাহ তা'আলার নামে গাভীটিকে আহবান করল সাথে সাথে গাভীটি তার নিকট চলে আসল, ছেলে গাভী নিয়ে মায়ের কাছে চলে এলো। মা বলল হে ছেলে ! তুমি এই গাভীটি বাজারে নিয়ে বিক্রি করে ফেল। যুবক সন্তান জিজ্ঞাসা করল কত দামে বিক্রি করব ? মা বলেন তিন দিনার মূল্যে বিক্রি করবে। এটি সে সময়কার বাজারদর ছিল। সেই সঙ্গে মা বলেদিয়েছিলেন যে, বিক্রির পূর্ব মুর্হুতে ফের আমার কাছে জেনে নিবে। যুবক মায়ের নির্দেশ মতো গাভীটির বিক্রি করার জন্য বাজারে নিয়ে গেল। এদিকে আল্লাহ তা'আলা যুবকের মাতৃভক্তি পরীক্ষা করার জন্য একজন ফেরেস্তা প্রেরণ করলেন। ফেরেস্তা এসে গাভীর দাম জিজ্ঞাসা করলেন। যুবক বল গাভীর মূল্য তিন, তবে শর্ত হলো আমার মাকে জিজ্ঞাসা করে নিবো। ফেরেস্তা বল আমার কাছ থেকে ৬ দিনার গ্রহন করো এবং গাভীটি আমাকে দিয়ে দাও তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যুবক তা মানেনি, বরং যুবক বল তুমি যদি গাভীর সমপরিমান স্বর্ণও আমাকে দান কর তবুও আমি আমার মায়ের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করব না। একথা বলে মায়ের কাছে গমন করল এবং অবস্থা বর্ণনা করল। মা বর্ণনা শুনে বলল সে তো ক্রেতা নয়, বরং তিনি ফেরেস্তা। তিনি তোমার পরীক্ষা নিতে এসেছেন। তাঁকে বরং জিজ্ঞাসা কর যে, আমার এ গাভীটি বিক্রি করব কি না ? যুবক ফেরেশতার কাছে গাভীটি বিক্রি করার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে, ফেরেশতা বলেন এখনই তুমি তা

https://e-ilm.weebly.com/

বিক্রি করো না। বনী ইসরাঈল এই গাভীটি ক্রয় করার জন্য জন্য তোমার কাছে আসবে। তুমি তাদের কাছে গাভীর চামড়া পরিপূর্ণ স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করো। সুতরাং যাও গাভী নিয়ে বাড়িতে ফিরে যাও। ঐদিকে বনী ইসরাঈলের উপর এমন একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হলো, যা খুঁজতে খুঁজতে এসে যুবকের কাছে থেকে চামড়া ভর্তি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে ক্রয় করে নিলো এবং জবাই করে গাভীর কোন একটি অংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করা হলো এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে সাথে সাথে জীবিত হয়ে গেল, এমতাবস্থায় যে সেই নিহত ব্যক্তির হলক থেকে অনবরত ঝরছিল। অতঃপর সে বলল যে আমাকে আমার চাচাত ভাই হত্যা করেছে। আর হত্যাকারী এই অলৌকিক অবস্থা দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে স্বীকার করে নিলো। অতঃপর হযরত মূসা আ. তাকে কেসাস স্বরূপ হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।

بَابُ وَفَاةِ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكْرِهِ بَعْدُ

২০৩২. পরিচ্ছেদ : মূসা আ. এর ওফাত ও পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى- عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ- فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ. قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ أَىْ رَبِّ. ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ. قَالَ فَالآنَ. قَالَ فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ". قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

সহজ তরজমা

৩১৮১. ইয়াহ্ইয়া মূসা রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মওতের ফিরিশ্তাকে মূসা আ.-এর নিকট তাঁর (জান কবযের) জন্য পাঠান হয়েছিল। ফিরিশ্তা যখন তাঁর নিকট আসলেন, তিনি তাঁর চোখে থাপ্পর মারলেন। রখন ফিরিশ্তা তাঁর রবের নিকট ফিরে গেলেন এবং বললেন, আপনি এমন এক বান্দার নিকট পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। আল্লাহ্ বললেন, তুমি তার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল সে যেন তার একটি হাত একটি গরুর পিঠে রাখে, তার হাত যতগুলো পশম দাকবে তার প্রতিটি পশমের পরিবরতে তাকে এক বছর করে হায়াত দেওয়া হবে। মূসা আ. বললেন, হে রব ! তারপর কি হবে ? আল্লাহ্বললেন, তারপর মৃত্যু। মূসা আ. বললেন, এখনই হউক (রাবী) আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, তখন তিনি আল্লাহর নিকট আরয করলেন, তাঁকে যেন 'আরদে মুকাদ্দাস' বা পবিত্র ভূমিথেকে পাথর নিক্ষেপের দূরত্বের সমান স্থানে পৌছে দেওয়া হয়। আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি যদি সেখানে থাকতাম তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে রাস্তার পার্শ্বে লাল টিলার নীচে কবরটি দেখিয়ে দিতাম। রাবী আব্দুর রায্যাক বলেন, মা'মর রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪৮৪ পৃঃ পূর্বে ১৭৮ পৃঃ

নোট : বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও প্রশ্ন উত্তর জানার নাসরুল বারী ৫ম খণ্ডে ০৯ পৃঃ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه- قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ. فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْعَالَمِينَ فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ. فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذٰلِكَ يَدَهُ، فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ. فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ " لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى. فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ. فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ. فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ".

সহজ তরজমা

৩১৮২. আবুল ইয়ামান রহ. ......আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মুসলিম আর একজন ইয়াহূদী পরস্পরকে গালি দিল। মুসলিম ব্যক্তি বললেন, সেই সত্তার কসম ! যিনি মুহাম্মদ ﷺ কে সমগ্র জগতের উপর মনোনীত করেছেন। কসম করার তিনি একথাটি বলেছেন। তখন ইয়াহূদী লোকটিও বলল, ঐ সত্তার কসম ! যিনি মূসা আ.-কে সমগ্র জাগতের উপর মনোনীত করেছেন। তখন সেই মুসলিম সাহাবী সে সময় তার হাত উঠিয়ে ইয়াহূদী লোকটিকে একটি চড় মারলেন। তখন সে ইয়াহূদী নবী ﷺ এর নিকট গেল এবং ঐ ঘটনাটি অবহিত করলো জা তার ও মুসলিম সাহাবীর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে মূসা আ.-এর উপর উপর মর্যাদা দেখাতে যেওনা (কেননা কিয়ামতের দিন) সকল মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে। আর আমিই সর্বপ্রথম হুশ ফিরে পাব। তখনই আমি মূসা আ.-কে দেখব, তিনি আরশের একপাশ ধরে রয়েছেন। আমি জানিনা, যারা বেহুশ হয়েছিল, তিনিও কি তাদের মধ্যে ছিলেন ? তারপর আমার আগে তাঁর হুশ এসে গেসে ? অথবা তিনি তাদেরই একজন, যাঁদেরকে আল্লাহ বেহুশ হওয়া থেকে বাদ দিয়েছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের শেষ অংশ তথা ذكر بعد, এর সাথে হাদিসের মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৪, পৃঃ পূর্বে ঃ ৩২৫ পৃঃ সামনে ৪৮৫, ৭১১, ৯৬৫, ১১১৩ পৃঃ।

قوله: لا تخيروني অর্থাৎ তোমরা আমাকে মূসা আ. এর উপর এমন ভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দিও না, যাতে হযরত মূসা আ. এর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ হয়। কিংবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই যে, তোমরা নিজের পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করোনা। বরং শরীয়তের নির্ধারিত সীমারেখা অনুযায়ী শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো। অথবা রাসূল ﷺ এই নির্দেশ তখন দিয়েছিলেন, যখন রাসূল ﷺ-কে একথা জানানো হয়নি যে, আপনি সকল নবীদের শ্রেষ্ঠ নবী।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجَتْكَ خَطِيئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ، ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ ". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى " مَرَّتَيْنِ.

সহজ তরজমা

৩১৮৩. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আদম আ. ও মূসা (রূহানী জগতে) তর্ক-বিতর্ক করছিলেন। তখন মূসা আ. তাঁকে বলছিলেন, আপনি সেই আদম যে, আপনার ভুল আপনাকে বেহেশত থেকে বের করে দিয়েছিল। আদম আ.

https://e-ilm.weebly.com/

তাঁকে বললেন, আপনি সেই মূসা যে, আপনাকে আল্লাহতাঁর রিসালাত দান এবং বাক্যালাপ দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। তারপরও আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে দোষারোপ করছেন, যা আমার সৃষ্টির আগেই আমার তাকদীরে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'বার বলেছেন, এ বিতর্কে আদম আ. মূসা আ.-এর উপর জয়ী হন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের শেষ অংশের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৪, পৃঃ সামনে ঃ ৬৯২ - ৯৩, ৯৭৯, ১১১৯ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী রহ. এই হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত মূসা আ. এর জন্য হযরত আদম আ. এর সাক্ষ্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মনোনীত করেছেন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ. عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَالَ " عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ فَقِيلَ هٰذَا مُوسٰى فِي قَوْمِهِ "

সহজ তরজমা

৩১৮৪. মুসাদ্দাদ রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আমাদের সামনে আসলেন এবং বললেন, আমার নিকট সকল নবীর উম্মতকে পেশ করা হয়েছিল। তখন আমি এক বিরাট দল দেখতে পেলাম, যা দিগন্ত ঢেকে ফেলেছিল। তখন বলা হলো, ইনি হলেন মূসা আ. তাঁর কাওমের সাথে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের শেষ অংশের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৪, পৃঃ সামনে ঃ ৮৫০, ৮৫৬, ৯৫৮, ৯৬৮ পৃঃ।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ} [التحريم: ١١]

إِلَى قَوْلِهِ {وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} (التحريم: ١٢)

২০৩৩. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী ঃ আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য আল্লাহ ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। আর মূলত ঃ সে অনুগত লোকদেরই একজন ছিল। (৬৬ঃ ১১-১২)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. عَنْ شُعْبَةَ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ. عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ. عَنْ أَبِي مُوسٰى. ﷺ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ. وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ. وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ. وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ ".

সহজ তরজমা

৩১৮৫. ইয়াহইয়া ইবনে জা'ফর রহ. .... আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম ব্যাতীত আর কেউ কামালিয়াত অর্জনে সক্ষম হয়নি। তবে আয়েশার মর্যাদা সব মহিলার উপর এমন, যেমন সারীদের (গোশতের ঝোলে ভিজা রুটির) মর্যাদা সর্ব প্রকার খাদ্যের উপর।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা امرأة فرعون দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আসিয়া আ.।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪৮৪ পৃঃ সামনে ঃ ৪৮৮, ৫৩২, ৮১৫ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ, তিরমিযি শরীফ ও নাসঈ শরীফেও রয়েছে।

উদ্দেশ্য ঃ এই শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো হযরত আসিয়া আ. এর আলোচনা করা। (ফাতহুল বারী)

হযরত আছিয়া আ. হলেন ফেরাউনের স্ত্রী। সূরায়ে তাহরীমের বর্ণিত আয়াতে কারীমায় হযরত আছিয়া আ. এর আলোচনা রয়েছে। আছিয়া বিনতে মাযাহিম আ. হলেন ঐ নেককার ভাগ্যবতী নারী, যিনি হযরত মূসা আ. কে সমুদ্র থেকে তুলে এনে লালন-পালন করেছিলেন। আর হযরত মূসা আ. যখন যাদুকরদের উপর বিজয় লাভ করলেন তখন তিনি হযরত মূসা আ. এর উপর ঈমান আনয়ন করলেন। বর্ণিত আছে যে, لما غلب موسى السحرة قالت اسيه امنت برب موسى وهارون الخ

অতঃপর যখন আল্লাহদ্রোহী ফেরাউন হযরত আছিয়া আ. এর ঈমান আনয়ন সম্পর্কে জানতে পারল, তখন জালিম ফেরাউন তাঁকে তপ্ত রৌদ্রে শয়ন করিয়ে তার দুনো হাত ও পাদ্বয়ে পেরেক ঠুকে দিল এবং তাঁর বুকের উপর ভারী প্রস্তরখণ্ড রেখে দেওয়ার নির্দেশ দিল। লোকেরা যখন পাথর নিয়ে তাঁর নিকটবর্তী হল, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই বলে দোআ করলেন যে رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله الخ হে পরওয়ারদিগার। আমার জন্য আপনার পাশে জান্নাতে একটি ঘর নির্মান করুন এবং ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে আমাকে মুক্তি দিন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দোআ কবুল হয়ে গেল এবং তাঁকে তাঁর জান্নাতী ঘর দেখানো হলো, যা মুতি দ্বারা নির্মিত ছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রুহ কবজ করে নিলেন, আর লোকেরা যখন তার উপর পাথর নিক্ষেপ করেছিল তখন তিনি জীবিত ছিলেন না। তাই তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপের কোন কষ্ট তিনি অনুভব করেননি।

ছারীদ ঃ ঐ খানাকে বলা হয় যা রুটি ও ঝোল দ্বারা তৈরী করা হয়। كمال দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো ঐ كمال যা বেলায়েত থেকে আরো আগে বেড়ে নবুয়ত পর্যন্ত পৌঁছেছে, তবে নবুয়ত নয়। এই ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন এই জন্য দেখা দিয়েছে যে, নারীদের থেকে অনেক ওলী অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু কোন নারী নবী হতে পারেনি, আর এটা সর্বজন স্বীকৃত মাসআলা। কিন্তু আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে ৬ জন নারী নবী ছিলেন নারী ৬ জন হলেন এই ১ হাওয়া আ., ২ সারা আ., ৩ মূসা আ. এর মাতা। তাঁর নামের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে কেউ বলেন يوخاند আবার কেউ বলেন اجاذخا। অন্য কেউ কেউ বলেন اباذخت। ৪ হাজেরা আ., ৫ আছিয়া আ., ৬ মারিয়াম আ.।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ {إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى} [القصص: الآيَةَ

২০৩৪. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী ঃ নিশ্চই কারূন ছিল মূসা আ.-এর সম্প্রদায় ভুক্ত। .... (২৮ ঃ ৭৬)

{لَتَنُوءُ} [القصص: ٧٦] : لَتُثْقِلُ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. " {أُولِي الْقُوَّةِ} [القصص: ٧٦] لاَ يَرْفَعُهَا الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ. يُقَالُ: {الْفَرِحِينَ} [القصص: ٧٦] : الْمَرِحِينَ. {وَيْكَأَنَّ اللَّهَ} [القصص: ٨٢] : مِثْلُ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ {يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ} [الرعد: ٢٦] : وَيُوَسِّعُ عَلَيْهِ وَيُضَيِّقُ "

সহজ তরজমা

لَتَنُوءُ অর্থ অবশ্যই কষ্টসাধ্য ছিল। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, একদল বলবান লোকও তার চাবিগুলো বহন করতে পারত না। বলা হয় الْفَرِحِينَ অর্থ দাম্ভিক লোকগুলো। وَيْكَأَنَّ اللَّهَ -- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ -এর ন্যায়, অর্থ তুমি দেখলে তো, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযক বেশী করে দেন, আর যাকে ইচ্ছা কম করে দেন...........(৩০ ঃ ৩৭)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কারূন: (قارون) قارون শব্দটি علم ও عجمه হওয়ার কারণে غير منصرف এটা তো কোরআন মাজীদ দ্বারাই প্রমাণিত যে, হযরত মূসা আ. এর ভ্রাতৃত্ব বনী ইসরাঈল থেকেই ছিল। তবে এখন কথা হলো যে, হযরত মূসা আ. এর সাথে তার আত্মীয়তার কী সম্পর্ক ? এ ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে একটি রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, قال ابن عباس ابن عمه অর্থাৎ সে তাঁর চাচাত ভাই ছিল। কারূন খুবই সুন্দর ছিল এবং সে তাওরাতের সবচেয়ে বড় হাফেয ও ক্বারী ছিল, কিন্তু সামেরীর মত সেও মুনাফিক ছিল। আর যেহেতু হযরত মূসা আ. ও হযরত হারুন আ. এর মত তার কোন পদবী ও সম্মান ছিল না, তাই হযরত মূসা আ. এর প্রতি তার হিংসা ছিল, ফলে সে হযরত মূসা আ. এর সাথে বিদ্রোহ করেছে। কারূন এত বেশী সম্পদের মালিক ছিল যে, তার সিন্দুকসমূহের চাবিগুলো একটি শক্তিশালী জামাতের বহন করতেও কষ্ট হয়ে যেতো।

لتنوء এর অর্থ হলো - لتثقل ভারী হতো। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন اولى القوة এর অর্থ হলো - শক্তিশালী শ্রমিকদের একটি দল তার চাবিগুলো বহন করতে পারতো না।

يقال الفرحين ঃ الفرحين এর অর্থ হলো - المرحين অর্থাৎ, অহংকারী।

ويكان الله এর অর্থ الم تر؟ অর্থাৎ তুমি কি দেখ না ? যে, আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছা রিযিকে সংকীর্ণতা দান করেন।

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا

২০৩৫. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শুআইবকে পাঠিয়েছিলাম। (১১ ঃ ৮৪)

إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ. لِأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ. وَمِثْلُهُ {وَاسْأَلِ القَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢] : وَاسْأَلْ {العِيرَ} [يوسف: ٧٠] : يَعْنِي أَهْلَ القَرْيَةِ وَأَهْلَ العِيرِ. {وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا} [هود: ٩٢] : لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ. يُقَالُ إِذَا لَمْ يَقْضِ حَاجَتَهُ: ظَهَرْتَ حَاجَتِي وَجَعَلْتَنِي ظِهْرِيًّا. قَالَ: الظِّهْرِيُّ أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وِعَاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ. مَكَانَتُهُمْ وَمَكَانُهُمْ وَاحِدٌ. {يَغْنَوْا} [الأعراف: ٩٢] : يَعِيشُوا. {تَأْسَ} [المائدة: ٢٦] : تَحْزَنْ {آسَى} [الأعراف: ٩٣] : أَحْزَنُ " وَقَالَ الحَسَنُ: {إِنَّكَ لَأَنْتَ الحَلِيمُ} [هود: ٨٧] يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (لَيْكَةُ) الأَيْكَةُ. {يَوْمِ الظُّلَّةِ} [الشعراء: ١٨٩] : إِظْلاَلُ الغَمَامِ العَذَابَ عَلَيْهِمْ

https://e-ilm.weebly.com/

إِلَى مَدْيَنَ অর্থাৎ মাদইয়ানবাসীদের প্রতি। কেননা মাদইয়ান একটি জনপদ। যেমন وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ --وَاسْأَلِ الْعِيرَ অর্থাৎ জনপদবাসী ও যাত্রীদল। وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا অর্থাৎ তোমরা তার প্রতি ফিরে তাকাওনি। যখন কারোও কোনো প্রয়োজন পুরা না করবে, তখন বলা হয় - তুমি আমার প্রয়োজন পিছনে ফেলে রেখেছ। অথবা তুমি আমার প্রতি ফিরে তাকাওনি। الظِّهْرِيُّ অর্থ তুমি তোমার সাথে কোন বাহন অথবা বাসন রাখতে যার দ্বারা তুমি উপকৃত হবে। مَكَانَتُهُمْ وَمَكَانُهُمْ- একই অর্থ। يَغْنَوْا- অর্থ জীবন যাপন। تَأْسَ- অর্থ চিন্তিত হওয়া آسَى- অর্থ দুঃখিত হবো। হাসান রহ. বলেন, إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ (অর্থাৎ তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু ও সদাচারী। (১১ ঃ ৮৭) এখানে কাফিররা ঠাট্টাচ্ছলে বলতো। আর মুজাহিদ রাহ. বলেন لَيْكَةَ মূলত ঃ الْأَيْكَةِ ছিল। يَوْمِ الظُّلَّةِ অর্থ- তাদের জন্য মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

২০৩৬. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী ঃ আর নিশ্চই ইউনুস রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন

إِلَى قَوْلِهِ: {وَهُوَ مُلِيمٌ} [الصافات: ١٤٢] " قَالَ مُجَاهِدٌ: " مُذْنِبٌ. المَشْحُونُ: المُوقَرُ. {فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} [الصافات: ١٤٣] الآيَةَ {فَنَبَذْنَاهُ بِالعَرَاءِ} [الصافات: ١٤٥] بِوَجْهِ الأَرْضِ {وَهُوَ سَقِيمٌ. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ} [الصافات: ١٤٦] مِنْ غَيْرِ ذَاتِ أَصْلٍ: الدُّبَّاءِ وَنَحْوِهِ {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ} . {وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ} [القلم: ٤٨]: كَظِيمٌ. وَهُوَ مَغْمُومٌ "

তখন তিনি নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। (৩৭ ঃ ১৩৯ -১৪২) মুজাহিদ রহ. বলেন, مُلِيمٌ অর্থ - অপরাধী। الْمَشْحُونَ অর্থ- বোঝাই নৌযান। (আল্লাহর বাণী) যদি তিনি পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করতেন .... (৩৭ ঃ ১৪৩) তার পর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং তিনি তখন রুগ্ন ছিলেন। পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদগত করলাম। (৩৭ ঃ ১৪৫-১৪৬)। الْعَرَاءُ অর্থ - যমীনের উপরিভাগ। يَقْطِينٍ অর্থ- কান্ডবিহিন তৃণলতা, যেমন লাউ গাছ ও তার সদৃশ। (মহান আল্লাহর বাণী) তাকে আমি এক লাখ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম এবং তারা ঈমান এনেছিল। ফলে আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দিলাম। (৩৭ ঃ ১৪৭-১৪৮) (মহান আল্লাহর বাণী) আপনি মাছের সাথীর ন্যায় অধৈর্য্য হবেন না। তিনি বিষাদাচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করছিলেন। (৬৮ঃ ৪৮)। كَظِيمٌ অর্থ- বিষাদাচ্ছন্ন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ أَبِي وَائِلٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ ". زَادَ مُسَدَّدٌ " يُونُسَ بْنِ مَتَّى ".

সহজ তরজমা

৩১৮৬. মুসাদ্দাদ রহ এবং আবু নু'আঈম রহ. .... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে যে, আমি (মুহাম্মদ ﷺ) ইউনুস আ. থেকে উত্তম। মুসাদ্দাদ রহ. বাড়িয়ে বললেন, ইউনুস ইবনে মাত্তা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৫পৃঃ সামনে ঃ ৪৮৫, ৬৬২, ৭০৯ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ নাসরুল বারী ৯ম খন্ড, ১৭১ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى " . وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ .

সহজ তরজমা

৩১৮৭. হাফস ইবনে উমর রহ. .... ইব্নে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কোন বান্দার জন্য এমন কথা বলা শোভনীয় নয় যে, নিশ্চয়ই আমি (মুহাম্মদ ﷺ) ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকে উত্তম। আর নবী ﷺ তাঁকে (ইউনুসকে) তাঁর পিতার দিকে সম্পর্কিত করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ . عَنِ اللَّيْثِ . عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ . عَنِ الأَعْرَجِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . قَالَ: بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ . أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ . فَقَالَ: لاَ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ . فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ . فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ . وَقَالَ: تَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ . وَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟ فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَبَا الْقَاسِمِ . إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا . فَمَا بَالُ فُلاَنٍ لَطَمَ وَجْهِي . فَقَالَ: لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ» فَذَكَرَهُ . فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ . ثُمَّ قَالَ " لاَ تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ . فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ . فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ . إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ . ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى . فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ . فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ . فَلاَ أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ . أَمْ بُعِثَ قَبْلِي . وَلاَ أَقُولُ: إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى

সহজ তরজমা

৩১৮৮. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকায়র রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ইয়াহূদী তার কিছু দ্রব্য সামগ্রী বিক্রির জন্য পেশ করছিল, তার বিনিময়ে তাঁকে এমন কিছু দেওয়া হলো যা সে পছন্দ করল না। তখন সে বললো, না ! সেই সত্তার কসম, যে মূসা আ.-কে মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। এ কথাটি একজন আনসারী (মুসলিম) শুনলেন, অতপর তার চেহারায় চড় মারলেন এবং বললেন, তুমি বলছো, সেই সত্তার কসম! যিনি মূসাকে মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন অথচ নবী ﷺ আমাদের মাঝে বিদ্যমান। তখন সে ইয়াহূদী লোকটি নবী ﷺ এর নিকট গেলো এবং বললো, হে আবুল কাসিম। নিশ্চয়ই আমার জন্য নিরাপত্তা এবং আহাদ রয়েছে অর্থাৎ আমি একজন যিম্মি। অতএব অমুক ব্যক্তির কি হলো, কি কারণে সে আমার মুখে চড় মারলো ? তখন নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুমি তার মুখে চড় মারলে ? আনসারী ব্যক্তি ঘটনাটি বর্ণনা করলো। তখন নবী ﷺ রাগান্বিত হলেন। এমনকি তার চেহারায় প্রকাশ পেল। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর নবীগণের মধ্যে কাউকে কারো উপর (অন্যকে হেয় করে) মর্যাদা দান করো না। কেননা কিয়ামতের দিন যখন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন আল্লাহ যাকে চাইবেন সে ব্যতিত আসমান ও যমীনের বাকী সবাই বেহুশ হয়ে যাবে। তারপর দ্বিতীয়বার তাতে ফুঁক দেওয়া হবে। তখন সর্বপ্রথম আমাকেই উঠানো হবে। তখনই আমি দেখতে পাব মূসা আ. আরশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, তূর পর্বতের ঘটনার দিন তিনি যে বেহুশ হয়েছিলেন, এটা কি তারই বিনিময়, না আমারই আগে তাঁকে উঠানো হয়েছে ? আর আমি এ কথাও বলি না যে, কোন ব্যক্তি ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের শেষাংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৫ পৃঃ।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা স্বীয় جامع এর মধ্যে এবং ইবনু আবিদ্দুনিয়া كتاب البعث এর মধ্যে হযরত ওমর ইবনে দিনার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর রাঃ ইয়াহুদিকে থাপ্পর মেরেছিলেন। অতএব, এখানে انصار এর আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য, অর্থাৎ রাসূল ﷺকে সাহায্যকারী।

قوله : لاتفضلوا بين انبياء الله অর্থাৎ তোমার একজন নবীকে অন্যজনের উপর এমনভাবে প্রাধান্য দিও না, যাতে করে অন্যজনের প্রতি অনাস্থা বুঝে আসে। কিন্তু অন্যান্য নস দ্বারা যেহেতু একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, রাসূল ﷺ সকল নবীদের সর্দার, তাই রাসূল ﷺকে সকল নবীগণের শ্রেষ্ট নবী বলা জায়েয, তবে অত্যন্ত আদব ও সতর্কতার সাথে বলতে হবে, যাতে অন্য কোন নবীর প্রতি হেয়তা ও তুচ্ছতা প্রদর্শন না হয়। সত্ত্বাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্ব সয়ং কোরআন দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী- ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. بنى اسرائيل

নোট ঃ আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য– ফাতহুল বারী কিংবা হাশিয়ায়ে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৪ পৃঃ দেখুন। অথবা ' নাসরুল বারী ' ৯ম খন্ড, ২২৭ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى"

সহজ তরজমা

৩১৮৯. আবুল ওয়ালিদ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কোন বান্দার পক্ষেই এ কথা বলা শোভনীয় নয় যে, আমি (মুহাম্মদ) ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৫ পৃঃ সামনে ৬৬২, ৬৬৬, ৭০৯ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত জানতে নাসরুল বারী ৯ম খন্ড - ৭৭১ পৃঃ দেখুন।

بَابُ {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ

........الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ} [الأعراف: ١٦٣] يَتَعَدَّوْنَ يُجَاوِزُونَ فِي السَّبْتِ {إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا} [الأعراف: ١٦٣] شَوَارِعَ. {وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ} [الأعراف: ١٦٣]- إِلَى قَوْلِهِ {كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} [البقرة: ٦٥] {بَئِيسٍ} [الأعراف: ١٦٥] شَدِيدٌ

২০৩৭. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী ঃ আর তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞসা কর। যখন তারা শনিবারে সীমালংঘন করতো। يَعْدُونَ অর্থ সীমালংঘন করতো। সমুদ্রের মাছগুলো শনিবার উদযাপনের দিন পানির উপর ভেসে তাদের নিকট আসতো। شُرَّعًا অর্থ পানিতে ভেসে আর যেদিন তারা শনিবার উদযাপন করতো না ..... মহান আল্লাহর বাণী : خَاسِئِينَ পর্যন্ত। بَئِيسٍ شَدِيدٌ ঘৃণিত - ভীষণ অপদস্থ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আয়লার ইয়াহুদিদের অবাধ্যতা ও তাদের বানর হয়ে যাওয়া ঃ

জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে - চেহারা বিকৃতির ঘটনা আয়লাবাসীর সাথেই ঘটেছিল। আয়লা নামক বস্তী মক্কা ও মিশরের মাঝামাঝি হাজীগণের রাস্তায় পড়ে। ইয়াহুদিদের ধর্মে সম্মানীত, বরকতময় ও ইবাদাতের দিন

https://e-ilm.weebly.com/

ছিল শনিবার, আর সেদিন শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল, এমনকি সেদিন মাছ ধরাও নিষেধ ছিল। কিন্তু ইয়াহুদিদের জন্য সমস্যা এই ছিল যে, শনিবার দিন মাছগুলো পানিতে ভেসে ভেসে তীরের কাছে ঘুরাঘুরি করতো, কিন্তু এই দিন ব্যতিত অন্য কোন দিন মাছ দৃষ্টিগোচর হতো না। তাই লোকেরা একটি কৌশল অবলম্বন করল যে,তারা নদীর পাশে একটি ছোট হাউজ খনন করল এবং পানি ও মাছ আসার জন্য শনিবার রাতে নদী থেকে একটি নালা কেটে দিত। অতঃপর যখন শনিবার দিন হতো, তখন পানির ঢেউয়ের সাথে মাছও হাউজের মধ্যে চলে আসত, পরবর্তীতে তারা সেই মাছ রবিবারে শিকার করত।

মাছ শিকারের ব্যাপারে তারা (আয়লাবাসী) তিন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একটি দল নিজেরা মাছ ধরত না বা কোন কৌশল অবলম্বন করতো না এবং অন্যাদেরকেও তা থেকে নিষেধ করতো। দ্বিতীয় দল- নিজেরা তো মাছ ধরার জন্য কোন কৌশল অবলম্বন করতো না, তবে যারা মাছ ধরত তাদেরকে নিষেধ করতো না। তৃতীয় দল- তারা নিষেধ অমান্য করে সেই বর্ণিত কৌশল অবলম্বন করে মাছ ধরত।

পরিশেষে সবাই এই তৃতীয় গ্রুপকে বয়কট করল এমনকি তাদের থেকে বাসস্থান (ঘর) পর্যন্ত পৃথক করে নিল। অত:পর যারা মাছ ধরত হযরত দাউদ আ. তাদের উপর লানত করলেন। ফলে আল্লাহ তাআলার আযাব অবতীর্ণ হলো এবং তারা বানরে পরিণত হয়ে গেলো। এ ব্যাপারে আরো অভিমত রয়েছে। والله اعلم,

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا}

الزُّبُرُ: الْكُتُبُ، وَاحِدُهَا زَبُورٌ. زَبَرْتُ كَتَبْتُ. {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ} قَالَ مُجَاهِدٌ: سَبِّحِي مَعَهُ {وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ} [سبأ: ١١] الدُّرُوعَ. {وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ} [سبأ: ١١] الْمَسَامِيرِ وَالْحَلَقِ، وَلاَ يُدِقَّ الْمِسْمَارَ فَيَتَسَلْسَلَ، وَلاَ يُعَظِّمْ فَيَفْصِمَ أَفْرِغْ أَنْزِلْ بَسْطَةً زِيَادَةً وَفَضْلًا.

২০৩৮. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আমি দাউদকে 'যাবুর' দিয়েছি। (১৭ : ৫৫) الزُّبُرُ কিতাবসমূহ। তার একবচন زَبُورٌ আর زَبَرْتُ -আমি লিখেছি। আর আমি আমার পক্ষ থেকে দাউদকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলাম। যে পর্বত। তাঁর সাথে মিলে আমার তাসবীহ পাঠ কর। মুজাহিদ রহ. বলেন, তার সাথে তাসবীহ পাঠ কর। سَابِغَاتٍ -লৌহবর্মসমূহ। আর এ নির্দেশ আমি পাখীকেও দিয়েছিলাম। আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। তুমি লৌহবর্ম তৈরী করতে সঠিক পরিমাপের প্রতি লক্ষ রেখো। السَّرْدِ পেরেক ও কড়াসমূহ। পেরেক এমন ছোট করে তৈরী করোনা যাতে তা ঢিলে হয়ে যায়। আর এতো বড় করোনা, যাতে বর্ম ভেঙ্গে যায়। أَفْرِغْ অর্থ- অবতীর্ণ করা। بَسْطَةً অর্থ -বেশী ও সমৃদ্ধ। (সূরা সাবা : ১০-১১)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْقُرْآنُ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ، وَلاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

সহজ তরজমা

৩১৯০. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, দাউদ আ.-এর পক্ষে কুরআন (যাবুর) তিলাওয়াত সহজ করে দেয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর যানবাহনের পশুর উপর গদি বাঁধার আদেশ করতেন, তখন তার উপর গদি বাধা হতো। তারপর তাঁর যানবাহনের পশুটির উপর গদি বাঁধার পূর্বেই তিনি যাবুর তিলাওয়াত করে শেষ করে ফেলতেন। তিনি নিজ হাতে উপার্জন করেই খেতেন। মূসা ইবনে উকবা রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৫ পৃঃ সামনে ঃ ৬৮৫ পৃঃ

সহজ তাশরীহ ঃ এত তাড়াতাড়ি খাবুর পাঠ করাটা হযরত দাউদ আ. এর মুজিযা ছিল। আল্লামা আইনী রহ. বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোন কোন বান্দার জন্য যামানাকে সংকুচিত করে দেন যেমন ঃ স্থানের দূরত্বকে। আর হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, ان البركة قد تقع فى الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير

নোট ঃ আরো বিস্তারিত জানার জন্য উমদাতুল ক্বারী দেখুন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَهُ وَأَبَا، سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِّي أَقُولُ وَاللهِ لأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ وَاللهِ لأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ" قُلْتُ قَدْ قُلْتُهُ قَالَ "إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذٰلِكَ. فَصُمْ وَأَفْطِرْ. وَقُمْ وَنَمْ. وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ" فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ". قَالَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ "فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا. وَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ. وَهُوَ عَدْلُ الصِّيَامِ". قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ".

সহজ তরজমা

৩১৯১. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকায়র রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানান হলো যে, আমি বলছি, আল্লাহ্র কসম ! আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন অবশ্যই আমি বিরামহীনভাবে দিনে সাওম পালন করবো এবং রাতে ইবাদতে রত থাকবো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিই কি বলেছো, 'আল্লাহর কসম, আমি যতদিন বাঁচবো, ততদিন দিনে সাওম পালন করবো এবং রাতে ইবাদাত রত থাকবো? আমি আরয করলাম, আমিই তা বলছি। তিনি বললেন, সেই শক্তি তোমার নেই। কাজেই সাওমও পালন কর, ইফ্তারও কর অর্থাৎ বিরতি দাও। রাতে ইবাদাতও কর এবং ঘুম যাও। আর প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। কেননা প্রতিটি নেক কাজের কমপক্ষে দশগুণ সাওয়াব পাওয়া যায় আর এটা সারা বছর সাওম পালন করার সমান। তখন আরয করলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এর চেয়েও বেশী সাওম পালন করার ক্ষমতা রাখি। তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি একদিন সাওম পালন কর আর দু'দিন ইফ্তার কর অর্থাৎ বিরতি দাও। তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এর চেয়েও অধিক পালন করার শক্তি রাখি। তখন তিনি বললেন, তাহলে একদিন সাওম পালন কর আর একদিন বিরতি দাও। এটা দাউদ আ.-এর সাওম পালনের পদ্ধতি। আর এটাই সাওম পালনের উত্তম পদ্ধতি। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি এর চেয়েও বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন, এর চেয়ে অধিক কিছু নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের صيام داؤد عليه الصلوة والسلام

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৫ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৫৪, ২৬৫, ২৬৬, পৃঃ সামনে ঃ ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৮৩, ৯০৫, ৯২৮ পৃঃ।

উদ্দেশ্য ঃ এই হাদিসে ভারসাম্যতা তথা মধ্যমপন্থার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকো, দ্বীনের ব্যপারে বাহাদুরী করো না ক্লান্ত হয়ে যাবে, পরাজিত হয়ে যাবে, শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। والله اعلم

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَلَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ " . فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ " فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَنَفِهَتِ النَّفْسُ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ ـ أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ " . قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ بِي ـ قَالَ مِسْعَرٌ يَعْنِي ـ قُوَّةً . قَالَ " فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى " .

সহজ তরজমা

৩১৯২. খাল্লাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি অবহিত হইনি যে, তুমি রাত ভর ইবাদাত কর এবং দিন ভর সাওম পালন কর। আমি বললাম, হাঁ। (খবর সত্য) তিনি বললেন, যদি তুমি এরূপ কর; তবে তোমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাবে এবং দেহ অবসন্ন হয়ে যাবে। কাজেই প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। তাহলে তা সারা বছরের সাওমের সমতুল্য হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি আমার মধ্যে আরো বেশী পাই। মিসআর রহ বলেন, এখানে শক্তি বুঝানো হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি দাউদ আ.-এর পদ্ধতিতে সাওম পালন কর। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন বিরত থাকতেন। আর শত্রুর সম্মুখীন হলে তিনি কখনও পলায়ন করতেন না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের صوم داود عليه الصلوة والسلام এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৫ - ৪৮৬ পৃঃ পূর্বে। ১৫৪, ১৫৫, ২৬৫, ২৬৬ পৃঃ সামনে ঃ ৭৫৫ পৃঃ।

بَابٌ: أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ عَلِيٌّ: وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ: مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا

২০৩৯. পরিচ্ছেদ : দাউদ আ. এর পদ্ধতিতে সালাত আদায় এবং তাঁর পদ্ধতিতে সাওম পালন আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়। তিনি রাতের প্রথমার্ধে ঘুমাতেন আর এক-তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন এবং বাকী ষষ্ঠাংশে ঘুমাতেন। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন বিরতি দিতেন। আলী (ইবনে মদীনী) রহ. বলেন, এটাই আয়েশা রাযি. এর কথা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা সাহরীর সময় আমার কাছে নিদ্রায় থাকতেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ

সহজ তরজমা

৩১৯৩. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় সাওম হলো দাউদ আ.-এর পদ্ধতিতে সাওম পালন করা। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন বিরতি দিতেন। আল্লাহর কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় সালাত হলো দাউদ আ.-এর পদ্ধতিতে (নফল) সালাত আদায় করা। তিনি রাতের প্রথমার্ধে ঘুমাতেন, রাতের এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে (নফল) সালাত আদায় করতেন আর বাকী ষষ্ঠাংশ আবার ঘুমাতেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হলো এভাবে যে, হাদিস ও শিরোনাম দুনোটা একই বিষয়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৬ পৃঃ পূর্বে ঃ ২৫২ পৃঃ।

بَابُ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ

إِلَى قَوْلِهِ: {وَفَصْلَ الخِطَابِ} قَالَ مُجَاهِدٌ: "الفَهْمُ فِي القَضَاءِ. {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الخَصْمِ} إِلَى {وَلاَ تُشْطِطْ}: لاَ تُسْرِفْ. {وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً} يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ نَعْجَةٌ، وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا شَاةٌ. (وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا) مِثْلُ (وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاءُ) ضَمَّهَا. {وَعَزَّنِي} غَلَبَنِي، صَارَ أَعَزَّ مِنِّي، أَعْزَزْتُهُ جَعَلْتُهُ عَزِيزًا {فِي الخِطَابِ} يُقَالُ: المُحَاوَرَةُ. {قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الخُلَطَاءِ} الشُّرَكَاءِ. {لَيَبْغِي} إِلَى قَوْلِهِ {أَنَّمَا فَتَنَّاهُ} " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اخْتَبَرْنَاهُ» وَقَرَأَ عُمَرُ فَتَّنَّاهُ، بِتَشْدِيدِ التَّاءِ {فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ}

২০৪০. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী ঃ এবং স্মরণ কর আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদ আ.-এর কথা, নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী ছিলেন। .... ফায়সালাকারী বাগ্মিতা (৩৮ ঃ ১৭-২০)। মুজাহিদ রহ. বলেন, وَفَصْلَ الخِطَابِ; অর্থ বিচার -ফায়সালার সঠিক জ্ঞান। لاَ تُشْطِطْ; অবিচার করবে না। (আল্লাহর বাণী) আমাদের সঠিক পথ নির্দেশ করুন। এ আমার ভাই, তার আছে নিরান্নব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। نَعْجَةٌ তাকে এবং বকরী উভয়কে বলা হয়ে থাকে - সে বলে আমার যিম্মায় এটি দিয়ে দাও। এ বাক্য وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاءُ; এর মত অর্থাৎ যাকারিয়া তার যিম্মায় মারইয়ামকে নিয়ে নিলেন। وَعَزَّنِي الخِطَابِ -অর্থ কথা-বাক্যালাপ। (আল্লাহর বাণী) দাউদ বলল তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলির সংগে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি যুলুম করেছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে। (৩৮ ঃ ২৪) خُلَطَاء অর্থ শরীকগণ فَتَنَّاهُ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এর অর্থ পরীক্ষা করলাম। উমর রাযি. فَتَنَّاهُ শব্দে تَاء হরফে তাশদীদ দিয়ে পাঠ করেছেন। (আল্লাহর বাণী) তারপর সে রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও তার অভিমুখী হল (৩৮ ঃ ২৪)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত দাউদ আ. এর ঘটনা ঃ

ঘটনাটি হলো এই যে, হযরত দাউদ আ. এর (৯৯) নিরানব্বই জন স্ত্রী ছিল, এরপরও অন্য একজন সুন্দর মহিলা দেখে মনে মনে ভাবলেন যে, এই মহিলাটি যদি আমার হতো তাহলে খুব ভাল হতো। ভাবনা অনুযায়ী হযরত দাউদ আ. ঐ মহিলার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন, আর তখন অন্য একজন মুসলমান ব্যক্তি ঐ মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল। হযরত দাউদ আ. এর কাজটি শরীয়তের দৃষ্টিকোণে গুরুতর অন্যায় না হলেও, অবশ্য নবুওয়াতের শানের বিরোধ ছিল। তাই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁকে সর্তক করে দেওয়া হয়েছে আর তা এভাবে যে, দুইজন ফেরেস্তা বাদী ও বিবাদী সেজে তাঁর দরবারে হাজির হলেন এবং বলেন যে, আমরা দুপক্ষ, আমাদের একজন অন্যজনের উপর বাড়াবাড়ি করেছি, তাই আমাদের মাঝে ন্যায় ফয়সালা করে দিন যে, ঐ ভাইয়ের (৯৯) নিরানব্বই জন স্ত্রী আছে, আর আমার মাত্র একজন। এখন সে বলতেছে যে, তোমার একজন আমাকে দিয়ে দাও। ইহা শুনে হযরত দাউদ আ. বলেন তার চাওয়াটা জুলুম। হযরত দাউদ আ. এর

https://e-ilm.weebly.com/

একথা শুনে উভয় ফেরেস্তা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এতেই হযরত দাউদ আ. সর্তক হয়ে গেলেন এবং বুঝতে পারলেন যে এটা আমার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ ছিল। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। আল্লামা কাস্তালানী রহ. বলেন মুফাসসীরীনগণ যেসকল রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন এবং ঘটনাকে ওয়াজ হিসাবে বর্ণনা করেন যে, হযরত দাউদ আ. একজন সুন্দরী মহিলা দেখতে পেলেন এবং তার আশেক হয়ে গেলেন। এই রকম রেওয়ায়াত ভুল, ইসরাঈলী মতবাদ। والله اعلم,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ سَمِعْتُ الْعَوَّامَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَسْجُدُ فِي ص فَقَرَأَ {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ} حَتَّى أَتَى {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} فَقَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ.

সহজ তরজমা

৩১৯৪. মুহাম্মদ রহ. .... মুজাহিদ রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা কি সূরা ছোয়াদ পাঠ করে সিজদা করবো ? তখন তিনি وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ الخ থেকে فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ পর্যন্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। এরপর ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, নবী ﷺ ঐ মহান ব্যক্তিদের একজন, যাঁদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। (৬:৮৪-৯০১)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের ومن ذريته داؤد এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪৮৬ পৃঃ সামনে : ৬৬৬, ৭০৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ لَيْسَ {ص} مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا.

সহজ তরজমা

৩১৯৫. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা ছোয়াদের সিজদা অত্যাবশ্যকীয় নয়। কিন্তু আমি নবী ﷺ কে এ সূরায় সিজদা করতে দেখেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : এ হাদিসটিকে পূর্বোক্ত হাদিসের পরে উল্লেখ করার কারণ হলো যে, উভয় হাদিসে সূরায়ে সোয়াদ এর সেজদার কথা উল্লেখ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪৮৬ পৃঃ পূর্বে : ১৪৬ পৃঃ।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৪র্থ খণ্ড ২৮৮ পৃঃ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} اَلرَّاجِعُ الْمُنِيبُ"

২০৪১. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : এবং দাউদকে সুলায়মান দান করলাম (পুত্র হিসাবে) তিনি ছিলেন উত্তম বান্দা এবং অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। (৩৮ ঃ ৩০ اَلْأَوَّابُ অর্থ গোনাহ থেকে ফিরে যে আল্লাহ অভিমুখী হয়।

وَقَوْلِهِ {هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} وَقَوْلِهِ: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} [البقرة: ١٠٢] {وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القِطْرِ} [سبأ: ١٢] أَذَبْنَا لَهُ عَيْنَ الحَدِيدِ {وَمِنَ الجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ} [سبأ: ١٢] إِلَى قَوْلِهِ {مِنْ مَحَارِيبَ} [سبأ: ١٣] "قَالَ مُجَاهِدٌ: بُنْيَانٌ مَا دُونَ القُصُورِ {وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ} [سبأ: ١٣]: كَالحِيَاضِ لِلْإِبِلِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "كَالْجَوْبَةِ مِنَ الأَرْضِ {وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ المَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الأَرْضِ}: الأَرَضَةُ {تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ} [سبأ: ١٤]. عَصَاهُ. {فَلَمَّا خَرَّ} [سبأ: ١٤]- إِلَى قَوْلِهِ {فِي العَذَابِ المُهِينِ} [سبأ: ١٤] {حُبَّ الخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي} {فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ}: يَمْسَحُ أَعْرَافَ الخَيْلِ وَعَرَاقِيبَهَا. {الأَصْفَادُ} [إبراهيم: ٤٩] الوَثَاقُ "قَالَ مُجَاهِدٌ: " {الصَّافِنَاتُ} صَفَنَ الفَرَسُ: رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى طَرَفِ الحَافِرِ. {الجِيَادُ} السِّرَاعُ. {جَسَدًا} [الأعراف: ١٤٨]: شَيْطَانًا. {رُخَاءً}: طَيِّبَةً {حَيْثُ أَصَابَ}: حَيْثُ شَاءَ. {فَامْنُنْ} أَعْطِ {بِغَيْرِ حِسَابٍ} [البقرة: ٢١٢]: بِغَيْرِ حَرَجٍ"

মহান আল্লাহর বাণী : ""সুলায়মান আ. দু'আ করলেন) হে আল্লাহ! আমাকে দান করুন এমন রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়। (৩৮ ঃ ৩৫) মহান আল্লাহর বাণী ঃ আর ইয়াহুদীরা তাই অনুসরণ করত যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানেরা আবৃত্তি করতো। (২ ঃ ১০২) মহান আল্লাহর বাণী ঃ আমি বায়ুকে সুলায়মানের অধীন করে দিলাম যা সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আর আমি তার জন্য বিগলিত তামার এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম। أَسَلْنَا অর্থ বিগলিত করে দিলাম عَيْنَ الْقِطْرِ অর্থ লোহার প্রস্রবণ -আ কতক জ্বিন তাঁর রবের নির্দেশে তার সামনে কাজ করতো। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, তাকে জলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব। জ্বিনেরা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ তৈরী করত। মুজাহিদ রহ. বলেন, مَحَارِيبَ অর্থ বড় দালানের তুলনায় ছোট ইমারত-ভাস্কর্য শিল্প প্রস্তুত করতো, আর হাউস সদৃশ বৃহদাকার রান্না করার পাত্র তৈরী করতো - যেমন উটের জন্য হাওয থাকে। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, যেমন যমীনে গর্ত থাকে। আর তৈরী করত বিশাল বিশাল ডেকচি যা সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত। হে দাউদের পরিবার আমার কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ কর। আর আমার বান্দাগণের মধ্যে অল্পই শুকুর গুযারী করে। (৩৪ ঃ ১২-১৩) إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ কেবল মাটির পোকা অর্থাৎ উই পোকা যা তার (সুলায়মানের) লাঠি খেতেছিল। مِنْسَأَتَهُ তার লাঠি। فَلَمَّا خَرَّ যখন সে (সুলায়মান) পড়ে গেল إِلَى قَوْلِهِ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে। (৩৪ ঃ ১৪) মহান আল্লাহর বাণী ঃ সম্পদের মোহ আমার রবের স্মরণ থেকে - আয়াতংশে عَنْ - অর্থ - مِنْ - فَطَفِقَ مَسْحًا – অর্থ তিনি (সুলায়মান আ.) ঘোড়াগুলোর গর্দানসমূহ ও তাদের হাটুর নলাসমূহ কাটতে লাগলেন। اَلْأَصْفَادُ- অর্থ, শৃঙ্খলসমূহ। মুজাহিদ রহ. বলেন, اَلصَّافِنَاتُ - অর্থ, দৌড়ের জন্য প্রস্তুত ঘোড়াসমূহ। এ অর্থ – صَفَنَ الْفَرَسُ থেকে গৃহীত। ঘোড়া যখন দৌড়ের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এক পা উঠিয়ে অন্য পায়ের খুরার উপর দাঁড়িয়ে যায়, তখন এ বাক্য বলা হয়। اَلْجِيَادُ - অর্থ, দ্রুতগামী। جَسَدًا – শয়তান رُخَاءً - উত্তম حَيْثُ أَصَابَ - যেখানে ইচ্ছা - فَامْنُنْ - দান কর بِغَيْرِ حِسَابٍ দ্বিধাহীনভাবে। (৩৮ ঃ ৩১-৩৮)

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلاَتِي. فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ. فَأَخَذْتُهُ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا". عِفْرِيتٌ مُتَمَرِّدٌ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جَانٍّ. مِثْلُ زِبْنِيَةٍ جَمَاعَتُهَا الزَّبَانِيَةُ.

সহজ তরজমা

৩১৯৬. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, একটি অবাধ্য জ্বিন এক রাতে আমার সালাতে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসল। আল্লাহ্ আমাকে তাঁর উপর ক্ষমতা প্রদান করলেন। আমি তাঁকে পাকড়াও করলাম এবং মসজিদের একটি খুটির সঙ্গে বেঁধে রাখার মনস্থ করলাম, যাতে তোমরা সবাই সচক্ষে তাঁকে দেখতে পাও। তখনই আমার ভাই সুলায়মান আ.-এর দু'আটি আমার মনে পড়লো। "হে আমার রব ! আমাকে ক্ষমা করুণ এবং আমাকে দান করুন এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমার পরে আমি ছাড়া কেউ না হয়।" (৩৮:৩৫) এরপর আমি জ্বিনটিকে ব্যর্থ এবং অপমানিত করে ছেড়ে দিলাম। জ্বিন অথবা ইনসানের অত্যন্ত পিশাচ ব্যক্তিকে ইফ্রীত বলা হয়। ইফ্রীত ও ইফ্রীয়াতুন যিব্নীয়াতুন-এর ন্যায় একবচন, যার বহুবচন যাবানিয়াতুন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪৮৬, ৪৮৭ পৃঃ পূর্বে : ৬৬, ১৬১, ৪৬৪, পৃঃ সামনে : ৭১০ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড ২৮৫ পৃঃ।

তাশরীহ : প্রশ্ন উত্তর সহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ৩য় খণ্ড ৪৬ - ৪৭ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَلَمْ يَقُلْ. وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلاَّ وَاحِدًا سَاقِطًا إِحْدَى شِقَّيْهِ" فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ". قَالَ شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ "تِسْعِينَ". وَهُوَ أَصَحُّ.

সহজ তরজমা

৩১৯৭. খালিদ ইবনে মাখলাদ রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, সুলায়মান ইবনে দাউদ আ. বলেছেন, আজ রাতে আমি আমার সত্তর জন্য স্ত্রীর নিকট যাব। প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে আশারোহী যোদ্ধা গর্ভধারণ করবে। এরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন তাঁর সাথী বললেন, ইন্শা আল্লাহ (বলুন)। কিন্তু তিনি (মুখে) তা বলেন নি। এরপর একজন স্ত্রী ব্যতীত কেউ গর্ভধারণ করলেন, না। সে যাও এক (পুত্র) সন্তান প্রসব করলেন। তাও তার এক অঙ্গ ছিল না। নবী ﷺ বললেন, তিনি যদি 'ইন্শা আল্লাহ্' মুখে বলতেন, তাহলে (সবগুলো সন্তানই জন্ম নিত এবং) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতো । শু'আয়ব এবং আবূ যিনাদ রহ এখানে নব্বই জন্য স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন আর এটাই সঠিক বর্ণনা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৭ পৃঃ পূর্বে ৩৯৫ পৃঃ সামনে ঃ ৭৮৮, ৯৮২, ৯৯৪, ১১১৩ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ৭ম খণ্ড, ১৭৬৬ নং বাব ও নাসরুল মুনঈম :২৯৪ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ قَالَ " الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ". قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى ". قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ " أَرْبَعُونَ ". ثُمَّ قَالَ " حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ، وَالأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ ".

সহজ তরজমা

৩১৯৮. উমর ইবনে হাফস রহ. .... আবূ যার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি বললাম, এ দু'য়ের নির্মাণের মাঝখানে কত ব্যবধান ? তিনি বললেন, চল্লিশ (বছরের)১ (তারপর তিনি বললেন,) যেখানেই তোমার সালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি সালাত আদায় করে নিবে। কেননা, পৃথিবীটাই তোমার জন্য মাসজিদ।

১. এ চল্লিশ বছরের ব্যবধান মূল ভিত্তি স্থাপনে; পুনর্নির্মাণে নয়। ইব্রাহীম আ. ও সুলায়মান আ. যথাক্রমে মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসার পুনর্নির্মাণ করেছেন মাত্র। মূল ভিত্তি স্থাপন করেছেন, আদম আ.।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের ثم المسجد الاقصى এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা মাসজিদুল আকসা হযরত সুলায়মান আ. নির্মাণ করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৭৭ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ تَقَعُ فِي النَّارِ ". وَقَالَ " كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا. فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ. فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةُ.

সহজ তরজমা

৩১৯৯. আবুল ইয়ামান রাযি. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, আমার ও অন্যান্য মানুষের উপমা হলো এমন যেমন কোন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাল এবং তাতে পতঙ্গ এবং কীটগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে পড়তে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দু'জন মহিলা ছিল। তাদের সঙ্গে দু'টি সন্তানও ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের ছেলে নিয়ে গেল। সাথের একজন মহিলা বললো, ''না, বাঘে তোমার ছেলেটি নিয়ে গেছে।'' তারপর উভয় মহিলাই দাউদ আ.-এর নিকট এ বিরোধ মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হলো। তখন তিনি ছেলেটির বিষয়ে বয়স্কা মহিলাটির পক্ষে রায় দিলেন। তারপর তারা উভয়ে

https://e-ilm.weebly.com/

(বিচারালয় থেকে) বেরিয়ে দাউদ আ.-এর পুত্র সুলায়মান আ.-এর কাছ দিয়ে যেতে লাগল এবং তারা উভয়ে তাঁকে ঘটনাটি জানাল। তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা আমার কাছে ছোরা আনয়ন কর। আমি ছেলেটিকে দু' টুকরা করে তাদের উভয়ের মধ্যে ভাগ করে দেই। এ কথা শুনে অল্প বয়স্কা মহিলাটি বলে উঠলো, তা করবেন না, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। ছেলেটি তারই। (এটা আমি মেনে নিচ্ছি।) তখন তিনি ছেলেটির ব্যাপারে অল্প বয়স্কা মহিলাটির পক্ষেই রায় দিলেন। আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম। ছোরা অর্থে السِّكِّين শব্দটি আমি ঐ দিনই শুনেছি। আর না হয় আমরা তো ছোরাকে مُدْيَةٌ ই বলতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের قال كانت امرتان الخ, এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা তাতে হযরত সুলায়মান আ. এর আলোচনা রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪৮৭ পৃঃ এই হাদিসটি সামনে ৯৬০ নং হাদিসের একটি অংশ। আর তা হলো قوله: كانت امرتان معهما ابناهما الخ সামনে : ১০০১ পৃঃ।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, হযরত দাউদ আ. কিসের ভিত্তিতে বড় মহিলার পক্ষে ফয়সালা দিয়েছিলেন ?

উত্তর : যেহেতু ছেলেটি বড় মহিলার কোলে ছিল, আর ছোট মহিলা এর বিপরীত কোন সাক্ষীও পেশ করতে পারেনি। তাই কব্জা বা হস্তগতকে মালিকানার দলীল বানিয়ে এরই উপর ভিত্তি করে হযরত দাউদ আ. ফয়সালা দিয়েছেন। আর এই দৃষ্টিকোণে ফয়সালা ন্যায়ের পক্ষেই ছিল। কিন্তু হযরত সুলায়মান আ. সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে জানতে পারলেন যে, এ বাচ্চাটি ছোট মহিলার।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

২০৪২. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই আমি লুকমানকে হিকমাত দান করেছি আর আমি তাঁকে বলেছি। শিরক এক মহা যুলম। (৩১ : ১২-১৩)

إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [لقمان: ١٨] {وَلَا تُصَعِّرْ} [لقمان: ١٨] الإِعْرَاضُ بِالْوَجْهِ

(মহান আল্লাহর বাণী :) হে আমার প্রিয় ছেলে? উহা (পাপ) যদি সরিষার দানা পরিমাণও ছোট হয় .... দাম্ভিককে। (৩১ : ১৬-১৮)। চেহারা ফিরায়ে অবজ্ঞা করো না।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَنَزَلَتْ {لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}

সহজ তরজমা

৩২০০. আবুল ওয়ালিদ রহ. .... আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াতে কারীমা নাযিল হলঃ যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ঈমানকে জুলুমের দ্বারা কলুষিত করে নি। (৬:৮২) তখন নবী ﷺ এর সাহাবাগণ বললেন, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, নিজের ঈমানকে জুলুমের দ্বারা কলুষিত করেনি ? তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করো না। কেননা শিরক হচ্ছে এক মহা জুলুম। (৩১:১৮)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাশরীহ ও অনুবাদ : অনুবাদ ও তাশরীহের জন্য নাসরুলবারী ১ম খণ্ড, ২৮৩ পৃঃ ৯ম খণ্ড, (সূরায়ে লোকমান এর তাফসীর) ৪৯৯ পৃঃ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَلْقَمَةَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. ﷺ. قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ. أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ " لَيْسَ ذَلِكَ. إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ. أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ {يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} ".

সহজ তরজমা

৩২০১. ইসহাক রহ. .... আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি লেন, যখন এ আয়াতে কারীমা নাযিল হলঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুমের দ্বারা কলুষিত করেনি। তখন তা মুসলমানদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। তারা আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে নিজের উপর যুল্ম করেনি ? তখন নবী ﷺ বললেন, এখানে অর্থ তা নয় বরং এখানে যুল্মের অর্থ হলো শিরক। তোমরা কি কুরআনে শুননি ? লুকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ প্রদানকালে কি বলেছিলেন ? তিনি বলেছিলেন, "হে আমার প্রিয় ছেলে ! তুমি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করো না। কেননা, নিশ্চয়ই শির্ক এক মহা জুলুম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নোট ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুলবারী ৯ম খণ্ড, ৪৯৯ পৃঃ। ১ম খণ্ড, ২৮৩ পৃঃ নাসরুল মুনঈম ঃ ১৬৪ পৃঃ দেখুন।

হযরত লোকমান আ. ঃ لقمان শব্দটি عجمه ও علم এই দুই গুণের কারনে غیر منصرف আল্লামা আইনী রহ. ইমামুল মাগাযী মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. থেকে নকল করেন যে, তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো এমন لقمان بن باعور بن ناخور بن تارخ وهوازر اب ابراهيم عليه الصلوة والسلام

আর হযরত মুকাতিল রহ. বলেন যে, তিনি হযরত আইয়ূব আ. এর ভাগিনা ছিলেন। আর কেউ কেউ বলেন তিনি হযরত আইয়ূব আ. এর মামাতো ভাই ছিলেন। আর ইবনে ইসহাক রহ. বলেন তিনি একহাজার বছর হায়াত পেয়েছিলেন। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অভিমত হলো যে তিনি নবী ছিলেন না, কিন্তু তিনি একজন পাক পবিত্র মুত্তাকী মানুষ ছিলেন। যাকে আল্লাহ তা'আলা অতি উচ্চমানের জ্ঞান বুদ্ধি ও বুঝশক্তি দান করেছিলেন। তিনি স্বীয় আকল দ্বারা নবীগণের বিধান ও হেদায়াত অনুযায়ী কথা বলতেন। তাঁর যৌক্তিক নসীহত এবং হিকমতপূর্ণ বক্তব্য মানুষদের নিকট প্রসিদ্ধ হয়েগিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর নসীহতের একাংশ কোরআনে উল্লেখ করে দিয়ে তাঁর মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

بَابُ {وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ} [يس: ١٣] الآيَةَ

{فَعَزَّزْنَا} [يس: ١٤]: قَالَ مُجَاهِدٌ شَدَّدْنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَائِرُكُمْ مَصَائِبُكُمْ

২০৪৩. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী ঃ আপনি তাদের নিকট এক জনপদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন। যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিলেন। ৩৬ ঃ ১৩) মুজাহিদ রহ. বলেন, فَعَزَّزْنَا অর্থ আমি শক্তিশালী করলাম। আর ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, طَائِرُكُمْ অর্থ তোমাদের বিপদসমূহ।

সহজ তাশরীহ ঃ ضرب অর্থ مثلا (দৃষ্টান্ত) কোন বিষয়কে সাব্যস্ত বা প্রমানিত করার জন্য এরকম কোন ঘটনা উপস্থাপন করার নামই ضرب

قرية অর্থাৎ আসে বস্তী দ্বারা কোন বস্তী উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে - জমহুর মুফাসসিরীনদের মতে এখানে এই বস্তী দ্বারা ইন্তাকিয়া শহর উদ্দেশ্য, যা শামের অর্ন্তগত একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম। কিন্তু হাফেয ইবনে কাছীর রহ. বলেন যে, আমার মতে এখানে বস্তী দ্বারা ইন্তাকিয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং পূর্বেকার কোন বস্তী উদ্দেশ্য। কিংবা এটাও হতে পারে যে, ইন্তাকিয়া নামেই অন্য আরেকটি বস্তী কিন্তু ইন্তাকিয়া নামে প্রসিদ্ধ বস্তী

https://e-ilm.weebly.com/

উদ্দেশ্য নয়। فتح المنان এর মুসান্নিফ রহ. হযরত ইবনে কাছীর রহ. এর এই প্রশ্নসমূহের উত্তরও দিয়েছেন। তবে সহজ ও পরিষ্কার কথা হলো যা হযরত হাকীমুল উম্মত আশ্রাফ আলী থানবী রহ. স্বীয় রচিত বয়ানুল কোরআন এ উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতে কারীমার বিষয়বস্তু বুঝার জন্য এই বক্তার পরিচয় নির্দিষ্টকরণ জরুরী নয়।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّاءَ. إِذْ نَادَى

২০৪৪. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী ঃ এ বর্ণনা হলো তাঁর বিশেষ বান্দা যাকারিয়ার প্রতি তোমার রবের রহমত দানের .... পূর্বে আমি এ নামে কারো নামকরণ করিনি। (১৯ ঃ ২-৭)

إِلَى قَوْلِهِ: {لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا} [مريم: ٧] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلًا. يُقَالُ: رَضِيًّا مَرْضِيًّا. (عُتِيًّا): عَصِيًّا. عَتَا: يَعْتُو. {قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا} [مريم: ٨] إِلَى قَوْلِهِ {ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا} [مريم: ١٠] وَيُقَالُ: صَحِيحًا {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} [مريم: ١١] فَأَوْحَى: فَأَشَارَ {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} [مريم: ١٢] إِلَى قَوْلِهِ {وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا} [مريم: ١٥]" {حَفِيًّا} [مريم: ٤٧]: لَطِيفًا. {عَاقِرًا} [مريم: ٥] الذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ"

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, سَمِيًّا অর্থ সমতুল্য। তেমন বলা হয় رَضِيًّا অর্থ مَرْضِيًّا পছন্দনীয়। عُتِيًّا অর্থ عَصِيًّا অর্থাৎ অবাধ্য عَتَا يَعْتُو থেকে গৃহীত। যাকারিয়া বললেন, হে আমার প্রতিপালক। কেনম করে আমার ছেলে হবে? আমার স্ত্রী তো বন্ধা? আর আমিও তো বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছি। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন হলো সুস্থ অবস্থায় তিন দিন কারো সাথে বাক্যালাপ করবে না। তারপর তিনি মিহরাব হতে বের হয়ে তাঁর কাউমের কাছে আসলেন, আর তাদের ইশারায় সকাল-সন্ধায় আল্লাহর মিহরাব হতে বের হয়ে তাঁর কাউমের কাছে আসলেন, আর তাদের ইশারায় সকাল-সন্ধায় আল্লাহর তাসবীহ পড়তে লাগলেন। فَأَوْحَى অর্থ, তারপর তিনি ইশারা করে বললেন। (আল্লাহ বললেন,) হে ইয়াহইয়া! এ কিতাব দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর। যে দিন তিনি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবেন। (১৯ ঃ ২-১৫) - حَفِيًّا - لَطِيفًا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অতিশয় অনুগ্রহশীল। عَاقِرًا (বন্ধা) শব্দটি পু. ও স্ত্রী উভয় লিঙ্গেই ব্যবহার হয়।

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ " ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ. قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ. قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا خَلَصْتُ. فَإِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ هٰذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا. فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَا مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ"

সহজ তরজমা

৩২০২. হুদাবা ইবনে খালিদ রহ. .... মালিক ইবনে সা'সাআ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ সাহাবাগণের কাছে মিরাজের রাত্রি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, অনন্তর তিনি (জিবরাঈল) আমাকে নিয়ে উপরে উঠলেন, এমনকি দ্বিতীয় আকাশে এসে পৌঁছলেন এবং দরজা খুলতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হলো কে ? উত্তর দিলেন, আমি জিবরাঈল। প্রশ্ন করা হলো। আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ বলা হল, তাকে কি অনুমতি দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর যখন আমি সেখানে পৌঁছলাম তখন দেখলাম সেখানে ইয়াহ্ইয়া এবং ঈসা আ.। তাদেরকে সালাম করুন। তখন আমি সালাম করলাম। তাঁরাও সালামের জবাব দিলেন। তারপর তাঁরা বললেন, নেক ভাই এবং নেক নবীর প্রতি মারহাবা।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা হযরত যাকারিয়া আ. এর ঘটনায় হযরত ইয়াহইয়া আ. এর কথা উল্লেখ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪৮৭, ৪৮৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৫৫, পৃঃ সামনে ৫৪৮, ৮৩৯ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ মে'রাজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ২য় খণ্ড দেখুন।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا

২০৪৫. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী ঃ আর স্মরণ কর, কিতাবে মারিয়ামের ঘটনা যখন তিনি আপন পরিজন থেকে পৃথক হলেন......(সূরা মারিয়াম : ১৬) "

{إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ} [آل عمران: ٤٥] {إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ} [آل عمران: ٣٣] إِلَى قَوْلِهِ {يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [البقرة:] " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " وَآلُ عِمْرَانَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ. وَآلِ عِمْرَانَ. وَآلِ يَاسِينَ. وَآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ. يَقُولُ: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ} [آل عمران: ٦٨] وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ. وَيُقَالُ آلُ يَعْقُوبَ: أَهْلُ يَعْقُوبَ فَإِذَا صَغَّرُوا آلَ ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الأَصْلِ قَالُوا: أُهَيْلٌ "

মহান আল্লাহর বাণী ঃ আর স্মরণ করুন। যখন ফিরিশ্তাগণ মারিয়ামকে বললেন, হে মারিয়াম। আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে দেওয়া কালিমার দ্বারা সন্তানের সুখবর দিচ্ছেন। সূরা আলে-ইমরাম (৩ ঃ ৪৫) মহান আল্লাহর বাণী ঃ আল্লাহ আদম আঃ, নূহ আঃ ও ইব্রাহীম আঃ, এর বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন .... বে-হিসাব দিয়ে থাকেন। (৩ ঃ ৩৩-৩৭) ইবনে আব্বাস রাযি.বলেছেন, আলু-ইমরান অর্থাৎ মু'মিনগণ। যেমন, আলু-ইব্রাহীম, আলু ইয়াসীন এবং আলু মুহাম্মাদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ সমগ্র মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হলো তারা, যারা তাঁর অনুসরণ করে। আর তারা হলেন মু'মিনগণ। ال এর মূল হলো اهل আর اهل কে تصغير করা হলে তা اهيل এ পরিণত হয়।

সহজ তাশরীহ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর উদ্দেশ্য হলো যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহিম আ. বা মুহাম্মদ ﷺ এর সন্তানদেরকে যে সম্মান ও ফযীলত দান করেছেন, তো ঐ সকল সন্তান দ্বারা শুধু মুমিনগণই উদ্দেশ্য। এর দ্বারা বুঝে আসে যে, তাঁদের সন্তানদের মধ্যে থেকে যারা কাফের তারা এই সম্মান ও ফযীলতের অধিকারী হতে পারবে না।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ـ ﷺ ـ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ. فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ. غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا " . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } .

সহজ তরজমা

৩২০৩. আবুল ইয়ামান রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, এমন কোন আদম সন্তান নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। জন্মের সময় শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে চিৎকার করে কাঁদে। তবে মারিয়াম এবং তাঁর ছেলে (ঈসা) আ.-এর ব্যতিক্রম। তারপর আবূ হুরায়রা বলেন, (এর কারণ হলো মারিয়ামের মায়ের এ দু'আ "হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের জন্য বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪৮৮ পৃঃ পূর্বে : ৪৬৪ পৃঃ সামনে : ৬৫২ পৃঃ।

بَابُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ

২০৪৬. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আর স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলল, হে মারিয়াম। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করেছেন।

إِلَى قَوْلِهِ . أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران ٤٣] "يُقَالُ يَكْفُلُ يَضُمُّ . (كَفَلَهَا) ضَمَّهَا . مُخَفَّفَةً . لَيْسَ مِنْ كَفَالَةِ الدُّيُونِ وَشِبْهِهَا"

.... মারিয়ামের লালন-পালনের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে। (৩ঃ ৪২-৪৪) বলা হয় يكفل অর্থ يضم অর্থাৎ নিজ তত্ত্বাবধানে নেওয়া। كفلها অর্থ নিজ তত্ত্বাবধানে নিল। লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা, ঋণ. করযের দায়িত্ব গ্রহণও এ ধরনের কিছু নয়।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ . قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ . سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ . قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا . رضي الله عنه . يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ . وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ " .

সহজ তরজমা

৩২০৪. আহমাদ ইবনে আবূ রাজা' রহ. .... আলী রাযি. বলেন, আমি নবী (স)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, (ঐ সময়ের) সমগ্র নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারিয়াম হলেন সর্বোত্তম আর (এ সময়ে) নারীদের সেরা হলেন খাদীজা রাযি.।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের ابنة عمران এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪৮৮ পৃঃ সামনে : ৫৩৮ পৃঃ قوله : ابنة عمران এ সর্ম্পকে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী ৯ম খণ্ড ১০৫ পৃঃ দেখুন।

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ] "

২০৪৭. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আর স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলল, হে মারিয়াম। আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে কালিমা দ্বারা (সন্তানের) সুসংবাদ দান করেছেন। যার নাম হবে মাসীহ ঈসা ইবনে মারিয়াম।

إِلَى قَوْلِهِ {فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [البقرة: ١١٧] : يُبَشِّرُكِ وَيَبْشُرُكِ وَاحِدٌ . {وَجِيهًا} [آل عمران: ٤٥] : شَرِيفًا " وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : الْمَسِيحُ : الصِّدِّيقُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْكَهْلُ الْحَلِيمُ . وَالأَكْمَهُ مَنْ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : مَنْ يُولَدُ أَعْمَى

......হও অমনি তা হয়ে যায়।" (৩ঃ ৪৫) يبشرك আর يبشرك উভয়ের একই অর্থ। وجيها অর্থ সম্মানিত আর ইবরাহীম রহ. বলেন, মসীহ শব্দের অর্থ সিদ্দীক। মুজাহিদ র.বলেছেন, الكهل অর্থ الحليم অর্থ সহনশীল আর الاكمه অর্থ হলো, রাতকানা যে দিনে দেখে আর রাতে দেখতে পায় না। অন্যোরা বলেন, যে অন্ধ হয়ে জন্মলাভ করেছে (সে হলো الاكمه)

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ عَمْرِو مُرَّةَ. قَالَ سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ. يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ. ﷺ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ. كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ. وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ". وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ. أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ. وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ ". يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ. تَابَعَهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

সহজ তরজমা

৩২০৫. আদম রহ. .... আবূ মূসা আশ'আরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সকল নারির উপর আয়েশার মর্যাদা এমন, যেমন সকল খাদ্য সামগ্রির উপর সারীদের মর্যাদা। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছেন। (অতিত যুগে) কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারিয়াম এবং ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া ব্যর্তিত কেউ কামালিয়াত অর্জন করতে পারেনি। ইবনে ওহাব রাযি. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্(স)-কে বলতে শুনেছি কুরাইশ বংশীয় নারীরা উঠে আরোহণকারী সকল নারীদের তুলনায় উত্তম। এরা শিশু সন্তানের উপর অধিক স্নেহময়ী হয়ে থাকে আর স্বামীর সম্পদের প্রতি খুব যত্নবান হয়ে থাকে। তারপর আবূ হুরায়রা রাযি. বলেছেন, ইমরানের কন্যা মারিয়াম কখনও উটে আরোহণ করেন নি। ইবনে আখী যুহরী ও ইসহাক কালবী রহ যুহরী রহ থেকে হাদীস বর্ণনায় ইউনুস রহ-এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের لم تركب مريم بنت عمران এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৮৪ পৃঃ সামনে ঃ ৫৩২,৮১৫,৭৬০, ৮০৮,পৃঃ।

بَابُ قَوْلِهِ: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

২০৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী : হে আহলে কিতাব তোমরা তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না

إِلَى قَوْلِهِ ....وَكِيلًا} قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " {كَلِمَتُهُ} [النساء: ١٧١] كُنْ فَكَانَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: {وَرُوحٌ مِنْهُ} [النساء: ١٧١] أَحْيَاهُ فَجَعَلَهُ رُوحًا {وَلاَ تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ} [النساء: ١٧١]"

.......অভিভাবক হিসাবে। (৪ ঃ ১৭১) আবূ উবায়দা র. বলেন আল্লাহর كلمه হচ্ছে "হও, অমনি তা হয়ে যায়। আর অন্যরা বলেন روح منه অর্থ তাকে হায়াত দান করলেন তাই তাকে روح নাম দিলেন। لا تقولوا ثلاثة তোমরা (আল্লাহ, ঈসা ও তার মাতাকে) তিন ইলাহ বল না।

সহজ তাশরীহ ঃ এখানে আহলে কিতাব দ্বারা ইয়াহুদি ও নাসারা উদ্দেশ্য। আর غلو দ্বারা সীমা অতিক্রম করা উদ্দেশ্য অর্থাৎ (قسطلانی) لا تجاوز الحد فی تعظیم المسیح অর্থাৎ তোমরা হযরত মাসীহ আ. কে সম্মান দেখাতে গিয়ে বাড়াবাড়ি বা সীমাতিরিক্ত করো না। نصاریٰ বা খৃষ্টানদের غلو ছিল এই যে, তাদের কেউ কেউ বলত ঈসা আ.

হলো খোদা বা প্রভু। আর এটা ইয়াকুবিয়্যারা বলত। অথবা তাদের কেউ কেউ হযরত ঈসা আ. কে আল্লাহ তা'আলার ছেলে বলত। আর তারা হলো নাস্তুরিয়্যাহ। কিংবা তারা তাঁকে ثالث ثلاثة তথা ঈসা আ. কে তারা তিন খোদার এক খোদা বলত। আর তারা হলো মারকুসিয়্যাহ আর ইয়াহুদিদের غلو ছিল এই যে, তারা বলত انه ليس برشيد অর্থাৎ ইয়াহুদিরা হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে মন্তব্য করত যে, তিনি (ঈসা আ.) ভালো মানুষ ছিলেন না।

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ، ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ، أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ ". قَالَ الْوَلِيدُ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ عَنْ عُمَيْرٍ عَنْ جُنَادَةَ وَزَادَ " مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، أَيَّهَا شَاءَ

সহজ তরজমা

৩২০৬. সাদাকা ইবনে ফাযল রহ. ...... উবাদা রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই আর মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল আর নিশ্চয়ই ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর সেই কালিমা যা তিনি মারিয়ামকে পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ মাত্র, আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই হোক না কেন। ওয়ালীদ রহ. ...... জুনাদা রহ থেকে বর্ণিত, হাদিসে জুনাদা বাড়িয়ে বলেছেন যে, জান্নাতের আট দরজায় যেখানে দিয়েই সে চাইবে। (আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৮ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ ঃ كتاب الايمان অধ্যায়।

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا} (مريم)

২০৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ স্মরণ কর, এ কিতাবে মারিয়ামের কথা। যখন সে তাঁর পরিজন থেকে পৃথক হলো। (১৯ ঃ ১৬)

نَبَذْنَاهُ: أَلْقَيْنَاهُ: اعْتَزَلَتْ. {شَرْقِيًّا} [مريم: ١٦]: مِمَّا يَلِي الشَّرْقَ. {فَأَجَاءَهَا} [مريم: ٢٣]: أَفْعَلْتُ مِنْ جِئْتُ. وَيُقَالُ: أَلْجَأَهَا اضْطَرَّهَا. (تَسَاقَطْ): تَسْقُطْ. {قَصِيًّا} [مريم: ٢٢]: قَاصِيًا. {فَرِيًّا} [مريم: ٢٧]: عَظِيمًا " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " (نِسْيًا) لَمْ أَكُنْ شَيْئًا، وَقَالَ غَيْرُهُ: النِّسْيُ: الحَقِيرُ " وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ: عَلِمَتْ مَرْيَمُ أَنَّ التَّقِيَّ ذُو نُهْيَةٍ حِينَ قَالَتْ: {إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا} [مريم: ١٨] قَالَ وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ " {سَرِيًّا} [مريم: ٢٤]: نَهَرٌ صَغِيرٌ بِالسُّرْيَانِيَّةِ "

شرقيا শব্দটি شرق শব্দ থেকে,যার অর্থ পূর্বদিকে। فأجاءها শব্দটি جئت হতে افعل এর রূপে হয়েছে। أجاءها এর স্থলে ألجأها ও বলা হয়েছে যার অর্থ হবে তাকে অস্থির করে তুললো। تساقط শব্দটি تسقط এর অর্থ দেবে। قصيا শব্দটি قاصيا এর অর্থে ব্যবহৃত। فريا অর্থ বিরাট। ইবনে আব্বাস রাযি.বলেছেন, نسيا অর্থ আমি যেন কিছুই

https://e-ilm.weebly.com/

না থাকি। অন্যেরা বলেছেন, النسي অর্থ তুচ্ছ, ঘৃণিত। আবূ ওয়ায়েল র.বলেছেন, মারিয়ামের উক্তি إن كنت تقيا এর অর্থ যদি তুমি জ্ঞানবান হও। ওকী' রহ. বলেন, বারা রাযি. থেকে বর্ণিত, سريا শব্দটির অর্থ সুরইয়ানী ভাষায় ছোট নদী।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ عِيسَى. وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ. كَانَ يُصَلِّي. فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ. فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي. فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ. وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ. فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى. فَأَتَتْ رَاعِيًا. فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا. فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ. فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ. وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ. فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلاَمَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلاَمُ قَالَ الرَّاعِي. قَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ طِينٍ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ. فَقَالَتِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ. فَتَرَكَ ثَدْيَهَا. وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ. ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ. فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ. وَهَذِهِ الأَمَةُ يَقُولُونَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ. وَلَمْ تَفْعَلْ ".

সহজ তরজমা

৩২০৭. মুসলিম ইবনে ইব্রাহীম রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, তিন জন শিশু ব্যতিত আর কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। ১. ঈসা আ.। ২. বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে 'জুরাইজ' বলে ডাকা হতো। একদা ইবাদাতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সারা দেব, না সালাত আদায় করতে থাকব। (জবাব না পেয়ে) তার মা বলল, ইয়া আল্লাহ্! ব্যভিচারিণীর চেহারা না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরায়জ তার ইবাদাত খানায় থাকত। একবার তার কাছে একটি মহিলা আসল। সে (অসৎ উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য) তার সাথে কথা বলল। কিন্তু জুরায়জ তা অস্বীকার করল। তারপর মহিলাটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূরণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো। এটি কার থেকে ? স্ত্রী লোকটি বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার কাছে আসল এবং তার ইবাদাত খানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি গালাজ করল। তখন জুরাইজ অযু সেরে ইবাদাত করল। এরপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল। হে শিশু ! তোমার পিতা কে ? সে জবাব দিল সেই রাখাল। তারা (বনী ইসরাঈলেরা) বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। সে বলল, না। তবে মাটি দিয়ে (করতে পার)। ৩. বনী ইসরাঈলের একজন মহিলা তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ দিয়ে দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহী চলে গেল। মহিলাটি দু'আ করল, ইয়া আল্লাহ্! আমার ছেলেটিকে তার মত বানাও। শিশুটি তখনই তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল। এবং আরোহীটির দিকে মুখ ফিরালো। আর বলল, ইয়া আল্লাহ্! আমাকে তার মত কর না। এরপর মুখ ফিরিয়ে দুধ পান করতে লাগল। আবূ হুরায়রা রাযি. বললেন, আমি যেন নবী ﷺ কে দেখতে পাচ্ছি তিনি আঙ্গুল চুষছেন। এরপর সেই মহিলাটির পাশ দিয়ে একটি দাসী চলে গেল। মহিলাটি বলল, ইয়া আল্লাহ্! আমার শিশুকে এর মত করো না। শিশুটি তৎক্ষনাৎ তার মায়ের দুধ ছেড়ে দিল। আর বলল, ইয়া আল্লাহ্! আমাকে তার মত কর। তার মা জিজ্ঞাসা করল, তা কেন ? শিশুটি জবাব দিল, সেই আরোহীটি ছিল যালিমদের একজন। আর এ দাসীটিকে লোকেরা বলছে তুমি চুরি করেছ, যিনা করেছ। অথচ সে কিছুই করেনি।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে গ্রহন করা হয়েছে যে, শিরোনাম হলো হযরত মারয়াম আ. এর মামলা মোকদ্দমা সম্পর্কে এবং সেখানে হযরত ঈসা আ. এর জন্ম সম্পর্কে পর্যালোচনা রয়েছে। আর তিনি (হযরত ঈসা আ.) দোলনা থেকেই মানুষদের সাথে কথা বলেছেন। (উমদাতুল ক্বারী)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৮, ৪৮৯ পৃঃ হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিস لم يتكلم في المهد الا ثلاثة الخ যে হাদীসের শুরুটা জুরাইজ এর ঘটনা সমৃদ্ধ। এটি ১৬১ পৃঃ অতিবাহিত হয়েছে পূর্বে ঃ ৩৩৭ পৃঃ সামনে ঃ ৪৯৩ পৃঃ।

সংক্ষিপ্ত তাশরীহ ঃ قوله لم يتكلم في المهد الا ثلاثة الخ আল্লামা আইনী রহ. বলেন, রাসূল ﷺ তিন জনের কথা উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, আল্লাহ তা'আলা এই তিনজনের ব্যাপারেই ওহী প্রেরণ করেছিলেন। যদিও সাতজন ব্যক্তি শিশু অবস্থায় কথা বলেছেন।

নোট ঃ আরো বিস্তারিত জানার জন্য উমদাতুল ক্বারী দেখুন।

মাসআলা ঃ এই হাদিস থেকে এই মাসআলা জানা গেল যে, মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়া নফল থেকে উত্তম। কেননা মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব, তাই সেই ওয়াজিব নফলের কারণে তরক করা যাবে না। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি জুরাইজ ফকীহ হতো তাহলে অবশ্যই জানত যে, তার নফল ইবাদতের চেয়ে মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়া অধিক জরুরী। (উমদাতুল ক্বারী)

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. أَخْبَرَنَا هِشَامٌ. عَنْ مَعْمَرٍ. ح وحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ لَقِيتُ مُوسَى. قَالَ فَنَعَتَهُ. فَإِذَا رَجُلٌ. حَسِبْتُهُ قَالَ. مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ. قَالَ. وَلَقِيتُ عِيسَى. فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ. رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ. يَعْنِي الْحَمَّامَ. وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ. وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ. قَالَ. وَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالآخَرُ فِيهِ خَمْرٌ. فَقِيلَ لِي خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ. فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ. فَقِيلَ لِي هُدِيتَ الْفِطْرَةَ. أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ. أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ".

সহজ তরজমা

৩২০৮. ইব্রাহীম ইবনে মূসা মাহমুদ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, মিরাজ রজনীতে আমি মূসা আ.-এর দেখা পেয়েছি। আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, নবী ﷺ মূসা আ.-এর আকৃতি বর্ণনা করেছেন। মূসা আ. একজন দীর্ঘদেহী, মাথায় কোকড়ানো চুলবিশিষ্ট, যেন শানুআ গোত্রের একজন লোক। নবী ﷺ বলেন, আমি ঈসা আ.-এর দেখা পেয়েছি। এরপর তিনি তাঁর আকৃতি বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি হলেন মাঝারি গড়নের গৌর বর্ণবিশিষ্ট, যেন তিনি এই মাত্র হাম্মামখানা হতে বেরিয়ে এসেছেন। আর আমি ইব্রাহীম আ.-কেও দেখেছি। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আকৃতিতে আমিই তার বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। নবী ﷺ বলেন, তারপর আমার সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হল। একটিতে দুধ, অপরটিতে শরাব। আমাকে বলা হলো, আপনি যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করলাম এবং তা পান করলাম। তখন আমাকে বলা হলো, আপনি ফিতরাত বা স্বভাবকেই গ্রহণ করে নিয়েছেন। দেখুন। আপনি যদি শরাব গ্রহণ করতেন, তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, শিরোনামে হযরত ঈসা আ. এর আলোচনা রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৯ পৃঃ পূর্বে ৪৮১ পৃঃ সামনে ৬৮৪, ৮৩৬, ৮৩৮ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ. أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " رَأَيْتُ عِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ. فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ. وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ ".

সহজ তরজমা

৩২০৯. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ. ...... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, (মিরাজের রাতে) আমি ঈসা আ., মূসা আ. ও ইব্রাহীম আ.-কে দেখেছি। ঈসা আ. গৌর বর্ণ, সোজা চুল এবং প্রশস্ত বক্ষবিশিষ্ট লোক ছিলেন, মূসা আ. বাদামি রং বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁর দেহ ছিল সুঠাম এবং মাথার চুল ছিল কোকড়ানো যেন 'যুত' গোত্রের একজন লোক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

زط; হনুদ কিংবা সুদান এর একটি গোত্রের নাম। যেখানকার লোকেরা দীর্ঘকায় দূর্বল ও হালকা গড়নের হয়ে থাকে। সম্ভবত তা জাঠ শব্দের আরবী রূপ। والله اعلم,

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের عيسى عليه الصلوة السلام এ শব্দটির মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ. حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ. حَدَّثَنَا مُوسَى. عَنْ نَافِعٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَيِ النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ. فَقَالَ " إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ. أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى. كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ". " وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ. فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ. تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ. رَجِلُ الشَّعَرِ. يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً. وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوا هٰذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطَطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ. وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ. يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ ". تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ.

সহজ তরজমা

৩২১০. ইব্রাহীম ইবনে মুনযির রহ. ...... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ লোকজনের সামনে মাসীহ দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ টেঁরা নন। সাবধান ! মাসীহ দাজ্জালের ডান চোখ টেঁরা। তার চোখ যেন ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মত। আমি এক রাতে স্বপ্নে নিজেকে কা'বার কাছে দেখলাম। হঠাৎ সেখানে বাদামী রং এর এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তোমরা যেমন সুন্দর বাদামী রঙের লোক দেখে থাক তার থেকেও বেশী সুন্দর ছিলেন তিনি। তাঁর মাথার সোজা চুল, তার দু'কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছিল। তার মাথা থেকে পানি ফোটা ফোটা করে পরছিল। তিনি দু'জন লোকের কাঁধে হাত রেখে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে ? তারা জবাব দিলেন, ইনি হলেন, মসীহ ইবনে মারিয়াম।

https://e-ilm.weebly.com/

তারপর তাঁর পিছনে আর একজন লোককে দেখলাম। তাঁর মাথার চুল ছিল বেশ কোঁকড়ানো, ডান চোখ টেরা, আকৃতিতে সে আমার দেখা মত ইবনে কাতানের অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। সে একজন লোকের দু'কাঁধে ভর করে কা'বার চারদিকে ঘুরছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম , এ লোকটি কে ? তারা বললেন, এ হল মাসীহ দাজ্জাল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৯ পৃঃ সামনে ৬৩২, ১০৫৫, ১১০১ পৃঃ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ. قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ. قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ. عَنْ سَالِمٍ. عَنْ أَبِيهِ.. قَالَ لاَ وَاللهِ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعِيسَى أَحْمَرُ. وَلَكِنْ قَالَ " بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ. فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ. يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ. يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ. فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ. فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ. جَعْدُ الرَّأْسِ. أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى. كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ. قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا هٰذَا الدَّجَّالُ. وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ". قَالَ الزُّهْرِيُّ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ هَلَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

সহজ তরজমা

৩২১১. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ মাক্কী রহ. .... সালিম রাযি.-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম ! নবী ﷺ এ কথা বলেননি যে, ঈসা আ. রক্তিম বর্ণের ছিলেন। বরং বলেছেন, একদা আমি স্বপ্নে কা'বা ঘর তাওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ সোজা চুল ও বাদামী রং বিশিষ্ট একজন লোক দেখলাম। তিনি দু'জন লোকের মাঝখানে চলছেন। তাঁর মাথার পানি ঝরে পড়ছে অথবা বলেছেন, তার মাথা থেকে পানি বেয়ে পড়ছে। আমি বললাম, ইনি কে ? তারা বললেন, ইনি মারিয়ামের পুত্র। তখন আমি এদিক সেদিক তাকালাম। হঠাৎ দেখলাম, এক ব্যক্তি তার গায়ের রং লালবর্ণ, খুব মোটা, মাথার চুল কোকড়ানো এবং তার ডান চোখ টেরা। তার চোখ যেন ফুলা আঙুরের ন্যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে ? তারা বললেন, এ হলো দাজ্জাল। মানুষের মধ্যে ইবনে কাতানের সাথে তার অধিক সাদৃশ্য রয়েছে। যুহরী রহ তার বর্ণনায় বলেন, ইবনে কাতান খুযাআ গোত্রের লোক, সে জাহেলী যুগেই মারা গেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের ابن مريم এ অংশটুকুর মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৯ পৃঃ সামনে ৮৭৬, ১০৩৬, ১০৪০, ১০৫৫ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ. وَالأَنْبِيَاءُ أَوْلاَدُ عَلاَّتٍ. لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ ".

সহজ তরজমা

৩২১২. আবুল ইয়ামান রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, আমি মারিয়ামের পুত্র ঈসার বেশী নিকটতম। আর নবীগণ পরস্পর আল্লাতী ভাই অর্থাৎ দীনের মূল বিষয়ে এক এবং বিধানে বিভিন্ন। আমার ও তার (ঈসার) মাঝখানে কোন নবী নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের بابن مريم এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৮৯ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَالأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ» وَقَالَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ. فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي"

সহজ তরজমা

৩২১৩. মুহাম্মদ ইবনে সিনান রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি দুনিয়া ও আখিরাতে ঈসা ইবনে মারিয়ামের সবচেয়ে নিকটতম। নবীগণ একে অন্যের আলাতী ভাই। তাদের মা ভিন্ন ভিন্ন, অর্থাৎ তাদের বিধান ভিন্ন। কিন্তু তাদের মূল দীন এক (তাওহীদ)। ইব্রাহীম ইবনে তাহমান রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন অপর সূত্রে

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ঈসা আ. এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চুরি করেছ ? সে বলল, কখনও নয়। সেই সত্তার কসম। যিনি ব্যাতীত আর কোন ইলাহ নেই। তখন ঈসা আ. বললেন, আমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি আর আমি আমার দু'নয়নকে বাহ্যত সমর্থন করলাম না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সহজ তাশরীহ ঃ যেখানে সংশয়-সন্দেহ হয় সেখানে একজন মুমিনের অন্য মুমিনের কসমের বিবেচনা করা উচিৎ। তো এখানে হতে পারে যে, বাহ্যিকভাবে সে চুরি করেছে কিন্তু সেই মালের সাথে তার হক্ব সম্পৃক্ত রয়েছে কিংবা তাতে তার অংশীদারীত্ব রয়েছে।

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯০ পৃঃ।

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ رضي الله عنه، يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ".

সহজ তরজমা

৩২১৪. হুমাইদী রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি উমর রাযি.- কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রসংশা করতে গিয়ে অতিরঞ্জিত করো না, যেমন ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. সম্পর্কে খৃষ্টানরা অতিরঞ্জিত করেছিল। আমি তাঁর (আল্লাহ্র) বান্দা, অতএব, তোমরা আমার সম্পর্কে বলবে, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের ابن مريم عليهما السلام এ অংশটুকুর মাধ্যমে রয়েছে। **হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ** হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯০ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا. كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا آمَنَ بِعِيسَى ثُمَّ آمَنَ بِي. فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ. فَلَهُ أَجْرَانِ ".

সহজ তরজমা

৩২১৫. মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রহ. .... আবূ মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি কোন লোক তার দাসীকে আদব-কায়দা শিখায় এবং তা ভালভাবে শিখায় এবং তাকে দীন শিখায় আর তা উত্তমভাবে শিখায় তারপর তাদের আযাদ করে দেয় অতঃপর তাকে বিয়ে করে তবে সে দু'টি করে সওয়াব পাবে। আর যদি কেউ ঈসা আ.-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে তারপর আমার প্রতিও ঈমান আনে, তার জন্যও দু'টি করে সওয়াব রয়েছে। আর গোলাম যদি তার প্রতিপালককে ভয় করে এবং তার মনিবদেরকে মেনে চলে তার জন্যও দু'টি করে সওয়াব রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের اذا امن بعيسى

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯০ পৃঃ পূর্বে ঃ ২০, ৩৪৬, ৪২২ পৃঃ সামনে ঃ ৭৬১ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً. ثُمَّ قَرَأَ { كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ } فَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ. ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِي ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ { وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ } إِلَى قَوْلِهِ { الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ هُمُ الْمُرْتَدُّونَ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ. فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ ـ رضى الله عنه.

সহজ তরজমা

৩২১৬. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা হাশরের মাঠে খালি-পা, খালি-গা এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত হবে। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেনঃ যেভাবে আমি প্রথবার সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। এটা আমার ওয়াদা। আমি তা অবশ্যই পূর্ণ করব।(২১ : ১০৪) এরপর (হাশরে) সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরানো হবে, তিনি হলেন ইব্রাহীম আ.। তারপর আমার সাহাবীদের কিছু সংখ্যককে ডান দিকে (বেহেশ্‌ত) এবং কিছু সংখ্যককে বাম দিকে (দোযখে) নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার অনুসারী। তখন বলা হবে আপনি তাদের থেকে বিদায় নেয়ার পর তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। তখন আমি এমন কথা বলব, যেমন বলেছিল পুণ্যবান বান্দা ঈসা ইবনে মারিয়াম আ.। তার উক্তিটি হলো এ আয়াতঃ আর আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম। এরপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিলেন তখন আপনিই তাদের

https://e-ilm.weebly.com/

হেফাযতকারী ছিলেন। আর আপনি তো সবকিছুর উপরই সাক্ষী। যদি আপনি তাদেরকে আযাব দেন, তবে এরা আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনি নিশ্চয়ই পরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাময়। (৫ : ১১৭) কাবীসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এরা হলো ঐ সব মুরতাদ যারা আবূ বকর রাযি.-এর খিলাফতকালে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তখন আবূ বকর রাযি. তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের عيسى بن مريم এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯০ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৭৩ পৃঃ সামনে ঃ ৬৬৫, ৬৯৩, ৯৬৬ পৃঃ।

بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

২০৫০. পরিচ্ছেদ : ঈসা ইবনে মারইয়াম আ.এর অবতরণের বর্ণনা

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا}.

সহজ তরজমা

৩২১৭. ইসহাক রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কসম সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, অচিরেই তোমাদের মাঝে মারিয়ামের পুত্র ঈসা আ. শাসক ও ন্যায় বিচারক হিসেবে অবতরণ করবেন। তিনি 'ক্রুশ' ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর মেরে ফেলবেন এবং তিনি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। তখন সম্পদের স্রোত বয়ে চলবে। এমনকি কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না। তখন আল্লাহকে একটি সিজদা করা সমগ্র দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত সম্পদ থেকে বেশী মূল্যবান বলে গণ্য হবে। এরপর আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এর সমর্থনে এ আয়াতটি পড়তে পারঃ কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁর [ঈসাআ.এর] মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯০ পৃঃ পূর্বে ঃ ২৯৬, ৩৩৬ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড ৮৭ পৃঃ।

সহজ তাশরীহ ঃ এই আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, হযরত ঈসা আ. আকাশে জীবতাবস্থায় বিদ্যমান আছেন। কেননা আয়াতে কারীমা হলো এই ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته, অর্থাৎ হযরত ঈসা আ. এর মৃত্যুর পূর্বেই ইয়াহুদি ও নাসারারা তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করবে।

নোট ঃ প্রশ্ন উত্তর সহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল মুনঈম ১৭৯ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ". تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالأَوْزَاعِيُّ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩২১৮. ইবনে বুকায়র রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের অবস্থা কেমন (আনন্দের) হবে যখন তোমাদের মাঝে মারিয়াম তনয় ঈসা আ. অবতরণ করবেন আর তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯০ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ كتاب الايمان ৮৭ পৃঃ।

সহজ তাশরীহ ঃ এ ব্যাপারে সকল উলামায়ে ইসলাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা আ. স্বশরীরে আকাশ থেকে অবতরন করবেন। তিনি একজন ন্যায় বিচারক শাসক হবেন এবং শরীয়তে মুহাম্মদী ﷺ অনুযায়ী ফয়সালা তথা বিচারকার্য সমাধান করবেন। এর মর্মার্থ হলো এই যে, হযরত ঈসা আ. তখন নবী হিসাবে অবতরন করবেন না। এমনকি তিনি বিবাহ করবেন, তাঁর সন্তানাদিও হবে। আর রাসূল ﷺ এর পাশে যে একটি কবরের স্থান বাকী রয়েছে হযরত ঈসা আ. এর ওফাতের পর তাঁকে সেখানে দাফন দেওয়া হবে।

امامه منكم **এর ব্যাখ্যা ঃ** ঐ সময় ইমাম কে হবেন ? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে, তাই এ বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ। এই হাদিসের বাহ্যিক উদ্দেশ্য হলো এই যে, সেসময় উম্মতে মুহাম্মদীরই কোন এক ব্যক্তি ইমাম হবেন। ইমাম দ্বারা ইমাম মাহদী আ. উদ্দেশ্য। হযরত ঈসা আ. ইমাম মাহদী আ. এর পিছনে নামায আদায় করবেন। যেমন হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াতের শেষের দিকে রয়েছে যে - فينزل عيسى بن مريم ﷺ فيقول اميرهم الخ অর্থাৎ হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. অবতরণ করবেন, আর মুসলমানদের আমীর তাঁকে আবেদন করবেন যে আপনি নামায পড়ান। তখন হযরত ঈসা আ. বলবেন যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই উম্মতের সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে, তোমরা পরস্পর কেউ কারো আমীর, তোমরাই ইমামতি করো।

بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

২০৫১. পরিচ্ছেদ ঃ বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলীর বিবরণ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ. عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ. قَالَ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو لِحُذَيْفَةَ أَلاَ تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ " إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا. فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ. وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ. فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ. فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ ". قَالَ حُذَيْفَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ. قِيلَ لَهُ انْظُرْ. قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأُجَازِيهِمْ. فَأُنْظِرُ الْمُوسِرَ. وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ. فَأَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ ". فَقَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ. فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ إِذَا أَنَا مُتُّ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي. وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي. فَامْتُحِشَتْ. فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا. ثُمَّ انْظُرُوا يَوْمًا رَاحًا فَاذْرُوهُ فِي الْيَمِّ. فَفَعَلُوا. فَجَمَعَهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ. فَغَفَرَ اللهُ لَهُ ". قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو. وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ. وَكَانَ نَبَّاشًا.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩২১৯. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. .... উকবা ইবনে আমর রাযি. হুযায়ফা রাযি.-কে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা শুনেছেন, তা কি আমাদের কাছে বর্ণনা করবেন না ? তিনি জবাব দিলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যখন দাজ্জাল বের হবে তখন তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। এরপর মানুষ যাকে আগুনের মতো দেখবে তা হবে আসলে শীতল পানি। আর যাকে মানুষ শীতল পানির ন্যায় দেখবে, তা হবে প্রকৃতপক্ষে দহনকারী আগুন। তখন তোমাদের মধ্যে যে তার দেখা পাবে, সে যেন অবশ্যই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যাকে সে আগুনের ন্যায় দেখতে পাবে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তা সুস্বাদু শীতল পানি। হুযায়ফা রাযি. বলেন, আমি [রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে] বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে একজন লোক ছিল। তার কাছে ফিরিশতা তার জান কবজ করার জন্য এসেছিলেন। (তার মৃত্যুর পর) তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি কি কোন ভাল কাজ করেছ ? সে জবাব দিল, আমার জানা নেই। তাকে বলা হলো, একটু চিন্তা করে দেখ। সে বলল, এ জিনিসটি ব্যতিত আমার আর কিছুই জানা নেই যে, দুনিয়াতে আমি মানুষের সাথে ব্যাবসা করতাম। অর্থাৎ ঋণ দিতাম। আর তা আদায়ের জন্য তাদেরকে তাগাদা দিতাম। আদায় না করতে পারলে আমি স্বচ্ছল ব্যক্তিকে সময় দিতাম আর অভাবী ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিতাম। তখন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। হুযায়ফা রাযি. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এটাও বলতে শুনেছি যে, কোন এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় এসে হাজির হল। যখন সে জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেল। তখন সে তার পরিজনকে ওসীয়াত করল, আমি যখন মরে যাব, তখন আমার জন্য অনেকগুলো কাঠ একত্র করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিও। (আর আমাকে তাতে ফেলে দিও) আগুন যখন আমার গোশত খেয়ে ফেলবে এবং আমার হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে আর আমার হাড়গুলো বেরিয়ে আসবে, তখন তোমরা তা নিয়ে গুড়ো করে ফেলবে। তারপর যেদিন দেখবে খুব হাওয়া বইছে, তখন সেই ছাই গুলোকে উড়িয়ে দেবে। তার পরিজনেরা তাই করল। তারপর আল্লাহ্ সব একত্র করলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কাজ তুমি কেন করলে ? সে জবাব দিল, আপনার ভয়ে। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। উকবা ইবনে আমর রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তি ছিল কাফন চোর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : আল্লামা আইনী রহ. বলেন যে, এই হাদিসটি আরো তিনটি হাদিস সম্বলিত যথা ১ حديث الدجال ২.ও ৩ حديث فى رجلين كل واحد فى رجل অর্থাৎ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে দুটি হাদীস। আর বাবের সাথে ২য় ও ৩য় হাদিসের মিল রয়েছে। (উমদাতুল ক্বারী)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪৯০ - ৯১, আর حديث حذيفة তথা حديث دجال সামনে ১০৫৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

قال وسمعته يقول ان رجلا حضره الموت সামনে ৪৯৫, ৯৫৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ. وَيُونُسُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. أَنَّ عَائِشَةَ. وَابْنَ. عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً عَلَى وَجْهِهِ. فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ. فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ "لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارٰى. اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

সহজ তরজমা

৩২২০. বিশর ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. ও আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তেকালের সময় হাজির হল, তখন তিনি আপন চেহারার উপর তার একখানা

https://e-ilm.weebly.com/

চাদর দিয়ে রাখলেন। এরপর যখন খারাপ লাগল, তখন তাঁর চেহারা মোবারক হতে তা সরিয়ে দিলেন এবং তিনি এ অবস্থায়ই বললেন, ইয়াহূদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত। তাঁরা তাদের নবীগণের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে রেখেছে। তাঁরা যা করেছে তা থেকে নবী ﷺ মুসলমানদের সতর্ক করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের لعنة الله على اليهود এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা তার বনী ইসরাঈলের অর্ন্তভূক্ত এবং তারা নাসারাদের থেকে অগ্রগণ্য।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯১ পৃঃ

নোট ঃ প্রশ্ন ও উত্তর সহ আরো বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী ৩য় খণ্ড ১৩ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ. قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ ".

সহজ তরজমা

৩২২১. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. .... আবূ হাযিম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি পাঁচ বছর যাবত আবূ হুরায়রা রাযি.-এর সাহচর্যে ছিলাম। তখন আমি তাঁকে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাঁদের উম্মতকে শাসন করতেন। যখন কোন একজন নবী ইন্তেকাল করতেন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই। তবে অনেক খলিফা হবে। সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের কি নির্দেশ করছেন ? তিনি বললেন, তোমরা একের পর এক করে তাদের বায়'আতের হক আদায় করবে। তোমাদের উপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে যে সবের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯১ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ المغازى অধ্যায়।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ ". قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ " فَمَنْ ".

সহজ তরজমা

৩২২২ সাঈদ ইবনে আবূ মারইয়াম রহ. .... আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের তরীকা পুরোপুরি অনুসরন করবে, প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে। এমকি তারা যদি গো সাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি ইয়াহূদী ও নাসারার কথা বলছেন ? নবী ﷺ বললেন, তবে আর কার কথা ?

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের سنن من قبلكم এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা এর মধ্যে বনী ইসরাঈল ও অন্যান্যরাও অর্ন্তভূক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৯ পৃঃ সামনে ১০৮৮ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ. فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ.

সহজ তরজমা

৩২২৩. ইমরান ইবনে মাইসারা রহ. .... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁরা (সাহাবাগণ সালাতের জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য) আগুন জ্বালানো এবং ঘন্টা বাজানোর কথা উল্লেখ করলেন। তখনই তাঁরা ইয়াহূদী ও নাসারার কথা উল্লেখ করলেন। এরপর বিলাল রাযি.-কে আযানের শব্দগুলো দু' দু' বার করে এবং ইকামতের সব্দগুলো বেজোর করে বলতে আদেশ দেয়া হল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের فذكروا اليهود এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা তারা বনী ইসরাঈলের অর্ন্তভূক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯১ পৃঃ পূর্বে ৮৫ পৃঃ মুসলিম শরীফ ১৬৪ পৃঃ তিরমিযি শরীফ ২৭ পৃঃ আবু দাউদ শরীফ ঃ ৭৫ পৃঃ ইবনে মাজাহ শরীফ ৫৩ পৃ।

নোট ঃ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী ৩য় খণ্ড ২১৮ - ১৯ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ {الْمُصَلِّي} يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ. تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ.

সহজ তরজমা

৩২২৪. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি কোমরে হাত রাখাকে পছন্দ করতেন না। আর বলতেন, ইয়াহূদীরা এরূপ করে। শু'বা রহ আমাশ রহ থেকে হাদীস বর্ণনায় সুফিয়ান রহ-এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের ان اليهود تفعله এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা তারা বনী ইসরাঈলের অর্ন্তভূক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ " إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ. ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ. ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ أَلاَ

https://e-ilm.weebly.com/

فَأَنْتُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ. أَلاَ لَكُمُ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ. فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً. قَالَ اللهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لاَ. قَالَ فَإِنَّهُ فَضْلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِئْتُ".

সহজ তরজমা

৩২২৫. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ. .... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যেসব উম্মত অতীত হয়ে গেছে তাদের তুলনায় তোমাদের স্থিতিকাল হলো আসরের সালাত এবং সূর্য ডুবার মধ্যবর্তী সময়টুকুর সমান। আর তোমাদের ও ইয়াহূদী নাসারাদের দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মতো, যে কয়েকজন লোককে তার কাজে লাগালো এবং জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, আমার জন্য দুপুর পর্যন্ত এক কিরাতের১ বিনিময়ে কাজ করবে ? তখন ইয়াহূদীরা এক এক কিরাতের বিনিময়ে দুপুর পর্যন্ত কাজ করল। তারপর সে ব্যক্তি আবার বলল, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, সে দুপুর থেকে আসর সালাত পর্যন্ত এক এক কিরাতের বিনিময়ে আমার কাজটুকু করে দেবে ? তখন নাসারারা এক কিরাতের বিনিময়ে দুপুর হতে আসর সালাত পর্যন্ত কাজ করল। সে ব্যক্তি পুনরায় বলল, কে এমন আছে, যে দু' দু' কিরাতের বদলায় আসর সালাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমার কাজ করে দেবে ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দেখ, তোমরাই হলে সে সব লোক যারা আসর সালাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু' দু' কিরাতের বিনিময়ে কাজ করলে। দেখ, তোমাদের পারিশ্রমিক দিগুণ। এতে ইয়াহূদী ও নাসারারা অসন্তুষ্ট হয়ে গেল এবং বলল, আমরা কাজ করলাম বেশী আর পারিশ্রমিক পেলাম কম। আল্লাহ বলেন, আমি কি তোমার পাওনা থেকে কিছু জুলুম বা কম করেছি ? তারা উত্তরে বলল, না। তখন আল্লাহ বললেন, এ-ই হলো আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা, তাকে দান করে থাকি।

১. কিরাত তৎকালীন স্বল্পতম মানের আরবী মুদ্রা বিশেষ.

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের فغضبت اليهود এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা তারা বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯১ পৃঃ পূর্বে ৭৯, ৩০২ পৃঃ।

নোট ঃ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুলবারী ৩য় খণ্ড ১৫৮ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَمْرٍو. عَنْ طَاوُسٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ. رضي الله عنه. يَقُولُ قَاتَلَ اللهُ فُلاَنًا. أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ. حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ. فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا". تَابَعَهُ جَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩২২৬. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রাযি. বলেন, আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ধ্বংস করুক ! সে কি জানে না যে, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের ওপর লা'নত করুন। তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল। তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করতে লাগল। জাবির ও আবূ হুরায়রা রাযি. নবী ﷺ এর হাদীস বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রাযি.-এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, হাদিসে ইয়াহুদিদের আলোচনা রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯১ পৃঃ পূর্বে ঃ ২৯৬ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফে ঃ البيوع অধ্যায়।

নোট ঃ প্রশ্ন ও উত্তর জানার জন্য নাসরুলবারী ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৪৯ পৃঃ দেখুন। তাছাড়া ১৫ নং হাশিয়া দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

সহজ তরজমা

৩২২৭. আবূ আসিম যাহ্হাক ইবনে মাখলাদ রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমার কথা (অন্যদের নিকট) পৌঁছিয়ে দাও, তা যদি এক আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা কর। এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন দোযখকেই তার ঠিকানা নির্ধারিত করে নিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯১ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ ".

সহজ তরজমা

৩২২৮. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইয়াহূদী ও নাসারারা (দাঁড়ি ও চুলে) রং লাগায় না বা খেযাব দেয় না। অতএব তোমরা (রং লাগিয়ে বা খেযাব লাগিয়ে) তাদের বিপরীত কাজ কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সহজ তাশরীহ ঃ কালো খেজাব ব্যবহার করা মাকরূহ। তবে মেহেদী বা হলুদ জা'ফরান এর খেজাব ব্যবহার করা সুন্নত। অর্থাৎ اصبغوا بغير السواد অর্থাৎ কালো ব্যতিত অন্য কোন খেজাব ব্যবহার করো। মুসলিম শরীফ হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন غيروه جنبوه السواد আর ইমাম নববী রহ. বলেন যে, কালো খেজাব ব্যবহার করা হারাম। তবে মুজাহিদের বিষয়টি সর্বৈক্যমতে ভিন্ন। অর্থাৎ কালো খেজাব ব্যবহার করতে পারবে।

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের اليهود শব্দের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯২পৃঃ সামনে ৮৭৫ পৃঃ তাছাড়া নাসাঈ শরীফ الزينة অধ্যায়।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، وَمَا نَسِينَا مُنْذُ حَدَّثَنَا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

---

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩২২৯. মুহাম্মদ রহ. .... হাসান (বসরী) রহ বলেন, জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. বসরার এর মসজিদে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেন। সেদিন থেকে আমরা না হাদীস ভুলেছি না আশংকা করেছি যে, জুনদুব রহ নবী ﷺ-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে একজন লোক আঘাত পেয়েছিল, তাতে কাতর হয়ে পড়েছিল। এরপর সে একটি ছুরি হাতে নিল এবং তা দিয়ে সে তার হাতটি কেটে ফেলল। ফলে রক্ত আর বন্ধ হল না। শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল। মহান আল্লাহ্ বললেন, আমার বান্দাটি নিজেই প্রাণ দেয়ার ব্যাপারে আমার চেয়ে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করল (অর্থাৎ সে আত্মহত্যা করল)। কাজেই, আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের كان فيمن كان قبلكم এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা এটা عام (ব্যাপক) বনী ইসরাঈল বা অন্যরাও হতে পারে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯২পৃঃ পূর্বে ঃ ১৮২ পৃঃ

حَدِيثُ أَبْرَصَ، وَأَعْمَى، وَأَقْرَعَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ

একজন শ্বেতরোগী, টাকওয়ালা ও অন্ধের বিবরণ সম্বলিত হাদীস।

برص অর্থাৎ ابرص وهوالذى ابيض ظاهر بدنه لفسادمزاجه (قس) এমন একটি ব্যাধি যার কারণে শরীরের চামড়া সাদা হয়ে যায়, ابرص শব্দটি صيغه صفت অর্থ কুষ্ঠ রোগী। এর দ্বারা জানা গেল যে, برص কুষ্ঠরোগেরই একটি প্রকার।

قرع অর্থাৎ اقرع وهوالذى ذهب شعر راسه بآفة বলা হয় টাক তথা কোন কারণে যার মাথার চুল পড়ে গেছে।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا لِلّٰهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ. فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا. فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الإِبِلُ. أَوْ قَالَ الْبَقَرُ هُوَ شَكَّ فِي ذٰلِكَ. إِنَّ الأَبْرَصَ وَالأَقْرَعَ، قَالَ أَحَدُهُمَا الإِبِلُ، وَقَالَ الآخَرُ الْبَقَرُ. فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ. فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هٰذَا، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا. قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ. قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً، وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ. قَالَ فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ. فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا، فَأُنْتِجَ هٰذَانِ، وَوَلَّدَ هٰذَا، فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِهٰذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ. ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ،

https://e-ilm.weebly.com/

أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ. أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ. فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ. فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا. فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي. فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ. ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي. فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي، وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي. فَخُذْ مَا شِئْتَ. فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ. فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ. فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ. فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ".

সহজ তরজমা

৩২৩০. আহমদ ইবনে ইসহাক ও মুহাম্মদ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিন জন লোক ছিল। একজন শ্বেতীরোগী, একজন মাথায় টাকওয়ালা আর একজন অন্ধ। মহান আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কাজেই তিনি তাদের কাছে একজন ফিরিশ্‌তা পাঠালেন। ফিরিশ্‌তা প্রথমে শ্বেতী রোগীটির নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কোন জিনিস বেশী প্রিয় ? সে জবাব দিল, সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া। কেননা, মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফিরিশ্‌তা তার শরীরের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার রোগ সেরে গেল। তাকে সুন্দর রং এবং সুন্দর চামড়া দান করা হল। তারপর ফিরিশ্‌তা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন ধরনের সম্পদ তোমার কাছ বেশী প্রিয় ? সে জবাব দিল, 'উট' অথবা সে বলল 'গরু'। এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে যে শ্বেতীরোগী না টাকওয়ালা দু'জনের একজন বলেছিল 'উট' আর অপরজন বলেছিল 'গরু'। অতএব তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী দেয়া হল। তখন ফিরিশ্‌তা বললেন, "এতে তোমার জন্য বরকত হোক।" বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ফিরিশ্‌তা টাকওয়ালার কাছে গেলেন এবং বললেন, তোমার কাছে কি জিনিস পছন্দনীয় ? সে বলল, সুন্দর চুল এবং আমার থেকে যেন এ রোগ চলে যায়। মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। বর্ণনাকারী বলেন, ফিরিশ্‌তা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন তৎক্ষণাৎ মাথার টাক চলে গেল। তাকে (তার মাথায়) সুন্দর চুল দেয়া হল। ফিরিশ্‌তা জিজ্ঞাসা করলেন, কোনসম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয় ? সে জবাব দিল, 'গরু'। তারপর তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দান করলেন এবং ফিরিশ্‌তা দু'আ করলেন, এতে তোমাকে বরকত দান করা হোক। তারপর ফিরিশ্‌তা অন্ধের নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন জিনিস তোমার কাছে বেশী প্রিয় ? সে বলল, আল্লাহ যেন আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি। নবী ﷺ বললেন, তখন ফিরিশ্‌তা তার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, তৎক্ষনাৎ আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিশ্‌তা জিজ্ঞাসা করলেন, কোন সম্পদ তোমার কাছে অধিক প্রিয় ? সে জবাব দিল 'ছাগল'। তখন তিনি তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলেন। উপরে উল্লেখিত লোকদের পশুগুলো বাচ্চা দিল। ফলে একজনের উটে ময়দান ভরে গেল, অপরজনের গরুতে মাঠ পূর্ণ হয়ে গেল এবং আর একজনের ছাগলে উপত্যাকা ভরে গেল। এরপর ঐ ফিরিশ্‌তা তাঁর পূর্ববর্তী আকৃতি প্রকৃতি ধারন করে শ্বেতরোগীর কাছে এসে বললেন, আমি একজন নিঃস্ব ব্যক্তি। আমার সফরের সকল (সম্বল) শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার গন্তব্য স্থানে পৌছার আল্লাহ ছাড়া কোন উপায় নেই। আমি তোমার কাছে ঐ সত্তার নামে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং কোমল চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন। আমি এর উপর সওয়ার হয়ে আমার গন্তব্যে পৌছাব। তখন লোকটি তাকে বলল, আমার উপর বহু দায় দায়িত্ব রয়েছে। (কাজেই আমার পক্ষে দান করা সম্ভব নয়) তখন ফিরিশ্‌তা তাকে বললেন, সম্ভবত আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি এক সময় শ্বেতীরোগী ছিলে না ? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করত। তুমি কি ফকীর ছিলে না

? এরপর আল্লাহ তা'আলা তোমাকে (প্রচুর সম্পদ) দান করেছেন। তখন সে বলল, আমি তো এ সম্পদ আমার পূর্বপুরুষ থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছি। ফিরিশ্‌তা বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ্ তোমাকে সেরূপ করে দিন, যেমন তুমি ছিলে। তারপর ফিরিশ্‌তা মাথায় টাকওয়ালার কাছে তাঁর সেই বেশভূষা ও আকৃতিতে গেলেন এবং তাকে ঠিক তদ্রূপই বললেন, যেরূপ তিনি শ্বেতী রোগীকে বলেছিলেন। এও তাকে ঠিক অনুরূপ জবাব দিল যেমন জবাব দিয়েছিল শ্বেতীরোগী। তখন ফিরিশ্‌তা বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে তেমন অবস্থায় করে দিন, যেমন তুমি ছিলে। শেষে ফিরিশ্‌তা অন্ধ লোকটির কাছে তাঁর আকৃতিতে আসলেন এবং বললেন, আমি একজন নিঃস্ব লোক, মুসাফির মানুষ ; আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ বাড়ি পৌঁছার ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কোন গতি নেই। তাই আমি তোমার কাছে সেই সত্তার নামে একটি ছাগী প্রার্থনা করছি যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন আর আমি এ ছাগীটি নিয়ে আমার এ সফরে বাড়ি পৌঁছতে পারব। সে বলল, বাস্তবিকই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ফকীর ছিলাম। আল্লাহ আমাকে ধনী করেছেন। এখন তুমি যা চাও নিয়ে যাও। আল্লাহ্‌র কসম। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তুমি যা কিছু নিবে, তার জন্য আমি তোমার নিকট কোন প্রশংসাই দাবী করব না। তখন ফিরিশ্‌তা বললেন, তোমার মাল তুমি রেখে দাও। তোমাদের তিন জনকে পরীক্ষা করা হল মাত্র। আল্লাহ তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার সাথী দু'জনের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, শিরোনামের শব্দগুলো হাদিস থেকে চয়ন করা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯২পৃঃ সামনে ৯৮৪ পৃঃ

بَابُ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَهْفِ وَالرَّقِيمِ [الكهف: ٩]

২০৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ আসহাবে কাহাফ ও রাকীম সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ? (৯ঃ ১৮)

الكَهْفُ: الفَتْحُ فِي الجَبَلِ، وَالرَّقِيمُ: الكِتَابُ، {مَرْقُومٌ} [المطففين: ٩] : مَكْتُوبٌ مِنَ الرَّقْمِ، {رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ} [الكهف: ١٤] : أَلْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا، {شَطَطًا} [الكهف: ١٤] : إِفْرَاطًا، الوَصِيدُ: الفِنَاءُ، وَجَمْعُهُ وَصَائِدُ وَوُصُدٌ، وَيُقَالُ: الوَصِيدُ: البَابُ، {مُؤْصَدَةٌ} [البلد: ٢٠] : مُطْبَقَةٌ، آصَدَ البَابَ وَأَوْصَدَ، {بَعَثْنَاهُمْ} [الكهف: ١٢] أَحْيَيْنَاهُمْ، {أَزْكَى} [البقرة: ٢٣٢] : أَكْثَرُ رَيْعًا، فَضَرَبَ اللهُ عَلَى آذَانِهِمْ فَنَامُوا، {رَجْمًا بِالْغَيْبِ} [الكهف: ٢٢] : لَمْ يَسْتَبِنْ" وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {تَقْرِضُهُمْ} [الكهف: ١٧] : تَتْرُكُهُمْ

কিতাব المرقوم শব্দটি الرقم হতে উদ্ভূত, অর্থ লিপিবদ্ধ। فربطنا على قلوبهم এর অর্থ, তাদের অন্তরে আমি (ধৈর্যের) প্রেরণা প্রদান করেছি। যদি আমি তার অন্তরে সহনশীলতার প্রেরণা প্রদান না করতাম। شططا অতিশয় অতিরিক্ত। الوصيد গুহার পাড়। এটা একবচন। এর বহুবচন وصائد এবং وصود ; কেউ কেউ বলেন, الوصيد অর্থ দরজা। مؤصدة বন্ধ। এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়। اصد الباب واوصد আমি তাদেরকে জীবিত করলাম। ازكى পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্য। এরপর আল্লাহ্ তাদের কানে ছাপ মেরে দিলেন। তারা ঘুমিয়ে পড়লো। رجما بالغيب যা স্পষ্ট হলো না। আর মুজাহিদ র.বলেন। تقرضهم তাদেরকে পাশ কেটে যায়।

নোট ঃ আসহাবে কাহফ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা জানার জন্য মুফতী শফী রহ. রচিত মাআরিফুল কোরআন দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ حَدِيثِ الْغَارِ
২০৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ গুহার ঘটনা

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ. فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ. فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّهُ وَاللهِ يَا هَؤُلاَءِ لاَ يُنْجِيكُمْ إِلاَّ الصِّدْقُ. فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ. فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزٍّ. فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ. وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا. وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَسُقْهَا. فَقَالَ لِي إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٍّ. فَقُلْتُ لَهُ اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ. فَسَاقَهَا. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ. فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ. فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِي. فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِمَا لَيْلَةً فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الْجُوعِ. فَكُنْتُ لاَ أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَاىَ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا. وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا. فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا. فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ. فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ. حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمٍّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ. وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ إِلاَّ أَنْ آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ. فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ. فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفْسِهَا. فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا. فَقَالَتِ اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَةَ دِينَارٍ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا "

সহজ তরজমা

৩২৩১. ইসমাঈল ইবনে খালীল রহ. .... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকেদের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। তারা পথ চলছিল। হঠাৎ তাদের বৃষ্টি পেয়ে গেল। তখন তারা এক গুহায় আশ্রয় নিল। অমনি তাদের গুহার মুখ (একটি পাথর চাপা পড়ে) বন্ধ হয়ে গেল। তাদের একজন অন্যদের বলল, বন্ধুগণ আল্লাহর কসম ! এখন সত্য ছাড়া কিছুই তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। কাজেই, এখন তোমাদের প্রত্যেকের সেই জিনিসের উসিলায় দু'আ করা উচিত, যে ব্যাপারে জানা রয়েছে যে, এ কাজটিতে সে সত্যতা বহাল রেখেছে। তখন তাদের একজন (এই বলে) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আপনি জানেন যে, আমার একজন মযদুর ছিল। সে এক ফারাক চাউলের বিনিময়ে আমার কাজ করে দিয়েছিল। পরে সে মজুরী না নিয়েই চলে গিয়েছিল। আমি তার এ মজুরী দিয়ে কিছু একটা করতে মনস্থ করলাম এবং কৃষি কাজে লাগালাম। এতে যা উৎপাদন হয়েছে, তার বিনিময়ে আমি একি গাভী কিনলাম। সে মযদুর আমার নিকট এসে তার মজুরী দাবী করল। আমি তাকে বললাম, এ গাভিটির দিকে তাকাও এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে যাও। সে জবাব দিল, আমার তো আপনার কাছে মাত্র এক 'ফারাক' চাউলই প্রাপ্য। আমি তাকে বললাম গাভীটি নিয়ে যাও। কেননা (তোমার) সেই এক 'ফারাক' দ্বারা যা উৎপাদিত হয়েছে, তারই বিনিময়ে এটি খরীদ করা হয়েছে। তখন সে গাভীটি হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। (হে আল্লাহ্) আপনি জানেন যে, তা আমি একমাত্র আপনার ভয়েই করেছি,

তাহলে আমাদের (গুহার মুখ) থেকে (এ পাথরটি) সরিয়ে দিন। তখন তাদের কাছ থেকে পাথরটি কিছুটা সরে গেল। তাদের আরেকজন দু'আ করল, হে আল্লাহ্! আপনি জানেন যে, আমার মা-বাপ খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি প্রতি রাতে তাঁদের জন্য আমার বকরীর দুধ নিয়ে তাঁদের কাছে যেতাম। ঘটনাক্রমে এক রাতে তাঁদের কাছে যেতে আমি দেরী করে ফেললাম। তারপর এমন সময় গেলাম, যখন তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এদিকে আমার পরিবার পরিজন ক্ষুধার কারণে চিৎকার করছিল। আমার মাতা-পিতাকে দুধ পান না করান পর্যন্ত ক্ষুধায় কাতর আমার সন্তানদের দুধ পান করাইনি। কেননা, তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগানোটি আমি পছন্দ করি নি। অপরদিকে তাঁদেরকে বাদ দিতেও ভাল লাগেনি। কারণ, এ দুধটুকু পান না করালে তাঁরা উভয়ে দুর্বল হয়ে যাবেন। তাই (দুধ হাতে) আমি (সারারাত) ভোর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত (তাদের জাগ্রত হবার) অপেক্ষা করছিলাম। আপনি জানেন যে, একাজ আমি করেছি, একমাত্র আপনার ভয়ে, তাই, আমাদের থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দিন। তারপর পাথরটি তাদের থেকে আরেকটু সরে গেল। এমনকি তারা আসমান দেখতে পেল। অপর ব্যক্তি দু'আ করল, হে আল্লাহ্! আপনি জানেন যে, আমার একটি চাচাত বোন ছিল। সবার চেয়ে সে আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি তার সাথে (মিলনের) বাসনা করেছিলাম। কিন্তু সে একশ দীনার (স্বর্ণ মুদ্রার) প্রদান ব্যতিত ঐ কাজে রাজি হতে চাইল না। আমি স্বর্ণ মুদ্রা অর্জনের চেষ্টা আরম্ভ করলাম এবং তা অর্জনে সমর্থও হলাম। তারপর কথিত মুদ্রাসহ তার নিকটে উপস্থিত হয়ে তাকে তা অর্পণ করলাম। সেও তার দেহ আমার ভোগে অর্পণ করলো। আমি যখন তার দুই পায়ের মাঝে বসে পড়লাম। তখন সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর, অন্যায় ও অবৈধ ভাবে পবিত্র ও রক্ষিত আবরুকে বিনষ্ট করো না। আমি তৎক্ষনাৎ সরে পড়লাম এবং স্বর্ণ মুদ্রা ছেড়ে আসলাম। হে আল্লাহ্! আপনি জানেন যে, আমি প্রকৃতই আপনার ভয়ে তা করেছিলাম। তাই আমাদের রাস্তা প্রশস্ত করে দাও। আল্লাহ (তাদের) সংকট দূরীভূত করলেন। তারা বের হয়ে আসল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : তমজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৩,পৃঃ পূর্বে ঃ ৩০৩, ৩১৩ পৃঃ সামনে ঃ ৮৮৩ পৃঃ।

بَابٌ

২০৫৫. পরিচ্ছেদ।

باب শব্দটি তানবীন সহ। এই বাবটি শিরোনামহীন,আর এটি فصل এর ন্যায় পূর্বোক্ত বাবের অন্তর্ভূক্ত।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: "بَيْنَا امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِيَ تُرْضِعُهُ، فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تُمِتِ ابْنِي حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَذَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِي الثَّدْيِ، وَمُرَّ بِامْرَأَةٍ تُجَرَّرُ وَيُلْعَبُ بِهَا، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ أَمَّا الرَّاكِبُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا تَزْنِي، وَتَقُولُ حَسْبِيَ اللهُ، وَيَقُولُونَ تَسْرِقُ، وَتَقُولُ حَسْبِيَ اللهُ"

সহজ তরজমা

৩২৩২. আবুল ইয়ামান রহ. .... আবু হুরায়ারা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, একদা একজন মহিলা তার কোলের শিশুকে স্তন্য পান করাচ্ছিল। এমন সময় একজন অশ্বারোহী তাদের নিকট দিয়ে গমন করে। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহ্! আমার পুত্রকে এই অশ্বরোহীর মতো না বানিয়ে মৃত্যু দান করো না। তখন কোলের শিশুটি বলে উঠল- হে আল্লাহ্! আমাকে ঐ অশ্বারোহীর মত করো না,

https://e-ilm.weebly.com/

এই বলে পুনরায় সে স্তন্য পানে মনোনিবেশ করল। তারপর একজন মহিলাকে কতিপয় লোক অপমানজনক ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে করতে টেনে টেনে নিয়ে চলছিল। ঐ মহিলাকে দেখে শিশুর মাতা বলে উঠল- হে আল্লাহ্! আমার পুত্রকে ঐ মহিলার মত করো না। শিশুটি বলে উঠল, হে আল্লাহ্! আমাকে ঐ মহিলার ন্যায় কর। নবী ﷺ বলেন, ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তি কাফির ছিল আর ঐ মহিলাকে লক্ষ্য করে লোকজন বলছিল, তুই ব্যাভিচারিণী, সে বলছিল আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। তারা বলছিল তুই চোর আর সে বলছিল আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, এই ঘটনাটি বনী ইসরাঈলের সময়ে ঘটেছিল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৩ পৃঃ আর এটা হলো পূর্বে ৪৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীসের দ্বিতীয় ঘটনা।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ ".

সহজ তরজমা

৩২৩৩. সাঈদ ইবনে তালীদ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন যে, একদা একটি কুকুর এক কূপের চারদিকে ঘুরছিল এবং প্রবল পিপাসার কারণে সে মৃত্যুর নিকটে পৌছেছিল। তখন বনী ইসরাঈলের ব্যাভিচারিণীদের একজন কুকুরটির অবস্থা লক্ষ্য করল, এবং তার পায়ের মোজার সাহায্যে পানি সংগ্রহ করে কুকুরটিকে পান করাল। এ কাজের প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৩ পৃঃ পূর্বেঃ ৪৬৭পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ،، عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ وَكَانَتْ فِي يَدَىْ حَرَسِيٍّ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ " إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ ".

সহজ তরজমা

৩২৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. .... হুমায়দ ইবনে আবদুর রাহমান রহ থেকে বর্ণিত। তিনি মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযি.-কে বলতে শুনেছেন যে, হজ্জ পালনের বছর মিম্বরে নববীতে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর দেহরক্ষীদের নিকট হতে মহিলাদের একগুচ্ছ কেশ নিজ হাতে নিয়ে তিনি বলেন, হে মদীনাবাসী ! কোথায় তোমাদের আলিম সমাজ ? আমি নবী করীম ﷺ-কে এ জাতীয় পরচুলা ব্যবহার থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বনী ইসরাঈল তখনই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, যখন তাদের মহিলাগণ এ জাতীয় পরচুলা ব্যবহার করতে আরম্ভ করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের انما هلكت بنو اسرائيل এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪ ৪৯৩ পৃঃ সামনে ৪ ৪৯৬ , ৮৭৮, ৮৭৯ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ ও আবু দাউদ শরীফ ৪ اللباس অধ্যায়।

সহজ তাশরীহ ৪ قصة শব্দের قاف (ক্বাফ) বর্ণে পেশ ও صاء (সোয়াদ) বর্ণে তাশদীদ দিয়ে। অর্থ ৪ মাথার সম্মুখের কেশগুচ্ছ। উদ্দেশ্য হলো - স্বীয় মূল চুলের সাথে কৃত্রিম চুল লাগানো।

নোট ৪ এ ব্যাপারে পূর্ণ তাশরীহ বাবের শেষে তথা বুখারী শরীফের ৪৯৬ পৃষ্ঠার হাদীসে আসবে। ইনশা আল্লাহ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

সহজ তরজমা

৩২৩৫. আব্দুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে মুহাদ্দাস (ইলহাম প্রেরণাপ্রাপ্ত) ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। আমার উম্মতের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, তবে সে নিশ্চয় উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. হবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : তমজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের فيما مضى قبلكم من الامم এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪ ৪৯৩ পৃঃ সামনে ৪ ৫২১ পৃঃ।

قوله : محدثون محدثون শব্দটির دال (দাল) বর্ণে যবর ও তাশদীদ দিয়ে এটি محدث এর বহুবচন, অর্থ ৪ এমন ব্যক্তি যার সহীহ ইলহাম হয়, এটা বেলায়াতের একটি উঁচু মাকাম। এই উম্মতের محدث ছিলেন হযরত ওমর রাঃ। কারণ অনেকবার হযরত ওমর রাঃ এর মানসা বা রায় অনুযায়ী ওহী অবতীর্ণ হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لاَ. فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا. فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي. وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي. وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا. فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبُ بِشِبْرٍ، فَغُفِرَ لَهُ ".

সহজ তরজমা

৩২৩৬. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. .... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মাঝে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে নিরানব্বইটি নর হত্যা করেছিল। তারপর (অনুশোচনা করতঃ নাজাতের পথের অনুসন্ধানে বাড়ী থেকে) বের হয়ে একজন পাদ্রীকে জিজ্ঞাসা করল, আমরা তওবা কবুল হওয়ার আশা আছে কি ? পাদরী বলল, না। তখন সে পাদ্রীকেও হত্যা করল। এরপর পুনরায় সে (লোকদের নিকট) জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সে রওয়ানা হল এবং পথিমধ্যে তার মৃত্যু এসে গেল। সে তার বক্ষদেশ দ্বারা সে স্থানটির দিকে ঘুরে গেল। মৃত্যুর পর রহমত ও আযাবের ফিরিশ্‌তাগণ তার রূহকে নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেন। আল্লাহ সম্মুখের ভূমিকে (যেখানে সে তওবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল) আদেশ করলেন, তুমি মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে যাও এবং পশ্চাতে ফেলে আসে স্থানকে

https://e-ilm.weebly.com/

(যেখানে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল) আদেশ দিলেন, তুমি দূরে সরে যাও। তারপর ফিরিশ্‌তাদের উভয় দলকে আদেশ দিলেন- তোমরা এখান থেকে উভয় দিকের দূরত্ব পরিমাপ কর। পরিমাপ করা হল, দেখা গেল যে, মৃত লোকটি সম্মুখের দিকে এক বিঘত অধিক অগ্রসরমান। আল্লাহর রহমতে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হলো।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৩-৪৯৪ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ " بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهٰذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ ". فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ. فَقَالَ " فَإِنِّي أُومِنُ بِهٰذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وَمَا هُمَا ثَمَّ. وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ، فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ هٰذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي ". فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ. قَالَ " فَإِنِّي أُومِنُ بِهٰذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ". وَمَا هُمَا ثَمَّ. وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

সহজ তরজমা

৩২৩৭. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম ﷺ ফজরের সালাত শেষে লোকজনের দিকে ঘুরে বসলেন এবং বললেন, একদা এক ব্যক্তি একটি গরু হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে এটির পিঠে চড়ে বসল এবং ওকে প্রহার করতে লাগল। তখন গরুটি বলল, আমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করা হয় নি, আমাদেরকে চাষাবাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ইহা শুনে লোকজন বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ! গরুও কথা বলে ? নবী করীম ﷺ বললেন, আমি এবং আবূ বকর ও উমর ইহা বিশ্বাস করি অথচ তখন তাঁরা উভয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এবং জনৈক রাখাল একদিন তার ছাগল পালের মাঝে অবস্থান করছিল, এমন সময় একটি চিতা বাঘ পালে ঢুকে একটি ছাগল নিয়ে গেল। রাখাল বাঘের পিছে ধাওয়া করে ছাগলটি উদ্ধার করল। তখন বাঘটি বলল, তুমি ছাগলটি আমার হতে কেড়ে নিলে বটে তবে ঐদিন কে ছাগল রক্ষা করবে, যেদিন হিংস্র জন্তু ওদের আক্রমণ করবে এবং আমি ছাড়া তাদের অন্য কোন রাখাল থাকবে না। লোকেরা বলল, সুবহানাল্লাহ ! চিতা বাঘ কথা বলে ! নবী ﷺ বললেন, আমি এবং আবূ বকর ও উমর ইহা বিশ্বাস করি অথচ তখন তাঁরা উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, হাদীসে আলোচিত দুইজন ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৪ পৃঃ পূর্বেঃ ৩১২ পৃঃ সামনে ঃ ৫১৭, ৫২১ পৃঃ।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى

الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ. وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا. فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلاَمٌ. وَقَالَ الآخَرُ لِي جَارِيَةٌ. قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلاَمَ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَتَصَدَّقَا".

সহজ তরজমা

৩২৩৮. ইসহাক ইবনে নাসর রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, [নবী করীম ﷺ এর আগে] এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি হতে একখণ্ড জমি ক্রয় করেছিল। ক্রেতা খরীদকৃত জমিতে একটা স্বর্ণ ভর্তি কলসি পেল। ক্রেতা বিক্রেতাকে তা ফেরত নিতে অনুরোধ করে বলল, কারণ আমি জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি। বিক্রেতা বলল, আমি জমি এবং এতে যা কিছু আছে সবই বিক্রি করে দিয়েছি। তারপর তারা উভয়াই অপর এক ব্যক্তির নিকট এর মীমাংসা চাইল। তিনি বললেন, তোমাদের কি ছেলে-মেয়ে আছে ? একজন বলল, আমার একটি ছেলে আছে। অপর ব্যক্তি বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। মীমাংসাকারী বললেন, তোমার মেয়েকে তার ছেলের সাথে বিবাহ দাও আর প্রাপ্ত স্বর্ণের মধ্যে কিছু তাদের বিবাহে ব্যয় কর এবং অবশিষ্টাংশ তাদেরকে দিয়ে দাও।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, হাদীসে উল্লেখিত দুজন ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৪পৃঃ তাছাড়া -মুসলিম শরীফ ঃ القضاء অধ্যায়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ، أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ، رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الطَّاعُونِ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ". قَالَ أَبُو النَّضْرِ "لاَ يُخْرِجُكُمْ إِلاَّ فِرَارًا مِنْهُ".

সহজ তরজমা

৩২৩৯. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাযি. উসামাহ্ ইবনে যায়েদ রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্লেগ সম্বন্ধে কি শুনেছেন? উসামাহ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্লেগ একটি আযাব, যা বনী ইসরাঈলের এক সম্প্রদায়ের উপর আপতিত হয়েছিল। অথবা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল। তোমরা যখন কোন স্থানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব শুনতে পাও, তখন তোমরা সেখান যেয়োনা। আর যখন প্লেগ এমন স্থানে দেখা দেয়, যেখানে তুমি অবস্থান করছো, তখন সে স্থান থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে বের হয়োনা। আবূ নযর রহ বলেন, পলায়নের উদ্দেশ্যে এলাকা ত্যাগ করো না। তবে অন্য প্রয়োজনে যেতে পার, তাতে বাঁধা নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের على طائفة من بنى اسرائيل এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৪ পৃঃ সামনে ঃ ৮৫৩, ১০৩২ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফী ঃ الطب অধ্যায়,তিরমিযি শরীফ ঃ الجنائز অধ্যায়।

طاعون এর ব্যাখ্যা ঃ طاعون শব্দটি فاعول এর ওযনে। অর্থ ঃ মহামারী, ব্যাধি। এটি একটি বিনাশকরী বা ধ্বংসকারী ব্যাধি, আর এটাকে প্লেগও বলা হয়ে থাকে। এর ধরণ হলো এই যে, বগল কিংবা রানে একটি বিষপোড়া বের হয় আর এর আশপাশ কালো কিংবা লাল বর্ণ ছড়িয়ে পরে এবং জ্বর আসে , আর সেই ফোড়ায় খুব জালা ও ব্যাথা অনুভব হয়। আর ফোড়া থেকে কম্পন শুরু হয়, বারে বারে বমি আসে। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ তিন - চার দিনের বেশী জীবিত থাকে না।

নোট ঃ আরো ব্যাখ্যা জানার জন্য 'নাসরুল মুনঈম' - ৬৫ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ. عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ. عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ. فَأَخْبَرَنِي " أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا. يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ. إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ ".

সহজ তরজমা

৩২৪০. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. .... নবী সহধর্মিণী আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্লেগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, উত্তরে তিনি বলেলেন, তা একটি আযাব বিশেষ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের প্রতি ইচ্ছা করেন তাদের উপর তা প্রেরন করেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাগনের উপর তা (আযাবের সুরতে) রহমত স্বরূপ করে দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি যখন প্লেগাক্রান্ত স্থানে সাওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরে অবস্থান করে এবং তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ তাকদীরে যা লিখে রেখেছেন তাই হবে, তবে সে একজন শহীদের সমান সওয়াব পাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের جنس থেকে। সুতরাং শিরোনামের সাথে পূর্বোক্ত হাদীসের যেভাবে মিল রয়েছে, এই হাদীসেরও অনুরূপভাবে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৪ পৃঃ সামনে ঃ ৮৫৩, ৯৭৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا. أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ. فَقَالَ وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ". ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ. ثُمَّ قَالَ " إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَايْمُ اللهِ. لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ".

সহজ তরজমা

৩২৪১. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, মাখযূম গোত্রের জনৈক চোর মহিলার ঘটনা কুরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুললো। এ অবস্থায় তারা (পরস্পর) বলাবলি করতে

লাগল এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কে আলাপ আলোচনা (সুপারিশ) করতে পারে ? তারা বলল, একমাত্র রাসূলে করীম ﷺ-এর প্রিয়তম ব্যক্তি ওসামা ইবনে যায়িদ রাযি. এ জটিল ব্যাপারে আলোচনা করার সাহস করতে পারেন। (নবীজীর খেদমতে তাঁকে পাঠান হল তিনি এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে) ক্ষমা করে দেয়ার সুপারিশ করলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘনকারিণীর সাজা (হাত কাটা) মাওকুফের সুপারিশ করছ ? তারপর নবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবায় বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অপরদিকে যখন কোন সহায়হীন দরিদ্র সাধারন লোক চুরি করত, তখন তার উপর হদ্(হাতকাটা দণ্ডবিধি) প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা চুরি করত (আল্লাহ্ তাকে হিফাযত করুন) তবে আমি তার হাত অবশ্যই কেটে ফেলতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের انما اهلك الذين قبلكم এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, منهم দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'বনী ইসরাঈল'।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৪ পৃঃ পূর্বেঃ ৩৬১ পৃঃ সামনে ঃ ৫২৮, ৬১৬, ১০০৩, ১০০৪ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড, ৩৬৮পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ. قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ الْهِلَالِيَّ. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ. قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً. قَرَأَ. وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ خِلَافَهَا فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ وَقَالَ "كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ. وَلَا تَخْتَلِفُوا. فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا".

সহজ তরজমা

৩২৪২. আদম রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআনের একটি আয়াত (এমনভাবে) পড়তে শুনলাম যা নবী করীম ﷺ থেকে আমার শ্রুত তিলাওয়াতের বিপরীত। আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বললাম। তখন তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন, তোমরা উভয়ই ভাল ও সুন্দর পড়েছ। তবে তোমরা ইখ্তিলাফ (মতবিরোধ) করো না। তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ইখ্তিলাফ ও মতবিরোধের কারণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فان من كان قبلكم اختلفوا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৪-৪৯৫ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩২৫ পৃঃ সামনে ঃ ৭৫৭ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ. قَالَ عَبْدُ اللهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ. وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ. وَيَقُولُ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ".

সহজ তরজমা

৩২৪৩. উমর ইবনে হাফস রহ. .... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যেন এখনো নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি যখন তিনি একজন নবী আ.-এর অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন যে, তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তাঁরা অজ্ঞ।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের نبيا من الانبياء এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা,এ কথা সুস্পষ্ট যে, তিনি বনী ইসরাঈলের একজন নবী।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৫ পৃঃ সামনে ঃ ১০২৪ পৃঃ তাছাড়া - মুসলিম শরীফ ঃ المغازى অধ্যায়, ইবনে মাজাহ শরীফ ঃ الفتن অধ্যায়।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " أَنَّ رَجُلاً كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللهُ مَالاً فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ أَبٍ. قَالَ فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ. فَإِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. فَفَعَلُوا. فَجَمَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ مَا حَمَلَكَ قَالَ مَخَافَتُكَ. فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ ". وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ. سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ. سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩২৪৪. আবুল ওয়ালীদ রহ. .... আবূ সাঈদ রাযি. সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক ব্যক্তি, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তখন সে তার ছেলেদেরকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করল, আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম ? তারা উত্তর দিল, আপনি আমাদের উত্তম পিতা ছিলেন। সে বলল, আমি জীবনে কখনও কোন নেক আমল করতে পারিনি। আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা আমার লাশকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে রেখে দিও এবং প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে ঐ ভস্ম বাতাসে উড়িয়ে দিও। সে মারা গেল। ছেলেরা ওসিয়াত অনুযায়ী কাজ করল। আল্লাহ্ তা'আলা তার ভস্ম একত্রিত (পুনঃজীবিত) করে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন অদ্ভুত ওসিয়াত করতে কোন জিনিস তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল ? সে জবাব দিল, হে আল্লাহ্! তোমার শাস্তির ভয়। ফলে আল্লাহ্র রহমত তাকে ঢেকে নিল। মু'আয রহ. .... আবূ সা'য়ীদ রাযি. নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের ان رجلا كان قبلكم এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৫পৃঃ সামনে ঃ ৯৫৯, ১১১৮, পৃঃ মুসলিম শরীফ ঃ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ. عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ. قَالَ قَالَ عُقْبَةُ لِحُذَيْفَةَ أَلاَ تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ " إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ. لَمَّا أَيِسَ مِنَ الْحَيَاةِ. أَوْصَى أَهْلَهُ إِذَا مُتُّ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا. ثُمَّ أَوْرُوا نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي. وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي. فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا. فَذَرُّونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَوْ رَاحٍ فَجَمَعَهُ اللهُ. فَقَالَ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ خَشْيَتَكَ فَغَفَرَ لَهُ ". قَالَ عُقْبَةُ وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ.

সহজ তরজমা

৩২৪৫. মুসাদ্দাদ রহ. .... হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তির যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল এবং সে জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন সে তার পরিবার পরিজনকে ওসিয়াত করল, যখন আমি মরে যাব তখন তোমরা আমার জন্য অনেক লাকড়ি জমা করে

https://e-ilm.weebly.com/

(তার ভিতরে আমাকে রেখে) আগুন জ্বালিয়ে দিও। আগুন যখন আমার গোশত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন (অদগ্ধ) হাড়গুলি পিষে ছাই করে নিও। তারপর সেই ছাই গরমের দিন কিংবা প্রচণ্ড বাতাসের দিনে সাগরে ভাসিয়ে দিও। (তারা তাই করল) আল্লাহ তা'আলা (তার ভস্মীভূত দেহ একত্রিত করে) জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কেন করলে ? সে বলল, আপনার ভয়ে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। উকবা রহ বলেন, আর আমিও তাকে [হুযায়ফা রাযি.-কে] বলতে শুনেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের ان رجلا حضره الموت এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৫ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৯০-৪৯১পৃঃ সামনে ঃ ৯৫৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُوسٰى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَالَ " فِي يَوْمٍ رَاحٍ ".

সহজ তরজমা

৩২৪৬. মূসা রহ. .... আবদুল মালিক রহ থেকে বরর্ণিত, তিনি বলেন, (فِي يَوْمٍ رَاحٍ) অর্থাৎ প্রচণ্ড বাতাসের দিনে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، قَالَ فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ ".

সহজ তরজমা

৩২৪৭. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, পূর্বযুগে কোন এক ব্যক্তি ছিল, যে মানুষকে ঋণ প্রদান করত। সে তার কর্মচারীকে বলে দিত, তুমি যখন কোন অভাবীর নিকট টাকা আদায় করতে যাও, তখন তাকে মাফ করে দাও। হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা এ কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। নবী ﷺ বলেন, (মৃত্যুর পর) যখন সে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাত লাভ করল, তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের শুরু অংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৫পৃঃ পূর্বে ঃ ২৭৯ পৃঃ।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَىَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا، فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذٰلِكَ، فَأَمَرَ اللهُ الأَرْضَ، فَقَالَ اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَبِّ، خَشْيَتُكَ، فَغَفَرَ لَهُ ". وَقَالَ غَيْرُهُ " مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ ".

সহজ তরজমা

৩২৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পূর্বযুগে এক ব্যক্তি তার নফসের উপর অনেক যুলুম করেছিল। যখন তার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো, সে তার

https://e-ilm.weebly.com/

পুত্রদেরকে বলল, মৃত্যুর পর আমার দেহ হাড় মাংসসহ পুড়িয়ে দিয়ে ভস্ম করে নিও এবং (ভস্ম) প্রবল বাতাসে উড়িয়ে দিও। আল্লাহর কসম ! যদি আল্লাহ আমাকে ধরে ফেলেন, তবে তিনি আমাকে এমন কঠোরতম শাস্তি দেবেন যা অন্য কাউকেও দেননি। যখন তার মৃত্যু হল, তার সাথে সেভাবেই করা হল। অতঃপর আল্লাহ যমিনকে আদেশ করলেন, তোমার মাঝে ঐ ব্যক্তির যা আছে একত্রিত করে দাও। (যমিন তৎক্ষণাৎ তা করে দিল) এ ব্যক্তি তখনই (আল্লাহর সম্মুখে) দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে তোমাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করল ? সে বলল, হে প্রতিপালক তোমার ভয়ে, অতঃপর তাকে ক্ষমা করা হলো। অন্য রাবী (خَشْيَتُكَ) স্থলে (مخافتك) বলেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فكان رجلا يسرف على نفسه এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৫ পৃঃ সামনে ঃ ১১১৭ পৃঃ।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ ".

সহজ তরজমা

৩২৪৯. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আসমা রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একজন মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। সে অবস্থায় বিড়ালটি মরে যায়। মহিলা ঐ কারণে জাহান্নামে গেল। কেননা সে বিড়ালটিকে দানা-পানি কিছুই দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে সে নিজ খুশিমত যমিনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা, হাদীসটি এখানে আনার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ মহিলাটি যে বনী ইসরাঈলের তা প্রমাণিত করা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৫ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩১৮,৪৬৭ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، عُقْبَةُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ، إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَافْعَلْ مَا شِئْتَ ".

সহজ তরজমা

৩২৫০. আহমদ ইবনে ইউনুস রহ. .... আবূ মাসউদ উকবা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আম্বিয়ায়ে-কিরামের সর্বসম্মত উক্তি সমূহ যা মানব জাতি লাভ করেছে, তন্মধ্যে একটি হল, "যখন তোমার লজ্জা-শরম না থাকে, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের প্রথমাংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখনে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৫ পৃঃ সামনে ঃ ৯০৪ পৃঃ।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩২৫১. আদাম রহ. .... আবূ মাসঊদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, প্রথমযুগের আম্বিয়া-এ-কিরামের সর্বসম্মত উক্তি সমূহ যা মানব জাতি লাভ করেছে, তন্মধ্যে একটি হল, "যখন তোমার লজ্জা-শরম না থাকে, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।"

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ خُسِفَ بِهِ، فَهْوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ". تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

সহজ তরজমা

৩২৫২. বিশর ইবনে মুহাম্মদ রাযি. .... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, এক ব্যক্তি গর্ব ও অহংকারের সহিত লুঙ্গী টাখনোর নিচে ঝুলিয়ে পথ চলছিল। এমতাবস্থায় তাকে যমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হল এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে এমনি অবস্থায় নীচের দিকেই যেতে থাকবে। আবদুর রহমান ইবনে খালিদ রহ. ইমাম যুহরী রহ. থেকে হাদীস বর্ণনায় ইউনুস রহ.-এর অনুসরন করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের শব্দ থেকে মিল গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, হাদীসে পূর্বযুগের যে ব্যক্তিটির কথা উল্লেখ রয়েছে, সে বনী ইসরাঈল বা অন্যকোন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ বলেন - ঐ ব্যক্তি হলো, কারুন। আর সে বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ كُلُّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا، فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى ". " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ "

সহজ তরজমা

৩২৫৩. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, পৃথিবীতে আমাদের আগমন সর্বশেষ হলেও কিয়ামত দিবসে আমরা অগ্রগামী। কিন্তু, অন্যান্য উম্মতগণকে কিতাব দেয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে, আর আমাদিগকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পরে। তারপর এই যে (ইবাদতের) সম্পর্কে তারা মতবিরোধ করছে, তা ইয়াহূদীদের মনোনীত শনিবার, খৃষ্টানদের মনোনীত রবিবার। প্রত্যেক মুসলমানদের উপর সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন (অর্থাৎ শুক্রবার) গোসল করা কর্তব্য।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৫-৪৯৬ পৃঃ পূর্বে ঃ একাধিকবার অতিবাহিত হয়েছে। قوله: نحن الاخرون السابقون এ সম্পর্কে পূর্ণ ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ২য় খন্ড, ১৮০ পৃঃ দেখুন।
بيد **এর তাহকীক ঃ** নাসরুল বারী ৪র্থ খন্ড, ৭৬ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا، فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّاهُ الزُّورَ. يَعْنِي الْوِصَالَ فِي الشَّعَرِ. تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩২৫৪. আদাম রহ. .... সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান রাযি. মদীনায় সর্বশেষ আগমন করেন, তখন তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদানকালে এক গুচ্ছ পরচুলা বের করে বলেন, ইয়াহুদীগণ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যবহার করে বলে আমার ধারনা ছিল না। নবী করীম ﷺ এ কর্মকে মিথ্যা, প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ পরচুলা। গুন্দর রহ শু'বা রহ থেকে হাদীস বর্ণনায় আদম রহ-এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের اليهود এ শব্দের মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, তারা বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভূক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৬ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৯৩ পৃঃ সামনে ঃ ৮৭৮, ৭৮৯ পৃঃ।

সহজ তাশরীহ ঃ এই হাদীসটি ৩২৩৪ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে।

সারকথা হলো এই যে, হযরত মুআবিয়া রাঃ স্বীয় শাসনামলে শেষ হজ্ব ৫১ হিজরীতে করেছিলেন। তিনি যখন মদীনায় তাশরীফ আনলেন তখন এই খুতবা দিলেন। যার উদ্দেশ্য হলো এই যে, স্ত্রীলোকদের জন্য স্বীয় মাথায় মূল চুলের সাথে কৃত্রিম চুল জোড়া দিয়ে স্বামী বা অন্যদেরকে ধোকা দেওয়া যে, তার চুল অনেক লম্বা এবং খুব সুন্দর। যা সাধারণত ইয়াহুদি নারীদের অভ্যাস ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলিম নারীদের মাধ্যেও তা অনুপ্রবেশ করেছে। আর এটা একটা নাজায়েয আমল ছিল, কিন্তু মদীনার আলেমগণ নিশ্চুপ ছিলেন, ফলে ইমাম মুআবিয়া রাঃ এই ভাষণ দিয়েছিলেন,

সুন্দর পরিসমাপ্তি ঃ "হযরত মুয়াবিয়া রাযি. সর্বশেষ যখন মদীনায় আগমন করেন" এর দ্বারা মৃত্যুর দিকে ইশারা করা হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

كتاب المناقب

অধ্যায় : ফাযায়েল

এই كتاب বা অধ্যায়টি مناقب প্রসংগে। مناقب শব্দটি منقبة এর বহুবচন। আর এটি مثلبة এর বিপরীত। কোন কোন নুসখায় باب المناقب এসেছে। কিন্তু প্রথমটাই উত্তম। কেননা, كتاب অনেক বা একাধিক বাবের সমন্বয়ে হয়ে থাকে। আর এই كتاب বা অধ্যায়ে অনেক বাব রয়েছে যা অনেক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং এটা কারো নিকট অস্পষ্ট বা গোপন নয়। (উমদাতুল কারী)

مناقب শব্দটি منقبة এর বহুবচন , যার অর্থ- হলো ফযিলত। আর منقبة এর বিপরীত হলো - مثلبة (মীম বর্ণে ও বা বর্ণে যবর দিয়ে) এর অর্থঃ দোষ ত্রুটি, গালি। যেমন - বলা হয়ে থাকে ماعرفت فيه مثلبة আমি তার মাঝে কোন দোষ বা ত্রুটি দেখছি না। এর বহুবচন হলো - مثالب

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ باب المناقب এর নুসখাকে প্রধান্য দিয়েছেন। কিন্তু আল্লামা আইনী রহঃ এর তাহকীকই অগ্রগণ্য। কেননা, এর অধীনে বিভিন্ন বাব রয়েছে। والله اعلم।

بَابُ الْمَنَاقِبِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ } الحجرات

পরিচ্ছেদঃ ফাযায়েল ১

অনুবাদ ঃ হে লোক সকল ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতী ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক মর্যাদাবান যে অধিক মুত্তাকী (পরহেযগার)। - (হুজুরাত-১৩)।

وَقَوْلِهِ (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)

আল্লাহ তাআলার বাণী- তোমরা সে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো যার নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে চাও এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাকেও ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী। (নিসাঃ ০১)

وَمَا يُنْهَى عَنْ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ. الشُّعُوبُ: النَّسَبُ البَعِيدُ. وَالقَبَائِلُ: دُونَ ذَلِكَ

- আর জাহেলীযুগের আহবান থেকে নিষেধাজ্ঞার বয়ান প্রসংগে। الشعوب النسب البعيد ,والقبائل دون ذلك - দূরবর্তী নসবকে شعوب বলা হয় আর। অর্থাৎ قبائل হল (গোত্র সমূহের) মূল, যেমন - রবীআ, মুজার, আউস, খাযরাজ। আর قبيلة হলো তার শাখা প্রশাখা।

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْكَاهِلِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ. عَنْ أَبِي حَصِينٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رضى الله عنهما { وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ } قَالَ الشُّعُوبُ الْقَبَائِلُ الْعِظَامُ. وَالْقَبَائِلُ الْبُطُونُ.

সহজ তরজমা

৩২৫৫. খালিদ ইবনে ইয়াযিদ কাহিলী রাযি. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়াতে বর্ণিত (الشُّعُوبُ) অর্থ বড় গোত্র এবং (الْقَبَائِلُ) অর্থ ছোট গোত্র।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনাম তথা আয়াতে কারীমার সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা, আয়াতে কারীমায় الشعوب ও القبائل এর কথা উল্লেখ রয়েছে। আর হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ الشعوب এর ব্যাখ্যা করেছেন القبائل العظام তথা বড় বড় قبيله বা গোত্র দ্বারা, আর القبائل এর ব্যাখ্যা করেছেন - البطون তথা বড় গোত্রের শাখা-প্রশাখা দ্বারা। (উমদাতুল বারী)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৬ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَتْقَاهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ "فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ".

সহজ তরজমা

৩২৫৬. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান কে ? নবী ﷺ বলেন, যে সর্বাধিক মুত্তাকী, সে-ই অধিক সম্মানিত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা এ ধরনের কথা জিজ্ঞাসা করিনি। নবী করীম ﷺ বললেন, তাহলে আল্লাহ্র নবী ইউসুফ আ.।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের اتقاهم এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৬ পৃঃ পূবে ঃ ৪৭৩, ৪৭৮, ৪৭৯ পৃঃ সামনে ঃ ৬৭৯ পৃঃ।

আয়াতে কারীমার সারমর্ম হলো এই যে, قبائل এর বিভক্তি শুধু গর্ব ও আত্মম্ভরিতা এবং অন্যদেরকে তুচ্ছ ও অবহেলা করার জন্য নয়, বরং পরিচয় জানার জন্য। আর সম্মান ও ইজ্জতের মানদন্ড তো হলো তাকওয়া, পরহেযগারী।

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ وَائِلٍ. قَالَ حَدَّثَتْنِي رَبِيبَةُ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبُ ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ ﷺ أَكَانَ مِنْ مُضَرَ قَالَتْ فَمِمَّنْ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرَ مِنْ بَنِي النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ.

সহজ তরজমা

৩২৫৭. কায়স ইবনে হাফস রহ. .... কুলায়েব ইবনে ওয়ায়েল রহ বলেন, নবী করীম ﷺ-এর অভিভাবকত্বে পালিতা আবূ সালামার কন্যা যায়নাবকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বলুন, নবী করীম ﷺ কি মুযার গোত্রের ছিলেন ? তিনি বললেন, বনু নযর ইবনে কিনানা উদ্ভূত গোত্র মুযার ছাড়া আর কোন গোত্র থেকে হবেন? মুযার গোত্র নাযার ইবনে কিনানা গোত্রের একটি শাখা ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের الامن مضر এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, مضر (মুজার) شعوب এর অন্তর্ভূক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৬ পৃঃ সামনে ঃ ৪৯৬ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُوسَى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا كُلَيْبٌ. حَدَّثَتْنِي رَبِيبَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَظُنُّهَا زَيْنَبَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُزَفَّتِ وَقُلْتُ لَهَا أَخْبِرِينِي النَّبِيُّ ﷺ مِمَّنْ كَانَ مِنْ مُضَرَ كَانَ قَالَتْ فَمِمَّنْ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرَ كَانَ مِنْ وَلَدِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩২৫৮. মূসা রহ. .... কুলায়ব বলেন, নবী করীম ﷺ-এর অভিভাবকত্বে পালিত কন্যা বলেনঃ আর আমার ধারনা তিনি হলেন যায়নাব। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কদুর খোল, সবুজ মাটির পাত্র মুকাইয়ার ও মুযাফ্ফাত (আলকাতরা লাগানো পাত্র বিশেষ) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কুলায়ব বলেন, আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বলেন তো দেখি নবী ﷺ কোন গোত্রের ছিলেন ? তিনি কি মুযার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ? তিনি জবাব দিলেন, নবী ﷺ মুযার গোত্র ছাড়া আর কোন গোত্রের হবেন ? আর মুযার নাযর ইবনে কিনানার বংশধর ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো এভাবে যে, এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের ভিন্ন একটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৬ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৯৬ পৃঃ।

সহজ তাশরীহ ঃ এই রেওয়ায়াতে مقير শব্দ রয়েছে যা সহীহ নয়। বরং সহীহ হলো نقير কেননা, مقير ও مزفت উভয়টা এক অভিন্ন। আর حنتم ও دباء এর তাহকীক পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। নাসরুল বারী - ১ম খন্ড, ৩৫৬ পৃঃ দেখুন।

সুউচ্চ, মহান বংশানুক্রম

রাসুল ﷺ এর সুউচ্চ, মহান বংশানুক্রম হলো এই -

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوئ بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

ربيبة النبي ﷺ ঃ ربيبة النبي صلى الله وسلم দ্বারা زينب بنت ابوسلمه رض উদ্দেশ্য, যিনি উম্মুল মু'মিনিন হযরত উম্মে সালামা রাঃ এর পূর্বের স্বামী আবু সালামার বোন ছিলেন। রাসুল ﷺ তার লালন - পালন করেছেন। তাই তাকে ربيبة النبي ﷺ বলা হয়েছে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. عَنْ عُمَارَةَ. عَنْ أَبِي زُرْعَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ. خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا. وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً". "وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ. الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ. وَيَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ".

সহজ তরজমা

৩২৫৯. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মানুষকে খনির ন্যায় পাবে। জাহিলি যুগের উত্তম ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণের পরও তারা উত্তম। যখন তারা দীনী জ্ঞান অর্জন করে। আর তোমরা শাসন ও নেতৃত্বের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তিকে পাবে যে এই ব্যাপারে তাদের মধ্যে সবচাইতে অধিক অনাসক্ত। আর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ দুমুখী ব্যক্তি, যে একদলের সাথে একভাবে কথা বলে অপর দলের সাথে অন্য ভাবে কথা বলে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৬ পৃঃ এই হাদীসটি আরো তিনটি হাদীস সমৃদ্ধ যেমন -১ম টি হলো- تجدون الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا فقهوا

https://e-ilm.weebly.com/

২য় تجدون خيار الناس في هذا الشان اشدهم له كراهية এই হাদীস দুটি সামনে - ৫০৭ পৃষ্ঠায় আসবে। আর ১ম হাদীসটি ৪৭৩ পৃষ্ঠায় অতিবহিত হয়েছে।

তৃতীয় হাদীস - تجدون شر الناس ذا الوجهين এটি সামনে الادب এর অধ্যায়ে - ৮৯৫, ১০১৪ পৃঃ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ. قَالَ: النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ. مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ. وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ. وَالنَّاسُ مَعَادِنُ. خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ. إِذَا فَقِهُوا تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّ النَّاسِ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الشَّأْنِ. حَتَّى يَقَعَ فِيهِ

সহজ তরজমা

৩২৬০. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, খিলাফত ও নেতৃত্বের ব্যাপারে সকলেই কুরাইশের অনুগত থাকবে। মুসলমানগণ তাদের মুসলমানদের এবং কাফেরগণ তাদের কাফেরদের অনুগত। আর মানব সমাজ খনির ন্যায়। জাহিলী যুগের উত্তম ব্যক্তি ইসলাম গ্রহনের পরও উত্তম, যদি তারা দীনী জ্ঞানার্জন করে। তোমরা নেতৃত্বে ও শাসনের ব্যপারে ঐ ব্যক্তিকেই সর্বোত্তম পাবে যে এর প্রতি অনাসক্ত, যে পর্যন্ত না সে তা গ্রহণ করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,এই হাদীসটি অন্য আরেকটি হাদীসের ভিন্ন একটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৬ পৃঃ ৪৯৬ পৃঃ।

بَابٌ

২০৫৭. পরিচ্ছেদ।

باب শব্দটি তানবীন সহ, এই বাবটি শিরোনামহীন, আর এই বাবটি فصل এর ন্যায় পূর্বোক্ত বাবের অন্তর্ভূক্ত।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ شُعْبَةَ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ. عَنْ طَاوُسٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - {إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} قَالَ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبَى مُحَمَّدٍ ﷺ. فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ وَلَهُ فِيهِ قَرَابَةٌ. فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ.

সহজ তরজমা

৩২৬১. মুসাদ্দাদ রাযি. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, (إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) এ আয়াতের প্রসঙ্গে রাবী তাউস রহ বলেন যে, সায়িদ ইবনে জুবায়র রাযি. বলেন, কুরবা শব্দ দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট আত্মীয়কে বুঝানো হয়েছে। তখন ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, কুরাইশের এমন কোন শাখা-গোত্র নেই যাঁদের সাথে নবী ﷺ-এর আত্মীয়তা ছিল না। আয়াতখানা তখনই নাযিল হয়। অর্থাৎ তোমরা আমার ও তোমাদের মধ্যকার আত্মীয়তার প্রতি দৃষ্টি রাখ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.বলেন - ১. এই হাদীসটি শিরোনামের সাথে المودة এর তাফসীরের ভিত্তিতে মিল রাখে। অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক যা হুযুর ﷺ ও কুরাইশদের মাঝে ছিল। ২. পূর্বে বলা হয়েছিল النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ আর এ হাদীসে কুরাইশদের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৬ পৃঃ সামনে ঃ ৭১৩ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مِنْ هَا هُنَا جَاءَتِ الْفِتَنُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ، وَالْبَقَرِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ "

সহজ তরজমা

৩২৬২. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... আবূ মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, এই পূর্বদিক হতে ফিতনা-ফাসাদের উৎপত্তি হবে। নির্মমতা ও হৃদয়ের কঠোরতা উট ও গরুর লেজের নিকট। পশমী তাঁবুর অধিবাসীরা (রাবী'আ ও মুযার গোত্রের) যারা উট ও গরু পিছনে চিৎকার করে (হাঁকায়), তাদের মধ্যেই রয়েছে নির্মমতা ও কঠোরতা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فى ربيعة ومضر এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা,এই দুটি قبيله বা গোত্রের নাম। ربيعة ও مضر এই দুই গোত্রের লোকেরা অনেক সম্পদের অধিকারী ছিল,আর তাদের পেশা ছিল কৃষিকাজ। এরকম মানুষদের অন্তর খুব শক্ত ও নির্দয় হয়ে থাকে। চাষাবাদের সময় তথা লাঙ্গল দিয়ে যমিন চাষ করার সময় উট কিংবা বলদের লেজ ধরে চিৎকার চেচামেচি, করে থাকে। এই হাদীস ও এর পরবর্তী হাদীস এর শিরোনামের সাথে মিল হলো যে, এই হাদীসে 'রাবীআ' ও মুজার এর নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে। আর এর দ্বারা অন্যান্য গোত্রের প্রশংসাও হয়ে যায়। আর তার পরবর্তী হাদীসে ইয়ামানবাসীদের ও বকরীর মালিকদের প্রশংসা করা হয়েছে। আর এটাই হলো শিরোনাম ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৬ পৃঃ ৪৬৬ পৃঃ সামনে ঃ ৬৩০, ৭৯৯।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ ". سُمِّيَتِ الْيَمَنَ لأَنَّهَا عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ، وَالشَّأْمَ عَنْ يَسَارِ الْكَعْبَةِ، وَالْمَشْأَمَةُ الْمَيْسَرَةُ، وَالْيَدُ الْيُسْرَى الشُّؤْمَى، وَالْجَانِبُ الأَيْسَرُ الأَشْأَمُ.

সহজ তরজমা

৩২৬৩. আবুল ইয়ামান রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, গর্ব-অহংকার পশম নির্মিত তাঁবুতে বসবাসকারী যারা (উট-গরু হাঁকাতে চিৎকার করে) তাদের মধ্যে। আর শান্তভাব বকরী পালকদের মধ্যে রয়েছে। ঈমানের দৃঢ়তা ও হিকমাত ইয়ামানবাসীদের মধ্যে রয়েছে। ইমাম বুখারী রহ বলেন, ইয়ামান নামকরণ করা হয়েছে, যেহেতু ইহা কা'বা ঘরেরে ডানদিকে (দক্ষিন) অবস্থিত এবং শাম (সিরিয়া) কা'বা ঘরের বাম (উত্তর) দিকে অবস্থিত বিধায় তার শাম নামকরন করা হয়েছে। (الْمَشْأَمَةُ) অর্থ বামদিকে, বাম হাতকে (الشُّؤْمَى) এবং বামদিককে (الأَشْأَمُ) বলা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এই বাবটি শিরোমাহীন। তবে কোন কোন নুসখায় এখানে باب শব্দটিও উল্লেখ নেই।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ। ৪৯৬-৪৯৭ পৃঃ পূর্বেঃ ৪৬৬পৃঃ সামনে ঃ ৬৩০ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ

২০৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ কুরাইশ গোত্রের মর্যাদা

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ. فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ. فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ. ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ. وَلاَ تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ. فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ. لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ. مَا أَقَامُوا الدِّينَ "

সহজ তরজমা

৩২৬৪. আবুল ইয়ামান রহ. .... মুহাম্মদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুত'ঈম রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আবিয়া রাযি.-এর নিকট কুরাইশ প্রতিনিধিদের সহিত তার উপস্থিতিতে সংবাদ পৌছলো যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. বর্ণনা করেন, অচিরেই কাহতান বংশীয় একজন বাদশাহর আবির্ভাব ঘটবে। ইহা শুনে মু'আবিয়া রাযি. ক্রোধান্বিত হয়ে খুতবা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য হামদ ও সানার পর তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক এমন সব কথাবার্তা বলতে শুরু করেছ যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেও বর্ণিত হয়নি। এরাই মূর্খ, এদের থেকে সাবধান থাক এবং এরূপ কাল্পনিক ধারনা হতে সতর্ক থাক যা-এর পোষণকারীকে বিপথগামী করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, যতদিন তারা দীন কায়েমে নিয়োজিত থাকবে ততদিন খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা কুরাইশদের হাতেই থাকবে। এ বিষয়ে যে-ই তাদের সহিত শত্রুতা করবে আল্লাহ তাকে অধঃমুখে নিক্ষেপ করবেন (অর্থাৎ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৭পৃঃ সামনে ঃ ১০৫৭ পৃঃ।

সহজ তাশরীহ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাঃ তাওরাত অধ্যায়ন করেছিলেন আর এটা হযরত মুআবিয়া রাঃ এর জামানা ছিল। আর এদিকে হযরত মুআবিয়া রাঃ এর মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর রাঃ এর হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না। এরই ভিত্তিতে হযরত মুআবিয়া রাঃ রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং খুতবা শোনানোর জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। তাছাড়া হযরত মুআবিয়া রাঃ একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, অচিরেই বনু কাহতান থেকে কোন বিচারক নিযুক্ত হবেন। যেমনটা سيكون থেকে সুস্পষ্ট বা পরিস্কারভাবে বুঝে আসে। এমনকি মুআবিয়া রাঃ এই বিষয়টাও উপলব্ধি করতে পারলেন যে, হুকুমত লাভের জন্য বনু কাহতান গোত্রের এক প্রকার লোভ, আগ্রহ রয়েছে।

অন্যথায় ঘটনা হলো এই যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ এর বর্ণনাকৃত হাদীস পুরো সহীহ ছিল। স্বয়ং বুখারী শরীফের ৪৯৮ পৃষ্ঠায় 'باب ذكر قحطان' এর অধীনে হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন যে, لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه অর্থাৎ, কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত 'বনু কাহতান' থেকে এমন এক ব্যক্তির জন্ম হবে না, যে স্বীয় লাঠি দ্বারা মানুষদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে। হতে পারে যে,হযরত মুআবিয়া রাঃ এর এই হাদীস জানা ছিলো না। والله اعلم।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدٍ ح قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ "

সহজ তরজমা

৩২৬৫. আবূ নু'য়াঈম ও ইয়া'কূব ইবনে ইব্রাহীম রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কুরাইশ, আনসার, জুহায়না, মুযায়না, আসলাম, আশজা' ও গিফার গোত্রগুলো আমার সাহায্যকারী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত তাঁদের সাহায্যকারী আর কেউ নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৭ পৃঃ সামনে ঃ ৪৯৭, ৪৯৮ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ، مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ "

সহজ তরজমা

৩২৬৬. আবুল ওলীদ রহ. .... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, এ বিষয় (খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা) সর্বদাই কুরাইশদের হাতে ন্যস্ত থাকবে, যতদিন তাদের দু'জন লোকও বেঁচে থাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা,হাদীসে কুরাইশের ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৭ পৃঃ সামনে ঃ ১০৫৭ পৃঃ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَىْءٌ وَاحِدٌ ". وَقَالَ اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ مُحَمَّدٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: ذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ إِلَى عَائِشَةَ، وَكَانَتْ أَرَقَّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ، لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»

সহজ তরজমা

৩২৬৭. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকায়র রহ. .... জুবায়র ইবনে মুত'ঈম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং 'উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হলাম। 'উসমান রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি মুত্তালিবের সন্তানগণকে দান করলেন এবং আমাদেরকে বাদ দিলেন। অথচ তারা ও আমরা আপনার বংশগতভাবে সমপর্যায়ের। নবী ﷺ বললেন, বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব এক ও অভিন্ন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৭পৃঃ পূর্বে ৪৪৪ পৃঃ সামনে ঃ ৬০৭ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত জানার জন্য - নাসরুল বারী - ৮ম খন্ড, (কিতাবুল মাগাযী) ২৯০-২৯১ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَحَبَّ الْبَشَرِ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ. وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا. وَكَانَتْ لاَ تُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللهِ {إِلاَّ} تَصَدَّقَتْ. فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهَا. فَقَالَتْ أَيُؤْخَذُ عَلَى يَدَيَّ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَلَّمْتُهُ. فَاسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا بِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ. وَبِأَخْوَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً فَامْتَنَعَتْ. فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّونَ أَخْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ إِذَا اسْتَأْذَنَّا فَاقْتَحِمِ الْحِجَابَ. فَفَعَلَ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِعَشْرِ رِقَابٍ. فَأَعْتَقَتْهُمْ. ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تُعْتِقُهُمْ حَتَّى بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ. فَقَالَتْ وَدِدْتُ أَنِّي جَعَلْتُ حِينَ حَلَفْتُ عَمَلاً أَعْمَلُهُ فَأَفْرُغَ مِنْهُ.

সহজ তরজমা

৩২৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .... উরওয়া ইবনে যুবায়র রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. নবী ﷺ ও আবূ বকর রাযি.-এর পর আয়েশা রাযি.-এর নিকট সকল লোকদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় পাত্র ছিলেন এবং তিনি সকল লোকদের মধ্যে আয়েশা রাযি.-এর সবচেয়ে বেশী সদাচারী ছিলেন। আয়েশা রাযি.-এর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক স্বরূপ যা কিছু আসত তা জমা না রেখে সাদকা করে দিতেন। এতে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. বললেন, অধিক দান খয়রাত করা থেকে তাকে বারণ করা উচিত। তখন আয়েশা রাযি. বললেন, আমাকে দান করা থেকে বারণ করা হবে? আমি যদি তার সাথে কথা বলি, তাহলে আমাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। অতপর আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. তাঁর নিকট কুরাইশের কতিপয় লোক, বিশেষ করে নবী ﷺ-এর মাতৃবংশের কিছু লোক দ্বারা সুপারিশ করালেন। তবুও তিনি তাঁর সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকলেন। নবী ﷺ-এর মাতৃবংশ বনী যুহরার কতিপয় বিশিষ্ট লোক যাদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আস্ওয়াদ এবং মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি. ছিলেন তারা বললেন, আমরা যখন আয়েশা রাযি.-এর গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করব তখন তুমি পর্দার ভিতরে ঢুকে পড়বে। তিনি তাই করলেন। পরে ইবনে যুবায়র রাযি. কাফ্ফারা আদায়ের জন্য তার কাছে দশটি ক্রীতদাস পাঠিয়ে দিলেন। আয়েশা রাযি. তাদের সকলকে আযাদ করে দিলেন। এরপর তিনি বরাবর আযাদ করতে থাকলেন। এমনকি তার সংখ্যা চল্লিশে পৌছে। আয়েশা রাযি. বললেন, আমি যখন কোন কাজ করার শপথ করি, তখন আমার সংকল্প থাকে যে, আমি যেন সে কাজটা করে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাই এবং তিনি আরো বলেন, আমি যখন কোন কার্য সম্পাদনের শপথ করি উহা যথাযথ পূরণের ইচ্ছা রাখি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সহজ তাশরীহ ঃ উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা রাঃ যেহেতু অনিদিষ্টভাবে মান্নত করেছিলেন, এর কোন ব্যাখ্যা বর্ণনা করেননি। অর্থাৎ, على نذر বলেছেন। على صوم شهر বা على اعتاق رقبة একথা বলেননি। কেননা, এই সুরতে নিশ্চিত নির্দিষ্ট হয়ে যেত। হতে পারে যে, তখন পর্যন্ত হযরত আয়েশা রাঃ এর কাছে মুসলিম শরীফে বর্ণিত এই হাদীসটি পৌছেনি - كفارة النذر كفارة يمين যদি তাঁর তা জানা থাকত তাহলে তিনি এভাবে বলতেন না। والله اعلم।

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৭পৃঃ সামনে ঃ ৮৯৭ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ
২০৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ কুরআনে কারীম কুরাইশের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، دَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ. وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلاَثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ. فَفَعَلُوا ذٰلِكَ.

সহজ তরজমা

৩২৬৯. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. .... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, উসমান রাযি., যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি., আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি., সা'ঈদ ইবনুল 'আস রাযি. এবং আবদুর রহমান ইবনে হারিস রাযি.-কে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা [হাফসা রাযি.-এর নিকট] সংরক্ষিত কুরআনকে সমবেত ভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ আরম্ভ করলেন। উসমান রাযি. কুরাইশ বংশীয় তিন জনকে বললেন, যদি যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. এবং তোমাদের মধ্যে কোন শব্দে (উচ্চারণ ও লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে) মতোবিরোধ দেখা দেয় তবে কুরাইশের ভাষায় তা লিপিবদ্ধ করো। যেহেতু কুরআন শরীফ তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তাঁরা তা-ই করলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৭পৃঃ সামনে ঃ ৭৪৫, ৭৪৬ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ হযরত আনাস রাযি. এর এই রেওয়ায়াতটি বিস্তারিতভাবে বুখারী শরীফ ২য় খন্ড, ৭৪৬ পৃঃ باب جمع القران এ আসবে। ইনশাআল্লাহ।

بَابُ نِسْبَةِ الْيَمَنِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ مِنْهُمْ أَسْلَمُ بْنُ أَفْصَى بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ مِنْ خُزَاعَةَ»
২০৬০. পরিচ্ছেদ : ইয়ামানবাসীর সম্পর্ক ইসমাঈল আ.এর সঙ্গে; তন্মধ্যে খুযা'আ গোত্রের আসলাম ইবনে আফসা ইবনে হারিসা ইবনে 'আমর ইবনে 'আমিরও অন্তর্ভুক্ত

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ﷺ. قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ، يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ، فَقَالَ " ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنٍ " . لأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ، فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ " مَا لَهُمْ " . قَالُوا وَكَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلاَنٍ. قَالَ " ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ "

সহজ তরজমা

৩২৭০. মুসাদ্দাদ রাযি. .... সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আসলাম গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক বাজারের নিকটে প্রতিযোগিতামূলক তীর নিক্ষেপের অনুশীলন করছিলেন। এমন সময় নবী করীম ﷺ বের হলেন এবং তাদেরকে দেখে বললেন, হে ইসমাঈল আ.-এর বংশধর, তোমরা তীর নিক্ষেপ করো। কেননা তোমাদের পিতাও তীর নিক্ষেপে পারদর্শী ছিলেন এবং আমি তোমাদের অমুক দলের পক্ষে রয়েছি। তখন একটি পক্ষ তাদের হাত গুটিয়ে নিল। বর্ণনাকারী বললেন, নবী ﷺ বললেন, তোমাদের কি হল ? তারা বলল, আপনি অমুক পক্ষে থাকলে আমার কি করে তীর নিক্ষেপ করতে পারি ? নবী ﷺ বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ করো। আমি তোমাদের উভয় দলের সঙ্গে রয়েছি।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৭পৃঃ পূর্বে ঃ ৪০৬, ৪৭৮ পৃঃ।

بَابٌ

২০৬১. পরিচ্ছেদ : শিরোনামহীন

এই বাবটি শিরোনামহীন। আর এটি فصل এর ন্যায় পূর্বের বাবের অন্তর্ভুক্ত।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. عَنِ الْحُسَيْنِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ. قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ. أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ. حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ. رضي الله عنه. أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ. وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

সহজ তরজমা

৩২৭১. আবূ মা'মার রহ. .... আবূ যার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, কোন ব্যক্তি যদি নিজ পিতা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও অন্য কাকে তার পিতা বলে দাবী করে তবে সে আল্লাহর (নিয়ামতের) কুফরী করল এবং যে ব্যক্তি নিজেকে এমন বংশের সাথে নসবী সম্পৃক্ততার দাবী করল, যে বংশের সাথে তার কোন নসবী সম্পর্ক নেই, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের বিপরীত দিক হিসাবে মিল হবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৭-৪৯৮ পৃঃ সামনে ঃ ৮৯৩ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ. حَدَّثَنَا حَرِيزٌ. قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيُّ. قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ. يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ. أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ. أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ"

সহজ তরজমা

৩২৭২. আলী ইবনে আইয়াশ রহ. .... ওয়াসিলা ইবনে আসকা রাযি. বলেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, নিঃসন্দেহে ইহা বড় মিথ্যা যে, কোন ব্যক্তি এমন লোককে পিতা বলে দাবী করা, যে তার পিতা নয় এবং বাস্তবে যা দেখে নাই তা দেখার দাবি করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেননি তা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : পূর্বের হাদীসে শিরোনামের সাথে মিলের যে কারণ বলা হয়েছে, এখানেও সেই কারণই ধর্তব্য। **হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৮ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. عَنْ أَبِي جَمْرَةَ. قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ. فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ. فَلَوْ أَمَرْتَنَا بِأَمْرٍ. نَأْخُذُهُ عَنْكَ. وَنُبَلِّغُهُ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ. الإِيمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَى اللهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ. وَالْحَنْتَمِ. وَالنَّقِيرِ. وَالْمُزَفَّتِ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩২৭৩. মুসাদ্দাদ রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (আমাদের) এ গোত্রটি রাবী'আ বংশের। আমাদের এবং আপনার মধ্যে মুযার গোত্রের কাফেরগণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। আমরা আশহুরে হারাম (সম্মানিত চার মাস) ব্যতীত অন্য সময় আপনার খেদমতে হাজির হতে পারি না। খুবই ভাল হত যদি আপনি আমাদিগকে এমন কিছু নির্দেশ দিয়ে দিতেন যা আপনার কাছ থেকে গ্রহণ করে আমাদের পিছনে অবস্থিত লোকদেরকে পৌঁছে দিতাম। নবী ﷺ বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ এবং চারটি কাজের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করছি। (এক) আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা এবং সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, (দুই) সালাত কায়েম করা, (তিন) যাকাত আদায় করা, (চার) গনীমতের যে মাল তোমরা লাভ করো তার পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য বায়তুল মালে দান করা। আর আমি তোমাদেরকে দুব্বা (কদুর পাত্র), হান্তাম (সবুজ রং এর ঘড়া), নাকীর (খেজুর বৃক্ষের মূল খোদাই করে তৈরি পাত্র), মুযাফ্‌ফাত (আলকাতরা লাগানো মাটির পাত্র, এই চারটি পাত্রের) ব্যবহার নিষেধ করছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে হতে পারে যে, হাদীসে ربيعة ও مضر এর উল্লেখ রয়েছে। আর দুনোটা হযরত ইসমাঈল আঃ আর বংশধর।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৩, ১৯, ৭৯, ১৮৮ পৃঃ সামনে ঃ ৬২৬, ৬২৪, ৯১৩, ১০৭৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ. مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

সহজ তরজমা

৩২৭৪. আবুল ইয়ামান রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিম্বরের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় পূর্ব দিকে ইশারা করে বলতে শুনেছি, সাবধান ! ফিত্‌না ফাসাদের উৎপত্তি ঐদিক থেকেই হবে এবং ঐদিক থেকেই শয়তানের শিং-এর উদয় হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : আল্লামা আইনী রহঃ বলেন - এখানে এই হাদীসটি উল্লেখ করার কোন কারণ নেই। অর্থাৎ, শিরোনামের সাথে এই হাদীসের কোন মিল নেই। - (উমদাতুল কারী)

কিন্তু হযরত মুহাশশী রহ. বলেন - শিরোনামের সাথে হাদীসের المشرق। শব্দ উল্লেখের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৩৮, ৪৬৩ পৃঃ সামনে ৭৯৮, ১০৫৬ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ ذِكْرِ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ

২০৬২. পরিচ্ছেদ : আসলাম, গিফার, মুযাইনা, জুহাইনা ও আশজা গোত্রের আলোচনা

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ سَعْدٍ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَأَشْجَعُ مَوَالِيَّ. لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ ".

সহজ তরজমা

৩২৭৫. আবূ নু'আইম রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন কুরাইশ, আনসার, জুহায়না, মুযায়না, আসলাম, গিফার এবং আশজা' গোত্রগুলো আমার আপনজন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কেহ তাদের আপনজন নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৮ পৃঃ পূর্বে ৪৯৭ পৃঃ।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ صَالِحٍ. حَدَّثَنَا نَافِعٌ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ. أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ " غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا. وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ. وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ ".

সহজ তরজমা

৩২৭৬. মুহাম্মাদ ইবনে গুরায়র যুহরী রহ. .... আবদুল্লাহ (ইবনে 'উমর) রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে উপবিষ্ট অবস্থায় বলেন, গিফার গোত্র, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করুন, আসলাম গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদে রাখুন আর 'উসাইয়া গোত্র, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৮ পৃঃ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ مُحَمَّدٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ. وَغِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا "

সহজ তরজমা

৩২৭৭. মুহাম্মদ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আসলাম গোত্র, আল্লাহ তাহাদিগকে নিরাপদে রাখুন। গিফার গোত্র, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করুন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৮ পৃঃ পূর্বে ৪৯৭ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي أَسَدٍ، وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ". فَقَالَ رَجُلٌ خَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ " هُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي أَسَدٍ، وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ، وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ "

সহজ তরজমা

৩২৭৮. কাবিসা ও মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. .... আবূ বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে) বলেন, বলত জুহায়না, মুযায়না, আসলাম ও গিফার গোত্র যদি আল্লাহ্‌র নিকট বানূ তামীম, বানূ আসাদ, বানূ গাতফান ও বানূ 'আমের হতে উত্তম বিবেচিত হয় তবে কেমন হবে ? তখন জনৈক সাহাবী বললেন, তবে তারা (শেষোক্ত গোত্রগুলো) ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হলো। নবী ﷺ বললেন, পূর্বোক্ত গোত্রগুলো বানূ তামীম, বানূ আসাদ, বানূ আবদুল্লাহ ইবনে গাতফান এবং বানূ 'আমের ইবনে সা'সা' থেকে উত্তম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৮ পৃঃ সামনে ঃ ৪৯৮, ৯৮১ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ. وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةَ ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ شَكَّ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ. وَأَحْسِبُهُ. وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ، خَابُوا وَخَسِرُوا ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُمْ لَخَيْرٌ مِنْهُمْ "

সহজ তরজমা

৩২৭৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. ... আবূ বাকরা তার পিতা থেকে বর্ণিত যে, আকরা' ইবনে হাবিস নবী ﷺ-এর নিকট 'আরয করলেন, আসলাম গোত্রের সুররাক হাজীজ, গিফার ও মুযায়না গোত্রদ্বয় আপনার নিকট বায়'আত করেছে এবং (রাবী বলেন) আমার ধারনা জুহায়না গোত্রও। এ ব্যাপারে ইবনে আবূ ইয়াকূব সন্দেহ পোষণ করেছেন। নবী ﷺ বলেন, তুমি কি জান, আসলাম, গিফার ও মুযায়না গোত্রত্রয়, (রাবী বলেন) আমার মনে হয় তিনি জুহায়না গোত্রের কোথাও উল্লেখ করেছেন যে বনূ তামীম, বনূ 'আমির, আসাদ এবং গাত্‌ফান (গোত্রগুলো) যারা ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হয়েছে, তাদের তুলনায় পূর্বোক্ত গোত্রগুলো উত্তম। রাবী বলেন, হ্যাঁ। নবী ﷺ বলেন, সে সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, পূর্বোক্ত গুলো শেষোক্ত গোত্রগুলোর তুলনায় অবশ্যই উত্তম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের এভাবে যে, এই হাদীসটি পূর্বের হাদীসের অন্য আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৮ পৃঃ পূর্বে ৪৯৮,৯৮১ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ مُحَمَّدٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ: " أَسْلَمُ. وَغِفَارُ. وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ. وَجُهَيْنَةَ. أَوْ قَالَ: شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ أَوْ قَالَ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ. وَتَمِيمٍ. وَهَوَازِنَ. وَغَطَفَانَ "

সহজ তরজমা

৩২৮০. সুলায়মান ইবনে হারব রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম ﷺ বলেন, আসলাম, গিফার এবং মুযাইনা ও জুহানা গোত্রের কিয়দাংশ অথবা জুহানার কিয়দাংশ কিংবা মুযায়নার কিয়দাংশ আল্লাহর নিকট অথবা বলেছেন কিয়ামতের দিন আসাদ, তামীম, হাওয়াযিন ও গাত্‌ফান গোত্র থেকে উত্তম বিবেচিত হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪ ৪৯৮ পৃঃ।

قوله: قال قال এখানে দ্বিতীয় قال এর ফায়েল উল্লেখ নেই। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন - كذا فيه بحذف فاعل قال الثاني আর এটা হলো মুহাম্মাদ ইবনে সিরিনের পরিভাষা। যখন তিনি বলেন - عن ابي هريرة قال قال তখন তিনি قائل এর নাম বললেন না। তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো - নবী কারীম ﷺ। মুসলিম রহ. ও এই হাদীসটি এনেছেন আর তিনি এখানে বলেছেন قال رسول الله ﷺ - (ফাতহুল বারী)

بَابُ ذِكْرِ قَحْطَانَ

২০৬৩. পরিচ্ছেদ : কাহতানের আলোচনা

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ. عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ. عَنْ أَبِي الْغَيْثِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ ".

সহজ তরজমা

৩২৮১. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত কাহ্‌তান গোত্র থেকে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব না হবে, যে মানবজাতিকে তাঁর লাঠি দ্বারা (শক্তি দ্বারা সুশৃংখলভাবে) পরিচালিত করবে।

❖ ইয়ামানবাসীদের পূর্বপুরুষ, মাহদী আ.-এর পরে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ৪ ৪৯৮ পৃঃ সামনে ৪ ১০৫৪ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَا يُنْهٰى مِنْ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

২০৬৪. পরিচ্ছেদ : জাহেলী যুগের মত সাহায্য প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا، حَتَّى تَدَاعَوْا، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ يَا لَلأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ " ثُمَّ قَالَ " مَا شَأْنُهُمْ " فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ ". وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىٍّ ابْنُ سَلُولَ أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا، لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَقَالَ عُمَرُ أَلاَ نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْخَبِيثَ لِعَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ "

সহজ তরজমা

৩২৮২. মুহাম্মদ রহ. .... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর পরিচালনায় যুদ্ধে শামিল ছিলাম। এ যুদ্ধে বহু সংখ্যক মুহাজির সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুহাজিরদের মধ্যে একজন কৌতুক পুরুষ ছিলেন। তিনি কৌতুকচ্ছলে একজন আনসারীকে আঘাত করলেন। তাতে আনসারী সাহাবী ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং উভয় গোত্রের সহযোগিতার জন্য নিজ নিজ লোকদের ডাকলেন। আনসারী সাহাবী বললেন, হে আনসারীগণ। মুহাজির সাহাবী বললেন, হে মুহাজিরগণ! সাহায্যে এগিয়ে আস। নবী করীম ﷺ এ শুনে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, জাহেলী যুগের হাঁকডাক কেন ? অতঃপর বললেন, তাদের ব্যাপার কি ? তাঁকে ঘটনা জানানো হল যে, মুহাজির সাহাবী আনসারী সাহাবীর কোমরে আঘাত করেছে। রাবী বলেন, নবী ﷺ বললেন, এ জাতীয় হাঁকডাক ত্যাগ কর, এ অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। (মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল বলল, তারা আমাদের বিরুদ্ধে ডাক দিয়েছে ? আমরা যদি মদীনায় নিরাপদে ফিরে যাই তবে সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ অবশ্যই বাহির করে দিবে নিকৃষ্ট ও অপদস্ত ব্যক্তিগণকে (মুহাজিরদিগকে)। এতে 'উমর রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি এই খবীসকে হত্যা করার অনুমতি দিবেন ? নবী করীম ﷺ বললেন, (এরূপ করলে) লোকজন বলাবলি করবে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যা করে থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের ما بال دعوى الجاهلية এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৯ পৃঃ সামনে ঃ ৭২৮, ৭২৯ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত জানার জন্য - ৮ম খন্ড, ১৯১ পৃঃ তাছাড়া كتاب التفسير ৬৮৬ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ "

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩২৮৩. সাবিত ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেন, ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে (বিপদ কালিন বিলাপরত অবস্থায়) গন্ডদেশে চপেটাঘাত করে, পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করতে থাকে এবং জাহিলিয়াতের যুগের ন্যায় হৈ চৈ করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৯ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৭২, ১৭৩ পৃঃ।

بَابُ قِصَّةِ خُزَاعَةَ

২০৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ খুযা'আ গোত্রের কাহিনী

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ. عَنْ أَبِي حَصِينٍ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "عَمْرُو بْنُ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ أَبُو خُزَاعَةَ".

সহজ তরজমা

৩২৮৪. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, আমর ইবন লুহাই ইবনে কাম'আ ইবনে খিনদাফ খুযা'আ গোত্রের পূর্বপুরুষ ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ. قَالَ الْبَحِيرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ وَلاَ يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. وَالسَّائِبَةُ الَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لآلِهَتِهِمْ فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ. قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَيٍّ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ. وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ"

সহজ তরজমা

৩২৮৫. আবুল ইয়ামান রহ. .... যুহরী রহ বলেন, আমি সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রহ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, বাহীরা বলা হয়, দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত উটনি যার দুগ্ধ আটকিয়ে রাখা হত এবং কোন লোক তার দুধ দোহন করত না। সাইবা বলা হয় ঐ জন্তুকে যাকে তারা দেবতার নামে ছেড়ে দিত। ইহাকে বোঝা বহন ইত্যাদি কোন কাজ কর্মে ব্যবহার করা হয় না। রাবী বলেন, আবূ হুরায়রা রাযি. বলেছেন, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি আমর ইবনে 'আমির খুযাঈকে তার বেরিয়ে আসা নাড়ী-ভুঁড়ি নিয়ে জাহান্নামের আগুনে চলাফেরা করতে দেখেছি। সেই প্রথম ব্যক্তি যে (দেব-দেবীদের নামে) সাইবা উৎসর্গ করার প্রথা প্রচলন করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের رايت عمرو بن عامر الخزاعي الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, خزاعة গোত্র আমর ইবনে আমের রাঃ এর বংশধর।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৯ পৃঃ সামনে ঃ (সুরা মায়েদায় তাফসীরে) ৬৬৫ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ قِصَّةِ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ .

২০৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ যর গিফারী

وَبَابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ

২০৬৭. এবং যমযমের বর্ণনা

حَدَّثَنَا زَيْدٌ . هُوَ ابْنُ أَخْزَمَ . قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنِي مُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الْقَصِيرُ . قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ . قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِإِسْلاَمِ أَبِي ذَرٍّ . قَالَ قُلْنَا بَلَى . قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ كُنْتُ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ . فَبَلَغَنَا أَنَّ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ . يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ . فَقُلْتُ لأَخِي انْطَلِقْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ كَلِّمْهُ وَأْتِنِي بِخَبَرِهِ . فَانْطَلَقَ فَلَقِيَهُ . ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ مَا عِنْدَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهَى عَنِ الشَّرِّ . فَقُلْتُ لَهُ لَمْ تَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ . فَأَخَذْتُ جِرَابًا وَعَصًا . ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى مَكَّةَ فَجَعَلْتُ لاَ أَعْرِفُهُ . وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ . وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ . قَالَ فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ فَقَالَ كَأَنَّ الرَّجُلَ غَرِيبٌ . قَالَ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَانْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ . قَالَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لاَ يَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ . وَلاَ أُخْبِرُهُ . فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لأَسْأَلَ عَنْهُ . وَلَيْسَ أَحَدٌ يُخْبِرُنِي عَنْهُ بِشَيْءٍ . قَالَ فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدُ قَالَ قُلْتُ لاَ . قَالَ انْطَلِقْ مَعِي . قَالَ فَقَالَ مَا أَمْرُكَ وَمَا أَقْدَمَكَ هَذِهِ الْبَلْدَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنْ كَتَمْتَ عَلَيَّ أَخْبَرْتُكَ . قَالَ فَإِنِّي أَفْعَلُ . قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هَا هُنَا رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ . فَأَرْسَلْتُ أَخِي لِيُكَلِّمَهُ فَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ . فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ . فَقَالَ لَهُ أَمَا إِنَّكَ قَدْ رَشَدْتَ . هَذَا وَجْهِي إِلَيْهِ . فَاتَّبِعْنِي . ادْخُلْ حَيْثُ أَدْخُلُ . فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ . قُمْتُ إِلَى الْحَائِطِ . كَأَنِّي أُصْلِحُ نَعْلِي . وَامْضِ أَنْتَ . فَمَضَى وَمَضَيْتُ مَعَهُ . حَتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اعْرِضْ عَلَيَّ الإِسْلاَمَ . فَعَرَضَهُ فَأَسْلَمْتُ مَكَانِي . فَقَالَ لِي " يَا أَبَا ذَرٍّ اكْتُمْ هَذَا الأَمْرَ . وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ . فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبِلْ " . فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ . فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ . وَقُرَيْشٌ فِيهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ . إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . فَقَالُوا قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئِ . فَقَامُوا فَضُرِبْتُ لأَمُوتَ فَأَدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ . فَأَكَبَّ عَلَيَّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ وَيْلَكُمْ تَقْتُلُونَ رَجُلاً مِنْ غِفَارَ . وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمَرُّكُمْ عَلَى غِفَارَ . فَأَقْلَعُوا عَنِّي . فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ بِالأَمْسِ . فَقَالُوا قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئِ . فَصُنِعَ {بِي} مِثْلَ مَا صُنِعَ بِالأَمْسِ وَأَدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيَّ . وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالأَمْسِ . قَالَ فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ إِسْلاَمِ أَبِي ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ .

সহজ তরজমা

৩২৮৬. যায়েদ ইবনে আখযাম রহ. .... আবূ জামরা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. আমাদিগকে বললেন, আমি কি তোমাদিগকে আবূ যার রাযি. এর ইসলাম গ্রহনের ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করব ? আমার বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন, আবু যার রাযি. বলেছেন, আমি গিফার

https://e-ilm.weebly.com/

গোত্রের একজন মানুষ। আমরা জানতে পেলাম মক্কায় এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে নিজেকে নবী বলে দাবী করেছেন। আমি আমার ভাই (উনাইস)-কে বললাম, তুমি মক্কায় গিয়ে ঐ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত ও আলোচনা করে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়ে এস। সে রওয়ানা হয়ে গেল এবং মক্কার ঐ লোকটির সহিত সাক্ষাত ও আলাপ আলোচনা করে ফিরে আসলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম- কি খবর নিয়ে এলে ? সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি একজন মহান ব্যক্তিকে দেখেছি যিনি সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন। আমি বললাম, তোমার সংবাদে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তারপর আমি একটি ছড়ি ও এক পাত্র খাবার নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লাম। মক্কায় পৌছে আমার অবস্থা দাঁড়াল এই- তিনি আমার পরিচিত নন, কারো নিকট জিজ্ঞাসা করাও আমি সমীচীন মনে করি না। তাই আমি যমযমের পানি পান করে মসজিদে অবস্থান করতে থাকলাম। একদিন সন্ধ্যা বেলায় আলী রাযি. আমার নিকট দিয়ে গমন কালে আমার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, মনে হয় লোকটি বিদেশী। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার সাথে আমার বাড়িতে চল। রাস্তায় তিনি আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন নি। আর আমিও ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন কিছু বলিনি। তাঁর বাড়িতে রাত্রি যাপন করে ভোর বেলায় পুনরায় মসজিদে গমন করলাম, যাতে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু সেখানে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলবে। ঐ দিনও আলী রাযি. আমার নিকট দিয়ে গমনকালে বললেন, এখনো কি লোকটি তার গন্তব্যস্থল ঠিক করতে পারেনি ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমার সাথে চল। পথিমধ্যে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল, তোমার বিষয় কি ? কেন এ শহরে আগমন ? আমি বললাম, যদি আপনি আমার বিষয়টি গোপন রাখবেন বলে আশ্বাস দেন তাহলে তা আপনাকে বলতে পারি। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি গোপনীয়তা রক্ষা করব। আমি বললাম, আমরা জানতে পেরেছি, এখানে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন। আমি তাঁর সাথে সবিস্তার আলাপ আলোচনা করার জন্য আমার ভাইকে পাঠিয়ে ছিলাম। কিন্তু সে ফেরত গিয়ে আমাকে সন্তোষজনক কোন কিছু বলতে পারেনি। তাই নিজে দেখা করার ইচ্ছা নিয়ে এখানে আগমন করেছি। আলী রাযি. বললেন, তুমি সঠিক পথপ্রদর্শক পেয়েছ। আমি এখনই তাঁর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হয়েছি। তুমি আমার অনুসরন করো এবং আমি যে গৃহে প্রবেশ করি তুমিও সে গৃহে প্রবেশ করবে। রাস্তায় যদি তোমার বিপদজনক কোন ব্যক্তি দেখতে পাই তাহলে আমি জুতা ঠিক করার ভান করে দেয়ালের পার্শ্বে সরে দাঁড়াব, যেন আমি জুতা ঠিক করতেছি। তুমি কিন্তু চলতেই থাকবে। (যেন কেউ বুঝতে না পারে তুমি আমার সঙ্গী)। আলী রাযি. পথ চলতে শুরু করলেন। আমিও তাঁর অনুসরন করে চলতে লাগলাম। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলে, আমিও তাঁর সাথে ঢুকে পড়লাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন। তিনি পেশ করলেন। আর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। নবী ﷺ বললেন, হে আবূ যার। আপাততঃ তোমার ইসলাম গ্রহণ গোপন রেখে তোমার দেশে চলে যাও। যখন আমাদের বিজয় সংবাদ জানতে পারবে তখন এসো। আমি বললাম, যে আল্লাহ আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম ! আমি কাফির মুশরিকদের সম্মুখে উচ্চস্বরে তৌহিদের বাণী ঘোষণা করব। [ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,] এই কথা বলে তিনি মসজিদে হারামে গমন করলেন, কুরাইশের লোকজনও সেথায় উপস্থিত ছিল। তিনি বললেন, হে কুরাইশগণ ! আমি নিশ্চিত ভাবে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। ইহা শুনে কুরাইশগণ বলে উঠল, ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে। তারা আমার দিকে এগিয়ে আসল এবং আমাকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল ; যেন আমি মরে যাই। তখন আব্বাস রাযি. আমার নিকট পৌছে আমাকে ঘিরে রাখলেন (প্রহার বন্ধ হল)। তারপর তিনি কুরাইশকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তোমরা গিফার বংশের একজন লোককে হত্যা করতে উদ্যোগী হয়েছ অথচ তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের কাফেলাকে গিফার গোত্রের সন্নিকট দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। (ইহা কি তোমাদের মনে নেই ?) একথা শুনে তারা সরে পড়ল। পরদিন ভোরবেলা কাবাগৃহে উপস্থিত হয়ে আগের দিনের মতই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্ণ ঘোষণা দিলাম।

https://e-ilm.weebly.com/

কুরাইশগণ বলে উঠল, ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে। পূর্ব দিনের মত আজও তারা নির্মমভাবে আমাকে মারধর করলো। এই দিনও আব্বাস রাযি. এসে আমাকে রক্ষা করলেন এবং কুরাইশদিগকে লক্ষ্য করে ঐ দিনের মতো বক্তব্য রাখলেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, ইহাই ছিল আবূ যার রাযি.-এর ইসলাম গ্রহনের প্রথম ঘটনা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে- বুখারী শরীফ ঃ ৪৯৯-৫০০ পৃঃ সামনে ঃ ৫৪৪ পৃঃ।

সহজ তাশরীহ : কুরাইশরা ব্যবসার উদ্দেশ্য মক্কা থেকে শামে যেত। তো শামে যাওয়ার পথে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এলাকায় গিফার এর গোত্র পড়ত। হযরত আব্বাস রাঃ তাদেরকে ভয় দেখালেন যে,যদি তোমরা তাকে হত্যা করে ফেল, তাহলে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমাদের সাথে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে ফলে তোমাদের ব্যবসা, আমদানী ও রপ্তানীতে বিবাদ সৃষ্টি হবে।

بَابُ جَهْلِ الْعَرَبِ

২০৬৮. পরিচ্ছেদ : আরবের অজ্ঞতার বর্ণনা

ফাতহুল বারী, উমদাতুল কারী, ইরশাদুস সারী এসকল গ্রন্থে - باب قصة زمزم وجهل العرب এভাবে শিরোনাম বর্ণিত আছে। কিন্তু এখানে زمزم এর কথা উল্লেখ নেই। তবে পূর্বোক্ত বাবে زمزم এর কথা উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আবু জার রাঃ মক্কায় অবস্থান কালে যমযমের পানিই পান করতেন। والله اعلم।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-قَالَ إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ الثَّلاَثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} إِلَى قَوْلِهِ {قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ}.

সহজ তরজমা

৩২৮৭. আবুন নু'মান রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি যদি আরবদের অজ্ঞতা ও মূর্খতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে আগ্রহী হও, তবে সূরা আন'আমের ১৪০ আয়াতের অংশটুকু মনোযোগের সাথে পাঠ করো। (ইরশাদ হয়েছে) "নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে নিজ সন্তানদিগকে (দারিদ্রের ভয়ে) হত্যা করেছে। এবং আল্লাহর দেওয়া হালাল বস্তু সমূহকে হারাম করেছে এবং আল্লাহর প্রতি জঘন্য মিথ্যারোপ করেছে, নিশ্চয়ই তারা পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী হয়েছে। তারা সুপথগামী হতে পারে নি।

بَابُ مَنِ انْتَسَبَ إِلَى آبَائِهِ فِي الإِسْلاَمِ وَالْجَاهِلِيَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِنَّ الْكَرِيمَ، ابْنَ الْكَرِيمِ، ابْنِ الْكَرِيمِ، ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ" وَقَالَ الْبَرَاءُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ"

২০৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ও জাহেলী যুগে পিতৃপুরুষের প্রতি সম্পর্ক আরোপ করল। ইবনে উমর ও আবূ হুরায়রা বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সম্ভ্রান্ত বংশ-ধারার সন্তান হলেন ইউসূফ আ.ইবন ইয়াকুব আ.ইবনে ইসহাক আ.ইবন ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ আ.। বারা' রাযি. বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর।

সহাজ তাশরীহ ঃ ১. এই দুটি তা'লীক كتاب الانبياء তে অতিবাহিত হয়েছে ২. ইসলামের আভির্ভাবের পূর্বেই আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকাল হয়েছিল। রাসূল ﷺ নিজ দাদা আব্দুল মোত্তালিবের দিকে নিসবত করে স্বীয় বংশ

https://e-ilm.weebly.com/

পরিচয় দিতেন। হযরত ইবনে ওমর রাঃ এবং হযরত আবু হুরায়রা রাঃ এর রেওয়ায়াত দ্বারা তরজমা তথা শিরোনামের প্রথম অংশ অর্থাৎ, في الاسلام দ্বারা সুস্পষ্ট। আর হযরত বারা ইবনে আযেব রাযি. রেওয়ায়াত দ্বারা শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, في الجاهلية সুস্পষ্ট।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} [الشعراء: ٢١٤]، جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَادِي: «يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ» بِبُطُونِ قُرَيْشٍ وَقَالَ لَنَا قَبِيصَةُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَمَّا نَزَلَتْ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} [الشعراء: ٢١٤]، جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوهُمْ قَبَائِلَ قَبَائِلَ

সহজ তরজমা

৩২৮৮. উমর ইবনে হাফ্স রহ. ....ইবনে 'আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত "তোমার নিকট আত্মীয়গণকে সতর্ক কর" অবতীর্ণ হল, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, হে বনী ফিহর, হে বনী 'আদি, বিভিন্ন কুরাইশ শাখা গোত্রগুলিকে নাম ধরে ধরে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে লাগলেন। এবং কাবীসা রহ. - ইবনে 'আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত "তোমার নিকট আত্মীয়গণকে সতর্ক কর" অবতীর্ণ হল, তখন নবী করীম ﷺ তাদের গোত্র গোত্র করে আহ্বান করতে লাগলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ প্রতিটি গোত্রকে তাদের পিতৃ পুরুষদের দিকে নিসবত করে আহবান করলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০০ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৮৭পৃঃ সামনে ঃ ৭০২, ৭০৮, ৭৪২ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ، يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، اشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللهِ، لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا، سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمَا"

সহজ তরজমা

৩২৮৯. আবুল ইয়ামান রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, (উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে) নবী করীম ﷺ বললেন, হে আব্দে মানাফের বংশধরগণ, তোমরা (ঈমান ও নেক আমলের দ্বারা) তোমাদের নিজেদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা কর। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ, তোমরা (ঈমান ও আমলের দ্বারা) তোমাদের নিজেদেরকে হিফাযত করো। হে যুবায়রের মাতা - রাসূলুল্লাহর ফুফু, হে মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা। তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে (ঈমান ও আমলের দ্বারা) রক্ষা কর। তোমাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর সামান্যতম ক্ষমতাও আমার নাই। আর আমার ধন-সম্পদ থেকে তোমরা যা ইচ্ছা তা চেয়ে নিয়ে যেতে পার (দেওয়ার ইখতিয়ার আমার আছে)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০০ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৮৫পৃঃ সামনে ঃ ৭০২ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ: اِبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ

২০৭০. পরিচ্ছেদ ঃ ভাগ্নে ও আযাদকৃত গোলাম নিজের গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ. ﷺ. قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الأَنْصَارَ فَقَالَ " هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ ". قَالُوا لاَ. إِلاَّ ابْنُ أُخْتٍ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ

সহজ তরজমা

৩২৯০. সুলায়মান ইবনে হারব রহ. .... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আনসারদের বললেন, তোমাদের মধ্যে (এই মজলিশে) অপর গোত্রের কেউ কি আছে ? তারা বললেন, না, অন্য কেউ নেই। তবে আমাদের একজন ভাগিনা আছে। নবী ﷺ বললেন, কোন গোষ্ঠীর ভাগ্নে সে গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০০ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৪৫পৃঃ সামনে ঃ ৫৩৩, ৬২০, ৬২১, ৮৭১, ১১০৮পৃঃ।

بَابُ قِصَّةِ الْحَبَشِ. وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: يَا بَنِي أَرْفِدَةَ

২০৭১. পরিচ্ছেদ ঃ হাবশীদের ঘটনা এবং নবী ﷺ এর উক্তি "হে বনূ আরফিদা"

ارفدة শব্দটির 'হামযা' বর্ণে যবর ও 'রা' বর্ণে সুকূন এবং 'ফা' বর্ণে যের দিয়ে। এটা হাবশীদের প্রপিতামহের নাম। আবার কেউ কেউ বলেন, ارفدة তার মায়ের নাম। যা বাবের অধীনে বর্ণিত হাদীসে আসছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ عُقَيْلٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ. ﷺ. دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ. وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ. فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ. فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ. فَقَالَ " دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ. فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ. وَتِلْكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى ". وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِي. وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ. وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ {عُمَرُ} فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ ". يَعْنِي مِنَ الأَمْنِ.

সহজ তরজমা

৩২৯১. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকায়র রহ. .... 'আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে (অর্থাৎ ১০,১১,১২ তারিখে) আবূ বকর রাযি. আমার গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর নিকট দু'টি বালিকা ছিল। তারা দফ (একদিকে খোলা ছোট বাদ্যযন্ত্র) বাজিয়ে এবং নেচে নেচে (যুদ্ধের বিজয় গাথা) গান করছিল। নবী ﷺ তখন চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে ছিলেন। আবূ বক্র রাযি. এদেরকে ধমকালেন। নবী ﷺ তখন মুখ থেকে চাদর সরিয়ে বললেন, হে আবূ বক্র! এদেরকে গাইতে দাও। কেননা, আজ ঈদের দিন ও মিনার দিনগুলির অন্তর্ভুক্ত। আয়েশা রাযি. বলেন, নবী ﷺ আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর আমি (তাঁর পিছনে থেকে) হাবশীদের খেলা উপভোগ করছিলাম। মসজিদের নিকটে তারা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলা করছিল। এমন সময় 'উমর রাযি. এসে তাদেরকে ধমকালেন। নবী ﷺ বললেন, হে 'উমর ! তাদেরকে অর্থাৎ বানূ আরফিদাকে নিরাপদে ছেড়ে দাও।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের بنى ارفدة ও الى الحبشة এই দুই অংশের মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০০ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৩০, ১৩৫, ৪০৭ পৃঃ সামনে ঃ ৫৫৯ পৃঃ।

হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত হাদীসটি তথা رايت النبى ﷺ يسترنى وانا انظر الخ পূর্বে ঃ ৬৫, ১৩০, ১৩৫ পৃঃ অতিবাহিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ لاَ يُسَبَّ نَسَبُهُ

২০৭২. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার বংশকে গালমন্দ দেয়া না হউক

حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ. عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِيَّ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ. قَالَ "كَيْفَ بِنَسَبِي" فَقَالَ حَسَّانُ لأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لاَ تَسُبُّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ نَفَحَتِ الدَّابَّةُ إِذَا رَمَحَتْ بِحَوَافِرِهَا وَنَفَحَهُ بِالسَّيْفِ إِذَا تَنَاوَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ.

সহজ তরজমা

৩২৯২. উসমান ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসসান রাযি. কবিতার ছন্দে মুশরিকদের নিন্দা করতে অনুমতি চাইলে নবী ﷺ বললেন, আমার বংশকে কিভাবে তুমি পৃথক করবে ? হাসসান রাযি.-বললেন, আমি তাদের মধ্য থেকে এমনভাবে আপনাকে আলাদা করে নিব, যেমনভাবে আটার খামির থেকে চুলকে পৃথক করে নেয়া হয়। উরওয়া রহ বলেন, আমি হাসসান রাযি.-কে আয়েশা রাযি.-এর সম্মুখে তিরস্কার করতে উদ্যত হলাম, তিনি আমাকে বললেন, তাকে গালি দিও না। সে নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে কবিতার মাধ্যমে শত্রুদের বাক্যাঘাত প্রতিহত করত। আবুল হায়ছম বলেন, (نَفَحَتِ الدَّابَّةُ) (বলা হয়) যখন পশু তার ক্ষুর দ্বারা আঘাত করে আর (وَنَفَحَهُ بِالسَّيْفِ) (বলা হয়) যখন দূর থেকে আঘাত করা হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فقال كيف بنسبى এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা,রাসুল ﷺ কাফেরদের নিন্দা ও ভর্ৎসনা করার সাথে তার বংশের নিন্দা করতে নিষেধ করেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০০ পৃঃ সামনে ঃ ৫৬৭, ৭০৮ পৃঃ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ "وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} [الفتح: ٢٩] وَقَوْلِهِ {مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} [الصف: ٦]

২০৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ এর নামসমূহ ও আল্লাহ তা'আলার বাণী; মুহাম্মদ ﷺ তোমাদিগের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে; মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাথে যারা আছেন তারা কুফরের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং আল্লাহর বাণী ঃ আমার পর যিনি আসবেন তাঁর নাম আহমাদ

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ. قَالَ حَدَّثَنِي مَعْنٌ. عَنْ مَالِكٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ. عَنْ أَبِيهِ. رضى الله عنه. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ. وَأَحْمَدُ. وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي. وَأَنَا الْعَاقِبُ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩২৯৩. ইব্রাহীম ইবনুল মুনযির রহ. .... জুবায়ের ইবনে মুত'ঈম রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমার পাঁচটি (প্রসিদ্ধ) নাম রয়েছে, আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি আল-মাহি (নিশ্চিহ্নকারী) আমার দ্বারা আল্লাহ্ কুফর ও শিরককে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। আমি আল-হাশির (সমবেতকারী কিয়ামতের ভয়াবহ দিবসে) আমার চারপাশে মানব জাতিকে একত্রিত করা হবে। আমি আল-আক্বিব (সর্বশেষ আগমনকারী আমার পর অন্য নবীর আগমন হবে না)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০০-৫০১ পৃঃ সামনে ঃ ৭২৭ পৃঃ মুসলিম শরীফ ঃ فضائل النبي ﷺ অধ্যায়।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَلاَ تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ ".

সহজ তরজমা

৩২৯৪. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আশ্চর্যান্বিত হওনা ? (তোমরা কি দেখছনা) আমার প্রতি আরোপিত কুরাইশদের নিন্দা ও অভিশাপকে আল্লাহ তা'আলা কি চমৎকারভাবে দূরীভূত করছেন ? তারা আমাকে নিন্দিত মনে করে গালি দিচ্ছে, অভিশাপ করছে অথচ আমি মুহাম্মদ-চির প্রশংশিত। (কাজেই তাদের গাল-মন্দ আমার উপর পতিত হয় না)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের انا محمد, এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০১পৃঃ সামনে ঃ ৭২৭ পৃঃ।

بَابُ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ ﷺ

২০৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ খাতামুন-নাবীয়্যীন

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا سَلِيمٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا، إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ، وَيَقُولُونَ لَوْلاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ ".

সহজ তরজমা

৩২৯৫. মুহাম্মদ ইবনে সিনান রহ. .... জাবির রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন আমার ও অন্যান্য নবীগণের অবস্থা এমন, যেন কেউ একটি ভবন নির্মাণ করলো আর একটি স্থান শূন্য রেখে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে গৃহটিকে সুন্দর সুসজ্জিত করে নিল। জনগণ (উহার সৌন্দর্য দেখে) মুগ্ধ হল এবং তারা বলাবলি করতে লাগল, যদি এ ইটের স্থানটুকু খালি রাখা না হত (তবে ভবনটি কতইনা সুন্দর হত !)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের অর্থগত মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০১ পৃঃ তাছাড়া- মুসলিম শরীফ ঃ الفضائل অধ্যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ. وَيَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ ".

সহজ তরজমা

৩২৯৬. কুতায়বা ইবনে সা'ঈদ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা এরূপ, যেন এক ব্যক্তি একটি ভবন নির্মাণ করল; ইহাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করল, কিন্তু এক কোনায় একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। অতঃপর লোকজন ইহার চারপাশে ঘুরে বিস্ময়ের সহিত বলতে লাগল ঐ শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হল না কেন ? নবী ﷺ বলেন, আমিই সেই ইট। আর আমিই সর্বশেষ নবী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০১ পৃঃ তাছাড়া - মুসলিম শরীফ ঃ فضائل النبي ﷺ অধ্যায়।

بَابُ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২০৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ এর ওফাত

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ.

সহজ তরজমা

৩২৯৭. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, যখন নবী করীম ﷺ-এর ওফাত হয় তখন তাঁর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর। ইবনে শিহাব বলেন; সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব এভাবেই আমার নিকট বর্ণনা করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০১ পৃঃ সামনে - ৬৪১ পৃঃ মুসলিম শরীফ - الفضائل অধ্যায়।

بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ এর উপনামসমূহ

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ. رضي الله عنه. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " سَمُّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ".

সহজ তরজমা

৩২৯৮. হাফস ইবনে 'উমর রহ. .... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদিন বাজারে গিয়েছিলেন। তখন এক ব্যক্তি হে আবুল কাসিম ! বলে ডাক দিল। নবী ﷺ সেদিকে ফিরে তাকালেন। (এবং বুঝতে পারলেন, সে অন্য কাউকে ডাকছে)। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার আসল নাম (অন্যের জন্য) রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনাম কারো জন্য রেখ না।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০১ পূর্বে ঃ ২৮৫ পৃঃ।

নাম মোবারক ও কুনিয়াতের বিধান ঃ এই রেওয়ায়াতে কুনিয়াতের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে নামের ব্যাপারে অনুমতি রয়েছে। আর আবু দাউদ শরীফের كتاب الاداب এর ৬৭৮ পৃষ্ঠায় হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে,যে ব্যক্তি আমার নামে নাম রেখেছে সে যেন আমার কুনিয়াত না রাখে। আর যে ব্যক্তি আমার কুনিয়াত রেখেছে সে যেন আমার নাম না রাখে। অর্থাৎ, নাম ও কুনিয়াত দুনোটাকে একত্রিত করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া তিরমিযি শরীফ ঃ ২য় খন্ড ابواب الاداب এর ১০৭ পৃষ্ঠায় হযরত আবু হুরায়ারা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ. وَيُسَمِّيَ مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ

মোটকথা বর্ণিত এই বিধান রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু রাসূল ﷺ এর ওফাতের পর নাম ও কুনিয়াত - দুনোটাকে একত্রিত করার বৈধতা স্বয়ং রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত। যেমন - আবু দাউদ শরীফে হযরত আলী রাঃ থেকে বর্ণিত আছে যে,হযরত আলী রাযি. আরয করলেন -

يَا رَسُولَ اللهِ. إِنْ وُلِدَ لِي مِنْ بَعْدِكَ. وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ «(سنن أبي داود)

তাই হযরত আলী রাযি. মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যা এর নাম - মুহাম্মাদ ও কুনিয়াত আবুল কাসেম রেখে ছিলেন।

সুতরাং বর্ণিত এই সহীহ রেওয়ায়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে,তার নাম ও কুনিয়াত একসাথে রাখা মাকরূহ ছাড়াই জায়েয। والله اعلم।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ سَالِمٍ. عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "تَسَمَّوْا بِاسْمِي. وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي"

সহজ তরজমা

৩২৯৯. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ. .... জাবির রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমার আসল নামে অন্যের নাম রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনাম অন্যের জন্য রেখো না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০১ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৩৯ পৃঃ সামনে ঃ ৯১৪,৯১৫ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ. يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ "سَمُّوا بِاسْمِي. وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي"

সহজ তরজমা

৩৩০০. আলী ইবনে 'আবদুল্লাহ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম (নবী) ﷺ বলেছেন, আমার নামে নামকরণ করতে পার, কিন্তু আমার কুনিয়্যাতে (উপনাম) তোমাদের নাম রেখ না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০১পৃঃ পূর্বে ঃ ২১ পৃঃ সামনে ঃ ৯১৪, ৯১৫ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ১ম খন্ড, ৪৭৬ পৃঃ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ

পরিচ্ছেদ : শিরোনামহীন।

باب শব্দটি তানবীন সহ। এই বাবটি শিরোনামহীনআর এটি فصل এর ন্যায়, পূর্বোক্ত বাবের অন্তর্ভূক্ত।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى. عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ جَلْدًا مُعْتَدِلاً فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ مَا مُتِّعْتُ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي إِلاَّ بِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. إِنَّ خَالَتِي ذَهَبَتْ بِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي شَاكٍ فَادْعُ اللهَ. قَالَ فَدَعَا لِي.

সহজ তরজমা

৩৩০১. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম রহ. .... জুআইদ ইবনে আবদুর রাহমান রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাইব ইবনে ইয়াযীদকে চুরানব্বই বছর বয়াসে সুস্থ-সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, আমি এখনও নবী করীম ﷺ-এর দু'আর বরকতেই চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা উপকৃত হচ্ছি। আমার খালা একদিন আমাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর দরবারে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার ভাগিনাটি পীড়িত ও রোগাক্রান্ত। আপনি তার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন। তখন নবী করীম ﷺ আমার জন্য দু'আ করলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : আল্লামা কাস্তালানী রহঃ বলেন-এই হাদীসটির পূর্বোক্ত বাবের সাথে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০১ পৃঃ পূর্বে ঃ ৮৪৭, ৯৪০ পৃঃ।

بَابُ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ

২০৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ মোহরে নুবুওয়্যাত

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ. عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ. قَالَ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي. وَقِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ. وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ. ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمٍ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحُجْلَةُ مِنْ حُجَلِ الْفَرَسِ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّحِيحُ الرَّاءُ قَبْلَ الزَّايِ.

সহজ তরজমা

৩৩০২. মুহাম্মদ ইবনে উবায়দুল্লাহ রহ. .... জুআইদ রহ বলেন, আমি সাইব ইবনে ইয়াযীদকে বলতে শুনেছি যে, আমার খালা (একদিন) আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার ভাগিনা পীড়িত ও রোগাক্রান্ত। (আপনি তার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন।) তখন নবী ﷺ আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। তিনি ওযু করলেন, তাঁর ওযুর অবশিষ্ট পানি আমি পান করলাম। এরপর আমি তাঁর পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাঁর কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে "মোহরে নাবুওয়্যাত" দেখলাম যা কবুতরের ডিমের ন্যায় অথবা বাসর ঘরের পর্দার বুতামের মত। ইবনে উবায়দুল্লাহ বলেন, (الْحَجَلَةُ) অর্থ সাদা চিহ্ন, যা ঘোড়ার কপালের সাদা অংশ এর অর্থ থেকে গৃহীত। আর ইব্রাহীম ইবনে হামযা বলেন, কবুতরের ডিমের মত। আবূ আবদুল্লাহ বুখারী রহ বলেন বিশুদ্ধ হল (راء)-এর পূর্বে (زاء) হবে অর্থাৎ (زر)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فنظرت الى خاتم بين كتفيه এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০১ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩১, পৃঃ সামনে ঃ ৮৪৭, ৯৪০, পৃঃ শামায়েলে তিরমিযি - ০৩পৃঃ।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত জানার জন্য - নাসরুল বারী - ২য় খন্ড, ১০৯ পৃঃ দেখুন।

بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ সম্পর্কে বর্ণনা

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ ـ رضى الله عنه ـ الْعَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِي فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لاَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ. وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ.

সহজ তরজমা

৩৩০৩. আবূ 'আসিম রহ. .... উকবা ইবনে হারিস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবূ বকর রাযি. আসর এর সালাতান্তে বের হয়ে চলতে লাগলেন। (পথিমধ্যে) হাসান রাযি.-কে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে দেখলেন। তখন তিনি তাঁকে কাঁধে উঠিয়ে নিলেন এবং বললেন, আমার পিতা কুরবান হউন! এ-ত নবী করীম ﷺ-এর সাদৃশ্য, আলীর সাদৃশ্য নয়। তখন আলী রাযি. হাসতেছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : আবু বকর রাঃ হযরত হাসান রাঃ কে গঠনের দিক দিয়ে রাসুল ﷺ এর সাথে উপমা দিয়েছেন। আর এটা রাসূল ﷺ এর একটি গুণ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০১ পৃঃ সামনে ঃ ৫৩০ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ يُشْبِهُهُ.

সহজ তরজমা

৩৩০৪. আহমদ ইবনে ইউনুস রহ. .... আবু জুহায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি। আর হাসান (ইবনে 'আলী) রাযি. তাঁরই সাদৃশ্য।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০১ পৃঃ সামনে ৫০১ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ. ﷺ. قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُشْبِهُهُ قُلْتُ لأَبِي جُحَيْفَةَ صِفْهُ لِي. قَالَ كَانَ أَبْيَضَ قَدْ شَمِطَ. وَأَمَرَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ قَلُوصًا قَالَ فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ نَقْبِضَهَا.

সহজ তরজমা

৩৩০৫. 'আমর ইবনে 'আলী রহ. .... আবূ জুহায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি। হাসান ইবনে আলী রাযি. ছিলেন তাঁরই সদৃশ (রাবী বলেন) আমি আবূ জুহায়ফাকে বললাম, আপনি নবী ﷺ-এর বর্ণনা দিন। তিনি বলেন, নবী ﷺ গৌর বর্ণের ছিলেন। কাল কেশরাজির ভিতর যৎসামান্য সাদা চুলও ছিল। তিনি তেরটি সবল উটনি আমাদিগকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের হস্তগত হওয়ার পূর্বেই নবী ﷺ-এর ওফাত হয়ে গেল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের অন্য একটি সনদ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ. حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنْ وَهْبٍ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ. قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَرَأَيْتُ بَيَاضًا مِنْ تَحْتِ شَفَتِهِ السُّفْلَى الْعَنْفَقَةَ.

সহজ তরজমা

৩৩০৬. আবদুল্লাহ ইবনে রাজা রহ. .... আবূ জুহায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, আর তাঁর নিচের ঠোটের নিম্নভাগের দাঁড়িতে সামান্য সাদা চুল দেখেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসে অন্য আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ৫০১-৫০২ পৃঃ পূর্বে ৫০১ পৃঃ।

তাশরীহ : وعن وهب ابى جحيفة এটি ابى جحيفة এর নাম। তিনি নামের তুলনায় কুনিয়াত দ্বারাই অধিক প্রসিদ্ধ। - (ফাতহুল বারী)

العنفقة : এই শব্দটিতে যের দিয়ে الشفة থেকে بدل হিসাবে। আবার نصب দেওয়াও জায়েয আছে بياضا থেকে بدل হিসাবে।

অর্থ : ঐ চুল যা নীচের ঠোট ও থুতনীর মাঝখানে হয়ে থাকে। তাছাড়া থুতনী ও নীচের ঠোটের মধ্যবর্তী স্থানকেও عنفقة বলা হয়ে থাকে।

আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর عنفقة তে কয়েকটি চুল শুভ্র ছিল।

حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ. أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ شَيْخًا قَالَ كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ.

সহজ তরজমা

৩৩০৭. ইসাম ইবনে খালিদ রহ. .... হারীয ইবনে 'উসমান রহ থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে বুসরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি নবী ﷺ-কে দেখেছেন যে, তিনি বৃদ্ধ ছিলেন ? তিনি বললেন, নবী ﷺ-এর বাচ্চা দাঁড়িতে কয়েকটি চুল সাদা ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ৪ ৫০২ পৃঃ এই হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. ثلاثيات হাদীস সমূহের - ১৩ তম হাদীস।

حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَصِفُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ وَلاَ آدَمَ، لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ وَلاَ سَبْطٍ رَجِلٍ، أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ. قَالَ رَبِيعَةُ فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِنْ شَعَرِهِ، فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ فَسَأَلْتُ فَقِيلَ احْمَرَّ مِنَ الطِّيبِ.

সহজ তরজমা

৩৩০৮. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকায়র রহ. .... রাবী'আ ইবনে আবূ আবদুর রাহমান রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক রাযি.-কে নবী ﷺ-এর (দৈহিক গঠন) বর্ণনা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ লোকদের মধ্যে মাঝারি গড়নের ছিলেন- বেমানান লম্বাও ছিলেন না বা বেঁটেও ছিলেন না। তাঁর শরীরের রং গোলাপী ধরনের ছিল, ধবধবে সাদাও নয় কিংবা তামাটে বর্ণেরও নয়। মাথার চুল কুঁকড়ানোও ছিল না আবার সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর উপর ওহী নাযিল হওয়া আরম্ভ হয়। প্রথম দশ বছর মক্কায় অবস্থানকালে ওহী যথারীতি নাযিল হতে থাকে। এরপর দশ বছর মদীনায় অতিবাহিত করেন। অতঃপর তাঁর ওফাত হয় তখন তাঁর মাথা ও দাঁড়িতে কুড়িটি সাদা চুলও ছিল না। রাবি'আ রহ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর একটি চুল দেখেছি উহা লাল রং-এর ছিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বলা হল যে, অধিক সুগন্ধী লাগানোর কারণে উহার রং লাল হয়ে গিয়েছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ৪ ৫০২ পৃঃ সামনে ৪ ৫০২, ৮৭৫ পৃঃ তাছাড়া - মুসলিম শরীফ ৪ فضائل অধ্যায়, তিরমিযি শরীফ ৪ مناقب অধ্যায়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ، وَلاَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ، وَلَيْسَ بِالآدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، فَتَوَفَّاهُ اللهُ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.

সহজ তরজমা

৩৩০৯. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেমানান লম্বাও ছিলেন না এবং বেঁটেও ছিলেন না। ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার তামাটে রং এরও ছিলেন না। কেশরাজি একেবারে কুঞ্চিত ছিল না, একেবারে সোজাও ছিলনা। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হন। তাঁর নবুওয়্যাত কালের প্রথম দশ বছর মক্কায় এবং পরের দশ বছর মদীনায় অতিবাহিত করেন। যখন তাঁর ওফাত হয় তখন মাথা ও দাঁড়িতে কুড়িটি চুলও সাদা ছিল না।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০২ পৃঃ পূর্বে ঃ ৫০২, ৮৭৫ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ. يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا. لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ.

সহজ তরজমা

৩৩১০. আহমদ ইবনে সা'ঈদ রহ. .... বারা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা মুবারক ছিল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না এবং বেমানান বেঁটেও ছিলেন না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০২ পৃঃ সামনে ঃ ৮৭৫ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لاَ. إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَيْهِ.

সহজ তরজমা

৩৩১১. আবু নু'আয়ম রহ. .... কাতাদা রহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ চুলে খেযাব ব্যবহার করেছেন কি ? তিনি বললেন, না (তিনি তা ব্যবহার করেননি)। তাঁর কানের পাশে গুটি কয়েক চুল সাদা হয়েছিল মাত্র। (কাজেই চুলে খেযাব ব্যবহার আবশ্যক হয় নাই)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০২ পৃঃ সামনে ঃ ৮৭৫ পৃঃ।

সংক্ষিপ্ত তাশরীহ ঃ এ ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়াত রয়েছে - যেমন, শামায়েলে তিরমিযিতে একটি রেওয়ায়াত রয়েছে। سئل ابو هريرة رضی الله عنه هل خضب رسول الله ﷺ قال نعم (شمائل ترمذی ص)

এ ব্যাপারে রেওয়ায়াতের ভিন্নতার উপর ভিত্তি করেই উলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে যে, রাসুল ﷺ খেজাব ব্যবহার করেছেন কি না?

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য ফতোয়ায়ে শামী অধ্যায়ন করুন। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ. বলেন - হানাফীদের মতে খেজাব ব্যবহার করা মোস্তাহাব , তবে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী কালো খেজাব ব্যবহার করা মাকরুহ। (মাসায়েলে নববী : ৩২)

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوعًا. بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ. لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ. رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ. لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ.

সহজ তরজমা

৩৩১২. হাফ্স ইবনে 'উমর রহ. .... বারা ইবনে 'আযিব রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মাঝারি গড়নের ছিলেন। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল দুই কানের লতি পর্যন্ত

https://e-ilm.weebly.com/

প্রসারিত ছিল। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা জোড়া চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর কাউকে আমি কখনো দেখিনি। ইউসুফ ইবনে আবূ ইসহাক তাঁর পিতা থেকে হাদীস বর্ণনায় বলেন, নবী ﷺ-এর মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০২ পৃঃ সামনে ঃ ৮৭০, ৮৭৬ পৃঃ মুসলিম শরীফ ঃ الفضائل অধ্যায়, আবু দাউদ শরীফ اللباس অধ্যায় আর তিরমিযি শরীফেও রয়েছে।

তাশরীহ ঃ قوله:عن ابيه ابيه শব্দের ه যমীর اسحاق এর দিকে ফিরেছে يوسف এর দিকে নয়। কেননা, ইউসুফ তার দাদা ইসহাকের পিতা থেকে রেওয়ায়াত করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. قَالَ سُئِلَ الْبَرَاءُ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لاَ بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ.

সহজ তরজমা

৩৩১৩. আবূ নু'আয়ম রহ. .... আবূ ইসহাক রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, নবী ﷺ-এর চেহারা মুবারক কি তরবারীর ন্যায় (চকচকে) ছিল ? তিনি বলেন, না, বরং চাঁদের মত (স্নিগ্ধ ও মনোরম) ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০২ পৃঃ তিরমিযি শরীফ ঃ المناقب অধ্যায়।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ. بِالْمَصِيصَةِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنِ الْحَكَمِ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ. قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ. وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ. وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ. {قَالَ شُعْبَةُ} وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ كَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ. وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ. فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ. قَالَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ. فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي. فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ. وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ.

সহজ তরজমা

৩৩১৪. হাসান ইবনে মনসুর আবূ আ'লী রহ. ...... হাকাম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আবূ জুহায়ফা রাযি. কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ একদিন নবী করীম ﷺ দুপুর বেলায় বাতহার দিকে বেরিয়ে গেলেন। সে স্থানে অজু করে যুহরের দু'রাকাত ও আসরের দু'রাকাত সালাত আদায় করেন। তাঁর সম্মুখে একটি বর্শা পোতা ছিল। বর্শার বাহির দিক দিয়ে নারীগণ যাতায়াত করছিল। সালাত শেষে লোকজন দাঁড়িয়ে গেল এবং নবী ﷺ-এর উভয় হাত ধরে তারা নিজেদের মাথা ও চেহারায় বুলাতে লাগলেন। আমিও নবী ﷺ-এর হাত মুবারক ধারণ করতঃ আমার চেহারায় বুলাতে লাগলাম। তাঁর হাত তুষার চেয়ে স্নিগ্ধ শীতল ও কস্তুরীর চেয়ে অধিক সুগন্ধ ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০২ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩১, ৫৪, ৭১, ৭২, ৮৮ পৃঃ সামনে ঃ ৫০৩, ৮৬১, ৮৭১ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ. وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ. حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ. وَكَانَ جِبْرِيلُ. عَلَيْهِ السَّلَامُ. يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

সহজ তরজমা

৩৩১৫. আবদান রহ. ...... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সর্বাপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন। তাঁর বদান্যতা অধিক বেড়ে যেতো, রমযান মোবারকের পবিত্র দিনে যখন জিবরাঈল আ. তাঁর সাক্ষাতে আসতেন। জিবরাঈল আ. প্রতিরাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কুরআনুল করীমের দাওর করতেন। নবী করীম ﷺ কল্যাণ বিতরণে প্রবাহিত বায়ু অপেক্ষাও অধিক দানশীল ছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : রাসুল ﷺ جود এর গুণে গুণান্বিত হওয়া হিসাবে শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০২ পৃঃ পূর্বে ঃ ০৩, ২৫৫, ৪৫৭ পৃঃ সামনে ঃ ৭৪৮ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ প্রশ্ন-উত্তর সহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য - নাসরুল বারী -১ম খন্ড, ১৪১-১৫০ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ. فَقَالَ " أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةَ. وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا. إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ مِنْ بَعْضٍ ".

সহজ তরজমা

৩৩১৬. ইয়াহ্ইয়া ইবনে মূসা রহ. ...... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী করীম ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত ও প্রফুল্ল চিত্তে তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন। খুশীর আমেজে তাঁর চেহারায় খুশীর চিহ্ন ঝলমল করছিল। তিনি তখন আয়েশাকে বললেন, হে আয়েশা! তুমি শুননি, মুদলাজী ব্যক্তিটি (চেহারা ও আকৃতির গণনায় পারদর্শী) যায়েদ ও উসামা সম্পর্কে কি বলেছে? পিতা-পুত্রের শুধু পা দেখে (শরীরের বাকী অংশ ঢাকা ছিল) বলল, এ পাগুলো একটি অন্যটির অংশ (অথ্যাৎ তাদের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনা ঃ ঘটনা হলো এই যে, হযরত উসামা রাযি. খাট-বেটে ছিলেন এবং কালো বর্ণের ছিলেন। আর তার পিতা যায়দ ইবনে হারেছা রাযি. লাল বর্ণের ছিলেন। এরই ভিত্তিতে কেউ কেউ বিশেষ করে মুনাফিকরা তাদের নসবের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করত যে, উসামা হযরত যায়দ রাঃ এর ছেলে মনে হয় না। কিন্তু রাসুল ﷺ এ বিষয়টা খুবই অপছন্দ করতেন। ঘটনাক্রমে তারা দুজন বাপ- বেটা একটি চাদর মুড়ি দিয়ে শোয়া ছিলেন। বাহির থেকে শুধু তাদের পাগুলো দেখা যাচ্ছিল আর বাকী শরীর ঢাকা ছিল। আরবের সবচেয়ে বড় মনো বিজ্ঞানী মুদলিজি তাদের পা দেখে বলল যে, এ পাগুলো একটি অন্যটির অংশ। (অর্থাৎ, তাদের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের) তা শুনে রাসুল ﷺ খুবই খুশি হলেন।

মনোবিজ্ঞানীর কথা বা উক্তি যদিও শরয়ী দলীল নয় এবং ইসলামে এর কোন গুরুত্ব নেই, কিন্তু ইসলামের পূর্বে আরবদের মাঝে মনোবিজ্ঞানীদের কথার গুরুত্ব ছিল এবং তাদের কথার উপর ভরসা বা নির্ভর করা হতো। আর যারা তাঁদের বংশের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করত, তাদেরকে এরকম কোন বিষয় শান্তনা দিতে পারে বা তাদের সন্দেহ দূর করতে পারে। এই জন্য রাসুল ﷺ এই গায়বী সাহায্যের উপর অনেক খুশি হলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের - تبرق اسارير وجهه এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা,এটা রাসুল ﷺ এর সিফাতের অন্তর্ভূক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০২ পৃঃ সামনে ঃ ৫২৮, ১০০১ পৃঃ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ، قَالَ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ مِنْهُ.

সহজ তরজমা

৩৩১৭. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকায়র রহ. ...... আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা কা'ব ইবনে মালিক রাযি. -কে তার তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে সালাম করলাম, খুশী ও আনন্দে তাঁর চেহারা মুবারক ঝলমল করে উঠলো। তাঁর চেহারা এমনি-ই খুশী ও আনন্দে ঝলমল করতো। মনে হতো যেন চাঁদের একটি টুকরা। তাঁর চেহারা মুবারকের এ অবস্থা থেকে আমরা তা বুঝতে সক্ষম হতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের استنار وجهه الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০২ পৃঃ সামনে ৬৩৬ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত জানার জন্য - 'নাসরুল বারী' ৮ম খন্ড, ৪৯০ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا، حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ".

সহজ তরজমা

৩৩১৮ কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি মানব জাতির সর্বোত্তম যুগে আবির্ভূত হয়েছি। যুগের পর যুগ হয়ে আমি সেই যুগেই জন্মেছি, যে যুগ আমার জন্য নির্ধারিত ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের خير قرون এর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা,এটা রাসুল ﷺ এর গুণের অন্তর্ভূক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০২-৫০৩ পৃঃ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ فَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ.

সহজ তরজমা

৩৩১৯. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকায়র রহ. ...... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চুল পেছনের দিকে আঁচড়িয়ে রাখতেন আর মুশরিকগণ তাদের চুল দু'ভাগ করে সিঁতি কেটে রাখত। আহলে কিতাবরা

https://e-ilm.weebly.com/

তাদের চুল পেছনের দিকে আঁচড়িয়ে রাখত। নবী করীম ﷺ যে কোন বিষয়ে আল্লাহর আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আহলে কিতাবের অনুকরণকে ভালোবাসতেন। তারপর নবী করীম ﷺ তাঁর চুল দু'ভাগ করে সিঁথি কেটে রাখতে লাগলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ শেষের দিকে স্বীয় চুল মোবারককে সিঁথি কেটে রাখতেন। আর এটা রাসূল ﷺ এর গুণের অন্তর্ভুক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৩ পৃঃ সামনে ঃ ৫৬২, ৮৭৭ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ ঃ الفضائل অধ্যায় আবু দাউদ শরীফ ঃ الترجل অধ্যায়।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ "إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا".

সহজ তরজমা

৩৩২০. আবদান রহ. ...... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অশ্লীল ভাষী ও অসদাচারী ছিলেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ যে নৈতিকতায় সর্বোত্তম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৩ পৃঃ সামনে ঃ ৫৩১, ৮৯১, ৮৯২পৃঃ মুসলিম শরীফ ঃ فضائل অধ্যায়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا.

সহজ তরজমা

৩৩২১. আবদুল্লাহ ইবন্ ইউসুফ রহ. ...... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ-কে (জাগতিক বিষয়ে) যখনই দু'টি জিনিসের একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেয়া হত, তখন তিনি সহজ সরলটি গ্রহণ করতেন যদি তা গোনাহ না হত। যদি গোনাহ হত তবে তা থেকে তিনি অনেক দূরে সরে থাকতেন। নবী ﷺ ব্যক্তিগত কারণে কারো থেকে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা হলে আল্লাহকে রাযী ও সন্তুষ্ট করার মানসে প্রতিশোধ করতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৩ পৃঃ সামনে ঃ ৯০৪, ১০০৩, ১০১৩ পৃঃ মুসলিম শরীফ ঃ الفضائل অধ্যায়।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلاَ دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ ﷺ، وَلاَ شَمِمْتُ رِيحًا قَطُّ أَوْ عَرْفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ أَوْ عَرْفِ النَّبِيِّ ﷺ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৩২২. সুলায়মান ইবনে হারব রহ. ...... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর হাতের তালু অপেক্ষা মোলায়েম কোন রেশম ও গরদকেও স্পর্শ করি নাই। আর নবী করীম ﷺ-এর শরীর মোবারকের খুশবু অপেক্ষা অধিকতর সুঘ্রাণ আমি কখনো পাই নাই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা, এখানে রাসুল ﷺ এর একটি গুণের কথা উল্লেখ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৩ পৃঃ সামনে ঃ ৯০৪, ১০০৩, ১০১৩ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ شُعْبَةَ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. ﷺ. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا.

সহজ তরজমা

৩৩২৩. মুসাদ্দাদ রহ. ...... আবূ সাইদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ অন্ত পুরবাসিনী পর্দানশীল কুমারীদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা,এখানে রাসুল ﷺ এর একটি মহৎ গুণের কথা উল্লেখ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৩ পৃঃ সামনে ৯০১ পৃঃ আর মুসলিম শরীফ ঃ الفضائل অধ্যায়।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. وَابْنُ. مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. مِثْلَهُ وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ.

সহজ তরজমা

৩৩২৪. মুহাম্মদ রহ. ...... শুবা রহ. থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। (তবে এ বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে যে,) যখন নবী করীম ﷺ কোন কিছু অপছন্দ করতেন তখন তাঁর চেহারা মুবারকে তা (বিরক্তি ভাব) দেখা যেত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসে অন্য আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৩ পৃঃ।

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ. إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ. وَإِلاَّ تَرَكَهُ.

সহজ তরজমা

৩৩২৫. আলী ইবনে জা'দ রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ কখনো কোন খাদ্যবস্তুকে মন্দ বলতেন না। রুচি হলে খেয়ে নিতেন নতুবা ত্যাগ করতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,হাদীস শরীফে রাসুল ﷺ এর সিফাতে হাসানাহ থেকে একটি সিফাত উল্লেখ রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৩ পৃঃ সামনে ঃ ৮১৪ পৃঃ মুসলিম শরীফ ঃ আবু দাউদ শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ ঃ الاطعمه অধ্যায়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ. عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ الأَسْدِيِّ. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْطَيْهِ. قَالَ وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

সহজ তরজমা

৩৩২৬. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ. ...... ইবনে বুহায়না আবদুল্লাহ্ ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সিজদা করতেন, তখন উভয় বাহুকে শরীর থেকে এমনভাবে পৃথক করে রাখতেন যে, আমরা তার বগল দেখতে পেতাম। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, বগলের শুভ্রতা দেখতে পেতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের بياض ابطيه এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা, এটিও রাসুল ﷺ এর সুন্দর সিফাতসমূহের একটি সিফাত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৩ পৃঃ পূর্বে ঃ ৫৬, ১১২ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. عَنْ قَتَادَةَ. أَنَّ أَنَسًا. رضي الله عنه. حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ. إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ. فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

সহজ তরজমা

৩৩২৭. আবদুল আলা ইবনে হাম্মাদ রহ. ...... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্তিস্কা (বৃষ্টির জন্য সালাত আর দু'আ) ব্যতীত অন্য কোন দু'আয় তাঁর বাহুদ্বয় এতটা উর্ধ্বে উঠাতেন না । কেননা এতে হাত এত উর্ধ্বে উঠাতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। আবূ মূসা (রঃ) হাদীস বর্ণনায় বলেন, আনাস রাযি. বলেছেন, নবী করীম ﷺ দু'আর মধ্যে দু' হাত উপরে উঠিয়েছেন; এবং আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের بياض ابطيه এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা,এটাও রাসুল ﷺ এর সুন্দর সিফাত সমূহের একটি সিফাত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৩ পৃঃ ১৪০,পৃঃ।

নোট ঃ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী - ৪র্থ খন্ড, ২৪১ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ. قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِي جُحَيْفَةَ. ذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ دُفِعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ. خَرَجَ بِلاَلٌ فَنَادَى بِالصَّلاَةِ. ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ فَضْلَ وَضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُذُونَ مِنْهُ. ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنَزَةَ. وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ سَاقَيْهِ فَرَكَزَ الْعَنَزَةَ. ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ. يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ.

সহজ তরজমা

৩৩২৮. হাসান ইবনে সাব্বাহ রহ. ...... আবূ জুহায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, (একদা) আমাকে নবী করীম ﷺ-এর দরবারে নেয়া হল। নবী ﷺ তখন আবতাহ নামক স্থানে দুপুর বেলায় একটি

তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। বেলাল রাযি. তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে যুহরের সালাতের আযান দিলেন এবং (তাঁবুতে) পুনঃপ্রবেশ করে নবী করীম ﷺ-এর অযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। লোকজন ইহা নেয়ার জন্য ঝাপিয়ে পড়ল। অতঃপর তিনি আবার তাঁবুতে ঢুকে একটি ছোট বর্শা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। নবী ﷺ ও (এবার) বেরিয়ে আসলেন। আমি যেন তাঁর পায়ের গোছার ঔজ্জ্বল্য এখনো দেখতে পাচ্ছি। বর্শাটি সম্মুখে পুতে রাখলেন। এরপর যুহরের দু'রাকাত এবং পরে আসরের দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন। বর্শার বাহির দিয়ে গাধা ও মহিলা চলাফেরা করছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ سَاقَيْهِ এঅংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৩ পৃঃ পূর্বে ৩১, ৫৪, ৭১, ৭২, ৮৮, ৫০২ পৃঃ সামনে ঃ ৮৬১,৮৭১ পৃঃ।

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ الْبَزَّارُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ. عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّهَا قَالَتْ أَلاَ يُعْجِبُكَ أَبُو فُلاَنٍ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. يُسْمِعُنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي. وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ. إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ.

সহজ তরজমা

৩৩২৯. হাসান ইবনে সাব্বাহ রহ. ...... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ এমনভাবে (থেমে থেমে) কথা বলতেন যে, কোন গণনাকারী গণনা করতে চাইলে তাঁর কথাগুলো গণনা করতে পারত। লায়স রহ. ...... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুমি অমুকের (আবু হুরায়রা রাযি.) অবস্থা দেখে কি অবাক হও না? তিনি এসে আমার হুজরার পাশে বসে আমাকে শুনিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন। আমি তখন (নফল) সালাতে ছিলাম। আমার সালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি উঠে চলে যান। তাকে যদি আমি পেতাম তবে অবশ্যই তাকে সতর্ক করে দিতাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের মত দ্রুত কথা বলতেন না (বরং তিনি ধীরস্থির ও স্পষ্টভাবে কথা বলতেন।)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,রাসুল ﷺ এর উত্তম গুণাবলীর একটি হলো যে,শ্রোতাদের মধ্য থেকে যদি কেউ ইচ্ছা করত,তাহলে রাসুল ﷺ এর কথা বলার সময় তার কালিমাগুলো বা হরফগুলো পর্যন্ত শুনতে পারত। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসুল ﷺ চুড়ান্ত পর্যায়ের তারতীল ও বুঝানোর প্রতি খেয়াল রেখে কথা বলতেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৩ পৃঃ আবু দাউদ শরীফ ঃ العلم অধ্যায়।

তাশরীহ ঃ হযরত আয়েশা রাঃ হযরত আবু হুরায়রা রাঃ এর দ্রুত হাদীস বর্ণনা অপছন্দ করেছেন। কিন্তু হযরত আবু হুরায়রা রাঃ এর স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল এবং তার হাদীসসমূহ এত বেশী ইয়াদ ছিল যে,তিনি খুব দ্রুতই হাদীস বয়ান করতে পারতেন। والله اعلم

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ. عَنْ جَابِرٍ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৮০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ এর চোখ বন্ধ থাকত কিন্তু তাঁর অন্তর থাকতে বিনিদ্র। সা'ঈদ ইবনে মীনা রহ. জাবির রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ "تَنَامُ عَيْنِي وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي".

সহজ তরজমা

৩৩৩০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ...... আবূ সালামা ইবনে আবদুর রাহমান (রঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলেন, রমযান মাসে (রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত কিরূপ ছিল? আয়েশা রাযি. বলেন, নবী ﷺ রমযান মাসে ও অন্যান্য সব মাসের রাতে এগারো রাকা'তের বেশী সালাত আদায় করতেন না। প্রথমে চার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। এ চার রাকা'আত আদায়ের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্যের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না (ইহা বর্ণনাতীত)। তারপর আরো চার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর তিন রাকা'আত (বিতর) আদায় করতেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বিতর সালাত আদায়ের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েন? নবী ﷺ বললেন, আমার চক্ষু ঘুমায় তবে আমার অন্তর ঘুমায় না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, তার চক্ষু ঘুমানো কিন্তু অন্তর না ঘুমানো এটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মহান গুণ ও সুউচ্চ সুমহান বৈশিষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৪ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৫৪, ১৫৫, ২৬৯ পৃঃ মুসলিম শরীফ ঃ ২৫৪ পৃঃ তিরমিযি শরীফ - ১ম খন্ড ৫৮ পৃঃ আবু দাউদ শরীফ ঃ ১৮৯ পৃঃ।

ফায়দা ঃ এখানে অবশ্যই নাসরুল বারী - ৪র্থ খন্ড, ৩৫৫ পৃঃ মুতালাআ করুন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي. عَنْ سُلَيْمَانَ. عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ. سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ. أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ. وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ. فَقَالَ أَوَّلُهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ وَقَالَ آخِرُهُمْ خُذُوا خَيْرَهُمْ. فَكَانَتْ تِلْكَ. فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جَاءُوا لَيْلَةً أُخْرَى. فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ. وَالنَّبِيُّ ﷺ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذٰلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ. فَتَوَلاَّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ.

সহজ তরজমা

৩৩৩১. ইসমাঈল রহ. ...... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদে কা'বা থেকে রাতে অনুষ্ঠিত ইসরা-এর ঘটনা বর্ণনা করছিলেন যে, তিন ব্যক্তি (ফিরিস্তা) তাঁর নিকট হাজির হলেন ওহী অবতরণের পূর্বে। তখন তিনি মাসজিদুল হারামে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। তাঁদের প্রথমজন বলল, তাদের (তিন জনের) কোন জন তিনি? (যেহেতু নবীজীর পাশে হামযা ও জাফর শুয়ে ছিলেন) মধ্যম জন উত্তর দিল, তিনিই (নবী ﷺ) তাদের শ্রেষ্ঠ জন। আর শেষ জন বলল, শ্রেষ্ঠ জনকে নিয়ে চল। এ রাত্রে এতটুকুই হলো, এবং নবী ﷺও তাদেরকে আর দেখেন নাই। অতঃপর আরেক রাতে তাঁরা আগমন করলেন। নবী করীম ﷺ এর অন্তর তা দেখতে পাচ্ছিল। যেহেতু, নবী করীম ﷺ-এর চোখ ঘুমাত কিন্তু তাঁর অন্তর সদা জাগ্রত থাকত। সকল

https://e-ilm.weebly.com/

আম্বিয়ায়ে কেরামের অবস্থা এরূপই ছিল যে, তাঁদের চোখ ঘুমাত কিন্তু তাঁর অন্তর সদা জাগ্রত থাকত। তারপর জিব্রাঈল আ. (ভ্রমণের) দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং নবী ﷺ-কে নিয়ে আকাশের দিকে চড়তে লাগলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৪ পৃঃ

সহজ তাশরীহ ঃ قوله قبل ان يوحى اليه অধিকাংশ রেওয়ায়াতে এ বাক্যটি উল্লেখ নেই, এটা শরীক রহ.এর সন্দেহ এবং ভুল। কেননা, মেরাজের ঘটনা হিজরতের তিন বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল ,কেউ কেউ বলেন দুই বছর আবার কেউ কেউ বলেন এক বছর।

আল্লামা কাস্তালানী রহ.বলেন- فهو غلط من شريك لم يوافق عليه وليس هو بالحافظ

قوله: حتى جاءوا ليلة اخرى এই ফেরেশ্‌তা দ্বিতীয় রাতে আসলেন। কতদিন পরে আসলেন ? দুই রাতের মাঝে কতদিনের পার্থক্য ? তা উল্লেখ নেই। হতে পারে যে,ফেরেশ্‌তাগণের প্রথম তাশরীফ ছিল নবুওয়াতের পূর্বে ,আর দ্বিতীয় তাশরীফ হলো হিজরতের তিন বছর পূর্বে মে'রাজের রাতে। এই সুরতে 'শরীকের' প্রতি সন্দেহর নিসবতও দূরীভূত হয়ে যায়।

قوله: فيما يرى قلبه অর্থাৎ, بين النائم واليقظان যারা বলেন যে, রাসুল ﷺ এর মে'রাজ স্বপ্নযোগে হয়েছিল, তারা এর দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। আল্লামা আইনী রহ.এর জবাবে বলেন - ان قلنا بتعدد فظاهر وان قلنا باتحاده فيمكن ان يقال كان ذلك اول وصول الملك اليه وليس فيه ما يدل على كونه نائما فى القصة كلها والله اعلم (عمدة القارى)

بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الإِسْلَامِ

২০৮১. পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম আগমনের পর নবুওয়্যাতের নিদর্শন সমূহ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ، سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسِيرٍ. فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ عَرَّسُوا فَغَلَبَتْهُمْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ. فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْرٍ. وَكَانَ لاَ يُوقَظُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ. حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " يَا فُلاَنُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا ". قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ. ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَكُوبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ. فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ فَقَالَتْ إِنَّهُ لاَ مَاءَ. فَقُلْنَا كَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ قَالَتْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. فَقُلْنَا انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَتْ وَمَا رَسُولُ اللهِ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ أَمْرِهَا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ. فَحَدَّثَتْهُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَتْنَا غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ. فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَسَحَ فِي الْعَزْلاَوَيْنِ. فَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلاً حَتَّى رَوِينَا. فَمَلأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ. غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا وَهْىَ تَكَادُ تَنِضُّ مِنَ الْمِلْءِ ثُمَّ قَالَ " هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ ". فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ. حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ لَقِيتُ أَسْحَرَ النَّاسِ. أَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعَمُوا. فَهَدَى اللهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৩৩২. আবুল ওয়ালিদ রহ. ...... ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত যে, এক সফরে (খায়বার যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে) তাঁরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে ছিলেন। সারারাত পথ চলার পর যখন ভোর নিকটবর্তী হল, তখন বিশ্রাম গ্রহণের জন্য থেমে গেলেন এবং গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন। অবশেষে সূর্য উদিত হয়ে অনেক উপরে উঠে গেল (কিন্তু কেউই জাগলেন না)। (ইমরান রাযি.) বলেন, যিনি সর্বপ্রথম ঘুম থেকে জাগলেন তিনি হলেন আবু বকর রাযি.। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বেচ্ছায় জাগ্রত না হলে তাকে জাগানো হত না। তারপর উমর রাযি. জাগলেন। আবু বকর রাযি. তাঁর শিয়রের নিকট গিয়ে বসে উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলতে লাগলেন। অবশেষে নবী ﷺ জেগে উঠলেন এবং অন্যত্র চলে গিয়ে অবতরণ করে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তখন এক ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় না করে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। নবী ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন তখন বললেন, হে অমুক, আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে কিসে বাধা দিল? লোকটি বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি (গোসলের প্রয়োজন হয়েছিল)। নবী করীম ﷺ তাকে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করার আদেশ দিলেন, তারপর সে সালাত আদায় করল। (ইমরান রাযি.) বলেন, নবী ﷺ আমাকে অগ্রগামী দলের সাথে পাঠিয়ে দিলেন এবং আমরা ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লাম। এমতাবস্থায় আমরা পথ চলছি। হঠাৎ এক উষ্ট্রারোহিণী মহিলা আমাদের নযরে পড়লো। সে পানি ভর্তি দু'টি মশকের মধ্যে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম পানি কোথায়? সে বলল, (আশেপাশে) কোথায়ও পানি নেই। আমরা বললাম, তোমার ও পানির জায়গার মধ্যে দূরত্ব কতটুকু? সে বলল একদিন ও একরাতের দূরত্ব। আমরা তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট চল। সে বলল, রাসূলুল্লাহ কি? আমরা তাকে যেতে না দিয়ে তাকে নবী ﷺ-এর খেদমতে নিয়ে গেলাম। নবী ﷺ-এর খেদমতে এসেও ঐ জাতীয় কথাবার্তাই বলল, যা সে আমাদের সঙ্গে বলেছিল। তবে সে তাঁর নিকট বলল, সে কয়েকজন ইয়াতীম সন্তানের মাতা। নবী ﷺ তাঁর মশক দু'টি নামিয়ে ফেলতে আদেশ করলেন। তারপর তিনি মশক দু'টির মুখে হাত বুলালেন। আমরা তৃষ্ণাকাতর চল্লিশজন মানুষ পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলাম। তারপর আমাদের সকল মশক, বাসনপত্র পানি ভর্তি করে নিলাম। তবে উটগুলোকে পানি পান করানো হয় নাই। এত সবের পরও মহিলার মশকগুলি এত পানি ভর্তি ছিল যে তা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। তারপর নবী ﷺ বললেন, তোমাদের নিকট (খাবার জাতীয়) যা কিছু আছে উপস্থিত কর। কিছু খেজুর আর রুটির টুকরা জমা করে তাকে দেয়া হল। এ নিয়ে মহিলা আনন্দের সাথে তার গৃহে ফিরে গেল। গৃহে গিয়ে সে সকলের কাছে বলল, আমার সাক্ষাত হয়েছিল এক মহাযাদুকরের সাথে অথবা মানুষ যাকে নবী বলে ধারণা করে তার সাথে। আল্লাহ্ এই মহিলার মাধ্যমে এ বস্তিবাসীকে হেদায়াত দান করলেন। মহিলাটি নিজেও ইসলাম গ্রহণ করল এবং বস্তিবাসী সকলেই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো - রাসূল ﷺ এর বরকতে অল্প পানি বেশী হয়ে গিয়েছিল। আর এটা নবুওয়াতের একটি আলামত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৪ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৯, ৫০ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত জানার জন্য - নাসরুল বারী -২য় খন্ড, ৩৩৮পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. عَنْ سَعِيدٍ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ. ﷺ. قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ. فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ. فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ. فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ. قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لأَنَسٍ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلاَثَمِائَةٍ. أَوْ زُهَاءَ ثَلاَثِمِائَةٍ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৩৩৩. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. ...... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ-এর নিকট একটি পানির পাত্র আনা হল, তখন তিনি (মদীনার নিকটবর্তী) যাওরা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। নবী ﷺ তাঁর হাত মোবারক ঐ পাত্রে রেখে দিলেন আর তখনই পানি আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে উপচে পড়তে লাগল। ঐ পানি দিয়ে উপস্থিত সকলেই অজু করে নিলেন। কাতাদা (রঃ) বলেন, আমি আনাস রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের লোক সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন, আমরা তিনশ' অথবা তিনশ' এর কাছাকাছি ছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৪ পৃঃ মুসলিম শরীফ ঃ فضائل النبي ﷺ অধ্যায়।

তাশরীহ ঃ আল্লামা আইনী রহ.বলেন - পাথর থেকে পানি নির্গত হওয়ার চাইতে এটা আরো বড় অলৌকিক বিষয়। কেননা, রক্ত ও গোশতের মধ্য থেকে পানি নির্গত হওয়ার তুলনায়,পাথর থেকে পানি নির্গত হওয়া রীতিসিদ্ধ স্বাভাবিক বিষয়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ. أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ. فَالْتُمِسَ الْوَضُوءُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءٍ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ فِي ذٰلِكَ الْإِنَاءِ. فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ. فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ. فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتّٰى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.

সহজ তরজমা

৩৩৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ...... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে (এমন অবস্থায়) দেখতে পেলাম যখন আসরের সালাতের সময় নিকটবর্তী। সকলেই পেরেশান হয়ে পানি খুঁজছেন কিন্তু পানি পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন নবী ﷺ-এর নিকট অজুর পানি (একটি পাত্রসহ আনা হল)। নবী ﷺ সে পাত্রে তাঁর হাত মোবারক রেখে দিলেন এবং সকলকে এ পাত্রের পানি দ্বারা অজু করতে আদেশ দিলেন। আমি দেখলাম তাঁর হাত মোবারকের নীচ হতে সজোরে উথলে পড়ছিল। কাফিলার শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলেই এই পানি দিয়ে অজু করে নিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৪ পৃঃ পূর্বে ঃ ২৯, ৩২, ৩৩ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ কিরমানী রহ. বলেন- من শব্দটি الى এর অর্থে। আর কূফাবাসীদের মতে - হরফে জর সমূহের একটিকে অন্যটির স্থানে রাখা নির্শতভাবেই জায়েয।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُبَارَكٍ. حَدَّثَنَا حَزْمٌ. قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ. قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ. قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَانْطَلَقُوا يَسِيرُونَ. فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً يَتَوَضَّئُونَ. فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ. فَجَاءَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ يَسِيرٍ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ مَدَّ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ عَلَى الْقَدَحِ ثُمَّ قَالَ "قُومُوا فَتَوَضَّئُوا". فَتَوَضَّأَ. الْقَوْمُ حَتّٰى بَلَغُوا فِيمَا يُرِيدُونَ مِنَ الْوَضُوءِ. وَكَانُوا سَبْعِينَ أَوْ نَحْوَهُ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৩৩৫. আবদুর রাহমান ইবনে মুবারক রহ. ...... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোন এক সফরে বের হয়েছিলেন। তাঁর সাথে সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন। তাঁরা চলতে লাগলেন তখন সালাতের সময় হয়ে গেল কিন্তু অজু করার জন্য কোথাও পানি পাওয়া গেল না। কাফিলার এক ব্যক্তি (আনাস রাযি. নিজেই) সামান্য পানিসহ একটি পেয়ালা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করলেন। তিনি পেয়ালাটি হাতে নিয়ে তার-ই পানি দিয়ে অজু করলেন এবং তাঁর হাতের চারটি আঙ্গুল পেয়ালার মধ্যে সোজা করে ধরে রাখলেন। আর বললেন, উঠ তোমরা সকলে অজু কর। সকলেই ইচ্ছামত অজু করে নিল। তাদের সংখ্যা সত্তর বা এর কাছাকাছি ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের অন্য একটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৪- ৫০৫ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ ؓ. قَالَ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ، وَبَقِيَ قَوْمٌ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ. فَوَضَعَ كَفَّهُ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ. فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي الْمِخْضَبِ. فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. قُلْتُ كَمْ كَانُوا قَالَ ثَمَانُونَ رَجُلاً.

সহজ তরজমা

৩৩৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে মুনীর রহ. ...... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের সময় উপস্থিত হল (কিন্তু পানির ব্যবস্থা ছিল না)যাদের বাড়ী মসজিদের নিকটে ছিল তাঁরা অজু করার জন্য নিজ নিজ বাড়ীতে চলে গেলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক থেকে গেলেন (যাদের অজুর কোন ব্যবস্থা ছিল না)। তখন নবী ﷺ এর নিকট প্রস্তর নির্মিত একটি (ছোট্ট) পাত্র আনা হল। এতে সামান্য পানি ছিল। নবী ﷺ ঐ পাত্রে তাঁর হাত মোবারক রাখলেন। কিন্তু পাত্রটি ছোট্ট বিধায় হাতের আঙ্গুল প্রসারিত করতে পারলেন না বরং একত্রিত করে রেখে দিলেন। তারপর উপস্থিত সকলেই ঐ পানি দ্বারাই অজু করে নিলেন। হুমাইদ (একজন রাবী) (রঃ) বলেন, আমি আনাস রাযি. জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কতজন ছিলেন, তিনি বললেন, আশি জন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঃ এই হাদীসটিও পূর্বোক্ত হযরত আনাস ইবনে মালেক রাঃ থেকে বর্ণিত হাদীসের চতুর্থ সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৫পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ فَجَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ " مَا لَكُمْ ". قَالُوا لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ. فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ. فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا. قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا. كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً.

সহজ তরজমা

৩৩৩৭. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ...... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদাইবিয়ায় অবস্থান কালে একদিন সাহাবায়ে কেরাম পানির পীপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। নবী ﷺ-এর

https://e-ilm.weebly.com/

সম্মুখে একটি (চামড়ার) পাত্রে অল্প পানি ছিল। তিনি অজু করলেন। তাঁর নিকট পানি আছে মনে করে সকলে ঐ দিকে ধাবিত হলেন। নবী ﷺ বললেন,তোমাদের কি হয়েছে? তাঁরা বললেন, আপনার সম্মুখস্থ পাত্রের সামান্য পানি ব্যতীত অজু ও পান করার মত পানি আমাদের নিকট নাই। নবী ﷺ ঐ পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন। তখনই তাঁর হাত উপচিয়ে ঝর্ণা ধারার ন্যায় পানি ছুটিয়ে বের হতে লাগলো। আমরা সকলেই পানি পান করলাম আর অজু করলাম। সালিম রহ. (একজন রাবী) বলেন, আমি জাবির রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা যদি এক লক্ষও হতাম, তবুও আমাদের জন্য পানি যথেষ্ট হত। তবে আমরা ছিলাম মাত্র পনেরশ'।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৫পৃঃ সামনে ঃ ৫৯৮, ৭১৭, ৮৪২ পৃঃ মুসলিম শরীফ ঃ المغازی অধ্যায়।

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنِ الْبَرَاءِ. ﷺ. قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً. وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى لَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً. فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَفِيرِ الْبِئْرِ. فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي الْبِئْرِ. فَمَكَثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوِينَا وَرَوَتْ. أَوْ صَدَرَتْ. رَكَائِبُنَا.

সহজ তরজমা

৩৩৩৮. মালিক ইবনে ইসমাইল রহ. ...... বারা' (ইবনে আযিব) রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে হুদাইবিয়ায় চৌদ্দশ লোক ছিলাম। হুদায়বিয়া একটি কূপ, আমরা তা হতে পানি এমন ভাবে উঠিয়ে নিলাম যে, তাতে এক ফোঁটা পানিও বাকী থাকলো না। নবী করীম ﷺ কূপের কিনারায় বসে কিছু পানি আনার জন্য আদেশ করলেন। (সামান্য পানি আনা হলো) তিনি কুলি করে ঐ পানি কূপে নিক্ষেপ করলেন। কিছু সময় অপেক্ষা করলাম। তখন কূপটি পানিতে ভরে গেল। আমরা পান করে তৃপ্তি লাভ করলাম, আমাদের উটগুলোও পানি পানে তৃপ্ত হল। অথবা বলেছেন আমাদের উটগুলো পানি পান করে প্রত্যাবর্তন করল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৫পৃঃ সামনে ঃ ৫৯৮। পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ. رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفًا. أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ. ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ. ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِي وَلَاثَتْنِي بِبَعْضِهِ. ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ. فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ. فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ " آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ ". فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ بِطَعَامٍ. فَقُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ " قُومُوا ". فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ. قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ. وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ ". فَأَتَتْ بِذَلِكَ

https://e-ilm.weebly.com/

الْخُبْزِ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفُتَّ. وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. ثُمَّ قَالَ " ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ". فَأَذِنَ لَهُمْ. فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ " ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ". فَأَذِنَ لَهُمْ. فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ " ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ". فَأَذِنَ لَهُمْ. فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ " ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ". فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا. وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ. أَوْ ثَمَانُونَ. رَجُلاً.

সহজ তরজমা

৩৩৩৯. আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ রহ. ...... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু তালহা রাযি. তদীয় (পত্নী) উম্মে সুলায়মকে বললেন, আমি নবী করীম ﷺ এর কণ্ঠস্বর দুর্বল শুনেছি। আমি তাঁর মধ্যে ক্ষুধা বুঝতে পেরেছি। তোমার নিকট খাবার কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে।এই বলে তিনি কয়েকটা যবের রুটি বের করলেন। তারপর তাঁর একখানা ওড়না বের করে এর কিয়দাংশ দিয়ে রুটিগুলো মুড়ে আমার হাতে গোপন করে রেখে দিলেন ও ওড়নার উপর অংশ আমার শরীর জড়িয়ে দিলেন এবং আমাকে নবী করীম ﷺ এর খেদমতে পাঠালেন। রাবী আনাস বলেন, আমি তাঁর নিকট গেলাম। ঐ সময় তিনি কতিপয় লোকসহ মসজিদে অবস্থান করছিলেন। আমি গিয়ে তাদের সম্মুখে দাঁড়ালাম। নবী করীম ﷺ আমাকে দেখে বললেন, তোমাকে আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। নবী করীম ﷺ বললেন, খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তখন নবী করীম ﷺ সঙ্গীদেরকে বললেন, চলো, আবু তালহা আমাদেরকে দাওয়াত করেছে। আমি তাঁদের আগেই চলে গিয়ে আবু তালহা রাযি. কে নবী করীম ﷺ এর আগমন বার্তা শুনালাম। ইহা শুনে আবু তালহা রাযি. বলেন, হে উম্মে সুলাইম, নবী করীম ﷺ তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে আসছেন। তাঁদেরকে খাওয়ানোর মত কিছু আমাদের নিকট নেই। উম্মে সুলাইম রাযি. বললেন, আল্লাহ্ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আবু তালহা রাযি. তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বাড়ী হতে কিছুদূর অগ্রসর হলেন এবং নবী করীম ﷺ এর সাক্ষাৎ করলেন। নবী করীম ﷺ আবু তালহাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘরে আসলেন, আর বললেন, হে উম্মে সুলায়ম। তোমার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো। তিনি যবের ঐ রুটিগুলো হাযির করলেন এবং তাঁর নির্দেশে রুটিগুলো টুকরা টুকরা করা হল। উম্মে সুলায়ম ঘিয়ের পাত্র ঝেড়ে মুছে কিছু ঘি বের করে তা তরকারী স্বরূপ পেশ করলেন। এরপর নবী করীম ﷺ কিছু পাঠ করে তাতে ফুঁ দিলেন এরপর দশজনকে নিয়ে আসতে বললেন। তাঁরা দশজন আসলেন এবং রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর আরো দশজনকে আসতে বলা হল। তাঁরাও আসলেন এবং পেটভরে খেয়ে নিলেন। অনুরূপভাবে সমবেত সকলেই রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন। লোকজন সর্বমোট সত্তর বা আশিজন ছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৫পৃঃ পূর্বে ঃ ৬০ পৃঃ সামনে ঃ ৮১০, ৮১৯, ৯৮৯, পৃঃ তাছাড়া - মুসলিম শরীফ ঃ الاطعمة অধ্যায়, তিরমিযি শরীফ ঃ المناقب অধ্যায়, নাসাঈ শরীফ ঃ الوليمة অধ্যায়।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَلْقَمَةَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا. كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ " اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ ". فَجَاءُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ. ثُمَّ قَالَ " حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ. وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ " فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৩৪০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না রহ. ...... আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (সাহাবাগণ) অলৌকিক ঘটনাসমূহকে বরকত ও কল্যাণকর মনে করতাম আর তোমরা (যারা সাহাবী নও) ঐ সব ঘটনাকে ভীতিকর মনে কর। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সফরে ছিলাম। আমাদের পানি কমিয়ে আসল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, অতিরিক্ত পানি তালাশ কর। (তালাশের পর) সাহাবাগণ একটি পাত্র নিয়ে আসলেন যার ভেতর সামান্য পানি ছিল। নবী করীম ﷺ তাঁর হাত মোবারক ঐ পাত্রের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন, বরকতময় পানি নিতে সকলেই এসো। এ বরকত আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। তখন আমি দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উপচে পড়ছে। সময় বিশেষে আমরা খাদ্য-দ্রব্যের তাসবীহ পাঠ শুনতাম আর তা খাওয়া হতো।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : রাসুল ﷺ এর আঙ্গুল মোবারক থেকে পানি নির্গত হওয়া ও তার হাতে খাদ্যের তাসবীহ পাঠ করা , যা সাহাবায়ে কেরাম শুনতে পেতেন এর মাধ্যমেই বাবের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৫ পৃঃ তিরমিযি শরীফ ঃ المناقب অধ্যায়।

তাশরীহ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ রাঃ এর অস্বীকার ও রদ করার মতলব হলো এই, তোমরা যে প্রত্যেক আয়াত ও মুজিযাকে ভীতিকর মনে করো এটা ভুল। বরং সহীহ হলো যে, কোন কোন আয়াত ভীতিকর হয়ে থাকে - যেমন ঃ সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, কিন্তু কোন কোন আয়াত ও মু'জিযা বরকত ও কল্যাণকর হয়ে থাকে। যেমন ঃ অল্প পরিমাণ খাদ্যে এতবেশী বরকত হয়েছে যে, অনেক মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়েছে,অনুরুপভাবে তার আঙ্গুল মোবারক থেকে পানি নির্গত হওয়া ইত্যাদি।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ. قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرٌ رضي الله عنه. أَنَّ أَبَاهُ، تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ، وَلاَ يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ. فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَىْ لاَ يُفْحِشَ عَلَىَّ الْغُرَمَاءُ. فَمَشَى حَوْلَ بَيْدَرٍ مِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ فَدَعَا ثُمَّ آخَرَ. ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ "انْزِعُوهُ". فَأَوْفَاهُمُ الَّذِي لَهُمْ. وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ.

সহজ তরজমা

৩৩৪১. আবু নু'আইম রহ. ...... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা [আবদুল্লাহ রাযি. উহুদ যুদ্ধে] ঋণ রেখে শাহাদাত বরণ করেন। তখন আমি নবী করীম ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললাম, আমার পিতা অনেক ঋণ রেখে গেছেন। আমার নিকট বাগানের উৎপন্ন কিছু খেজুর ব্যতীত অন্য কোন সম্পদ নেই। কয়েক বছরের উৎপাদিত খেজুর একত্রিত করলেও তদ্বারা তাঁর ঋণ শোধ হবে না। আপনি দয়া করে আমার সাথে চলুন, যাতে পাওনাদারগণ (আপনাকে দেখে) আমার প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ না করে। নবী করীম ﷺ তাঁর সাথে গেলেন এবং খেজুরের একটি স্তূপের চারদিক ঘুরে দোয়া করলেন। এরপর অন্য স্তূপের নিকটে গেলেন এবং এর নিকটে বসে কিছু পড়লেন এবং জাবির রাযি. কে বললেন, খেজুর বের করে দিতে থাক। অতঃপর সকল পাওনাদারের প্রাপ্য শোধ করে দিলেন অথচ পাওনাদারদের যা দিলেন তাঁর সমপরিমাণ রয়ে গেল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : فَمَشَى حَوْلَ بَيْدَرٍ مِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ فَدَعَا ثُمَّ آخَرَ. ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ এই বাক্যের মাধ্যমে শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুরের স্তুপের পার্শ্বে ঘোরা এবং দুআ করার মাধ্যমেই অতিরিক্ত বরকত লাভ হয়েছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ৪ ৫০৫- ৫০৬ পৃঃ পূর্বে ৪২৮৫, ২৮৬,৩২২, ৩২৪, ৩২৪, ৩৭৪, ৩৯০ পৃঃ সামনে ৪ ৫৮০, ৮১৮, ৯২৩ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ. حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ. أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ. وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ» أَوْ كَمَا قَالَ: وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ. وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ. وَأَبُو بَكْرٍ ثَلَاثَةً. قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ: امْرَأَتِي وَخَادِمِي. بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ. ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ. ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ ضَيْفِكَ؟. قَالَ: أَوَعَشَّيْتِهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ. قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ. فَذَهَبْتُ فَاخْتَبَأْتُ. فَقَالَ يَا غُنْثَرُ. فَجَدَّعَ وَسَبَّ. وَقَالَ: كُلُوا. وَقَالَ: لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا. قَالَ: وَايْمُ اللَّهِ. مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ اللُّقْمَةِ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا. وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ. فَنَظَرَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا شَيْءٌ أَوْ أَكْثَرُ. قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ. قَالَتْ: لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي. لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ. فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ. يَعْنِي يَمِينَهُ. ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً. ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ. وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ. فَمَضَى الْأَجَلُ فَتَفَرَّقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ. اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ. غَيْرَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ. قَالَ: أَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ. أَوْ كَمَا قَالَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ فَعَرَفْنَا مِنَ الْعِرَافَةِ

সহজ তরজমা

৩৩৪২. মূসা ইবন ইসমাইল রহ. ...... আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর রাযি. বর্ণনা করেন, আসহাবে সুফফায় কতিপয় অসহায় দরিদ্র লোক ছিলেন। নবী করীম ﷺ একবার বললেন, যার ঘরে দু'জনের পরিমান খাওয়ার আছে সে যেন এদের মধ্য থেকে তৃতীয় একজন নিয়ে যায়। আর যার ঘরে চার জনের পরিমান খাওয়ার আছে সে এদের মধ্য থেকে পঞ্চম একজন বা ষষ্ঠ একজনকে নিয়ে যায় অথবা নবী করীম ﷺ যা বলেছেন। আবু বকর রাযি. তিনজন নিলেন। আর নবী করীম ﷺ নিলেন দশজন। আব্দুর রহমান রাযি. বলেন, (আমরা বাড়ীতে ছিলাম তিনজন)। আমি আমার আব্বা ও আম্মা। আবূ উসমান রাযি. বলেন, আমার মনে নাই আব্দুর রহমান রাযি. কি ইহাও বলেছিলেন যে, আমার স্ত্রী ও আমাদের পিতা-পুত্রের একজন গৃহভৃত্যও ছিল। আবু বকর রাযি. ঐ রাতে নবীজির বাড়ীতেই খেয়ে নিলেন এবং ইশার সালাত পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। ইশার সালাতের পর পুনরায় তিনি নবী করীম ﷺ এর গৃহে গমন করলেন। নবী করীম ﷺ এর রাতের আহার গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তথায়ই অবস্থান করলেন। অনেক রাতের পর গৃহে ফিরলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, মেহমান পাঠিয়ে দিয়ে আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, তাদের কি এখনও রাতের আহার দাওনি? স্ত্রী বললেন, আপনার না আসা পর্যন্ত তারা আহার খেতে রাযী হননি। তাদেরকে ঘরের লোকজন আহার দিয়েছিল। কিন্তু তাদের অসম্মতির নিকট আমাদের লোকজনকে হার মানতে হয়েছে। আব্দুর রহমান রাযি. বলেন, আমি (অবস্থা বেগতিক দেখে) তাড়াতাড়ি কেটে পড়লাম। আবু বকর রাযি. (আমাকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, ওরে বেওকুফ! আহম্মক! আরো কিছু কড়া কথা বলে ফেললেন। তারপর মেহমান পক্ষকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা খেয়ে নিন। আমি কিছুতেই খাবো না। (মধ্যে আরো কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেল, অবশেষে সকলেই

খেতে বসলেন।) আব্দুর রহমান রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা যখন গ্রাস তুলে নেই তখন দেখি পাত্রের খাবার অনেক বেড়ে যায়। খাওয়ার শেষে আবু বকর রাযি. লক্ষ করলেন যে, পরিতৃপ্তভাবে আহারের পরও পাত্রে খাবার পূর্বাপেক্ষা অধিক রয়ে গেছে। তখন স্ত্রীকে লক্ষ করে বললেন, হে বনী ফিরাস গোত্রের বোন, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, হে আমার নয়নমণি। খাদ্যের পরিমান এখন তিনগুণের চেয়ে অধিক রয়েছে। আবু বকর রাযি. তা থেকে কয়েক গ্রাস খেলেন এবং বললেন, আমার কসম শয়তানের প্ররোচনায় ছিল। তারপর অবশিষ্ট খাদ্য নবী করীম ﷺ এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং ভোর পর্যন্ত ঐ খাদ্য নবী করীম ﷺ এর হেফাযতে রইল। রাবী বলেন, আমাদের (মুসলমানদের) ও অন্য একটি গোত্রের মধ্যে সন্ধি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়াতে তাদের মোকাবেলা করার জন্য আমাদের বার জনকে নেতা মনোনীত করা হল। প্রত্যেক নেতার অধীনে আবার কয়েকজন করে লোক ছিল। আল্লাহই ভালো জানেন তাদের প্রত্যেকের সাথে কতজন করে দেয়া হয়েছিল! আব্দুর রহমান রাযি. বলেন, এদের প্রত্যেকেই এ খাবার থেকে খেয়ে নিলেন। অথবা তিনি যা বলেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে,বাবের সাথে হাদীসের কোন মিল নেই। কিন্তু এই হাদীসে হযরত আবু বকর রাঃ এর কারামাতের কথা উল্লেখ রয়েছে, যা মূলত রাসুল ﷺ এরই মু'জিযা। কেননা,হযরত আবু বাকার রাঃ এর সুউচ্চ বেলায়াত রাসুল ﷺ এর আনুগত্য ও সাহচর্যের বরকতেই লাভ হয়েছিল। সুতরাং নবুওয়াতের আলামতের সাথে এর মিল পাওয়া গেছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৬পৃঃ পূর্বে ঃ ৮৪ পৃঃ সামনে ঃ ৯০৬, ৯০৭পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْكُرَاعُ، هَلَكَتِ الشَّاءُ، فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا. فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا. قَالَ أَنَسٌ وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيحٌ أَنْشَأَتْ سَحَابًا ثُمَّ اجْتَمَعَ، ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا، فَخَرَجْنَا نَخُوضُ الْمَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا. فَلَمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ ـ أَوْ غَيْرُهُ ـ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، فَادْعُ اللَّهَ يَحْبِسْهُ. فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ " حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ". فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ.

সহজ তরজমা

৩৩৪৩. মুসাদ্দাদ রহ. ...... আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে একবার মদীনাবাসী অনাবৃষ্টির দরুন (দুর্ভিক্ষে) পতিত হল। ঐ সময় কোন এক জুমু'আর দিনে নবী ﷺ খুৎবা দিয়েছিলেন, তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো, এবং বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! (অনাবৃষ্টির কারণে) ঘোড়াগুলো নষ্ট হয়ে গেল, বকরীগুলো ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহর দরবারে বৃষ্টির জন্য দু'আ করুন। নবী করীম ﷺ তৎক্ষণাৎ দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন। আনাস রাযি. বলেন, তখন আকাশ স্ফটিক সদৃশ্য নির্মল ছিল। হঠাৎ মেঘ সৃষ্টিকারী বাতাস বইতে শুরু করল এবং মেঘ ঘনীভূত হয়ে গেল। তারপর শুরু হল প্রবল বৃষ্টিপাত যেন আকাশ তার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। আমরা (সালাত শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে) পানি ভেঙ্গে বাড়ি পৌঁছলাম। পরবর্তি শুক্রবার পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টিপাত হল। ঐ শুক্রবারে জুমু'আর সময় ঐ ব্যক্তি বা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, (অতিবৃষ্টির কারণে) গৃহগুলো বিধ্বস্ত হয়ে গেল। বৃষ্টি বন্ধের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন। তখন নবী করীম ﷺ (তাঁর কথা শুনে) মুচকি হাঁসলেন এবং বললেন, (হে আল্লাহ!) আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি হউক। আমাদের উপর নয়। {আনাস রাযি. বলেন,} তখন আমি দেখলাম, মদীনার আকাশ থেকে মেঘমালা চতুর্দিক সরে গেছে আর মদীনা (যেন মেঘমুক্ত হয়ে) মুকুটের ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৬পৃঃ পূর্বে ঃ ১২৭, ১৩৪, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, পৃঃ সামনে ঃ ৫০৬, ৯০০, ৯৩৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ. وَاسْمُهُ عُمَرُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلاَءِ. قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ. فَحَنَّ الْجِذْعُ فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلاَءِ. عَنْ نَافِعٍ. بِهٰذَا. وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩৩৪৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না রহ. ...... ইবন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (মসজিদে) খেজুরের একটি কাণ্ডের সাথে (হেলান দিয়ে) খুৎবা প্রদান করতেন। যখন মিম্বার তৈরি করে দেয়া হল, তখন তিনি মিম্বারে উঠে খুৎবা দিতে লাগলেন। কাণ্ডটি তখন [নবী ﷺ এর বিরহে] কাঁদতে শুরু করল। নবী করীম ﷺ কাণ্ডটির নিকটে গিয়ে হাত বুলাতে লাগলেন। (তখন স্তম্ভটি শান্ত হল।) উপরোক্ত হাদীসটি আবদুল হামীদ ও আবু 'আসিম (রঃ) ইবন উমর রাযি. সূত্রে নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের فى حنين الجذع এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৬পৃঃ তিরমিযি শরীফ ঃ الصلوة অধ্যায়।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী - ৪র্থ খন্ড, ১২০, ১২১ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ. قَالَ سَمِعْتُ أَبِي. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ. أَوْ رَجُلٌ. يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ " إِنْ شِئْتُمْ ". فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ. فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ. ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ. الَّذِي يُسَكَّنُ. قَالَ " كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا ".

সহজ তরজমা

৩৩৪৫. আবু নু'আইম রহ. ...... জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত। নবী করিম ﷺ একটি বৃক্ষের উপর কিংবা একটি খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডের উপর (হেলান দিয়ে) শুক্রবারে খুৎবা প্রদানের জন্য দাঁড়াতেন। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা অথবা একজন পুরুষ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য একটি মিম্বার তৈরি করে দেব কি? নবী করিম ﷺ বললেন, তোমাদের ইচ্ছা হলে দিতে পার। অতঃপর তাঁরা একটি কাঠের মিম্বার তৈরি করে দিলেন। যখন শুক্রবার এল নবী করিম ﷺ মিম্বারে আসন গ্রহণ করলেন, তখন কাণ্ডটি শিশুর ন্যায় চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। নবী করিম ﷺ মিম্বার হতে নেমে এসে উহাকে জড়িয়ে ধরলেন। রাবী বলেন, কাণ্ডটি এজন্য কাঁদছিল যেহেতু সে খুতবাকালে অনেক যিকর শুনতে পেত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে - বুখারী শরীফ ঃ ৫০৫ পৃঃ পূর্বে ঃ ৫৪, ১২৫, ২৮১ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعٍ مِنْ نَخْلٍ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ مِنْهَا، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ، وَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ. حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ.

সহজ তরজমা

৩৩৪৬. ইসমাইল রহ. ...... জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাযি. বর্ণনা করেন যে, প্রথম দিকে খেজুরের কয়েকটি কাণ্ডের উপর মসজিদে নববীর ছাদ করা হয়েছিল। নবী করিম ﷺ যখনই খুৎবা প্রদানের ইচ্ছা প্রদান করতেন, তখন একটি কান্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। অতঃপর তাঁর জন্য মিম্বার তৈরি করে দেওয়া হলে তিনি সেই মিম্বারে উঠে দাঁড়াতেন। ঐ সময় আমরা কাণ্ডটির ভেতর থেকে দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীর স্বরের ন্যায় কান্নার আওয়াজ শুনলাম। অবশেষে নবী করিম ﷺ তাঁর নিকটে এসে তাকে হাত বুলিয়ে সোহাগ করলেন। তারপর কান্ডটি শান্ত হল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের অন্য আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৬ - ৫০৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ১২৫, ২১৮ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ.. حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ. قَالَ هَاتِ إِنَّكَ لَجَرِيءٌ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ ". قَالَ لَيْسَتْ هَذِهِ، وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يُكْسَرُ قَالَ لاَ بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ ذَاكَ أَحْرَى أَنْ لاَ يُغْلَقَ. قُلْنَا عَلِمَ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ. إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ، وَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا، فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ قَالَ عُمَرُ.

সহজ তরজমা

৩৩৪৭. মুহাম্মদ ইবন বাশশার রহ ও বিশর ইবন খালিদ .... উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কে নবী করিম ﷺ এর (ভবিষ্যতের) ফিতনা সম্পর্কীয় হাদীস স্মরণ রেখেছে? যেমনভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। হুযায়ফা রাযি. বললেন, আমিই সর্বাধিক স্মরণ রেখেছি। উমর রাযি. বললেন, বর্ণনা কর, তুমি তো, অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি। হুযায়ফা রাযি. বললেন, নবী করিম ﷺ বলেছেন, মানুষের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ এবং প্রতিবেশী দ্বারা সৃষ্ট ফিতনা-ফাসাদের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে সালাত, সাদকা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদানের দ্বারা। উমর রাযি. বললেন, আমি এ জাতীয় ফিতনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি বরং উদ্বেলিত সাগর তরঙ্গের ন্যায় ভীষণ আঘাত হানে ঐ জাতীয় ফিতনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। হুযায়ফা রাযি. বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এ জাতীয় ফিতনা সম্পর্কে আপনার শঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আপনার এবং এ জাতীয় ফিতনার মধ্যে একটি সুদৃঢ় কপাট বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। উমর রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন,

https://e-ilm.weebly.com/

এ কপাটটি কি (সাধারণ নিয়মে) খোলা হবে, না (জোরপূর্বক) ভেঙ্গে ফেলা হবে? হুযায়ফা রাযি. বলেন, (জোরপূর্বক) ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর রাযি. বললেন, তাহলে এতো কপাটটি আর সহজে বন্ধ করা যাবে না। আমরা (সাহাবীগণ) হুযায়ফাকে জিজ্ঞাসা করলাম, উমর রাযি. কি জানতেন, ঐ কপাট দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, অবশ্যই; যেমন নিশ্চিতভাবে জানতেন আগামী দিনের পূর্বে, অদ্য রাতের আগমন অনিবার্য। আমি তাঁকে এমন একটি হাদীস শুনিয়েছি, যাতে ভুলভ্রান্তির অবকাশ নেই। আমরা (সাহাবীগণ) হুযায়ফাকে ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাইনি, তাই মাসরুককে বললাম, (তুমি জিজ্ঞাসা কর) মাসরুক রহ জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ বন্ধ কপাট দ্বারা উদ্দেশ্য কি? হুযায়ফা রাযি. বললেন, উমর রাযি. স্বয়ং।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো এভাবে যে, এই হাদীসে রাসূল ﷺ তার পরে আগত কিছু বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন। আর এটাও রাসূল ﷺ এর মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ৭৫, ১৯৩, ২৫৪ পৃঃ সামনে ঃ ১০৫১ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত তাশরীহ জানার জন্য নাসরুল বারী - ৩য় খন্ড, ১২৩ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ. ذُلْفَ الأُنُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الأَمْرِ. حَتَّى يَقَعَ فِيهِ. وَالنَّاسُ مَعَادِنُ. خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ " وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ."

সহজ তরজমা

৩৩৪৮. আবুল ইয়ামান রহ. ...... আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না ততক্ষণ, যতক্ষণ না তোমাদের যুদ্ধ হবে এমন এক জাতির সঙ্গে যাদের পায়ের জুতা হবে পশমের এবং যতক্ষণ না তোমাদের যুদ্ধ হবে তুর্কিদের সহিত যাদের চক্ষু ক্ষুদ্রাকৃতি, নাক চ্যাপটা, চেহারা লাল বর্ণ যেন তাদের চেহারা পেটানো ঢাল। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ হবে যারা নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতায় জড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত একে অত্যন্ত ঘৃণা ও অপছন্দ করবে। মানুষ খনির ন্যায় (এতে ভালো মন্দ সবই আছে) যারা জাহিলিয়াতের যুগে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম, ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁরা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। তোমাদের নিকট এমন যুগ আসবে যখন তোমাদের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ার চাইতেও আমার সাক্ষাৎ লাভ তার কাছে অত্যন্ত প্রিয় মনে হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা, এই হাদীসে রাসূল ﷺ থেকে তার পরে আগত কিছু বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৭ পৃঃ।

এই হাদীসটি আরো চারটি হাদীস সমৃদ্ধ। যেমন ঃ

১. قتال الترك كما هنا - ৫০৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪১০ পৃঃ।

২. حديث تجدون من خير الناس اشدهم كراهية لهذا الامر - পূর্বে ঃ ৪৯৬ পৃঃ।

৩. حديث الناس معادن- পূর্বে ঃ ৪৯৬ পৃঃ।

৪. চতুর্থ হাদীসটি দ্বিতীয় আরেকটি সনদে এই হাদীসের সাথে মিলেই আসছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَكَرْمَانَ مِنَ الأَعَاجِمِ، حُمْرَ الْوُجُوهِ، فُطْسَ الأُنُوفِ، صِغَارَ الأَعْيُنِ، وُجُوهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ ". تَابَعَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

সহজ তরজমা

৩৩৪৯. ইয়াহইয়া রহ. ...... আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেন, কিয়ামত সংগঠিত হবে না যে পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ না হবে খুয ও কিরমান নামক স্থানে (বসবাসরত) অনারব জাতিগুলোর সাথে, যাদের চেহারা লালবর্ণ, চেহারা যেন পিটানো ঢাল, নাক চ্যাপটা, চক্ষু ক্ষুদ্রাকৃতি এবং জুতা পশমের। ইয়াহইয়া ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ আব্দুর রাজ্জাক রহ থেকে পূর্বের হাদীস বর্ণনায় তার অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের দ্বিতীয় আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪১০ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ قوله : خوز - خوز শব্দের خاء (খা) বর্ণে পেশ ও زاء দ্বারা। কিরমানী রহ. বলেন خوز بلاد الاهوز و تستر قوله : كرمان - كرمان শব্দের كاف (কাফ) বর্ণে যবর ও যের উভয়টা দিয়ে পড়া যায়। এটি খোরাসান ও বাহরুল হিন্দ এবং ইরাক ও সিজিস্তান এর মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম।

অর্থ ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খোযবাসী ও কিরমানবাসীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي قَيْسٌ، قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ سِنِينَ لَمْ أَكُنْ فِي سِنِيَّ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِيَ الْحَدِيثَ مِنِّي فِيهِنَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ " بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، وَهُوَ هَذَا الْبَارِزُ ". وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَهُمْ أَهْلُ الْبَازِرِ.

সহজ তরজমা

৩৩৫০. আলী ইবন আবদুল্লাহ রহ. ...... আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ এর সাহচর্যে তিনটি বছর কাটিয়েছি। আমার জীবনে হাদীস মুখস্ত করার আগ্রহ এ তিন বছরের চেয়ে অধিক আর কখনো ছিল না। আমি নবী করিম ﷺ কে হাত দ্বারা এভাবে ইশারা করে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে তোমরা (পরবর্তিরা) এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের জুতা হবে পশমের। এরা হবে পারস্যবাসী অথবা পাহাড়বাসী অনারব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এই হাদিসটি পূর্বোক্ত হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিসের অন্য আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪১০ পৃঃ মুসলিম শরীফ ঃ الفتن অধ্যায়।

তাশরীহ ঃ فيهن জমীরে মাজরূরের মারজা হলো سنين অর্থাৎ আমি এই তিন বছর পর্যন্ত আগ্রহের আচঁল জড়িয়ে রেখেছি যে, রাসূল ﷺ এর হাদিস সমূহ অনেক বেশী মুখস্থ করব।

بارز দ্বারা হয়ত আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য যে, যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রকাশ্য মুখোমুখি হয়। কিংবা এর দ্বারা আহলে ফারেস উদ্দেশ্য যারা মাঠে ময়দানে বসবাস করে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ، وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ

সহজ তরজমা

৩৩৫১. সুলায়মান ইবন হারব রহ. ...... আমর ইবন তাগলিব রাযি. বর্ণনা করেন, আমি নবী করিম ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমরা কিয়ামতের পূর্বে এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যারা পশমের জুতা ব্যবহার করে এবং তোমরা এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের চেহারা হবে পিটানো ঢালের ন্যায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, এই হাদিসে রাসূল ﷺ থেকে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই দুই গোত্রের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সংবাদ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪১০ পৃঃ।

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ ".

সহজ তরজমা

৩৩৫২. হাকাম ইবন নাফে রহ. ...... আবদুল্লাহ ইবন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, ইয়াহুদীরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তখন বিজয়ী হবে তোমরাই। (এমনকি পাথরের আড়ালে কোন ইয়াহুদী আত্মগোপন করে থাকলে) স্বয়ং পাথরই বলবে, হে মুসলিম, এই তো ইয়াহুদী; আমার পেছনে আত্মগোপন করেছে, একে হত্যা কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, এই হাদিসে রাসূল ﷺ থেকে এমন কিছু বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে যা অচিরেই সংঘটিত হবে। এটাও রাসূল ﷺ এর আলামতে নবুয়াতের অর্ন্তভূক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪১০ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ قوله : تقاتلكم اليهود الخ এখানে সম্বোধন করা হয়েছে সাহাবায়ে কেরামকে, তবে উদ্দেশ্য হলো তাঁদের পরবর্তী লোক। অর্থাৎ ইয়াহুদিরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে। হযরত ঈসা আ. যখন অবতরন করবেন তখন এই যুদ্ধ সংঘটিত হবে। ঐ সময় ইয়াহুদিরা দাজ্জালের সৈন্যবাহিনী হবে। প্রায় (৭০.০০০) সত্তর হাজার ইয়াহুদি দাজ্জালের পিছনে পিছনে থাকবে। হযরত ঈসা আ. যখন 'বাবে'লুদ এর পাশ দিয়ে দাজ্জালকে হত্যা করে দিবেন, এবং তার সৈন্যবাহিনী ইয়াহুদিরা পলায়ন করবে, গাছ ও পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করবে, তখন গাছ ও পাথর কথা বলা শুরু করবে। এবং বলবে যে, يا عبد الله المسلم هذا اليهود فتعال اقتله الخ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُونَ، فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَغْزُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ ".

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৩৫৩. কুতায়বা রহ. ...... আবু সা'ঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, (ভবিষ্যতে) মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যে, তাঁরা জিহাদ করবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছেন কি? যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহচর্য লাভ করেছেন? তখন তারা বলবে, হ্যাঁ (আছেন)। তখন (ঐ সাহাবীর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। এরপরও তারা আরো জিহাদ করবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি সাহাবায়ে কেরামের সাহচর্য লাভ করেছেন? তখন তারা বলবে, হ্যাঁ (আছেন)। তখন (ঐ তাবেয়ীর তুফায়েলে) তাদেরকে জয়ী করা হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে পূর্বের হাদিসের যে মিল রয়েছে এই হাদিসেরও অনুরূপ মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৭ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪০৫ - ৪০৬ পৃঃ।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنَا سَعْدٌ الطَّائِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ، فَشَكَا قَطْعَ السَّبِيلِ. فَقَالَ "يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ". قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ "فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ". قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئٍ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا الْبِلاَدَ "وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى". قُلْتُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ قَالَ "كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ، فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ، وَلَيَلْقَيَنَّ اللهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ. فَيَقُولَنَّ أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولاً فَيُبَلِّغَكَ فَيَقُولُ بَلَى. فَيَقُولُ أَلَمْ أُعْطِكَ مَالاً وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ فَيَقُولُ بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ". قَالَ عَدِيٌّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ". قَالَ عَدِيٌّ فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لاَ تَخَافُ إِلاَّ اللهَ، وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ "يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ".

সহজ তরজমা

৩৩৫৪. মুহাম্মদ ইবনুল হাকাম রহ. ...... আদি ইবন হাতিম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করিম ﷺ এর মজলিসে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করল। তারপর আর এক ব্যক্তি এসে ডাকাতের উৎপাতের কথা বলে অনুযোগ করল। নবী করিম ﷺ বললেন, হে আদী, তুমি কি হীরা নামক স্থানটি দেখেছ? আমি বললাম, দেখি নাই, তবে স্থানটি আমার জানা আছে। তিনি বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবি হও তবে দেখতে পাবে একজন উট সওয়ার হাওদানশীল মহিলা হীরা থেকে রওয়ানা হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ করে যাবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করবেন না। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম তাঈ গোত্রের ডাকাতগুলো কোথায় থাকবে যারা ফিতনা ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে দেশকে ছারখার করে দিচ্ছে। তিনি বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবি হও, তবে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে যে, কিসরার (পারস্য সম্রাট) ধনভাণ্ডার কবজা করা হয়েছে। আমি বললাম, কিসরা ইবন হুরমুযের? নবী করিম ﷺ বললেন, হ্যাঁ, কিসরা ইবন হুরমুযের। তোমার আয়ু যদি দীর্ঘ হয় তবে অবশ্যই তুমি দেখতে পাবে, লোকজন মুষ্টিভরা যাকাতের স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে বের

হবে এবং এমন ব্যক্তিকে তালাশ করে বেড়াবে যে তাদের এ মাল গ্রহণ করে। কিন্তু গ্রহণকারী একটি মানুষও পাবে না। তোমাদের প্রত্যেকটি মানুষ কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবে। তখন তার ও আল্লাহর মাঝে অন্য কোন দোভাষী থাকবেনা যিনি ভাষান্তর করে বলবেন। আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি (দুনিয়াতে) তোমার নিকট আমার বাণী পৌঁছানোর জন্য রাসূল প্রেরণ করিনি? সে বলবে, হ্যাঁ। প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ, সন্তানসন্ততি দান করিনি এবং দয়া মেহেরবানী করিনি? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, দিয়েছেন। তারপর সে ডান দিকে নজর করবে, জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না। আবার সে বাম দিকে নজর করবে, তখনো সে জাহান্নাম ব্যতীত কিছুই দেখবে না। আদী রাযি. বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, অর্ধেকটি খেজুর দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা কর আর যদি তাও করার তৌফিক না হয় তবে মানুষের জন্য মঙ্গলজনক সৎ ও ভাল কথা বলে নিজেকে আগুন থেকে রক্ষা কর। আদী রাযি. বলেন, আমি নিজে দেখেছি, এক উট সাওয়ার মহিলা হীরা থেকে একাকী রওয়ানা হয়ে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করেছে। সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না। আর পারস্য সম্রাট কিসরা ইবন হুরমুযের ধনভাণ্ডার যারা দখল করেছিল, তাদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। যদি তোমরা দীর্ঘজীবি হও, তবে নবী করিম ﷺ যা বলেছেন, তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে। (অর্থাৎ মুষ্টিভরা স্বর্ণ দিতে চাইবে কিন্তু কেউ নিতে চাইবে না।)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে পূর্বের হাদিসের যে মিল রয়েছে এই হাদিসেরও অনুরূপ মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৭ - ৫০৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৯০ পৃঃ।

শব্দসমূহের তাহকীক ঃ حيرة এই শব্দটির حاء (হা) বর্ণে যের ياء (ইয়া) বর্ণে সুকুন দিয়ে ও راء, রাযি. সহ। কূফার নিকটবর্তী একটি প্রসিদ্ধ এলাকার নাম। (উমদাতুল ক্বারী)

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন যে, حيرة আরব বাদশাগণের রাজ্য শাসনের প্রাণকেন্দ্র ছিল, যা ইরানের অধীনে ছিল।

دعار ঃ এই শব্দটির دال (দাল) বর্ণে পেশ, عين (আইন) বর্ণে তাশদীদ দিয়ে। এটি داعر এর جمع অর্থ। দুর্বৃত্ত, ডাকাত।

بشق تمرة ঃ بشق শব্দের شين (শীণ) বর্ণে যের দিয়ে। অর্থ অর্ধ খেজুর।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ، حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، سَمِعْتُ عَدِيًّا، كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩৩৫৫. আব্দুল্লাহ রহ. .... আদি রাযি. বলেন, আমি রাসূল ﷺ এর নিকট ছিলাম .... পূর্বের অনুরূপ।

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ " إِنِّي فَرَطُكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، إِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ خَزَائِنَ مَفَاتِيحِ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا ".

সহজ তরজমা

৩৩৫৬. সাঈদ ইবন শুরাহবিল রহ. ...... উকবা ইবন আমির রাযি. থেকে বর্ণিত, একবার নবী করিম ﷺ বের হয়ে মৃত ব্যক্তির সালাতে জানাযার ন্যায় উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সাহাবায়ে কেরামের কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর ফিরে এসে মিম্বারে আরোহণ করে বললেন, আমি তোমাদের জন্য অগ্রগামী ব্যক্তি, আমি তোমাদের পক্ষে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য প্রদান করবো। আল্লাহর কসম, আমি এখানে বসে থেকেই আমার হাউজে কাউসার দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবি আমার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম আমার ওফাতের পর তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে এ আশঙ্কা আমার নেই। তবে আমি তোমাদের সম্পর্কে এ ভয় করি যে, পার্থিব ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও মোহ তোমাদেরকে আত্মকলহে লিপ্ত করে তুলবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের তিন স্থানে মিল গ্রহন করা হয়েছে। انى والله لا انظر الى حوض থেকে শেষ পর্যন্ত। আর রাসূল ﷺ যা বলেছেন তাই বাস্তবায়িত হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৮ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৭৯ পৃঃ সামনে ঃ ৫৭৮, ৫৮৫, ৯৫১, ৯৭৫ পৃঃ।

শহীদদের উপর জানাযার নামায ঃ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা জানার জন্য নাসরুলবারী ৮ম খণ্ড ১২৬ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطُمٍ مِنَ الآطَامِ، فَقَالَ "هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي أَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ".

সহজ তরজমা

৩৩৫৭. আবু নু'আইম রহ. ...... উসামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ একদিন মদিনায় একটি উচু টিলায় আরোহণ করলেন, তারপর (সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ করে) বললেন, আমি যা দেখেছি, তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? আমি দেখছি বারিধারার ন্যায় ফাসাদ ঢুকে পড়ছে তোমাদের ঘরে ঘরে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, হাদিসে মানুষদের থেকে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৮ পৃঃ পূর্বে ২৫২, ৩৩৪ পৃঃ সামনে ঃ ১০৪৬ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَتْهَا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذَا". وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ وَبِالَّتِي تَلِيهَا، فَقَالَتْ زَيْنَبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ "نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ". وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ "سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ".

সহজ তরজমা

৩৩৫৮. আবুল ইয়ামান রহ. ...... যায়নাব বিনতে জাহাশ রাযি. হতে বর্ণিত। নবী করিম ﷺ একদিন ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে পড়তে তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন এবং বলতে লাগলেন, অচিরেই

https://e-ilm.weebly.com/

একটি দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে। এতে আরবের ধ্বংস অনিবার্য। ইয়াজুজ ও মাজুজের দেয়ালে এতটুকু পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গিয়েছে, এ কথা বলে দু'টি আঙুল গোলাকৃতি করে দেখালেন। যায়নাব রাযি. বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব? অথচ আমাদের মাঝে অনেক নেক লোক রয়েছে। নবী করিম ﷺ বললেন, হ্যাঁ, যখন অশ্লীলতা (ফিসক ও কুফর এবং ব্যাভিচার) বেড়ে যাবে।

অন্য একটি বর্ণনায় উম্মে সালামা রাযি. বলেন, নবী করিম ﷺ জেগে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন, সুবাহানাল্লাহ, আজ কী অফুরন্ত ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারই সাথে অগণিত ফিতনা-ফাসাদ নাযিল করা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, হাদিসে মানুষদেরকে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর রাসূল ﷺ তা প্রত্যক্ষ করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ៖ ৫০৮ পৃঃ পূর্বে ៖ ৪৭২ পৃঃ সামনে ៖ ১০৪৬, ১০৫৬ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ الْمَاجِشُونِ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. رضي الله عنه. قَالَ قَالَ لِي إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ. وَتَتَّخِذُهَا. فَأَصْلِحْهَا وَأَصْلِحْ رُعَامَهَا. فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْغَنَمُ فِيهِ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ. يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ. أَوْ سَعَفَ الْجِبَالِ. فِي مَوَاقِعِ الْقَطْرِ. يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ".

সহজ তরজমা

৩৩৫৯. আবু নু'আইম রহ. .... আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি আবু সা'সা'আকে বললেন, তোমাকে দেখছি তুমি বকরীকে অত্যন্ত পছন্দ করে এদেরকে সর্বদা লালন-পালন কর, তাই তোমাকে বলছি, এদের যত্ন কর এবং রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা কর। আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, এমন এক জামানা আসবে, যখন বকরীই হবে মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ। ইহাকে নিয়ে পর্বত শিখরে বারি বর্ষণের স্থানে চলে যাবে এবং রক্ষা করবে তাদের দীনকে ফিতনা ফাসাদ থেকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের يأتي على الناس زمان الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ៖ ৫০৮ পৃঃ পূর্বে ៖ ০৭, ৪৬৬ পৃঃ সামনে ៖ ৯৬১, ১০৫০ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الأُوَيْسِيُّ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ. عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "سَتَكُونُ فِتَنٌ. الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ. وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي. وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي. وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ. وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ". وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ الأَسْوَدِ. عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ. مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هٰذَا. إِلاَّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ. يَزِيدُ "مِنَ الصَّلاَةِ صَلاَةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ".

সহজ তরজমা

৩৩৬০. আবদুল আযীয উয়াইসী রহ. .... আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন। রাসূলে করিম ﷺ বলেছেন, অচিরেই অসংখ্য সর্বগ্রাসী ফিতনা ফাসাদ আসতে থাকবে। ঐ সময় বসা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম (নিরাপদ), দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি হতে অধিক রক্ষিত আর চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিপদমুক্ত। যে ব্যক্তি ফিতনার দিকে চোখ তুলে তাকাবে ফিতনা তাকে গ্রাস করবে। তখন যদি কোন ব্যক্তি তার দীন রক্ষার জন্য কোন ঠিকানা অথবা নিরাপদ আশ্রয় পায়, তবে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিৎ হবে। ইবন শিহাব যুহরী রহ. .... নাওফাল ইবন মু'আবিয়া রাযি. হতে আবু হুরায়রা রাযি. এর হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে অতিরিক্ত আর একটি কথাও বর্ণনা করেছেন যে, এমন একটি সালাত রয়েছে (আসর) যে ব্যক্তির ঐ সালাত কাযা হয়ে গেল, তার পরিবার পরিজন ধন-সম্পদ সবই যেন ধ্বংস হয়ে গেল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, হাদিস শরীফে রাসূল ﷺ থেকে এমনসব ফিৎনাসমূহের সংবাদ দেওয়া হয়েছে যা অচিরেই সংঘটিত হবে। আর এটা আলামতে নবুয়তের অর্ন্তভুক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৮, ৫০৯ পৃঃ সামনে ঃ ফিৎনা অধ্যায় ১০৪৮ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ " تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ . وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ " .

সহজ তরজমা

৩৩৬১. মুহাম্মদ ইবন কাসীর রহ. .... ইবন মাসউদ রাযি. সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অচিরেই স্বজনপ্রীতি প্রকাশ পাবে এবং এমন সব কর্মকান্ড ঘটবে যা তোমরা পছন্দ করতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তদাবস্থায় আমাদের কী করতে বলেন? নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন কর, তোমাদের প্রাপ্যের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, হাদিসে অনুপস্থিত বা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৯ পৃঃ সামনে ঃ ১০৪৫ পৃঃ মুসলিম শরীফ ঃ المغازی অধ্যায়, তিরমিযি শরীফ ঃ الفتن অধ্যায়।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ . حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ . إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ . عَنْ أَبِي زُرْعَةَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . ﷺ . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " يُهْلِكُ النَّاسَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ " . قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ " لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ " . قَالَ مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ .

সহজ তরজমা

৩৩৬২. মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহিম রহ. .... আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরাইশ গোত্রের এ লোকগুলো (যুবকগণ) জনগণকে ধ্বংস করে দিবে। সাহাবা কেরাম আরয করলেন, তখন আমাদেরকে আপনি কি করতে বলেন? তিনি বললেন, জনগণ যদি এদের সংশ্রব ত্যাগ করে দিত তবে ভালই হতো।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে পূর্বের হাদিসের যে মিল রয়েছে, এই হাদিসেরও অনুরূপ মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৯ পৃঃ সামনে ঃ ৫০৯, ১০৪৬ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ. قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ. يَقُولُ سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ. يَقُولُ " هَلاَكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَىْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ". فَقَالَ مَرْوَانُ غِلْمَةٌ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُسَمِّيَهُمْ بَنِي فُلاَنٍ وَبَنِي فُلاَنٍ.

সহজ তরজমা

৩৩৬৩. আহমদ ইবন মুহাম্মদ মাক্কী রহ. ...... সাঈদ উমাবী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবু হুরায়রা রাযি. এবং মারওয়ানের রাযি. কাছে ছিলাম (তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত) আবু হুরায়রা রাযি. বলতে লাগলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের ধ্বংস কুরাইশের কতিপয় অল্প বয়স্ক ছেলেদের হাতে এবং মারওয়ান বললেন, অল্প বয়স্ক ছেলেদের হাতে। আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, আমি ইচ্ছা করলে তাদের নামও বলতে পারি, অমুকের ছেলে অমুক, অমুকের ছেলে অমুক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৯ পৃঃ সামনে ঃ ১০৪৬ পৃঃ।

তাহকীক ও তাশরীহ ঃ الصادق ঃ فى نفسه

المصدوق ঃ من عند الله

غلمة শব্দের غين (গাইন) বর্ণে যের দিয়ে غلام এর বহুবচন। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে, কিতাবুল ফিতানে ১০৪৬ পৃঃ রয়েছে فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة

ان شئت দ্বারা মারওয়ানকে সম্বোধন করা হয়েছে। তবে কোন কোন রেওয়ায়াতে ان شئتم রয়েছে তখন এই সুরতে মারওয়ান ও তার সঙ্গী সাথীগণ সম্বোধিত হবে। আল্লামা কাস্তালানী রহ. নকল করেছেন যে,

ان اباهريرة رضى الله عنه كان يمشى فى السوق ويقول اللهم لاتدركنى سنة ستين ولا امارة الصبيان

হযরত মুআবিয়া রাযি. যখন ৬০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন, তখন পরবর্তীতে ইয়াযিদ বাদশা হন, তার অনিষ্টতা ও ধ্বংসযজ্ঞের জন্য حره এর ঘটনা জলন্ত সাক্ষী। তাছাড়া মারওয়ানও ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। والله اعلم

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ. قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ. قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ. أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ. يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ. فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ. فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ " نَعَمْ " قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ " نَعَمْ. وَفِيهِ دَخَنٌ ". قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ " قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ " قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ " نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ.

https://e-ilm.weebly.com/

مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا " قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ " هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا " قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ " تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ " قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ " فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ "

সহজ তরজমা

৩৩৬৪. ইয়াহইয়া ইবন মূসা রহ. .... হুযায়ফা ইবন ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন নবী করীম ﷺ কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন আর আমি তাঁকে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম; এ আশঙ্কায়, যেন আমি ঐ সবের মধ্যে নিপাতিত না হই। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা জাহিলিয়াতে অকল্যাণকর পরিস্থিতিতে জীবন যাপন করতাম এরপর আল্লাহ আমাদের এ কল্যাণ দান করেছেন। এ কল্যাণকর অবস্থার পর কোন প্রকার অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ অমঙ্গলের পর কোন কল্যাণ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। তবে তা মন্দ মিশ্রিত। আমি বললাম, মন্দ মিশ্রিত কি? তিনি বললেন, এমন একদল লোক যারা আমরা আদর্শ ত্যাগ করে অন্যপথে পরিচালিত হবে। তাদের কাজে ভালো-মন্দ সবই থাকবে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, এরপর কি আরো অমঙ্গল আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তখন জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারীদের আগমন ঘটবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাকেই তাঁরা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদের পরিচয় বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তাঁরা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কথা বলবে আমাদেরই ভাষায়। আমি বললাম, আমি যদি এ অবস্থায় পতিত হই তবে আপনি আমাকে কি করতে আদেশ দেন? তিনি বললেন, মুসলমানদের (বৃহৎ) দল ও তাঁদের ইমামকে আঁকড়িয়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি মুসলমানদের এহেন দল ও ইমাম না থাকে? তিনি বলেন, তখন তুমি তাদের সকল দল উপদলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং মৃত্যু না আসা পর্যন্ত বৃক্ষমূল দাঁতে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে এবং তোমার দীনকে রক্ষা করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৯ পৃঃ সামনে ঃ ১০৪৬ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ كتاب الامارة والجماعة ইবনে মাজাহ শরীফ ঃ الفتن অধ্যায়।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنْ حُذَيْفَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ تَعَلَّمَ أَصْحَابِي الْخَيْرَ وَتَعَلَّمْتُ الشَّرَّ.

সহজ তরজমা

৩৩৬৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না রহ. .... হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সঙ্গীগণ কল্যাণ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন আর আমি জানতে চেয়েছি ফিতনা ফাসাদ সম্পর্কে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এই হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসের অন্য আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি ঃ হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৩৬৬. হাকাম ইবন নাফি রহ. .... আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত এমন দুটি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে যাদের দাবী হবে এক অর্থাৎ উভয় পক্ষ নিজেদেরকে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা এখানে অদৃশ্যের সংবাদ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৯ পৃঃ সামনে ঃ ১০২৫, ১০৫৪ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেমনটা ফাতহুল বারীতে রয়েছে যে, হযরত আলী রাযি. ও তাঁর সঙ্গী সাথীবর্গ এবং হযরত মুআবিয়া রাযি. ও তাঁর সঙ্গী সাথীবর্গ, যখন তাঁরা উভয়ই সিফফিন যুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাঁদের উভয়েরই দাবী ছিল এক অভিন্ন। আল্লামা আইনী রহ. ও কিরমানী রহ. তাঁরাও অনুরূপ মত পোষন করেন যে, কারণ দুনো দলের দাবী ছিল এক যে, আমরা মুসলমান, আমরা সত্যের পক্ষেই লড়ছি। যদিও বাস্তবে একদল হকের উপর ও আরেকদল না হকের উপর ছিলেন। এতে অত্যাবশ্যকভাবেই একদল সঠিককারী ও অন্যদল ভুলকারী হবেন, যেমনটা হয়েছিল হযরত আলী রাযি. ও হযরত মুআবিয়া রহ. এর মাঝে। এতে হযরত আলী রাযি. ছিলেন সঠিক পথের উপর আর তাঁর বিরোধীগণ ছিলেন ভুলের উপর কিন্তু ক্ষমাপ্রাপ্ত। কেননা মুজতাহিদ যখন স্বীয় ইজতেহাদে ভুল করে তখন তার উপর কোন গুনাহ হয় না। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন যে, যদি মুজতাহিদ সঠিক করে তাহলে তার দুইটি সাওয়াব, আর যদি ভুল করে তাহলে তার একটি সাওয়াব।

(কিরমানী)

নোট ঃ সিফফিন যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড (কিতাবুল মাগাযী) ১৬৫ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ، فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ".

সহজ তরজমা

৩৩৬৭. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ রহ. .... আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন, কিয়ামতের সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত দুটি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে। তাদের মধ্যে হবে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তাদের দাবী হবে অভিন্ন। আর কিয়ামত কায়েম হবেনা যে পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব না হবে। এরা সবাই নিজ নিজকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবী করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এই হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিস এর অন্য আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৯ পৃঃ এই হাদিসের দুটি দিক রয়েছে প্রথমটি ৫০৯ পৃঃ অতিবাহিত হয়েছে, আর দ্বিতীয়টি সামনে ঃ ১০৫৪ পৃঃ আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﷺ. قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ. وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ. فَقَالَ " وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ " فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ. فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ " دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا. يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ. يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ. وَهُوَ قِدْحُهُ. فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ. قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ. آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ. أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ. فَأَمَرَ بِذٰلِكَ الرَّجُلِ. فَالْتُمِسَ فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي نَعَتَهُ.

সহজ তরজমা

৩৩৬৮. আবুল ইয়ামান রহ. .... আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি কিছু গণিমতের মাল বন্টন করছিলেন। তখন বানু তামীম গোত্রের জুল খোয়াইসিরাহ নামে এক ব্যক্তি এসে হাযির হল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি (বন্টনে) ইনসাফ করুন। তিনি বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি ইনসাফ না করি, তবে ইনসাফ করবে কে? আমি তো নিষ্ফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হব যদি আমি ইনসাফ না করি। উমর রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি এর গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন, একে যেতে দাও। তার এমন কিছু সঙ্গী সাথী রয়েছে তোমাদের কেউ তাদের সালাতের তুলনায় নিজের সালাত এবং সিয়াম তুচ্ছ বলে মনে করবে। এরা কোরআন পাঠ করে, কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিম্নদেশে প্রবেশ করে না। তারা দীন থেকে এমন ভাবে (দ্রুত) বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তীরের অগ্রভাগের লোহা দেখা যাবে কিন্তু (শিকারের) কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। কাঠের অংশটুকু দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। মধ্যবর্তী অংশটুকু দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। তার পালক দেখলে তাতেও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। অথচ তীরটি শিকারী জন্তুর নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে রক্তমাংস অতিক্রম করে বেরিয়ে গেছে। এদের নিদর্শন হল এমন একটি কাল মানুষ যার একটি বাহু মেয়ে লোকের স্তনের ন্যায় অথবা মাংস টুকরার ন্যায় নড়াচড়া করবে। তারা লোকদের মধ্যে বিরোধ কালে আত্মপ্রকাশ করবে। আবু সাঈদ রাযি. বলেন, আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ এর নিকট থেকে এ কথা শুনেছি। আমি এ-ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী ইবন আবু তালিব রাযি. এদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তখন আলী রাযি. ঐ ব্যক্তিকে তালাশ করে বের করতে আদেশ দিলেন। তালাশ করে যখন আনা হল, আমি মনোযোগের সহিত লক্ষ করে তাঁর মধ্যে ঐ সব চিহ্নগুলি দেখতে পেলাম, যা নবী করিম ﷺ বলেছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫০৯ – ৫১০ পৃঃ পূর্বে ৪৭১ পৃঃ সামনে ঃ ৬২৩, ৬৭৩, ৭৫৬, ৯১০, ১১০৫ পৃঃ।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ خَيْثَمَةَ. عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ. قَالَ قَالَ عَلِيٌّ. ﷺ. إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ. وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ. سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ. يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ. يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ. فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

সহজ তরজমা

৩৩৬৯. মুহাম্মদ ইবন কাসীর রাযি. .... সুয়াইদ ইবন গাফালা রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী রাযি. বলেছেন, আমি যখন তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কোন হাদিস বর্ণনা করি, তখন আমার এ অবস্থা হয় যে, তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করার চেয়ে আকাশ থেকে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আমরা পরস্পরে যখন আলোচনা করি তখন কথা হল এই যে, যুদ্ধ ছলচাতুরী মাত্র। আমি নবী করিম ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, শেষ যামানায় একদল তরুণের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে স্থূলবুদ্ধির অধিকারী। তারা নীতিবাক্যগুলো আওড়াতে থাকবে। তারা ইসলাম থেকে (এমন দ্রুত গতিতে ও চিহ্নহীনভাবে) বেরিয়ে যাবে যেভাবে তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান গলদেশ অতিক্রম করে (অন্তরে প্রবেশ) করবে না। সেখানেই এদের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে, এদেরকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে। এদের হত্যাকারীদের জন্য এই হত্যার প্রতিদান রয়েছে কিয়ামতের দিন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১০ পৃঃ সামনে ঃ ১৫৬, ১০২৪ পৃঃ মুসলিম শরীফ, الزكوة অধ্যায়, আবু দাউদ শরীফ السنة অধ্যায়।

قوله : يقولون من خير قول البرية وهو القران অর্থাৎ তারা জবান দ্বারা বলবে, কোরআনের উপর চলো। কোরআনের আয়াত সমূহ পাঠ করবে, কিন্তু ভুল তাফসীর করবে। নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড সিফফিন যুদ্ধে تحكيم এর মাসআলা দেখুন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا قَيْسٌ. عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ. قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ. قُلْنَا لَهُ أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُو اللهَ لَنَا قَالَ " كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ. فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ. فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ. وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ. مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ. وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ. لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ ".

সহজ তরজমা

৩৩৭০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না রাযি. ...... খাব্বাব ইবন আরত্ত রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করিম ﷺ এর খেদমতে (কাফিরদের পক্ষ থেকে যে সব নির্যাতন ভোগ করছিলাম এসবের) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা'বা শরীফের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের (দুঃখ দুর্দশা

https://e-ilm.weebly.com/

লাঘবের) জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করবেন না? তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী (ঈমানদার) গণের অবস্থা ছিল এই, তাদের জন্য মাটিতে গর্ত খনন করা হত এবং ঐ গর্তে তাকে পুঁতে রেখে করাত দিয়ে তাঁর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হত। এ (অমানুষিক নির্যাতনেও) তাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে শরীরের হাঁড় পর্যন্ত মাংস ও শিরা উপশিরা সব কিছু ছিন্নভিন্ন করে দিত। এ (লোমহর্ষক নির্যাতন) তাদেরকে দীন থেকে বিমুখ করতে পারেনি। আল্লাহর কসম, আল্লাহ এ দীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন (এবং সর্বত্র নিরাপদ ও শান্তিময় অবস্থা বিরাজ করবে।) তখনকার দিনের একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করবে না। অথবা তাঁর মেষপালের জন্য নেকড়ে বাঘের আশঙ্কাও করবে না। কিন্তু তোমরা (ঐ সময়ের অপেক্ষা না করে) তাড়াহুড়া করছ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১০ পৃঃ সামনে। ৫৪৩, ১০২৭ পৃঃ। আবু দাউদ শরীফ ও অন্যান্য কিতাবাদীতেও রয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ أَنْبَأَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ. فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ. فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ شَرٌّ. كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ مُوسَى بْنُ أَنَسٍ فَرَجَعَ الْمَرَّةَ الآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ. فَقَالَ " اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ".

সহজ তরজমা

৩৩৭১. আলী ইবন আবদুল্লাহ রহ. ...... আনাস ইবন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ সাবিত ইবন কায়েস রাযি. কে (কয়েকদিন) তাঁর মজলিসে অনুপস্থিত পেলেন। তখন এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তার সম্পর্কে জানি। তিনি গিয়ে দেখলেন সাবিত রাযি. তাঁর ঘরে নত মস্তকে (গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায়) বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে সাবিত, কি অবস্থা তোমার? তিনি বললেন, অত্যন্ত করুণ। বস্তুতঃ তার গলার স্বর নবী করিম ﷺ এর গলার স্বর থেকে উঁচু হয়েছিল। কাজেই (কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী) তাঁর সব নেক আমল বরবাদ হয়ে গেছে। সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ঐ ব্যক্তি ফিরে এসে নবী করিম ﷺ কে জানালেন সাবিত রাযি. এমন এমন বলেছে। মূসা ইবন আনাস রহ (একজন রাবী) বলেন, ঐ সাহাবী পুনরায় এ মর্মে এক মহাসুসংবাদ নিয়ে হাজির হলেন (সাবিতের খেদমতে) যে, নবী করিম ﷺ বলেছেন, তুমি যাও সাবিতকে বল, নিশ্চয়ই তুমি জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত নও বরং তুমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের لست من اهل النار ولكن من اهل الجنة এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১০ পৃঃ সামনে ৭১৮ পৃঃ।

নোট ঃ ثابت بن قيس সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৯ম খণ্ড (কিতাবুত তাফসীর) ৬০৭ পৃঃ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ وَفِي الدَّارِ الدَّابَّةُ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَسَلَّمَ. فَإِذَا ضَبَابَةٌ ـ أَوْ سَحَابَةٌ ـ غَشِيَتْهُ. فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " اقْرَأْ فُلاَنُ. فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ. أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ ".

সহজ তরজমা

৩৩৭২. মুহাম্মদ ইবন বাশশার রহ. .... বারা ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী (উসায়দ ইবন হুযায়র) (রাত্রি কালে) সূরা কাহফ তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর বাড়িতে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। ঘোড়াটি তখন (আতঙ্কিত হয়ে) লাফালাফি করতে লাগল। তখন ঐ সাহাবী শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করলেন। তারপর তিনি দেখতে পেলেন, একখন্ড মেঘ এসে তাকে ঢেকে ফেলেছে। তিনি নবী করিম ﷺ এর দরবারে বিষয়টি আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, হে অমুক! তুমি এভাবে তিলাওয়াত করতে থাকবে। ইহা তো সাকীনা (প্রশান্তি) ছিল, যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে নাযিল হয়েছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, হাদিসে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল ﷺ তাকে কোরআন পাঠের সময় সাকীনা অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১০ পৃঃ সামনে ঃ ৭১৭, ৭৪৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ. سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ. يَقُولُ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ ـ رضى الله عنه ـ إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ. فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلاً فَقَالَ لِعَازِبٍ ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي. قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ. وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ. فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا. وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ. وَخَلاَ الطَّرِيقُ لاَ يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ. فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ. لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ. وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ. وَبَسَطْتُ فِيهِ فَرْوَةً. وَقُلْتُ نَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ. فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ. فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ. قُلْتُ أَفِي غَنَمِكَ لَبَنٌ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ أَفَتَحْلُبُ قَالَ نَعَمْ. فَأَخَذَ شَاةً. فَقُلْتُ انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذَى. قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرَى يَنْفُضُ. فَحَلَبَ فِي قَعْبٍ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ. وَمَعِي إِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْتَوِي مِنْهَا. يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ. فَوَافَقْتُهُ حِينَ اسْتَيْقَظَ. فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ. فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ ـ قَالَ ـ فَشَرِبَ. حَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ قَالَ " أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ ". قُلْتُ بَلَى ـ قَالَ ـ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ. وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ. فَقُلْتُ أُتِينَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ " لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ". فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا ـ أُرَى فِي جَلَدٍ مِنَ الأَرْضِ. شَكَّ زُهَيْرٌ ـ فَقَالَ إِنِّي أُرَاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ فَادْعُوَا لِي. فَاللهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ. فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَنَجَا فَجَعَلَ لاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلاَّ قَالَ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا. فَلاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلاَّ رَدَّهُ. قَالَ وَوَفَى لَنَا.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৩৭৩. মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ রহ. .... বারা ইবন আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবু বকর রাযি. আমার পিতার নিকট আমাদের বাড়িতে আসলেন। তিনি আমার পিতার নিকট থেকে একটি হাওদা ক্রয় করলেন এবং আমার পিতাকে বললেন, তোমার ছেলে বারাকে আমার সাথে হাওদাটি বয়ে নিয়ে যেতে বল। আমি হাওদাটি বহন করে তাঁর সাথে চললাম। আমার পিতাও উহার মূল্য গ্রহণ করার জন্য আমাদের সঙ্গী হলেন। আমার পিতা তাঁকে বললেন, হে আবু বকর, দয়া করে আপনি আমাদেরকে বলুন, আপনারা কি করেছিলেন, যে রাতে (হিজরতের সময়) আপনি নবী করিম ﷺ এর সাথী ছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা (সাওর গুহা থেকে বের হয়ে) সারারাত চলে পরদিন দুপুর পর্যন্ত চললাম। যখন রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ল, রাস্তায় কোন মানুষের যাতায়াত ছিল না। হঠাৎ একটি লম্বা ও চওড়া পাথর আমাদের নযরে পড়লো, যার পতিত ছায়ায় সূর্যের তাপ প্রবেশ করছিল না। আমরা সেখানে গিয়ে অবতরণ করলাম। আমি নবী করিম ﷺ এর জন্য নিজ হাতে একটি জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিলাম, যাতে সেখানে তিনি ঘুমাতে পারেন। আমি ঐ স্থানে একটি চামড়ার বিছানা পেতে দিলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার নিরাপত্তার জন্য পাহারায় নিযুক্ত রইলাম। তিনি শুয়ে পড়লেন। আর আমি চারপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, একজন মেষ রাখাল তার মেষপাল নিয়ে পাথরের দিকে ছুটে আসছে। সেও আমাদের মত পাথরের ছায়ায় আশ্রয় নিতে চায়। আমি বললাম, হে যুবক, তুমি কার অধীনস্থ রাখাল? সে মদীনার কি মক্কার এক ব্যক্তির নাম বলল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার মেষপালে কি দুগ্ধবতী মেষ আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। আমি বললাম, তুমি কি দোহন করে দিবে? সে বলল, হ্যাঁ। তারপর সে একটি বকরী ধরে নিয়ে এল। আমি বললাম, এর স্তন ধুলা-বালু, পশম ও ময়লা থেকে পরিষ্কার করে নাও। রাবী আবু ইসহাক রহ বলেন, আমি বারা'কে দেখলাম এক হাত অপর হাতের উপর রেখে ঝাড়ছেন। তারপর ঐ যুবক একটি কাঠের বাটিতে কিছু দুধ দোহন করল। আমার সাথেও একটি চামড়ার পাত্র ছিল।আমি নবী করিম ﷺ এর অজুর পানি ও পান করার পানি রাখার জন্য নিয়েছিলাম। আমি নবী করিম ﷺ এর নিকট আসলাম। (তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন) তাঁকে জাগানো উচিৎ মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পর তিনি জেগে উঠলেন। আমি দুধ নিয়ে হাজির হলাম। আমি দুধের মধ্যে সামান্য পানি ঢেলেছিলাম তাতে দুধের নীচ পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দুধ পান করুন। তিনি পান করলেন, আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। তারপর নবী করিম ﷺ বললেন, এখনও কি আমাদের যাত্রা শুরুর সময় হয়নি? আমি বললাম, হ্যাঁ হয়েছে। পুনরায় শুরু হল আমাদের যাত্রা। ততক্ষণে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। সুরাকা ইবন মালিক (অশ্বারোহণে) আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের অনুধাবনে কে যেন আসছে। তিনি বললেন, চিন্তা করোনা, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন। তখন নবী করিম ﷺ তাঁর বিরুদ্ধে দু'আ করলেন। তৎক্ষণাৎ আরোহীসহ ঘোড়া তাঁর পেট পর্যন্ত মাটিতে দেবে গেল, শক্ত মাটিতে। রাবী যুহায়র এই শব্দটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, আমার ধারণা এরূপ শব্দ বলেছিলেন। সুরাকা বলল, আমার বিশ্বাস আপনারা আমার বিরুদ্ধে দু'আ করেছেন। আমার (উদ্ধারের) জন্য আপনারা দোয়া করে দিন। আল্লাহর কসম আপনাদের আপনাদের অনুসন্ধানকারীদেরকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব। নবী করিম ﷺ তার জন্য দোয়া করলেন। সে রেহাই পেল। ফিরে যাওয়ার পথে যার সাথে তার সাক্ষাৎ হতো, সে বলত (এদিকে গিয়ে পণ্ডশ্রম করো না।) আমি সব দেখে এসেছি। যাকেই পেয়েছে, ফিরিয়ে নিয়েছে। আবু বকর রাযি. বলেন, সে আমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, হাদিসে বর্ণিত মুজিযা সুস্পষ্ট বিষয়, যা কারো কাছে অস্পষ্ট বা গোপন নয়।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১০, ৫১১পৃঃ পূর্বে ৩২৯, ৩৩০ পৃঃ সামনে ঃ ৫১৫, ৫৫৫, ৫৫৭, ৮৩৯ পৃঃ।

তাহকীক ও তাশরীহ ঃ এখানে সফরটা হিজরতেরই একটি অংশ। আর তা গারে ছাওর থেকে বের হওয়ার পর পরবর্তী ঘটনাসমূহের সাথে সম্পৃক্ত।

قوله : والله لكما অন্য একটি নুসকায় فالله রয়েছে। যেমন হাশিয়া, কিরমানী, উমদাতুল ক্বারী, ইরশাদুস সারী। আল্লামা আইনী রহ. বলেন فالله শব্দটি মুবতাদা হিসাবে পেশ বিশিষ্ট আর لكما হলো খবর। অর্থাৎ ناصر لكما আল্লামা কাস্তালানী রহ. আরো ব্যাপক করেছেন - অর্থাৎ ناصر كما ও حافظكما যাতে তোমরা মাকসাদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। অন্যত্র الله শব্দটি نصب হিসাবেও বর্ণিত রয়েছে অর্থাৎ فاشهد الله لا جلكما আবার কেউ কেউ বলেন الله শব্দে যের হবে, তখন তাকদীরী ইবারত হবে- اقسم بالله لكما بان ارد الطلب وهو جمع طالب (عمدة القارى)

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ- يَعُودُهُ- قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَقَالَ لَهُ " لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ". قَالَ قُلْتَ طَهُورٌ كَلاَّ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ- أَوْ تَثُورُ- عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ. تُزِيرُهُ الْقُبُورَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " فَنَعَمْ إِذًا ".

সহজ তরজমা

৩৩৭৪. মু'আল্লা ইবনে আসাদ রহ. .... ইবন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ একদিন অসুস্থ একজন বেদুঈনকে দেখতে (তার বাড়িতে) গেলেন। রাবী বলেন, নবী করিম ﷺ এর অভ্যাস ছিল যে, পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গেলে বলতেন, কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই, ইনশাআল্লাহ (পীড়াজনিত দুঃখ কষ্টের কারণে) গুনাহ থেকে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। ঐ বেদুঈনকেও তিনি বললেন, চিন্তার কারণ নেই গুনাহ থেকে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্। বেদুঈন বলল, আপনি বলছেন গুনাহ থেকে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। তা তো নয়। বরং এতো এমন এক জ্বর যা বয়োবৃদ্ধের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। তাকে কবরের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে ছাড়বে। তখন নবী করিম ﷺ বললেন, তাই হউক (পরদিন অপরাহ্নে সে মারা গেল।)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের فنعم اذا এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। আর তা এভাবে যে, ঐ বেদুঈন ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর বাণী لا بأس طهور ان شاء الله কে রদ করেছিল। অতঃপর সে রাসূল ﷺ এর কথানুযায়ী মৃত্যুবরণ করেছিল। আর এটাই তাঁর মু'জিযা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১১ পৃঃ সামনে ঃ ৮৪৪, ৮৪৫, ১১১৩ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ. عَنْ أَنَسٍ. رضي الله عنه. قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ. فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَعَادَ نَصْرَانِيًّا فَكَانَ يَقُولُ مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَهُ. فَأَمَاتَهُ اللهُ فَدَفَنُوهُ. فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ. لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا. فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا. فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ. فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ. فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ. وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا. فَأَصْبَحَ قَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ. فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৩৭৫. আবু মামার রহ. .... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক খৃস্টান ব্যক্তি মুসলমান হল এবং সুরা বাকারা ও সুরা আলে ইমরান শিখে নিল। নবী করিম ﷺ এর জন্য সে অহী লিপিবদ্ধ করত। তারপর সে পুনরায় খৃস্টান হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, আমি মুহাম্মদ ﷺ কে যা লিখতে দিতাম তার চেয়ে অধিক কিছু তিনি জানেন না। (নাউজুবিল্লাহ) কিছুদিন পর আল্লাহ্ তাকে মৃত্যু দিলেন। খৃস্টানরা তাকে যথারীতি দাফন করল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কবরের মাটি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। তা দেখে খৃস্টানরা বলতে লাগল, এটা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের কাজ। যেহেতু আমাদের এ সাথী তাদের থেকে পালিয়ে এসেছিল, এ জন্যই তারা আমাদের সাথীকে কবর থেকে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। তাই যতদুর সম্ভব গভীর করে কবর খুঁড়ে তাতে তাকে দাফন করা হল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কবরের মাটি তাঁকে (গ্রহণ না করে) আবার বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবারও তারা বলল, এটা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের কাণ্ড। তাদের নিকট থেকে পালিয়ে আসার কারণে তারা আমাদের সাথীকে কবর থেকে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবার আরো গভীর করে কবর খনন করে সমাহিত করল। পরদিন ভোরে দেখা গেল কবরের মাটি এবারও তাঁকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তখন তারাও বুঝতে পারল, এটা মানুষের কাজ নয়। কাজেই তারা শবদেহটি বাইরেই ফেলে রাখল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, এখানে সেই খৃষ্টান পাদ্রিকে বার বার যমিনের উপর নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর মু'জিযা প্রকাশ হয়ে গেছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে এভাবে শাস্তি দিয়েছেন। আর যারা দেখছে তারাও যেন তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১১ পৃঃ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ".

সহজ তরজমা

৩৩৭৬. ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র রহ. .... আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কিসরা (পারস্য সম্রাটের উপাধি) ধ্বংস হবে, তারপর অন্য কোন কিসরার আবির্ভাব হবে না। যখন কায়সার (পারস্য সম্রাটের উপাধি) ধ্বংস হবে তখন আর কোন কায়সারের আবির্ভাব হবে না। [নবী করিম ﷺ এও বলেছেন] ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই এ দুই সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডার তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১১ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪২৫, ৪৪০ পৃঃ সামনে ঃ ৯৮১ পৃঃ।

তাশরীহ : রাসূল ﷺ পূর্ব থেকেই স্বীয় হায়াতে মোবারকে মুসলমানদেরকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন। যেহেতু এসকল সাহাবায়ে কেরাম ইরাক ও শামে ব্যাবসা বাণিজ্য করতেন তখন রাসূল ﷺ তাঁদেরকে এই সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, এই দেশ থেকে কিসরা ও কায়সারের রাজত্ব খতম হয়ে যাবে। হযরত ওমর ফারুক রাযি. এর খেলাফতামলে এই দেশ মুসলমানদের আয়ত্বে এসে যায়।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. رَفَعَهُ قَالَ " إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ. وَذَكَرَ وَقَالَ. لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ".

সহজ তরজমা

৩৩৭৭. কাবীসা রহ. .... জাবির ইবন সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন, কিসরা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আর কোন কিসরার আগমন হবে না এবং কায়সার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আর কোন কায়সারের আগমন হবে না। রাবী উল্লেখ করেন যে, (তিনি আরো বলেছেন) নিশ্চয়ই তাদের ধনভাণ্ডার আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১১ পৃঃ পূর্বে ঃ ৪৪০ পৃঃ সামনে ঃ ৯৮১ পৃঃ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ. حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ. وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ. فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ. وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيدٍ. حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ " لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا. وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ. وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ . وَإِنِّي لأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا رَأَيْتُ ". فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَىَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ. فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا. فَأُوحِيَ إِلَىَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا. فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي ". فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيَّ وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ.

সহজ তরজমা

৩৩৭৮. আবুল ইয়ামান রহ. .... ইবন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এর যামানায় মুসায়লামাতুল কাযযাব আসল এবং (সাহাবায়ে কেরামের নিকট) বলতে লাগল, মুহাম্মদ ﷺ যদি তাঁর পর আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন, তাহলে আমি তাঁর অনুসরণ করব। তার স্বজাতির এক বিরাট বাহিনী সঙ্গে নিয়ে সে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট আসলেন। আর তার সাথী ছিলেন সাবিত ইবন কায়েস ইবন শাম্মাস রাযি.। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাতে খেজুরের একটি ডাল ছিল। তিনি সাথী দ্বারা বেষ্টিত মুসায়লামার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তুমি যদি আমার নিকট খেজুরের এই ডালটিও চাও, তবুও আমি তা তোমাকে দিবো না। তোমার সম্বন্ধে আল্লাহর যা ফায়সালা তা তুমি লঙ্ঘন করতে পারবেনা। যদি তুমি কিছু দিন বেঁচেও থাক তবুও আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই ধ্বংস করে দিবেন। নিঃসন্দেহে তুমি ঐ ব্যক্তি যার সম্বন্ধে স্বপ্নে আমাকে সব কিছু দেখানে হয়েছে। (ইবন আব্বাস রাযি. .... বলেন,) আবু হুরায়রা রাযি. আমাকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (একদিন) আমি ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে দেখতে পেলাম আমার দু'হাতে সোনার দু'টি বালা শোভা পাচ্ছে। বালা দু'টি আমাকে ভাবিয়ে তুলল। স্বপ্নেই আমার নিকট অহি এলো, আপনি ফুঁ দিন। আমি তাই করলাম। বালা দুটি উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করলাম, আমার পর দুজন কাযযাব (চরম মিথ্যাবাদী) আবির্ভূত হবে। এদের একজন আসওয়াদ আনসী, অপরজন ইয়ামামার বাসিন্দা মুসায়লামাতুল কাযযাব।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ الخ এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা হাদিসে রাসূল ﷺ থেকে এমন বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে, যার কোনটি তাঁর জীবদ্দশায়ই বাস্তবায়িত হয়েছে আর কোনটি তাঁর পরে বাস্তবায়িত হয়েছে। কেননা العنسى কে রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায়ই হত্যা করা হয়েছিল এবং মুসায়লামা কে তাঁর পরে হত্যা করা হয়েছিল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১১ পৃঃ সামনে ঃ ৬২৮ পৃঃ।

তাশরীহ : বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড ৪৫২ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ. عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ. عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ. عَنْ أَبِي مُوسَى. أُرَاهُ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ. فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ. فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ. وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هٰذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ. فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ. ثُمَّ هَزَزْتُهُ بِأُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ. فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ. وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ. وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ مِنَ الْخَيْرِ. وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ".

সহজ তরজমা

৩৩৭৯. মুহাম্মদ ইবন আলা রহ. .... আবূ মুসা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি মক্কা থেকে হিজরত করে এমন এক স্থানে যাচ্ছি যেখানে প্রচুর খেজুর গাছ রয়েছে। তখন আমার ধারণা হল, এ স্থানটি ইয়ামামা অথবা হাযর হবে। পরে বুঝতে পারলাম, স্থানটি মদীনা ছিল। যার পূর্বনাম ইয়াসরিব। স্বপ্নে আমি আরো দেখতে পেলাম যে, আমি একটি তরবারী হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। হঠাৎ তার অগ্রভাগ ভেঙ্গে গেল। উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল এটা তা-ই। তারপর দ্বিতীয়বার তরবারীটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম তখন তরবারীটি পূর্বাবস্থার চেয়েও অধিক উত্তম হয়ে গেল। এর তাৎপর্য হল যে, আল্লাহ মুসলমানগনকে বিজয়ী ও একত্রিত করে দেবেন। আমি স্বপ্নে আরো দেখতে পেলাম, একটি গরু (যা জবাই করা হচ্ছে) এবং শুনতে পেলাম আল্লাহ যা করেন সবই ভালো। এটাই হল উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের শাহাদাত বরণ। আর খায়ের হল আল্লাহর তরফ হতে আগত। ঐ সকল কল্যাণই কল্যাণ এবং সত্যবাদিতার পুরস্কার যা আল্লাহ আমাদেরকে বদর যুদ্ধের পর দান করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বপ্ন সত্য হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে, আর তিনি যেভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছিলেন সেভাবেই বাস্তবায়িত হওয়ারও সংবাদ রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১১-১২ পৃঃ সামনে ঃ ৫৬৮, ৫৮৪, ১০৪১, ১০৪২ পৃঃ।

তাশরীহ ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড (কিতাবুল মাগাযী) ৪১, ৪২ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ. عَنْ مَسْرُوقٍ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي. كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَرْحَبًا بِابْنَتِي". ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ. ثُمَّ أَسَرَّ

https://e-ilm.weebly.com/

إِلَيْهَا حَدِيثًا. فَبَكَتْ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَبْكِينَ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ. فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ. فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ أَسَرَّ إِلَيَّ " إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً. وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ. وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِي. وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي " فَبَكَيْتُ فَقَالَ " أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ " . فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ.

সহজ তরজমা

৩৩৮০. আবু নু'আইম রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এর চলার ভঙ্গিতে চলতে চলতে ফাতিমা রাযি. আমাদের নিকট আগমন করলেন। তাঁকে দেখে নবী করিম ﷺ বললেন, আমার স্নেহের কন্যাকে অনেক অনেক মোবারকবাদ। তারপর তাঁকে তাঁর ডানপাশে অথবা বামপাশে (রাবির সন্দেহ) বসালেন এবং তাঁর সাথে চুপিচুপি (কি যেন) কথা বললেন। তখন তিনি (ফাতিমা) রাযি. কেঁদে দিলেন। আমি আয়েশা রাযি. কে বললাম কাঁদছেন কেন? নবী করিম ﷺ, পুনরায় চুপিচুপি তাঁর সাথে কথা বললেন। তিনি [ফাতিমা রাযি.] এবার হেঁসে উঠলেন। আমি [আয়িশা রাযি.] বললাম, আজকের মত দুঃখ ও বেদনার সাথে সাথে আনন্দ ও খুশী আমি আর কখনো দেখিনি। আমি তাঁকে [ফাতিমা রাযি.] কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি (নবী করীম ﷺ) কি বলেছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গোপন কথাকে প্রকাশ করবো না। পরিশেষে নবী করিম ﷺ এর ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ার পর আমি তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি বলেছিলেন? তিনি বললেন, তিনি [নবী করিম ﷺ] প্রথমবার আমাকে বলেছিলেন, জিবরাঈল আ. প্রতিবছর একবার আমার সঙ্গে পরস্পর কোরআন পাঠ করতেন, এ বছর দু'বার এরূপ পড়ে শুনিয়েছেন। আমার মনে হয় আমার বিদায় কাল ঘনিয়ে এসেছে এবং এরপর আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। তা শুনে আমি কেঁদে দিলাম। দ্বিতীয়বার বলেছিলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, জান্নাতবাসি মহিলাদের অথবা মু'মিন মহিলাদের তুমি সরদার (নেত্রী) হবে। এ কথা শুনে আমি হেসেছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ তাঁর ওফাতের সময় ঘনিয়ে আসার সংবাদ দিয়েছেন, এমনিভাবে রাসূল ﷺ হযরত ফাতেমা রাযি. কে জান্নাতী নারীদের সরদার (নেত্রী) হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১২ পৃঃ সামনে ঃ ৫২৬, ৫৩২, (কিতাবুল মাগাযী) ৬৩৮, ৯৩০ পৃঃ।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ. فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ. ثُمَّ دَعَاهَا. فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ. قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَبَكَيْتُ. ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ.

সহজ তরজমা

৩৩৮১. ইয়াহইয়া ইবন কাযা'আ রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ অন্তিম রোগকালে তাঁর কন্যা ফাতিমা রাযি. কে ডেকে পাঠালেন। এরপর চুপিচাপি কি যেন বললেন। ফাতিমা রাযি. তা শুনে কেঁদে ফেললেন। তারপর আবার ডেকে তাঁকে চুপিচাপি আরো কি যেন বললেন। এতে ফাতিমা রাযি. হেঁসে

https://e-ilm.weebly.com/

উঠলেন। আয়েশা রাযি. বলেন, আমি হাসি-কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, (প্রথমবার) নবী করিম ﷺ আমাকে চুপে চুপে বলেছিলেন, যে রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন এ রোগেই তাঁর ওফাত হবে; তাই আমি কেঁদে দিয়েছিলাম। এরপর তিনি চুপিচাপি আমাকে বলেছিলেন, তার পরিবার পরিজনের মাধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হব, এতে আমি হেঁসে দিয়েছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এই হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসে আয়েশা রাযি. এর অন্য আরেকটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১২ পৃঃ পূর্বে ঃ ৫১২ পৃঃ সামনে ঃ ৫২৬, ৫৩২, ৬৩৮, ৯৩০ পৃঃ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي بِشْرٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ يُدْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ. فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ. فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هٰذِهِ الآيَةِ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ}. فَقَالَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ. قَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ.

সহজ তরজমা

৩৩৮২. মুহাম্মদ ইবন আর'আরা রহ. .... ইবন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবন খাত্তাব রাযি. (তাঁর সভাসদদের মধ্যে) ইবন আব্বাস রাযি. কে বিশেষ মর্যাদা দান করতেন। একদিন আবদুর রহমান ইবন আউফ রাযি. তাঁকে বললেন, তাঁর মত ছেলে তো আমাদেরও রয়েছে। এতে তিনি বললেন, এর কারণ তো আপনি নিজেও জানেন। তখন উমর রাযি. ইবন আব্বাস রাযি. কে ডেকে "ইজা যা আ নাসরুল্লহি ওয়াল ফাতহ" আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন। ইবন আব্বাস রাযি. উত্তর দিলেন, এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর ওফাত নিকটবর্তী বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। উমর রাযি. বললেন, আমিও এ আয়াতের ব্যাখ্যা এটাই জানি, যা তুমি জান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের اعلمه اياه এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কে জানিয়ে দিলেন যে, এই সূরায় রাসূল ﷺ এর ওফাতের সংবাদ রয়েছে। আর এই সংবাদ তা বাস্তবায়নের পূর্বে দেওয়া হয়েছে এবং সংবাদ অনুযায়ীই তা বাস্তবায়িত হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১২ পৃঃ (মাগাযী অধ্যায়) ৬১৫, ৬৩৮, ৯৩০ পৃঃ।

নোট ঃ এই হাদিসটি এখানে সংক্ষিপ্তাকারে রয়েছে। তবে এই হাদিসটি অনুবাদ সহ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খণ্ড ৩৫৩ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ. حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِمِلْحَفَةٍ قَدْ عَصَّبَ بِعِصَابَةٍ دَسْمَاءَ. حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقِلُّ الأَنْصَارُ. حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ. فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا. وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ. فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ. وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ ". فَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৩৮৩. আবু নু'আইম রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর (একদিন বৃহস্পতিবার) একটি চাদর পরিধান করে এবং মাথায় একটি কাল কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে ঘর থেকে বের হয়ে সোজা মিম্বারের উপর গিয়ে বসলেন। আল্লাহ্ তা'লার হামদ ও সানা পাঠ করার পর বললেন, আম্মা বাদ। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, আর আনসারদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। ক্রমান্বয়ে তাদের অবস্থা লোকের মাঝে এ রকম দাঁড়াবে যেমন খাদ্যের মধ্যে লবণ। তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মানুষকে উপকার বা ক্ষতি করার মত ক্ষমতা লাভ করবে তখন সে যেন আনসারদের ভাল কার্যাবলি কবুল করে এবং তাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমার চোখে দেখে। এটাই ছিল নবী করীম ﷺ এর সর্বশেষ মজলিশ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ সংবাদ দিয়েছেন মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আনসারদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। আর রাসূল ﷺ এর যেহেতু জানা ছিল যে, আনসারগণ খেলাফত লাভ করবে না, তাই তিনি আনসারগণের সাথে সদ্ব্যবহারের অসিয়ত করে গেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১২ পৃঃ পূর্বে ঃ ১২৭ পৃঃ সামনে ঃ ৫৩৬ পৃঃ।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه. أَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْحَسَنَ فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَقَالَ " ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ".

সহজ তরজমা

৩৩৮৪. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ রহ. ..... আবু বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ একদিন হাসান রাযি. কে নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁকে সহ মিম্বারে আরোহণ করলেন। তারপর বললেন, আমার এ ছেলেটি (নাতি) সাইয়েদ (সরদার)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'লা এর মাধ্যমে বিবাদমান দু'দল মুসলমানের আপোস (সমঝোতা) করিয়ে দিবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ সংবাদ দিয়েছেন যে, হযরত হাসান রাযি. বিবাদমান দুদল মুসলমানদের মাঝে আপোষ বা সমঝোতা করে দিবেন। হযরত হাসান রাযি. হযরত মুআবিয়া রাযি. এর জন্য খেলাফত ছেড়ে দিলেন। এবং রাসূল ﷺ এর সংবাদ অনুযায়ী হযরত হাসান রাযি. দুদলের মাঝে আপোষ করিয়ে দিয়েছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১২ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৭২ পৃঃ সামনে ঃ ৫৩০, ১০৫৩ পৃঃ তাছাড়া আবু দাউদ শরীফ كتاب السنة ৬৪১ পৃঃ।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ এর ভবিষৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। আর তা এভাবে যে, হযরত হাসান রাযি. হযরত মুআবিয়া রাযি. এর সাথে সন্ধি করে এবং হযরত মুআবিয়া রাযি. কে খেলাফত অর্পণ করে দিয়ে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছেন। যদিও চল্লিশ হাজার মানুষ হযরত হাসান রাযি. এর হাতে জান উৎসর্গ করে দেওয়ার বায়আত করেছিলেন।

নোট : এই হাদিসটি অনুবাদ সহ বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড ৫৬৬ - ৫৬৭ দেখুন।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى جَعْفَرًا وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمْ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

সহজ তরজমা

৩৩৮৫. সুলায়মান ইবন হারব রহ. ...... আনাস ইবন মালিক রহ থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ (মূতার যুদ্ধের শাহাদাত বরণকারী) জাফর এবং যায়েদ (ইবন হারিসা রাযি.) এর শাহাদাত লাভের সংবাদ (আমাদেরকে) জানিয়ে দিয়েছিলেন, (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) তাদের উভয়ের শাহাদাত লাভের সংবাদ আসার পূর্বেই। তখন তাঁর চক্ষুযুগল অশ্রু বর্ষণ করছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ জাফর ইবনে আবি তালেব রাযি. ও যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি. এর শাহাদাত লাভের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে তাঁদের শাহাদাত লাভের সংবাদ আসার পূর্বেই। আর এটা আলামতে নবুয়তের অন্তর্ভূক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১২ পৃঃ পূর্বে ঃ ১৬৭, ৩৯২, ৪৩১ পৃঃ সামনে ঃ ৫৩১ পৃঃ।

তাশরীহ : বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী (কিতাবুল মাগাযী) ৩২১ পৃষ্ঠায় গাযওয়ায়ে মুতা দেখুন।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ". قُلْتُ وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا الأَنْمَاطُ قَالَ "أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ". فَأَنَا أَقُولُ لَهَا. يَعْنِي امْرَأَتَهُ. أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ. فَتَقُولُ أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ "إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ". فَأَدَعُهَا.

সহজ তরজমা

৩৩৮৬. আমর ইবন আব্বাস রহ. ..... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের নিকট আনমাত (গালিচার কার্পেট) আছে কি? আমি বললাম আমরা তা পাব কোথায়? তিনি বললেন, অচিরেই তোমরা আনমাত লাভ করবে। (আমার স্ত্রী যখন শয্যায় তা বিছিয়ে দেয়) তখন আমি তাকে বলি, আমার বিছানা থেকে এটা সরিয়ে নাও। তখন সে বলল, নবী করিম ﷺ কি তা বলেন নাই যে, অচিরেই তোমার আনমাত পেয়ে যাবে? তখন আমি তা (বিছানো অবস্থায়) থাকতে দেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ সংবাদ দিয়েছেন যে, سيكون لكم الانماط অর্থাৎ অচিরেই গালিচা তোমাদের হস্তগত হবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১২ পৃঃ সামনে (নিকাহ অধ্যায়) ৭৭৫ অধ্যায়।

তাশরীহ : انماط শব্দটির হামযাহ বর্ণে যবর নূন বর্ণে সুকূন দিয়ে এবং শেষে ত্বোয়া সহ। এটি نمط এর বহুবচন। দুনো বর্ণে যবর দিয়ে। যেমন اخبار এটি خبر এর বহুবচন।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه. قَالَ انْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُعْتَمِرًا. قَالَ. فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ أَبِي صَفْوَانَ. وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ. فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ انْتَظِرْ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ. وَغَفَلَ النَّاسُ

https://e-ilm.weebly.com/

انْطَلَقْتُ فَطُفْتُ. فَبَيْنَا سَعْدٌ يَطُوفُ إِذَا أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَقَالَ سَعْدٌ أَنَا سَعْدٌ. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِنًا. وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ فَقَالَ نَعَمْ. فَتَلَاحَيَا بَيْنَهُمَا. فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ. فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي. ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ وَاللّٰهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لَأَقْطَعَنَّ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ. قَالَ فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَعْدٍ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ. وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ. فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ دَعْنَا عَنْكَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ. قَالَ إِيَّايَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ وَاللّٰهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ. فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ أَمَا تَعْلَمِينَ مَا قَالَ لِي أَخِي الْيَثْرِبِيُّ قَالَتْ وَمَا قَالَ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلِي. قَالَتْ فَوَاللّٰهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ. قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَدْرٍ. وَجَاءَ الصَّرِيخُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَمَا ذَكَرْتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُّ قَالَ فَأَرَادَ أَنْ لَا يَخْرُجَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي. فَسِرْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ. فَسَارَ مَعَهُمْ فَقَتَلَهُ اللّٰهُ.

সহজ তরজমা

৩৩৮৭. আহমদ ইবন ইসহাক রহ. ..... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদ ইবন মু'আয রাযি. (আনসারী) ওমরা আদায় করার জন্য (মক্কা) গমন করলেন এবং সাফওয়ানের পিতা উমাইয়া ইবন খালাফ এর বাড়িতে তিনি অতিথি হলেন। উমাইয়াও সিরিয়ায় গমনকালে (মদিনায়) সাদ রাযি. এর বাড়িতে অবস্থান করত। উমাইয়া সা'দ রাযি. কে বলল, অপেক্ষা করুন, যখন দুপুর হবে এবং যখন চলাফেরা কমে যাবে, তখন আপনি যেয়ে তাওয়াফ করে নিবেন। (অবসর মুহূর্তে) সাদ রাযি. তাওয়াফ করছিলেন। এমতাবস্থায় আবু জেহেল এসে হাজির হল। সা'দ রাযি. কে দেখে জিজ্ঞাসা করল, এ ব্যক্তি কে, যে কা'বার তাওয়াফ করছে? সাদ রাযি. বললেন, আমি সাদ। আবু জেহেল বলল, তুমি নির্বিঘ্নে কা'বার তাওয়াফ করছ? অথচ তোমরাই মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাথীদেরকে আশ্রয় দিয়েছো? সাদ রাযি. বললেন, হ্যাঁ। এভাবে দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। তখন উমাইয়া সাদ রাযি. কে বলল, আবুল হাকামের সাথে উচ্চস্বরে কথা বল না, কেননা সে মক্কাবাসীদের (সর্বজন মান্য) নেতা। এরপর সাদ রাযি. বললেন, আল্লাহ্র কসম! তুমি যদি আমাকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে বাঁধা প্রদান কর, তবে আমিও তোমার সিরিয়ার সাথে ব্যবসা বানিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিব। উমাইয়া সাদ রাযি. কে তখন বলতে লাগল, তোমার স্বর উচু করো না এবং সে তাঁকে বিরত করতে চেষ্টা করতে লাগল। তখন সাদ রাযি. ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মুহাম্মদ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তারা তোমাকে হত্যা করবে। উমাইয়া বলল, আমাকেই? তিনি বলেলন, হ্যাঁ (তোমাকেই)। উমাইয়া বলল, আল্লাহর কসম মুহাম্মদ ﷺ কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। এরপর উমাইয়া তাঁর স্ত্রীর কাছে ফিরে এসে বলল, তুমি কি জান, আমার ইয়াসরিবী ভাই (মদীনার) আমাকে কি বলেছে? স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল কি বলেছে? উমাইয়া বলল, সে মুহাম্মদ ﷺ কে বলতে শুনেছে যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। তার স্ত্রী বলল, আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মদ ﷺ তো মিথ্যা বলেন না। যখন মক্কার মুশরিকরা বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল এবং আহ্বানকারী আহ্বান চালাল, তখন উমাইয়ার স্ত্রী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল, তোমার ইয়াসরিবী ভাই তোমাকে যে কথা বলছিল সে কথা কি তোমার স্মরণ নেই? তখন উমাইয়া (বদরের যুদ্ধে) না যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল। আবু জেহেল তাকে বলল, তুমি এ অঞ্চলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। (তুমি যদি না যাও তবে কেউ-ই যাবে না) আমাদের সাথে দুই একদিনের পথ চলো। (এরপর না হয় ফিরে আসবে।) উমাইয়া তাদের সাথে চলল। আল্লাহ তা'লার ইচ্ছায় (বদর প্রান্তরে মুসলমানদের হাতে) সে নিহত হল।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ উমাইয়্যা ইবনে খালফ এর হত্যার সংবাদ দিয়েছিলেন। অতঃপর সংবাদ অনুযায়ী তাকে হত্যা করা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১২, ৫১৩ পৃঃ সামনে ঃ (কিতাবুল মাগাযী) ৫৬৩ পৃঃ।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُغِيرَةِ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "رَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ فِي صَعِيدٍ. فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ. وَفِي بَعْضِ نَزْعِهِ ضَعْفٌ. وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ. ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ. فَاسْتَحَالَتْ بِيَدِهِ غَرْبًا. فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ. حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ". وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "فَنَزَعَ أَبُو بَكْرٍ ذَنُوبَيْنِ".

সহজ তরজমা

৩৩৮৮. আব্দুর রহমান ইবন শায়বা রহ. .... আবদুল্লাহ ইবন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একদা (স্বপ্নে) লোকজনকে একটি মাঠে সমবেত দেখতে পেলাম। তখন আবু বকর রাযি. উঠে দাঁড়ালেন এবং (একটি) কূপ থেকে এক অথবা দুই (রাবির সন্দেহ) বালতি পানি উঠালেন। পানি উঠাতে তিনি দুর্বলতা বোধ করছিলেন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন। তারপর উমর রাযি. বালতিটি হাতে নিলেন। বালতিটি তখন বৃহদাকার হয়ে গেল। আমি মানুষের মধ্যে পানি উঠাতে উমরের মত দক্ষ ও শক্তিশালী ব্যক্তি কখনো দেখিনি। অবশেষে উপস্থিত লোকেরা তাদের উটগুলোকে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল। হাম্মাম রহ (একজন রাবী) বলেন, আমি আবু হুরায়রা রাযি. কে নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি আবু বকর দু'বালতি পানি উঠালেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, রাসূল ﷺ শায়খাইন তথা হযরত আবু বকর রাযি. ও হযরত ওমর ফারুক রাযি. এর খেলাফত সম্পর্কে স্বপ্নে যা দেখেছেন, সেই সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। আর তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তা বাস্তবায়িতও হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১৩ পৃঃ সামনে। ৫১৯ পৃঃ ৫২০, ১০৩৯ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ فضائل অধ্যায় ২৭৫ পৃঃ।

তাহকীক ও তাশরীহ : ذنوب শব্দটি ذال (যাল) বর্ণে যবর দিয়ে। অর্থ পানি ভর্তি বালতি। এই হাদিসের ব্যাখ্যা হলো খেলাফত। রাসূল ﷺ শায়খাইনের খেলাফতের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, সর্বপ্রথম খেলাফত হযরত আবু বকর রাযি. এর হবে। হযরত আবু বকর রাযি. এর পরে হযরত ওমর রাযি. এর খেলাফত হবে। রাসূল ﷺ বলতে চেয়েছিলেন যে, এই দুইজনের খেলাফতামলে মুসলমানদের কি কি ফায়দা লাভ হবে ? হযরত আবু বকর রাযি. এর খেলাফতামল অল্প সময়ের হবে। অর্থাৎ তাঁর খেলাফতকাল ছিল দুই বছর তিন মাস বিশ দিন। কিন্তু এই অল্প সময়েই হযরত আবু বকর রাযি. স্বীয় খেলাফতামলে মুরতাদ নাস্তিকদের ও মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মুসায়লামাতুল কাজ্জাবদের মূলোৎ পাটনে ব্যস্ত থাকেন। এবং তিনি সফলকামও হয়েছেন যে, অনেক অনেক মুরতাদ তাওবা করে মুসলমান হয়েছে এবং মুসায়লামাতুল কাজ্জাবকে জাহান্নামে পৌছে দিয়েছেন। এসকল ফিতনা সমূহকে নিয়ন্ত্রন আনার পর আবু বকর রাযি. বিজয়ের দিকে পা বাড়ালেন, কিন্তু তিনি উর্ধ্ব বন্ধুর কাছে চলে গেলেন। হযরত আবু বকর রাযি. এর খেলাফতামলে যদিও গনিমতের মাল ও বিজয় নামে মাত্র অর্জিত হয়েছে, তারপরও ওমর ফারুক রাযি. এর খেলাফতামলের মত মুসলমানদের গনীমতে প্রাচুর্যতা ও বিজয়ে প্রশস্ততা লাভ হয়নি, তাই এটাকে ضعف দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে হযরত আবু বকর রাযি. এর কোন ত্রুটি অবহেলা নেই এবং তাঁর সম্মান ও বড়ত্বে কোন কম নেই। বরং যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে বলতে হবে যে, হযরত ওমর ফারুক রাযি. এর সকল বিজয় হযরত আবু বকর রাযি. এরই জান উৎস্বর্গীত সুদূর প্রসারী প্রচেষ্টার ফসল যে, হযরত আবু বকর রাযি. মুরতাদদেরকে সংশোধন করে মুসায়লামার ফেতনাকে

https://e-ilm.weebly.com/

মূলোৎপাটন করে, হযরত ওমর ফারুক রাযি. এর রাস্তা সুগম ও পরিষ্কার করে দিয়েছেন। পুরো আরববাসী ঈমানের সুশীতল ছায়াতলে এসে গেছে, তাই হযরত ওমর রাযি. এর জন্য ইরান, শাম আরো অন্যান্য দেশ বিজয় করা অতি সহজ হয়ে গেছে।

حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ. قَالَ سَمِعْتُ أَبِي. حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ. قَالَ أُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ. عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ. فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأُمِّ سَلَمَةَ "مَنْ هٰذَا". أَوْ كَمَا قَالَ. قَالَ قَالَتْ هٰذَا دِحْيَةُ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ايْمُ اللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ يُخْبِرُ جِبْرِيلَ أَوْ كَمَا قَالَ. قَالَ فَقُلْتُ لأَبِي عُثْمَانَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

সহজ তরজমা

৩৩৮৯. আব্বাস ইবন ওয়ালীদ রহ. .... আবু উসমান রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে জানানো হল যে, একবার জিবরাঈল আ. নবী করিম ﷺ এর নিকট আসলেন। তখন উম্মে সালামা রাযি. তার নিকট ছিলেন। তিনি এসে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপর উঠে গেলেন। নবী করিম ﷺ উম্মে সালামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটিকে চিনতে পেরেছ কি? তিনি বললেন, এতো দেহইয়া। উম্মে সালামা রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম। আমি দেহইয়া বলেই বিশ্বাস করছিলাম কিন্তু নবী করিম ﷺ কে তাঁর খুতবায় জিবরাঈল আ. এর আগমনের কথা বলতে শুনলাম। (সুলায়মান (রাবী) বলেন) আমি আবু উসমানকে জিজ্ঞাসা করলাম এ হাদীসটি আপনি কার কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, উসামা ইবন যায়েদ এর নিকট শুনেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, এই হাদিস শরীফে হযরত জিবরাঈল আ. এর আলোচনা রয়েছে, যিনি রাসূল ﷺ এর নিকট অদৃশ্যের সংবাদ পৌছাতেন। এটাও নবুওয়াতের নির্দশন বা আলামত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১৩ পৃঃ সামনে ঃ ৭৪৪ পৃঃ মুসলিম শরীফ ঃ فضائل ام سلمة رض অধ্যায়।

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

২০৮২. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : কাফিরগণ নবী করীম ﷺ কে সেরূপ চিনে যেরূপ তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে এবং তাদের এক দল জেনে শুনেই সত্য গোপন করে থাকে। (২ : ১৪৬)

তাশরীহ : يعرفونه এটি الذين اتيناهم الكتاب মুবতাদা এর খবর। ه যমির রাসূল ﷺ এর দিকে ফিরেছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ الْيَهُودَ. جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ" فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ. إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ. فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا. فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ. فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ. فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৩৯০. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .... আবদুল্লাহ ইবন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমতে এসে বলল, তাদের একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ব্যভিচার করেছে। নবী করিম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা সম্পর্কে তাওরাতে কি বিধান পেয়েছ? তারা বলল, আমরা এদেরকে লাঞ্ছিত করবো এবং তাদের বেত্রাঘাত করা হবে। আবদুল্লাহ ইবন সালাম রাযি. বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার বিধান রয়েছে। তারা তাওরাত নিয়ে এসে বাহির করল এবং প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা সংক্রান্ত আয়াতের উপর হাত রেখে তার পূর্বে ও পরের আয়াতগুলি পাঠ করল। আবদুল্লাহ ইবন সালাম রাযি. বললেন, তোমার হাত সরাও। সে হাত সরাল। তখন দেখা গেল তথায় প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার বিধান রয়েছে। তখন ইয়াহুদিরা বলল, হে মুহাম্মদ! তিনি (আবদুল্লাহ ইবন সালাম) সত্যই বলেছেন। তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার বিধান রয়েছে। তখন নবী করিম ﷺ প্রস্তর নিক্ষেপে দু'জনকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, আমি (প্রস্তর নিক্ষেপকালে) ঐ পুরুষটিকে মেয়েটির দিকে ঝুঁকে পড়তে দেখেছি। সে মেয়েটিকে প্রস্তরের আঘাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : রাসূল ﷺ তাওরাত পড়েননি, এরপরেও বললেন যে, তাওরাত নিয়ে এসো এবং দেখো। আর রাসূল ﷺ এর একথা বলা যে, তাওরাতে রজমের হুকুম বিদ্যমান রয়েছে, এটা নবুয়তের বড় একটি আলামত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১৩ পৃঃ পূর্বে ১৭৭ পৃঃ সামনে ঃ ৬৫৪, ১০০৭, ১০১১, ১১২৫ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ, তিরমিযি শরীফ ঃ الحدود অধ্যায়। নাসাঈ শরীফ ঃ الرجم অধ্যায়, আবু দাউদ শরীফ ঃ الحدود অধ্যায়।

তাশরীহ : প্রশ্ন উত্তর সহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য নাসরুল বারী ৯ম খণ্ড (কিতাবুত তাফসীর) ১১৮ পৃঃ দেখুন।

بَابُ سُؤَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُرِيَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ آيَةً. فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ

২০৮৩. পরিচ্ছেদ : মুশরিকরা মুজিযা দেখানোর জন্য নবী করীম ﷺ-এর নিকট আহব্বান জানালে তিনি চাঁদ দু'টুকরা করে দেখালেন

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ. عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. رضي الله عنه. قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شِقَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "اِشْهَدُوا"

সহজ তরজমা

৩৩৯১. সাদাকা ইবন ফাযল রহ. .... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এর যুগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। তখন নবী করিম ﷺ বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১৩ পৃঃ সামনে ঃ ৫৪৬, ৭২১ পৃঃ।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا يُونُسُ. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. رضي الله عنه. أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً. فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৩৯২. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ও খালিফা রহ. .... আনাস (ইবন মালিক) রাযি. থেকে বর্ণিত যে, মক্কাবাসী কাফিররা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট মুজিযা দেখানোর জন্য দাবী জানালে তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৫১৩ পৃঃ সামনে ৫৪৬, ৭২২ পৃঃ।

حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ. حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ. عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ. عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَمَرَ. انْشَقَّ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩৩৯৩. খালাফ ইবন খালিদ আল-কুরায়শী রহ. .... ইবন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ এর যামানায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ৫১৩ পৃঃ সামনে ৫৪৬, ৭২১ পৃঃ।

উদ্দেশ্য : এই বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হলো যে, চন্দ্র বিদীর্ণ রাসূল ﷺ এর মু'জিযা। এটা এমন মহা মু'জিযা যা পূর্ববর্তী কোন নবীদের থেকে প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া স্বয়ং ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামে فأراهم انشقاق القمر বলেছেন, কিন্তু فانشق القمر বলেননি। এর দ্বারা এটা কিয়ামতের আলামত হওয়াকে অস্বীকার করা লাযেম আসে না। চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া নিঃসন্দেহে কিয়ামতের আলামত, তবে এটা মু'জিযাও যে, রাসূল ﷺ যথা সময়ে কাফেরদের চাওয়া দাবী পূর্ণ করেছেন। কেননা মক্কার মুশরিকরা বলেছিল যে, আপনি এমন একটি মু'জিযা দেখান, যার দ্বারা আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করতে পারি, তখন রাসূল ﷺ তাদেরকে এই মু'জিযা দেখিয়েছেন। والله اعلم,

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ

২০৮৪. পরিচ্ছেদ : শিরোনামহীন

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذٌ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي. عَنْ قَتَادَةَ. حَدَّثَنَا أَنَسٌ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ رَجُلَيْنِ. مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ. يُضِيآنِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا. فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ.

সহজ তরজমা

৩৩৯৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না রহ. .... আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এর দু'জন সাহাবী (আব্বাদ ইবন বিশর ও উসাইদ ইবন হুযাইর রাযি. অন্ধকার রাতে নবী করিম ﷺ এর দরবার হতে বের হলেন, তখন তাদের সাথে দু'টি বাতির ন্যায় কিছু তাদের সম্মুখভাগ আলোকিত করে চলল। যখন তারা পৃথক হয়ে গেলেন তখন প্রত্যকের সাথে এক একটি বাতি চলতে লাগল। অবশেষে তাঁরা নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে গেলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : রাসূল ﷺ এর বদৌলতেই ঐ দুজন সাহাবী নূরের আলো পেয়েছিলেন। যেহেতু এই দুইজন সাহাবী দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত রাসূল ﷺ এর মজলিসে ছিলেন ফলে রাত গভীর অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হাবীব রাসূল ﷺ এর বদৌলতে তাদেরকে এই নূরের আলো দান করেছিলেন, এই কারণে সাহাবায়ে কেরামের এই কারামত আলামতে নবুওয়াতের অর্ন্তভূক্ত। والله اعلم,

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১৪ পৃঃ পূর্বে একই সনদে ও মতনে আলাদা এক বাবে ৬৬ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏"‏ لاَ يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ ‏"‏‏.‏

সহজ তরজমা

৩৩৯৫ আবদুল্লাহ ইবনে আবুল আসওয়াদ রহ. .... ইবন শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা বিজয়ী থাকবে। এমনকি কিয়ামত আসবে তখনো তারা বিজয়ী থাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদীসটি পূর্বোক্ত অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ علامة النبوة এর সাথে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত এই গুণটি রাসূল ﷺ এর যামানা থেকে আজ অবদি বিদ্যমান। যদি গুণটি দূরীভূত হয়ে যেতো, তাহলে তো হাদিসে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ এসে যেতো।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১৪ পৃঃ সামনে ঃ ১০৮৭, ১১১১ পৃঃ তাছাড়া মুসলিম শরীফ ঃ الجهاد অধ্যায়।

সহজ তাশরীহ : ظاهرين অর্থাৎ এরকম কখনো হবে না যে, সমস্ত মুসলমান পরাজিত হয়ে যাবে, এমনকি আল্লাহ তা'আলার আদেশ তথা কিয়ামত এসে যাবে। ইমাম নববী রহ. বলেন যে, هو الريح الذى يأتى فيأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة ويروى حتى تقوم الساعة (عمدة القارى) অর্থাৎ এটা হলো একটি বাতাস যা সকল মু'মিন নর নারীর রূহ নিয়ে যাবে। অন্য এক রেওয়ায়াতে حتى تقوم الساعة রয়েছে। এটা কোন দল ? এব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. এর রায় হলো এই দলটি হলো আহলে ইলম আর এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ‏"‏ لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ عُمَيْرٌ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ قَالَ مُعَاذٌ وَهُمْ بِالشَّامِ‏.‏ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ هَذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ‏.‏

সহজ তরজমা

৩৩৯৬. হুমায়দী রহ. .... মু'আবিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর দীনের উপর অটল থাকবে। তাদেরকে যারা সাহায্য না করবে অথবা তাদের বিরোধীতা করবে, তারা তাদের কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত আসা পর্যন্ত তাঁরা তাদের অবস্থার উপর মজবুত থাকবে। উমাইর ইবন হানী রহ. ...... মালিক ইবন ইউখামিরের রহ বরাত দিয়ে বলেন, মু'আয রাযি. বলেছেন, ঐ দলটি সিরিয়ায় অবস্থান করবে। মু'আবিয়া রহ বলেন, মালিক রহ এর ধারণা যে, ঐ দলটি সিরিয়ায় অবস্থান করবে বলে মু'আয রাযি. বলেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে শিরোনামের সাথে পূর্বোক্ত হাদিসের যে মিল রয়েছে, এই হাদিসেরও অনুরূপ মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ៖ ৫১৪ পৃঃ পূর্বে ১৬, ৪৩৯ পৃঃ সামনে ៖ ১০৮৭, ১১১১ পৃঃ মুসলিম শরীফ ៖ الجهاد অধ্যায়।

তাশরীহ : বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারী ১ম খণ্ড ৩৯৯ পৃঃ দেখুন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ، يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ، قَالَ سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَبِيبٌ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ". قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا. قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ.

সহজ তরজমা

৩৩৯৭. আলী ইবন আবদুল্লাহ রহ. .... উরওয়া বারিকী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ একটি বকরী ক্রয় করে দেয়ার জন্য তাঁকে একটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দিলেন। তিনি ঐ দীনার দিয়ে দুটি বকরী ক্রয় করলেন। তারপর এক দীনার মূল্যে একটি বকরী বিক্রি করে দিলেন এবং নবী করিম ﷺ এর খেদমতে একটি বকরী ও একটি দীনার নিয়ে হাযির হলেন। তা দেখে তিনি তার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত হওয়ার জন্য দু'আ করে দিলেন। এরপর তার অবস্থা এমন হল যে, ব্যবসার জন্য যদি মাটিও তিনি খরীদ করতেন তাতেও তিনি লাভবান হতেন। সুফিয়ান রহ শাবীব রহ. ...... (একজন রাবী) বলেন, আমি উরওয়া রাযি. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী করিম ﷺ কে বলতে শুনেছি, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে বরকত ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত। রাবী বলেন, আমি তাঁর গৃহে সত্তরটি ঘোড়া দেখেছি। সুফিয়ান রহ বলেন, নবী করিম ﷺ এর জন্য যে বকরীটি ক্রয় করা হয়েছিল, তা ছিল কুরবানীর উদ্দেশ্যে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের فدعاله بالبركة فى بيعه وكان لواشترى التراب لربح فيه এ অংশটুকুর মাধ্যমে মিল রয়েছে। কেননা এটা আলামতে নবুওয়াতের অন্তর্ভূক্ত। আর এটা গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝে আসে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ៖ ৫১৪ পৃঃ পূর্বে ៖ ৩৯৯, ৪৪০।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ".

সহজ তরজমা

৩৩৯৮. মুসাদ্দাদ রহ. .... ইবন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ ও বরকত নিহিত রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, এখানেও একটি আলামতে নবুওয়াত উল্লেখ রয়েছে। আর সেটা হলো রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত অবিরাম, চলমান একটি বিষয়ের সংবাদ প্রদান।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১৪ পৃঃ পূর্বে ঃ ৩৯৯ পৃঃ।

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "اَلْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ".

সহজ তরজমা

৩৩৯৯. কায়স ইবন হাফস রহ. .... আনাস ইবন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেন, ঘোড়ার কপালে কল্যাণ ও বরকত নিহিত রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : বাবের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদিসটি এখানে বুখারী শরীফ ঃ ৫১৪ পৃঃ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "اَلْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، وَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كَانَتْ أَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا، كَانَ ذٰلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَسِتْرًا وَتَعَفُّفًا، لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَظُهُورِهَا، فَهِيَ لَهُ كَذٰلِكَ سِتْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً، وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ وِزْرٌ، وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ "مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}

সহজ তরজমা

৩৪০০. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা রহ. ..... আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিন বলেন, নবী করিম ﷺ বলেছেন, ঘোড়া তিন প্রকার। (ঘোড়া পালন) একজনের জন্য পুন্য, আর একজনের জন্য (দারিদ্রতা ঢেকে রাখার) আবরণ ও অন্য আর একজনের জন্য পাপের কারণ। সে ব্যক্তির জন্য পুণ্য, যে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদ করার উদ্দেশ্যে) ঘোড়াকে সদা প্রস্তুত রাখে এবং সে ব্যক্তি যখন লম্বা দড়ি দিয়ে ঘোড়াটি কোন চারণভূমি বা বাগানে বেঁধে রাখে তখন ঐ লম্বা দড়ির মধ্যে চারণভূমি অথবা বাগানের যে অংশ পড়বে তত পরিমাণ সাওয়াব সে পাবে। যদি ঘোড়াটি দড়ি ছিড়ে ফেলে এবং দুই একটি টিলা পার হয়ে কোথাও চলে যায়, তাহলে তার লেদাগুলিও নেকী বলে গণ্য হবে। যদি কোন নদী নালায় গিয়ে পানি পান করে, মালিক যদিও পানি পান করানোর ইচ্ছা করে নাই তাও তার নেক আমলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের স্বচ্ছলতা দারিদ্রের গ্লানি ও পরমুখাপেক্ষীতা থেকে নিজকে রক্ষা করার জন্য ঘোড়া পালন করে এবং তার গর্দান ও পিঠে আল্লাহর যে হক রয়েছে তা ভুলে না যায়। (অর্থাৎ তার যাকাত আদায় করে) তবে এই ঘোড়া তার জন্য আযাব থেকে আবরণ স্বরূপ। অপর এক ব্যক্তি যে অহংকার, লোক দেখানো এবং আহলে ইসলামের সাথে শক্রতার কারণে ঘোড়া

https://e-ilm.weebly.com/

লালন-পালন করে এ ঘোড়া তার জন্য পাপের বোঝা হবে। নবী করিম ﷺ কে গাধা (পালন) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন, এ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোন আয়াত আমার নিকট অবতীর্ণ হয়নি। তবে ব্যাপক অর্থবোধক অনুপম আয়াতটি আমার নিকট নাযিল হয়েছেঃ যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ নেক আমল করবে সে তার প্রতিফল অবশ্যই দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সেও তার প্রতিফল দেখতে পাবে। (৯৯:৭৮)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : আলামাতে নবুওয়্যাতের অধ্যায়ের পর হাদীসটি উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এটা হবে যে,এ হাদীসে নবুয়্যাতের আলামত সংক্রান্ত আলোচনা বিদ্যমান। যেমনটি উলিখিত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি ৫১৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। হুবহু এই সনদেই এ হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা থেকে মালেক সূত্রে এবং হুবহু এই মতনে জিহাদ অধ্যায়ে ৪০০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর ৭৪১ ও ১০৯৩ পৃষ্ঠায় সামনে আসবে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. عَنْ مُحَمَّدٍ. سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. ﷺ. يَقُولُ صَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ بُكْرَةً وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي. فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. وَأَحَالُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ. فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ "اللهُ أَكْبَرُ. خَرِبَتْ خَيْبَرُ. إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ" قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ دَعْ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ لَا يَكُونَ مَحْفُوظًا وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَإِنِّي غَرِيبٌ جِدًّا.

সহজ তরজমা

৩৪০১. আলী ইবন আবদুল্লাহ রহ. .... আনাস ইবন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব ভোরে খায়বার পৌছালেন। তখন খায়বারবাসী কোদাল নিয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছিল। তাঁকে [রাসূলুল্লাহ ﷺ] দেখে তাঁরা বলতে লাগল, মুহাম্মদ ﷺ পুরা সৈন্য বাহিনী নিয়ে এসে পড়েছে। (এ বলে) তাঁরা দৌড়াদৌড়ি করে তাদের সুরক্ষিত কিল্লায় ঢুকে পড়ল। নবী করিম ﷺ দু'হাত উপরে উঠিয়ে বললেন, "আল্লাহু আকবার" খায়বার ধ্বংস হোক, আমরা যখন কোন জাতির (বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে), তাদের আঙ্গিনায় অবতরণ করি তখন এসব আতঙ্কগ্রস্ত লোকদের প্রভাতটি অত্যন্ত অশুভ হয়। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) রহ বলেন, "فَرَفَعَ يَدَيْهِ" শব্দটি বর্জন করুন। কেননা আমার ধারণা যে, এ শব্দটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় পাওয়া যায় না। যদিও পাওয়া যায় তবে তা নিশ্চয়ই অপ্রসিদ্ধ হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : ইতিপূর্বে আমরা যেমনটি উল্লেখ করেছে,নবুয়্যাতের আলামত সংক্রান্ত আলোচনা এখানে বিদ্যমান। কারণ রাসূল ﷺ খায়বার বিজয়ের পূর্বেই বলে দিয়ে ছিলেন যে,খায়াবার ধ্বংস হয়ে গেছে। পরবর্তীতে এমনটাই হলো।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি ৫১৪ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান - হাদীসটি পূর্বে ৪২০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। এবং সামনে ৬০৩ নং পৃষ্ঠায় আসছে।

সহজ তাহকীক : বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ডের খায়বার যুদ্ধের অধ্যায় ২৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ. عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ. عَنِ الْمَقْبُرِيِّ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ﷺ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ كَثِيرًا فَأَنْسَاهُ. قَالَ "ابْسُطْ رِدَاءَكَ" فَبَسَطْتُ فَغَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ. ثُمَّ قَالَ "ضُمَّهُ" فَضَمَمْتُهُ. فَمَا نَسِيتُ حَدِيثًا بَعْدُ.

সহজ তরজমা

৩৪০২. ইবরাহিম ইবন মুনযির রহ. ...... আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার থেকে অনেক হাদীস আমি শুনেছি, তবে তা আমি ভুলে যাই। তিনি (নবী করিম ﷺ) বললেন, তোমার চাদরটি বিছাও। আমি চাদরটি বিছিয়ে দিলাম। তিনি তার হাত দিয়ে চাদরের মধ্যে কি যেন রাখলেন এবং বললেন, চাদরটি (গুটিয়ে তোমার বুকে) চেপে ধর। আমি (বুকের সাথে) চেপে ধরলাম, তারপর আমি আর কোন হাদীস ভুলি নাই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদীসেও নবুয়্যাতের নিদর্শন বিদ্যমান। যা সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি ৫১৪-৫১৫ পর্যন্ত বিদ্যমান। পূর্বে হাদীসটি ২২,২৭৪, ৩১৬ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। সামনে ১০৯৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী প্রথম খন্ড ৫০৮ থেকে ৫০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

بَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৮৫. অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাগণের ফযিলত সম্পর্কিত।

وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ، أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ»

সাহাবীর সংজ্ঞা ঃ মুসলমানদের মধ্য থেকে যিনি নবী কারীম ﷺ এর সাহচর্য পেয়েছেন অথবা তাকে দেখেছেন তিনি তাঁর সাহবী।

সহজ তাশরীহ ঃ ইমাম বুখারী রহ.সাহাবীর সংজ্ঞায় من صحب النبي ﷺ "তথা যিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসালাম এর সাহচর্য পেয়েছেন" এর শর্তারোপ করেছেন। চাই তা অল্প সময়ের জন্যই হোক। বৎসর বা মাসের কোন শর্তারোপ করেন নাই। অথবা ঈমানের সহিত নবী কারীম ﷺ এর দর্শন নসীব হয় এই উভয় সূরতেই তিনি সাহাবী। চাই তিনি পুরুষ হোক বা নারী, স্বাধীন বা হোক বা পরাধীন, বালক বা যুবক, মানুষ বা জিন।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার স্তর বিন্যাস ঃ তাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হলেন চার খলীফা যা খেলাফতের সিরিয়ালানুরুপ। অতঃপর জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী তারপর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ তারপর উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণ। তারপর বায়আতে রিজওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণ। (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম)

অতঃপর সাহাবী হওয়ার জন্য শর্ত হলো ঃ রাসূলে কারীম ﷺ এর জীবদ্দশায় সাহচর্য লাভ হওয়া অথবা দর্শন লাভে ধন্য হওয়া। তাই স্বপ্নে দর্শন লাভের দ্বারা সাহাবীর মধ্যে গণ্য হবে না।

এমনিভাবে রাসূলের ইন্তেকালের পর তার জানাযায় অংশগ্রহণকারীও সাহাবী হিসাবে গণ্য হবে না। সুতরাং বুঝা গেল, যে ব্যক্তি শুধু মাত্র একবার রাসূলে কারীম ﷺ এর দর্শন লাভ করেছে সেই সাহাবী। আর এটা এমন এক মর্যাদা সারা জীবন ইবাদত ও মুজাহাদার দ্বারাও এ মর্যাদায় উন্নীত হওয়া সম্ভব না। বড় থেকে বড় কোন ওলীও কোন নিম্ন পর্যায়ের সাহাবীর স্তরে পৌছতে পারবে না।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَمْرٍو. قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ. فَيَقُولُونَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ. فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ. فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ "

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৪০৩. আলী ইবন আবদুল্লাহ রহ. ...... আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জনগনের উপর এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহচর্য লাভ করেছেন? (অর্থাৎ সাহাবী) তাঁরা বলবেন, হ্যাঁ আছেন। তখন (ঐ সাহাবীর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। তারপর জনগনের উপর পুনরায় এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী (শত্রুদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহচার্য লাভে ধন্য কোন ব্যক্তির (সাহাবীর) সাহচর্য লাভ করেছেন? (অর্থাৎ তাবেয়ী) তখন তাঁরা বলবেন, হ্যাঁ আছেন। তখন (ঐ তাবেয়ীর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। এরপর লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের বিরাট বাহিনী জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীগণের সাহচর্য লাভকারী কোন বক্তির (তাবেয়ীর) সাহচর্য লাভ করেছেন? (অর্থাৎ তাবে-তাবেয়ী) বলা হবে আছেন। তখন তাদেরকে (ঐ তাবে-তাবেয়ীর বরকতে) জয়ী করা হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোমের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫১৫ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৪০৫ থেকে ৪০৬ ও ৪০৭ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ، سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ". قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا " ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ ".

সহজ তরজমা

৩৪০৪. ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ রহ. .... ইমরান ইবন হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার (সাহাবীগণের) যুগ। এরপর তৎ-সংলগ্ন যুগ (তাবেয়ীদের যুগ)। এরপর তৎ-সংলগ্ন যুগ (তাবে-তাবেয়ীদের যুগ)। ইমরান রাযি. বলেন, তিনি তাঁর যুগের পর দু'যুগ না তিন যুগ বলেছেন তা আমার স্মরণ নেই। তারপর (তোমাদের যুগের পর) এমন লোকের আগমন ঘটবে যারা সাক্ষ্য প্রদানে আগ্রহী হবে অথচ তাদের নিকট সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে তাদেরকে কেউ বিশ্বাস করবে না। তারা মানত করবে কিন্তু পূরণ করবে না। পার্থিব ভোগ বিলাশের কারণে তাদের মাঝে চর্বিযুক্ত স্থূলদেহ প্রকাশ পাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি ৫১৫ নং পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। আর তা পূর্বে ৩৬২ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। এবং ৯৫১ও ৯৯০ পৃষ্ঠায় সামনে আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ". قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ.

সহজ তরজমা

৩৪০৫. মুহাম্মদ ইবন কাসীর রহ. ...... আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ বলেন, আমার উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ (সাহাবীগণ)। এরপর তৎসংলগ্ন যুগ। তারপর তৎসংলগ্ন যুগ। তারপর এমন লোকদের আগমন হবে যাদের কেউ কেউ সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বে কসম এবং কসমের পূর্বে সাক্ষ্য প্রদান করবে। (মিথ্যাকে প্রমাণিত করার জন্য সাক্ষ্য, হলফ ইত্যাদি নির্দ্বিধায় করতে থাকবে।) ইব্রাহীম (নাখয়ী;রাবী) বলেন, ছোট বেলায় আমাদের মুরুব্বীগণ আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য এবং ওয়াদা অঙ্গীকার করার কারণে আমাদেরকে মারধর করতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফের ৫১৫ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৩৬২ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৯৫১ ও ৯৮৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

সহজ তাশরীহ : হযরত ইব্রাহিম নাখয়ী রহ.এর উদ্দেশ্য হলো আমরা যখন বালক ছিলাম এখনও যৌবন পদার্পন করি নাই। তখন আমাদের বড়রা আমাদের কে সাক্ষী হতে অথবা শপথ করতে নিষেধ করতেন।

بَابُ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِينَ وَفَضْلِهِمْ

২০৮৬. পরিচ্ছেদ : মুহাজির সাহাবীগণের মর্যাদা ও তাদের ফযীলত।

مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ التَّيْمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحشر:] وَقَالَ اللَّهُ: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ} [التوبة: ٠] إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: ٠] " قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَبُو سَعِيدٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: "وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَارِ»

মুহাজির সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত আবু বকর রাযি.যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ, পিতার নাম উসমান, যিনি আবু কুহাকা উপনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর আল্লাহ তাআলার ইরশাদ للفقراء المهاجرين الخ (সুরায়ে হাশর আয়াত ৮) যার অর্থ হলো - ঐ সকল মুহাজির সাহাবিগণের (বিশেষ) অধিকার যারা আপন ধন সম্পদ ও ঘর-বাড়ী থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন, তারা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়া অম্বেষী। এবং তারা আল্লাহ ও তার রাসুল ﷺ এর (দীনের) সাহায্য করে তারাই সত্যবাদী। এবং আল্লাহ তায়ালার এ ইরশাদ ও বর্ণিত আছে - الا تنصروه فقد نصره الله এবং হযরত আয়েশা রাযি. আবু সাঈদ খুদরী ও ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, হযরত আবু বকর রাযি.(সওর) গুহায় নবী কারীম ﷺ এর সাথে ছিলেন।

সহজ তাশরীহ : আয়াতে উল্লিখিত সম্পদে সাধারণত সকল মুসলমানেরই হক সম্পৃক্ত। কিন্তু বিশেষ ভাবে ঐ সকল জীবনোৎসর্গ কারী সাহাবা ও সত্যিকারের মুসলমানগণের হক অগ্রগন্য যারা শুধু মাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও রাসূলে কারীম ﷺ এর ভালোবাসা ও অনুগত্যাকে স্বীয় ঘর বাড়ী ও ধন-সম্পদ সব বিসর্জন দিয়ে একেবারে শূন্যহাতে আপন জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনার দিকে বেরিয়ে যান। যেন আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ এর কাজে নির্বিঘ্নে সাহায্য করতে সক্ষম হন দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যা الا تنصروه فقد نصره الله (সূরা তওবা আয়াতে ৪০) যদি তোমরা তার অর্থাৎ রাসূলাহ ﷺ এর সাহায্য না কর তাহলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তার সাহায্য করেছেন অথাৎ সওর পর্বতের গুহায়।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ. حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنِ الْبَرَاءِ. قَالَ اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ. ﷺ. مِنْ عَازِبٍ رَحْلاً بِثَلاَثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَازِبٍ مُرِ الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْ إِلَيَّ رَحْلِي. فَقَالَ عَازِبٌ لاَ حَتَّى تُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمْ قَالَ ارْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةَ. فَأَحْيَيْنَا أَوْ سَرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ. فَرَمَيْتُ بِبَصَرِي هَلْ أَرَى مِنْ ظِلٍّ فَآوِيَ إِلَيْهِ. فَإِذَا صَخْرَةٌ أَتَيْتُهَا فَنَظَرْتُ بَقِيَّةَ ظِلٍّ لَهَا فَسَوَّيْتُهُ. ثُمَّ فَرَشْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيهِ. ثُمَّ قُلْتُ لَهُ اضْطَجِعْ يَا نَبِيَّ اللهِ. فَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ انْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَا حَوْلِي. هَلْ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا. فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ. فَقُلْتُ هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ فَهَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لَبَنًا قَالَ نَعَمْ. فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ. ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ. ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ. فَقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيْهِ بِالأُخْرَى فَحَلَبَ لِي كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ. وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ. فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ. فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ. فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ قُلْتُ قَدْ آنَ الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ " بَلَى ". فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا. فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ. فَقُلْتُ هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ " لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ".

সহজ তরজমা

৩৪০৬. আবদুল্লাহ ইবন রাজা রহ. .... বারা ইবন আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর রাযি. আযিব রাযি. এর নিকট থেকে তের দিরহাম মূল্যের একটি হাওদা ক্রয় করলেন। আবু বকর রাযি. আযিবকে বললেন, তোমার ছেলে বারাকে হাওদাটি আমার কাছে পৌঁছে দিতে বল। আযিব রাযি. বললেন, আমি বারাকে বলব না যতক্ষণ না আপনি আমাদেরকে (হিজরতের ঘটনা) সবিস্তার বর্ণনা করে শুনাবেন যে, আপনি ও নবী করিম ﷺ কি করছিলেন যখন আপনারা (হিজরতের উদ্দেশ্যে) মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন? আর মক্কার মুশরীকগণ আপনাদের পিছু ধাওয়া করেছিল। আবু বকর রাযি. বললেন, আমরা মক্কা থেকে বেরিয়ে সারারাত এবং পরের দিন দুপুর পর্যন্ত অবিরাম চললাম। যখন ঠিক দুপুর হয়ে গেল, এবং উত্তাপ তীব্রতর হল আমি চারিদিক চেয়ে দেখলাম কোথাও কোন ছায়া দেখা যায় কিনা, যেন আমরা সেখানে বিশ্রাম নিতে পারি। তখন একটি বৃহদাকার পাথর নযরে পড়ল। এই পাথরটির পাশে কিছু ছায়াও আছে। আমি সেখানে আসলাম এবং ঐ ছায়াবিশিষ্ট স্থানটি সমতল করে নবী করিম ﷺ এর জন্য বিছানা করে দিলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর নবী, আপনি এখানে শুয়ে পড়ুন। তিনি শুয়ে পড়লেন। আমি চতুর্দিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম, আমাদের তালাশে কেউ আসছে কিনা? ঐ সময় দেখতে পেলাম, একজন মেষ রাখাল তার ভেড়া ছাগল হাঁকিয়ে ঐ পাথরের দিকে আসছে। সেও আমাদের মত ছায়া তালাশ করছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে যুবক, তুমি কার রাখাল? সে একজন কুরাইশের নাম বলল, আমি তাকে চিনতে পারলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

https://e-ilm.weebly.com/

তোমার বকরীর পালে দুগ্ধবতী বকরী আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছে। আমি বললাম। তুমি কি আমাদেরকে দুধ দোহন করে দিবে ? সে বলল, হ্যাঁ দিব। আমি তাকে তা দিতে বললাম। তৎক্ষণাৎ সে বকরীর পাল থেকে একটি বকরী ধরে নিয়ে এলো এবং পেছনের পা দুটি বেঁধে নিল। আমি তাকে বললাম, বকরীর স্তন দুটি ঝেড়ে মুছে ধুলাবালি থেকে পরিষ্কার করে নাও এবং তোমার হাত দুটি পরিষ্কার কর। তিনি এক হাত অন্য হাতের উপর মেরে (পরিষ্কারের পদ্ধতিটিও) দেখালেন। এরপর সে আমাদিগকে পাত্রভরে দুধ এনে দিল। আমি নবী করিম ﷺ এর জন্য এমন একটি চামড়ার পাত্র সাথে রেখে ছিলাম যার মুখ কাপড় দ্বারা বাঁধা ছিল। আমি দুধের মধ্যে সামান্য পানি মিশিয়ে দিলাম যেন দুধের নিম্নভাগ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এরপর আমি দুধ নিয়ে নবী করিম ﷺ এর খেদমতে হাযির হয়ে দেখলাম তিনি জেগেছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দুধ পান করুন। তিনি দুধ পান করলেন; আমি খুশি হলাম। তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের রাওয়ানা হয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা রাওয়ানা হয়ে পড়লাম। মক্কাবাসী মুশরিকরা আমাদের অনুসন্ধানে ছুটাছুটি করছে। কিন্তু সুরাকা ইবন মালিক জশাম ব্যতীত আমাদের সন্ধান তাদের অন্য কেউ পায়নি। সে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুসন্ধানকারী আমাদের নিকটবর্তী। তিনি বললেন, চিন্তা করনা, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে রয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদীসে হযরত আবু বকর রাযি.এর ফজীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আর শিরোনাম ও এ সম্পর্কিত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি ৫১৫ থেকে ৫১৬ তে বিদ্যমান। পূর্বে হাদীসটি ২৩৯, ৩৩০, ও ৫১০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫৫৫, ৫৫৭ ও ৮৩৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. عَنْ ثَابِتٍ. عَنْ أَنَسٍ. عَنْ أَبِي بَكْرٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا. فَقَالَ "مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا".

সহজ তরজমা

৩৪০৭. মুহাম্মদ ইবন সিনান রহ. .... আবু বকর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন (সাওর) গুহায় আত্মগোপন করেছিলাম, তখন আমি নবী করিম ﷺ কে বললাম, যদি কাফেরগণ তাদের পায়ের নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবু বকর, ঐ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা স্বয়ং আল্লাহ্যাদের তৃতীয় জন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা,এতে হযরত আবু বকর রাযি.এর মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি ৫১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৫৫৮ ও কিতাবুত তাফসীরে ৬৭২ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "سُدُّوا الأَبْوَابَ. إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৮৭. পরিচ্ছেদ : "আবু বকর ছাড়া তোমরা সকল দরজা বন্ধ করে দাও"

হযরত নবী কারীম ﷺ এর এ ইরশাদ সম্পর্কিত। হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ. حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ. قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ. عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. ﷺ. قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ وَقَالَ " إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ ". قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ. فَعَجِبْنَا لِبُكَائِهِ أَنْ يُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خُيِّرَ. فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً غَيْرَ رَبِّي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ. وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ. لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَّ. إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرٍ ".

সহজ তরজমা

৩৪০৮. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ রহ. .... আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ একদিন সাহাবীদের উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদানকালে বললেন, আল্লাহ তাঁর এক প্রিয় বান্দাকে পার্থিব ভোগ বিলাস এবং তাঁর নিকট রক্ষিত নিয়ামতসমূহ এ দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দান করেছেন এবং ঐ বান্দা আল্লাহর নিকট রক্ষিত নিয়ামতসমূহ গ্রহণ করেছে। রাবী বলেন, তখন আবু বকর রাযি. কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম। নবী করিম ﷺ এক বান্দার খবর দিচ্ছেন যাকে এভাবে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে (তাতে কান্নার কী কারণ থাকতে পারে?) কিন্তু পরে আমরা বুঝতে পারলাম, ঐ বান্দা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন এবং আবু বকর রাযি. আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তখন নবী করিম ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি তার ধন সম্পদ দিয়ে, তার সাহচর্য দিয়ে আমার উপর সর্বাধিক ইহসান করেছে সে ব্যক্তি হল আবু বকর রাযি.। আমি যদি আমার রব ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে অবশ্যই আবু বকরকে করতাম। তবে তাঁর সাথে আমার দীনি ভ্রাতৃত্ব, আন্তরিক মহব্বত রয়েছে। মসজিদের দিকে আবু বকরের দরজা ব্যতীত অন্য কোন দরজা খোলা রাখা যাবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। কারণ হাদীসে আবু বকর রাযি.এর ফজীলত বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি ৫১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে ৬৬ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। এবং সামনে ৫৫২ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ

২০৮৮. পরিচ্ছেদ : নবী কারীম ﷺ-এর পর হযরত আবু বকর রাযি.-এর ফজীলত সম্পর্কিত।

অর্থাৎ, সকল নবীগণের পর মর্যাদার বিবেচনায় হযরত আবু বকর রাযি.-এর উৎকৃষ্টতম হওয়া হাদীসের ভাষ্যের দ্বারা প্রমাণিত।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদীসের ভাষ্য হলো, সকল নবী গণের পরে সর্ব শ্রেষ্ঠ মানব হলেন হযরত আবু বকর রাযি.আর তিনি উম্মতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হওয়ার ব্যাপারে সালফে সালেহীনগণ সকলেই একমত। ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য ইমামগণ এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের সর্ব সম্মত অভিমত বর্ণনা করেছেন। (قس)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضى الله عنهم .

সহজ তরজমা

৩৪০৯. আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ রহ. .... ইবন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যামানায় সাহাবীগণের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা নিরূপণ করতাম। আমরা সর্বাপেক্ষা মর্যাদা দিতাম আবু বকর রাযি. কে তারপর উমর ইবন খাত্তাব রাযি. কে, তারপর উসমান ইবন আফফান রাযি. কে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,রাসূল ﷺ এর যমানাতেই তার মর্যাদার পরের স্তরেই আবু বকর রাযি.এর মর্যাদা প্রমাণিত হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি ৫১৬ পৃঃ বিদ্যমান আর সামনে ৫২২ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً

২০৮৯. পরিচ্ছেদ : রাসূল ﷺ এর ইরশাদ আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম। (তাহলে আমি আবু বকর কে গ্রহণ করতাম। (আবু সাঈদ রাযি.বর্ণনা করেছেন।)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ، أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي ".

সহজ তরজমা

৩৪১০. মুসলিম ইবন ইবরাহীম রহ. .... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেন, আমি আমার উম্মতের কাউকে যদি অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। তবে তিনি আমার (দীনি) ভাই ও সাহাবী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে ৬৭ পৃষ্ঠায় সুদীর্ঘ হাদীস অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৯৯৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُعَلًّى، وَمُوسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَقَالَ، " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُهُ خَلِيلاً، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ ".

সহজ তরজমা

৩৪১১. মু'আল্লা ইবনে আসাদ ও মূসা ইবন সাঈদ রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে তাকেই (আবু বকরকেই) অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্বই সর্বোত্তম।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ফায়দা : اخوة الاسلام افضل অর্থাৎ, ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধ উত্তম। এ হাদীসের صحت এর ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন। ইমাম দাউদ রহ.বলেন, হাদীসটি আমার মতে সহীহ নয়। আর যদি সহীহ হয় তাহলে অর্থ হবে বন্ধুত্ব ছাড়া শুধু ভ্রাতৃত্ব বোধ উত্তম, ভ্রাতৃত্ববোধ ছাড়া শুধু বন্ধুত্বের চেয়ে। (উমদাতুল কারী)

এই প্রশ্ন উথাপিত হয় বলেই অধম (অনবাদক) অনুবাদের দ্বারা এ প্রশ্নের নিরসন করার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ, ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধই কী কম মর্যাদার বিষয়। অর্থাৎ,এটাও তো অনেক সম্মানের বিষয়। (আল্লাহই অধিক অবহিত)

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এটি ইবনে আব্বাস রাযি.কর্তৃক উপরে বর্ণিত হাদীসের অপর একটি সূত্র।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫১৬ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। আর পূর্বে হাদীসটি ৬৭ পৃষ্ঠায় গত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. عَنْ أَيُّوبَ. مِثْلَهُ.

সহজ তরজমা

৩৪১২. কুতায়বা রহ. .... আইয়ুব রহ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এটিও ইবনে আব্বাস রাযি. কর্তৃক বর্ণিত অপর একটি সূত্র।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. قَالَ كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي الْجَدِّ. فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هٰذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُهُ". أَنْزَلَهُ أَبًا يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ.

সহজ তরজমা

৩৪১৩. সুলায়মান ইবন হারব রহ. .... আবদুল্লাহ ইবন আবু মুলায়কা রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কূফাবাসীগণ দাদার (মিরাস) সম্পর্কে জানতে চেয়ে ইবন যুবায়রের নিকট পত্র পাঠালেন, তিনি বললেন, ঐ মহান ব্যক্তি যার সম্পর্কে নবী করিম ﷺ বলেছেন, এ উম্মতের কাউকে যদি অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে তাকেই করতাম, (অর্থাৎ আবু বকর রাযি.) তিনি দাদাকে মিরাসের ক্ষেত্রে পিতার সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এতে হযরত ইবনে যুবাইর রাযি. কর্তৃক চিঠির উত্তরে হযরত আবু বকর রাযি. এর সিদ্ধান্তানুরূপ উত্তর প্রদান করাটা আবু বকর রাযি. এর ফজীলত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫১৬ পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে।

সহজ তাশরীহ : হাদীসে বর্ণিত লিখক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ যিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.কর্তৃক সেখানকার গভর্নর ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা রাযি.এর চিঠির দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল যে,যদি মৃতের পিতা না থাকে তাহলে দাদার জন্য মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে কতটুকু অংশ থাকবে। উত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.লিখলেন এ সুরতে দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ,ষষ্ঠাংশ পাবে। শর্ত হলো যদি সন্তান থাকে। অন্যথায় দাদা আসাবা (عصبه) হবে। এটা হযরত আবু বকর রাযি. এর ও সিদ্ধান্ত।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابٌ

২০৭০. পরিচ্ছেদ : শিরোনামহীন

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ "إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ".

সহজ তরজমা

৩৪১৪. হুমাইদী ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ রহ. .... জুবায়র ইবন মুতঈম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা নবী করিম ﷺ এর খেদমতে এলো। (আলোচনা শেষে যাওয়ার সময়) তিনি তাকে আবার আসার জন্য বললেন। মহিলা বলল, আমি এসে যদি আপনাকে না পাই তবে কি করব? একথা দ্বারা মহিলাটি নবী করিম ﷺ এর ওফাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছিল। নবী করিম বললেন, যদি আমাকে না পাও তবে আবু বকরের নিকট আসবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদীসে হযরত আবু বকর রাযি.এর ফজীলতের দিকে ইঙ্গিত করেছে। সাথে সাথে তাতে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, রাসূল ﷺ এর পর তিনিই খলিফা হবেন। এ স্থলে উমদা গ্রন্থকার আল্লামা আইনী রহ. খেলাফত সম্পর্কিত অনেক হাদীসের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন সেখানে দ্রষ্টব্য।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। আর সামনে ১০৭২ ও ১০৯৪ পৃষ্ঠায় আসবে। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম রহ.ফাযায়েল অধ্যায়ে আর তিরমিযি রহ. مناقب অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطَّيِّبِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا، يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ.

সহজ তরজমা

৩৪১৫. আহমদ ইবন আবু তৈয়্যেব রহ. .... আম্মার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর সাথে মাত্র পাঁচজন গোলাম, (বিলাল, যায়েদ ইবন হারিসা, আমির ইবন ফুহাইরা, আবু ফুকাইহা ও আম্মারের পিতা ইয়াসির) দু'জন মহিলা (খাদিজা ও সুমাইয়া) এবং আবু বকর রাযি. ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হযরত আবু বকর রাযি.স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহন করেছেন এটা তার বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্টের দাবী রাখে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। আর সামনে ৫৪৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

হাদীসে উল্লিখিত পাঁচ দাস (اعبد) দ্বারা উদ্দেশ্য : ১. হযরত বেলাল ২. হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা ৩. আমের ইবনে ফুহাইরাহ ৪. হযরত আম্মার রাযি. এর পিতা ইয়াসির ৫ আবু ফুকাইহা রাযি.।

আর দুইজন নারী হলেন ১.উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা রাযি. ২. হযরত আম্মার রাযি.এর মাতা হযরত সুমাইয়া রাযি.

এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর রাযি.ইসলামের ছায়াতলে আসেন।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ. عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ. عَنْ عَائِذِ اللهِ أَبِي إِدْرِيسَ. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ. قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ ". فَسَلَّمَ. وَقَالَ إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ. فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَيَّ. فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ " يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ". ثَلاَثًا. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَ أَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا لاَ. فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَسَلَّمَ فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَمَعَّرُ حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ. فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ. وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّتَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ. وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي ". مَرَّتَيْنِ فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا.

সহজ তরজমা

৩৪১৬. হিশাম ইবনে আম্মার রহ. .... আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম ﷺ এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় আবু বকর রাযি. পরিহিত কাপড়ের একপাশে এমনভাবে ধরে রেখে আসলেন যে, তাঁর উভয় হাঁটু বেরিয়ে পড়ছিল। নবী করিম ﷺ বললেন, তোমাদের এ সাথী এইমাত্র কারো সাথে ঝগড়া করে আসছে। (এমন সময় আবু বকর রাযি. মজলিসে উপস্থিত হয়ে) তিনি সালাম করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এবং উমর ইবন খাত্তাবের মাঝে একটি বিষয়ে কিছু বচসা হয়ে গেছে। আমিই প্রথম কটু কথা বলেছি। তারপর আমি লজ্জিত হয়ে তাঁর নিকট ক্ষমা চেয়েছি। কিন্তু তিনি ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এখন আমি আপনার খেদমতে হাযির হয়েছি। নবী করিম ﷺ বললেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন, হে আবু বকর রাযি.। একথাটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর উমর রাযি. লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আবু বকর রাযি. এর বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু বকর রাযি. কি বাড়িতে আছেন? তাঁরা বলল না। তখন উমর রাযি. নবী করিম ﷺ এর খেদমতে চলে আসলেন। (তাঁকে দেখে) নবী করিম ﷺ এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আবু বকর রাযি. ভীত হয়ে নতজানু হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই প্রথম অন্যায় করেছি। একথাটি তিনি দু'বার বললেন। তখন নবী করিম ﷺ বললেন, আল্লাহ যখন আমাকে তোমাদের নিকট রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন তখন তোমরা সবাই বলেছ, তুমি মিথ্যা বলছ আর আবু বকর বলেছে, আপনি সত্য বলেছেন। তাঁর জান মাল সর্বস্ব দিয়ে আমার প্রতি যে সহানুভূতি দেখিয়েছে তা নজিরবিহীন। তোমরা কি আমার খাতিরে আমার সাথীকে অব্যাহতি প্রদান করবে? এ কথাটি তিনি দু'বার বলেছেন। এরপর আবু বকর রাযি. কে আর কখনও কষ্ট দেয়া হয় নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫১৬৬ থেকে ৫১৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ. قَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عُثْمَانَ. قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ﷺ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ " عَائِشَةُ ". فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ " أَبُوهَا ". قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ " ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ". فَعَدَّ رِجَالاً.

সহজ তরজমা

৩৪১৭. মু'আল্লা ইবনে আসাদ রহ. .... আমর ইবনে আ'স রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ তাঁকে যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধের সেনানায়ক করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মানুষের মধ্যে কে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন, আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষের মধ্যে কে? তিনি বললেন, আয়েশার পিতা (আবূ বকর) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তার পর কোন লোকটি। তিনি বললেন, উমর ইবনে খাত্তাব তারপর আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫১৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে مغازى অধ্যায় ৬২৫ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ، فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي، وَبَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا، فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، وَلَكِنِّي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ ". قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ".

সহজ তরজমা

৩৪১৮. আবুল ইয়ামান রহ. .... আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি: একদা একজন রাখাল তার বকরীর পালের কাছে ছিল। এমতাবস্থায় একটি একটি নেড়ে বাঘ আক্রমণ করে পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেল। রাখাল নেকড়ে বাঘের পিছনে ধাওয়া করে বকরীটি ছিনিয়ে আনল। তখন বাঘটি তাকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি বকরীটি ছিনিয়ে নিলে ? হিংস্র জন্তুর আক্রমণের দিন কে তাকে রক্ষা করবে, যেদিন তার জন্য আমি ব্যতীত অন্য কোন রাখাল থাকবে না। একদা এক ব্যক্তি একটি গাভীর পিঠে আরোহণ করে সেটিকে হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন গাভীটি তাকে লক্ষ্য করে বলল, আমি এ কাজের জন্য সৃষ্টি হই নি। বরং আমি কৃষি কাজের জন্য সৃষ্টি হয়েছি। একথা শুনে সকলেই বিস্ময়ের সাথে বলতে লাগল "সুবহানাল্লাহ! (কি আশ্চর্য গাভী কথা বলে। বাঘ কথা বলে") নবী করীম ﷺ আমি আবু বকর এবং উমর ইবনে খাত্তাব এ কথা বিশ্বাস করি (ঐ সময়ে তাঁরা দু'জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, রাসূলুল্লা ﷺ এ হাদীসে নিজের পর হযরত আবু বকর রাযি. এর উল্লেখ করেছেন। এটাই তার ফজীলতের নিদর্শন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫১৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৩১২ ও ৪৯৪ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫২১ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ "

সহজ তরজমা

৩৪১৯. আবদান রহ. .... আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে আমি আমাকে এমন একটি কূপের কিনারায় দেখতে পেলাম যেখানে বালতিও রয়েছে, আমি কূপ থেকে পানি উঠালাম যে পরিমাণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলেন। তারপর বালতিটি ইবনে আবূ কুহাফা (আবু বকর) নিলেন এবং এক বা দু'বালতি পানি উঠালেন। তার উঠানোতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ্

https://e-ilm.weebly.com/

তার দুর্বলতাকে ক্ষমা করে দিলেন। তারপর উমর ইবনে খাত্তাব বালতিটি তার হাতে নিলেন। তার হাতে বালতিটির আয়তন বেড়ে গেল। আমি কোন দক্ষ, শক্তিশালী বাহাদুর ব্যক্তিকে উমরের ন্যায় পানি উঠাতে দেখিনি। অবশেষ মানুষ (তৃপ্ত হয়ে) নিজ নিজ আবাসে অবস্থান নিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : স্বপ্নে রাসূলে কারীম ﷺ কূপ থেকে পানি উত্তোলন করতে দেখেছেন এবং তার পর হযরত উমরের পূর্বে হযরত আবু বকর রাযি. কে উত্তোলন করতে দেখেন। এটাই প্রমান যে,হযরত উমর রাযি.এর তুলনায় আবু বকর রাযি.এর মর্যাদা অগ্রগণ্য। এবং উমর রাযি.এর মর্যাদা তার পর। তবে হযরত আবু বকর রাযি.এর পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে দূর্বলতা তার ক্রটির পরিচায়ক নয়। বরং তা তার খেলাফতকালের সময়ের স্বল্পতার নিদর্শন। (উমদা)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫১৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ১০৩৯,১০৪০ ও ১১১৩ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ" قَالَ مُوسَى فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلاَّ ثَوْبَهُ.

সহজ তরজমা

৩৪২০. মুহাম্মদ ইবনে মুতকাতিল রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি গর্বের সাথে পরিহিত কাপড় টাখনুর নিম্নভাগে ঝুলিয়ে চলাফিরা করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার প্রতি রহমতের নযর করবেন না। এ কথা শুনে আবূ বকর রাযি. বললেন, আমার অজ্ঞাতসারে কাপড়ের একপাশ কোন কোন সময় নীচে নেমে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি তো গর্বের সাথে তা করছ না। মূসা রহ বলেন, আমি সালিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, আবদুল্লাহ রাযি. কি 'যে ব্যক্তি তার লুঙ্গী ঝুলিয়ে চলল' বলেছেন ? সালিম রহ বললেন, আমি তাকে শুধু কাপড়ের কথা উল্লেখ করতে শুনেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সহজ তাহকীক : এ হাদীসটি দ্বারা বুঝা গেল যে,কোন কাপড়-তা জামা বা লুঙ্গী হোক পায়জামা বা জুব্বা অহংকারের নিয়তে টাখনুর নিচে পরিধান করা বৈধ না। বরং মাকরুহে তাহরীমী। যা কবীরা গোনাহ। পক্ষান্তরে যদি অহংবোধ না থাকে বরং শুধুমাত্র বার্ধক্যজনিত কারণে নিচে ঝুলে যায় তাহলে এ হুকুমের আওতা ভুক্ত হবেনা এবং গোনাহও হবে না।

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : তা গ্রহণ করা হবে রাসূলে আকরাম ﷺ এর উক্তি انك لست تصنع ذالك خيلاء এতে হযরত আবু বকর রাযি.এর ফজীলত এভাবে প্রমাণিত হয় যে,তিনি আবু বকর রাযি.এর পক্ষে সাক্ষি প্রদান করলেন যে,শরীয়াতে যা অপছন্দনীয় তথা অহংকার, তা তার মধ্যে নেই।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫১৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। এবং সামনে ৮৬০, ৮৬১ ও ৮৯৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ. يَعْنِي الْجَنَّةَ. يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ باب الصَّلاَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ باب الْجِهَادِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ باب الصَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ باب الصِّيَامِ. وَبَابِ الرَّيَّانِ ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا عَلَى هٰذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ. وَقَالَ هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ " نَعَمْ. وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ ".

সহজ তরজমা

৩৪২১. আবুল ইয়ামান রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন জিনিসের জোড়া জোড়া আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে (পরকালে) তাকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য সকল দরজা থেকে আহবান করা হবে। বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা, এ দরজাই উত্তম। যে ব্যক্তি (অধিক নফল) সালাত আদায়কারী হবে তাঁকে সালাতের দরজা দিয়ে প্রবেশের আহবান জানানো হবে। যে ব্যক্তি জিহাদকারী হবে তাকে জিহাদের দরজা থেকে আহবান করা হবে। যে ব্যক্তি (অধিক নফল) সাদকাদানকারী হবে, তাকে সাদকার দরজা দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি (অধিক নফল) সাওম আদায়কারী হবে তাকে সাওমের দরজা বাবুর রাইয়ান থেকে আহবান করা হবে। আবূ বকর রাযি. বললেন, কোন ব্যক্তিকে সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে এমনতো অবশ্য জরুরী নয়, তবে কি এরূপ কাউকে ডাকা হবে ? নবী করীম ﷺ বললেন, হাঁ, আছে। আমি আশা করছি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, হে আবূ বকর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : তা হলো হাদীসের এ অংশে وارجوان تكون منهم ياابابكر আর রাসূল ﷺ এর বক্তব্য তো বাস্তবায়িত হবেই। সুতরাং এতে আবূ বকর রাযি.এর ফজীলত এর শক্তিশালী দলীল বিদ্যমান। (উমদা)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ بِالسُّنْحِ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي بِالْعَالِيَةِ. فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَتْ وَقَالَ عُمَرُ وَاللهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلاَّ ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَّلَهُ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُذِيقُكَ اللهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا. ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ. فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ. فَحَمِدَ اللهَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلاَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ. وَقَالَ {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} وَقَالَ {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ} قَالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ. قَالَ وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقَالُوا مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ

https://e-ilm.weebly.com/

وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِذٰلِكَ إِلاَّ أَنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَلاَمًا قَدْ أَعْجَبَنِي خَشِيتُ أَنْ لاَ يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَتَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ فَقَالَ فِي كَلاَمِهِ نَحْنُ الأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ. فَقَالَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ لاَ وَاللهِ لاَ نَفْعَلُ. مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لاَ. وَلٰكِنَّا الأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا. وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا فَبَايِعُوا عُمَرَ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ. فَقَالَ عُمَرُ بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ. فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ. فَقَالَ قَائِلٌ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. فَقَالَ عُمَرُ قَتَلَهُ اللهُ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ. أَنَّ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ شَخَصَ بَصَرُ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ " فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى ". ثَلاَثًا. وَقَصَّ الْحَدِيثَ. قَالَتْ فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلاَّ نَفَعَ اللهُ بِهَا. لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ وَإِنَّ فِيهِمْ لَنِفَاقًا. فَرَدَّهُمُ اللهُ بِذٰلِكَ. ثُمَّ لَقَدْ بَصَّرَ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ الْهُدَى وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَخَرَجُوا بِهِ يَتْلُونَ { وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ } إِلَى { الشَّاكِرِينَ }

সহজ তরজমা

৩৪২২. ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ..... নবী সহধর্মিণী আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যখন ওফাত হয়, তখন আবূ বকর রাযি. (সীয় বাসগৃহ) সুনহ্-এ ছিলেন। ইসমাঈল (রাবী) বলেন, সুনহ মদীনার উঁচু এলাকার একটি স্থানের নাম। (ওফাতের সংবাদ শুনার সাথে সাথে) ওমর রাযি. দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাত হয় নাই। আয়েশা রাযি. বলেন, উমর রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম, তখন আমার অন্তরে এ বিশ্বাসই ছিল (তাঁর ওফাত হয় নাই) আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁকে পুনরায় জীবিত করবেন। এবং তিনি কিছু সংখ্যক লোকের (মুনাফিকের) হাত-পা কেটে ফেলবেন। তারপর আবূ বকর রাযি. এলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ চেহারা মোবারক থেকে আবরণ সরিয়ে তাঁর ললাটে চুমু খেলেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান। আপনি জীবনে মরণে পূত পবিত্র। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্ আপনাকে কখনও দু'বার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাবেন না। তারপর তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং (উমর রাযি.-কে লক্ষ্য করে বললেন) হে হলফকারী, ধৈর্যধারণ কর। আবূ বকর রাযি. যখন কথা বলতে লাগলেন, তখন উমর রাযি. বসে পড়লেন। আবূ বকর রাযি. আল্লাহ্ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, যারা মুহাম্মদ ﷺ এর ইবাদতকারী ছিলে তারা জেনে রাখ, মুহাম্মদ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করতে তারা নিশ্চিত জেনে রাখ আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তিনি অমর। তারপর আবূ বকর রাযি. এ আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল আর তারা সকলেও মরণশীল্ (৩৯:৩০) আরো তিলাওয়াত করলেনঃ মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। তাই যদি তিনি মারা যান অথবা তিনি নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে ? কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না। (৩:১৪৪) আল্লাহ্ তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। রাবী বলেন, আবূ বকর রাযি.-এর এ কথাগুলি শুনে সকলই ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাবী বলেন, আনসারগণ সাকীফায়ে বনূ সায়িদায়ে সাদ ইবনে উবাইদা রাযি.-এর নিকট সমবেত হলেন এবং বলতে লাগলেন, আমাদের (আনসারদের) মধ্য হতে একজন আমীর হবেন এবং তোমাদের (মুহাজিরদের) মধ্য হতে একজন আমীর হবেন। আবূ বকর রাযি., উমর ইবনে খাত্তাব, আবূ উবাইদা ইবনে জাররাহ রাযি.-এ তিনজন আনসারদের নিকট গমন করলেন।

উমর রাযি. কথা বলতে চাইলে আবূ বকর রাযি. তাকে থামিয়ে দিলেন। উমর রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম, আমি বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলাম এই জন্য যে, আমি আনসারদের মাহফিলে বলার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে এমন কিছু

https://e-ilm.weebly.com/

চমৎকার ও যুক্তিপূর্ণ কথা তৈরী করেছিলাম। যার প্রেক্ষিতে আমার ধারণা ছিল হয়াতঃ আবূ বকর রাযি.-এর চিন্তা ভাবনা এতটা "ভীরে নাও পৌছতে পারে। কিন্তু আবূ বকর রাযি. অত্যন্ত জোরালো ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বললেন, আমীর আমাদের (মুহাজিরদের) মধ্য হতে একজন হবেন এবং তোমাদের মধ্য হতে (আনসারদের) হবেন উযীর। তখন হুবাব ইবনে মুনযির (আনসারী) রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম। আমরা এরূপ করব না। বরং আমাদের মধ্যে একজন ও আপনাদের মধ্যে একজন আমীর হবেন। আবূ বকর রাযি. বললেন, না বরং আমীর হবে আমাদের থেকে উযীর হবে তোমাদের থেকে। কেননা কুরাইশ গোত্র অবস্থানের (মক্কা) দিক দিয়ে যেমন আরবের মধ্যস্থানে, বংশ ও রক্তের দিকে থেকেও তারা তেমনি শ্রেষ্ঠ। তাঁরা নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতায় সবার শীর্ষে। "তোমরা উমর রাযি. অথবা আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ রাযি.-এর হাতে বায়'আত করে নাও। উমর রাযি. বলে উঠলেন, আমরা কিন্তু আপনার হাতেই বায়'আত করব। আপনিই আমাদের নেতা। আপনিই আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের মাঝে আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রিয়তম ব্যক্তি। এ বলে উমর রাযি. তাঁর হাত ধরে বায়'আত করে নিলেন। সাথে সাথে উপস্থিত সকলেই বায়'আত করলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলেন, আপনারা সা'দ ইবনে উবাদা রাযি.-কে মেরে ফেললেন? উমর রাযি. বললেন, আল্লাহ্ তাকে মেরে ফেলেছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালিম .... আয়েশা রাযি. বলেন, ওফাতের সময় নবী করীম ﷺ এর চোখ দু'টি বার বার উপর দিকে উঠছিল এবং তিনি বার বার বলছিলেন, (হে আল্লাহ্) সর্বোচ্চ বন্ধুর (আল্লাহ্র) সাক্ষাতের আমি আগ্রহী। আয়েশা রাযি. বলেন, আবূ বকর ও উমর রাযি.-এর খুতবা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এ চরম মুহূর্তে উম্মতকে রক্ষা করেছেন। উমর রাযি. জনগণকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এমন কিছু মানুষ আছে যাদের অন্তরে কপটতা রয়েছে। আল্লাহ্ তাদের ফাঁদ থেকে উম্মতকে রক্ষা করেছেন। এবং আবূ বকর রাযি. লোকদিগকে সত্য সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। হক ও ন্যায়ের পথ নির্দেশ করেছেন, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তারপর সাহাবায়ে কেরামও আয়াত পড়তে পড়তে প্রস্থান করেছেনঃ মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রাসূলগণ গত হয়েছেন .... কৃতজ্ঞ বান্দাদের। (৩ : ১৪৪)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো এতে সকল সাহাবায়ে কেরামের তুলনায় হযরত আবু বকর রাযি.এর ফজীলতের আলোচনা রয়েছে। কারণ সকলের পূর্বে আবু বকর রাযি.এর আলোচনাকে অগ্রগন্য করা হয়েছে। সুতরাং তিনি রাসূল ﷺ এর খলীফা হলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫১৭-৫১৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। ইতি পূর্বে হাদীসটি ১৬৬ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। এবং সামনে ৬৪০, ৬৪১, ও ৮৫১ পৃষ্ঠায় আসবে।

সহজ তাশরীহ : ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারীর ৮ম খন্ডর ৫৪০-৫৪১ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى. عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ. قَالَ قُلْتُ لأَبِي أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ. قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ. وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ قَالَ مَا أَنَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

সহজ তরজমা

৩৪২৩. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ. .... মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়া রাযি. বলেন, আমি আমার পিতা আলী রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺএর পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে ? তিনি বললেন, আবূ বকর রাযি.। আমি বললাম, এর পর কে ? তিনি বললেন, উমর রাযি.। আমার আশংকা হল যে, এরপর তিনি উসমান রাযি. এর নাম বলবেন, তাই (তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে) আমি বললাম, তারপর আপনি ? তিনি বললেন, না, আমি তো মুসলিমদের একজন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫১৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالُوا أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِي، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ، فَتَيَمَّمُوا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

সহজ তরজমা

৩৪২৪. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ. ...... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে এক যুদ্ধ সফরে গিয়েছিলাম। আমরা যখন বায়দা অথবা যাতুল জায়েশ নামক স্থানে গিয়েছিলাম, তখন আমার হারটি গলা থেকে ছিড়ে যায়। হার তালাশ করার জন্য নবী করীম ﷺ সেখানে অবস্থান করেন। এজন্য সাহাবীগণও তার সঙ্গে সেখানে অবস্থান করেন। সেখানে পানি ছিল না এবং তাদের সাথেও পানি ছিল না। তাই সাহাবীগণ আবু বকর রাযি.-এ নিকট এসে বললেন, আপনি কি দেখছেননা, আয়েশা রাযি. কি করলেন ? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার সঙ্গে সাহাবীগণকে এমন স্থানে অবস্থান করালেন যেখানে পানি নেই এবং তাদের সাথেও পানি নেই। তখন আবু বকর রাযি. আমার নিকট আসলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি (আবু বকর রাযি.) আমাকে বলতে লাগলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এবং সাহাবীগণকে এমন এক স্থানে আটকিয়ে রেখেছ, যেখানে পানি নেই এবং তাদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা রাযি. বলেন, তিনি আমাকে অনেক ভৎর্সনা করলেন। এক পর্যায়ে তিনি হাত দ্বারা আমার কোমরে খোচা মারতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুর উপর মাথা রেখে শুয়ে থাকার করণে আমি নড়াচড়াও করতে পারছিলাম না। এরূপ পানি না থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে রইলেন। (ফজরের সালাতের সময় হল অথচ পানির কোন ব্যবস্থা নেই।) তখন আল্লাহ্ পাক তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন এবং সকলেই তাইয়াম্মুম করলেন। উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. বলেন, হে আবু বকর রাযি.-এর পরিবারবর্গ, এটা আপনাদের প্রথম (একমাত্র) বরকত নয় ; (ইতিপূর্বেও আমরা এ পরিবার দ্বারা আরো বরকত পেয়েছি।) আয়েশা রাযি. বলেন, এরপর আমরা সে উটটিকে উঠালাম, যে উটের উপর আমি সাওয়ার ছিলাম। তখন হারটি তার নীচে পাওয়া গেল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল তা গ্রহন করা হবে হাদীসাংশ ماهی باول بر کتکم یاال ابی بکر থেকে। কারণ এতে বলা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর রাযি. এর পরিবার দ্বারা ইতিপূর্বেও অনেক বরকত লাভ হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫১৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৪৮ পৃষ্ঠায় অতিত হয়েছে। এবং সামনে ৫৩২ ৬৫৯, ৬৬৩, ৭৭৬, ৭৯০, ৮৭৪ এবং ১০১২ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ ". تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَاضِرٌ عَنِ الأَعْمَشِ.

সহজ তরজমা

৩৪২৫. আদম ইবন্ আবু ইয়াস রহ. .... সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর উম্মতকে লক্ষ্য করে) বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করো না। তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, তবে তাদের এক মুদ বা অর্ধমুদ-এর সমপরিমাণ সাওয়াব হবে না। জারীর আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ, আবূ মুয়াবিয়া ও মুহাযির রহ আমাশ রহ থেকে হাদীস বর্ণনায় শুবা রহ-এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসটি বিশেষভাবে হযরত আবু বকর রাযি.এর ফযীলতের উপর দালালত করেনা বরং সকল সাহাবায়ে কেরামের সমষ্টিগত ফজীলত বর্ণনা করে। তাই শিরোনামের সাথে হাদীসটি ওৎপ্রোত ভাবে জড়িত মনে হয় না। কিন্তু হাদীসটি যখন সকল সাহাবায়ে কেরাম কে গালিগালাজ করা হারাম হওয়ার উপর দালালত করে তো হযরত আবু বকর রাযি.কে গালিগালাজ করা তো আরো উত্তম ভাবেই হারাম হবে। কেননা,এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হয়েছে যে,হযরত আবু বকর রাযি.সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এবং তার পরিবার পরিজন রাসূল ﷺ এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ। এ হিসেবে শিরোনামের সাথে মিল বাস্তবায়িত হয়। (উমদা)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫১৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ أَبُو الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ، فَقُلْتُ لأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا. قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا خَرَجَ وَوَجَّهَ هَا هُنَا، فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ، فَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ، وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، فَقُلْتُ لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ. فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ. فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ " ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ". فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ ادْخُلْ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ. فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى اللهعليه وسلم ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلاَنٍ خَيْرًا ـ يُرِيدُ أَخَاهُ ـ يَأْتِ بِهِ. فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ. فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ. ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ،

https://e-ilm.weebly.com/

فَقُلْتُ هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ " ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ " . فَجِئْتُ فَقُلْتُ ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ. فَدَخَلَ. فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ. وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ. ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ. فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلاَنٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ. فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ. فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ. فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ. فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ " ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ " فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ. فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ. فَجَلَسَ وُجَاهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ. قَالَ شَرِيكٌ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ.

সহজ তরজমা

৩৪২৬. মুহাম্মদ ইবনে মিসকীন রহ. .... আবূ মূসা আশ'আরী রাযি. বর্ণিত যে, তিনি একদিন ঘরে অজু করে বের হলেন এবং (মনে মনে স্থির করলেন) আমি আজ সারাদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর সাথে কাটাব, তার থেকে পৃথক হব না। তিনি মসজিদে গিয়ে নবী করীম ﷺ-এর খবর নিলেন। সাহাবীগণ বললেন, তিনি এদিকে বেরিয়ে গেছেন। আমিও ঐ পথ ধরে তাঁর অনুগমন করলাম। তাঁর খোঁজ জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলাম। তিনি শেষ পর্যন্ত আরীস কূপের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। আমি (কূপে প্রবেশের) দরজার নিকট বসে পড়লাম। দরজাটি খেজুরের শাখা দিয়ে তৈরী ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর প্রয়োজন (ইস্তিনজা) সেরে অযু করলেন, তখন আমি তাঁর নিকটে দাঁড়ালাম এবং দেখতে পেলাম তিনি আরীস কূপের কিনারার বাঁধের মাঝখানে বসে হাঁটু পর্যন্ত পা দু'টি খুলে কূপের ভিতরে ঝুলিয়ে রেখেছেন, আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং ফিরে এসে দরজায় বসে রইলাম এবং মনে মনে স্থির করে নিলাম যে, আজ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দারোয়ানরূপে (পাহারাদারের) দায়িত্ব পালন করব। এ সময় আবূ বকর রাযি. এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে ? তিনি বললেন, আবূ বকর। আমি বললাম থামুন, (আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসি) আমি গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ বকর রাযি. ভিতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, ভিতরে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি ফিরে এসে আবূ বকর রাযি. কে বললাম, ভিতরে আসুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। আবূ বকর রাযি. ভিতরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ডানপাশে কূপের কিনারায় বসে দু'পায়ের কাপড় হাঁটু পর্যন্ত উঠায়ে নবী করিম ﷺ এর ন্যায় কূপের ভিতর ভাগে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসে পড়েন। আমি ফিরে এসে (দরজার পাশে) বসে পড়লাম। আমি (ঘর হতে বের হওয়ার সময়) আমার ভাইকে অযু করছে অবস্থায় রেখে এসেছিলাম। তারও আমার সাথে মিলিত হওয়ার কথা ছিল। তাই আমি (মনে মনে) বলতে লাগলাম, আল্লাহ যদি তার (ভাইয়ের) মঙ্গল চান তবে তাকে নিয়ে আসুন। এমন সময় এক ব্যক্তি দরজা নাড়তে লাগল। আমি বললাম, কে ? তিনি বললেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাব। আমি বললাম, অপেক্ষা করুন, (আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসি)। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে সালাম পেশ করে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ। উমর ইবনে খাত্তাব (ভিতরে আসার) অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি এসে তাকে বললাম, ভিতরে আসুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। তিনি ভিতরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বামপাশে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় উঠায়ে কূপের ভিতর দিকে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসে গেলেন। আমি আবার ফিরে আসলাম এবং বলতে থাকলাম আল্লাহ যদি আমার ভাইয়ের মঙ্গল চান, তবে যেন তাকে নিয়ে আসেন। এরপর আর এক ব্যক্তি এসে দরজা নাড়তে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কে? তিনি বললেন, আমি উসমান ইবনে আফফান। আমি বললাম, থামুন (আমি অনুমতি নিয়ে আসছি) নবী করীম ﷺ এর খেদমতে গিয়ে জানালাম। তিনি বললেন, তাকে ভিতরে আসতে বল এবং তাকেও জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়ে দাও। তবে (দুনিয়াতে তার

https://e-ilm.weebly.com/

উপর) কঠিন পরীক্ষা হবে। আমি এসে বললাম, ভিতরে আসুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিচ্ছেন ; তবে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে। তিনি ভিতরে এসে দেখলেন, কূপের কিনারায় খালি জায়গা নাই। তাই তিনি নবী ﷺ এর সম্মুখে অপর এক স্থানে বসে পড়লেন। শরীক রহ. বলেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রহ বলেছেন, আমি এর দ্বারা (পরবর্তী কালে) তাদের কবর এরূপ হবে এই অর্থ করেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে পাওয়া যায় যে,এ হাদীসে শ্রেষ্ঠতম তিনজন সাহাবা তথা আবু বকর উমর ও উসমান রাযি.আর এর আলোচনা করা হয়েছে। এটা তো সর্বস্বীকৃত বিষয় যে,তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর রাযি.শ্রেষ্ঠ ছিলেন,কারণ জান্নাতের সুসংবাদ সম্বলিত হাদীসের মধ্যে আবু বকর রাযি.এর নাম সর্বাগ্রে এবং তিনি রাসূল ﷺ এর ডান পাশে উপবেশন করতেন বিধায় তার মর্যদা অপর দুইজনের চেয়ে বেশী। এ বিশেষ বৈশিষ্টের প্রতি ইঙ্গিত করার লক্ষেই হাদীসটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

القف এর অর্থ হলো কূপের আশ পাশ। (ফয়জুল বারী)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫১৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতি পূর্বে তা ৫০৯ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। এবং সামনে ৫২২, ৫২৩, ৯১৮, ১০৫১ ও ১০৭৮ পৃষ্ঠায় আসছে। ইমাম মুসলিম রহ.ফাজায়েল অধ্যায়ে তা বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ "اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ".

সহজ তরজমা

৩৪২৭. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. .... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত যে, (একবার) নবী করীম ﷺ আবু বকর, উমর, উসমান রাযি. ওহুদ পাহাড়ে আরোহণ করেন। পাহাড়টি (তাঁদেরকে ধারণ করে আনন্দে) নড়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে ওহুদ, স্থির হও। তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ রয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো وصديق শব্দের দ্বারা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে ৫২১ও ৫২৩ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا صَخْرٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "بَيْنَمَا أَنَا عَلَى بِئْرٍ أَنْزِعُ مِنْهَا جَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْوَ، فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ، فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، فَنَزَعَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ". قَالَ وَهْبٌ الْعَطَنُ مَبْرَكُ الإِبِلِ. يَقُولُ حَتَّى رَوِيَتِ الإِبِلُ فَأَنَاخَتْ.

সহজ তরজমা

৩৪২৮. আহমদ ইবনে সাঈদ আবূ আবদুল্লাহ রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদা (স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে) আমি একটি কূপ থেকে (বালতি দিয়ে)

https://e-ilm.weebly.com/

পানি টেনে তুলছি। তখন আবূ বকর ও উমর রাযি. আসলেন। আবূ বকর রাযি. আমার হাত থেকে বালতি তার হাতে নিয়ে এক বালতি কি দু'বালতি পানি টেনে তুললেন। তার উঠানোতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিন। তারপর (উমর) ইবনে খাত্তাব রাযি. বালতি আবূ বকরের হাত থেকে নিলেন, তার হাতে যাওয়ার সাথে সাথে বালতিটি বৃহদাকার হয়ে গেল। কোন শক্তিশালী বাহাদুরকে তার মত পানি উঠাতে আমি দেখিনি। লোকজন তাদের উটগুলিকে তৃপ্তি ভরে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল। ওয়াহাব (রাবী) বলেন, الْعَطَنُ অর্থ উটশালা। এমনকি উটগুলি পানি পানে তৃপ্ত হয়ে বসে পড়ল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এ হিসেবে যে,এতে এ ইঙ্গিত বিদ্যমান যে,রাসূল ﷺ এর পর খেলাফতের আসনে সমাসীন হবেন হযরত আবূ বকর ছিদ্দিক রাযি.আর তার খেলাফত হযরত উমর ও অন্যান্যদের উপর অগ্রগন্য হওয়াটাই একথার প্রমাণ যে, তিনি উত্তম।

হাদীসের পুনরাবৃত্তিঃ হাদীসটি এখানে ৫১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৫১৩ পৃঃ অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫২০ ও ১০৩৯ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْمَكِّيُّ. عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي قَوْمٍ. فَدَعَوُا اللهَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَدْ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ. إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكِبِي. يَقُولُ رَحِمَكَ اللهُ. إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ. لأَنِّي كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ كُنْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وَانْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. فَإِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَهُمَا. فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

সহজ তরজমা

৩৪২৯. অলীদ ইবনে সালিহ রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমিও ঐ দলের সাথে দু'আয় রত ছিলাম, যারা উমর ইবনে খাত্তাবের জন্য দু'আ করেছিল। তখন তাঁর মরদেহটি খাটের উপর রাখা ছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি হঠাৎ আমার পিছন দিক থেকে তার কনুই আমার কাঁধের উপর রেখে উমর রাযি.- কে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। আমি অবশ্য এ আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ্ আপনাকে আপনার উভয় সঙ্গীর সাথেই রাখবেন। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বহুবার বলতে শুনেছি, আমি এবং আবূ বকর ও উমর এক সাথে ছিলাম, আমি এবং আবূ বকর ও উমর এ কাজ করেছি। আমি ও আবূ বকর এবং উমর (একসাথে) চলেছি। আমি এ আশাই পোষণ করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তাদের উভয়ের সঙ্গেই রাখবেন। আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি হলেন, আলী ইবনে আবূ তালিব রাযি.।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এ হিসাবে যে,এ হাদীসটি শায়খাইনের তথা হযরত আবু বকর ও উমর রাযি.এর ফজীলতের উপর দালালত করে। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হযরত আবু বকর রাযি.এর ফজীলত বর্ণনা করা। কারন তার ফজীলত তো উমর রাযি.ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে বেশী। কেননা,তিনি সর্বক্ষেত্রে অগ্রগন্য এমনকি রাসূলের আলোচনার ক্ষেত্রে ও তিনি সর্বাগ্রে থাকতেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে ৫২০-৫২১ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ أَشَدِّ، مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيدًا، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَفَعَهُ عَنْهُ فَقَالَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ.

সহজ তরজমা

৩৪৩০. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ কূফী রহ. .... উরওয়া ইবনে যুবায়র রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সর্বাধিক কঠোর আচরণ কি করেছিল ? তিনি বললেন, আমি উকবা ইবনে আবূ মুআইতকে দেখেছি: সে নবী করীম ﷺ এর নিকট আসল যখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। সে নিজের চাদর দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গলদেশে জড়িয়ে শক্তভাবে চেপে ধরল। আবূ বকর রাযি. এসে উকবাকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহই আমার রব। যিনি তাঁর দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে তোমাদের রবের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি (মুজিযা) সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ فجاء اليوم........حتى دفعه থেকে গ্রহণ করা যায়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে৫১৯-৫২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে ৫৪৪ ও ৭১১ পৃষ্ঠায় আসছে।

بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَبِي حَفْصٍ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২০৯১. পরিচ্ছেদ : হযরত আবু হাফস উমর ইবনুল খাত্তাব আল কুরাশী আল আদাবী রাযি.-এর ফজিলত সম্পর্কিত

আবু হাফস তার উপনাম, উপাধি ফারুক। আবু ইসহাক কর্তৃক প্রনীত সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হযরত উমর রাযি.এর উপনাম আবু হাফস স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রদানকৃত। (ফতহুলবারী)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشَفَةً، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا بِلاَلٌ. وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِعُمَرَ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ ". فَقَالَ عُمَرُ بِأُمِّي وَأَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْكَ أَغَارُ

সহজ তরজমা

৩৪৩১. হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল রহ. .... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺবলেছেন, আমি স্বপ্নে আমাকে দেখতে পেলাম যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করছি। হঠাৎ আবূ তালহা রাযি.-এর স্ত্রী রুমায়সাকে দেখতে পেলাম এবং আমি একটি পদচারণার শব্দও শুনতে পেলাম। তখন আমি বললাম, এই ব্যক্তি কে ? এক ব্যক্তি বলল, তিনি বিলাল রাযি.। আমি একটি প্রাসাদও দেখতে পেলাম যার আঙ্গিনায় এক মহিলা রয়েছে। আমি বললাম, ঐ প্রাসাদটি কার ? এক ব্যক্তি বলল, প্রাসাদটি উমর ইবনে খাত্তাবের রাযি.। আমি প্রাসাদটিতে প্রবেশ করে (সব কিছু) দেখার ইচ্ছা করলাম। তখন তোমার (উমর রাযি.) সুক্ষ্ম মর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করলাম। উমর রাযি. (এ কথা শুনে) বললেন, আমার বাপ-মা আপনার উপর কুরবান, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছেও কি মর্যাদাবোধ প্রকাশ করতে পারি ?

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ ورايت قصرا الخ। অর্থাৎ, রাসূল ﷺ জান্নাতে হযরত উমর রাযি.এর বালাখানা দেখেছেন। এটাই তার ফজীলত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে বিবাহ অধ্যায় ৭৮৬ ও ১০৪০ পৃষ্ঠায় আসছে। এবং মুসলিম শরীফে ফাযায়েল অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ قَالَ " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ. فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ. فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا " . فَبَكَى وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللهِ

সহজ তরজমা

৩৪৩২. সাঈদ ইবনে আবূ মারইয়াম রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, একবার আমি ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে আমি নিজেকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। আমি দেখলাম, একজন মহিলা একটি প্রাসাদের আঙ্গিনায় (বসে) অযু করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ প্রাসাদটি কার ? ফিরিশ্তাগণ বললেন, তা উমর রাযি.-এর। আমি উমর রাযি. সূক্ষ্ম মর্যাদা বোধের স্মরণ করে ফিরে এলাম। উমর রাযি. (তা শুনে) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আপনার কাছে কি মর্যাদাবোধ দেখাব ইয়া রাসূলাল্লাহ ?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে ৪৬০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে এবং সামনে ৭৮৭ ও ১০৪০ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. عَنْ يُونُسَ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ شَرِبْتُ. يَعْنِي اللَّبَنَ. حَتَّى أَنْظُرُ إِلَى الرِّيِّ يَجْرِي فِي ظُفُرِي أَوْ فِي أَظْفَارِي. ثُمَّ نَاوَلْتُ عُمَرَ " . فَقَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ قَالَ " الْعِلْمَ " .

সহজ তরজমা

৩৪৩৩. মুহাম্মদ ইবনে সালত আবূ জাফর-কূফী রহ. .... হামযা রহ-এর পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। (স্বপ্নে) দুধ পান করতে দেখলাম যে, তৃপ্তির চিহ্ন যেন আমার নখগুলির মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছিল। তারপর দুধ (পান করার জন্য) উমর রাযি.-কে দিলাম। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ? তিনি বললেন, ইলম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ১০৩৭, ১০৩৮, ১০৪০, ও ১০৪১ পৃষ্ঠায় আসছে এবং পূর্বে হাদীসটি ১৮ পৃষ্ঠায় অতিত হয়েছে। ইলম ও দুধে সামঞ্জস্যতার জন্য দ্রষ্টব্য, নাসরুল বারী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪২৫

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ سَالِمٍ. عَنْ سَالِمٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " أُرِيتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكْرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ.

https://e-ilm.weebly.com/

فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ نَزْعًا ضَعِيفًا، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ. ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنٍ". قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ الْعَبْقَرِيُّ عِتَاقُ الزَّرَابِيِّ. وَقَالَ يَحْيَى الزَّرَابِيُّ الطَّنَافِسُ لَهَا خَمْلٌ رَقِيقٌ {مَبْثُوثَةٌ} كَثِيرَةٌ. وَهُوَ سَيِّدُ الْقَوْمِ أَعْنِي الْعَبْقَرِيَّ

সহজ তরজমা

৩৪৩৪. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর রহ. .... আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, একটি কূপের পাড়ে বড় বালতি দিয়ে পানি তুলছি। তখন আবূ বকর রাযি. এসে এক বালতি বা দু'বালতি পানি তুললেন। তবে পানি তোলার মধ্যে তাঁর দুর্বলতা ছিল আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন। তারপর উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এলেন। বালতিটি তাঁর হাতে গিয়ে বৃহদাকারে পরিণত হল। তাঁর মত এমন বলিষ্ঠভাবে পানি উঠাতে আমি কোন বাহাদুরকেও দেখিনি। এমনকি লোকেরা পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানি পান করে আবাসে বিশ্রাম নিল। ইবনে জুবাইর রাযি. বলেন, الْعَبْقَرِيُّ হল উন্নত মানের সুন্দর বিছানা। ইয়াহ্ইয়া রহ বলেন, الزَّرَابِيُّ হল মখমলের সূক্ষ্ম সূতার তৈরী বিছানা। مَبْثُوثَةٌ অর্থ প্রসারিত। আর الْعَبْقَرِيَّ হল গোত্র নেতা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قُمْنَ فَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلاَءِ اللاَّتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ ". فَقَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، أَتَهَبْنَنِي وَلاَ تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَ نَعَمْ. أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِيهًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ إِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ ".

সহজ তরজমা

৩৪৩৫. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ও আলী ইবনে আবুদল্লাহ রহ. .... সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর সঙ্গে কুরাইশের কতিপয় মহিলা কথা বলছিলেন এবং তাঁরা বেশী পরিমাণ দাবী-দাওয়া করতে গিয়ে তাঁর আওয়াযের চেয়ে তাদের আওয়ায উচ্চকণ্ঠ ছিল। যখন উমর ইবনে খাত্তাব প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখন তাঁরা (মহিলাগণ) উঠে দ্রুত পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি

https://e-ilm.weebly.com/

দিলেন। উমর রাযি. ঘরে প্রবেশ করলে, রাসূলে করীম ﷺ হাসছিলেন। উমর রাযি. বললেন, আল্লাহ আপনাকে সদা হাস্য রাখুন ইয়া রাসূলাল্লাহ। নবী করীম ﷺ বললেন, মহিলাদের কান্ড দেখে আমি অবাক হচ্ছি, তাঁরা আমার কাছে ছিল, অথচ তোমার আওয়ায শুনা মাত্র তারা সব দ্রুত পর্দার অন্তরালে চলে গেল। উমর রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনাকেই- অধিক ভয় করা উচিত। তারপর উমর রাযি. ঐ মহিলাগণকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে নিজ ক্ষতিসাধনকারী মহিলাগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর, অথচ আল্লাহর রাসূলকে ভয় কর না ? তারা উত্তরে বললেন, আপনি রাসূল করীম ﷺ থেকে অনেক রূঢ় ভাষী ও কঠিন হৃদয়ের। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ ঠিকই হে ইবনে খাত্তাব ! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, শয়তান যখনই কোন পথে তোমাকে দেখতে পায় তখনই তোমার ভয়ে এ পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে যায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ الذى نفسى بيده الخ, এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। ইতি পূর্বে হাদীসটি ৪৬৫ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। এবং সামনে ৮৯৯ পৃষ্ঠায় আসছে।

সহজ তাশরীহ : হাদীসাংশ عنده نسوة من قريش الخ, এতে نسوة দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ এর পবিত্র স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য। আর يستكثرنه, দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ তাদেরকে খোরপোষ যা দিতেন তারা তা থেকে অতিরিক্ত কামনা করত। আর মুসলিম শরীফ ইবারতের অর্থ হলো তারা রাসূলের নিকট খোরপোষ উচু আওয়াজের চাইতে হয়তো কোরআনের ঐ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ এর সামনে আওয়ায উচু করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। অথবা উচু আওয়াজে কথা বলা তাদের স্বভাব ছিল।

সারকথা ১. হয়তো এ ঘটনা রাসূলের সামনে আওয়াজ উচু করার নিষেধাজ্ঞা অবতির্ণ হওয়ার পূর্বের। ২. অথবা পরের। তবে আয়াতে আওয়াজ উচু করার হুরমতের সম্পর্ক শুধু মাত্র পুরুষদের সাথে। ৩. এ সম্ভাবনাও বিদ্যমান যে, রাসূলে কারীম ﷺ এর অপরিসীম অনুগ্রহ ও দয়ার কারনে ঐ সকল সহ ধর্মিনীগণের এ হুশই ছিলনা যে, রাসূল ﷺ এর দরবারের আদব বা শিষ্টাচার কী?

হাদীসে عالية শব্দটি حال হিসেবে نصب বিশিষ্ট আর رفع, হওয়াও জায়েয। তখন نسوة এর ছিফাত হবে। (উমদা) إيه শব্দটির হামজাতে যের এবং হা (ه) তে তানভীন যুক্ত যের। আর إيها শব্দটির হামজাতে যের ও ইয়া (ى) তে ছাকীন এবং হা তে তানভীন যুক্ত যবর। (উমদা) فج অর্থ পাহাড়ের দুই অংশের মাঝে প্রশস্ত রাস্তা বহুবচন فجاج (লুগাতুল কোরআন)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا قَيْسٌ. قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ.

সহজ তরজমা

৩৪৩৬. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেদিন উমর রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন থেকে আমরা অতিশয় বলবান ও মর্যাদাশীল হয়ে আসছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৫৪৫ পৃষ্ঠায় আসছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَجُلٌ آخِذٌ مَنْكِبِي، فَإِذَا عَلِيٌّ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، وَقَالَ مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أَلْقَى اللهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَايْمُ اللهِ، إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَحَسِبْتُ أَنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

সহজ তরজমা

৩৪৩৭. আবদান রহ. ..... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রাযি.-এর লাশ খাটের উপর রাখা হল। খাটটি কাঁধে তোলে নেয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত লোকজন তা ঘিরে দু'আ পাঠ করছিল। আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। হঠাৎ একজন আমার কাঁধের উপর হাত রাখায় আমি চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম, তিনি আলী রাযি.। তিনি উমর রাযি.-এর জন্য আল্লাহর অশেষ রহমতের দু'আ করছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে উমর, আমার জন্য আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় এমন কোন ব্যক্তি আপনি রেখে যাননি, যার আমলের অনুসরণ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করব। আল্লাহর কসম। আমার এ বিশ্বাস যে, আল্লাহ আপনাকে (জান্নাতে) আপনার সঙ্গীদ্বয়ের সাথে রাখবেন। আমার মনে আছে, আমি বহুবার নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি, আবূ বকর ও উমর গেলাম। আমি, আবূ বকর ও উমর প্রবেশ করলাম এবং আমি, আবূ বকর ও উমর বের হলাম ইত্যাদি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ ذهبت انا وابوبكر وعمر الخ এর সাথে শিরোনামের মিল রয়েছে। কারণ এখানে রাসূল ﷺ নিজের সাথে আবু বকর ও উমর উভয়কেই মিলিয়েছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২০-৫২১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৫১৯ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، وَقَالَ، لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، وَكَهْمَسُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أُحُدٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، قَالَ "اثْبُتْ أُحُدُ فَمَا عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدَانِ".

সহজ তরজমা

৩৪৩৮. মুসাদ্দাদ রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম ﷺ ওহুদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর ও উসমান রাযি.। তাদেরকে (ধারণ করতে পেরে) নিয়ে পাহাড়টি (আনন্দে) নেচে উঠল। রাসূলুল্লাহ ﷺ পাহাড়কে পায়ে আঘাত করে বললেন, হে ওহুদ, স্থির হও। তোমার উপর নবী সিদ্দীক ও শহীদ ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হল উমর শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে ৫১৯ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫২৩ পৃষ্ঠায় আসছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ. قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ. هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ. حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ سَأَلَنِي ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ. شَأْنِهِ. يَعْنِي عُمَرَ. فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ. مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ حِينَ قُبِضَ كَانَ أَجَدَّ وَأَجْوَدَ حَتَّى انْتَهَى مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

সহজ তরজমা

৩৪৩৯. ইয়াহইয়া ইবনে সুলায়মান রহ. ...... আসলাম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে উমর রাযি. আমাকে উমর রাযি.-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি (ইবনে উমর রাযি.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পরে কাউকে (এসব গুণের অধিকারী) আমি দেখিনি। তিনি (উমর রাযি.) অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত, দানশীল ছিলেন। এসব গুণাবলী যেন উমর রাযি. পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো مارأيت احد الخ শব্দে। যাতে হযরত উমর রাযি.এর ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। **হাদিসের পুনরাবৃত্তি :** হাদীসটি এখানে ৫২১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ ثَابِتٍ. عَنْ أَنَسٍ. رضي الله عنه. أَنَّ رَجُلاً. سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ السَّاعَةِ. فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ "وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا". قَالَ لاَ شَيْءَ إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ. فَقَالَ "أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ". قَالَ أَنَسٌ فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ "أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ". قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ. وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ.

সহজ তরজমা

৩৪৪০. সুলায়মান ইবনে হারব রহ. ...... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামত কখন হবে ? তিনি বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কি (পাথেয়) সংগ্রহ করেছ ? সে বলল, কোন কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (আন্তরিকভাবে) মহব্বত করি। তখন তিনি বললেন, তুমি (কিয়ামতের দিন) তাঁদের সাথেই থাকবে যাঁদেরকে তুমি মহাব্বত কর। আনাস রাযি. বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কথা দ্বারা আমরা এত আনন্দিত হয়েছি যে, অন্য কোন কথায় এত আনন্দিত হইনি। আনাস রাযি. বলেন,আমি নবী করীম ﷺ কে মহব্বত করি এবং আবূ বকর ও উমর রাযি. কেও। আশা করি তাঁদেরকে আমার মহব্বতের কারণে তাদের সাথে জান্নাতে বসবাস করতে পারব; যদিও তাঁদের আমলের মত আমল করতে পারিনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদীসে হযরত আনাস রাযি. ভালাবাসার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ হযরত আবু বকর ও উমর রাযি.কে শামিল করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৯১১, ৯১২, ১০৫৯ পৃষ্ঠায় আসছে। ইমাম মুসলিম রহ.কিতাবুল আদাবে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাশরীহ : হাদীসে فرحنا শব্দটির راء ও حاء হরফে যবর হলে তা مصدر হবে। অর্থ হবে كفرحنا কিন্তু نصب হবে بنزع الخافض এর মূলনীতির ভিত্তিতে।

ان رجلا سأل এক বাক্যে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি কে? এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা আইনী রহ.ও হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, তিনি ছিলেন ذوالخويصرة ইয়ামানী যিনি মসজিদে নববীতে পেশাব

করে দিয়েছিলেন। বুখারীর অপর এক হাদীসে আসতেছে যে এ প্রশ্নকারী ছিলেন একজন বেদুঈন অপর একটি উক্তি হলো প্রশ্নকারী ছিলেন হযরত আবু মুসা আশআরী অথবা আবুদ্দারদার রাযি.। এটাও সম্ভব যে,ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন হবে। এবং এ ধরনের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত উলিখিত সকলেই থাকবেন। অধিক ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য ফতহুল বারী ও আইনী।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ ". زَادَ زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرُ ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ مُحَدَّثٍ.

সহজ তরজমা

৩৪৪১. ইয়াহইয়া ইবনে কাযাআ' রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে অনেক মুহাদ্দাস (যার অন্তরে সত্য কথা অবতীর্ণ হয়) ব্যক্তি ছিলেন। আমার উম্মতের মধ্যে যদি কেউ মুহাদ্দাস হন তবে সে ব্যক্তি উমর।যাকারিয়া রহ... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈলের মধ্যে এমন কতিপয় লোক ছিলেন, যাঁরা নবী ছিলেন না বটে তবে ফিরিশতাগণ তাঁদের সাথে কথা বলতেন। আমার উম্মতে এমন কোন লোক হলে সে হবে উমর রাযি.। ইবন আব্বাস রাযি. (কুরআনের আয়াত) অতিরিক্ত বলেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৪৯৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

সহজ তাহকীক : محدث দাল হরফে তাশদীদ যুক্ত যবর হলে এমন বুযুর্গ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যার প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এলহাম হয়ে থাকে। অথবা অর্থ হলো যে ব্যক্তি নুবুওয়্যাত ছাড়া ফেরেস্তার সাথে কথা বলেন,অথবা এমন ব্যক্তি যার সিদ্ধান্ত সাধারনত সত্য ও সঠিক হয়ে থাকে অর্থাৎ,যার মুখ থেকে আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর ফয়সালা বের হয়। (আল্লাহই অধিক অবগত)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالاَ سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهَا حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي ". فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ". وَمَا ثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

সহজ তরজমা

৩৪৪২. আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদিন এক রাখাল তার বকরীর পালের সাথে ছিল। হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ পাল আক্রমন করে একটি বকরী নিয়ে গেল। রাখাল বাঘের পিছনে ধাওয়া করে বকরীকে উদ্ধার করে আনল। তখন বাঘ রাখালকে বলল, যখন আমি ছাড়া অন্য কেউ থাকবেনা তখন হিংস্রে জন্তুদের আক্রমণ থেকে তাদেরকে কে রক্ষা করবে? (তা শুনে) সাহাবীগণ বললেন, সুবহানাল্লাহ। (বাঘ কথা বলে) কখন নবী করীম ﷺ বললেন, আমি তা বিশ্বাস করি এবং আবূ বকর ও উমরও বিশ্বাস করে। অথচ তাঁরা কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৩১২, ৪৭৯ ও ৫১৭ পৃষ্ঠায় অতিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ عُقَيْلٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. ﷺ. قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ. فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ. وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ. وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ اجْتَرَّهُ ". قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ " الدِّينَ ".

সহজ তরজমা

৩৪৪৩. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রহ. ..... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম, অনেক লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হল। তাদের গায়ে (বিভিন্ন রকমের) জামা ছিল। কারো কারো জামা এত ছোট ছিল যে, কোন প্রকারে বুক পর্যন্ত পৌছেছে। আবার কারো জামা এর চেয়ে ছোট ছিল। আর উমর রাযি.-কেও আমার সামনে পেশ করা হল। তাঁর শরীরে এত লম্বা জামা ছিল যে, সে জামাটি হিঁচড়াইয়া চলতেছিল। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এ স্বপ্নের কি তাবীর (ব্যাখ্যা) করলেন। তিনি বললেন, দীনদারী (ধর্মপরায়ণতা)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এ হিসেবে যে,তাতে উমর রাযি.এর ফজীলত বর্ণিত রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৮, পৃষ্ঠায় অতিত হয়েছে। আর সামনে ১০৩৭ ও ১০৩৮ পৃষ্ঠায় আসছে।

সহজ তাহকীক : পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তর সহ দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী প্রথম খন্ড ২৬০ পৃষ্ঠায়।

حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ. قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْلَمُ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. وَكَأَنَّهُ يُجَزِّعُهُ. يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ. ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ. ثُمَّ صَحِبْتَ أَبَا بَكْرٍ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ. ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ. ثُمَّ صَحِبْتَ صَحَبَتَهُمْ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ. وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ. قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِضَاهُ. فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِنَ اللهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَيَّ. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضَاهُ. فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِنَ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنَّ بِهِ عَلَيَّ. وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي. فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْلِ أَصْحَابِكَ. وَاللهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ. قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بِهَذَا.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৪৪৪. সালত ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উমর রাযি. (আবূ লুলু গোলামের খঞ্জরের আঘাতে) আহত হলেন, তখন তিনি বেদনা অনুভব করছিলেন। তখন তাঁকে সান্তনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলতে লাগলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, এ আঘাত জনিত কারণে (আল্লাহ না করুন) যদি আপনার কিছু (মৃত্যু) ঘঠে (তাতে চিন্তা-ভাবনা) বা দুঃখের কোন কারণ নেই)। আপনি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর সাহচর্যের হক উত্তমরূপে আদায় করেছেন। এরপর (তাঁর থেকে) আপনি এ অবস্থায় পৃথক হয়েছেন, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। তারপর আপনি আবূ বকর রাযি.-এর সাহচর্য লাভ করেন এবং এর হকও উত্তমরূপে আদায় করেন। এরপর (তাঁর থেকে) আপনি এ অবস্থায় পৃথক হয়েছেন যে, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। তারপর আপনি (খলীফা মনোনীত হয়ে) সাহাবায়ে কেরামের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাদের হকও উত্তমরূপে আদায় করেছেন। যদি আপনি তাদের থেকে পৃথক হয়ে পড়েন তবে আপনি অবশ্যই তাদের থেকে এমন অবস্থায় পৃথক হবেন যে, তাঁরাও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। উমর রাযি. বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য ও সন্তুষ্টি লাভ সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছ, তাতো আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, যা তিনি আমার প্রতি করেছেন। এবং আবূ বকর রাযি.-এর সাহচর্য ও সন্তুষ্টি লাভের ব্যাপারে যা তুমি উল্লেখ করেছ তাও একমাত্র মহান আল্লাহর অনুগ্রহ যা তিনি আমার উপর করেছেন। আর আমার যে অস্থিরতা তুমি দেখেছ তা তোমার এবং তোমার সাথীদের কারণেই। আল্লাহর কসম, আমার নিকট যদি দুনিয়া ভর্তি স্বর্ণ থাকত তবে আল্লাহর আযাব দেখার পূর্বেই তা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফিদয়া হিসাবে এসব বিলিয়ে দিতাম। হাম্মাদ রহ. ..... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর রাযি.-এর কাছে প্রবেশ করলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ لقد صحبت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ থেকে اما ماذكرت من صحبة رسول الله ﷺ পর্যন্ত ইবারতে বর্ণিত। আর তা হলো হযরত উমরা রাযি.এর এটা একটা বড় ফজীলত যে, তিনি রাসূল ﷺ এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং মৃত্যুর সময় তিনি তার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২১ থেকে ৫২২ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

হযরত ফারুকে আর্জন রাযি.এর শাহাদাত সম্পর্কিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী প্রথম খন্ড ৯৬ পৃষ্ঠা।

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ. عَنْ أَبِي مُوسَى. ﷺ. قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ. فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ". فَفَتَحْتُ لَهُ. فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ. فَبَشَّرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ. ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ". فَفَتَحْتُ لَهُ. فَإِذَا هُوَ عُمَرُ. فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ. ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ. فَقَالَ لِي "افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ". فَإِذَا عُثْمَانُ. فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ اللهُ الْمُسْتَعَانُ.

সহজ তরজমা

৩৪৪৫. ইউসুফ ইবনে মূসা রহ. ..... আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার কোন একটি বাগানের ভিতর আমি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বাগানের দরজা খুলে দেওয়ার জন্য বলল। নবী করীম ﷺ বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি

https://e-ilm.weebly.com/

তার জন্য দরজা খুলে দিয়ে দেখলাম যে, তিনি আবূ বকর রাযি.। তাকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত সুসংবাদ দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে দরজা খোলার জন্য বলল। নবী করীম ﷺ বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। (রাবী বলেন) আমি তার জন্য দরজা খুলে দিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি উমর রাযি.। তাকে আমি নবী করীম ﷺ প্রদত্ত সুসংবাদ জানিয়ে দিলাম। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর আর একজন দরজা খুলে দেয়ার জন্য বললেন। নবী করীম ﷺ বললেন, দরজা খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দাও। কিন্তু তার উপর কঠিন বিপদ আসবে। (দরজা খুলে) দেখলাম যে, তিনি উসমান রাযি.। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, আমি তাকে তা বলে দিলাম। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন আর বললেন, আল্লাহই সাহায্যকারী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৫১৯ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। এবং সামনে ৯১৮, ১০৫১ ও ১০৭৮ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ

সহজ তরজমা

৩৪৪৬. ইয়াহইয়া ইবন সুলায়মান রহ. ..... আবদুল্লাহ ইবন হিশাম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম। নবী করীম ﷺ উমর ইবন খাত্তাব রাযি. এর হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,রাসূলে কারীম ﷺ হযরত উমর রাযি.এর হাত ধরেছেন। আর তা পরিপূর্ণ ভালবাসা,সীমাহীন মুহাব্বত ও ঐক্যের প্রমান। যদি হযরত উমর রাযি.এর উঁচু মর্যাদা না থাকত তাহলে তো রাসূল ﷺ তার হাত ধরতেন না।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৯২৬ আসছে। হাদীসের পূর্ণ অংশটি সামনে মন্নিত অধ্যায়ে ৯৮১ পৃষ্ঠায় আসছে।

بَابُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَبِي عَمْرٍو القُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : হযরত আবু আমর উসমান ইবনে আফফান আল কুরাশি রাযি.-এর ফজীলত ও মর্যদার বর্ণনা সম্পর্কিত

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يَحْفِرْ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ». فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ. وَقَالَ: «مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَلَهُ الجَنَّةُ» فَجَهَّزَهُ عُثْمَانُ

রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়সালাম এর ইরশাদ "যে ব্যক্তি বীরে রোমা (একটি কূপ) ক্রয় করে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিবে তার জন্য জান্নাত।" অর্থাৎ,সে বেহেস্তের উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হবে। তখন হযরত উসমান রাযি.তা ক্রয় করে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এমনিভাবে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন তাবুক যুদ্ধের জন্য যে ব্যক্তি যুদ্ধের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করবে তার জন্যও জান্নাত। তখন হযরত উসমান রাযি.তাবুক যুদ্ধের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ "ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ". فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ "ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ". فَإِذَا عُمَرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ "ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى سَتُصِيبُهُ". فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ. قَالَ حَمَّادٌ وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، سَمِعَا أَبَا عُثْمَانَ. يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى، بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِيهِ عَاصِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ، قَدِ انْكَشَفَتْ عَنْ رُكْبَتَيْهِ أَوْ رُكْبَتِهِ. فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا.

সহজ তরজমা

৩৪৪৭. সুলায়মান ইবনে হারব রহ. .....আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং বাগানের দরজা পাহাড়া দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশ করলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, তাকে আসতে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি (দরজা খুলে) দেখলাম যে, তিনি আবূ বকর রাযি.। তারপর আর একজন এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি ﷺ বললেন, তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সু-সংবাদ জানিয়ে দাও। (দরজা খুলে) দেখতে পেলেন, তিনি উমর রাযি.। তার পর আর একজন এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। নবী করীম ﷺ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে বললেন, তাঁকেও প্রবেশের অনুমতি দাও এবং অচিরেই তাঁর উপর বিপদ আসবে। এ কথাটির সাথে জান্নাতের সু-সংবাদ জানিয়ে দাও। (দরজা খুলে) দেখতে পেলাম যে, তিনি উসমান ইবনে আফফান রাযি.। হাম্মাদ রহ. .... আবূ মূসা রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আসিম রহ (একজন রাবী) উক্ত বর্ণনায় আরো বলেন, নবী করীম ﷺ বাগানের এমন এক জায়গায় বসাছিলেন যেখানে পানি ছিল এবং তাঁর হাঁটু অথবা এক হাঁটুর উপর অতিরিক্ত ছিল না। যখন উসমান রাযি. আসলেন তখন তিনি হাঁটু কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেললেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে ৫১৯ পৃষ্ঠায় হাদীসটি অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৯১৮, ১০৫১, ও ১০৭৮ পৃষ্ঠায় আসছে।

সহজ তাশরীহ ঃ মহিলাদের ওয়াজিব পরিমান সতরের বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা ৩৭৯- আল্লামা ইবনে রুশদ মালেকী রহ.বলেন,ইমাম মালেক ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতানুযায়ী পুরুষের সতর হলো নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত। কিছু সংখ্যক লোক শুধুমাত্র গুপ্ত স্থানদ্বয় কে সতর বলে। (বিদায়াতুল মুজতাহিদ খন্ড ১ - পৃষ্ঠা ৯৮)

যারা বলেন যে,হাটুও রান (উরু) সতর নয় তারা এ হাদীস দ্বারাই দলীল পেশ করেন। কিন্তু এখানে এ সম্ভাবনাও বিদ্যমান যে,হাটু খোলা থাকার অর্থ হলো হাটুর উপর জামা ছিলনা। শুধু লুঙ্গী ছিল। যখন হযরত উসমান রাযি.আসলেন তখন রাসূল ﷺ হাটুর উপর জামাও টেনে নিলেন। কারণ হাটু খোলে অন্যে সামনে বসা গাম্ভীর্য্যের পরিপন্থি এবং তা রাসূল ﷺ এর শানের ও পরিপন্থি।

তাছাড়া তার প্রতি লজ্জাবোধ করাটা অধিক যুক্তি যুক্তও বটে। কারণ তিনি তো রাসূল ﷺএর জামাতা। তাইতো সাভাবিকভাবে দেখা যায় জামাতার ব্যাপারে অধিক লজ্জাবোধ করা হয় স্ত্রীর পিতা তথা শ্বশুরের ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ করার তুলনায়। তা আরো স্পষ্ট হয় এভাবে যে, হযরত আলী রাযি.মযির হুকুম জিজ্ঞাসা করার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন। (উমদা)

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالاَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ عُثْمَانَ لأَخِيهِ الْوَلِيدِ فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيهِ. فَقَصَدْتُ لِعُثْمَانَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، قُلْتُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، وَهِيَ نَصِيحَةٌ لَكَ. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ. قَالَ مَعْمَرٌ أُرَاهُ قَالَ. أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَانْصَرَفْتُ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ إِذْ جَاءَ رَسُولُ عُثْمَانَ فَأَتَيْتُهُ. فَقَالَ مَا نَصِيحَتُكَ فَقُلْتُ إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ. فَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ، وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ. وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ. قَالَ أَدْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْتُ لاَ وَلَكِنْ خَلَصَ إِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْلُصُ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِتْرِهَا. قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ. فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ. وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ كَمَا قُلْتَ. وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ. فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ. ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ مِثْلُهُ. ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُهُ. ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ. أَفَلَيْسَ لِي مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لَهُمْ قُلْتُ بَلَى. قَالَ فَمَا هٰذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ. فَسَنَأْخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ إِنْ شَاءَ اللهُ. ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ.

সহজ তরজমা

৩৪৪৮. আহমদ ইবনে শাবীব ইবনে সাঈদ রহ. ...... উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার রহ থেকে বর্ণিত যে, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রাহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদ ইয়াগুস রহ আমাকে বললেন যে, উসমান রাযি.-এর সাথে তাঁর (বৈপিত্রিয় ভাই) অলীদের বিষয় আলোচনা করতে তোমাকে কিসে বাঁধা দেয় ? জনগণ তার সম্পর্কে নানারূপ কথাবার্তা বলছে। উসমান রাযি. যখন সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলেন, তখন আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বললাম, আপনার সাথে আমার একটি প্রয়োজন আছে এবং তা আমি আপনার কল্যাণের জন্যই বলবো। উসমান রাযি. বললেন, ওহে, আমি তোমা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি। আমি তাদের কাছে ফিরে আসলাম। তৎক্ষণাৎ উসমান রাযি.-এর দূত এসে হাযির হলো। আমি তার খেদমতে গেলাম। তিনি (আমাকে দেখে) বললেন, বল, তোমার নসিহত (উপদেশ) কি ? আমি বললাম, আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন। কুরআনে করীম তাঁর ﷺ উপর অবতীর্ণ করেছেন। আপনি ঐ সকল (মহামানব) এর অন্যতম যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছেন। আপনি (হাবশা ও মদীনা) উভয় (স্থানে) হিজরত করেছেন এবং আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর চরিত্র মাধুর্য প্রত্যক্ষ করেছেন। (আপনার ভাই) অলীদ সম্পর্কে জনগণ নানারূপ কথাবার্তা বলাবলি করছে। (সে বিষয় অতি সত্বর ব্যবস্থা করা কর্তব্য)। উসমান রাযি. আমাকে বললেন তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত লাভ করেছ ? আমি বললাম না। তবে তাঁর ইলম আমার পর্দানশীন কুমারীগণের কাছে যখন পৌছেছে তখন আমার কাছে অবশ্যই পৌছেছে। উসমান রাযি. হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, নিশ্চয়াই আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ কে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দানকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তাঁর আনীত শরীয়তের উপর আমিও ঈমান এনেছি। হাবশা এবং মদীনায়) আমি উভয় হিজরত করেছি, যেমন তুমি বলছ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহচর্য লাভ করেছি, তাঁর হাতে বয়'আত করেছি। আল্লাহর কসম, আমি তাঁর নাফরমানী করি নি ও তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অবশেষে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে দুনিয়া হতে নিয়ে গিয়েছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

তারপর আবূ বকর রাযি. এর সাথে অনুরূপ সম্পর্ক ছিল। এরপর উমর রাযি. এর সঙ্গেও অনুরূপ সম্পর্ক ছিল। তারপর আমার কাঁধে খিলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমার কি ঐ সকল অধিকার নেই যা তাঁদের ছিল ? আমি বললাম হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের পক্ষ থেকে কী সব কথাবার্তা আমার নিকট পৌছেছে ? অবশ্য অলীদ সম্পর্কে তুমি যা বলছ অতি সত্বর আমি সে সম্পর্কে সঠিক পদক্ষেপ নিব। এ বলে তিনি আলী রাযি. কে ডেকে এনে অলীদকে বেত্রাঘাত করার জন্য আদেশ দিলেন। আলী রাযি. তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসাংশ ثم دعا عليا الخ এর সাথে। তা এ হিসাবে যে,তিনি তার ভাইয়ের উপর দন্ড বিধি প্রয়োগ করেছেন এটাই দলীল যে, তিনি হকের প্রতি লক্ষ্য করেছেন আর এটাই তার এক প্রকার মর্যাদা

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে ৫৪৬ ও ৫৫৯ পৃষ্ঠায় আসছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও ওয়ালীদের ঘটনা : উবাইদুল্লাহ ইবনে আদী হযরত উসমান রাযি.এর ভাতিজা ছিলেন। তার মাতা উম্মে কেতাল হযরত উসমান রাযি.এর চাচাতো বোন ছিলেন। আর ওয়ালিদ ইবনে উকবা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি.এর মা শরীক ভাই ছিলেন। ঘটনা ছিল এরূপ, হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.(যিনি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন) কে হযরত উসমান রাযি.কূফার গর্ভর নিযুক্ত করলেন। অতঃপর তার ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.এর মধ্যে বাইতুল মালের সম্পদের হিসাব নিয়ে বিতর্ক হয়ে গেল। তখন হযরত উসমান রাযি.হযরত সা'দ রাযি.কে বরখাস্ত করে ওয়ালীদ ইবনে উকবা রাযি.কে কূফর গর্ভনর নিযুক্ত করলেন। আর এ ওয়ালীদ ঐ উকবা ইবনে আবি মুঈত এর ছেলে ছিলেন যে,রাসূল ﷺ এর গলায় চাদর পেচিয়ে গলা টিপে মারার চেষ্টা করেছিল। এবং নামাজরত অবস্থায় ভূড়ি মাথার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। ওয়ালিদ ইবনে উকবা মদ্যপ ছিল। সে নেশা গ্রস্তাবস্থায় ঘুম থেকে জাগল এবং ফজরের নামাজ চার রাকাত পড়াল। এবং মুসল্লিদের বলতে লাগল যে, যদি বলেন, তাহলে আরও বেশী পড়াব। এ সংবাদ হযরত উসমান রাযি.এর নিকট পৌছলে হযরত উসমান রাযি.তাকেও পদচ্যুত করে দিলেন। এবং তার মদ পানের বিষয়টির তথ্যানুসন্ধান করতে ছিলেন,এমতাবস্থায় উবাইদুলাহ এ বিষয়টি বর্ণনা করল। অতঃপর দুইজন সাক্ষ্য পেয়ে গেলেন, এবং এর দ্বারা তার মদ পান করার সত্যতা প্রমানিত হলো তখন হযরত আলী রাযি. কে নির্দেশ দিলেন যেন ওয়ালীদকে বেত্রাঘাত করেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ. تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

সহজ তরজমা

৩৪৪৯. মুহাম্মাদ ইবনে হাতিম ইবনে বাযীগ রহ. ...... ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর যামানায় (মর্যাদায়) আবূ বকর রাযি.-এর সমকক্ষ কাউকে মনে করতাম না, তারপর উমর রাযি. কে তারপর উসমান রাযি. কে (মর্যাদা দিতাম) তারপর সাহাবাগণের মধ্যে কাউকে কারও উপর প্রাধান্য দিতাম না। আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ রহ আবদুল আযীয রহ থেকে হাদীস বর্ণনায় শাযান রহ-এর অনুসরণ করেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে,শাইখাইনের পর হযরত উসমান রাযি.সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২২-৫২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৫১৬ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ. هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ. قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا. فَقَالَ مَنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ قَالَ هَؤُلاَءِ قُرَيْشٌ. قَالَ فَمَنِ الشَّيْخُ فِيهِمْ قَالُوا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِّثْنِي هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ نَعَمْ. قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ قَالَ نَعَمْ. قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ اللهُ أَكْبَرُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ. وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ. فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيضَةً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ". وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ الْيُمْنَى "هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ". فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ. فَقَالَ "هَذِهِ لِعُثْمَانَ". فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ اذْهَبْ بِهَا الآنَ مَعَكَ.

সহজ তরজমা

৩৪৫০. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ..... উসমান ইবনে মাওহাব রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক মিসরবাসী মক্কায় এসে হজ্জ সম্পাদন করে দেখতে পেল যে, কিছু সংখ্যক লোক একত্রে বসে আছে। সে বলল, এ লোকজন কারা ? তাকে জানানো হল এরা কুরাইশ বংশের লোকজন। সে বলল, তাদের মধ্যে ঐ শায়েখ ব্যক্তিটি কে? তারা বললেন, ইনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.। সে ব্যক্তি (তাঁর নিকট এসে) বলল, হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি., আমি আপনাকে একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব; আপনি আমাকে বলুন, (১) আপনি কি এটা জানেন যে, উসমান রাযি. ওহুদ যুদ্ধ (চলাকালে) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। (২) সে বলল, আপনি জানেন কি উসমান রাযি. বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন ? ইবনে উমর রাযি. উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। (৩) আপনি জানেন কি বায়'আতে রিযওয়ানে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন ? ইবনে উমর রাযি. বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলে উঠল, আল্লাহু আকবার। ইবনে উমর রাযি. তাকে বললেন, এস, তোমাকে প্রকৃত ঘটনা বলে দেই। উসমান রাযি.-এর ওহুদ যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দিয়েছেন ও ক্ষমা করে দিয়েছেন। (কুরআনে কারীমে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে) আর তিনি বদর যুদ্ধে এজন্য অনুপস্থিত ছিলেন যে, নবী করীম ﷺ-এর কন্যা তাঁর স্ত্রী (রোকাইয়া রাযি.) রোগগ্রস্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তোমার বদরে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব ও গণীমতের অংশ মিলবে। আর বায়'আত রিযওয়ান থেকে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ হল, মক্কার বুকে তাঁর (উসমান রাযি.) চেয়ে সম্ভ্রান্ত, অন্য কেউ যদি থাকতো তবে তাকেই তিনি উসমানের পরিবর্তে পাঠাতেন। অতঃপর রাসূল ﷺ উসমান রাযি. কে মক্কায় প্রেরেণ করেন। এবং তাঁর চলে যাওয়ার পর বায়'আতে রিযওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। তখন রাসূল ﷺ তাঁর ডান হাতের প্রতি ঈঙ্গিত করে বললেন, এটি উসমানের হাত। তারপর ডান বাম হাতে স্থাপন করে বললেন যে, এ হল উসমানের বায়'আত। ইবন উমর রাযি. ঐ (মিসরীয়) লোকটিকে বললেন, তুমি এস এই জবাব নিয়ে যাও।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, এ হাদীসে হযরত উসমান রাযি.এর অনেক বড় ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। তা হলো আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং মাগফেরাত করেদিয়েছেন। এবং তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহন করা ছাড়াই যুদ্ধে অর্জিত গনীমতের মালের অংশ পেয়েছেন। এমন মর্যাদা অন্য কোন সাহাবীর অর্জিত হয় নাই। আর বাইআতুর রিজওয়ানে রাসূল ﷺ নিজের ডান হাতের দ্বারা ইশারা করে বলেছেন এটা হলো হযরত উসমানের হাত। এটা হযরত উসমান রাযি.এর অনেক বড় ফজীলত যা আল্লাহ তাআলা কেবল তাকেই দান করেছিলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ৪৪২ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫৯১ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ سَعِيدٍ. عَنْ قَتَادَةَ. أَنَّ أَنَسًا. رضي الله عنه. حَدَّثَهُمْ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ أُحُدًا. وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ. فَرَجَفَ وَقَالَ "اسْكُنْ أُحُدُ. أَظُنُّهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ. فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ".

সহজ তরজমা

৩৪৫১. মুসাদ্দাদ রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ওহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বকর রাযি., উমর ও উসমান রাযি.। তাঁদেরকে পেয়ে পাহাড়টি (আনন্দে) কেঁপে উঠল। তিনি (রাসূল ﷺ) বললেন, হে ওহুদ! স্থির হও। (আনাস রাযি. বলেন) আমার মনে হয় তিনি পা দিয়ে পাহাড়কে আঘাত করলেন। তারপর রাসূল ﷺ বললেন, তোমার উপর একজন নবী ও একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ ব্যতীত আর কেউ নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো হাদীসাংশ شهيدان এর সাথে। কারণ দুইজন শহীদ এর মধ্যে হযরত উসমান রাযি.একজন ছিলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে ৫১৯ ও ৫২১ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

بَابُ قِصَّةِ الْبَيْعَةِ. وَالاِتِّفَاقِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَفِيهِ مَقْتَلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

২০৯৩. পরিচ্ছেদ : হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি.এর হাতে বাইআত গ্রহণ ও তার খেলাফাতের উপর সর্বৈক্যমতের ঘটনা। এবং তাতে হযরত উমর রাযি.এর শাহাদাতের ঘটনাও বিদ্যমান।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ حُصَيْنٍ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ. قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. رضي الله عنه. قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ. قَالَ كَيْفَ فَعَلْتُمَا أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ قَالاَ حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ. مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْلٍ. قَالَ انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ. قَالَ قَالاَ لاَ. فَقَالَ عُمَرُ لَئِنْ سَلَّمَنِي اللهُ لأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لاَ يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا. قَالَ فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ. قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ. وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ اسْتَوُوا. حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلاً تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ. وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ. أَوِ النَّحْلَ. أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ. فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَتَلَنِي. أَوْ أَكَلَنِي. الْكَلْبُ. حِينَ طَعَنَهُ.

https://e-ilm.weebly.com/

فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرَفَيْنِ لاَ يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلاَ شِمَالاً إِلاَّ طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً. مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا. فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ. وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ. فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى. وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ. فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلاَةً خَفِيفَةً. فَلَمَّا انْصَرَفُوا. قَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ. انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي. فَجَالَ سَاعَةً. ثُمَّ جَاءَ. فَقَالَ غُلاَمُ الْمُغِيرَةِ. قَالَ الصَّنَعُ قَالَ نَعَمْ. قَالَ قَاتَلَهُ اللهُ لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مَنِيَّتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ. قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ { الْعَبَّاسُ } أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا. فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ. أَىْ إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا. قَالَ كَذَبْتَ. بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ. وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ وَحَجُّوا حَجَّكُمْ فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ. وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ. فَقَائِلٌ يَقُولُ لاَ بَأْسَ. وَقَائِلٌ يَقُولُ أَخَافُ عَلَيْهِ. فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ. فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ. فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ. وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ. وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ. فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدَمٍ فِي الإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ. ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ. ثُمَّ شَهَادَةٌ. قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لاَ عَلَيَّ وَلاَ لِي. فَلَمَّا أَدْبَرَ. إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ. قَالَ رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلاَمَ قَالَ ابْنَ أَخِي ارْفَعْ ثَوْبَكَ. فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ. يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ. فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهُ. قَالَ إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ. فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وَإِلاَّ فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ. فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْشٍ. وَلاَ تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ. فَأَدِّ عَنِّي هَذَا الْمَالَ. انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلاَمَ. وَلاَ تَقُلْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا. وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ. ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا. فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي فَقَالَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلاَمَ وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَقَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي. وَلأُوثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي. فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ قَالَ ارْفَعُونِي. فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ. فَقَالَ مَا لَدَيْكَ قَالَ الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَذِنَتْ. قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ. مَا كَانَ مِنْ شَىْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ. فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي. وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا. فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا. فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً. وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ. فَوَلَجَتْ دَاخِلاً لَهُمْ. فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ. فَقَالُوا أَوْصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفْ. قَالَ مَا أَجِدُ أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلاَءِ النَّفَرِ أَوِ الرَّهْطِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ

https://e-ilm.weebly.com/

اللهِ بْنَ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ. كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ. فَإِنْ أَصَابَتِ الإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ. وَإِلاَّ فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ. فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ وَلاَ خِيَانَةٍ وَقَالَ أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ. وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ. وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا. الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ. وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ. وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الأَمْصَارِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإِسْلاَمِ. وَجُبَاةُ الْمَالِ. وَغَيْظُ الْعَدُوِّ. وَأَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلاَّ فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ. وَأُوصِيهِ بِالأَعْرَابِ خَيْرًا. فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الإِسْلاَمِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ. وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ. وَلاَ يُكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي فَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. قَالَتْ أَدْخِلُوهُ. فَأُدْخِلَ. فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ الرَّهْطُ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلاَثَةٍ مِنْكُمْ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ. فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ. وَقَالَ سَعْدٌ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ أَيُّكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هٰذَا الأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ. وَاللهُ عَلَيْهِ وَالإِسْلاَمُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ. فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ. وَاللهُ عَلَيَّ أَنْ لاَ آلُو عَنْ أَفْضَلِكُمْ قَالاَ نَعَمْ. فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقَدَمُ فِي الإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ. فَاللهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ. وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ. ثُمَّ خَلاَ بِالآخَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ. فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ. فَبَايَعَهُ. فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ. وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ.

সহজ তরজমা

৩৪৫২. মূসা ইবন ইসমাঈল রহ. ..... আমর ইবন মায়মূন রহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর ইবন খাত্তাব রাযি. কে আহত হওয়ার কিছুদিন পূর্বে মদীনায় দেখেছি যে, তিনি হুযায়ফা ইবন ইয়ামান রাযি. ও উসমান ইবন হুনায়ফ রহ এর নিকট দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, (ইরাক বাসীর উপর কর ধার্যের ব্যাপারে) তোমরা এটা কী করলে ? তোমরা কী আশঙ্কা করছ যে তোমরা ইরাক ভূমির উপর যে কর ধার্য করেছ তা বহনে ঐ ভূখন্ড অক্ষম ? তারা বললেন, আমরা যে পরিমাণ কর ধার্য করেছি, ঐ ভূ-খন্ড তা বহনে সক্ষম। এতে অতিরিক্ত কোন বোঝা চাপান হয়নি। তখন উমর রাযি. বললেন, তোমরা পুনঃচিন্তা করে দেখ যে তোমরা এ ভূখন্ডের উপর যে কর আরোপ করেছ তা বহনে সক্ষম নয় ? বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা বললেন, না (সাধ্যাতীত কর আরোপ করা হয় নি) এরপর উমর রাযি. বললেন, আল্লাহ যদি আমাকে সুস্থ রাখেন তবে ইরাকের বিধবাগণকে এমন অবস্থায় রেখে যাব যে, তারা আমার পরে কখনো অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হয়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর চতুর্থ দিন তিনি (ঘাতকের আঘাতে) আহত হলেন। যেদিন প্রত্যূষে তিনি আহত হন, আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম এবং তাঁর ও আমার মাঝে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাযি. ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না। উমর রাযি. (সালাত শুরু করার প্রাক্কালে) দু'কাতারের মধ্যে দিয়ে চলার সময় বলতেন, কাতার সোজা করে নাও। যখন দেখতেন কাতারে কোন ত্রুটি নেই তখন তাকবীর বলতেন। তিনি অধিকাংশ সময় সূরা ইউসূফ, সূরা নাহল অথবা এ ধরনের (দীর্ঘ) সূরা (ফজরের) প্রথম রাক'আতে তিলাওয়াত করতেন, যেন অধিক পরিমাণে লোক প্রথম রাকআতে শরীক হতে পারেন। (সেদিন) তাকবীর বলার পরেই আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, একটি কুকুর আমাকে আঘাত করেছে অথবা বললেন, আমাকে আক্রমণ করেছে। ঘাতক "ইলজ" দ্রুত

https://e-ilm.weebly.com/

পলায়নের সময় দু'ধারী খঞ্জর দিয়ে ডানে বামে আঘাত করে চলছে। এভাবে তের জনকে আহত করল। এদের মধ্যে সাতজন শহীদ হলেন। এ অবস্থা দৃষ্টে এক মুসলিম তার লম্বা চাঁদরটি ঘাতকের উপর ফেলে দিলেন। ঘাতক যখন বুঝতে পারল সে ধরা পড়ে যাবে তখন সে আত্মহত্যা করল। উমর রাযি. আব্দুর রহমান ইবন আউফ রাযি. এর হাত ধরে তাকে আগে এগিয়ে দিলেন। উমর রাযি. এর নিকটবর্তী যারা ছিল শুধুমাত্র তারাই ব্যাপারটি দেখতে পেল। আর মসজিদের প্রান্তে যারা ছিল তারা ব্যাপারটি এর বেশী বুঝতে পারল না যে, উমর রাযি. এর কণ্ঠস্বর শুনা যাচ্ছে না। তাই তারা "সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ" বলতে লাগলেন। আব্দুর রহমান ইবন আউফ রাযি. তাঁদেরকে নিয়ে সংক্ষেপে সালাত আদায় করলেন। যখন মুসল্লীগণ চলে গেলেন, তখন উমর রাযি. বললেন, হে ইবনে আব্বাস রাযি. দেখ তো কে আমাকে আঘাত করল। তিনি কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করে এসে বললেন, মুগীরা ইবন শো'বা রাযি. এর গোলাম (আবূ লুলু)। উমর রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ কারীগর গোলামটি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উমর রাযি. বললেন, আল্লাহ তার সর্বনাশ করুন। আমি তার সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমার মৃত্যু ইসলামের দাবীদার কোন ব্যক্তির হাতে ঘটান নি। হে ইবনে আব্বাস রাযি. তুমি এবং তোমার পিতা মদীনায় কাফির গোলামের সংখ্যা বৃদ্ধি পছন্দ করতে। আব্বাস রাযি. এর নিকট অনেক অমুসলিম গোলাম ছিল। ইবন আব্বাস রাযি. বললেন, যদি আপনি চান তবে আমি কাজ করে ফেলি অর্থাৎ আমি তাদেরকে হত্যা করে ফেলি। উমর রাযি. বললেন, তুমি ভুল বলছ। (তুমি তা করতে পার না) কেননা তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলে তোমাদের কেবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করে, তোমাদের ন্যায় হজ্জ করে। তারপর তাঁকে তাঁর ঘরে নেয়া হল। আমরা তাঁর সাথে চললাম। মানুষের অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল, ইতপূর্বে তাদের উপর এতবড় মুসীবত আর আসেনি। কেউ কেউ বলছিলেন, ভয়ের কিছু নেই। আবার কেউ বলছিলেন, আমি তাঁর সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি। তারপর খেজুরের শরবত আনা হল তিনি তা পান করলেন। কিন্তু তা তার পেট থেকে বেরিয়ে পড়ল। এরপর দুধ আনা হল, তিনি তা পান করলেন; তাও তার পেট থেকে বেরিয়ে পড়ল। তখন সকলই বুঝতে পারলেন, মৃত্যু তাঁর অবশ্যম্ভাবী। আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। অন্যান্য লোকজনও আসতে শুরু করল। সকলেই তার প্রশংসা করতে লাগল। তখন যুবক বয়সী একটি লোক এসে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন। আপনার জন্য আল্লাহর সু-সংবাদ রয়েছে; আপনি তা গ্রহণ করুন। আপনি নবী করীম ﷺ এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগেই আপনি তা গ্রহণ করেছেন, যে সম্পর্কে আপনি নিজেই অবগত আছেন। তারপর আপনি খলীফা হয়ে ন্যায় বিচার করেছেন। তারপর আপনি শাহাদাত লাভ করেছেন। উমর রাযি. বললেন, আমি পছন্দ করি যে তা আমার জন্য ক্ষতিকর বা লাভজনক না হয়ে সমান হয়ে যাক। যখন যুবকটি চলে যেতে উদ্যত হল তখন তার (পরিহিত) লঙ্গিটি মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছিল। (এ দেখে) উমর রাযি. বললেন, যুবকটিকে আমার নিকট ডেকে আন। (ছেলেটি আসল) তিনি বললেন- হে ভাতিজা, তোমার কাপড়টি উঠিয়ে নাও। এটা তোমার কাপড়ের পরিচ্ছিন্নতার উপর এবং তোমার রবের নিকটও পছন্দনীয়। (তারপর তিনি বললেন) হে আবদুল্লাহ ইবন উমর! তুমি হিসাব করে দেখ আমার ঋণের পরিমাণ কত। তাঁরা হিসাব করে দেখতে পেলেন ছিয়াশি হাজার (দিরহাম) বা এর কাছাকাছি। তিনি বললেন, যদি উমরের পরিবার পরিজনের মাল দ্বারা তা পরিশোধ হয়ে যায়, তবে তা দিয়ে পরিশোধ করে দাও। অন্যথায় আদি ইবন কা'ব এর বংশধরদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ কর। তাদের মাল দিয়েও যদি ঋণ পরিশোধ না হয় তবে কুরাইশ কবিলা থেকে সাহায্য গ্রহণ করবে, এর বাহিরে কারো সাহায্য গ্রহণ করবে না। আমার পক্ষ থেকে তাড়াতাড়ি ঋণ আদায় করে দাও। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাযি. এর খেদমতে তুমি যাও এবং বল উমর আপনাকে সালাম পাঠিয়েছে। আমীরুল মু'মিনীন, শব্দটি বলবে না। কেননা এখন আমি মু'মিনগণের আমীর নই। তাঁকে বল উমর ইবন খাত্তাব তাঁর সাথীদ্বয়ের পাশে দাফন হওয়ার অনুমতি চাচ্ছেন। ইবন উমর রাযি. আয়েশা রাযি. এর খেদমতে গিয়ে সালাম জানিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, প্রবেশ কর, তিনি দেখলেন, আয়েশা রাযি. বসে বসে কাঁদছেন। তিনি গিয়ে বললেন, উমর ইবন খাত্তাব রাযি. আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং তাঁর সাথীদ্বয়ের পাশে দাফন হওয়ার অনুমতি চেয়েছেন। আয়েশা রাযি. বললেন, তা আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু আজ আমি এ ব্যাপারে আমার উপরে তাঁকে অগ্রাধিকার প্রদান করছি। আবদুল্লাহ ইবন উমর রাযি. যখন ফিরে আসছেন তখন বলা হল- এই যে আবদুল্লাহ ফিরে আসছে। তিনি বললেনম আমাকে উঠিয়ে বসাও। তখন এক ব্যক্তি

https://e-ilm.weebly.com/

তাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে ধরে রাখলেন। উমর রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, কি সংবাদ ? তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন, আপনি যা আকাঙ্ক্ষা করেছেন, তাই হয়েছে, তিনি অনুমতি দিয়েছেন। উমর রাযি. বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় আমার নিকট ছিল না। যখন আমার ওফাত হয়ে যাবে তখন আমাকে উঠিয়ে নিয়ে, তাঁকে (আয়েশা রাযি.) আমার সালাম জানিয়ো বলবে, উমর ইবন খাত্তাব রাযি. আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। যদি তিনি অনুমতি দেন, তবে আমাকে প্রবেশ করাবে আর যদি তিনি অনুমতি না দেন তবে আমাকে সাধারণ মুসলমানদের গোরস্থানে নিয়ে যাবে। এ সময় উম্মুল মু'মিনীন হাফসা রাযি. কে কতিপয় মহিলাসহ আসতে দেখে আমরা উঠে পড়লাম। হাফসা রাযি. তাঁর কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। তারপর পুরুষগণ এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে, তিনি ঘরের ভিতর চলে (গেলেন) ঘরের ভেতর হতেও আমরা তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি ওয়াসিয়াত করুন এবং খলীফা মনোনীত করুন। উমর রাযি. বললেন, খিলাফতের জন্য এ কয়েকজন ব্যতীত অন্য কাউকে আমি যোগ্য পাচ্ছিনা, যাঁদের প্রতি নবী করীম ﷺ তার ইন্তিকালের সময় রাযী ও খুশী ছিলেন। তারপর তিনি তাদের নাম বললেন, আলী, উসমান, যুবায়র, তালহা, সা'দ ও আবদুর রহমান ইবন আউফ রাযি. এবং বললেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর রাযি. তোমাদের সাথে থাকবে। কিন্তু সে খিলাফত লাভ করতে পারবে না। তা ছিল শুধু সান্ত্বনা হিসাবে। যদি খিলাফতের দায়িত্ব সা'দের রাযি. উপর ন্যস্ত করা হয় তবে তিনি এর জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। এর যদি তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ খলীফা নির্বাচিত হন তবে তিনি যেন সর্ব বিষয়ে সা'দের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। আমি তাঁকে (কুফার গভর্নরের পদ থেকে) অযোগ্যতা বা খিয়ানতের কারণে অপসারণ করি নি। আমার পরে (নির্বাচিত) খলীফাকে আমি ওয়াসিয়াত করছি, তিনি যেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণের হক সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তাদের মান-সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন। এবং আমি তাঁকে আনসার সাহাবীগণের যাঁরা মুহাজিরগণের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে (মদীনায়) বসবাস করে আসছিলেন এবং ঈমান এনেছেন, তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার ওয়াসিয়াত করছি যে, তাঁদের মধ্যে নেককারগণের ওযর আপত্তি যেন গ্রহণ করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে কারোর ভুলত্রুটি হলে তা যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়। আমি তাঁকে এ ওয়াসিয়াতও করছি যে, তিনি যেন রাজ্যের বিভিন্ন শহরের আধিবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। কেননা তাঁরাও ইসলামের হেফাযতকারী। এবং তারাই ধন-সম্পদের যোগানদাতা। তারাই শত্রুদের চোখের কাঁটা। তাদের থেকে তাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে কেবলমাত্র তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যাকাত আদায় করা হয়। আমি তাঁকে পল্লীবাসীদের সহিত সদ্ব্যবহার করারও ওয়াসিয়ত করছি। কেননাই আরবের ভিত্তি এবং ইসলামের মূল শক্তি।তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ এনে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হয়। আমি তাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ জিম্মীদের (অর্থাৎ সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়) বিষয়ে ওয়াসিয়াত করছি যে, তাদে সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন পুরা করা হয়। (তারা কোন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে) তাদের পক্ষাবলম্বনে যেন যুদ্ধ করা হয়, তাদের শক্তি সামর্থের অধিক জিযিয়া (কর) যেন চাপানো না হয়। উমর রাযি. এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে আমরা তাঁর লাশ নিয়ে পায়ে হেঁটে চললাম। আবদুল্লাহ ইবন উমর রাযি. আয়েশা রাযি. কে সালাম করলেন এবং বললেন, উমর ইবন খাত্তাব রাযি. অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি (আয়েশা রাযি.) বললেন, তাকে প্রবেশ করাও। এরপর তাঁকে প্রবেশ করান হল এবং তাঁ সঙ্গীদ্বয়ের পার্শ্বে দাফন করা হল। যখন তাঁর দাফন সম্পন্ন হল, তখন ঐ ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হলেন। তখন আবদুর রহমান রাযি. বললেন, তোমরা তোমাদের বিষয়টি তোমাদের মধ্য থেকে তিনজনের উপর ছেড়ে দাও। তখন যুবায়র রাযি. বললেন, আমি, আমরা বিষয়টি আলী রাযি. এর উপর অর্পণ করলাম। তালহা রাযি. বললেন, আমার বিষয়টি উসমান রাযি. এর উপর ন্যস্ত করলাম।সা'দ রাযি. বললেন, আমার বিষয়টি আবদুর রহমান ইবন আউফ রাযি. এর উপর ন্যস্ত করলাম। তারপর আবদুর রহমান রাযি., উসমান ও আলী রাযি. কে বললেন, আপনাদের দু'জনের মধ্য থেকে কে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে ইচ্ছা করেন ? (একজন অব্যাহতি দিলে) এ দায়িত্ব অপর জনার উপর অর্পণ করব। আল্লাহ ও ইসলামের হক আদায় করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব হবে। কে অধিকতর যোগ্য সে সম্পর্কে দু'জনেরই চিন্তা করা উচিৎ। ব্যক্তিদ্বয় (উসমান ও আলী রাযি.) নীরব থাকলেন। তখন আবদুর রাহমান রাযি. নিজেই বললেন, আপনারা এ দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করতে পারেন কি ? আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আপনাদের মধ্যকার যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে

https://e-ilm.weebly.com/

একটুও ত্রুটি করব না। তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ। তাদের একজনের (আলী রাযি.-এর) হাত ধরে বললেন, রাসূল করীম ﷺ এর সাথে আপনার যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীতা রয়েছে আপনি তা ভালভাবে জানেন। আল্লাহর ওয়াস্তে এটা আপনার জন্য জরুরী হবে যে, যদি আপনাকে খলীফা মনোনীত করি তাহলে আপনি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। আর যদি উসমান রাযি. কে মনোনিত করি তবে আপনি তাঁর কথা শুনবেন এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকবেন। তারপর তিনি অপরজনের (উসমানের রাযি.) সঙ্গে একান্তে অনুরূপ কথা বললেন। এভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করে, তিনি বললেন, হে উসমান রাযি. আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি (আবদুর রহমান রাযি., তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। তারপর আলী রাযি. তাঁর (উসমান রাযি. এর) বায়'আত করলেন। এরপর মদীনাবাসীগণ অগ্রসর হয়ে সকলেই বায়'আত করলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : সুস্পষ্ট কারণ শিরোনামে যা রয়েছে হাদীসে এর বৃত্তান্ত রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫২৩-৫২৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

সহজ তাশরীহ : শিয়া সম্প্রদায়ের উপর শত আফছোছ যারা সায়্যিদিনা হযরত উমর ফারুক রাযি.এর মন্দচারী করে। তারা যদি নবী করীম ﷺ এর হাদীসে সামান্যতম চিন্তা-ফিকির করত এবং বিবেককে এজন্য কাজে লাগাত। তাহলে তারা বুঝতে সক্ষম হতো যে,হযরত উমর রাযি.এর একেকটি কথা ও একেকটি কাজ এমন যা তার মর্যদা ও মহত্ত্বের বিষয়টি কে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট করে তুলে। আসলে আল্লাহ তাআলা যার ভাগ্যে হেদায়াতের নূর রাখেন নাই সে কিকরে হেদায়াতের নূরের দ্বারা আলোকিত হবে?

পরবর্তী খলীফা নির্বাচন :

অবস্থার প্রেক্ষিতে হযরত উমর রাযি.কাউকে নিজের পক্ষ থেকে উত্তর সূরী খলীফা নির্বচন করে যাওয়া পছন্দ করেন নাই। বরং একটি মজলিশে শুরা (পরামর্শ কমিটি) গঠন করে দিলেন যাতে এমন ছয়জনের নাম ঘোষনা করলেন যাদের সকলেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছিলেন। অবশিষ্ট বিস্তারিত বিবরণ হাদীসেই দ্রষ্টব্য।

بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ أَبِي الْحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২০৯৪. পরিচ্ছেদ : আবুল হাসান আলি ইবনে আবি তালেব কুরাইশী হাশেমী রাযি.-এর ফজিলত সম্পর্কিত বর্ণনা

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ» وَقَالَ عُمَرُ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ»

রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন হযরত আলী রাযি.কে লক্ষ্য করে, হে আলী তুমি আমার থেকে আর আমি তোমার থেকে। হযরত উমর রাযি.বর্ণনা করেন রাসূল ﷺ হযরত আলী রাযি.এর উপর সন্তুষ্ট থাকাবস্থায় ইন্তে কাল করেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ " قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ، غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ " أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ". فَقَالُوا يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ " فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأْتُونِي بِهِ " فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ. فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ " انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৪৫৩. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রাযি.......... সাহল ইবনে সাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব যাঁর হাতে আল্লাহ্ বিজয় দান করবেন। রাবী বলেন, তারা এই আগ্রহ ভরে রাত্রি যাপন করলেন যে, কাকে ঐ পতাকা দেয়া হবে। যখন সকাল হল তখন সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে হাযির হলেন। তাদের প্রত্যেকেই এ আশা পোষণ করছিলেন যে, পতাকা তাকে দেয়া হবে। তারপর তিনি বললেন, আলী ইবনে আবূ তালিব কোথায় ? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ তিনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত। তিনি বললেন, কাউকে পাঠিয়ে তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এস। যখন তিনি এলেন, তখন রাসূল ﷺ তাঁর দু'চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দু'আও করলেন। এতে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন যেন তাঁর চোখে কোন রোগই ছিলনা। রাসূলে করীম ﷺ তাঁকে পতাকাটি দিলেন। আলী রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মত না হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কি তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। তিনি বললেন, তুমি সোজা অগ্রসর হতে থাক এবং তাদের আঙ্গিনায় উপনীত হয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দাও। তাদের উপর আল্লাহর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাবে তাও তাদেরকে জানিয়ে দাও। আল্লাহর কসম, তোমাদের দ্বারা যদি একটি মানুষও হিদায়েত প্রাপ্ত হয়, তা হবে তোমার জন্য লাল রঙ্গের উট প্রাপ্তির চেয়েও অধিক উত্তম।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। কেননা,হাদীসটি হযরত আলী রাযি.এর ফযীলত ও বীরত্বের উপর দালালাত করে। এতে রাসূলে কারীম ﷺ এর আলৌকিকত্ব প্রকাশ পায়। কারণ তিনি খায়বার কেল্লা বিজয় হওয়ার পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন যে,কার হাতে পতাকা থাকাবস্থায় খায়বার বিজয় হবে।

সহজ তাশরীহ : ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড অধ্যায় মাগাজী (যুদ্ধাভিযান) পৃষ্ঠায় ২৭৭ দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ. فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللَّهُ فِي صَبَاحِهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ. أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ. غَدًا رَجُلاً يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ". فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوا هَذَا عَلِيٌّ. فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

সহজ তরজমা

৩৪৫৪. কুতায়বা রাযি......... সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী রাযি. নবী করীম ﷺ এর সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে যান নি। কেননা তাঁর চোখে অসুখ ছিল। এতে তিনি (মনে মনে) বললেন, আমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে (জিহাদে) যাব না ? তারপর তিনি বেড়িয়ে পড়লেন এবং নবী ﷺ এর সাথে মিলিত হলেন। যেদিন সকালে আল্লাহ বিজয় দান করলেন, তার পূর্ব রাত্রে (সান্ধ্যায়) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আগামীকাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা প্রদান করব, অথবা বলেছিলেন যে, এমন এক ব্যক্তি ঝান্ডা গ্রহণ করবে যাঁকে আল্লাহ এবং তার রাসূল ﷺ ভালবাসেন, অথবা বলেছিলেন, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করাবেন। তারপর আমরা দখেতে পেলাম তিনি হলেন আলী রাযি., অথচ আমরা তাঁর সম্পর্কে এমনটি আশা করি নি। তাই সকলেই বলে উঠলেন, এই যে আলী রাযি.। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পতাকা দিলেন এবং তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা বিজয় দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের অর্থগত মিল রয়েছে। পূর্ববর্তী হাদীসের অপর একটি সূত্র।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ৪১৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ رَجُلاً. جَاءَ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ هٰذَا فُلاَنٌ. لأَمِيرِ الْمَدِينَةِ. يَدْعُو عَلِيًّا عِنْدَ الْمِنْبَرِ. قَالَ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ يَقُولُ لَهُ أَبُو تُرَابٍ. فَضَحِكَ قَالَ وَاللهِ مَا سَمَّاهُ إِلاَّ النَّبِيُّ ﷺ. وَمَا كَانَ لَهُ اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ فَاسْتَطْعَمْتُ الْحَدِيثَ سَهْلاً. وَقُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ قَالَ دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى فَاطِمَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَاضْطَجَعَ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ". قَالَتْ فِي الْمَسْجِدِ. فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ. وَخَلَصَ التُّرَابُ إِلَى ظَهْرِهِ. فَجَعَلَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ فَيَقُولُ "اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابٍ". مَرَّتَيْنِ.

সহজ তরজমা

৩৪৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ. ......আবূ হাযিম রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সাহল ইবনে সাদ রাযি.-এর খেদমতে হাযির হয়ে বললেন, মদীনার অমুক আমীর মিম্বরের নিকটে বসে আলী রাযি. সম্পর্কে অপ্রিয় কথা বলছে। তিনি বললেন, সে কি বলছে ? সে বলল, সে তাকে আবূ তুরাব রাযি. বলে উল্লেখ করেছে। সাহল রাযি. (একথা শুনে) হেসে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, তাঁর এ নাম নবী করীম ﷺ-ই রেখে ছিলেন। এ নাম অপেক্ষা তাঁর নিকট অধিক প্রিয় আর কোন নাম ছিল না। আমি (নাম রাখার) ঘটনাটি জানার জন্য সাহল রাযি. এর নিকট আগ্রহ প্রকাশ করলাম এবং তাকে বললাম, হে আবূ আব্বাস, এটা কিভাবে হয়েছিল। তিনি বললেন, (একদিন) আলী রাযি. ফাতেমা রাযি. এর নিকট গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে মসজিদে শুয়ে রইলেন। (অল্পক্ষণ পর) নবী করীম ﷺ এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার চাচাত ভাই (আলী) কোথায়? তিনি বললেন, মসজিদে। রাসূলে করীম ﷺ তাঁর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। পরে তিনি তাঁকে এমন অবস্থায় পেলেন যে, তাঁর চাঁদর পিঠ থেকে সরে গিয়েছে। তাঁর পিঠে ধূলা-বালি লেগে গেছে। রাসূল করীম ﷺ তাঁর পিঠ থেকে ধূলা-বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলতে লাগলেন, উঠে বস হে আবূ তুরাব। এ কথাটি তিনি দু'বার বলেছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, এ হাদীসে হযরত আলী রাযি.এর উচ্চ মর্যদার বর্ণনা রয়েছে। এবং রাসূলের নিকট তার মূল্যায়ন কেমন ছিল তাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল,আর তা এভাবে বুঝা গেল যে,রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তার খুজে মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং তার পিঠ থেকে নিজ হাতে মাটি পরিস্কার করে আবুত তুরাব উপধীতে আখ্যায়িত করলেন। (উমদা)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে ৬৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে আর সামনে ৯১৫ ও ৯২৯ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ. عَنْ زَائِدَةَ. عَنْ أَبِي حَصِينٍ. عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ. قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ. فَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ.. فَذَكَرَ عَنْ مَحَاسِنِ. عَمَلِهِ. قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوؤُكَ. قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَأَرْغَمَ اللهُ بِأَنْفِكَ. ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ. فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ هُوَ ذَاكَ. بَيْتُهُ أَوْسَطُ بُيُوتِ النَّبِيِّ ﷺ. ثُمَّ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوؤُكَ. قَالَ أَجَلْ. قَالَ فَأَرْغَمَ اللهُ بِأَنْفِكَ. انْطَلِقْ فَاجْهَدْ عَلَىَّ جَهْدَكَ.

সহজ তরজমা

৩৪৫৬. মুহাম্মাদ ইবনে রাফি রহ. ..... সাদ ইবনে উবাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমর রাযি.-এর নিকট এসে উসমান রাযি. এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। তিনি উসমান রাযি.-এর

https://e-ilm.weebly.com/

কতিপয় ভাল গুণ বর্ণনা করলেন। ইবনে উমর রাযি. ঐ ব্যক্তিকে বললেন, মনে হয় এটা তোমার কাছে খারাপ লাগছে। সে বলল, হাঁ। ইবনে উমর রাযি. বললেন, আল্লাহ (তোমাকে) অপমানিত করুন। তারপর সে ব্যক্তি আলী রাযি. এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাঁরও কতিপয় ভাল গুণ বর্ণনা করলেন এবং বললেন, ঐ দেখ। তাঁর ঘরটি নবী করীম ﷺ এর ঘরগুলির মধ্য অবস্থিত। এরপর তিনি বললেন, মনে হয় এসব কথা শুনতে তোমার খারাপ লাগছে। সে বলল, হাঁ। ইবনে উমর রাযি. বললেন, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্চিত করুন। যাও আমার বিরুদ্ধে তোমার শক্তি ব্যয় কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল পাওয়া যায় হাদীসাংশ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ এর দ্বারা। অতঃপর আব্দুল্লাহ উবনে উমর রাযি.তার উত্তম গুনাবলীর মাধ্যমে তার প্রশংসা করলেন। একথাই প্রমান করে যে,হযরত আলী রাযি.এর অনেক মর্যাদা ও ফজীলত রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৫২৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৬৪৮ ও ৬৭০ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنِ الْحَكَمِ. سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى. قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ. أَنَّ فَاطِمَةَ. عَلَيْهَا السَّلَامُ شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ سَبْيٌ. فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ. فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ. فَأَخْبَرَتْهَا. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ. فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا. وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا. فَذَهَبْتُ لأَقُومَ فَقَالَ "عَلَى مَكَانِكُمَا". فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ "أَلاَ أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ. وَتُسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ. وَتَحْمَدَا ثَلاَثَةً وَثَلاَثِينَ. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ

সহজ তরজমা

৩৪৫৭. মুহাম্মাদ ইবনে মাশ্শার রহ. .....আলী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা রাযি. যাঁতা চালানোর কষ্ট সম্পর্কে একদিন (আমার নিকট) অভিযোগ প্রকাশ করলেন। এরপর নবী করীম ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসল। ফাতিমা রাযি. (এক জন গোলাম পাওয়ার আশা নিয়ে) নবী করীম ﷺ এর খেদমতে গেলেন। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে আয়েশা রাযি. এর কাছে তাঁর কথা বলে আসলেন। নবী করীম ﷺ যখন ঘরে আসলেন তখন ফাতিমা রাযি. এর আগমন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আয়েশা রাযি. তাঁকে অবহিত করলেন। (আলী রাযি. বলেন) নবী করীম ﷺ আমাদের এখানে আসলেন, যখন আমরা বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে দেখে আমি উঠে বসতে চাইলাম। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় থাক এবং তিনি আমাদের মাঝখানে এমনভাবে বসে পড়লেন যে, আমি তাঁর পদদ্বয়ের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তিনি বললেন, আমি কি তোমরা যা চেয়েছিলে তার চেয়েও উত্তম জিনিস শিক্ষা দিবনা ? (তা হল) তোমরা যখন ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় যাবে তখন চৌত্রিশ বার "আল্লাহু আকবার" তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ" তেত্রিশবার "আল্ হামদুলিল্লাহ" পড়ে নিবে। এটা খাদিম (যা তোমরা চেয়েছিলে) অপেক্ষা অনেক উত্তম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে পাওয়া যায় যে,রাসূলে কারীম ﷺ হযরত আলী ও ফাতেমা রাযি.বিছনায় থাকাবস্থায় তাদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের কে বিছানা থেকে না উঠার নির্দেশ প্রদান করাটা একথার প্রমাণ যে, রাসূলে কারীম ﷺ এর নিকট তার সুমহান মর্যাদা রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৫-৫২৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। ইতি পূর্বে হাদীসটি ৪৩৯ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৮০৭, ৮০৮ ও ৯৩৫ পৃষ্ঠায় আসছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ "أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى".

সহজ তরজমা

৩৪৫৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. ...... সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে) আলী রাযি.-কে বলেছিলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যেভাবে হারুন আ. মূসা আ. এর প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তুমিও আমার নিকট সেই মর্যাদা লাভ কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারীতে ৫২৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে কিতাবুল মাগাজি ৬৩৩ পৃষ্ঠায় আসবে। ইমাম মুসলিম রহ.ফাযায়েল অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

শিয়াদের ভ্রান্ত দলীল : এর জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৯৫ - ৪৯৬ পর্যন্ত।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: "اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ، فَإِنِّي أَكْرَهُ الِاخْتِلاَفَ، حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ، أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي» فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ: "يَرَى أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ الكَذِبُ"

সহজ তরজমা

৩৪৫৯. আলী ইবনুল জা'দ রহ. ..... আলী রহ থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, তোমরা পূর্ব থেকে যেভাবে ফয়সালা করে আসছ সেভাবেই কর কেননা পারস্পরিক বিবাদ আমি অপছন্দ করি। যেন সকল লোক এক দল ভুক্ত হয়ে থাকে। অথবা আমি এমতাবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হই যেভাবে আমার সাথীগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। (মুহাম্মদ) ইবনে সীরীন রহ এ ধারণা পোষণ করতেন যে, আলী রাযি. এর (১ম খলীফা হওয়া সম্পর্কে) যে সব কথা তার থেকে (রাফেযী সম্প্রদায় কর্তৃক) বর্ণিত তার অধিকাংশই ভিত্তিহীন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সহজ তাশরীহ : সায়্যিদিনা হযরত উমর ফরুক রাযি.সকল সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমতের ভিত্তেতে (যাদের মধ্যে হযরত আলী রাযি.ও ছিলেন) এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, উম্মে ওয়ালাদের ক্রয় - বিক্রয় অবৈধ। পরবর্তীতে হযরত আলী রাযি. ইরাক থেকে প্রত্যাবর্তন করে এ সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসেন এবং বলেন,উম্মে ওয়ালাদও তো দাসী সুতরাং এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। এর প্রেক্ষিতে আবিদা সালমানী যিনি তখন কার সময় ইরাকের গভনর্র ছিলেন আরজ করলেন যে,আপনার ও উমর রাযি.এর ঐক্যমতা সিদ্ধান্ত আপনার একক সিদ্ধান্তের তুলনায় পছন্দনীয়। কারণ তাতে একতা রয়েছে। আপনার একক সিদ্ধান্তে মতানৈক্য রয়েছে। তখন হযরত আলী রাযি.বললেন যে,আমি মতানৈক্য পছন্দ করি। তোমরা পূর্বে যে,ফয়াসালা করতে ঐ রকম ফয়সালাই কর।

শাব্দিক বিশেষন : او امو ت। মুবতাদা محذوف এর খবর হিসাবে رفع, বিশিষ্ট আসলে ছিল او انا اموت। অথবা نصب বিশিষ্ট তাহলে حتى يكون এর উপর عطف এর ভিত্তিতে হবে।

بَابُ مَنَاقِبِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الهَاشِمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২০৯৫. পরিচ্ছেদ : হযরত জাফর ইবনে আবি তালেব হাশেমী রাযি. এর মর্যাদা সম্পর্কিত

https://e-ilm.weebly.com/

وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي»

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইরশাদ তার ব্যাপারে ঃ তুমি তো চরিত্র ও আকৃতিতে আমার সাদৃশ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ. عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. أَنَّ النَّاسَ. كَانُوا يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ. وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِي. حَتَّى لاَ آكُلُ الْخَمِيرَ. وَلاَ أَلْبَسُ الْحَبِيرَ. وَلاَ يَخْدُمُنِي فُلاَنٌ وَلاَ فُلاَنَةُ. وَكُنْتُ أُلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ مِنَ الْجُوعِ. وَإِنْ كُنْتُ لأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الآيَةَ هِيَ مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي. وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ. حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ. فَنَشُقُّهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا.

সহজ তরজমা

৩৪৬০. আহমদ ইবনে আবূ বকর রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, লোকজন (অভিযোগের সুরে) বলে থাকেন যে, আবূ হুরায়রা রাযি. অনেক বেশী হাদিস বর্ণনা করে থাকেন। বস্তুতঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে আত্মতৃপ্তি নিয়ে পড়ে থাকতাম। ঐ সময়ে আমি সুস্বাদু রুটি ভক্ষণ করি নি, দারী বস্ত্র পরিধান করি নি। তখন কেউ আমার খেদমত করত না। এবং আমি ক্ষুধার জ্বালায় পাথরময় যমিনের সাথে পেট চেপে ধরতাম। কোন কোন সময় কুরআনে কারীমের আয়াত বিশেষ, আমার জানা থাকা সত্ত্বেও অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম যেন, তারা আমাকে তাদের বাড়ীতে নিয় গিয়ে কিছু আহারের ব্যবস্থা করেন। গরীব মিসকীনদের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি ছিণে জাফর ইবনে তালিব রাযি.। তিনি প্রায়াই আমাকে নিজ ঘরে নিয়ে যেতেন এবং যা থাকত তাই আমাকে আহার করিয়ে দিতেন। (কোন সময় এমন হত যে তাঁর ঘরে কিছুই থকেন) ঘিয়ের শূন্য পাত্র এনে তিনি আমাকে সামনে তা ভেঙ্গে দিতেন আর তা চেটে খেতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : তাহলো হাদীসাংশ وكان اخير الناس শেষ পর্যন্ত। কেননা,এতে হযরত আবু হুরাইরা রাযি.জবানে সর্বোৎকৃষ্ট লোক হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন। এটাই তার অনেক বড় মর্যাদা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৮১৭ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ. عَنِ الشَّعْبِيِّ. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يُقَالُ كُنْ فِي جَنَاحِي كُنْ فِي نَاحِيَتِي كُلُّ جَانِبَيْنِ جَنَاحَانِ.

সহজ তরজমা

৩৪৬১. আমর ইবনে আলী রহ. ..... শাবী রহ থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. যখন জাফর রাযি. এর ছেলে (আবদুল্লাহ) কে সালাম করতেন তখন বলতেন, হে, দু'বাহু বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র। আবূ আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী রহ বলেন, বলা হয় كُنْ فِي جَنَاحِي অর্থ তুমি আমার পাশে থাক। প্রত্যেক বস্তুর দু'পাশকে দু'বাহু বলা হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : তা হলো এভাবে যে,তার ذوالجناحين শব্দ ব্যবহার হয়েছে যার অর্থ হলো দুই ডানা বিশিষ্ট। আর এটাই তার অনেক বড় মর্যাদার বিষয়।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে কিতাবুল মাগাজিতে ৬১১ পৃষ্ঠায় আসছে।

সহজ তাহকীক : ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড মাগাযী অধ্যায় পৃষ্ঠা ৩২৫-৩২৬ পর্যন্ত।

بَابُ ذِكْرِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২০৯৬. পরিচ্ছেদ : আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের আলোচনা

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا‏.‏ قَالَ فَيُسْقَوْنَ‏.‏

সহজ তরজমা

৩৪৬২. হাসান ইবনে মুহাম্মদ রহ.... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, উমর রাযি. (এর খিলাফত কালে) অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযি. এর ওয়াসিলা নিয়ে বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা অনাবৃষ্টি দেখা দিলে আমাদের নবীর ﷺ ওয়াসিলা নিয়ে দু'আ করতাম তুমি (আমাদের দু'আ কবূল করে) বৃষ্টি বর্ষণ করতে, এখন আমরা আমাদের নবী ﷺ এর চাচা আব্বাস রাযি.-এর ওয়াসিলায় বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ করছি। তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। তখন বৃষ্টি হত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে ১৩৭ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ২১৮-২১৯

بَابُ مَنَاقِبِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْقَبَةِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

২০৯৭. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকটাত্মীয়দের মর্যাদা সম্পর্কিত

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ ـ عَلَيْهَا السَّلاَمُ ـ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ‏.‏ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهْوَ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ‏.‏ يَعْنِي مَالَ اللهِ ـ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ ‏"‏‏.‏ وَإِنِّي وَاللهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ‏.‏ وَذَكَرَ قَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحَقَّهُمْ‏.‏ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي‏.‏

সহজ তরজমা

৩৪৬৩. আবূ ইয়ামান রহ. ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর রাযি. কাছে কাউকে পাঠিয়ে ফাতিমা রাযি. নবী করীম ﷺ থেকে তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অংশ দাবী করলেন যা আল্লাহ তা'আলা

https://e-ilm.weebly.com/

তাঁকে বিনাযুদ্ধে দান করেছিলেন, যা তিনি সাদকা স্বরূপ মদীনা, ফাদাকে রেখে গিয়েছিলেন এবং খায়বারের এক-পঞ্চমাংশ হতে যে অবশিষ্ট ছিল তা। আবূ বকর রাযি. (তার উত্তরে) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের (নবীগণের মালের ওয়ারিস কেউ হয় না। আমরা যা কিছু রেখে যাই তা বই সাদকা। মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারবর্গ এ মাল থেকে অর্থাৎ আল্লাহর মাল থেকে খেতে পারবে। তবে (আহারের জন্য) প্রয়োজনের অধিক নিতে পারবে না। আল্লাহর কসম, আমি নী করীম ﷺ এর পরিত্যাক্ত মালে তাঁর যুগে যেমন নিয়েম ছিল তার পরিবর্তন করব না। আমি অবশ্যই তা করব যা রাসূল ﷺ করে গেছন। এরপর আলী রাযি. শাহাদত (হামদ-সানা) পাঠ করে বললেন, হে আবূ বকর! আমরা আপনার মর্যাদা ওশ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে তাঁদের যে আত্মীয়াতা ও ঘনিষ্ঠতা রয়েছে তা এবং তাঁদের অধিকারের কথাও উল্লেখ করলেন। আবূ বকর রাযি.ও এ বিষয়ে উল্লেখ করে বললেন, আল্লাহর কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করার চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা আমি অধিক পছন্দ করি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : তা গ্রহণ করা হবে হাদীসাংশ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبُّ শেষ পর্যন্ত এর দ্বারা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৪৩৫ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫৭৬, ৬০৯ ও ৯৯৫ পৃষ্ঠায় আসছে।

সহজ তাহকীক : বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড কিতাবুল মাগাজী পৃষ্ঠা ২৯৮ পৃষ্ঠা।

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - قَالَ ارْقُبُوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ.

সহজ তরজমা

৩৪৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ..... আবূ বকর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারবগেত্র প্রতি তোমরা অধিক সম্মান দেখাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৫৩০ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي ".

সহজ তরজমা

৩৪৬৫. আবূ ওয়ালিদ রহ. ..... মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ফাতিমা আমার (দেহের) টুকরা। যে তাঁকে কষ্ট দিবে, সে যেন আমাকে কষ্ট দিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ১২৭, ৪৩৮ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫২৮, ৫৩২, ৭৮৭ ও ৭৯৫ পৃষ্ঠায় আসছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهَا، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ.

সহজ তরজমা

৩৪৬৬. ইয়াহইয়া ইবনে মাযা'আ রহ. ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ওফাতের সময় যে রোগে আক্রান্ত হন তখন তাঁর কন্যা ফাতিমা রাযি. কে ডেকে পাঠালেন। (তিনি আসলে) চুপিচুপি কি যেন তাঁকে বললেন, তিনি এতে কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি তাঁকে ডেকে পুনরায় চুপিচুপি কি যেন বললেন, এবারে তিনি হাসতে লাগলেন। আমি তাঁকে এ (হাস-কান্নার) কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ আমাকে জানালেন যে, তিনি এ রোগে ওফাত লাভ করবেন, এতে আমি কাঁদতে শুরু করি। এরপর তিনি চুপেচুপে বললেন, আমি তাঁর পরিবার বর্গের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হব, তখন আমি হাসতে শুরু করি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, এ হাদীসে হযরত ফাতেমা রাযি.এর রাসূল ﷺ এর সাথে তার চূড়ান্ত পর্যায়ের মুহাব্বত ও ভালবাসা বুঝা গেল। এটাই মিল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৫১২ পৃষ্ঠায় হাদীসটি অতিবাহিত হয়েছে। সামনে ৫৩২, ৬৩৮ ও ৯৩০ পৃষ্ঠায় আসছে।

بَابُ مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

২০৯৮. পরিচ্ছেদ : হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযি.-এর ফজীলত সম্পর্কিত

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ حَوَارِيُّ النَّبِيِّ ﷺ، وَسُمِّيَ الْحَوَارِيُّونَ لِبَيَاضِ ثِيَابِهِمْ

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.বলেন, তিনি নবীয়ে পাক ﷺ এর حواری ছিলেন আর حواری নাম করণ করা হয় তাদের কাপড়ে শুভ্র থাকার কারনে।

হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযি.এর বংশধারা : যুবাইর ইবনুল আওয়াম ইবনে খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্যা ইবনে কুসাই। যিনি কুসাই ইবনে কিলাব। যার পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশধারা মিলে যায়। তার মাতা হলেন হযরত ছফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব যিনি রাসূল ﷺ এর ফুফি ছিলেন। হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযি.জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন। ৩৬ হিজরীতে যা জামাল যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে শহীদ হন।

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ أَصَابَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رُعَافٌ شَدِيدٌ سَنَةَ الرُّعَافِ، حَتَّى حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ وَأَوْصَى، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ اسْتَخْلِفْ قَالَ وَقَالُوهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ فَسَكَتَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ ـ أَحْسِبُهُ الْحَارِثَ ـ فَقَالَ اسْتَخْلِفْ فَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالُوا فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ وَمَنْ هُوَ فَسَكَتَ قَالَ فَلَعَلَّهُمْ قَالُوا الزُّبَيْرَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ مَا عَلِمْتُ، وَإِنْ كَانَ لأَحَبَّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৪৬৭. খালিদ ইবনে মাখলাদ রহ. ..... মারওয়ান ইবনে হাকাম রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান রাযি. কঠিন নাকের পীড়ায় (নাক দিয়ে রক্তপাত) আক্রান্ত হলেন (একত্রিশ হিজর) সনে যে সনকে নাকের পীড়ার সন বলা হয়। এ কারণে তিনি ঐ বছর হজ্জ করতে পারলেন না এবং ওসিয়াত করলেন। ঐ সময় কুরাইশের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আপনি কাউকে আপনার খলীফা মনোনীত করুন। উসমান রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, জনগণ কি একথা বলেছে? সে বললো, হাঁ। উসমান রাযি. বললেন, বলতো কাকে (মনোনীত করব) ? রাবী বলেন তখন সে ব্যক্তি নীরব হয়ে গেল। তারপর অপর এক ব্যক্তি আসল, (রাবী বলেন) আমার ধারণা সে হারিস (ইবনে হাকাম মারওয়ানের ভাই) ছিল। সেও বলল, আপনি খলীফা মনোনীত করুন। উসমান রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, জনগণ কি চায়? সে বলল, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কাকে? রাবী বলেন সে নীরব হয়ে গেল। উসমান রাযি. বললেন, সম্ভবতঃ তারা যুবায়র রাযি. এর নাম প্রস্তাব করেছে। সে বলল, হাঁ। উসমান রাযি. বললেন, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার জানামতে তিনিই সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং নবী করীম ﷺ এর সর্বাধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল তা হলো হাদীসাংশ اما والذي نفسي بيده انه لخيرهم শেষ পর্যন্ত এর সাথে সম্পৃক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনের হাদীসেই পুনরায় তা আসছে। অথবা ৫২৭ পৃষ্ঠায়।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، سَمِعْتُ مَرْوَانَ، كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ، أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اسْتَخْلِفْ‏.‏ قَالَ وَقِيلَ ذَاكَ قَالَ نَعَمْ‏.‏ الزُّبَيْرُ‏.‏ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ خَيْرُكُمْ‏.‏ ثَلاَثًا‏.‏

সহজ তরজমা

৩৪৬৮. উবায়দ ইবনে ইসমাঈল রহ. .... মারওয়ান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উসমান রাযি. এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এস তাঁকে বলল, আপনি খলীফা মনোনীত করুন। তিনি বললেন, তা কি বলাবলী হচ্ছে? সে বলল, হাঁ, তিনি হচ্ছেন যুবায়র রাযি.। এই শুনে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম তোমরা নিশ্চয়ই জান যে যুবায়র রাযি. তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট আর তা হলো হাদীসাংশ أَنَّهُ خَيْرُكُمْ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বেও এ পৃষ্ঠাতেই অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ـ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ‏"‏‏.‏

সহজ তরজমা

৩৪৬৯. মালিক ইবনে ইসমাঈল রহ. .... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী (বিশেষ সাহায্যকারী) ছিলেন। আর আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়র রাযি.।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৩৯৯ ও ৪২০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫৯০ও ১০৮৭ পৃষ্ঠায় আসছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا {عَبْدُ اللهِ} أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ. فِي النِّسَاءِ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ. عَلَى فَرَسِهِ. يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ يَا أَبَتِ. رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ أَوَهَلْ رَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَيَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ". فَانْطَلَقْتُ. فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ فَقَالَ "فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي".

সহজ তরজমা

৩৪৭০. আহমদ ইবন মুহাম্মদ রহ. ...... আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন খন্দক যুদ্ধ চলাকালে আমি এবং উমর ইবনে আবূ সালামা (স্বল্প বয়সের কারণে) মহিলাদের দলে চলছিলাম। হঠাৎ (আমার পিতা) যুবায়েরকে দেখতে পেলাম যে, তিনি অশ্বারোহণ করে বনী কুরায়যা গোত্রের দিকে দু'বার অথবা তিন বার আসা যাওয়া করছেন। যখন ফিরে আসলাম তখন বললাম, হে আব্বা আমি আপনাকে (বনী কুরায়যার দিকে) কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখেছি। তিনি বললেন, হে প্রিয় পুত্র, তুমি কি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন কে বনী কুরায়যা গোত্রের নিকট গিয়ে তাদের খবরা-খবর জেনে আসবে ? তখন (সে কাজে) আমিই গিয়ে ছিলাম। (সংবাদ নিয়ে) যখন আমি ফিরে আসলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য তাঁর মাতা-পিতাকে একত্র করে বললেন, আমার মাতা-পিতা তোমার জন্য কুরবান হোক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ থেকে শেষ পর্যন্ত এর সাথে কারণ রাসূল ﷺ এর তার প্রতি লক্ষকরে فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي বলাটা তার অনেক মর্যাদার দলীল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। ইমাম মুসলিম রহ.ফাযায়েল অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ أَلاَ تَشُدُّ فَنَشُدَّ مَعَكَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ. فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ. بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُرْوَةُ فَكُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ.

সহজ তরজমা

৩৪৭১. আলী ইবনে হাফস রহ. .... উরওয়া রহ থেকে বর্ণিত, ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণ যুবায়েরকে বললেন, আপনি কি আক্রমণ কঠোরতর করবেন না ? তা হলে আমরাও আপনার সাথে (সর্বশক্তি নিয়ে) আক্রমণ করব। এবার তিনি ভীষণভাবে আক্রমণ করলেন। শত্রুরা তাঁর কাঁধে দু'টি আঘাত করল। ক্ষতদ্বয়ের মধ্যে আরো একটি ক্ষতের চিহ্ন ছিল যা বদর যুদ্ধে হয়েছিল। উরওয়া রহ বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ঐ ক্ষতস্থানগুলিতে ঢুকিয়ে দিয়ে খেলা করতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে মাগাযী অধ্যায় ৫৬৬ পৃষ্ঠায় আসছে

দ্রষ্টব্য : নাসরুল বারী ৮ম খন্ড কিতাবুল মাগাযী পৃষ্ঠায় ৩১ এর ব্যাখ্যাসমূহ।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ ذِكْرِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ

২০৯৯. পরিচ্ছেদ : হযরত ত্বলহা রাযি.এর ফজিলত আলোচনা

وَقَالَ عُمَرُ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ.

হযরত উমর রাযি.বলেন,রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকাবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ. عَنْ حَدِيثِهِمَا.

সহজ তরজমা

৩৪৭২. মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর মুকাদ্দামী রহ. ...... আবূ উসমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেসব যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্য থেকে এক যুদ্ধে (ওহোদ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সংগে কোন এক সময় তালহা ও সা'দ রাযি. ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন না। আবূ উসমান রাযি. তাঁদের উভয় থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হযরত ত্বলহা রাযি. যুদ্ধের ময়দানে সব মানুষ যখন হুজুর ﷺ কে রেখে পালিয়েছিল তখন শুধুমাত্র তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে ছিলেন। এটাই তার মর্যাদার প্রমাণ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে মাগাজি অধ্যায় ৫৮১ পৃষ্ঠায় আসছে।

ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড মাগাযী অধ্যায় পৃষ্ঠায় ১০৬।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ قَدْ شَلَّتْ.

সহজ তরজমা

৩৪৭৩. মুসাদ্দাদ রহ. ..... কাইস ইবনে আবূ হাযিম রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি তালহা রাযি.-এর ঐ হাতকে অবশ অবস্থায় দেখেছি, যে হাত দিয়ে (ওহোদ যুদ্ধে শত্রুদের আক্রমণ হতে) নবী করীম ﷺ-কে হিফাযত করেছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৫৮১ পৃষ্ঠায় মাগাজী অধ্যায় আসছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الزُّهْرِيِّ وَبَنُو زُهْرَةَ أَخْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ

২১০০. পরিচ্ছেদ : হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস যুহারী রাযি.-এর ফজীলত সম্পর্কিত

যুহরা গোত্র রাসূলে কারীম ﷺ এর মামার বাড়ী ছিলো। আর তিনি ছিলেন সাদ ইবনে মালেক রাযি.। অর্থাৎ,সাদ রাযি.এর পিতার নাম ছিল মালেক,আর মালেকের উপনাম ছিল আবু ওয়াক্কাস।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى. قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ. قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا. يَقُولُ جَمَعَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

সহজ তরজমা

৩৪৭৪. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. ..... সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহুদ যুদ্ধে নবী তাঁর মাতা-পিতাকে একত্র করে (বলে) ছিলেন, (তোমার উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হউক)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে মাগাযী অধ্যায় ৫৮০ ও ৫৮১ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ. عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا ثُلُثُ الإِسْلاَمِ.

সহজ তরজমা

৩৪৭৫. মাক্কী ইবনে ইব্রাহীম রহ. ..... সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমাকে খুব ভালভাবে জানি, ইসলাম গ্রহণে আমি ছিলাম তৃতীয় ব্যক্তি। (পুরুষদের মধ্যে)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এভাবে যে,হযরত সা'দ রাযি.ইসলামের তৃতীয় ব্যাক্তি ছিলেন এটাই তার অনেক বড় মর্যাদার বিষয়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে ৫২৮ ও ৫৪৪ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ. يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ. يَقُولُ مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلاَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ. وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الإِسْلاَمِ. تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ.

সহজ তরজমা

৩৪৭৬. ইবরাহীম ইবনে মূসা রহ. ..... সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আমার জানা মতে) যে দিন আমি ইসলাম গ্রহণ করি সেদিন (এর পূর্বে খাদীজা রাযি. ও আবু বকর রাযি. ব্যতীত) অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। ইম সাতদিন এমনিভাবে অতিবাহিত করেছি যে আমি ইসলাম গ্রহণে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে ৬৪৪ পৃষ্ঠায় আসছে।

একটি প্রশ্ন : হযরত সা'দ রাযি.এর পূর্বে তো হযরত খাদীজা হযরত আবু বকর হযরত আলী ও অন্যান্য আরো অনেকেই মুসলমান হয়েছিলেন। তাহলে একথা কি করে সত্য হয় যে,আমার পূর্বে কেহ মুসলমান হয় নাই। অথচ বাস্তবতা হলো হযরত সা'দ রাযি.হযরত আবু বকর রাযি.এর উৎসাহেই মুসলমান হন।

উত্তর : কেউ এ প্রশ্নের এক. উত্তর দিয়েছেন এভাবে যে, হযরত সা'দ রাযি.এর উদ্দেশ্য হলো স্বাধীন সাবালক পুরুষদের মধ্যে তিনি প্রথম ছিলেন।

দুই. হযরত সা'দ রাযি.নিজের জানা মতে বলেছেন।

তিন. সঠিকতম উত্তর হলো যা ইবনে মানদাহ মারেফা নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে,হাদীসের সঠিক ইবারত হলো ما اسلم احد في اليوم الذي اسلمت فيه অর্থাৎ,আমি যে দিন মুসলমান হই সেদিন আর কেউ মুসলমান হয়নাই। (উমদা, ফাতহুলবারী)

এ উত্তরের পর আর কোন প্রশ্ন বাকী থাকে না।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. عَنْ إِسْمَاعِيلَ. عَنْ قَيْسٍ. قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا. ﷺ. يَقُولُ إِنِّي لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَكُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ. حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيرُ أَوِ الشَّاةُ. مَا لَهُ خِلْطٌ. ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الإِسْلاَمِ. لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي. وَكَانُوا وَشَوْا بِهِ إِلَى عُمَرَ. قَالُوا لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي. قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ ثُلُثُ الْاِسْلَامِ يَقُوْلُ وَاَنَا ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩৪৭৭. আমর ইবনে আওন রহ. ..... কায়েস রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সা'দ রাযি.-কে বলতে শুনেছি যে, আরবদের মধ্যে আমিই সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা নবী করীম ﷺ-এর সংগে থেকে লড়াই করেছি। তখন গাছের পাতা ব্যতীত আমাদের কোন আহার্য ছিল না। এমনকি আমাদেরকে (কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু) উট অথবা ছাগলের ন্যায় বড়ির মত মল ত্যাগ করতে হত। আর এখন (এ অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে,) বনূ আসাদ আমাকে ইসলামের ব্যাপারে লজ্জা দিচ্ছে। আমি তখন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হব এবং আমার আমলসমূহ বৃথা যাবে। বনূ আসাদ উমর রাযি. এর নিকট সা'দ রাযি.-এর বিরুদ্ধে যথা নিয়মে সালাত আদায় না করার অভিযোগ করছিল। আবূ আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী রহ বলেন ইসলামের তৃতীয় ব্যক্তি একথা দ্বারা তিনি বলতে চান যে নবী ﷺ এর সঙ্গে যারা প্রথমে ইসলাম এনেছিল আমি এদের তিনজনের তৃতীয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল গ্রহণ করা হবে হাদীসাংশ إِنِّي لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ (অর্থাৎ,আমি আরবদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর রাহে তীর নিক্ষেপ করেছিল। এতেই তার অনেক ফজীলত প্রমাণিত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫২৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে আসছে ৮১৪ ও ৯৫৬।

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য ৮ম খন্ড ৩৯৫।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ ذِكْرِ أَصْهَارِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ أَبُو العَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ

২১০১. পরিচ্ছেদ : রাসূল ﷺ এর জামাতা গণের আলোচনা সম্পর্কিত

তাদের একজন আবুল আস ইবনুর রবী ছিল। যিনি হযরত নবী করীম ﷺ এর বড় সাহেবযাদী হযরত যয়নব রাযি.এর স্বামী ছিলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ، فَاطِمَةُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، هَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ " أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا، وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ". فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ. وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مِسْوَرٍ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ " حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي ".

সহজ তরজমা

৩৪৭৮. আবুল ইয়ামান রহ. ..... মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ জেহেলের কন্যাকে আলী রাযি. বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। ফাতিমা রাযি. এই সংবাদ শুনতে পেরে রাসূললাহ ﷺ-এর খেদমতে এসে বলেলন, আপনার গোত্রের লোকজন মনে করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের খাতিরে রাগান্বিত হন না। আলী তো আবূ জেহেলের কন্যাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত। রাসূললাহ ﷺ (এ কথা শুনে) খুত্বা দিতে প্রস্তুত হলেন। (মিসওয়ার বলেন) যখন তিনি হাম্‌দ ও সানা পাঠ করেন, তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, আমি আবুল আস ইবনে রাবির নিকট আমার মেয়েকে শাদী দিয়েছিলাম। যে আমার সাথে যা বলেছে সত্যই বলেছে। আর (শোন) ফাতিমা আমার (দেহের) টুকরা; তাঁর কোন কষ্ট হোক তা আমি কখনও পছন্দ করি না। আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূলের মেয়ে এবং আল্লাহর চরম দুশমনের মেয়ে একই ব্যক্তির কাছে একত্রিত হতে পারে না। (এ কথা শুনে) আলী রাযি. তাঁর বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন। মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হালহালা রহ. ..... মিস্ওয়ার রহ থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন, আমি নবী করীম ﷺ- কে বনী আবদে শামস গোত্রের তাঁর এক জামাতা সম্পর্কে অত্যন্ত প্রশংসা করতে শুনেছি। নবী ﷺ বলেন, সে আমাকে যা বলেছে- সত্য বলেছে। যা অঙ্গীকার করেছে, তা পূরণ করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫২৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ১২৭, ৪৩৮ ও ৫২৬ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫৩২, ৭৮৭ ও ৭৯৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ الْبَرَاءُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا"

২১০২. পরিচ্ছেদ : হযরত যায়দ ইবনে হারেসা রাযি.এর ফজীলত, যিনি নবী কারীম ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন

হযরত বারা ইবনে আযেব রাযি. বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.কে লক্ষ্য করে বললেন তুমি আমাদের ভাই ও বন্ধু।

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللَّهِ، إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ".

সহজ তরজমা

৩৪৭৯. খালিদ ইবনে মাখ্‌লাদ রহ. ..... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর) একটি সেনাবাহিনী প্রেরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন, এবং উসামা বিন যায়েদ রাযি.কে উক্ত বাহিনীর অধিনায়ক মনোনীত করেন। কিছু সংখ্যাক লোক তাঁর অধিনায়কত্বের উপর মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলো। (ইহা শুনে) নবী করীম ﷺ বললেন, তার নেতৃত্বের প্রতি তোমাদের সমালোচনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা, এর পূর্বে তার পিতার (যায়েদের) নেতৃত্বের প্রতিও তোমরা সমালোচনা করেছ। আল্লাহর কসম, নিশ্চয় সে (যায়েদ) নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি ছিল এবং আমার প্রিয়জনদের মধ্যে একজন ছিল। তারপর তার পুত্র (উসামা) আমার প্রিয়তম ব্যক্তিদের অন্যতম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫২৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে মাগাযী অধ্যায় ৬১০ ও ৬৪১ পৃষ্ঠায় ও ৯৮০ ও ১০৬৬ পৃষ্ঠায় আসছে।

সহজ তাহকীক : ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৫ম খন্ড কিতাবুল মাগাযী পৃষ্ঠা ৩১০।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ قَائِفٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ شَاهِدٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ، فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. قَالَ فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْجَبَهُ، فَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ.

সহজ তরজমা

৩৪৮০. ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে কাযা'আ রহ. ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমার কাছে জনৈক কায়িফ (রেখা চিহ্ন বিশেষজ্ঞ) আসে, সে সময় নবী করীম ﷺ উপস্থিত ছিলেন। উসামা রাযি. ও তাঁর পিতা (পা বাইরে রেখে উভয়ই একটি চাদরে আবৃত করে) শুয়ে ছিলেন। কায়িফ (তাদের শুধু পা দেখে) বলে উঠলেন, এ পা গুলো একটি অন্যটির অংশ। রাবী বলেন, নবী করীম ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে (কায়িফের মন্তব্যটি) আয়েশা রাযি. কেও অবহিত করলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ فسر بذالك النبي ﷺ এর সাথে। অর্থাৎ এর দ্বারা বুঝা গেল, যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.এর সাথে রাসূল ﷺ এর মুহাব্বত ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

এ কারণেই (قَائِف) পদ চিহ্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কথা দ্বারা তিনি আনন্দিত হয়েছেন। কারণ মুনাফিকরা সংশয় পোষন করে বলত যে,উসামা কালো আর যায়েদ সুন্দর। সুতরাং উসামা যায়েদের ছেলে হতে পারে না। قَائِف লোকটির নাম ছিল - মুজায্যিয মুদলেজী।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫২৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূবে হাদীসটি ৫০২ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে হাদীসটি ১০০১ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ ذِكْرِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

২১০৩. পরিচ্ছেদ : হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি.এর বর্ণনা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا، أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ، فَقَالُوا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩৪৮১. কুতায়বা ইবনে সাইদ রহ. ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাখযুম গোত্রের মহিলার চুরির ঘটনায় কুরাইশগণ ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা পরস্পরকে বলাবলি করতে লাগল, রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর প্রিয় পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ ব্যতীত কে আর তাঁর নিকট (সুপারিশ করার) সাহস করবে ?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ الخ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫২৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৩৬১ ও ৪৯৪ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে হাদীসটি ৬১৬, ১০০৩ ও ১০০৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ ذَهَبْتُ أَسْأَلُ الزُّهْرِيَّ عَنْ حَدِيثِ الْمَخْزُومِيَّةِ، فَصَاحَ بِي، قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَلَمْ تَحْتَمِلْهُ عَنْ أَحَدٍ قَالَ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابٍ كَانَ كَتَبَهُ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَجْتَرِئْ أَحَدٌ أَنْ يُكَلِّمَهُ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ".

সহজ তরজমা

৩৪৮২. আলী রহ. ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাখযুম গোত্রের জনৈকা মহিলা চুরি করেছিল। তখন তারা বলল, দেখত, এ ব্যাপারে কে নবী করীম ﷺ- এর সাথে কথা বলতে পারবে? কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ-ই কথা বলার সাহস করল না। উসামা রাযি. এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আলোচনা করলেন। তখন তিনি ﷺ বললেন, বনী ইসরাইল তাদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ চুরি করলে তাকে (বিচার না করে) ছেড়ে দিত। এবং দূর্বল কেউ চুরি করলে তার হাত কেটে দিত। (আমার কন্যা) ফাতিমা রাযি. (চুরির অপরাধে দোষিণী) হলেও (আল্লাহ্ তাঁর হিফাযত করুন) তবে অবশ্যই আমি তাঁর হাত কেটে ফেলতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো এভাবে যে, এটি হযরত আয়েশা রাযি.থেকে অপর একটি সূত্রে বর্ণিত হাদীস। এ হাদীসে হযরত উসামা রাযি.এর সুস্পষ্ট অনেক বড় ফজীলত বর্ণিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : বুখারীতে হাদীসটি ৫২৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৩৬১ ও ৪৯৪ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। সামনে হাদীসটি ৬১৬, ১০০৩ ও ১০০৪ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَبَّادٍ. يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ. قَالَ نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى رَجُلٍ يَسْحَبُ ثِيَابَهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ انْظُرْ مَنْ هٰذَا لَيْتَ هٰذَا عِنْدِي. قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ أَمَا تَعْرِفُ هٰذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ أُسَامَةَ. قَالَ فَطَأْطَأَ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ. وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الأَرْضِ. ثُمَّ قَالَ لَوْ رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَحَبَّهُ.

সহজ তরজমা

৩৪৮৩. হাসান ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আবদুল্লাহ ইবনে দিনার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, মসজিদের এক কোণে তার কাপড় টেনে নিচ্ছে, তিনি বললেন, দেখতো লোকটি কে? সে যদি আমার নিকট থাকত (তবে আমি তাকে সদুপদেশ দান করতাম) তখন একজন তাকে বলল, হে আবূ আবদুর রাহমান, আপনি কি তাকে চিনতে পেরেছেন? তিনি উসামা রাযি.- এর পুত্র মুহাম্মদ। এ কথা শুনে ইবনে উমর রাযি. মাথা নীচু করে দু'হাত মাটি আছড়াতে লাগলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখলে নিশ্চয়ই আদর করতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো الحاق এর ভিত্তিতে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫২৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ. قَالَ سَمِعْتُ أَبِي. حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ "اللّٰهُمَّ أَحِبَّهُمَا فَإِنِّي أُحِبُّهُمَا". وَقَالَ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنِي مَوْلًى. لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ.. وَكَانَ. أَيْمَنُ ابْنُ أُمِّ أَيْمَنَ أَخَا أُسَامَةَ لأُمِّهِ. وَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ. فَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَقَالَ أَعِدْ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرٍ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ. مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ دَخَلَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ. فَقَالَ أَعِدْ. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ رَأَى هٰذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَحَبَّهُ. فَذَكَرَ حُبَّهُ وَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّ أَيْمَنَ. قَالَ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ سُلَيْمَانَ وَكَانَتْ حَاضِنَةَ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩৪৮৪. মূসা ইবনে ইসমাইল রহ. ..... উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ-তাকে এবং হাসান রাযি.-কে এক সাথে (কোলে) তুলে নিতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি এদের ভালবাস। আমিও এদেরকে ভালবাসি।

নু'আইম রহ. .... উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. এর আযাদকৃত গোলাম (হারমালা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হাজ্জাজ ইবনে আয়মান ইবনে উম্মে আয়মানকে যে উসামা রাযি. এর বৈপিত্রেয় ভাই ছিল এবং আনসারী ছিল-ইবনে উমর রাযি. দেখতে পেল যে, সে রুকু সেজদা সঠিকভাবে আদয় করছে না। ইবনে উমর রাযি. তাকে বললেন, তুমি নামায পুনরায় পড়।

https://e-ilm.weebly.com/

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, সুলাইমান রহ. ..... উসামা রাযি.-এর আযাদকৃত গোলাম (হারমালা) রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর সঙ্গে ছিলেন। তখন (উসামা রাযি. এর বৈপিত্রেয়) ভাই হাজ্জাজ ইবনে আয়মান (মসজিদে) প্রবেশ করল, এবং সালাতে রুকূ ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করল না। ইবনে উমর রাযি. তাকে বললেন, সালাত পুনরায় আদায় কর। যখন সে চলে গেল তখন ইবনে উমর রাযি. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি কে? আমি বললাম, হাজ্জাজ ইবনে আয়মন ইবনে উম্মে আয়মন। ইবনে উমর রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি তাকে দেখতেন তবে স্নেহ করতেন। তারপর এ পরিবারের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর কত ভালবাসা ছিল তা বর্ণনা করতে লাগলেন এবং উম্মে আয়মানের সন্তানদের কথাও বললেন। আবূ আবদুল্লাহ রহ বলেন, আমার কোন কোন সাথী আরো বলেছেন যে, উম্মে আয়মন রাযি. নবী করীম ﷺ- কে শিশুকালে কোলে নিয়েছেন। তিনি ছিলেন নবী ﷺ- এর ধাত্রী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ ৫২৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে হাদীসটি ৫৩০ ও ৮৮৮ পৃষ্ঠায় আসছে।

بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

২১০৪. পরিচ্ছেদ : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.এর ফজীলত সম্পর্কিত

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. عَنْ مَعْمَرٍ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ سَالِمٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا أَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. وَكُنْتُ غُلَامًا أَعْزَبَ. وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ. فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ. فَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَيِ الْبِئْرِ. وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ. فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ. أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ. فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي لَنْ تُرَاعَ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ. فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ. لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ". قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا.

সহজ তরজমা

৩৪৮৫. ইসহাক ইবনে নাসর রহ. ..... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর জীবনকালে কেউ কোন স্বপ্ন দেখলে তা নবী করীম ﷺ- এর নিকট বর্ণনা করতেন। আমিও স্বপ্ন দেখার জন্য আকাঙ্খা করতাম এ উদ্দেশ্যে যে, তা নবী করীম ﷺ- এর নিকট বর্ণনা করব। আমি ছিলাম অবিবাহিত একজন যুবক। তাই আমি নবী করীমের যুগে মসজিদেই ঘুমাতাম। এক রাতে স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, যেন দুজন ফিরিশতা আমাকে ধরে জাহান্নামের নিকট নিয়ে গেলেন। আমি দেখতে পেলাম যে, কূপের মত দু'টি উঁচু পাড়ও রয়েছে। তাতে এমন এমন মানুষ রয়েছে যাদেরকে আমি চিনতে পারলাম। তখন আমি (জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাচ্ছি) বার বার পাঠ করতে লাগলাম। তখন তৃতীয় একজন ফিরিশতা তাদের দু'জনের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তিনি আমাকে বললেন, ভয় করো না (এরপর আমি জেগে গেলাম) স্বপ্নটি (আমার বোন) হাফসা রাযি.-এর নিকট বললাম। তিনি তা নবী করীম ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ্ অত্যন্ত ভাল মানুষ। যদি সে রাতে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করত (তবে আরও ভাল হত) (তাঁর পুত্র) সালিম রহ বলেন, এরপর আবদুল্লাহ রাযি. রাতে অতি অল্প সময়ই ঘুমাতেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো হাদীসাংশ نعم الرجل عبد الله ও তৃতীয় ফেরেশতার বক্তব্য لن ترع এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ ৫২৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে ১৫১ ও ১৫৫ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। সামনে হাদীসটি ১০৩৯, ১০৪০ ও ১০৪১ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أُخْتِهِ، حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا "إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ"

সহজ তরজমা

৩৪৮৬. ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলাইমান রহ. ..... হাফসা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ তাঁর নিকট বলেছেন যে, আবদুল্লাহ অত্যন্ত নেক ব্যক্তি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। কারণ রাসূল ﷺ এর এ ইরশাদ ان عبد الله رجل صالح করাটা তার অনেক মর্যাদার পরিচায়ক।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ ৫২৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৬৩, ১৫১, ও ১৫৫ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। সামনে হাদীসটি ১০৩৯, ১০৪০ ও ১০৪১ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ مَنَاقِبِ عَمَّارٍ وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

২১০৫. পরিচ্ছেদ : হযরত আম্মার ও হুযাইফা রাযি.এর ফজিলত সম্পর্কিত

(عمار শব্দটির আইন (ع) হরফে যবর ও মীম (م) হরফে তাশদীদ যুক্ত।) যিনি ইবনে ইয়াছির আবুল ইয়াকযান আন্‌সী। العنسى শব্দটির নূন হরফে জযম। তিনি মুসলমান হন এমন সময় যখন তার পিতা মুসলমান হয়ে গিয়ে ছিলেন। আর তার মাতা হলেন হযরত সুমাইয়া রাযি.যিনি আল্লাহর রাহে অনেক শাস্তি ভোগ করেন। আবু জাহল তার মাতাকে শহীদ করে দেয়। আর তিনি ছিফফিনের যুদ্ধে ৩৬ হিজরী সনে শাহাদাতের পানীয় গ্রহণে ধন্য হন। (قس)

আর হুজাইফাতুবনুল ইয়ামান রাযি.আনসারী সাহাবী ছিলেন, এবং তিনি প্রথম সারীর মুসলমান ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে রহস্যের বিষয়াদী সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। একারণে তাকে صاحب السر তথা রহস্যবিদ বলা হতো। হযরত আম্মার রাযি.হযরত আলী রাযি.এর সঙ্গে সিফফিনের যুদ্ধে শাহাদাতের সুপিয় সুধা পানে ধন্য হন। আর হযরত হুযাইফা রাযি.হযরত উসমান এর শাহাদাতের পর ইন্তেকাল করেন।

ইমাম বুখারী রহ.এ দুইজন সাহাবীকে এক সাথে বর্ণনা করার কারণ হলো হযরত আবু দারদা রাযি.উভয়ের প্রশংসা এক সাথে করেছেন।

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ قَدِمْتُ الشَّأْمَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَأَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي، قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا أَبُو الدَّرْدَاءِ. فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَيَسَّرَكَ لِي، قَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ. قَالَ أَوَلَيْسَ عِنْدَكُمُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ وَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ أَوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ يَقْرَأُ عَبْدُ اللَّهِ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى * وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى}. قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ

সহজ তরজমা

৩৪৮৭. মালিক ইবনে ইসমাইল রহ. .... আলকামা রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গমন করলাম। (সেখানে পৌঁছে) দু'রাকাত (নফল) সালাত আদায় করে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ্, আপনি আমাকে একজন নেককার সাথী মিলিয়ে দিন। তারপর আমি একটি জামাআতের নিকট এসে তাদের নিকট বসলাম। তখন একজন বৃদ্ধ লোক এসে আমার পাশেই বসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? তারা উত্তরে বললেন, ইনি আবূ দারদা রাযি.। আমি তখন তাঁকে বললাম, একজন নেককার সাথীর জন্য আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলাম। আল্লাহ্ আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি কোথাকার বাসিন্দা? আমি বললাম, আমি কূফার বাসিন্দা। তিনি বললেন, (নবী করীম ﷺ- এর জুতা, বালিশ এবং অজুর পাত্র বহন কারী সর্বক্ষণের সহচর ইবনে উম্মে আবদ রাযি. কি তোমাদের ওখানে নেই ? তোমাদের মাঝে কি ঐ ব্যক্তি নেই যাকে আল্লাহ্ শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন ? (অর্থাৎ আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি.) তোমাদের মধ্যে কি নবী করীম ﷺ-এর গোপন তথ্য অভিজ্ঞ লোকটি নেই? যিনি ব্যতীত অন্য কেউ এই রহস্য জানেন না (অর্থাৎ হুযায়ফা রাযি.) তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى সূরাটি কিভাবে পাঠ করেন ? তখন আমি তাঁকে সূরাটি পড়ে শুনালামঃ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ° وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ° وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى তিনি বললেন, আল্লাহর কসম। আমাকে রাসূল ﷺ স্বীয় যবান মুবারক থেকে এভাবেই শিক্ষা দিয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো হাদীসাংশ وفيكم الذى اجاره الله الخ এর সাথে। কারণ এখানে الذى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আম্মার ইবনে ইয়াছির রাযি. এবং اوليس فيكم صاحب سر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর সাথে। কারণ এখানে صاحب দ্বারা হযরত হুজাইফা রাযি.উদ্দেশ্য।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ ৫২৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে ৪৬৮ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। সামনে হাদীসটি ৫৩১, ৭৩৭ ও ৯২৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ مُغِيرَةَ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ. فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا. فَجَلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِمَّنْ أَنْتَ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ. قَالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ . أَوْ مِنْكُمْ . صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِي حُذَيْفَةَ. قَالَ قُلْتُ بَلَى. قَالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ . أَوْ مِنْكُمْ . الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ يَعْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ. يَعْنِي عَمَّارًا. قُلْتُ بَلَى. قَالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ . أَوْ مِنْكُمْ . صَاحِبُ السِّوَاكِ أَوِ السِّرَارِ قَالَ بَلَى. قَالَ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ° وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى } قُلْتُ { وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى } قَالَ مَا زَالَ بِي هَؤُلاَءِ حَتَّى كَادُوا يَسْتَنْزِلُونِي عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩৪৮৮. সুলায়মান ইবনে হারব রহ..... ইবরাহীম রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলকামা রাযি. একবার সিরিয়ায় গেলেন। যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ, আমাকে একজন নেককার সাথী মিলিয়ে দিন। তাখন তিনি আবূ দারদা রাযি.-এর নিকট গিয়ে বসলেন, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথাকার বাসিন্দা। তিনি বললেন, কুফার। আবু দারদা রাযি. বললেন, তোমাদের মাঝে কি ঐ ব্যক্তিটি নেই যাঁকে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ এর জবানীতে শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ আম্মার (ইবনে ইয়াসির) রাযি.। আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে নবী করীম ﷺ এর গোপন তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিটি

https://e-ilm.weebly.com/

কি নেই, যিনি ব্যতীত অন্য কেউ এ সব গোপন রহস্যাদি জানেন না ? অর্থাৎ হুযায়ফা রাযি.। আমি বললাম, হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের মধ্যে কি নবী করীম ﷺ-এর মিসওয়াক ও সামান বহনকারী (নিত্য সহচর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.) নেই ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى সূরাটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কিভাবে পাঠ করেন? আমি বললাম, তিনি- এভাবে পাঠ করেন। তিনি বললেন, {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} قُلْتُ {وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى} (এভাবে পড়ার কারণে) নবী করীম রাযি. থেকে যেভাবে শুনেছিলাম এরা (সিরিয়াবাসী) তা থেকে আমাকে সরিয়ে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটা উল্লিখিত হাদীসের অপর একটি সূত্র।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ ৫২৯ থেকে ৫৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২১০৬. পরিচ্ছেদ : হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযি. এর ফজীলত সম্পর্কিত

হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযি.এর সংক্ষিপ্ত জীবনীর জন্য দ্রষ্টব্য

নাসরুল বারী ৮ম খন্ড ৪৬১ পৃষ্ঠা ৪৬১।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. حَدَّثَنَا خَالِدٌ. عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ. قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا. وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ".

সহজ তরজমা

৩৪৮৯. আমর ইবনে আলী রাযি.......... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন আমীন (অত্যন্ত বিশ্বস্ত) ব্যক্তি থাকেন আর আমাদের এই উম্মতের মধ্যে আমীন ব্যক্তি হচ্ছে আবূ উবাইদা ইবনে জাররাহ রাযি.।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ ৫৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে হাদীসটি ৬২৯ পৃষ্ঠায় মাগাযীতে আসবে। এবং ১০৭৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنْ صِلَةَ. عَنْ حُذَيْفَةَ . رضي الله عنه . قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَهْلِ نَجْرَانَ "لأَبْعَثَنَّ. يَعْنِي عَلَيْكُمْ. يَعْنِي أَمِينًا. حَقَّ أَمِينٍ". فَأَشْرَفَ أَصْحَابُهُ. فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ رضي الله عنه.

সহজ তরজমা

৩৪৯০. মুসলিম ইবনে ইবরাহীম রহ. ..... হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নাজরানবাসীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন; আমি (তোমাদের ওখানে) এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাব, যিনি হবেন অত্যন্ত আমীন ও বিশ্বস্ত। একথা শুনে সাহাবয়ে কেরাম আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরে তিনি ﷺ আবূ উবাইদা রাযি.কে পাঠালেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হল হাদীসাংশ حق امين এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ ৫৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে হাদীসটি মাগাযীতে ৬২৯ ও ১০৭৭ পৃষ্ঠায় আসছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

২১০৭. পরিচ্ছেদ : হযরত হাসান ও হুসাইন রাযি.এর ফযীলত সম্পর্কিত

قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَانَقَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَسَنَ

হযরত নাফে ইবনে জুবাইর রাযি.হযরত আবু হুরায়রা রাযি.থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ হযরত হাসান রাযি.এর সাথে মুআনাকা করেছেন। এ হাদীসটি موصولا কিতাবুল বুয়ূতে অতিবাহিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৬ষ্ট খন্ড পৃষ্ঠা ৬৬।

হযরত ইমাম হাসান রাযি.। তার উপনাম আবু মুহাম্মাদ। **জন্ম :** জমহুরের বিশুদ্ধতম মতামতানুযায়ী তৃতীয় হিজরীর রমযান মাসে। আর **ইন্তেকাল** ৫০ হিজরীতে।

হযরত ইমাম হুসাইন রাযি.। তার উপনাম আবু আব্দুল্লাহ ছিল। **জন্ম :** ৪র্থ হিজরীতে শাবান মাসে, আর শাহাদাত ১০ মুহাররম শুক্রবারে ৬১ হিজরী।

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ، سَمِعَ أَبَا بَكْرَةَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ إِلَى جَنْبِهِ، يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً، وَيَقُولُ "ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

সহজ তরজমা

৩৪৯১. সাদকা (ইবনে ফায্ল) রহ. ..... আবূ বাক্রা রাযি. থেকে বর্ণিত, আমি নবী করীম ﷺ-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি, ঐ সময় হাসান রাযি. তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার উপস্থিত লোকদের দিকে আবার হাসান রাযি.-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমার এ সন্তান নেতা। হয়তো বা আল্লাহপাক বিবাদমান দু মুসলিম গোত্রের মধ্যে এর দ্বারা সন্ধি স্থাপন করবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো হাদীসাংশ ابنى هذا سيد এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ ৫৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে ৩৭২ ও ৫১২ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে আর সামনে হাদীসটি ১০৫৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ـ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ وَيَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا". أَوْ كَمَا قَالَ.

সহজ তরজমা

৩৪৯২. মুসাদ্দাদ রহ. ..... উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁকে এবং হাসান রাযি.-কে এক সাথে কোলে তুলে নিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি এদের দু'জনকে মহব্বত করি, আপনিও এদেরকে মহব্বত করুন। অথবা এরূপ কিছু বলেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ ৫৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৫২৯ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। সামনে হাদীসটি ৮৮৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ مُحَمَّدٍ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. ﷺ. أُتِيَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ. ﷺ. فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ. فَجَعَلَ يَنْكُتُ. وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا. فَقَالَ أَنَسٌ كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ.

সহজ তরজমা

৩৪৯৩. মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন ইবনে ইব্রাহীম রহ. ...... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের সম্মুখে হুসাইন রাযি.-এর (বিচ্ছেদকৃত) মস্তক আনা হল এবং একটি বড় পাত্রে তা রাখা হল। তখন ইবনে যিয়াদ তাঁর (নাকে মুখে) খুচাতে লাগল এবং তাঁর রূপ লাবণ্য সম্পর্কে কটূক্তি করল। আনাস রাযি. বললেন, (নবী করীম ﷺ- এর পরিবারবর্গের মধ্যে) হুসাইন রাযি. গঠন ও আকৃতিতে নবী করীম ﷺ-এর অবয়বের সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। (শাহাদাত বরণকালে) তাঁর চুল ও দাঁড়িতে ওয়াসমা (এক প্রকার পাতার রস) দ্বারা কলপ লাগানো ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো হাদীসাংশ كان اشبههم برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর সাথে।

وسمة শব্দটির واو হরফে যবর ও সীন হরফে সাকিন এবং কখনো যবর হয়ে থাকে। তা একটি উদ্ভিদ যা খেজাবের কাজ দেয় যা কৃষ্ণকায়। উমদা।

সহজ তাহকীক : পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য উমদাতুল কারী।

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ. قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ. ﷺ. قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ"

সহজ তরজমা

৩৪৯৪. হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল রহ. ...... বারা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাসানকে নবী ﷺ-এর কাঁধের উপর দেখেছি। তখন তিনি ﷺ বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ ৫৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ. عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ. قَالَ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ. ﷺ. وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ. لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ. وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ.

সহজ তরজমা

৩৪৯৫. আবদান রহ..... উকবা ইবনে হারিস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ বকর রাযি.-কে দেখলাম, তিনি হাসান রাযি.-কে কোলে তুলে নিলেন এবং বলতে লাগলেন, এ-তো নবী করীম ﷺ-এর সদৃশ, আলীর সদৃশ নয়। তখন আলী রাযি. (নিকটেই দাঁড়িয়ে) হাসছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো হাদীসাংশ وحمل الحسن الخ এর সাথে।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ ৫৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَصَدَقَةُ. قَالَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ارْقُبُوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ.

সহজ তরজমা

৩৪৯৬. ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন ও সাদাকা রহ. ..... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর রাযি. বললেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর সন্তুষ্টি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্জন কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসটি অনতিদূরে باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ এ অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ ৫৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে হাদীসটি আসছে।

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ. عَنْ مَعْمَرٍ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ أَنَسٍ.. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنِي أَنَسٌ. قَالَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ.

সহজ তরজমা

৩৪৯৭. ইব্রাহীম ইবনে মূসা রহ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর পরিবারে হাসান ইবনে আলী রাযি.-এর চেয়ে নবী ﷺ এর অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কেউ ছিলেন না। আবদুর রাযযাক রহ.... আনাস থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে,রাসূল ﷺ এর সাথে আকৃতিগত সাদৃশ্য শুধু হাসান রাযি. এর হওয়াটা তার জন্য অনেক বড় মর্যাদার বিষয়। যা সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ ৫৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। ইমাম তিরমিযি রহ.মানাকেব অধ্যায়ে আর ইমাম আহমাদ রহ.তার মুসনাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ. سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْمٍ. سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. وَسَأَلَهُ. عَنِ الْمُحْرِمِ.. قَالَ شُعْبَةُ أَحْسِبُهُ يَقْتُلُ الذُّبَابَ فَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الذُّبَابِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا".

সহজ তরজমা

৩৪৯৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. ..... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তাকে ইরাকের জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইহরামের অবস্থায় মশা-মাছি মারা জায়েয আছে কি? তিনি বললেন, ইরাকবাসী মশা-মাছি মারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে অথচ তারা রাসূলল্লাহ ﷺ-এর নাতীকে হত্যা করছে। নবী ﷺ বলতেন, হাসান ও হুসাইন রাযি. আমার কাছে দুনিয়ার দুটি পুষ্প বিশেষ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদীসে যে, এ হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল ﷺ হাসান হুসাইন রাযি.কে নিজের সাথে মিলিয়ে নিতেন তা-ই তাদের ফজিলতের জন্য যথেষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ ৫৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে হাদীসটি ৮৮৬ পৃষ্ঠায় আসছে। ইমাম তিরমিযি রহ.২য় খন্ডে ২১৮ পৃষ্ঠায় হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন।

তাশরীহ : এ হাদীসে রাসূল ﷺ হাসান ও হুসাইন রাযি.-কে দুনিয়ার দুই ফুল বলার হেকমত হলো যেমনিভাবে ফুলের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও আগ্রহ থাকে তেমনিভাবে ছোট বাচ্চাদেরকে ও মুহাব্বাত করে এবং তাদের থেকে ঘ্রান নেয়। রাসূল ﷺ এর পবিত্র ইরশাদ দ্বারাও এর প্রমান মিলে, তার ইরশাদ হলো حبب الى من دنياكم الطيب والنساء তাছাড়া ইমাম তিরমিযি রহ.আনাস রাযি.থেকে বর্ণনা করেন নবী কারীম ﷺ হযরত ফাতেমা রাযি.কে বলতেন ادعى ابنى فيشمهما ويضمهما اليه (তিরমিযী : ২/২১৮)

بَابُ مَنَاقِبِ بِلاَلِ بْنِ رَبَاحٍ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

২১০৮. পরিচ্ছেদ : হযরত আবু বকর রা এর আযাদকৃত গোলাম হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি.-এর ফজীলত সম্পর্কিত

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন , আমি জান্নাতে আমার সামনে সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনেছি। (তুমি সেখানে চলছিল) আর হাদীসটি পূর্বে موصولا ১৫৪ পৃষ্ঠায় আবু হুরাইরা রাযি.এর সূত্রে অতিবাহিত হয়েছে। আর জাবের রাযি.সুত্রে ৫২০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا. يَعْنِي بِلاَلاً.

সহজ তরজমা

৩৪৯৯. আবু নু'আঈম রহ. ..... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রাযি. বলতেন, আবূ বকর রাযি. আমাদের নেতা এবং মুক্ত করেছেন আমাদের একজন নেতা বিলাল রাযি.-কে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো হযরত উমর রাযি.হযরত বেলাল রাযি.কে সরদার বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ ৫৩০ থেকে ৫৩১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، أَنَّ بِلاَلاً، قَالَ لأَبِي بَكْرٍ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِنَفْسِكَ فَأَمْسِكْنِي، وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِلَّهِ فَدَعْنِي وَعَمَلَ اللهِ.

সহজ তরজমা

৩৫০০. ইবনে নুমাইর রহ. ..... কায়েস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, বিলাল রাযি. আবূ বকর রাযি.-কে বললেন, আপনি যদি আপনার ব্যক্তিগত কাজের জন্য আমাকে ক্রয় করে থাকেন তবে আপনার খেদমতেই আমাকে রাখুন আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের (আযাদ করার) আশায় আমাকে ক্রয় করে থাকেন, তাহলে আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী করার সুযোগ দান করুন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সম্ভবত হাদীসাংশ فدعني وعمل الله এর সাথে। কেননা,তার এ কথাটি এ বিষয়ের উপর দালালাত করে যে, তার ইচ্ছা হলো আল্লাহর নৈকট্য এবং তার আমলের প্রতি মনোনিবেশ করা যা হযরত বেলাল রাযি.এর অসামান্য ফজীলতের উপর প্রমাণ বহন করে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি বুখারী শরীফ ৫৩১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

সহজ তাশরীহ : রাসূলে কারীম ﷺ এর ইন্তেকালের পর হযরত বেলাল রাযি.হযরত আবু বকর রাযি.এর নিকট আরজ করলেন যে, আমার মনে হয় মুমিনের জন্য উত্তম আমল হলো জিহাদ করা। সুতরাং আমিও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ইচ্ছা পোষণ করি। হযরত আবু বকর রাযি.বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই ও আমার হকের দোহাই দিয়ে বলছি তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। হযরত বেলাল রাযি.তা মেনে নিলেন। অতঃপর হযরত আবু বকর রাযি.যখন ইহকাল ত্যাগ করলেন তখন হযরত বেলাল রাযি.হযরত উমর রাযি.এর নিকট অনুমতি চাইলেন। হযরত উমর রাযি.হযরত বেলাল রাযি.এর পিড়াপীড়ীর ফলে বাধ্য হয়ে অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি শাম (সিরিয়া) চলে গেলেন। আর সেখানেই ১৮ হিজরীতে আমওয়াস মহামারীতে ইন্তেকাল করলেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন।) (ফতহুল বারী)

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

২১০৯. পরিচ্ছেদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর ফজীলত সম্পর্কিত

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ضَمَّنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ "اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ"

সহজ তরজমা

৩৫০১. মুসাদ্দাদ রহ. ..... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্, তাকে হিকমত শিক্ষা দান করুন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী নবম খন্ড পৃষ্ঠা ১১৪

হাদীসে حكمة এর অর্থ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রহ.থেকে বর্ণিত আছে যে, হিকমত হলো রাসূল ﷺ এর সুন্নত। (ق‍س) এ সম্পর্কে আরো অনেক উক্তি বিদ্যমান।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، وَقَالَ، " عَلِّمْهُ الْكِتَابَ ". حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، مِثْلَهُ وَالْحِكْمَةُ الإِصَابَةُ فِي غَيْرِ النُّبُوَّةِ

সহজ তরজমা

৩৫০২. আবূ মামার রহ. ..... আবদুল ওয়ারিস রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (নবী করীম ﷺ-এ কথাটিও বলেছিলেন) ইয়া আল্লাহ্, তাকে কিতাবের (কুরআনের) জ্ঞান দান করুন। মূসা রাযি...... খালিদ রহ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী রহ বলেন, অর্থ নবুওয়াতের বিষয় ব্যতিত অন্যান্য বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসে مثله দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مثل ما روى ابو معمر। ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ১ম খন্ড ৪০৮ পৃষ্ঠা।

بَابُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১১০. পরিচ্ছেদ : হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ রাযি. এর ফযিলত সম্পর্কিত

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَنَسٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ. فَقَالَ "أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ـ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ ـ حَتَّى أَخَذَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ"

সহজ তরজমা

৩৫০৩. আহমদ ইবনে ওয়াকিদ রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ (মুতা যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী যায়েদ (ইবনে হারিসা) জাফর (ইবনে আবূ তালিব) ও (আবদুল্লাহ) ইবনে রাওয়াহা রাযি.-এর মৃত্যু সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্রে আসার পূর্বেই আমাদিগকে শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যায়েদ রাযি. পতাকা ধারণ করে শাহাদাত বরণ করেছেন অতপর জাফর রাযি. পতাকা ধারণ করে শাহাদাতবরণ করেছেন অতপর ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করে, তিনিও শাহাদাতবরণ করেছেন। তারপর আল্লাহর তরবারীর মধ্য থেকে একটি তরবারী পতাকা ধারণ করেছেন ফলে আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ حتى اخذ سيف سيوف الله এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে মাগাজিতে ৬১১ পৃষ্ঠায় আসছে। এবং ইতিপূর্বে হাদীসটি ১৬৭, ৩৯২, ৪৩১ ও ৫১২ পৃষ্ঠায় আতিবাহিত হয়েছে।

সহজ তাশরীহ : বিস্তারীত ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য ৮ম খন্ড নাসরুল বারী পৃষ্ঠা ৩২১ মুতা যুদ্ধের আলোচনা।

بَابُ مَنَاقِبِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১১১. পরিচ্ছেদ : হযরত আবু হুযাইফা রাঃ এর আযাদকৃত গোলাম হযরত সালেম রাযি.এর ফযিলত সম্পর্কিত।

হযরত সালেম রাযি. এর জীবনী : হযরত সালেম ইবনে মা'কিল (معقل) মা'কিল শব্দটির ميم হরফে যবর عين হরফে সাকিন ও قاف হরফে যের বিশিষ্ট। তার বংশধর পারস্যের অধিবাসি ছিলেন। তিনি আবু হুযাইফা রাযি.এর স্ত্রীর গোলাম ছিলেন।

তিনি প্রাথমিক সময়ের মুসলমানগণের মধ্যে ছিলেন মুসলমানগণ হিজরত করে যখন কুবায় গিয়ে পৌছেন তখন তিনিই তাদের ইমাম ছিলেন। আর হযরত আবু হুযাইফা উতবা ইবনে রবীআর পুত্র ছিলেন যে,বদর যুদ্ধে নিহত হয়। আবু হুযাইফা রাযি.আকাবিরে সাহাবায়ে কেরামগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বদর সহ সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহন করেন এবং সর্বশেষ ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তখন তার বয়স ছিলো ৫৪ বছর।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَبَدَأَ بِهِ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ". قَالَ لاَ أَدْرِي بَدَأَ بِأُبَيٍّ أَوْ بِمُعَاذٍ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৫০৪. সুলায়মান ইবনে হারব রহ. .....মাসরূক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি.-এর মজলিসে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর আলোচনা হলে তিনি বললেন, আমি এই ব্যক্তিকে ঐদিন থেকে অত্যন্ত ভালবাসি যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা চার ব্যক্তি থেকে কুরআন শিক্ষা কর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। সর্বপ্রথম তাঁর নাম উল্লেখ করলেন, আবূ হুযায়ফা রাযি.-এর আযাদকৃত গোলাম সালিম, উবাই ইবনে কা'ব রাযি. ও মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে। শেষোক্ত দু'জনের মধ্যে কার নাম আগে উল্লেখ করছিলেন এ কথাটুকু আমার স্মরণ নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো হাদীসাংশ وسالم مولى ابي حذيفة এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৫৩১, ৫৩৭ ও ৭৪৮ পৃষ্ঠায় আসছে।

بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২১১২. পরিচ্ছেদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.এর ফজিলত সম্পর্কিত

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ سُلَيْمَانَ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ. قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا. قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَقَالَ " إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا ". وَقَالَ " اِسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ. وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ".

সহজ তরজমা

৩৫০৫. হাফস ইবনে উমর রহ.....মাসরূক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাযি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগতভাবে বা ইচ্ছাকৃতভাবে অশ্লীল ভাষী ছিলেন না; তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আমার সর্বাধিক প্রিয় যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি আরো বলেছেন, তোমরা চার ব্যক্তির নিকট হতে কুরআন শিক্ষা কর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সালিম মাওলা আবূ হুযায়ফা, উবাই ইবনে কা'ব ও মু'আয ইবনে জাবাল রাযি.।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো হাদীসাংশ عبد الله بن مسعود এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى. عَنْ أَبِي عَوَانَةَ. عَنْ مُغِيرَةَ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَلْقَمَةَ. دَخَلْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ. فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا. فَرَأَيْتُ شَيْخًا مُقْبِلاً. فَلَمَّا دَنَا قُلْتُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ اسْتَجَابَ. قَالَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ. قَالَ أَفَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ أَوَلَمْ يَكُنْ فِيكُمُ الَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ أَوَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ كَيْفَ قَرَأَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ {وَاللَّيْلِ} فَقَرَأْتُ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى • وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى • وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى} قَالَ أَقْرَأَنِيهَا النَّبِيُّ ﷺ فَاهُ إِلَى فِيَّ. فَمَا زَالَ هَؤُلاَءِ حَتَّى كَادُوا يَرُدُّونِي.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৫০৬. মূসা রহ. ..... আলকামা রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সিরিয়া গেলাম। মস্‌জিদে দু'রাকআত (নফল সালাত আদায় করে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ, আমাকে একজন সৎ সাথী মিলিয়ে দিন। অতপর আমি একজন বৃদ্ধকে আমার দিকে আসতে দেখলাম তখন আমি বললাম, আশা করি আমার দু'আ কবুল হয়েছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন স্থানের বাসিন্দা ? আম বললাম, আমার ঠিকানা কূফায়। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে নবী করীম ﷺ এর জুতা, বালিশ ও অজুর পাত্র বহনকারী (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.) কি বিদ্যমান নেই? তোমাদের মাঝে ঐ ব্যক্তি কি নেই, যাকে শয়তান থেকে নিরাপদ করে দেয়া হয়েছে ? (অর্থাৎ আম্মার রাযি.)। তোমাদের মাঝে কি গোপন তথ্যভিজ্ঞ ব্যক্তিটি (হুযায়ফা রাযি.) নেই, যিনি ব্যতীত এসব গোপন রহস্য অন্য কেউ জানে না। (আমি বললাম, আছেন) তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইবনে মাসউদ রাযি. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى কিভাবে পড়েন ? আমি পড়লাম, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى . وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّٰى . وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثٰى এভাবে পড়েন। তিনি বললেন, নবী ﷺ আমাকে সূরাটি সরাসরি এভাবে পড়তে শিখিয়েছেন। কিন্তু এসব লোক বার বার বলে আমাকে এ থেকে বিচ্যুতি ঘটানোর উপক্রম করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পিছনে অনেক বার অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ.. قَالَ سَأَلْنَا حُذَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ. قَرِيبِ السَّمْتِ وَالْهَدْيِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حَتّٰى نَأْخُذَ عَنْهُ فَقَالَ مَا أَعْرِفُ أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ.

সহজ তরজমা

৩৫০৭. সুলায়মান ইবন হারব রহ. ...... আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা রাযি.-কে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিতে অনুরোধ করলাম যার আকার আকৃতি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং স্বভাব-চরিত্রে নবী করীম ﷺ এর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্য আছে, আমরা তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। হুযায়ফা রাযি. বললেন, আকার-আকৃতি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং স্বভাব-চরিত্রে নবী করীম ﷺ এর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্য রাখেন এমন ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউ রাযি. ব্যতীত অন্য কাউকে আমি জানি না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৯০০ থেকে ৯০১ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ. فَمَكُثْنَا حِينًا مَا نُرٰى إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ. لِمَا نَرٰى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩৫০৮. মুহাম্মদ ইবনে আলা রহ. ...... আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ মূসা আশআরী রাযি.-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান থেকে মদীনায় আগমন

https://e-ilm.weebly.com/

করি এবং বেশ কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করি। তখন আমরা মনে করতাম যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. নবী ﷺ এর পরিবারেরই একজন সদস্য। কেননা আমরা তাঁকে এবং তাঁর মাকে অহরহ নবী করীম ﷺ এর ঘরে যাতায়াত করতে দেখতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো হাদীসাংশ لما نرى الخ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩১ পৃষ্ঠায় রয়েছে আর সামনে মাগাজীতে ৬২৯ পৃষ্ঠায় আসছে।

بَابُ ذِكْرِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২১১৩. পরিচ্ছেদ : হযরত মুআবিয়া রাযি.এর আলোচনা

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا الْمُعَافَى. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ. عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. قَالَ أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ. فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ دَعْهُ. فَإِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩৫০৯. হাসান ইবনে বিশর রহ. ..... ইবনে আবূ মুলায়কা রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মু'আবিয়া রাযি. ইশার সালাতের পর এক রাকআত মিলিয়ে বিতরের সালাত আদায় করেন। তখন তাঁর নিকট ইবনে আব্বাসের রাযি. আযাদকৃত গোলাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইবনে আব্বাস রাযি.-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন, তখন ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, তাঁকে কিছু বলো না, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল এভাবে যে,এতে হযরত মুআবিয়া রাযি.এর আলোচনা রয়েছে। আর এতে তার ফজীলতের দলীলও বিদ্যমান রয়েছে। কারণ তিনি তো রাসূল ﷺ এর সংশ্রব গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি সাহাবী।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ. قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ. فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلاَّ بِوَاحِدَةٍ. قَالَ إِنَّهُ فَقِيهٌ.

সহজ তরজমা

৩৫১০. ইবনে আবূ মারইয়াম রহ. .... ইবনে আবূ মুলায়কা রহ থেকে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস রাযি. কে বলা হলে, আপনি আমীরুল মু'মিনীন মু'আবিয়া রাযি.এর সাথে এ বিষয়ে আলাপ করবেন কি ? কেননা, তিনি বিতর সালাত এক রাকআত মিলিয়ে আদায় করেছেন। ইবনে আব্বাস বললেন, তিনি (তাঁর দৃষ্টিতে) ঠিকই করেছেন, কেননা তিনি নিজেই একজন ফকীহ্।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এটি উল্লিখিত হাদীসের অপর একটি সূত্র।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ. قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ. عَنْ مُعَاوِيَةَ. رضي الله عنه. قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاَةً لَقَدْ صَحِبْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا. وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا. يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৫১১. আমর ইবনে আব্বাস রহ. ..... মু'আবিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা এমন এক সালাত আদায় কর, আমরা (দীর্ঘদিন) নবী ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছি আমরা তাঁকে তা আদায় করতে দেখিনি বরং তিনি এ দু'রাকাআত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আসরের পর দু'রাকআত (নফল)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এ হিসেবে যে, এতে হযরত মুআবিয়া রাযি.এর আলোচনা বিদ্যমান। তবে এ হাদীসটি তার ফজীলতের উপর দালালত করে না।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তার ফজীলত সম্পর্কে তো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। তাহলে বলা হবে যে, আছে ঠিক,তবে এ ব্যাপারে সহীহ সূত্রে কোন হাদীস বর্ণিত নেই। যে বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ ও ইমাম নাসাঈ রহ. বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই ইমাম বুখারী রহ.এখানে হযরত মুআবিয়া রাযি.এর আলোচনা বলেছেন। فضيلة বা منقبة শব্দ উল্লেখ করেন নাই।

মোটকথা হলো ইমাম বুখারী রহ.পূর্বের অধ্যায়গুলোর ন্যায় باب مناقب معاوية বলেন নি। কিন্তু অধ্যায়ের তিনটি রেওয়ায়াত দ্বারাই হযরত মুআবিয়া রাযি. এর দুটি ফজীলত প্রমাণিত হয় ১. একটি হলো তিনি সাহাবী ছিলেন,আর স্পষ্টতই এটি একটি মহান ফজীলত ২. দ্বিতীয়টি হলো তিনি একজন ফকীহ ছিলেন,অর্থাৎ মুজতাহিদ ছিলেন,আর এটাও অনেক বড় মর্যাদার বিষয়।

بَابُ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

২১১৪. পরিচ্ছেদ : হযরত ফাতেমা রাযি.এর ফজিলত সম্পর্কে

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন ফাতেমা জান্নাতি মহিলাদের সরদার

হযরত ফাতেমা রাযি.এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : তিনি নবী করীম ﷺ এর কনিষ্টতম কন্যা ছিলেন,এবং তার অত্যাধিক প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ এর ৪১ বছর বয়সে জন্ম লাভ করেন। বদর যুদ্ধের দুই বছর পর হযরত আলী রাযি.এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অতঃপর তাদের ঔরসে তিনজন ছেলে সন্তান হযরত হাসান হযরত হুসাইন ও মুহসিন জন্মলাভ করেন এবং তিনজন মেয়ে যয়নব,উম্মে কুলসুম ও রুকাইয়া জন্ম লাভ করেন। তিনি নবী করীম ﷺ এর ইন্তেকালের ছয় মাস পর ইন্তেকাল করেন আর কারো মতে আট মাস পর। এছাড়াও অন্যান্য উক্তি রয়েছে। তবে প্রথমটাই অধিক বিশুদ্ধতম। তিনি মাত্র উনত্রিশ বা ত্রিশ বৎসর বয়স পেয়েছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي "

সহজ তরজমা

৩৫১২. ওয়ালীদ রহ. .....মিসওয়ার ইবন মাখরামা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফাতিমা আমার দেহের অংশ। যে তাঁকে অসন্তুষ্ট করল সে আমাকেই অসন্তুষ্ট করল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ১২৭ ও ৪৩৮, ৫২৬ ও ৫২৮ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৭৮৭ ও ৭৯৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ

সহজ তরজমা

৩৫১৩. ইয়াহ্ইয়া ইবনে ক্বায'আ রহ. ...... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রোগে নবী করীম ﷺ ওফাত লাভ করেন সে সময়ে তাঁর কন্যা ফাতিমা রাযি. কে ডেকে আনলেন এবং তাঁর সাথে চুপে চুপে কিছু বললেন। এতে ফাতিমা রাযি. কেঁদে দিলেন। এরপর আবার কাছে ডেকে এনে তার সাথে চুপে চুপে কিছু বললেন। এতে তিনি হেসে দিলেন। আয়েশা রাযি.বলেন, আমি এ ব্যাপারে ফাতিমা রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ আমাকে চুপে চুপে অবহিত করলেন যে, তিনি এ রোগে ওফাত লাভ করবেন। এতে আমি কেঁদে ছিলাম। তারপর আবার আমাকে চুপে চুপে জানালেন যে, আমি তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর সাথে মিলিত হব। এতে আমি হেসে ছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বি. দ্র. : এ হাদীসটি অধিকাংশ নুছখায় অর্থাৎ ফতহুল বারী,উমদাতুল কারী, কিরমানী ও কাছতালানী কোনটাতে এখানে নেই। তা হুবহু ৫২৬ থেকে ৫২৭ পৃষ্ঠাতে অতিবাহিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৭ম খন্ড হাদীস নং ৩৪৬৬।

بَابُ فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
২১১৫. পরিচ্ছেদ : হযরত আয়েশা রাযি.এর ফজীলত

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا: «يَا عَائِشُ، هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ» فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لاَ أَرَى تُرِيدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

সহজ তরজমা

৩৫১৪. ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়র রহ. ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়েশা, জিবরাঈল আ. তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি উত্তরে বললাম, "ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রাহামতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"। আপনি যা দেখতে পান (জিবরাঈলকে) আমি তা দেখতে পাই না। এ কথা দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বুঝিয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল এ হিসাবে যে,হযরত জিবরাইল আঃ এর সালাম করা হযরত আয়েশা রাযি. এর জন্য অনেক বড় মর্যাদার বিষয়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে ৪৫৭ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৯১৫, ৯২৩ ও ৯২৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ؓ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ"

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৫১৫. আদম ও আমর রহ. ..... আবূ মূসা আশ'আরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে তো অনেকেই কামিল হয়েছে, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে মারইয়াম বিনতে ইমরান আ. (ঈসা আলাইহিস্ সালামের মাতা) ও ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া আ. ব্যতীত অন্য কেউ তাদের মত কামিল হননি। আর আয়েশা রাযি.-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য মহিলাদের উপর এমন যেমন সারীদ (গোশ্‌ত এবং রুটি দ্বারা তৈরী খাদ্য বিশেষ) এর শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর উপর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসাংশ فضل عائشة الخ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৪৮৪ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৮১৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ "

সহজ তরজমা

৩৫১৬. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আমি বলতে শুনেছি, আয়েশা রাযি.-এর মর্যাদা মহিলাদের উপর এমন যেমন সারীদের মর্যাদা অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর উপর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে তা ৫৩২ পৃষ্ঠায় অতিবহিত হয়েছে। আর সামনে ৮১৫ ও ৮১৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، اشْتَكَتْ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، تَقْدَمِينَ عَلَى فَرَطِ صِدْقٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ

সহজ তরজমা

৩৫১৭. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. .... কাসিম ইবনে মুহাম্মদ রাযি. থেকে বর্ণিত, আয়েশা রাযি. যখন (মৃত্যু) রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তখন ইবনে আব্বাস রাযি. এসে বললেন, হে উম্মুল মু'মিনীন, আপনি সত্য পূর্বগামী রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর রাযি. এর নিকট যাচ্ছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল এ হিসেবে যে, এ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.নিশ্চিতভাবে হযরত আয়েশা রাযি.জান্নাতে প্রবেশ করার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যা কেবল توقيف ভাবেই জানা যায়। সুতরাং এটা তাঁর অনেক বড় ফজীলতের বিষয়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে সামনে ৬৯৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمْ خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلَكِنَّ اللهَ ابْتَلاَكُمْ لِتَتَّبِعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৫১৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. .... আবূ ওয়াইল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আলী রাযি.-তার স্বপক্ষে জিহাদে সাহায্য করার জন্য লোক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আম্মার ও হাসান রাযি.-কে কূফায় প্রেরণ করেন, তখন আম্মার রাযি. তাঁর ভাষণে একদিন বললেন, এ কথা আমি ভালভাবেই জানি যে, আয়েশা রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মানিত সহধর্মিণী। কিন্তু এখন আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন যে তোমরা কি আলী রাযি. এর আনুগত্য করবে না, আয়েশা রাযি. এর আনুগত্য করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হবে انها اى ان عائشة زوجته اى النبى ﷺ فى الدنيا والاخرة, এর সাথে। কারণ এতে বলা হয়েছে হযরত আয়েশা রাযি.দুনিয়াও আখেরাতে নবী করীম ﷺ এর স্ত্রী হবেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে বিস্তারিত ভাবে ১০৫২ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا. فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ. فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ. فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذٰلِكَ إِلَيْهِ. فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا. فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا. وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً.

সহজ তরজমা

৩৫১৯. উবায়দ ইবন ইসমাঈল রহ. ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি (তাঁর বোন) আসমা রাযি.-এর নিকট থেকে একটি হার চেয়ে নিয়েছিলেন। পরে হারটি হারিয়ে যায়। এর অনুসন্ধানে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সংখ্যক সাহাবীকে পাঠালেন। ইতিমধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেলে তাঁরা পানির অভাবে অযূ ছাড়াই সালাত আদায় করলেন। তাঁরা নবী ﷺ এর কাছে এসে এই বিষয়ে অভিযোগ পেশ করলেন। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হল। উসায়দ ইবনে হুযায়র রাযি. বললেন, (হে আয়েশা) আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদানে পুরস্কৃত করুন। আল্লাহর কসম! যখনই আপনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, তখনই আল্লাহ তা'আলা এর সমাধান করে দিয়েছেন এবং মুসলমানদের জন্য এর মধ্যে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল বুঝা যায় হাদীসাংশ جزاك الله خيرا الخ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর অবশিষ্ট অংশের জন্য এ খন্ডের ৩৪২৪ নং হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ. جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ وَيَقُولُ "أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا" حِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَائِشَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ.

সহজ তরজমা

৩৫২০. উবায়দ ইবন ইসমাঈল রহ. ..... উরওয়া রহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত, তখন (পূর্বরীতি অনুযায়ী) সহধর্মিণীগণের ঘরে ঘরে ধারাবাহিকভাবে অবস্থান করতে থাকেন। এবং বলেন, আগামিকাল আমি কোথায় থাকব, আগামিকাল আমি কোথায় থাকব। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা রাযি. এর

https://e-ilm.weebly.com/

ঘরে অবস্থানের আগ্রহে এ কথাটি বলতেন, "আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব? আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব? আয়েশা রাযি. বলেন, আমার ঘরে অবস্থানের নির্ধারিত দিনই নবী ﷺ ইন্তিকাল করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ. فَقُلْنَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ وَاللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ. وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُهُ عَائِشَةُ. فَمُرِي رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُهْدُوا إِلَيْهِ حَيْثُ مَا كَانَ أَوْ حَيْثُ مَا دَارَ قَالَتْ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ فَأَعْرَضَ عَنِّي. فَلَمَّا عَادَ إِلَيَّ ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ. فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا

সহজ তরজমা

৩৫২১. আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব রহ. .... উরওয়া রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাদিয়া প্রদানের জন্য আয়েশা রাযি.-এর গৃহে তাঁর অবস্থানের দিন তালাশ করতেন। আয়েশা রাযি. বলেন, একদিন আমার সতীনগণ উম্মে সালামা রাযি. এর নিকট সমবেত হয়ে বললেন, হে উম্মে সালামা। আল্লাহর কসম, লোকজন তাদের হাদিয়াসমূহ প্রেরণের জন্য আয়েশা রাযি.-এর গৃহে অবস্থানের দিন তালাশ করেন। আয়েশা রাযি. এর ন্যায় আমরাও কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করি। আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলুন, তিনি যেন লোকদের বলে দেন, তারা যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ যেদিন যেখানেই অবস্থান করেন সেখানেই তারা হাদিয়া পাঠিয়ে দেন। উম্মে সালামা রাযি. বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। উম্মে সালামা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পরে আমার গৃহে অবস্থানের জন্য পুনরায় আসলে আমি ঐ কথা তাঁকে বলি। এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয়বারেও আমি ঐ কথা তাঁকে বললাম, তিনি বললেন, হে উম্মে সালামা! আয়েশা রাযি.-এর ব্যাপারে তোমরা আমাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে আয়েশা রাযি. ব্যতীত অন্য কারো শয্যায় শায়িত অবস্থায় আমার উপর ওহী নাযিল হয়নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হবে হাদীসাংশ لاتؤذينى فى عائشة الخ এ বাক্যের সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৩৫০ ও ৩৫১ পৃষ্ঠায় গত হয়েছে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৬ষ্ঠ খন্ড ৪৪৭ পৃষ্ঠা।

https://e-ilm.weebly.com/

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَنَاقِبِ الأَنْصَارِ

২১১৬. পরিচ্ছেদ : আনসারগণের ফযীলত সম্পর্কে

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا

আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ (সূরায়ে হাশর) আর ঐ সকল লোকদের (ও হক রয়েছে) যারা ইসলামী রাষ্ট্রে (অর্থাৎ মদীনায়) এবং ঈমান ঐ (সকল মুহাজিরীনদের) আসার পূর্বে স্থান লাভ করেছেন অর্থাৎ আনসার গণ মুহাববত করে তাদেরকে যারা তাদের নিকট হিজরত করে আসে। এবং মুহাজিরীনরা যা প্রাপ্ত হয় তাদেখে অদের অন্তরে কোন রূপ হিংসা পোষণ করে না। বরং তারা আনন্দিত হয়।

সহজ তাহকীক ঃ انصار শব্দটি ناصر এর বহুবচন যেমন اصحاب শব্দটি صاحب এর বহুবচন। কেউ বলেন, انصار শব্দটি نصير এর বহুবচন যেমন شريف ও اشراف এ انصار ঐ সকল মুসলমানদের উপাধি যারা আউস ও খাজরায গোত্রের লোক। মদীনায় যারা অবস্থান করতেন। এবং যারা রাসূল ﷺকেও আশ্রয় প্রদান করেছেন। এবং জান ও মাল দ্বারা পুরোপুরী সাহায্য করেছেন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ. حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ. قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ أَرَأَيْتَ اسْمَ الأَنْصَارِ كُنْتُمْ تُسَمَّوْنَ بِهِ. أَمْ سَمَّاكُمُ اللهُ قَالَ بَلْ سَمَّانَا اللهُ . كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَنَسٍ فَيُحَدِّثُنَا مَنَاقِبَ الأَنْصَارِ وَمَشَاهِدَهُمْ. وَيُقْبِلُ عَلَيَّ أَوْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ فَيَقُولُ فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا.

সহজ তরজমা

৩৫২২. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. .... গায়লান ইবনে জারীর রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আনাস রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের আনসার নামকরণ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? এ নাম কি আপনারা করেছেন না আল্লাহ্ আপনাদের এ নামকরণ করেছেন? আনাস রাযি. বললেন, বরং আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ নামকরণ করেছেন। (গায়লান রহ বলেন)আমরা (বসরায়) যখন আনাস রাযি.-এর নিকট যেতাম, তখন তিনি আমাদেরকে আনসারদের গুণাবলী ও কীর্তিসমূহ বর্ণনা করে শুনাতেন। তিনি আমাকে অথবা আয্দ গোত্রের এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমার গোত্র অমুক দিন অমুক (কৃতিত্বপূর্ণ) কাজ করেছেন, অমুক দিন অমুক(সাহসীকতা পূর্ণ) কাজ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসের অর্থগত দিক থেকে।

সহজ তাশরীহ : على او على رجل من الازد এর দ্বারা উদ্দেশ্য একই। আর উভয়টির দ্বারা হযরত আনাস রাযি.এর সত্তা উদ্দেশ্য। আর ازد ইয়ামানের একটি গোত্রের নাম। আনসারগণ সকলেই সে ازد এর সন্তান ছিলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তিঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৫৪২ পৃষ্ঠায় আসবে। ৫৪২ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ. وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ. وَجُرِحُوا. فَقَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فِي دُخُولِهِمْ فِي الإِسْلاَمِ

সহজ তরজমা

৩৫২৩. উবায়দ ইবনে ইসমাঈল রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ (যা আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘঠিত হয়ে দীর্ঘ একশ বিশ বছর স্থায়ী ছিল) এমন একটি যুদ্ধ ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা (মদীনার পরিবেশকে) তাঁর (রাসূলের অনুকূল করার জন্য) মদীনা আগমনের পূর্বেই ঘটিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন সেখানকার সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এ যুদ্ধে নিহত ও আহত হয়েছিল। তাদের ইসলাম গ্রহণকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ এর জন্য অনুকূল করে দিয়েছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল পূর্বের হাদীসের ন্যায় অর্থগত দিক থেকে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৫৪৩ ও ৫৫৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

সহজ তাশরীহ : بعاث শব্দটির باء হরফ পেশযুক্ত। একটি স্থান বা একটি প্রাসাদের নাম। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দুই মাইল দূরত্বে অবস্থিত। রাসূল ﷺ এর হিজরতের ৫ বৎসর পূর্বে আউস ও খাযরাজের মধ্যে ধংসাত্মক যুদ্ধ-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। আউস গোত্রের নেতা ছিলো حضير আর খাজরাজের নেতা ছিল আমর ইবনে নুমান। উভয়েই নিহত হয়েছিল আর অনেক লোক হতাহত হয়। যার ফলে উভয় গোত্রের শক্তি কমে যায় যা আনসারগণের মুসলমান হওয়ার কারণ হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ قَالَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ـ وَأَعْطَى قُرَيْشًا ـ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ، وَغَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَا الأَنْصَارَ قَالَ فَقَالَ " مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ ". وَكَانُوا لاَ يَكْذِبُونَ. فَقَالُوا هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ. قَالَ " أَوَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ إِلَى بُيُوتِهِمْ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ ".

সহজ তরজমা

৩৫২৪. আবুল ওয়ালীদ রহ. ..... আবূ তাইয়্যাহ রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস রাযি.-কে বলতে শুনেছি, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদেরকে মালে গনীমত দিলে কতিপয় আনসার বলেছিলেন যে, এ বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, কুরাইশদেরকে আমাদের গনীমতের মাল দিলেন অথচ আমাদের তরবারী থেকে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে। নবী করীম ﷺ এর নিকট এ কথা পৌছলে তিনি আনসারদেরকে ডেকে বললেন, আমি তোমাদের থেকে যে কথাটি শুনতে পেলাম, সে কথাটি কি ছিল? যেহেতু তাঁরা মিথ্যা কথা বলতেন না, সেহেতু তাঁরা বললেন, আপনার নিকট যা পৌছেছে তা সত্যই। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকজন গনীমতের মাল নিয়ে তাদের ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে। যদি আনসারগণ কোন উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলে তবে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়েই চলব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ اولا ترضون الخ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ৪৪৫ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

সহজ তাশরীহ : বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৭ম খন্ড কিতাবুল মাগাযী অংশ পৃষ্ঠা ৪০০।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: وَلاَ الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَار

২১১৭. পরিচ্ছেদ : রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ যদি হিজরাত না থাকতো তাহলে আমি আনসার দের অন্তভূক্ত হতাম সম্পর্কে

قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযি.নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। উদ্দেশ্য হলো মদীনার আনসারদের প্রতি আমার ভালোবাসার পরিমাণ এত বেশী যে,যদি হিজরাতের সাথে আমার সম্পর্ক না থাকতো যার ফজীলত এত বেশী তাহলে আমি নিজেকে আনসারদের মধ্যে গণ্য করতাম

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ " لَوْ أَنَّ الأَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ فِي وَادِي الأَنْصَارِ، وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ ". فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأُمِّي، آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ. أَوْ كَلِمَةً أُخْرَى.

সহজ তরজমা

৩৫২৫. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ অথবা তিনি বলেছেন আবুল কাসিম ﷺ বলেন, আনসারগণ যদি কোন উপত্যকা বা গিরিপথে চলে তবে আমি আনসারদের উপত্যকা দিয়েই চলব। যদি হিজরত (এর বিধান) না হত, তবে আমি আনসারদেরই একজন হতাম। আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, নবী করীম ﷺ এ কথায় কোন অত্যুক্তি করেন নাই। আমার মাতা-পিতা তাঁর উপর কুরবান হউক তারা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, সর্বতোভাবে সাহায্য-সহায়তা করেছেন। অথবা এরূপ কিছু বলেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল এ হিসাবে যে, এ হাদীসের একটি অংশের দ্বারাই শিরোনাম কায়েম করা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ১০৭৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ إِخَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالأَنْصَارِ

২১১৮. পরিচ্ছেদ : মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে নবী করীম ﷺ-এর ভাই ভাই সম্পর্ক স্থাপন করা অর্থাৎ একজনকে অপরজনের ভাই বানিয়ে দিয়েছেন।

সহজ তাশরীহ : অর্থাৎ, যখন মুহাজিরীনগণ মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে আসেন, তখন তারা অত্যন্ত চিন্তিত ও পেরেশান হন, কারণ তারা ঘর-বাড়ি ছেড়েছেন,ধন-সম্পদ ছেড়েছেন। আত্মীয় -স্বজন ছেড়েছেন। তখন রাসূলে কারীম ﷺ মুহাজিরীনদেরকে আনসারদের ভাই বানিয়ে দিলেন। যার ফলে একজন আনসার একজন মুহাজিরকে আপন ভাই মনে করতে লাগলেন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالاً فَأَقْسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ، وَلِي امْرَأَتَانِ، فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِي أُطَلِّقْهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا‏.‏ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، أَيْنَ سُوقُكُمْ فَدَلُّوهُ عَلَى سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَمَا انْقَلَبَ إِلاَّ وَمَعَهُ فَضْلٌ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ، ثُمَّ جَاءَ

https://e-ilm.weebly.com/

يَوْمًا وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَهْيَمْ ". قَالَ تَزَوَّجْتُ. قَالَ " كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ". قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ. أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. شَكَّ إِبْرَاهِيمُ.

সহজ তরজমা

৩৫২৬. ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... আবদুর রাহমান ইবনে আওফ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুহাজিরগণ মদীনায় আগমন করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রাহমান ইবনে আউফ ও সা'দ ইবনে রাবী রাযি. এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। তখন তিনি (সা'দ রাযি.) আবদুর রাহমান রাযি. কে বললেন, আনসারদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে অধিক সম্পদশালী ব্যক্তি। আপনি আমার সম্পদকে দু'ভাগ করে নিন। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে। আপনার যাকে পছন্দ হয় বলুন, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দতান্তে আপনি তাকে বিয়ে করে নিবেন। আবদুর রাহমান রাযি. বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবারে এবং সম্পদে বরকত দান করুন। (আমাকে দেখিয়ে দিন) আপনাদের (স্থানীয়) বাজার কোথায়? তারা তাঁকে বনূ কায়নুকার বাজার দেখিয়ে দিলেন। (কয়েক দিন পর) যখন ঘরে ফিরলেন তখন (ব্যবসায় মুনাফা হিসেবে) কিছু পনীর ও কিছু ঘি সাথে নিয়ে ফিরলেন। এরপর প্রত্যহ সকাল বেলা বাজারে যেতে লাগলেন। একদিন নবী করীম ﷺ এর কাছে এমতাবস্থায় আসলেন যে, তাঁর শরীর ও কাপড়ে হলুদ রং এর চিহ্ন ছিল। নবী করীম ﷺ বললেন, ব্যাপার কি! তিনি (আবদুর রাহমান) রাযি. বললেন, আমি (একজন আনসারী মহিলাকে) বিয়ে করেছি। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ? তিনি বললেন, খেজুরের এক আটির পরিমাণ অথবা খেজুরের এক আটির ওজন পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ২৭৫ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. عَنْ حُمَيْدٍ. عَنْ أَنَسٍ. رضي الله عنه. أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ. وَآخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ. فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ عَلِمَتِ الأَنْصَارُ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالاً. سَأَقْسِمُ مَالِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَيْنِ. وَلِي امْرَأَتَانِ. فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَأُطَلِّقُهَا. حَتَّى إِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ. فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَأَقِطٍ. فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيرًا. حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَهْيَمْ ". قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ " مَا سُقْتَ فِيهَا ". قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ " أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ".

সহজ তরজমা

৩৫২৭. কুতায়বা রহ. .... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইবনে আউফ রাযি. হিজরত করে আমাদের কাছে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ও সা'দ ইবনে রাবী রাযি. এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দিলেন। তিনি (সা'দ) রাযি. ছিলেন অধিক সম্পদশালী ব্যক্তি। সা'দ রাযি. বললেন, সকল আনসারগণ জানেন যে, আমি তাঁদের মধ্যে অধিক বিত্তবান ব্যক্তি। আমি অচিরেই আমার ও তোমার মাঝে আমার সম্পত্তি দুই ভাগে ভাগাভাগি করে দিব। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে; তোমার যাকে পছন্দ হয় বল, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দত পালন শেষ হলে তুমি তাকে বিয়ে করে নিবে। আবদুর রাহমান রাযি. বললেন, আল্লাহ্ আপনার

https://e-ilm.weebly.com/

পরিবার পরিজনের মধ্যে বরকত দান করুন। (এরপর তিনি বাজারে গিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন) বাজার থেকে মুনাফা স্বরূপ ঘি ও পনীর সাথে নিয়ে ফিরলেন। অল্প কয়েকদিন পর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলেন। তখন তাঁর শরীরে ও কাপড়ে হলুদ রংয়ের চিহ্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, আমি একজন আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাঁকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ? তিনি বললেন, খেজুরের এক আটির ওজন পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি অথবা (বলেছেন) একটি আটি পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, একটি বকরী দিয়ে হলেও ওলীমা কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ واخى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينه وبين سعد এর সাথে। এখানে হাদীসটি ৫৩৩-৫৩৪ পৃষ্ঠায় আর পূর্বে হাদীসটি ২৭৫, ৩০৬ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫৬১, ৭৫৯, ৭৭৭ ও ৮৯৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو هَمَّامٍ. قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ. عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه. قَالَ قَالَتِ الأَنْصَارُ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ النَّخْلَ. قَالَ " لاَ ". قَالَ يَكْفُونَا الْمَئُونَةَ وَتُشْرِكُونَا فِي التَّمْرِ. قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

সহজ তরজমা

৩৫২৮. সালত ইবনে মুহাম্মদ আবূ হাম্মাম রাযি. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল) আমাদের খেজুরের বাগানগুলি আমাদের এবং তাদের (মুহাজিরদের) মাঝে বন্টন করে দিন। তিনি (নবী করীম ﷺ) বললেন, না, (ভাগ করে দেয়ার প্রয়োজন নেই।) তখন আনসারগণ (মুহাজিরগণকে লক্ষ্য করে) বললেন, আপনারা বাগানগুলির রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের সহায়ক হোন এবং উৎপাদিত ফসলের অংশীদার হয়ে যান। মুহাজিরগণ বললেন, আমরা এটা (সর্বান্তকরণে) মেনে নিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ سمعنا واطعنا

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ৩১২ ও ৩৭৫ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

بَابُ حُبِّ الأَنْصَارِ

২১১৯. পরিচ্ছেদ : আনসারগণের ভালবাসার বর্ণনা সম্পর্কে

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ. قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ. رضي الله عنه. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " الأَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ. وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ. فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ "

সহজ তরজমা

৩৫২৯. হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল রহ. .... বারা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মু'মিন ছাড়া আনসারগণকে কেউ ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ তাঁদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে না। যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালবাসবেন, আর যে ব্যক্তি তাঁদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঘৃণা করবেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ. وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ ".

সহজ তরজমা

৩৫৩০. মুসলিম ইবনে ইব্রাহীম রহ. .... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আনসারদের প্রতি মুহাব্বত ঈমানেরই নিদর্শন এবং তাঁদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফেকীর পরিচায়ক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি প্রথম খন্ড ৭নং পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

সহজ তাশরীহ : বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৩৬।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلأَنْصَارِ: أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ

২১২০. পরিচ্ছেদ : রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ আনসার দের লক্ষ্য করে "তোমরা আমার নিকট সব মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয়"

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ. عَنْ أَنَسٍ. ﷺ. قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مُقْبِلِينَ. قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرُسٍ. فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مُمْثِلاً. فَقَالَ " اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ". قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ.

সহজ তরজমা

৩৫৩১. আবূ মা'মার রহ. .... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আনসারদের) কতিপয় বালক-বালিকা ও মহিলাকে-রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, কোন শাদীর অনুষ্ঠান শেষে-ফিরে আসতে দেখে নবী করীম ﷺ তাঁদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ সাক্ষী, তোমরাই আমার সবচেয়ে প্রিয়জন। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসাংশ انتم من احب الناس এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৭৭৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

সহজ তাশরীহ : এ হাদীসে প্রথমে اللهم শব্দটি হয়তো বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে অথবা একথার সত্যতায় আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষি রাখার জন্য বলেছেন। قس

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ. قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. ﷺ. قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا. فَكَلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ". مَرَّتَيْنِ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৫৩২. ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম ইবনে কাসীর রহ. .... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন আনসারী মহিলা তার শিশুসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সঙ্গে আলাপ করলেন এবং বললেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন। একথাটি তিনি দু'বার বললেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদীসে শিরোনামটি বিদ্যমান। এটাই তার মিল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৭৮৭ ও ৯৮৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ أَتْبَاعِ الأَنْصَارِ

২১২১. পরিচ্ছেদ : আনসারগণের অনুগামী লোকদের সম্পর্কে। অর্থাৎ আনসারদের বন্ধু ও আযাদকৃত গোলামদের সম্পর্কে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ عَمْرٍو. سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. قَالَتِ الأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِكُلِّ نَبِيٍّ أَتْبَاعٌ. وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ. فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا. فَدَعَا بِهِ. فَنَمَيْتُ ذٰلِكَ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى. قَالَ قَدْ زَعَمَ ذٰلِكَ زَيْدٌ.

সহজ তরজমা

৩৫৩৩. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রাযি. .... যায়েদ ইবন আরকাম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন কতিপয়) আনসার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রত্যেক নবীরই অনুসারী ছিলেন। আমরাও আপনার অনুসারী। আপনি আমাদের উত্তরসুরিদের জন্য দু'আ করুন যেন তারা (সর্বতোভাবে) আপনার অনুসারী হয়। তিনি (আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী) দু'আ করলেন। (রাবী আমর বলেন) আমি এই হাদীসটি (আবদুর রহমান) ইবনে আবূ লায়লার নিকট বর্ণনা করলাম, তিনি বললেন, যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. এভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে অর্থগত দিক থেকে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৫৩৪ পৃষ্ঠাতেই আসবে।

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ. رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَتِ الأَنْصَارُ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ أَتْبَاعًا. وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ. فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ". قَالَ عَمْرٌو فَذَكَرْتُهُ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى. قَالَ قَدْ زَعَمَ ذَاكَ زَيْدٌ. قَالَ شُعْبَةُ أَظُنُّهُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ.

সহজ তরজমা

৩৫৩৪. আদম রহ. ...... আবূ হামযা রাযি. নামক একজন আনসারী থেকে বর্ণিত, কতিপয় আনসার (রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে) বললেন, প্রত্যেক জাতির মধ্যে (তাদের রাসূলের) অনুসরণকারী একটি দল থাকে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাও আপনার অনুসরণ করছি। আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন আমাদের পরবর্তীগণ (সর্বক্ষেত্রে) আমাদের (মত আপনার একনিষ্ঠ) অনুসারী হয়। নবী করীম ﷺ বললেন, হে আল্লাহ্ তাঁদের

https://e-ilm.weebly.com/

পরবর্তীগণকে (সম্পূর্ণ) তাদের মত করে দাও। আমর রহ বলেন, আমি হাদীসটি আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা রাযি.-কে বললাম। তিনি বললেন, যায়েদও এইভাবে হাদীসটি বলেছেন। শুবা রহ বলেন, আমার ধারণা, ইনি যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি.-ই হবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : উল্লিখিত হাদীসের অপর একটি সুত্র হলো এ হাদীসটি।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ৫৩৪ পৃষ্ঠাতে অতিবাহিত হয়েছে।

بَابُ فَضْلِ دُورِ الأَنْصَارِ

২১২২. পরিচ্ছেদ : আনসারদের পরিবারের ফজীলত সম্পর্কে

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ ﵁ . قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ. ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ. ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ. ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ. وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ ". فَقَالَ سَعْدٌ مَا أَرَى النَّبِيَّ ﷺ إِلاَّ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ. وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. سَمِعْتُ أَنَسًا. قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا. وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ.

সহজ তরজমা

৩৫৩৫. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. ...... আবূ উসায়দ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম গোত্র হল বানূ নাজ্জার, তারপর বানূ আবদুল আশহাল তারপর বনূ হারিস ইবনে খাযরাজ তারপর বানূ সায়িদা এবং আনসারদের সকল গোত্রের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। এ শুনে সা'দ রাযি. বললেন, নবী করীম ﷺ অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রধান্য দান করেছেন? তখন তাকে বল হল; তোমাদেরকে তো অনেক গোত্রের উপর প্রধান্য দান করেছেন। আবদুস সামাদ রহ. ...... আবূ উসাইদ রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। সা'দ ইবনে উবাদা রাযি. বলেছেন ...... ভিন্ন রাবী হতে আগের হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৪-৫৩৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ. عَنْ يَحْيَى. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُسَيْدٍ. أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " خَيْرُ الأَنْصَارِ- أَوْ قَالَ خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ- بَنُو النَّجَّارِ وَبَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ وَبَنُو الْحَارِثِ وَبَنُو سَاعِدَةَ "

সহজ তরজমা

৩৫৩৬. সাদ ইবনে হাফস রহ. .... আবূ উসায়দ রাযি. বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আনসারদের মধ্যে বা আনসার গোত্রগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হল বানূ নাজ্জার, বানূ আবদুল আশহাল, বানূ হারিস ও বানূ সায়িদা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটা রাসূল ﷺ থেকে আবু উসাইদ সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অপর একটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ خَيْرَ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ ". فَلَحِقْنَا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ أَبَا أُسَيْدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ خَيَّرَ الأَنْصَارَ فَجَعَلَنَا أَخِيرًا فَأَدْرَكَ سَعْدٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، خُيِّرَ دُورُ الأَنْصَارِ فَجُعِلْنَا آخِرًا. فَقَالَ " أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ ".

সহজ তরজমা

৩৫৩৭. খালিদ ইবনে মাখ্লাদ রহ. ...... আবূ হুমায়দ রাযি. সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারদের মধ্যে সর্বোত্তম গোত্র হল বানূ নাজ্জার, তারপর বানূ আবদুল আশহাল, তারপর বানূ হারিস এরপর বানূ সায়িদা। আনসারদের সকল গোত্রে রয়েছে কল্যাণ। (আবূ হুমায়দ রহ বলেন,) আমরা সা'দ ইবনে উবাদা রাযি. এর নিকট গেলাম। তখন আবু উসায়দ রাযি. বললেন, আপনি কি শোনেননি যে, নবী করীম ﷺ আনসারদের পরস্পরের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদেরকে সকলের শেষ পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন? তা শুনে সা'দ রাযি. নবী করীম ﷺ এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসার গোত্রগুলোকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে সকলের শেষ পর্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এটি কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমরাও শ্রেষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে সুদীর্ঘ হাদীসটি ২০০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে এবং এর আংশিক বর্ণিত হয়েছে ২৫২ ও ৪৪৮ পৃষ্ঠায়। এবং সামনে ৬৩৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

সহজ তাশরীহ : আনসারদের গোত্রসমূহের মর্যাদা দুই কারণে ১. রাসূল ﷺ এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের নানার বংশ ছিল। ২. রাসূল ﷺ যখন মদীনায় তাশরীফ নিয়ে যান তখন বনু নাজ্জারেই অবস্থান করেন। কারণ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি.বনু নাজ্জারেরই লোক ছিলেন।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلأَنْصَارِ: اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

২১২৩. পরিচ্ছেদ : রাসূল ﷺ-এর এ ইরশাদ (আনসারদের লক্ষ্য করে) সহনশীলতার সাথে অপেক্ষা করো। আমার সাথে হাউজে কাউসারে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত

قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

এটা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ রাযি.রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا قَالَ " سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

সহজ তরজমা

৩৫৩৮. মুহাম্মদ ইবন বাশশার রহ. ..... উসায়দ ইবন হুযায়র রাযি. থেকে বর্ণিত, একজন আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি আমাকে অমুকের ন্যায় দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আমার ওফাতের পর অপরকে অগ্রাধিকার দেওয়া দেখতে পাবে, তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, অবশেষে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে (এবং তোমাদের সাথে সাক্ষাতের স্থান হল হাউযে কাউসার)।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি: এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ১০৪৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

ফায়দা : এখানে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.লিখেন, প্রশ্নকারীর নাম সম্পর্কে আমি অবগত নই। কিন্তু মুকাদ্দামাতে আমি উল্লেখ করেছি যে, প্রশ্নকারী হলেন উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি.। অর্থাৎ প্রশ্নকারী উসাইদ ইবনে হুজাইর ছিলেন। আর যাকে গভর্নর বানানো হয়েছিল তিনি ছিলেন হযরত আমর ইবনুল আস রাযি.কিন্তু এখন আমার আর মনে নাই তা আমি কোথা থেকে বর্ণনা করেছিলাম। (ফতহুল বারী)

সহজ তাশরীহ : আনসারী সাহাবীগণ অধিকাংশই কৃষক ছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে জ্ঞান বুদ্ধি - বিচক্ষনতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন তা ছিল হযরাতে মুহাজিরীনের মধ্যে। তাছাড়া সারা আরবে কুরাইশদের যে মূল্যায়ন ও মর্যাদা ছিল তা আনসারদের ছিলো না। এ কারণে রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে অধিকাংশ মুজাজিরীনকেই নিয়োজিত করা হয়।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ هِشَامٍ. قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. ﷺ. يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلأَنْصَارِ "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي، وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ".

সহজ তরজমা

৩৫৩৯. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. ..... হযরত হিশাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আনসারদের সম্পর্কে বললেন, তোমরা আমার পরে তোমাদের ওপর অন্যদেরকে তোমাদের ওপর প্রাধাণ্য দিতে দেখবে, (তখন তোমরা সেই রাষ্ট্রপ্রধাণের সাথে বিদ্রোহ করবে না) বরং ধৈর্যধারণ করবে অবশেষে আমার সঙ্গে হাওযে কাউসারের নিকট সাক্ষাত করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটি উল্লেখিত হাদীসের অপর একটি সনদ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ১০৪৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. ﷺ. حِينَ خَرَجَ مَعَهُ إِلَى الْوَلِيدِ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقْطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ. فَقَالُوا لاَ. إِلاَّ أَنْ تُقْطِعَ لإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا. قَالَ "إِمَّا لاَ. فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي. فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي أَثَرَةٌ".

সহজ তরজমা

৩৫৪০. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ থেকে বর্ণিত, তিনি যখন আনাস ইবনে মালিক রাযি.-এর সঙ্গে ওয়ালীদ (ইবনে আবদুল মালিক)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বসরা থেকে দামেশক সফর করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি আনাস রাযি.-কে বলতে শুনেছেন, নবী করীম ﷺ বাহরাইনের জমি তাদের জন্য (জায়গীর হিসাবে) বরাদ্দ করার উদ্দেশ্যে আনসারদিগকে আহবান করলে তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মুহাজির ভাইদের জন্য এরূপ জায়গীর বরাদ্দ না করা পর্যন্ত আমরা তা গ্রহণ করব না। নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা যদি তা গ্রহণ করতে না চাও, তবে (কিয়ামতের ময়দানে) হাউযে কাউসারের নিকটে আমার সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতে থাক। কেননা অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে, আমার পরে তোমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ ।فاصبروا এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে। এবং ৩২০ পৃ. অতিবাহিত হয়েছে আর সামনে ৪৪৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: أَصْلِحِ الأَنْصَارَ. وَالمُهَاجِرَةَ

২১২৪. পরিচ্ছেদ : রাসূল ﷺ-এর দোয়া "আনসার ও মুহাজিরগণকে নেক রাখেন"।

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. ﷺ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَةِ. فَأَصْلِحِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ". وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. وَقَالَ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ.

সহজ তরজমা

৩৫৪১. আদম রহ. ...... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। হে আল্লাহ্! আনসার ও মুহাজিরদের মঙ্গল করুন। কাতাদা রহ আনাস রাযি. সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ! আনসারকে ক্ষমা করে দিন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৩৯৭ ও ৩৯৮ ও ৪১৫ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫৮৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ. سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. ﷺ. قَالَ كَانَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدَا فَأَجَابَهُمُ اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهْ فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

সহজ তরজমা

৩৫৪২. আদম রহ. .... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ খন্দক যুদ্ধের পরিখা খননকালে বলেছিলেন, আমরা হলাম ঐ সমস্ত লোক যারা মুহাম্মদ ﷺ এর হাতে জিহাদের জন্য বায়'আত করেছি যতদিন আমরা বেঁচে থাকব। এর উত্তরে নবী করীম ﷺ বললেন, হে আল্লাহ। আখিরারেত জীবনই প্রকৃত জীবন। (হে আল্লাহ!)আনসার ও মুহাজিরদের সম্মান বৃদ্ধি করে দিন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৩৯৭, ৩৯৮ ও ৪১৫ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫৮৮,৯৪৯ ও ১০৬৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ "

সহজ তরজমা

৩৫৪৩. মুহাম্মদ ইবনে ওবায়দুল্লাহ রহ. .... সাহল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন পরিখা খনন করে আমাদের কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ। প্রকৃত জীবন একমাত্র আখিরাতের জীবনই। মুহাজির ও আনসারদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে হাদীসটি মাগাযীতে ৫৮৮ ও ৯৪৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ قَوْلِ اللهِ: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} (الحشر : ٩)

২১২৫. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ (সূরায়ে হাশর) আনসারী সাহাবীগণ নিজেদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেন অথচ নিজেরা ক্ষুধার্ত এ সম্পর্কে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَا مَعَنَا إِلاَّ الْمَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ يَضُمُّ، أَوْ يُضِيفُ هَذَا". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَا. فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلاَّ قُوتُ صِبْيَانِي. فَقَالَ هَيِّئِي طَعَامَكِ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ، وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً. فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ. فَجَعَلاَ يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلاَنِ. فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ. فَلَمَّا أَصْبَحَ. غَدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "ضَحِكَ اللهُ اللَّيْلَةَ ـ أَوْ عَجِبَ ـ مِنْ فَعَالِكُمَا" فَأَنْزَلَ اللهُ {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}

সহজ তরজমা

৩৫৪৪. মুসাদ্দাদ রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, জনৈক (ক্ষুধার্ত) ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে এল। রাসূল ﷺ খাদ্য দ্রব্য কিছু আছে কিনা তা জানার জন্য তাঁর সহধর্মিণীদের কাছে লোক পাঠালেন। তাঁরা জানালেন, আমাদের নিকট পানি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কে আছ যে এই (ক্ষুধার্ত) ব্যক্তিকে মেহমান হিসাবে নিয়ে নিজের সাথে খাওয়াতে পার? তখন জনৈক আনসারী সাহাবী (আবূ তালহা রাযি.) বললেন, আমি (পারব)। এ বলে তিনি মেহমানকে নিয়ে (বাড়িতে) গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেহমানকে সম্মান কর। স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের আহার্য ব্যতীত আমাদের ঘরে অন্য কিছুই নেই। আনসারী বললেন, তুমি আহার প্রস্তুত কর এবং বাতি জ্বালাও এবং বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। (স্বামীর কথা অনুযায়ী) সে বাতি জ্বালাল, বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়াল এবং সামান্য খাবার যা তৈরী ছিল তা উপস্থিত করল। (তারপর মেহমান সহ তারা খেতে বসলেন) বাতি ঠিক করার বাহানা করে স্ত্রী উঠে গিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অন্ধকারের মধ্যে আহার করার মত শব্দ করতে লাগলেন এবং মেহমানকে বুঝাতে লাগলেন যে তারাও সঙ্গে খাচ্ছেন। তাঁরা উভয়েই (বাচ্চারা সহ) সারা রাত অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। ভোরে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলেন, তখন রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের গতরাতের কার্যকলাপ দেখে হেসে দিয়েছেন অথবা বলেছেন খুশী হয়েছেন এবং এ আয়াত নাযিল করেছেন। (আনসারদের অন্যতম গুণ হল এই) : তারা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। (৫৯:৯)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৫- ৫৩৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। হাদীসটি সামনে তাফসীর অধ্যায় ৭২৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

সহজ তাশরীহ : ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী ৯ম খন্ড কিতাবুত তাফসীর ৬৬৮ ও ৬৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: اِقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ

২১২৬. পরিচ্ছেদ : নবী কারীম ﷺ-এর আনসারদের সম্পর্কে ইরশাদ "আনসারী সাহাবীদের ভাল কাজের মূল্যায়ন কর আর তাদের ভুলগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখ। (তবে দন্ডবিধি বিষয়টি ব্যাতিক্রম।)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا شَاذَانُ. أَخُو عَبْدَانَ حَدَّثَنَا أَبِي. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ. عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. يَقُولُ مَرَّ أَبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ. فَقَالَ مَا يُبْكِيكُمْ قَالُوا ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَّا. فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ. قَالَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ. قَالَ. فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ " أُوصِيكُمْ بِالأَنْصَارِ. فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي. وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ. وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ. فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ. وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ ".

সহজ তরজমা

৩৫৪৫. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া আবূ আলী রহ. .... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত তখন আবূ বকর ও আব্বাস রাযি. আনসারদের কোন একটি মজলিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার কালে দেখতে পেলেন যে, তাঁরা (সকলেই বসে বসে) কাঁদছেন। তাঁদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কাঁদছেন কেন? তাঁরা বললেন, আমরা নবী করীম ﷺ এর সাথে আমাদের মজলিসের কথা স্মরণ করে কাঁদছি। তাঁরা নবী করীম ﷺ এর নিকট এসে আনসারদের অবস্থা বললেন। রাবী বলেন, (তা শুনে) নবী করীম ﷺ চাদরের কিনারা দিয়ে মাথা বেঁধে (ঘর থেকে) বেরিয়ে আসলেন এবং মিম্বরে উঠে বসলেন। এ দিনের পর আর তিনি মিম্বরে আরোহণ করনে নি। তারপর হামদ ও সানা পাঠ করে সমবেত সহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আনসারগণের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য তোমাদিগকে নির্দেশ দিচ্ছি; কেননা তাঁরাই আমার অতি আপনজন, তাঁরাই আমার বিশ্বস্ত লোক। তারা তাঁদের উপর আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূর্ণভাবে পালন করেছে। তাঁদের যা প্রাপ্য তা তাঁরা এখনো পায়নি। তাঁদের নেক লোকদের উত্তম কার্যকলাপ সাদরে গ্রহণ করবে এবং তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো হাদীসের শেষাংশের সাথে। কারণ এ অংশটিই শিরোনাম।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে ৫৩৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

সহজ তাহকিক : كرشي শব্দটির كاف হরফটি যবর যুক্ত ও রা ,ا, হরফটিতে যের। অর্থ পাকস্থলী। বহুবচন كروش

عيبه শব্দটির عين হরফে যবর, (ইয়া) হরফে সাকিন ও বা হরফ যবর যুক্ত। কাপড়ের গাট্টরী উন্নত মানের কাপড়ের বস্ত্র। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, প্রথমটি হলো অভ্যন্তরীন বিষয় আর দ্বিতীয়টি হলো বাহ্যিক বিষয়। সুতরাং সম্ভাবনা রয়েছে যে, তা একটি উদাহরণ, তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন বিষয়ের সাথে বিশেষত হওয়া উদ্দেশ্য হওয়ার ক্ষেত্রে। আর কখনও কখনও الكرش। দ্বারা মানুষের পরিবার পরিজন উদ্দেশ্য হয়। (উমদা)

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ، سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ، مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ ‏"‏ أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقِلُّ الأَنْصَارُ، حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ ‏"‏‏.‏

সহজ তরজমা

৩৫৪৬. আহমদ ইবনে ইয়াকুব রহ. ..... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (অন্তিম পীড়ায় আক্রান্তকালে) একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে, চাদরের দু-প্রান্ত দু'কাধে পেঁচিয়ে এবং মাথায় একটি কাল রঙের পাগড়ী বেঁধে (ঘর থেকে) বের হলেন এবং মিম্বরে উঠে বসলেন। হামদ ও সানার পর বললেন, হে লোক সকল, জনসংখ্যা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর আনসারগণের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে যাবে! এমনকি তাঁরা খাদ্য-দ্রব্যে লবনের মত (সামান্য পরিমানে) পরিনত হবে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করে যে, সে ইচ্ছা করলে কারো উপকার বা অপকার করতে পারে, তখন সে যেন নেক্কার আনসারদের নেক্ কার্যাবলী কবুল করে এবং তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদীসের শেষাংশের সাথে শিরোনামের মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে ১২৭, ৫১২ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏"‏ الأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَالنَّاسُ سَيَكْثُرُونَ وَيَقِلُّونَ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ ‏"‏‏.‏

সহজ তরজমা

৩৫৪৭. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আনসারগণ আমার অতি আপনজন ও বিশ্বস্ত লোক। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর তাদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। তাই তাদের নেক্কারদের উত্তম কার্যাবলী কবুল কর এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদীসের শেষাংশের সাথে শিরোনামের মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইমাম মুসলিম রহ.ফাযায়েল অধ্যায়ে এবং তিরমিযী রহ. মানাকেব অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১২৭. পরিচ্ছেদ : হযরত সা'দ ইবনে মুআয রা এর ফজীলত সম্পর্কে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَسُّونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ ‏"‏ أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا ‏"‏‏.‏ أَوْ أَلْيَنُ‏.‏ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَالزُّهْرِيُّ سَمِعَا أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ‏.‏

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৫৪৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. ...... বারা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে এক জোড়া রেশমী কাপড় হাদিয়াস্বরূপ দেওয়া হল। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তা স্পর্শ করে কোমলতায় অবাক হয়ে গেলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, এর কোমলতায় তোমরা অবাক হচ্ছ? অথচ সা'দ ইবনে ম'আয রাযি.-এর (জান্নাতে প্রদত্ত) রুমাল এর চেয়ে অনেক উত্তম, অথবা বলেছেন অনেক মুলায়েম। হাদীসটি কাতাদা ও যুহরী রহ আনাস রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এ রেওয়ায়াতের অংশ لمناديل سعد بن معاذ خير منها এর সাথে। অন্য এক হাদীসে আছে لمناديل سعد بن معاذ في الجنة احسن مما ترون الخ যা তার অনেক বড় ফজিলতের প্রমাণ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৪৬০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। সামনে হাদীসটি ৮৬৮, ৯৮২ পৃষ্ঠায় আসবে। ইমাম মুসলিম রহ.ফাযায়েল অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাশরীহ : এ রুমালটি দাওমাতুল জান্দলের গভর্নর উকাইদার রাসূল ﷺকে হাদিয়া দিয়েছিল।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ مُسَاوِرٍ، خَتَنُ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ـ رضى الله عنه ـ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ". وَعَنِ الأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ فَإِنَّ الْبَرَاءَ يَقُولُ اهْتَزَّ السَّرِيرُ. فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ ضَغَائِنُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ".

সহজ তরজমা

৩৫৪৯. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. .... জাবির রাযি. বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি সা'দ ইবনে মু'আয রাযি.-এর মৃত্যুতে আল্লাহ্ তাআলার আরশ কেঁপে উঠেছিল। আমাশ রহ. ..... নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি জাবির রাযি.-কে বলল, বারা ইবনে আযিব রাযি. তো বলেন, জানাযার খাট নড়েছিল। তদুত্তরে জাবির রাযি. বললেন, সা'দ ও বারা রাযি.-এর গোত্রদ্বয়ের মধ্যে কিছুটা বিরোধ ছিল, (কিন্তু এটা ঠিক নয়) কেননা, আমি নবী করীম ﷺ-কে অর্থাৎ আল্লাহ্র আরশ্ সা'দ ইবনে মু'আযের (মৃত্যুতে) কেঁপে উঠল বলতে শুনেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো হাদীসাংশ اهتز العرش لموت سعد بن معاذ এর সাথে। কারণ আরশ কেপে উঠা হযরত সা'দ রাযি.এর অনেক বড় মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

সহজ তাশরীহ : اهتز العرش যদি আরশ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার আরশ হয় তখন উদ্দেশ্য হলো হযরত সা'দ এর আগমনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঝুলতে লাগল। অথবা আরশ ঝুলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফেরেস্তাদের আনন্দের অতিশয্যে ঝুলতে থাকা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ أُنَاسًا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ أَوْ سَيِّدِكُمْ ". فَقَالَ " يَا سَعْدُ، إِنَّ هَؤُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ ". قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ. قَالَ " حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ، أَوْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ "

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৫৫০. মুহাম্মদ ইবনে আর'আরা রহ. .... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, কতিপয় লোক (বনী কুরায়যার ইয়াহূদীগণ) সা'দ ইবনে মু'আয রাযি.-কে সালিশ মেনে (দুর্গ থেকে) নেমে আসে। (তিনি আহত ছিলেন) তাঁকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠানো হল। তিনি গাধায় সাওয়ার হয়ে আসলেন। যখন (যুদ্ধকালীন অস্থায়ী) মসজিদের নিকটে আসলেন, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি অথবা (বললেন) তোমাদের সরদার আসছেন, তাঁর দিকে দাঁড়াও। তারপর তিনি বললেন, হে সা'দ! তারা (বনী কুরায়যার ইয়াহূদীগণ) তোমাকে সালিশ মেনে (দুর্গ থেকে) বেরিয়ে এসেছে। সা'দ রাযি. বললেন, আমি তাদের সম্পর্কে এ ফয়সালা দিচ্ছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হোক এবং শিশু ও মহিলাদেরকে বন্দী করে রাখা হোক। (তাঁর ফয়সালা শুনে) নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা অনুযায়ী ফায়সালা দিয়েছ অথবা (বলেছিলেন) তুমি বাদশাহর (আল্লাহর) ফায়সালা অনুযায়ী ফায়সালা করেছ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো হাদীসাংশ قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৬-৫৩৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৪২৭ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫৯১ও ৯২৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ مَنْقَبَةِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

২১২৮. পরিচ্ছেদ : হযরত উসাইদ ইবনে হুজাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি.-এর ফজীলত সম্পর্কিত।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ. أَنَّ رَجُلَيْنِ، خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى تَفَرَّقَا، فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُمَا. وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩৫৫১. আলী ইবনে মুসলিম রহ. .... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, দু'ব্যক্তি অন্ধকার রাতে নবী করীম ﷺ-এর নিকট থেকে বের হলেন। হঠাৎ তারা তাদের সম্মুখে একটি উজ্জ্বল আলো দেখতে পেলেন। রাস্তায় তাঁরা যখন ভিন্ন হয়ে পড়লেন তখন আলোটিও তাঁদের উভয়ের সাথে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। মা'মার রহ সাবিত রহ-র মাধ্যমে আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, এদের একজন উসায়দ ইবনে হুযায়র রাযি. এবং অপরজন এক আনসারী ব্যক্তি ছিলেন। এবং হাম্মাদ রহ সাবিত রহ-এর মাধ্যমে আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, উসায়দ (ইবনে হুযায়র) ও আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযি. নবী করীম ﷺ এর নিকট ছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৬৬ ও ৫১৪ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন খন্ড ৭ম হাদীস নং ৩৩৯৪ এবং ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৫২ হাদীস নং ৪৫০।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَنَاقِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২১২৯. পরিচ্ছেদ : হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি.এর ফজীলত সম্পর্কে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأُبَىٍّ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ".

সহজ তরজমা

৩৫৫২. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. .... আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কুরআন পাঠ শিক্ষা কর চারজনের নিকট থেকেঃ ইবনে মাসউদ, আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম, উবাই (ইবনে কা'ব) ও মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো হাদীসাংশ معاذ بن جبل এর সাথে। এখানে باب منقبة معاذ বলার দরকার ছিল। কারণ এতে শুধু একটি ফজীলতের বর্ণনা রয়েছে। (উমদা)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে ৫৩১ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। সামনে ৭৪৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ مَنْقَبَةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا»

২১৩০. পরিচ্ছেদ : হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাযি.এর ফজীলত সম্পর্কে

হযরত আয়েশা রাযি.বলেন, তিনি এর পূর্বেও ভাল লোক ছিলেন।

অর্থাৎ আয়েশা সিদ্দীকাহ রাযি.-এর বর্ণনার অর্থ এ নয় যে, তিনি ইফ্‌ক্-এর ঘটনার পর সৎলোক নন।

বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড মাগাযী অধ্যায় এর الافك এর হাদীস। কম পক্ষে ১৯৫ পৃষ্ঠা অবশ্যই দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ ". فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ـ وَكَانَ ذَا قِدَمٍ فِي الإِسْلاَمِ ـ أَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا. فَقِيلَ لَهُ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى نَاسٍ كَثِيرٍ.

সহজ তরজমা

৩৫৫৩. ইসহাক রহ. .... আবূ উসাইদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আনসার গোত্রগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গোত্র হল বানূ নাজ্জার, তারপর বানূ আবদ-ই-আশহাল, তারপর বানূ হারিস ইবনে খাযরাজ তারপর বানূ সায়িদা। আনসারদের সকল গোত্রের মধ্যেই খায়র ও কল্যাণ রয়েছে। তখন সাদ ইবনে উবাদা রাযি. বললেন, তিনি ছিলেন প্রথম যুগের অন্যতম মুসলমান। আমার ধারণা হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন (তদুত্তরে তাঁকে বল হল, আপনাদেরকে তো বহু গোত্রের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

https://e-ilm.weebly.com/

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ৫৩৪ ও ৫৩৫ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৭৯৯ ও ৮৯৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ مَنَاقِبِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২১৩১. পরিচ্ছেদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি.এর ফজীলত সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ- فَبَدَأَ بِهِ- وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ".

সহজ তরজমা

৩৫৫৪. আবুল ওয়ালিদ রহ. .... মাসরূক রহ থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি.-এর মজলিসে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর আলোচনা চলছিল। তখন তিনি বললেন; তিনি সে ব্যক্তি যাঁকে নবী করীম ﷺ-এর বক্তব্য শুনার পর থেকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। নবী ﷺ বলেছেন, কুরআন শিক্ষা কর চারজনের নিকট থেকে, আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (সর্বপ্রথম তিনি এ নামটি বললেন)। সালিম আবূ হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম, মু'আয ইবনে জাবাল ও উবাই ইবনে কা'ব রাযি.।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হদীসটি ৫৩১ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৭৪৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأُبَيٍّ " إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} ". قَالَ وَسَمَّانِي قَالَ " نَعَمْ " فَبَكَى.

সহজ তরজমা

৩৫৫৫. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. .... আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ উবাই ইবনে কা'ব রাযি. কে বললেন, আল্লাহ "সূরা। لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا তোমাকে পড়ে শুনানোর জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। উবাই ইবনে কা'ব রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ আমার নাম উচ্চারণ করেছেন? নবী কারীম ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি (আনন্দের অতিশয্যে) কাঁদলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট। কারণ এতে তার এমন মর্যাদার বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যাতে অন্য কোন মানুষই অংশিদার নেই। সাথে সাথে রাসূল ﷺ তার নিকট কোরআন পাঠ করাও তার মর্যাদার প্রমাণ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২১৩২. পরিচ্ছেদ : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.-এর ফজিলত সম্পর্কে

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. " جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَةٌ. كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: أُبَيٌّ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ " قُلْتُ لِأَنَسٍ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟ قَالَ. أَحَدُ عُمُومَتِي

সহজ তরজমা

৩৫৫৬. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. .... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ-এর যুগে (সর্বপ্রথম) যে চার ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীম হিফয করেছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন আনসারী। (তাঁরা হলেন) উবাই ইবনে কা'ব রাযি., মুআয ইবনে জাবাল রাযি., আবূ যায়েদ রাযি., যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি.। কাতাদা রাযি. বলেন, আমি আনাস রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আবূ যায়েদ কে? তিনি বললেন, উনি আমার চাচাদের মধ্যে একজন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে ৭৪৮ পৃষ্ঠায় আসছে।

بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২১৩৩. পরিচ্ছেদ : হযরত আবু তালহা রাযি.এর ফজীলত সম্পর্কে।

তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় :- তার নাম যায়েদ ইবনে সাহল খাযরাজি। হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি.এর মাতা উম্মে সুলাইম রাযি.এর স্বামী ছিলেন। রাসূল ﷺ এর যামানায় অধিক পরিমানে জিহাদে অংশগ্রহন করার কারণে বেশী পরিমানে নফল রোযা রাখতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু রাসূল ﷺ এর ইহলোক ত্যাগ করার পর থেকে লাগাতার চলিশ বছর পর্যন্ত রোযা রেখেছেন। শুধুমাত্র ঈদের দিনগুলোতে ইফতার করতেন। ৫১ হিজরীতে ইন্তে কাল করেন। অথবা ৩২ বা ৩৪ হিজরীতে।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ. عَنْ أَنَسٍ. ﷺ. قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ. وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ الْقِدِّ. يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ انْشُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ. فَأَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ. فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ يَا نَبِيَّ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. لاَ تُشْرِفْ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ. نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ. أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا. تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا. تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ. ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلآنِهَا. ثُمَّ تَجِيآنِ فَتُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ. وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ. وَإِمَّا ثَلاَثًا

সহজ তরজমা

৩৫৫৭. আবূ মা'মার রহ. .... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবূ তালহা রাযি. ঢাল হাতে নিয়ে নবী

https://e-ilm.weebly.com/

করীম ﷺ-এর সন্মুখে প্রাচীরের ন্যায় অটল হয়ে দাঁড়ালেন। আবূ তালহা রাযি. সুদক্ষ তীরন্দায ছিলেন। অনবরত তীর ছুড়তে থাকায় তাঁর হাতে দু' বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে যায়। ঐ সময় তীর ভর্তি শরীর নিয়ে যে কেউ তাঁর নিকট দিয়ে যেতো নবী করীম ﷺ তাকেই বলতেন, তোমার তীরগুলি আবূ তালহার জন্য রেখে দাও। এক সময় নবী করীম ﷺ মাথা উঁচু করে শত্রুদের অবস্থা অবলোকন করতে চাইলে আবূ তালহা রাযি. বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার মাতা পিতা আপনার জন্য কুরবান হউক, আপনি মাথা উঁচু করবেন না। হয়ত শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর এসে আপনার গায়ে লাগতে পারে। আমার বক্ষ আপনাকে রক্ষা করার জন্য ঢালস্বরূপ। আনাস রাযি. বলেন, ঐদিন আমি আবূ বকর রাযি.-এর কন্যা আয়েশা রাযি.-কে এবং (আমার মাতা) উম্মে সুলায়মকে দেখতে পেলাম যে, তাঁরা পরিধেয় কাপড় এতটুকু পরিমাণ তুলে ফেলেছেন যে, তাঁদের পায়ের খাঁড়ু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা পানির মশক ভরে নিজেদের পিঠে বহন করে এনে আহতদের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। পুনরায় ফিরে গিয়ে পানি ভরে নিয়ে আহতদেরকে পান করাচ্ছিলেন। ঐ সময় আবূ তালহা রাযি.-এর হাত থেকে (তন্দ্রাবশে) তাঁর তরবারীখানা দু'বার অথবা তিনবার পড়ে গিয়েছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ এর জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড অহুদ যুদ্ধের আলোচনা ১০৮, ১০৯ পৃষ্ঠা।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো অর্থগত দিক থেকে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৭-৫৩৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। সামনে মাগাজী অধ্যায়ে ৫৮১ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২১৩৪. পরিচ্ছেদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি.এর ফজীলত সম্পর্কে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ. مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. إِلاَّ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ وَفِيهِ نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ} الآيَةَ. قَالَ لاَ أَدْرِي قَالَ مَالِكٌ الآيَةَ أَوْ فِي الْحَدِيثِ.

সহজ তরজমা

৩৫৫৮. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .... সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি. ব্যতীত ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কারো সম্পর্কে একথাটি বলতে শুনিনি যে, 'নিশ্চয়ই তিনি জান্নাতবাসী'। সা'দ রাযি. বলেন, তাঁরই সম্পর্কে সূরা আহকাফের এ আয়াত নাযিল হয়েছেঃ "এ বিষয়ে বনী ইসরাঈলের মধ্যে থেকেও একজন সাক্ষ্য প্রদান করেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. বলেন, আমি জানি না যে, মালিক রহ. কি এ আয়াতটি নিজের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন না কি হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসের রাবী আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসূফের এ ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে যে, এ ঘটনাটি কী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের না কি অন্য কারো ? আর সংশয় সৃষ্টির কারণ হলো সূরাটি হলো মক্কী আর আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি.এর ঘটনাটি হলো মাদানী।

উত্তর ১. পূর্ণ সূরাটি মক্কী হলেও এ আয়াতটি মাদানী। সুতরাং কোন প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে না।

২. পূর্ণ সূরাটিই মক্কী। এমতাবস্থায় উত্তর হলো রাসূল ﷺ আয়াত নাযিল হওয়ার পর ভবিষ্যতবাণী স্বরূপ মক্কাতে এ কথাটি বলেছিলেন। পরবর্তীতে সে ভবিষ্যতবাণীর প্রতিফলন ঘটেছে মদীনাতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি.এর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ রাসূল ﷺ তিনি ছাড়া ও আরো অনেক সাহাবী সম্পর্কে ভাবিষ্যতবাণী শুনিয়েছেন এমনকি স্বয়ং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.ও দশজন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

উত্তর ঃ হযতর সা'দ রাযি.এ হাদীসটি ঐ সময় বর্ণনা করেছেন যখন عشرة مبشرة এর আর কেহ জীবিত নেই। শুধু তিনিই জীবিত ছিলেন। (তিনিই সর্বশেষ লোক عشرة مبشرة এর মধ্যে যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি ৫৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য ৮ম খন্ড মাগাজি অধ্যায় পৃষ্ঠা ৩৯৫।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ. قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ أَثَرُ الْخُشُوعِ. فَقَالُوا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا ثُمَّ خَرَجَ. وَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. قَالَ وَاللَّهِ مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ. وَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ - ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا - وَسْطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ. أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ وَأَعْلاَهُ فِي السَّمَاءِ. فِي أَعْلاَهُ عُرْوَةٌ فَقِيلَ لَهُ ارْقَهْ. قُلْتُ لاَ أَسْتَطِيعُ. فَأَتَانِي مِنْصَفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي. فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلاَهَا. فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ. فَقِيلَ لَهُ اسْتَمْسِكْ. فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي. فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "تِلْكَ الرَّوْضَةُ الإِسْلاَمُ. وَذٰلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الإِسْلاَمِ. وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى. فَأَنْتَ عَلَى الإِسْلاَمِ حَتَّى تَمُوتَ". وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ. عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ. قَالَ وَصِيفٌ مَكَانَ مِنْصَفٌ.

সহজ তরজমা

৩৫৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... কায়েস ইবনে উবাদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনার মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এমন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলেন যার চেহারায় বিনয় ও নম্রতার ছাপ ছিল। (তাঁকে দেখে) লোকজন বলতে লাগলেন, এই ব্যক্তি জান্নাতিগণের একজন। তিনি সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাকআত সালাত আদায় করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করছিলেন তখন লোকজন বালাবলি করছিল যে, ইনি জান্নাতবাসীগণের একজন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! কারো জন্য এমন কথা বলা উচিৎ নয়, যা সে জানে না। আমি তোমাকে প্রকৃত ঘটনাটি বলছি কেন ইহা বলা হয়। আমি নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় একটি স্বপ্ন দেখে তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। আমি দেখলাম যে, আমি একটি বাগানে অবস্থানরত; বাগানটি বেশ প্রশস্ত, সবুজ, (সুন্দর ও শোভাময়)। বাগানের মধ্যে একটি লোহার স্তম্ভ যার নিম্নভাগ মাটিতে এবং উর্ধ্বভাগ আকাশ স্পর্শ করেছে; স্তম্ভের উর্ধ্বে একটি শক্ত কড়া সংযুক্ত রয়েছে। আমাকে বলা হল, উর্ধ্বে আরোহণ কর। আমি বললাম, ইহাতো আমার সামর্থের বাইরে। তখন একজন খাদিম এসে পিছন দিক থেকে আমার কাপড় সমেত চেপে ধরে আমাকে আরোহণে সাহায্য করলেন। আমি চড়তে লাগলাম এবং উপরে গিয়ে আংটাটি ধরলাম। তখন আমাকে বলা হল, শক্তভাবে আংটাটি আঁকড়ে ধর। তারপর কড়াটি আমার হাতের মুঠোয় ধারণ অবস্থায় আমি জেগে গেলাম। নবী করীম ﷺ-এর নিকট স্বপ্নটি বললে তিনি স্বপ্নটির (তা'বীর হিসাবে) বললেন, এ বাগান হল ইসলাম, আর স্তম্ভটি হল ইসলামের খুটিসমূহ (করণীয় মৌলিক বিষয়াদি) কড়াটি হল (কুরআনে করীমে উল্লেখিত) "উরয়াতুল উস্কা" (শক্ত ও অটুট কড়া) এবং তুমি আজীবন ইসলামর উপর অটল থাকবে। (রাবী বলেন) এই ব্যক্তি হলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি.। খলীফা রাযি. مِنْصَف এর স্থলে نَصِيف বলেছেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ১০৩৮ পৃষ্ঠায় আসবে। আর ইমাম মুসলিম রহ.কিতাবুল ফাযায়েলে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَمٍ ـ ﷺ ـ فَقَالَ أَلاَ تَجِيءُ فَأُطْعِمَكَ سَوِيقًا وَتَمْرًا، وَتَدْخُلَ فِي بَيْتٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ، فَلاَ تَأْخُذْهُ، فَإِنَّهُ رِبًا. وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ الْبَيْتَ.

সহজ তরজমা

৩৫৬০. সুলায়মান ইবনে হারব রহ. ...... আবূ বুরদা রহ বলেন, আমি মদীনায় গেলাম; আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমাদের এখানে আসবে না? তোমাকে আমি খেজুর ও ছাতু খেতে দেব এবং একটি (মর্যাদাপূর্ণ) ঘরে থাকতে দেব। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি এমন স্থানে (ইরাক) বসবাস কর, যেখানে সুদের কারবার অত্যন্ত ব্যাপক। যখন কোন মানুষের নিকট তোমার কোন প্রাপ্য থাকে আর সেই মানুষটি যদি তোমাকে কিছু ঘাস, খড় অথবা খড়ের ন্যায় নগণ্য বস্তুও হাদিয়া পেশ করে তা গ্রহণ করো না, যেহেতু তা সুদের অন্তর্ভুক্ত। নযর রাযি., আবূ দাউদ রহ ও ওয়াহাব রহ শু'বাহ্ রহ থেকে البيت শব্দটি বর্ণনা করেন নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল দুই ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এক, এ হাদীস দ্বারা জানা গেল রাসূল ﷺ তার ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, যা তার অনেক বড় মর্যাদার পরিচায়ক। দুই, রাসূল ﷺ তাকে ঋণগ্রহীতার হাদীয়া গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, যা তার পরহেজগারীতার প্রমাণ। এটাও তার মর্যাদার দলীল। (উমদা)

মোটকথা ১. এর দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি.এর পরিপূর্ণ তাক্বওয়া ও পরহেজগারিতার প্রমাণ মিলে। ২. রাসূল ﷺ এর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি.এর ঘরে প্রবেশ করাটা তার মর্যাদার বিষয়।

সহজ তাশরীহ : এই হাদিয়াকে বদলা বা সুদ বলাটা হযরত আব্দুলাহ ইবনে সালাম রাযি.এর তাকওয়ার কারণে। অন্যথায় শর্তহীনভাবে ঋণগ্রহীতা যদি ঋণদাতাকে হাদিয়া প্রদান করে তাহলে সেটা হারাম হবে না। তবে এর থেকে বিরত থাকাটা তাকওয়ার অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে হাদীসটি ১০৯০-১০৯১ পৃষ্ঠাতে আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ ﷺ خَدِيجَةَ وَفَضْلِهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

২১৩৫. পরিচ্ছেদ : হযরত নবী করীম ﷺ-এর খাদীজা রাযি. কে বিবাহ করা ও তার ফজীলত সম্পর্কে

হযরত খাদীজা রাযি.এর সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী খন্ড ১ম পৃষ্ঠা ১২৩।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ

সহজ তরজমা

৩৫৬১. মুহাম্মদ রহ. ....আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, মরিয়াম আ. ছিলেন (তৎকালীন) নারী সমাজের শ্রেষ্ঠতমা নারী। আর খাদীজা রাযি. (এ উম্মতের) নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৪৮৮ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ، مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي، لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَأَمَرَهُ اللهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ

সহজ তরজমা

৩৫৬২. সাঈদ ইবনে উফাইর রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর কোন সহধর্মিণীর প্রতি এতটুকু অভিমান প্রদর্শন করিনি; যতটুকু খাদীজা রাযি.-এর প্রতি করেছি। কেননা, আমি নবী করীম ﷺ-কে তাঁর কথা বারবার আলোচনা করতে শুনেছি, অথচ আমাকে বিবাহ করার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। খাদীজা রাযি.-কে জান্নাতে মণি-মুক্তা খচিত একটি প্রাসাদের সু-সংবাদ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে আদেশ করেন। কোন দিন বকরী যবেহ হলে খাদীজা রাযি.-এর বান্ধবীদের নিকট তাদের প্রত্যেকের আবশ্যক পরিমাণ গোশ্ত নবী করীম ﷺ হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৫৩৯, ৭৮৭ ও ৮৮৮ ও ১১১৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِيَّاهَا». قَالَتْ: «وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَأَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৫৬৩. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ. ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর অন্য কোন সহধর্মিণীর প্রতি এতটুকু ঈর্ষা প্রকাশ করিনি, যতটুকু খাদীজা রাযি.-এর প্রতি করেছি। যেহেতু নবী করীম ﷺ তাঁর আলোচনা অধিক করতেন। তিনি (আরো) বলেন, খাদীজা রাযি.-এর (ইন্তেকালের) তিন বছর পর তিনি আমাকে বিবাহ করেন। আল্লাহ স্বয়ং অথবা জিব্রাঈল আ. নবী করীম ﷺ-কে আদেশ করলেন যে, খাদীজা রাযি.-কে জান্নাতে মণি-মুক্তা খচিত একটি প্রাসাদের সু-সংবাদ দিন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটি হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত উলিখিত হাদীসের অপর একটি সূত্র।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا حَفْصٌ. عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ. مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ. وَمَا رَأَيْتُهَا. وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا. وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً. ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ. فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ. فَيَقُولُ: «إِنَّهَا كَانَتْ. وَكَانَتْ. وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ»

সহজ তরজমা

৩৫৬৪. উমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাসান রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ এর অন্য কোন সহধর্মিণীর প্রতি এতটুকু ঈর্ষা প্রকাশ করি নি যতটুকু খাদীজা রাযি. এর প্রতি করেছি। কিন্তু রাসূল ﷺ তার অনেক আলোচনা করতেন। কখনো বকরী যবাই করে খাদীজা রাযি. এর বান্ধবীদের কাছে ভাগ ভাগ করে পাঠিয়ে দিতেন। আমি কখনো কখনো তাকে বলতাম, মনে হয় খাদীজা ছাড়া দুনিয়াতে আর কোন মহিলা নেই। তখন তিনি বলতেন, খাদীজা এমন ছিল, এমন ছিল। তার থেকে আমার সন্তানাদী হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটিও হযরত আয়েশা রাযি.কর্তৃক বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসের অপর একটি সূত্র।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. «بَشَّرَ النَّبِيُّ ﷺ خَدِيجَةَ؟» قَالَ: نَعَمْ «بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ. لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ»

সহজ তরজমা

৩৫৬৫. মুসাদ্দাদ রহ. ..... ইসমাঈল রহ. বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলাম, হুযুর ﷺ কি খাদীজা রাযি. কে সুসংবাদ দিয়িছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি একটি মোতির প্রাসাদের সুসংবাদ দিয়েছেন যাতে কোন আওয়াজ বা কষ্ট ইত্যাদি থাকবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ২৪১ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: "أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: هٰذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ، أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ، وَلاَ نَصَبَ"

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، أُخْتُ خَدِيجَةَ، عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاعَ لِذٰلِكَ، فَقَالَ: "اللّٰهُمَّ هَالَةَ». قَالَتْ: فَغِرْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ، حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ، هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا"

সহজ তরজমা

৩৫৬৬. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিব্রাঈল আ. নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ঐ যে খাদীজা রাযি. একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। ঐ পাত্রে তরকারী, অথবা খাদ্য-দ্রব্য অথবা পানীয় ছিল। যখন তিনি পৌঁছে যাবেন তখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি সুরম্য প্রাসাদের সু-সংবাদ দিবেন যার ভিতরদেশ ফাঁকা-মুতি দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোন প্রকার হট্টগোল; না কোন প্রকার ক্লেশ ও ক্লান্তি। ইসমাঈল ইবনে খলীল রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার খাদীজার বোন হালা বিনতে খুওয়ায়লিদ রাসূল ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলেন। রাসূল ﷺ খাদীজার অনুমতি প্রার্থনার কথা মনে করলেন। এজন্য তিনি খুশি হয়ে বললেন, ইয়া আল্লাহ্, হালা (এর কি খবর)? আয়েশা রাযি. বললেন, এতে আমি অভিমান করে বললাম, আপনি কি কুরায়শ বংশের লাল গন্ডধারী এক বৃদ্ধার স্মরণ করছেন, যে অনেক আগে মৃত্যুবরণ করেছে? আল্লাহ তো আপনাকে তার চেয়ে উত্তম মহিলা দান করেছেন।।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ১১১৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ ذِكْرِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২১৩৬. পরিচ্ছেদ : হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী রাযি.এর আলোচনা সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلاَ رَآنِي إِلَّا ضَحِكَ" وَعَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ، يُقَالُ لَهُ ذُو الخَلَصَةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: الكَعْبَةُ اليَمَانِيَةُ أَوِ الكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ أَنْتَ مُرِيحِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ» قَالَ: فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، قَالَ: فَكَسَرْنَا، وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ، فَأَتَيْنَاهُ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَدَعَا لَنَا وَلِأَحْمَسَ

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৫৬৭. ইসহাক আল ওয়াসিতী রহ. .... জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গৃহে প্রবেশ করতে কোনদিন আমাকে বাঁধা প্রদান করেন নি এবং যখনই আমাকে দেখেছেন মুচকি হাসি দিয়েছেন।

জারীর রাযি. আরো বলেন, জাহিলী যুগে যুল-খালাসা (খাস'আম গোত্রের একটি প্রতীমা রক্ষিত মন্দির) নামে একটি ঘর ছিল, যাকে কা'বায়ে ইয়ামানী ও কা'বায়ে শামী বলা হত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কি যুল-খালাসার ব্যাপারে আমাকে শান্তি দিতে পার? জারীর রাযি. বলেন, আমি আহমাস গোত্রের একশ পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলাম এবং (প্রতীমা ঘরটি) বিধ্বস্ত করে দিলাম। সেখানে যাদেরকে পেলাম হত্যা করে ফেললাম। ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সংবাদ শুনালাম। তিনি (অত্যন্ত খুশী হয়ে) আমাদের জন্য এবং আহমাস গোত্রের জন্য দু'আ করলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদীসে হযরত জারীর রাযি.এর আলোচনা রয়েছে বিধায় শিরোনামের সাথে মিল পাওয়া গেল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তিঃ এখানে হাদীসটি ৫৩৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৪২৪, ৪২৬ ও ৪৩৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৬২৪, ৯০০ ও ৯৩৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

সহজ তাশরীহ ঃ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড কিতাবুল মাগাজী ৪ পৃষ্ঠায় ৪২৩ পৃষ্ঠায়।

হযরত জাবীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি.এর জীবনীর জন্য ও দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী খন্ড ৮ম পৃষ্ঠা ৪২৪।

بَابُ ذِكْرِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ الْعَبْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২১৩৭. পরিচ্ছেদ : হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান আল আবসী রাযি.-এর আলোচনা (ফজিলত)।

حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ. أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: "لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ. هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ هَزِيمَةً بَيِّنَةً. فَصَاحَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ. فَاجْتَلَدَتْ أُخْرَاهُمْ. فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ. فَنَادَى أَيْ عِبَادَ اللهِ أَبِي أَبِي. فَقَالَتْ: فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ أَبِي: فَوَاللهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ"

সহজ তরজমা

৩৫৬৮. ইসমাঈল ইবনে খালীল রহ. ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহুদের যুদ্ধে (প্রথম দিকে) মুশরিকগণ যখন চরমভাবে পরাজিত হয়ে পড়লো, তখন ইবলীস চীৎকার করে (মুসলমানগণকে) বলল, হে আল্লাহর বান্দাগণ! পিছনের দিকে লক্ষ্য কর। তখন অগ্রবর্তী দল পিছন দিকে ফিরে (শত্রুদল মনে করে) নিজ দলের উপর আক্রমণ করে বসল এবং একে অন্যকে হত্যা করতে লাগল। এমন সময় হুযায়ফা রাযি. পিছনের দলে তাঁর পিতাকে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ, এই যে আমার পিতা, এই যে আমার পিতা। আয়েশা রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম, তারা কেউ-ই বিরত থাকেনি। শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে ফেলল। হুযায়ফা রাযি. বললেন, আল্লাহ্ তোমাদিগকে মাফ করে দিন। আমার পিতা উরওয়া রহ বলেন, আল্লাহর কসম, এ কথার কারণে হুযায়ফা রাযি.-এর মধ্যে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মঙ্গলের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে ৪৬৪ পৃষ্ঠায় আতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫৮১, ৯৮৬, ১০১৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

সহজ তাশরীহ : এ হাদীসের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড কিতাবুল মাগাজী পৃষ্ঠা ১০৯।

بَابُ ذِكْرِ هِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

২১৩৮. পরিচ্ছেদ : হযরত হিন্দ বিনতে উতবা ইবনে রবীআ রাযি.-এর আলোচনা সম্পর্কে

وَقَالَ عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ، أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، قَالَ: "وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ" قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ: "لاَ أُرَاهُ إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ"

সহজ তরজমা

৩৫৬৯. 'আবদান রহ. .... আয়েশা রাযি. বলেন, উতবার মেয়ে হিন্দ রাযি. এস বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এক সময় আমার মনের অবস্থা (এত খারাপ ছিল যে) পৃথিবীর বুকে কোন পরিবারের লাঞ্ছিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারের লাঞ্ছিত হতে দেখার চেয়ে অধিক আকাংখিত ছিল না। কিন্তু এখন আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে, দুনিয়ার বুকে কোন পরিবারের সম্মানিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারের সম্মানিত দেখার চেয়ে অধিকতর প্রিয় নয়। তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। তারপর সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ সুফিয়ান রাযি. একজন কৃপণ ব্যক্তি। (অনুমতি ব্যতীত) যদি তার মাল আমি ছেলে-মেয়েদের জন্য ব্যয় করি তবে তাতে কি আমার কিছু (গুনাহ) হবে? তিনি বললেন, প্রয়োজন মত (যথাযথ ভাবে) ব্যয় করা হলে (আপত্তি নেই)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : সুস্পষ্ট। কারণ এতে হিন্দ এর আলোচনা বিদ্যমান।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদীসটি ৫৩৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে হাদীসটি ২৯৪,৩৩২-৩৩৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৮০৭, ৮০৮, ৮০৯, ৯৮২, ১০৬০ ও ১০৬৪ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

হিন্দ বিনতে উতবা রাযি.এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : তিনি হযরত মুআবিয়া রাযি.এর মাতা ছিলেন। হযরত আবু সুফিয়ান রাযি.এর স্ত্রী ছিলেন। আবু সুফিয়ান রাযি.ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি (স্ত্রী) ইসলাম গ্রহণ করেন। তার পিতা উতবা কে হযরত আলী অথবা হযরত হামজা.জাহান্নামে পাঠান (অর্থাৎ হত্যা করেন)। এ শত্রুতার জের ধরেই হিন্দ উহুদ যুদ্ধে হযরত হামজা রাযি.এর কলিজা বের করে চিবিয়ে ছিল। যাই হোক, ইসলাম গ্রহণের পর তার সব গোনাহ মাফ হয়ে গেছে। যেমনটি হাদীস দ্বারা জানা যায় الاسلام يهدم ما كان قبله। তিনি এজগতের বুদ্ধিমতি নারীদের অন্যতম ছিলেন। হযরত উমর ফারুক রাযি.এর খেলাফতের যামানায় ইহকাল ত্যাগ করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ

২১৩৯. পরিচ্ছেদ : হযরত যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল এর ঘটনা

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍ، قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الوَحْيُ، فَقُدِّمَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سُفْرَةٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ: إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلاَ آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَقُولُ: الشَّاةُ خَلَقَهَا اللهُ، وَأَنْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ المَاءَ، وَأَنْبَتَ لَهَا مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللهِ، إِنْكَارًا لِذَلِكَ وَإِعْظَامًا لَهُ قَالَ مُوسَى: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا تُحُدِّثَ بِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ يَسْأَلُ عَنِ الدِّينِ، وَيَتْبَعُهُ، فَلَقِيَ عَالِمًا مِنَ اليَهُودِ فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي لَعَلِّي أَنْ أَدِينَ دِينَكُمْ، فَأَخْبِرْنِي، فَقَالَ: لاَ تَكُونُ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ غَضَبِ اللهِ، قَالَ زَيْدٌ مَا أَفِرُّ إِلَّا مِنْ غَضَبِ اللهِ، وَلاَ أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللهِ شَيْئًا أَبَدًا، وَأَنَّى أَسْتَطِيعُهُ فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ، قَالَ

: مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَنِيفًا، قَالَ زَيْدٌ: وَمَا الحَنِيفُ؟ قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا، وَلاَ نَصْرَانِيًّا، وَلاَ يَعْبُدُ إِلَّا اللهَ، فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِيَ عَالِمًا مِنَ النَّصَارَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَقَالَ: لَنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ، قَالَ: مَا أَفِرُّ إِلَّا مِنْ لَعْنَةِ اللهِ، وَلاَ أَحْمِلُ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ، وَلاَ مِنْ غَضَبِهِ شَيْئًا أَبَدًا، وَأَنَّى أَسْتَطِيعُ فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ، قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَنِيفًا، قَالَ: وَمَا الحَنِيفُ؟ قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلاَ يَعْبُدُ إِلَّا اللهَ، فَلَمَّا رَأَى زَيْدٌ قَوْلَهُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَرَجَ، فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ "، وَقَالَ اللَّيْثُ، كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: " رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الكَعْبَةِ يَقُولُ: يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ، وَاللهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي، وَكَانَ يُحْيِي المَوْءُودَةَ، يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ، لاَ تَقْتُلْهَا، أَنَا أَكْفِيكَهَا مَئُونَتَهَا، فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لِأَبِيهَا: إِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَئُونَتَهَا "

সহজ তরজমা

৩৫৭০. মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর রাযি. থেকে বর্ণিত যে, ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে একদা নবী করীম ﷺ মক্কার নিম্নাঞ্চলের বালদা নামক স্থানে যায়েদ ইবনে 'আমর ইবনে নুফায়েলের সাথে সাক্ষাত করলেন। তখন নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখে আহার্যপূর্ণ একটি 'খাঞ্চা' পেশ করা হল। তিনি তা থেকে কিছু খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। এরপর যায়েদ রাযি. বললেন, আমিও ঐ সব জন্তুর গোশ্‌ত খাই না যা তোমরা তোমাদের দেব-দেবীর নামে যবাই কর। আল্লাহর নামে যবাইকৃত ছাড়া অন্যের নামে যবাই করা জন্তুর গোশ্‌ত আমি কিছুতেই খাই না। যায়েদ ইবনে 'আমর কুরাইশের যবাইকৃত জন্তু সম্পর্কে তাদের উপর

https://e-ilm.weebly.com/

দোষারোপ করতেন এবং বলতেন; বকরীকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ, তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করলেন। ভূমি থেকে উৎপন্ন করলেন তৃণ-লতা, অথচ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সমূহদান অস্বীকার করে প্রতিমার প্রতি সম্মান করে আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করছ।

মূসা রহ বলেন, আমার জানা মতে তিনি ইবনে উমর রাযি. থেকে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যে, যায়দ ইবনে আমর সঠিক তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত দীনের তালাশে সিরিয়ায় গমন করলেন। সে সময় একজন ইয়াহূদী আলেমের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি তার নিকট তাদের দীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং বললেন, হয়ত আমি তোমাদের দীনের অনুসারী হব, আমাকে সে সম্পর্কে অবহিত কর। তিনি (ইয়াহূদী আলেম) বললেন, তুমি আমাদের দীন গ্রহণ করবে না। গ্রহণ করলে যে পরিমান গ্রহণ করবে সে পরিমান আল্লাহর গযব তোমার উপর আপতিত হবে। যায়েদ বললেন, আমি তো আল্লাহব গযব থেকে পালিয়ে আসছি। আমি যথাসাধ্য আল্লাহর সামান্যতম গযবকেও বহন করব না। আর আমার ইহা বহনের শক্তি-সামর্থ্য আছে? তুমি কি আমাকে এ ছাড়া অন্য কোন পথের সন্ধান দিতে পার? সে বলল, আমি তা জানি না, তবে তুমি দীনে হানীফ গ্রহণ করে নাও। যায়েদ জিজ্ঞাসা করলেন, (দীনে) হানীফ কী? সে বলল, তা হল ইব্রাহীম আ.-এর দীন। তিনি ইয়াহূদীও ছিলেন না নাসারাও ছিলেন না। তিনি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতেন না। তখন যায়েদ বের হলেন এবং তাঁর সাথে একজন খৃষ্টান আলিমের সাক্ষাত হল। ইয়াহূদী 'আলিমের নিকট ইতিপূর্বে তিনি যা যা বলেছিলেন তার কাছেও তা বললেন। তিনি বললেন, তুমি আমাদের দীন গ্রহণ করবে না। গ্রহণ করলে যে পরিমান গ্রহণ করবে সে পরিমান আল্লাহর লা'নত তোমার উপর আপতিত হবে। যায়েদ বললেন, আমি তো আল্লাহর লা'নত থেকে পালিয়ে এসেছি এবং আমি আল্লাহ্র লা'নত ও গযবের সামান্যতম অংশ বহন করতে রাযী নই, এবং আমি কি তা বহনের শক্তি রাখি? তুমি কি আমাকে এছাড়া অন্য কোন পথের সন্ধান দেবে। সে বলল, আমি অন্য কিছু জানিনা। শুধু এতটুকু বলতে পারি যে, তুমি দীনে হানীফ গ্রহণ কর। তিনি বললেন, হানীফ কী? উত্তরে তিনি বললেন, তা হল ইব্রাহীম আ.-এর দীন, তিনি ইয়াহূদীও ছিলেন না এবং খৃষ্টানও ছিলেন না এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করতেন না।

যায়েদ যখন ইব্রাহীম আ. সম্পর্কে তাদের মন্তব্য জানতে পারলেন, তখন তিনি বেড়িয়ে পড়ে দু'হাত উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি দীনে ইব্রাহীম আ.-এর উপর আছি। লায়স রহ. বলেন হিশাম তাঁর পিতাসূত্রে তিনি আসমা বিনতে আবূ বকর রাযি. থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে আমার কাছে লিখেছেন যে, তিনি (আসমা) বলেন, আমি দেখলাম, যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল কা'বা শরীফের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বলছেন, হে কুরাইশ গোত্র, আল্লাহর কসম, আমি ব্যতীত তোমাদের কেউ-ই দীনে ইব্রাহীমের উপর নেই। আর তিনি যেসব কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার জন্য নেওয়া হত তাদেরকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করতেন। যখন কোন লোক তার কন্যা সন্তানকে হত্যা করার জন্য ইচ্ছা করত, তখন তিনি এসে বলতেন, হত্যা করো না আমি তার জীবিকার ব্যয়ভার গ্রহণ করবো। এ বলে তিনি শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতেন। শিশুটি বড় হলে পরে তার পিতাকে বলতেন, তুমি যদি তোমার কন্যাকে নিয়ে যেতে চাও, তাহলে আমি দিয়ে দেব। আর তুমি যদি নিতে ইচ্ছুক না হও, তবে আমিই এর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে থাকব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৩৯-৫৪০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৮২৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

সহজ তাশরীহ : এ যায়েদ ইবনে আমর রাযি.হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি.এর পিতা ছিলেন যিনি عشرة مبشرة এর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের চাচাতো ভাই ছিলেন। قس

বায্যার ও ত্বাবারনী রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন যে,যায়েদ ও ওয়ারাকা-উভয়ে সত্য ধর্ম তালাশে শাম তথা সিরিয়া গমন করেছিলেন। ওয়ারাকা সিরিয়া গিয়ে খৃষ্টান হয়ে যায়। আর যায়েদ রাযি.খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন নাই।

https://e-ilm.weebly.com/

অতপর যায়েদ মুসেল পৌঁছে একজন পাদ্রির সাক্ষাত লাভ করেন। সে পাদ্রিও খৃষ্ট ধর্ম তার নিকট পেশ করলে তিনি তা গ্রহণ করেন নাই। এ রেওয়ায়াতেই বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ এবং হযরত উমর রাযি.রাসূল ﷺ এর নিকট হযরত যায়েদ রাযি.এর কথা জিজ্ঞাসা করলে রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন ও তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কারণ তিনি হযরত ইব্রাহীম আঃ এর ধর্মের উপর থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। (قس)

بَابُ بُنْيَانِ الْكَعْبَةِ

২১৪০. পরিচ্ছেদ : কা'বা শরীফ নির্মাণ সংক্রান্ত আলোচনা।

حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا بُنِيَتِ الكَعْبَةُ، ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ الحِجَارَةَ، فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ يَقِيكَ مِنَ الحِجَارَةِ، فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: إِزَارِي إِزَارِي فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ»

সহজ তরজমা

৩৫৭১. মাহমূদ রহ. ...... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কা'বা গৃহ পুননির্মাণ করা হচ্ছিল, তখন নবী করীম ﷺ ও আব্বাস রাযি. (অন্যদের সাথে) পাথর বয়ে আনছিলেন। আব্বাস রাযি. নবী করীম ﷺ-কে বললেন, তোমার লুঙ্গিটা কাঁধের উপর রাখ, পাথরের ঘর্ষণ হতে তোমাকে রক্ষা করবে। (লুঙ্গিটি খোলার সাথে সাথে) তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পরে গেলেন। তাঁর চোখ দু'টি আকাশের দিকে নিবিষ্ট ছিল। (কিছুক্ষণ পর) তাঁর চেতনা ফিরে এল, তখন তিনি বলতে লাগলেন, আমার লুঙ্গি দাও। আমার লুঙ্গি দাও। তৎক্ষণাৎ তাঁর লুঙ্গি পরিয়ে দেওয়া হল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসাংশ لما بنيت الكعبة এবং ينقلان الحجارة এর সাথে কেননা,পাথর স্থানান্তর করাটা কা'বার ভিত্তির কারণেই ছিল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ৫২ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ২য় খন্ড ৩৭৩ পৃষ্ঠা।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالاَ: «لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَوْلَ البَيْتِ حَائِطٌ، كَانُوا يُصَلُّونَ حَوْلَ البَيْتِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبَنَى حَوْلَهُ حَائِطًا» . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ جَدْرُهُ قَصِيرٌ فَبَنَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ

সহজ তরজমা

৩৫৭২. আবূ নু'মান রহ. .... 'আমর ইবনে দীনার ও 'উবায়দুল্লাহ ইবনে আবূ ইয়াযীদ রহ থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, নবী করীম ﷺ-এর যুগে কা'বা গৃহের চতুষ্পার্শ্বে কোন প্রাচীর ছিল না। লোকজন কা'বা গৃহকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে সালাত আদায় করত। উমর রাযি. (তাঁর খিলাফত কালে) কা'বার চতুষ্পার্শ্বে প্রচীর নির্মাণ করেন। উবায়দুল্লাহ রহ বলেন, এ প্রাচীর ছিল নীচু, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. (তাঁর যুগে দীর্ঘ ও উঁচু) প্রাচীর নির্মাণ করেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসাংশ فبنى حوله حائطا الخ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪০ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

بَابُ أَيَّامِ الجَاهِلِيَّةِ

২১৪১. পরিচ্ছেদ : ইসলাম পূর্ব জাহেলী যামানার বর্ণনা সম্পর্কিত

এ সময়টা হলো হযরত ঈসা আঃ ও নবীয়ে পাক ﷺ এর আগমনের মাঝামাঝি সময়। এ সময়টিকে জাহেলী যুগ বলার কারণ হলো তখন অধিক অজ্ঞতা বিরাজ করছিল। (কিরমানী) আমি অধম (আল্লামা আইনী রহ.) বলি। এটাই সঠিক উক্তি।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيٰى. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: "كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ. فِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُهُ. فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ. وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ. وَمَنْ شَاءَ لَا يَصُومُهُ»

সহজ তরজমা

৩৫৭৩. মুসাদ্দাদ রহ. ...... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলি যুগে আশুরার দিন কুরাইশগণ ও নবী করীম ﷺ সাওম পালন করতেন। যখন তিনি হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন, তিনি নিজেও আশুরার সাওম পালন করতেন এবং অন্যকেও তা পালনের আদেশ দিতেন। যখন রমযানের সাওম ফরয করা হল, (তখন 'আশুরার সাওম ঐচ্ছিক করে দেওয়া হল)। তখন যার ইচ্ছা রোযা রাখতেন আর যার ইচ্ছা রোযা রাখতেন না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসাংশ تصومه قريش في الجاهلية এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পূর্বে হাদীসটি ২১৭ ও ২৬৮ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৬৪৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ العُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ مِنَ الفُجُورِ فِي الأَرْضِ. وَكَانُوا يُسَمُّونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا. وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ. وَعَفَا الأَثَرْ. حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. قَالَ: "فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ رَابِعَةً مُهِلِّينَ بِالحَجِّ. وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الحِلِّ قَالَ: "الحِلُّ كُلُّهُ

সহজ তরজমা

৩৫৭৪. মুসলিম রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জের মাসগুলোতে 'উমরা পালন করাকে কুরাইশগণ পাপ কাজ বলে মনে করত। তারা মুহাররম মাসের নামকে পরিবর্তন করে সফর মাস নামে আখ্যায়িত করত এবং বলত, যখন (উটের) যখম শুকিয়ে যাবে এবং পদচিহ্ন মুছে যাবে তখন উমরা পালন করা হালাল হবে, যারা তা পালন করতে চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সঙ্গী সাথীগণ যিলহজ্জ মাসের চতুর্থ তারিখে হজ্জের তালবিয়া (লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক) পড়তে পড়তে মক্কায় হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে বললেন, তোমরা (তোমাদের তালবীয়াকে উমরায় পরিণত করে নাও। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের জন্য কোন কোন বিষয় হালাল হবে? তিনি বললেন, যাবতীয় বিষয় হালাল হয়ে যাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হলো হাদীসাংশ كانوا يرون ان العمرة الى قوله قال فقدم এর সাথে। কেননা,এর মধ্যে যা বর্ণনা করা হয়েছে, সবই জাহেলী প্রথা ছিল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪০-৫৪১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ১৪৭, ২১২ ও ২৪০ পৃষ্ঠায়।

সহজ তাশরীহ : ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী খন্ড ৫ম পৃষ্ঠা ২২৩।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ كَانَ عَمْرٌو يَقُولُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ جَدِّهِ. قَالَ جَاءَ سَيْلٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَسَا مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ. قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُولُ إِنَّ هٰذَا الْحَدِيثَ لَهُ شَأْنٌ.

সহজ তরজমা

৩৫৭৫. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ..... সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রহ তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, জাহেলিয়্যাতের যুগে একটি মহা প্লাবন হয়েছিল। যদ্বারা মক্কায় দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান সম্পূর্ণ প্লাবিত হয়েছিল। 'সুফিয়ান রাযি. বলেন, 'আমর ইবনে দীনার বলতেন, এ হাদীসটির একটি দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হাদীসাংশ فى الجاهلية এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

সহজ তাশরীহ : হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.বলেন, মুসা ইবনে উকবা বর্ণনা করেন যে,মক্কায় পানির ঢল ঐ পাহাড়ের দিক থেকে আসতো যা উপরের দিকে ছিল। তাই আশংকা ছিল না জানি পানি কা'বা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করে। তাই মানুষ কা'বার দেয়াল মজবুত করতে চাইলেন। অতঃপর কা'বা নির্মাণের ঐ ঘটনা বর্ণনা করেন যা রাসূল ﷺ এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। আর ইমাম শাফেয়ী রহ.কিতাবুল উম্মে স্বীয় সনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.থেকে বর্ণনা করেন যে,যখন তিনি কা'বা শরীফ নির্মাণ কাজ করছিলেন তখন কা'ব রাযি.তাকে বললেন,খুব শক্ত করে নির্মান কাজ করো। কারণ আমরা কিতাবে পড়েছি শেষ যামানায় পানির ঢল অনেক বেশি আসবে। আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য ফতহুল বারী খন্ড-৭ম

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ بَيَانٍ أَبِي بِشْرٍ. عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ. قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ. فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ. فَقَالَ مَا لَهَا لَا تَكَلَّمُ قَالُوا حَجَّتْ مُصْمِتَةً. قَالَ لَهَا تَكَلَّمِي. فَإِنَّ هٰذَا لَا يَحِلُّ. هٰذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَتَكَلَّمَتْ. فَقَالَتْ مَنْ أَنْتَ قَالَ امْرُؤٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. قَالَتْ أَيُّ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ مِنْ قُرَيْشٍ. قَالَتْ مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ أَنْتَ قَالَ إِنَّكِ لَسَئُولٌ أَنَا أَبُو بَكْرٍ. قَالَتْ مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هٰذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَئِمَّتُكُمْ. قَالَتْ وَمَا الْأَئِمَّةُ قَالَ أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُءُوسٌ وَأَشْرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ قَالَتْ بَلَى. قَالَ فَهُمْ أُولَئِكِ عَلَى النَّاسِ.

সহজ তরজমা

৩৫৭৬. আবূ নু'মান রহ. .... কাইস ইবনে আবূ হাযিম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবূ বকর রাযি. আহমাস গোত্রের যায়নাব নাম্নী জনৈক মহিলার নিকট গমন করলেন। তিনি গিয়ে দেখতে পেলেন, মহিলাটি কথাবার্তা বলছে না। তিনি (লোকজনকে) জিজ্ঞাসা করলেন, মহিলাটির এ অবস্থা কেন, কথাবার্তা বলছে

https://e-ilm.weebly.com/

না কেন? তারা তাঁকে জানালেন, এ মহিলা নীরব থেকে থেকে হজ্জ পালন করে আসছেন। আবূ বকর রাযি. তাঁকে বললেন, কথা বল, কেননা ইহা হালাল নয়। ইহা জাহেলিয়্যাত যুগের কাজ। তখন মহিলাটি কথাবার্তা বলল, জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে? আবূ বকর রাযি. উত্তরে বললেন, আমি একজন মুহাজির ব্যক্তি। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল, আপিনি কোন গোত্রের মুহাজির? আবূ বকর রাযি. বললেন, কুরাইশ গোত্রের। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন, কুরাইশের কোন শাখার আপনি? আবু বকর রাযি. বললেন, তুমি তো অত্যধিক উত্তম প্রশ্নকারিণী। আমি আবূ বকর। তখন মহিলাটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, জাহেলিয়্যা যুগের পর যে উত্তম দীন ও কল্যাণময় জীবন বিধান আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন সে দীনের উপর আমরা কতদিন সঠিকভাবে টিকে থাকতে পারব? আবু বকর রাযি. বললেন, যতদিন তোমাদের ইমামগণ তোমাদেরকে নিয়ে দীনের উপর অবিচল থাকবেন। মহিলা জিজ্ঞাসা করল, ইমামগণ কারা? আবূ বকর রাযি. বললেন, তোমাদের গোত্রে ও সামাজে এমন সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কি দেখনি, যারা আদেশ করলে সকলেই তা মেনে চলে। মহিলা উত্তর দিল, হ্যাঁ। আবূ বকর রহ বললেন, এরাই হলেন জনগণের ইমাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসাংশ هذا من عمل الجاهلية এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ لِبَعْضِ الْعَرَبِ. وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ فِي الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينَا فَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيثِهَا قَالَتْ وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلاَ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي فَلَمَّا أَكْثَرَتْ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَمَا يَوْمُ الْوِشَاحِ قَالَتْ خَرَجَتْ جُوَيْرِيَةٌ لِبَعْضِ أَهْلِي. وَعَلَيْهَا وِشَاحٌ مِنْ أَدَمٍ فَسَقَطَ مِنْهَا. فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَيَّا وَهِيَ تَحْسِبُهُ لَحْمًا. فَأَخَذَتْ فَاتَّهَمُونِي بِهِ فَعَذَّبُونِي. حَتَّى بَلَغَ مِنْ أَمْرِي أَنَّهُمْ طَلَبُوا فِي قُبُلِي. فَبَيْنَا هُمْ حَوْلِي وَأَنَا فِي كَرْبِي إِذْ أَقْبَلَتِ الْحُدَيَّا حَتَّى وَازَتْ بِرُءُوسِنَا ثُمَّ أَلْقَتْهُ. فَأَخَذُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ هٰذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ.

সহজ তরজমা

৩৫৭৭. ফারওয়া ইবনে আবুল মাগরা রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরবের কোন এক গোত্রের জনৈকা (মুক্তিপ্রাপ্ত) কৃষ্ণকায় মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন। (বসবাসের জন্য) মসজিদের পাশে ছিল তার একটি ছোট ঘর। আয়েশা রাযি. বলেন, সে আমাদের নিকট আসত এবং আমাদের সাথে (নানা রকমের) কথাবার্তা বলত। যখন তার কথাবার্তা শেষ হত তখন প্রায়ই বলতো, ইয়াওমুল বিশাহ (মনিমুক্তা খচিত হারের দিন) আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আশ্চর্যজনক ঘটনাবলীর একটি দিন জেনে রাখুন! আমার প্রতিপালক আমাকে কুফর এর দেশ থেকে নাজাত দিয়েছেন। সে এ কথাটি প্রায়াই বলত। একদিন আয়েশা রাযি. ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়ামুল বিশাহ' কী? তখন সে বলল, আমার মুনীবের পরিবারের জনৈক শিশু কন্যা ঘর থেকে বের হল। তার গলায় চামড়ার (উপর মনিমুক্তা খচিত) একটি হার ছিল। হারটি (ছিড়ে) গলা থেকে পড়ে গেল। তখন একটি চিল একে গোশ্তের টুকরা মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। তারা আমাকে হার চুরির সন্দেহে শাস্তি ও নির্যাতন করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা আমার লজ্জাস্থানে তল্লাশী চালাল, যখন তারা আমার চারপাশে ছিল, এবং আমি চরম বিষাদে ছিলাম। এমন সময় একটি চিল কোথা থেকে উড়ে আসল এবং আমাদের মাথার উপর এসে হারটি ফেলে দিল। তারা হারটি তুলে নিল। তখন আমি বললাম, এটাই সেই হার যে হার চুরির অপরাধে আমার উপর অপবাদ দিয়েছে, অথচ এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এ ভাবে যে,এখানে জাহেলী যুগের কার্যত ও উক্তিগত যে কঠোরতা ছিল তার বর্ণনা বিদ্যামান। যেমনটি লক্ষণীয় এ হাদীসে ঐ কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার উপর কিভাবে অপবাদ আরোপ করল এবং কিরূপ অত্যাচার ও নিপীড়ন করল। পরিশেষে তার গুপ্তাঙ্গ পর্যন্ত তালাশ করল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তিঃ এখানে হাদীসটি ৫৪১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৬২-৬৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

সহজ তাশরীহ ঃ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী তৃতীয় খন্ড ১৬ পৃষ্ঠা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَلاَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ ". فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا. فَقَالَ " لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ".

সহজ তরজমা

৩৫৭৮. কুতায়বা রহ. ..... ইবনে 'উমর রাযি. সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাবধান! যদি তোমাদের শপথ করতে হয় তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করো না। লোকজন তাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করত। তিনি বললেন, সাবধান! বাপ-দাদার নামে শপথ করো না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল গ্রহণ করা হবে অর্থগত দিক থেকে। এ হাদীসে নিজের পূর্ব পুরুষদের নিয়ে শপথ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তা জাহেলী যুগের প্রথা ছিল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে হাদীসটি ৩৬৮ পৃষ্ঠায়। আর সামনে ৬০২, ৯৫৬, ৯৮৩, ১১০০ পৃষ্ঠায় আসবে। আর ইমাম মুসলিম শপথ ও মান্নত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ وَلاَ يَقُومُ لَهَا، وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا، يَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا كُنْتِ فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ. مَرَّتَيْنِ.

সহজ তরজমা

৩৫৭৯. ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলায়মান রহ. .... 'আমর রাযি. হতে বর্ণিত যে, আব্দুর রাহমান ইবনে কাসিম রাযি. তার কাছে বলেছেন যে, কাসিম জানাযা বহনকালে আগে আগে চলতেন। জানযা দেখলে তিনি দাঁড়াতেন না এবং তিনি বর্ণনা করছেন যে, আয়েশা রাযি. বলতেন, জাহিলী যুগে মুশরিকগণ জানাযা দেখলে দাঁড়াত এবং মৃত ব্যক্তির রূহকে লক্ষ্য করে বলত, তুমি তোমার আপনজনদের সাথেই রয়েছ যেমন তোমার জীবদ্দশায় ছিলে। এ কথাটি তারা দু'বার বলত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ اهل الجاهلية এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

সহজ তাশরীহ : অর্থাৎ,যদি ইহকাল ভাল থাকে তাহলে আখেরাতেও ভাল থাকবে আর ইহকালে মন্দ হলে পরকালেও মন্দ থাকবে। তবে বাহ্যত বুঝা যায় যে, শরিয়াতের নির্দেশের বিষয়টি হযরত আয়েশা রা,এর নিকট পৌঁছে নাই যে, জানাযায় জন্য দাড়াতে হয়। তাই তিনি মনে করেছেন যে,এটা জাহেলী যুগের প্রথা। অথচ শরীয়তও এর নির্দেশ প্রদান করে। তবে এ ব্যাপারে মতভেধ রয়েছে। শাফেয়ী-মালেকীগণ বলেন যে,তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর (লাশ দেখে) বসার দ্বারা মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। তবে প্রাধান্য যোগ্য উক্তি হলো এ নির্দেশ অবশিষ্ট আছে। (উমদা)

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ. قَالَ قَالَ عُمَرُ ـ رضى الله عنه ـ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ. فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

সহজ তরজমা

৩৫৮০. 'আমর ইবনে 'আব্বাস রহ. ..... . 'আমর ইবনে মায়মূন রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেন, মুশরিকগণ সাবীর পাহাড়ের উপর সূর্যকিরণ পতিত না হওয়া পর্যন্ত মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হত না। নবী করীম ﷺ সূর্যোদয়ের পূর্বে রওয়ানা হয়ে তাদের প্রথার বিরোধিতা করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল গ্রহণ করা হবে ان المشركين لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس এর থেকে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ২২৮ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ. حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ. عَنْ عِكْرِمَةَ. {وَكَأْسًا دِهَاقًا} قَالَ مَلأَى مُتَتَابِعَةً. قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ. فِي الْجَاهِلِيَّةِ اسْقِنَا كَأْسًا دِهَاقًا.

সহজ তরজমা

৩৫৮১. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম রহ. .... ইকরিমা রহ. আল্লাহর বাণী: وَكَأْسًا دِهَاقًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, শরাব পরিপূর্ণ এবং একের পর এক পেয়ালা।

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমার পিতা আব্বাস রাযি.-কে ইসলাম পূর্ব যুগে বলতে শুনেছি, আমাদেরকে পাত্রপূর্ণ শরাব একের পর এক পান করাও।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসাংশ فى الجاهلية এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلٌ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ "

সহজ তরজমা

৩৫৮২. আবূ নু'য়াঈম রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, সর্বাধিক সঠিক বাক্য যা কোন কবি বলেছেন, তা হল লাবীদ এর এ পংক্তিটি- সাবধান, আল্লাহ্ ব্যতীত সকল জিনিসই বাতিল ও অসার। এবং কবি উমাইয়্যা ইবনে আবূ সাল্ত (তার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে) ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল এ হিসেবে যে,লবীদ ও উমাইয়্যা উভয়েই জাহেলী যুগের কবি ছিল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৯০৮ ও ৯৬০ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাশরীহ : হযরত লবীদ জাহেলী যুগের প্রসিদ্ধতম সাহিত্যিক কবি ছিলেন। سنة الوفود এর সময় তিনি রাসূল ﷺ এর দরবারে এসে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হযরত উসমান গনী রাযি.এর খেলাফতের যামানায় একশত চল্লিশ বা ১৫৭ বৎসর বয়াসে কূফায় ইন্তেকাল করেন। কিন্তু উমাইয়্যা ইসলাম গ্রহণ করেন নাই।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ كَانَ لأَبِي بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ تَدْرِي مَا هٰذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ، إِلاَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذٰلِكَ، فَهٰذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ.

সহজ তরজমা

৩৫৮৩. ইসমাঈল রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর রাযি.-এর একজন ক্রীতদাস ছিল। সে প্রত্যহ তার উপর নির্ধারিত কর আদায় করত। আর আবূ বকর রাযি. তার দেওয়া কর থেকে আহার করতেন। একদিন সে কিছু খাবার জিনিস এনে দিল। তা থেকে তিন আহার করলেন। তারপর গোলাম বলল, আপনি জানেন কি উহা কিভাবে উপার্জন করা হয়েছে যা আপনি খেয়েছেন? তিনি বললেন, বল এটা কি? গোলাম উত্তরে বলল, আমি জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ গণনা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ভবিষ্যৎ গণনা করা আমার উত্তমরূপে জানা ছিল না। তথাপি প্রতারণামূলকভাবে ইহা করেছিলাম। (কিন্তু ভাগ্যচক্রে আমার গণনা সঠিক হল।) আমার সাথে তার সাক্ষাৎ হলে গণনার বিনিময়ে এ দ্রব্যাদি সে আমাকে হাদিয়া দিল যা থেকে আপনি আহার করলেন। আবূ বকর রাযি. ইহা শুনামাত্র মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করে দিলেন এবং পাকস্থলীর মধ্যে যা কিছু ছিল সবই বের করে দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসাংশ كنت تكهنت لانسان فى الجاهلية এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيٰى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، قَالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ.

সহজ তরজমা

৩৫৮৪. মুসাদ্দাদ রহ. .... ইবনে 'উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসলাম পূর্ব যুগের মানুষ 'হাবালুল হাবালা' রূপে উটের গোশ্ত ক্রয়-বিক্রয় করত। রাবী বলেন, হাবালুল হাবালার অর্থ হল- তারা উট ক্রয়-বিক্রয় করত এই শর্তে যে, কোন নির্দিষ্ট গর্ভবতী উটনী বাচ্চা প্রসব করলে পর ঐ প্রসবকৃত বাচ্চা যখন গর্ভবতী হবে তখন উটের মূল্য পরেশোধ করা হবে। নবী করীম ﷺ তাদেরকে এরূপ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করে দিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪২ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

সহজ তাশরীহ : অধিক বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী খন্ড ৬ষ্ট পৃষ্ঠা। ৮৬ তাছাড়া নাসরুল মুনঈম ২১৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ. حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ. قَالَ غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَيُحَدِّثُنَا عَنِ الأَنْصَارِ.. وَكَانَ. يَقُولُ لِي فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا. وَفَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا.

সহজ তরজমা

৩৫৮৫. আবূ নু'মান রহ. .... গায়লান ইবনে জারীর রহ থেকে বর্ণিত, আমরা আনাস ইবনে মালিক রাযি. এর (কাছে গেলে) তিনি আমাদের কাছে আনসারদের ঘটনা বর্ণনা করতেন। রাবী বলেন, আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বলতেন,তোমার স্বজাতি অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে, অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ فعل قومك كذا وكذا এর সাথে। কারণ সম্ভাবনা রয়েছে, এর দ্বারা জাহেলী যুগে সংগটিত ঘটনা সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (উমদা)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৫৩৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

সহজ তাহকীক : গাইলান আনসারী ছিলেন না। হযরত আনাস রাযি.তাকে এ কথা বলেছিলেন এ হিসাবে যে,তার কাজ এরূপ ছিল। অর্থাৎ,গায়লান আয্দ গোত্রের ছিলেন। (قس)

بَابُ الْقَسَامَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

২১৪২. পরিচ্ছেদ : যামানায়ে জাহেলিয়্যাতে ক্বাছামার বর্ণনা। অর্থাৎ জাহেলী যুগে কি রীতি ছিল

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا قَطَنٌ أَبُو الْهَيْثَمِ. حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ. كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى. فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ. فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَقَالَ أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي. لاَ تَنْفِرُ الإِبِلُ. فَأَعْطَاهُ عِقَالاً. فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ. فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتِ الإِبِلُ إِلاَّ بَعِيرًا وَاحِدًا. فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الإِبِلِ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ. قَالَ فَأَيْنَ عِقَالُهُ قَالَ فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ. فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ. فَقَالَ أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَا أَشْهَدُ. وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ. قَالَ هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُنْتَ إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا آلَ قُرَيْشٍ. فَإِذَا أَجَابُوكَ. فَنَادِ يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ. فَإِنْ أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ. فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ. وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ. فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرِضَ. فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ. فَوَلِيتُ دَفْنَهُ. قَالَ

https://e-ilm.weebly.com/

قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ. فَمَكُثَ حِينًا. ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ فَقَالَ يَا آلَ قُرَيْشٍ. قَالُوا هٰذِهِ قُرَيْشٌ. قَالَ يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ. قَالُوا هٰذِهِ بَنُو هَاشِمٍ. قَالَ أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ قَالُوا هٰذَا أَبُو طَالِبٍ. قَالَ أَمَرَنِي فُلاَنٌ أَنْ أُبْلِغَكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلاَنًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ. فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلاَثٍ. إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ. فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا. وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ. فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَأَتَى قَوْمَهُ. فَقَالُوا نَحْلِفُ. فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ. فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِبٍ أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هٰذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ وَلاَ تَصْبُرْ يَمِينَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمَانُ. فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبٍ. أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلاً أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ. يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ. هٰذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي وَلاَ تَصْبُرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمَانُ. فَقَبِلَهُمَا. وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ.

সহজ তরজমা

৩৫৮৬. আবূ মা'মার রহ. ...... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম কাসামা (হত্যাকারী গোত্রের লোকের শপথ গ্রহণ) জাহিলী যুগে অনুষ্ঠিত হয় আমাদের হাশেম গোত্রে। (এতদ্ সম্পর্কীয় ঘটনা হল এই) কুরাইশ গোত্রের অপর শাখার এক ব্যক্তি বনী হাশেম গোত্রের এক ব্যক্তি কে মজুর হিসাবে নিয়োগ করল। ঐ মজুর তার সাথে উটগুলির নিকট গমন করল। ঘটনাক্রমে বনু হাশিমের অপর এক ব্যক্তি তাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের নিকটবর্তী হওয়ার পর খাদ্যভর্তি বস্তার বাঁধন ছিড়ে গেল। তখন সে মজুর ব্যক্তিটিকে বলল, আমাকে রশি দিয়ে সাহায্য কর, যেন তা দিয়ে আমার বস্তার মুখ বাঁধতে পারি এবং উটটিও যেন পালিয়ে যেতে না পারে। মজুর তাকে একটি রশি দিল। ঐ ব্যক্তি তার বস্তার মুখ বেঁধে নিল। যখন তারা অবতরণ করল তখন একটি ব্যতীত সকল উট বেঁধে রাখা হল। মজুর নিযুক্তকারী ব্যক্তি মজুরকে জিজ্ঞাসা করল, সকল উট বাঁধা হল কিন্তু এ উটটি বাঁধা হল না কেন? মজুর উত্তরে বলল, এ উটটি বাঁধার কোন রশি নেই। তখন সে বলল, এই উটটির রশি কোথায়? রাবী বলেন, একথা শুনে মালিক মজুরকে লাঠি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করল যে, শেষ পর্যন্ত এ আঘাতেই তার মৃত্যু হল। আহত মজুরটি যখন মুমূর্ষ অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুনছিল, তখন ইয়ামানের একজন লোক তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। আহত মজুর তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এবার হজ্জে যাবেন? সে বলল, না, তবে অনেকবার গিয়েছি। আহত মজুরটি বলল, আপনি কি আমার সংবাদটি আপনার জীবনের যে কোন সময় পৌছে দিতে পারেন? ইয়ামানী লোকটি উত্তরে বলল, হাঁ তা পারব। তারপর মজুরটি বলল, আপনি যখন হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় উপস্থিত হবেন তখন "হে কুরাইশের লোকজন বলে ঘোষণা দিবেন। যখন তারা আপনার ডাকে সাড়া দিবে, তখন আপনি বনু হাশিম গোত্রকে ডাক দিবেন, যদি তারা আপনার ডাকে সাড়া দেয়, তবে আপনি তাদেরকে আবূ তালিব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন এবং তাকে পেলে জানিয়ে দিবেন যে, অমুক ব্যক্তি (উটের মালিক) একটি রশির কারণে আমাকে হত্যা করেছে। কিছুক্ষণ পর আহত মজুরটি মৃত্যুবরণ করল। মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তিটি যখন মক্কায় ফিরে এল, তখন আবূ তালিব তার নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের ভাইটি কোথায়? তার কি হয়েছে? এখনও ফিরছেনা কেন? সে বলল, আপনার ভাই হঠাৎ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। আমি যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করেছি (কিন্তু শেষ পর্যন্ত মারাই গেল)। মারা যাওয়ার পর আমি তাকে যথারীতি সমাহিত করেছি। আবূ তালিব বললেন, তুমি এরূপ করবে আমরা এ আশাই পোষণ করি। এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। তারপর ঐ ইয়ামানী ব্যক্তি- যাকে সংবাদ পৌছে দেয়ার জন্য মজুর ব্যক্তিটি অসিয়ত

https://e-ilm.weebly.com/

করেছিল- হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় উপস্থিত হল এবং (পূর্ব অঙ্গীকার অনুযায়ী) হে কুরাইশগণ বলে ডাক দিল। তখন তাকে বলা হল, এই যে, কুরাইশ। সে আবার বলল, হে বনু হাশিম, বলা হল; এই যে, বনু হাশিম। সে জিজ্ঞাসা করল, আবূ তালিব কোথায়? লোকজন আবূ তালিবকে দেখিয়ে দিল। তখন ইয়ামানী লোকটি বলল, আপনাদের অমুক ব্যক্তি আপনার নিকট এ সংবাদটি পৌছে দেয়ার জন্য আমাকে অসিয়ত করেছিল যে, অমুক ব্যক্তি মাত্র একটি রশির কারণে তাঁকে হত্যা করেছে। (সে ঘটনাটিও সবিস্তারে বর্ণনা করল) এ কথা শুনে আবূ তালিব মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তির নিকট গমন করে বলল; (তুমি আমাদের ভাইকে হত্যা করেছ) কাজেই আমাদের তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি তোমাকে মেনে নিতে হবে। তুমি হয়ত হত্যার বিনিময় স্বরূপ একশ উট দিবে অথবা তোমার গোত্রের বিশ্বাসযোগ্য পঞ্চাশজন লোক হলফ করে বলবে যে, তুমি তাকে হত্যা করনি। যদি তুমি এসব করতে অস্বীকার কর তবে আমারা তোমাকে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করব। তখন হত্যাকারী ব্যক্তিটি স্ব-গোত্রীয় লোকদের নিকট গমন করে ঘটনা বর্ণনা করল। ঘটনা শুনে তারা বলল, আমরা হলফ করে বলব। তখন বনু হাশিম গোত্রের জনৈক মহিলা- যার বিবাহ হত্যাকারীর গোত্রে হয়েছিল এবং তার একটি সন্তানও হয়েছিল- আবূ তালিবের নিকট এসে বলল, হে আবূ তালিব, আমি এ আশা নিয়ে এসেছি যে, আপনি পঞ্চাশজন হলফকারী থেকে আমার এ সন্তানটিকে রেহাই দিবেন এবং ঐ স্থানে তার হলফ নিবেন না, যে স্থানে হলফ নেওয়া হয়। (অর্থাৎ রুকনে ইয়ামিনী ও মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যবর্তী স্থান) আবূ তালিব তার আবদারটি মনজুর করলেন। তারপর হত্যাকারীর গোত্রের জনৈক পুরুষ আবূ তালিবের নিকট এসে বলল, হে আবূ তালিব, আপনি একশ' উটের পরিবর্তে পঞ্চাশজনের হলফ নিতে চাচ্ছেন, এ হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি হলফকারীর উপর দু'টি উট পড়ে। আমার দু'টি উট গ্রহণ করুন এবং আমাকে হলফ করার জন্য যেখানে দাঁড় করানো হয় সেখানে দাড় করানো থেকে আমাকে অব্যাহতি দেন। অপর আটচল্লিশজন এসে যথাস্থানে হলফ করল। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম, হলফ করার পর একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই আটচল্লিশ জনের একজনও বেঁচে ছিলনা।

সহজ তাহক্বীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪২-৫৪৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

ক্বাসামার সংজ্ঞা ও সূরত ঃ قسامه শব্দটি মাছাদার। افعال থেকে قسامة, قسما اقسم يقسم অর্থ কছম খাওয়া পরবর্তীতে قسامة এর ব্যবহার ঐ শপথ কারীর অর্থেও ব্যবহার হতে থাকে যে, হত্যার ব্যাপারে শপথ করে। তখন ইসমে ফায়েলের অর্থে মাছদার ব্যবহৃত হবে। যেমন زيد عدل

পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ বাদায়েউস সানায়ে গ্রন্থকারের বর্ণনাকৃত সংজ্ঞা হলো, আল্লাহর নামে বিশেষ কারণে বিশেষ সংখ্যায় বিশেষ বস্তুর উপর শপথ করা। আর কানয এর বর্ণনানুযায়ী অর্থ হলো ঃ কোন মহল্লায় নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে আর হত্যাকারী সম্পর্কে জানা না থাকলে মহল্লার পঞ্চাশজন লোক শপথ করবে এভাবে যে, আল্লাহর শপথ আমরা তাকে হত্যাও করি নাই এবং কে হত্যা করেছে তাও আমাদের জানা নেই।

ইমামদের মতামত ঃ ১. ইমাম যুহরী , ইমাম মালেক, রবীআতুর রায় ও অন্যান্য জনের মতে ক্বাসামাতেও ক্বিসাস ওয়াজিব হতে পারে। ২. ইমাম আবু হানীফা বরং আহনাফ সকলেই ও ইমাম শাফেয়ী রহ.এর পরবর্তী উক্তি হলো যা مفتى به উক্তিও বটে ক্বাসামাতে কেসাস ওয়াজিব হবে না। বরং শুধু দিয়্যত ওয়াজিব হবে।

অপর মতামত ঃ আহনাফ ও কুফার অন্যান্য সকল উলামায়ে কেরামের মতে বিবাদি তথা যার উপর সংশয় হবে তার কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করা হবে। স্বীকৃত নিয়ামানুযায়ী তাহলো البينة على المدعى واليمين على من انكر ইমাম শাফেয়ী ও মালেক রহ.এর মতে নিহত ব্যক্তির উত্তরসূরীরা কসম করবে। তারা শপথ না করলে ওয়ারিসদের যার উপর সংশয় তারা শপথ করবে। আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য ফিকহের কিতাব দ্রষ্টব্য।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ ﷺ، فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ، وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِّحُوا، قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فِي دُخُولِهِمْ فِي الإِسْلاَمِ. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، أَنَّ كُرَيْبًا، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَيْسَ السَّعْيُ بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سُنَّةً، إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا وَيَقُولُونَ لاَ نُجِيزُ الْبَطْحَاءَ إِلاَّ شَدًّا

সহজ তরজমা

৩৫৮৭. 'উবায়দু ইবনে ইসমাঈল রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ এমন একটি যুদ্ধ ছিল যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের ﷺ অনুকূলে (হিজরতের পূর্বেই) সংঘটিত করেছিলেন। এ যুদ্ধের কারণে তারা (মদীনাবাসীরা) বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছিল এবং এদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই যুদ্ধে নিহত ও আহত হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এ যুদ্ধ ঘটিয়েছিলেন এ কারণে যেন তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

ইবনে ওহাব রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী বাতনে ওয়াদী নামক স্থানে সাঈ (দৌড়ানো) করা সুন্নত নয়। জাহেলী যুগের লোকেরাই শুধু সেখানে সাঈ করত এবং বলত আমরা বাতহা নামক স্থানটি দ্রুত দৌড়িয়ে অতিক্রম করব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল এ হিসেবে যে, يوم بعاث জাহেলী যুগের অন্তর্ভুক্ত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৫৩৩ ও ৫৩৯ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

সহজ তাশরীহ : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.মূলত সাঈ বাইনাস সফা ওয়াল মারওয়া কে অস্বীকার করেন নাই। কারণ এটাতো রাসূল ﷺ এর একটি সুন্নাত। বরং অস্বীকার করেছেন দ্রুতগতিতে দৌড়ানোকে। والله اعلم

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، سَمِعْتُ أَبَا السَّفَرِ، يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، وَلاَ تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ، وَلاَ تَقُولُوا الْحَطِيمُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ.

সহজ তরজমা

৩৫৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল জুফী রহ. .... আবুস্ সাফার রহ বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাযি. কে এ কথা বলতে শুনেছি, হে লোক সকল! আমি যা বলছি তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং তোমরা যা বলতে চাও আমাকে শুনাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা এখান থেকে চলে গিয়ে বলবে ইবনে 'আব্বাস এরূপ বলেছেন। (অতঃপর ইবনে 'আব্বাস রাযি. বললেন) যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতে ইচ্ছা করে সে যেন হিজর এর বাহির থেকে তাওয়াফ করে এবং এ স্থানকে হাতীম বলবে না কারণ, জাহেলীয়াতের যুগে কোন ব্যক্তি ঐ জায়গাটিতে তার চাবুক, জুতা তীর ধনু ইত্যাদি নিক্ষেপ করে হলফ করত।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ فان الرجل في الجاهلية এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

সহজ তাশরীহ : حجر কে حطيم বলা বৈধ। কারণ রাসূল ﷺ এর যামানা থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে। নিষেধাজ্ঞা আরোপ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.এর ব্যক্তিগত মতামত।

حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. عَنْ حُصَيْنٍ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ. قَالَ رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اِجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ. فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ.

সহজ তরজমা

৩৫৮৯. নুয়া'ঈম ইবনে হাম্মাদ রহ. .... আমর ইবনে মাইমূন রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে দেখেছি, একটি বানর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে অনেকগুলো বানর একত্রিত হয়ে প্রস্তর নিক্ষেপে তাকে হত্যা করল। আমিও তাদের সাথে প্রস্তর নিক্ষেপ করলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

একটি প্রশ্ন : মানুষ ও জিন জাতি ছাড়া অন্য সব প্রানীতো غير مكلف তাই বানরের দিকে যিনার/ব্যবিচারের সম্বন্ধ করা ও তার উপর দন্ড বিধি প্রয়োগ করা প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়।

উত্তর : এ গোত্র মূলত জিন জাতির অন্তর্ভূক্ত ছিল। আর জিন জাতি তো মানুষের ন্যায় مكلف এ ব্যাপারে উমদাতুল কারী ও ইরাশাদুস সারীতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিদ্যমান। দরকার হলে সেখানে দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ خِلَالٌ مِنْ خِلَالِ الْجَاهِلِيَّةِ الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ. وَنَسِيَ الثَّالِثَةَ. قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ.

সহজ তরজমা

৩৫৯০. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলী যুগের কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম হলঃ কারো বংশ-কূল নিয়ে খোটা দেওয়া, (কারো মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশার্থে) বিলাপ করা। তৃতীয় কথাটি (রাবী উবায়দুল্লাহ) ভুলে গেছেন। তবে সুফিয়ান রহ বলেন, তৃতীয় কার্যটি হল, নক্ষত্রের সাহায্যে বৃষ্টি কামনা করা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ : انواء বহুবচন। একবচন হলো نوء এটা হলো চাদের একটি কক্ষপথ - আরবরা বলত مطرنا بنوء كذا وسقينا بنوء كذا এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে এস্তেসকা অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ

২১৪৩. পরিচ্ছেদ : রাসূল ﷺ-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির বর্ণনা সম্পর্কে

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে আবুদল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাঈ ইবন কিলাব ইবন মুররা ইবন কা'ব ইবন লুআই ইবন গালিব ইবন ফিহর ইবনে মালিক ইবনে নাযর ইবনে কিনানা ইবনে খুযাইমা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুযার ইবনে নেযার ইবনে মা'দ্দ ইবনে আদনান

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَمَكَثَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ، فَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَكَثَ بِهَا عَشْرَ سِنِينَ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ﷺ.

সহজ তরজমা

৩৫৯১. আহমদ ইবনে আবূ রাজা রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর উপর যখন (ওহী) নাযিল করা হয় তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। এরপর তিনি মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। তারপর তাঁকে হিজরতের আদেশ দেওয়া হয়। তিনি হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন এবং তথায় দশ বছর অবস্থান করলেন, তারপর তাঁর ওফাত হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৫৫২ পৃষ্ঠায় আসবে। এবং কিতাবুল মাগাজী ৬৪১ পৃষ্ঠায় এবং এর জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড কিতাবুল মাগাজী ৫৪৭ থেকে ৫৪৮ পৃষ্ঠা।

بَابُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ

২১৪৪. পরিচ্ছেদ : মক্কায় নবী করীম ﷺ ও তার সাহাবীগণের মুশরিকীনদের থেকে যে সকল কষ্ট পৌছেছে এর বর্ণনা।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا بَيَانٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، قَالاَ سَمِعْنَا قَيْسًا، يَقُولُ سَمِعْتُ خَبَّابًا، يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً، وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً فَقُلْتُ أَلاَ تَدْعُو اللهَ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ فَقَالَ " لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلاَّ اللهَ ". زَادَ بَيَانٌ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ.

সহজ তরজমা

৩৫৯২. আল-হুমায়দী রহ. .... খাব্বাব রাযি. বলেন, আমি (একবার) নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে হাযির হলাম। তখন তিনি তাঁর নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা'বা গৃহের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

(যেহেতু) আমরা মুশরিকদের পক্ষ থেকে কঠিন নির্যাতন ভোগ করছিলাম। তাই আমি বললাম, আপনি কি (আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার) জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন না? তখন তিনি উঠে বসলেন এবং তাঁর চেহারা রক্তিম বর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারদের মধ্যে কারো কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত সমস্ত মাংস ও শিরা উপশিরাগুলি লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ে বের করে ফেলা হত। কিন্তু এসব নির্যাতনও তাদেরকে দীন থেকে বিমুখ করতে পারত না। তাঁদের মধ্যে কারো মাথার মধ্যবর্তী স্থানে করাত স্থাপন করে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হত। কিন্তু এ নির্যাতনও তাঁদেরকে তাঁদের দীন থেকে ফিরাতে পারত না। আল্লাহর কসম, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই দীনকে পরিপূর্ণ করবেন, ফলে একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ (শহর) থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত একাকী ভ্রমণ করবে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সে ভয় করবে না। রাবী বায়ান রহ. আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেন এবং তার মেষ পালের উপর নেকড়ে বাঘের আক্রমণে সে ভয় করবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসাংশ وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৫১০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। সামনে ১০২৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنِ الأَسْوَدِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. رضي الله عنه قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ النَّجْمَ. فَسَجَدَ فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلاَّ سَجَدَ. إِلاَّ رَجُلٌ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًا فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ هٰذَا يَكْفِينِي. فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا بِاللهِ.

সহজ তরজমা

৩৫৯৩. সুলায়মান ইবনে হারব রহ. .... আবদুল্লাহ রাযি. (ইবনে মাসউদ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সূরা আন-নাজম তিলাওয়াত করে সিজদা করলেন। তখন এক ব্যক্তি ব্যতীত (উপস্থিত) সকলেই সিজদা করলেন। ঐ ব্যক্তিকে আমি দেখলাম, সে এক মুষ্টি কংকর তুলে নিয়ে তার উপর সিজদা করল এবং সে বলল, আমার জন্য এরূপ সিজদা করাই যথেষ্ট। (আবদুল্লাহ রাযি. বলেন) পরবর্তীকালে আমি তাকে কাফির অবস্থায় (বদর যুদ্ধে) নিহত হতে দেখেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো এ হিসাবে যে,মুসলমানদের সাথে উল্লিখিত ব্যক্তির সেজদা করা থেকে বিরত থাকাটাই মুসলমানদের জন্য এক ধরণের কষ্ট যা অস্পষ্ট নয়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ১৪৬ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে মাগাজীতে ৫৬৬ পৃষ্ঠায় আসবে। আর সংশয় ও এর নিরসনের জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড ও মাগাযী ৩১ পৃষ্ঠা।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. رضي الله عنه قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ. فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ. فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ. وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلأَ مِنْ قُرَيْشٍ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ. وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ. وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ. وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ. أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ". شُعْبَةُ الشَّاكُّ. فَرَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ. فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ غَيْرَ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَيٍّ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ. فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৫৯৪. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. .... আবদুল্লাহ্ (ইবনে মাস'উদ) রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ সিজ্‌দা করলেন। তাঁর আশেপাশে কুরাইশের কয়েকজন লোক বসা ছিল। এমন সময় উকবা ইবনে আবূ মুয়াইত (যবাইকৃত) উটের নাড়ীভুঁড়ি নিয়ে উপস্থিত হল এবং নবী করীম ﷺ-এর পিঠের উপর নিক্ষেপ করল। ফলে তিনি তাঁর মাথা উঠাতে পারলেন না। (সাংবাদ পেয়ে) ফাতিমা রাযি. এসে তাঁর পিঠের উপর থেকে তা সরিয়ে দিলেন এবং যে এ কাজটি করেছে তার জন্য বদ দু'আ করলেন। এরপর নবী করীম ﷺ (মাথা উঠিয়ে) বললেন, ইয়া আল্লাহ্! পাকড়াও কর কুরাইশ নেতৃবৃন্দদেরকে আবূ জেহেল ইবনে হিশাম, উৎবা ইবনে রাবিয়া, শায়বা ইবনে রাবি'য়া, উমাইয়া ইবনে খালফ অথবা উবাই ইবনে খালাফ। উমাইয়া ইবনে খালফ না উবাই ইবনে খালফ এ বিষয়ে (রাবী শো'বা সন্দেহ করেন) (ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন) আমি এদের সবাইকে বদর যুদ্ধে নিহত অবস্থায় দেখেছি। উমাইয়া অথবা উবাই ব্যতীত এদের সবাইকে সে দিন একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তার গ্রন্থিগুলি এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল যে, তাকে কূপে নিক্ষেপ করা যায় নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের প্রথম অংশের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে যা সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৩-৫৪৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে তা ৩৭, ৭৪, ৪১১ ও ৪৫২ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫৬৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. أَوْ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبْزَى قَالَ سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ. مَا أَمْرُهُمَا { وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ } { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا أُنْزِلَتِ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ . وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ. وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ. فَأَنْزَلَ اللهُ { إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ } الآيَةَ فَهٰذِهِ لأُولٰئِكَ وَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الإِسْلاَمَ وَشَرَائِعَهُ. ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ إِلاَّ مَنْ نَدِمَ.

সহজ তরজমা

৩৫৯৫. 'উসমান ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... সা'ঈদ ইবনে জুবায়র রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইবনে আবযা রাযি. একদিন আমাকে আদেশ করলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. কে এ আয়াত দু'টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, এর অর্থ কী? আয়াতটি হল এই "আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না।" এবং "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে।" আমি ইবনে আব্বাস রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন, যখন সূরা আল-ফুরকানের আয়াতটি নাযিল করা হল তখন মক্কার মুশরিকরা বলল, আমরা তো মানুষকে হত্যা করেছি যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন এবং আল্লাহর সাথে অন্যকে মা'বুদ হিসাবে শরীক করেছি। আরো নানা জাতীয় অশ্লীল কাজ কর্ম করেছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "কিন্তু যারা তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে .... " সুতরাং এ আয়াতটি তাদের জন্য প্রযোজ্য। আর সূরা নিসার যে আয়াতটি রয়েছে, তা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে ইসলাম ও তার বিধি-বিধানকে জেনে বুঝে কবূল করার পর কাউকে (ইচ্ছাকৃত) হত্যা করেছে। তখন তার শাস্তি, জাহান্নাম। তারপর মুজাহিদ রহ কে আমি এ বিষয় জানালাম। তিনি বললেন, তবে যদি কেউ অনুতপ্ত হয়।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হল হাদীসাংশ مشركو اهل مكة فقد قتلنا النفس التى حرم الله এর সাথে। কেননা, তাদের পক্ষ থেকে মুসলমাদের কে কষ্ট পৌছানো তাদেরকে হত্যা ও শাস্তি দেওয়ার তুলনায় কম নয়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৬৬০, ৭১০ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ. قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ. قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ. شَيْءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي حِجْرِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ. فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا. فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ { أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ } الآيَةَ. تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ. قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. وَقَالَ عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ.

সহজ তরজমা

৩৫৯৬. 'আইয়্যাশ ইবনুল ওয়ালিদ রহ. .... 'উরযুওয়া ইবনে যুবায়র রাযি. বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস রাযি. এর নিকট বললাম, মক্কার মুশরিক কর্তৃক নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সর্বাপেক্ষা কঠোর আচরণের বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, একদিন নবী করীম ﷺ কা'বা শরীফের (পশ্চিম পার্শ্বস্থ) হিজর নামক স্থানে সালাত আদায় করছিলেন। তখন 'উকবা ইবনে আবূ মু'য়াইত এল এবং তার চাদর দিয়ে নবী করীম ﷺ-এর কণ্ঠনালী পেচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলল। তখন আবূ বকর রাযি. এগিয়ে এসে 'উকবাকে কাঁধে ধরে নবী করীম ﷺ-এর নিকট থেকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও যিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের প্রতিপালক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের প্রথম অংশের সাথে মিল সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ৫১৯ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। এবং সামনে ৭১১ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ إِسْلَامِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২১৪৫. পরিচ্ছেদ : হযরত আবু বকর রাযি.এর ইসলাম গ্রহণ

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ حَمَّادٍ الآمُلِيُّ. قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ. عَنْ بَيَانٍ. عَنْ وَبَرَةَ. عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ. قَالَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ. وَأَبُو بَكْرٍ.

সহজ তরজমা

৩৫৯৭. আবদুল্লাহ ইবনে হাম্মাদ আমেলী রহ. .... আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এমন অবস্থায় (ইসলাম গ্রহণের জন্য) সাক্ষাত করলাম যে, তখন তাঁর সঙ্গে (ইসলাম গ্রহণ করেছেন) এমন পাঁচজন কৃতদাস, দু'জন মহিলা ও আবূ বকর রাযি. ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হলো হাদীসাংশ ابوبكر, এর সাথে। এ হিসাবে যে,এর দ্বারা বুঝা গেল হযরত আবু বকর রাযি.সকলের (পুরুষদের) পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে ৫১৬ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

সহজ তাশরীহ : পাঁচজন দাস হলেন ১. হযরত বেলাল রাযি. ২. হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.। ৩. হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা রাযি.। ৪. হযরত আবু ফুকাইহা রাযি. ৫. হযরত উবাইদ ইবনে যায়েদ রাযি.। আর নারী দুইজন ১. উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা রাযি.ও ২. উম্মে আয়মান বা সুমাইয়া রাযি.।

হযরত আবু বকর রাযি.জাহেলী যুগেও মূর্তি পূজা করেন নাই। কাজী আবুল হাসান আপন মুসনাদে বর্ণনা করেন হযরত আবু বকর রাযি.এর পিতা আবু কুহাফা ছেলেকে মূর্তির কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন যে, তুমি মূর্তিকে সেজদা কর। হযরত আবু বকর রাযি.বলেন, আমি একটি মূর্তীর নিকট গেলাম এবং বললাম যে, আমি ক্ষুদার্ত আমাকে খানা দাও। কিন্তু মূর্তি কিছুই উত্তর দিলনা। অতঃপর বললাম আমাকে কাপড় দাও কেননা,আমি বস্ত্রহীন। তাও কোন উত্তর দিলনা তখন আমি একটি পাথর নিলাম অতঃপর বললাম, তুমি যদি খোদা হও তাহলে নিজেকে আমার হাত থেকে বাঁচাও একথা বলে আমি সে পাথরটি তার উপর মারলাম, তখন মূর্তিটি অধ:মুখী হয়ে পড়ে গেল। ইতোমধ্যে আমার পিতা আবু কুহাফা চলে আসলেন এবং বললেন,এটা কী করছ ? আমি উত্তর দিলাম, আপনি যেমনটি দেখছেন। তিনি আমাকে আমার মাতার নিকট নিয়ে এসে সব ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন আমার মাতা বললেন আমার ছেলেকে কিছু বলো না। এই ছেলের কারণে আল্লাহ তাআলা আমার সহিত কথা বলেছেন। এই ছেলে পেটে থাকাবস্থায় যখন আমার পেটে ব্যথা শুরু হলো তখন আমি একাকি থাকাকালে জনৈক আগন্তুক বলল, হে আল্লাহর বান্দী তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমার গর্ভে একজন স্বাধীন ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে যার নাম আকাশে ছিদ্দীক রাখা হয়েছে। সে নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর বন্দু ও সাথী হবে। (قس)

بَابُ إِسْلَامِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২১৪৬. পরিচ্ছেদ : হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هَاشِمٌ. قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ. سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلاَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ. وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الإِسْلاَمِ

সহজ তরজমা

৩৫৯৮. ইসহাক রহ. .... সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. বলেন, যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম সেদিনের পূর্বে অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। আর আমি সাতদিন পর্যন্ত বয়স্কদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী হিসাবে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসাংশ لقد مكثت, এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৫২৭ ও ৫২৮ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ ذِكْرِ الْجِنِّ
২১৪৭. পরিচ্ছেদ : জিনদের আলোচনা সম্পর্কে

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ} (الجن: ١)

আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ (সূরায়ে জিনে) আপনি বলে দিন, আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে,জিনদের একটি দল কালামে পাক খুবই মনযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ. عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ. سَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَنْ آذَنَ النَّبِيَّ ﷺ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ. فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ. يَعْنِي عَبْدَ اللهِ. أَنَّهُ آذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ.

সহজ তরজমা

৩৫৯৯. উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ রহ. .... আবদুর রাহমান রহ বলেন, আমি মাসরূক রহ কে জিজ্ঞাসা করলাম যে রাতে জ্বিনরা মনোযোগের সাথে কুরআন শ্রবণ করেছিল ঐ রাতে নবী করীম ﷺ-কে তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সংবাদটি কে দিয়েছিল? তিনি বলেন, তোমার পিতা আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাযি. আমাকে বলেছেন যে, তাদের উপস্থিতির সংবাদ একটি বৃক্ষ দিয়েছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ. فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ "مَنْ هَذَا". فَقَالَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ. فَقَالَ "ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا. وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ". فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وَضَعْتُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ. حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ. فَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ قَالَ "هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ. وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِينَ وَنِعْمَ الْجِنُّ. فَسَأَلُونِي الزَّادَ. فَدَعَوْتُ اللهَ لَهُمْ أَنْ لاَ يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ إِلاَّ وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا"

সহজ তরজমা

৩৬০০. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর অজু ও ইস্তিঞ্জার কাজে ব্যবহারের জন্য পানি ভর্তি একটি পাত্র বহন করে পিছনে পিছনে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ তাকিয়ে বললেন, কে? আমি বললাম, আমি আবূ হুরায়রা। তিনি বললেন, আমাকে কয়েকটি পাথর তালাশ করে দাও। আমি উহা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করব। তবে হাঁড় এবং গোবর আনবে না। আমি আমার কাপড়ের কিনারায় করে কয়েকটি পাথর এনে তাঁর নিকটে রেখে দিলাম এবং আমি তথা হতে কিছুটা দূরে সরে গেলাম। তিনি যখন ইস্তিঞ্জা থেকে অবসর হলেন, তখন আমি অগ্রসর হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হাঁড় ও গোবর এর বিষয় কি? তিনি বললেন এগুলো জ্বিনের খাদ্য। আমার নিকট নাসীবীন নামক জায়গা থেকে জ্বিনের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিল। তারা উত্তম জ্বিন ছিল। তারা আমার কাছে খাদ্যদ্রব্যের প্রার্থনা জানাল। তখন আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করলাম যে, যখন কোন হাঁড় বা গোবর (তাদের) হস্তগত হয় তখন যেন উহাতে তাদের খাদ্যদ্রব্য পায়।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ الخ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ২৭ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

সহজ তাশরীহ : ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠা।

بَابُ إِسْلاَمِ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২১৪৮. পরিচ্ছেদ : হযরত আবু যর গিফারী রাযি.এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لأَخِيهِ ارْكَبْ إِلَى هٰذَا الْوَادِي، فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ ائْتِنِي. فَانْطَلَقَ الأَخُ حَتَّى قَدِمَهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ. فَقَالَ لَهُ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخْلاَقِ، وَكَلاَمًا مَا هُوَ بِالشِّعْرِ. فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِي مِمَّا أَرَدْتُ. فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ. فَأَتَى الْمَسْجِدَ. فَالْتَمَسَ النَّبِيَّ ﷺ وَلاَ يَعْرِفُهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ، فَرَآهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ. فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ. فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَظَلَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَلاَ يَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَمْسَى. فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ. فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ فَأَقَامَهُ. فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ لاَ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ. حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ الثَّالِثِ. فَعَادَ عَلِيٌّ مِثْلَ ذٰلِكَ. فَأَقَامَ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَلاَ تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ قَالَ إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَتُرْشِدَنَّنِي فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ. قَالَ فَإِنَّهُ حَقٌّ وَهُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتْبَعْنِي. فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ. فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتْبَعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي. فَفَعَلَ. فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ. فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ. وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ. فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي ". قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ. فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ، وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ قَالَ وَيْلَكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ. ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا. فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ. فَأَكَبَّ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ.

সহজ তরজমা

৩৬০১. 'আমর ইবনে 'আব্বাস রহ. .... ইবনে 'আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর আবির্ভাবের সংবাদ যখন আবূ যার রাযি. এর নিকট পৌছল, তখন তিনি তাঁর ভাই (উনাইস)কে বললেন, তুমি এই উপত্যকায় যেয়ে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জেনে আস যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন ও তাঁর কাছে আসমান থেকে সংবাদ আসে। তাঁর কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শুন এবং ফিরে এসে আমাকে

শুনাও। তাঁর ভাই (মক্কাভিমুখে) রওয়ানা হয়ে ঐ ব্যক্তির নিকট পৌছে তাঁর কথাবার্তা শুনলেন। এরপর তিনি আবূ যারের নিকট প্রত্যাবর্তন করে বললেন, আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি উত্তম স্বভাব অবলম্বন করার জন্য (লোকদেরকে) নির্দেশ দান করছেন এবং এমন কালাম (পড়তে শুনলাম) যা পদ্য নয়। এতে আবূ যার রাযি. বললেন, আমি যে উদ্দেশ্যে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম সে বিষয়ে তুমি আমাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলে না। আবূ যার রাযি. সফরের উদ্দেশ্যে যৎসামান্য পাথেয় সংগ্রহ করলেন এবং একটি ছোট্ট পানির মশকসহ মক্কায় উপস্থিত হলেন। মসজিদে হারামে প্রবেশ করে নবী করীম ﷺ-কে তালাশ করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে (নবী করীম ﷺ-কে) চিনতেন না। আবার কাউকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাও পছন্দ করলেন না। এমতাবস্থায় রাত হয়ে গেল। তিনি (মসজিদে) শুয়ে পড়লেন। আলী রাযি. তাঁকে দেখে বুঝতে পারলেন যে, লোকটি বিদেশী মুসাফির। যখন আবূ যার আলী রাযি.-কে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর পিছনে পিছনে গেলেন। কিন্তু সকাল পর্যন্ত একে অন্যকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। আবূ যার রাযি. পুনরায় তাঁর পাথেয় ও মশক নিয়ে মসজিদে হারামের দিকে চলে গেলেন। এ দিনটি এমনিভাবে কেটে গেল, কিন্তু নবী করীম ﷺ তাকে দেখতে পেলেন না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তিনি (পূর্বে দিনের) শোয়ার জায়গায় ফিরে গেলেন। তখন আলী রাযি. তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এখনো কি মুসাফির ব্যক্তির গন্তব্য স্থানের সন্ধান লাভের সময় হয়নি? সে এখনও এ জায়গায় অবস্থান করছে? তিনি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। (পথিমধ্যে) কেউ কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। এমতাবস্থায় তৃতীয় দিন হয়ে গেল। আলী রাযি. পূর্বের ন্যায় তার পাশ দিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তুমি কি আমাকে বলবে না কি জিনিস এখানে আসতে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে? আবূ যার রাযি. বললেন, তুমি যদি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পাকা পোক্ত অঙ্গীকার কর তবেই আমি তোমাকে বলতে পারি। আলী রাযি.অঙ্গীকার করলেন এবং আবূ যার রাযি. ও তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। আলী রাযি. বললেন, তিনি সত্য, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন ভোর হয়ে যাবে তখন তুমি আমার অনুসরণ করবে। তোমার জন্য ভয়ের কারণ আছে এমন কোন কিছু যদি আমি দেখতে পাই তবে আমি রাস্তার পাশে চলে যাব যেন আমি পেশাব করতে চাই। আর যদি আমি সোজা চলতে থাকি তবে তুমিও আমার অনুসরণ করতে থাকবে। এবং যে ঘরে আমি প্রবেশ করি সে ঘরে তুমিও প্রবেশ করবে। আবূ যার রাযি. তাই করলেন। আলী রাযি. নবী করীম ﷺ এর কাছে প্রবেশ করলেন এবং তিনিও তাঁর (আলীর) সাথে প্রবেশ করলেন। তিনি নবী করীম ﷺ এর কথাবার্তা শুনলেন এবং ঐ স্থানেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি তোমার স্বগোত্রে ফিরে যাও এবং আমার নির্দেশ না পৌঁছা পর্যন্ত আমার ব্যাপারে তাদেরকে অবহিত করবে না। আবূ যার রাযি. বললেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি আমার ইসলাম গ্রহণকে মুশরিকদের সন্মুখে উচ্চস্বরে ঘোষণা করব। এই বলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ও মসজিদে হারামে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন। (ইহা শুনামাত্র মুশরিক) লোকজন (উত্তেজিত হয়ে) তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং প্রহার করতে করতে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিল। এমন সময় আব্বাস রাযি. এসে তাঁকে আগলিয়ে রাখলেন এবং বললেন, তোমাদের বিপদ অনিবার্য। তোমরা কি জাননা, এ লোকটি গিফার গোত্রের? আর তোমাদের ব্যবসায়ী দলগুলিকে গিফার গোত্রের নিকট দিয়েই সিরিয়া যাতায়াত করতে হয়। একথা বলে তিনি তাদের হাত থেকে আবূ যারকে রক্ষা করলেন। পরদিন ভোরে তিনি অনুরূপ বলতে লাগলেন। লোকেরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে বেদম প্রহার করতে লাগল। আব্বাস রাযি. এসে আজো তাঁকে রক্ষা করলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হল হাদীসাংশ اسلم مكانه, এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৪৯৯-৫০০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ إِسْلاَمِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ أَحَدُ الْمُبَشَّرَةِ

২১৪৯. পরিচ্ছেদ : হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি.এর ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে। তিনি عشره مبشرة এর একজন

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوثِقِي عَلَى الإِسْلاَمِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ، وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا ارْفَضَّ لِلَّذِي صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَرْفَضَّ.

সহজ তরজমা

৩৬০২. কুতায়বা ইবনে সা'ঈদ রহ. ...... কায়স রাযি. বলেন, আমি সা'ঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে 'আমর ইবনে নুফায়ল রাযি.-কে কূফার মসজিদে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, 'উমরের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমার ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর হাতে আমি আমাকে বন্দী অবস্থায় দেখেছি। তোমরা উসমান রাযি. এর সাথে যে ব্যবহার করলে এ কারণে যদি ওহুদ পাহাড় দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যায় তবে তা হওয়া সঙ্গতই হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসাংশ لَمُوثِقِي عَلَى الإِسْلاَمِ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৫৪৬ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ إِسْلاَمِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২১৫০. পরিচ্ছেদ : হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ. قَالَ مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ.

সহজ তরজমা

৩৬০৩. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ. ...... 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রাযি. যেদিন ইসলাম গ্রহণ করলেন ঐ দিন থেকে আমরা সর্বদা প্রভাব প্রতিপত্তির আসনে সমাসীন রয়েছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ فَأَخْبَرَنِي جَدِّي، زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ بَيْنَمَا هُوَ فِي الدَّارِ خَائِفًا، إِذْ جَاءَهُ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السَّهْمِيُّ أَبُو عَمْرٍو، عَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرَةٍ، وَقَمِيصٌ مَكْفُوفٌ بِحَرِيرٍ، وَهُوَ مِنْ بَنِي سَهْمٍ، وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ مَا بَالُكَ قَالَ زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونِي إِنْ أَسْلَمْتُ، قَالَ لاَ سَبِيلَ إِلَيْكَ، بَعْدَ أَنْ قَالَهَا أَمِنْتُ، فَخَرَجَ الْعَاصُ، فَلَقِيَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمُ الْوَادِي فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُونَ فَقَالُوا نُرِيدُ هَذَا ابْنَ الْخَطَّابِ الَّذِي صَبَا، قَالَ لاَ سَبِيلَ إِلَيْهِ، فَكَرَّ النَّاسُ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৬০৪. ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলায়মান রহ. ..... ইবনে 'উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর পিতা 'উমর রাযি. (ইসলাম গ্রহণের পর) একদিন নিজ গৃহে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন। তখন আবূ 'আমর 'আস ইবনে ওয়াইল সাহমী তাঁর কাছে আসলেন। তার গায়ে ছিল ধারিদার চাদর ও রেশমী জরির জামা। তিনি বানূ সাহম গোত্রের লোক ছিলেন। জাহেলী যুগে তারা আমাদের হালীফ (বিপদ কালে সাহায্যের চুক্তি যাদের সাথে করা হয়) ছিল। 'আস 'উমর রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার অবস্থা কেমন? 'উমর রাযি. উত্তর দিলেন, তোমার গোত্রের লোকজন বলছে যে, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অচিরেই তারা আমাকে হত্যা করবে। ইহা শুনে 'আস রাযি. বললেন, তারা তোমার কিছু করতে পারবে না। (একথা শুনে) উমর রায. বললেন, তোমার কথা শুনে আমি শঙ্কাহীন হলাম। 'আস বেরিয়ে পড়লেন এবং দেখতে পেলেন, মক্কা ভূমি লোকে লোকারণ্য। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তারা বলল, আমরা 'উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট যাচ্ছি, সে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়ে গেছে। 'আস বললেন, তার নিকট যাওয়া, তাকে কোন কিছু করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এতে লোকজন ফিরে গেল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ هذا ابن الخطاب الذى صبا এর সাথে কারণ তখনকার সময় যেমুসলমান হতো তাকে صبا বলা হতো।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوا صَبَا عُمَرُ. وَأَنَا غُلاَمٌ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِي. فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ فَقَالَ قَدْ صَبَا عُمَرُ. فَمَا ذَاكَ فَأَنَا لَهُ جَارٌ. قَالَ فَرَأَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ.

সহজ তরজমা

৩৬০৫. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, যখন উমর রাযি. ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন লোকেরা তাঁর গৃহের পাশে সমবেত হল এবং বলতে লাগল, উমর স্বধর্ম ত্যাগ করেছে। আমি তখন ছোট বালক। আমাদের ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে ছিলাম। তখন একজন লোক এসে বলল- তার গায়ে রেশমী জুব্বা ছিল- উমর স্বধর্ম ত্যাগ করেছে, (তাতে কার কি হল?) তবে আমি তাকে আশ্রয় দিচ্ছি। ইবনে উমর রাযি. বলেন, তখন আমি দেখলাম, লোকজন চারদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে গেল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? লোকেরা বলল, ইনি 'আস ইবনে ওয়াল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ لما اسلم عمر এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ. قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ. أَنَّ سَالِمًا. حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ مَا سَمِعْتُ عُمَرَ. لِشَيْءٍ قَطُّ يَقُولُ إِنِّي لأَظُنُّهُ كَذَا. إِلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ. بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ فَقَالَ لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنِّي. أَوْ إِنَّ هٰذَا عَلَى دِينِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ عَلَيَّ الرَّجُلَ. فَدُعِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ ذٰلِكَ. فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ. قَالَ فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلاَّ مَا أَخْبَرْتَنِي. قَالَ كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ فَمَا

https://e-ilm.weebly.com/

أَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ جِنِّيَّتُكَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الْفَزَعَ. فَقَالَتْ أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلاَسَهَا وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا وَلُحُوقَهَا بِالْقِلاَصِ وَأَحْلاَسِهَا قَالَ عُمَرُ صَدَقَ. بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ آلِهَتِهِمْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ. فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ. لَمْ أَسْمَعْ صَارِخًا قَطُّ أَشَدَّ صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ يَا جَلِيحْ. أَمْرٌ نَجِيحْ رَجُلٌ فَصِيحْ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ فَوَثَبَ الْقَوْمُ قُلْتُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا ثُمَّ نَادَى يَا جَلِيحْ. أَمْرٌ نَجِيحْ. رَجُلٌ فَصِيحْ. يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَقُمْتُ فَمَا نَشِبْنَا أَنْ قِيلَ هَذَا نَبِيٌّ.

সহজ তরজমা

৩৬০৬. ইয়াহ্ইয়া ইবনে সুলায়মান রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখনই উমর রাযি. কে কোন ব্যাপারে একথা বলতে শুনেছি যে, আমার ধারণা হয় ব্যাপারটি এমন হবে, তবে তার ধারণা মত ব্যাপারটি সংঘটিত হয়েছে। একবার উমর রাযি. বসা ছিলেন, এমন সময় একজন সুদর্শন ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। উমর রাযি. বললেন, আমার ধারণা ভুলও হতে পারে তবে আমার মনে হয় লোকটি জাহেলী ধর্মাবলম্বী অথবা ভবিষ্যৎ গণনাকারীও হতে পারে। লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এস। তাকে তাঁর কাছে ডেকে আনা হল। উমর রাযি. তার ধারণার কথা তাকে শুনালেন। তখন সে বলল, একজন মুসলিমের পক্ষ থেকে যা বলা হল আজকার মত আর কোন দিন দেখিনি। উমর রাযি. বললেন, আমি তোমাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি আমাকে তোমার ব্যাপারটা খুলে বল। সে বলল, জাহেলী যুগে আমি তাদের ভবিষ্যৎগণনাকারী ছিলাম। উমর রাযি. বললেন, জ্বিনেরা তোমাকে যে সব কথাবার্তা বলেছে, তন্মধ্যে কোন কথাটি তোমার নিকট সর্বাধিক বিস্ময়কর ছিল। সে বলল, আমি একদিন বাজারে অবস্থান করছিলাম। তখন একটি মহিলা জ্বিন আমার নিকট আসল। আমি তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখতে পেলাম। তখন সে বলল, তুমি কি জ্বিন জাতির অবস্থা দেখছ না, তারা কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছে? তাদের মধ্যে হতাশা ও বিমূঢ় হওয়ার চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারা ক্রমশঃ উটওয়ালাদের এবং চাদর জুব্বা পরিধানকারীদের (আরববাসী) অনুগত হয়ে পড়ছে। উমর রাযি. বললেন, সে সত্য কথা বলেছে। আমি একদিন তাদের দেবতাদের কাছে ঘুমন্ত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি একটি গরুর বাছুর নিয়ে হাযির হল এবং সেটা যবাই করে দিল। ঐ সময় এক ব্যক্তি এমন বিকট চীৎকার করে উঠল, যা আমি আর কখনও শুনিনি। সে চীৎকার করে বলছিল, হে জলীহ! একটি স্বাভাবিক কল্যাণময় ব্যাপার অচিরেই প্রকাশ লাভ করবে। তা হল- একজন বিশুদ্ধভাষী লোক বলবেন, لا اله الا انت (এ ঘোষনা শুনে উপস্থিত) লোকজন ছুটাছুটি করে পলায়ন করল। আমি বললাম, এ ঘোষনার রহস্য উদঘাটন অবশ্যই করব। তারপর আবার ঘোষণা দেওয়া হল। হে জলীহ! একটি স্বাভাবিক ও কল্যাণময় ব্যাপার অতি সত্বর প্রকাশ পাবে। তা হল একজন বাগ্মী ব্যক্তি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিবে لا اله الا الله তারপর আমি উঠে দাঁড়ালাম। এর কিছুদিন পরেই বলা হল যে, তিনিই নবী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসটি উল্লেখ করার কারণ ঃ এ হাদীসটিতে যে ঘটনাটি উল্লেখ রয়েছে তা হযরত উমর রাযি.এর ইসলাম গ্রহণের কারণ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. حَدَّثَنَا قَيْسٌ. قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ. يَقُولُ لِلْقَوْمِ لَوْ رَأَيْتُنِي مُوثِقِي عُمَرُ عَلَى الإِسْلاَمِ أَنَا وَأُخْتُهُ وَمَا أَسْلَمَ. وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا انْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمْ. بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৬০৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না রহ. .... কায়স রহ বলেন, আমি সা'ঈদ ইবনে যায়েদ রাযি.-কে তাঁর কওমকে লক্ষ্য করে একথা বলতে শুনেছি যে, আমি দেখেছি উমর রাযি. আমাকে এবং তার বোন ফাতিমাকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বেঁধে রেখেছেন। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তোমরা উসমান রাযি.-এর সাথে যে আচরণ করেছ তার কারণে যদি ওহুদ পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে তবে তা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ لَوْ رَأَيْتُنِي مُوثِقِي عُمَرُ عَلَى الإِسْلاَمِ أَنَا وَأُخْتُهُ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ১০২৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

সহজ তাশরীহ : এখানে অত্যাধিক সংক্ষিপ্তাকরে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে। যেন,হযরত উমর রাযি.এর ইসলাম গ্রহনের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য সীরাতের কিতাব সমূহ।

بَابُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ

২১৫১. পরিচ্ছেদ : চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার বর্ণনা সম্পর্কে

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ أَهْلَ، مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ، حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا‏.‏

সহজ তরজমা

৩৬০৮. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব রহ. .... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত যে, মক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর নবুওয়াতের নিদর্শন হিসাবে কোনরূপ মুজিয দেখানোর দাবী জানাল। তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখন্ডিত করে দেখালেন। এমনকি তারা চাঁদের দু'খন্ডের মধ্যখানে হেরা পর্বতকে দেখতে পেল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৫১৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৭২২ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى فَقَالَ ‏"‏ اشْهَدُوا ‏"‏‏.‏ وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَحْوَ الْجَبَلِ‏.‏ وَقَالَ أَبُو الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ انْشَقَّ بِمَكَّةَ‏.‏ وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ‏.‏

সহজ তরজমা

৩৬০৯. আবদান রহ. .... আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয় তখন আমরা নবী করীম ﷺ এর সঙ্গে মিনায় অবস্থান করছিলাম। তিনি আমাদিগকে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। তখন আমরা দেখলাম, চাঁদের একটি খন্ড হেরা পর্বতের দিকে চলে গেল। আবূ যুহা মাসরূকের বরাত দিয়ে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয় মক্কা শরীফে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৫১৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। সামনে ৭২১ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

সহজ তরজমা

৩৬১০. উসমান ইবনে সালিহ রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে চাঁদ বিখণ্ডিত হয়েছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৫১৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৭২১ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه. قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ

সহজ তরজমা

৩৬১১. উমর ইবনে হাফস রহ. .... আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (নবী করীম ﷺ-এর যুগে) চাঁদ খণ্ডিত হয়েছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ৫১৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৭২১ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ

২১৫২. পরিচ্ছেদ : হাবশায় হিজরতের বর্ণনা সম্পর্কে

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ. ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ» فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ. وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى. وَأَسْمَاءَ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

হযরত আয়েশা রাযি.বর্ণনা করেন যে,নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান (মদিনা মুনাওয়ারা) দেখানো হয়েছে,সেখানে খেজুরের বাগান রয়েছে এবং তা দুটি পাথরীময় উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থল। সুতরাং যাদের হিজরত করার ছিল তারা মদীনায় হিজরত করে চলে গেছেন। আর অধিকাংশ মুসলমান যারা হাবশার দিকে হিজরত করেছিলেন, তারা সকলেই মদীনার দিকে ফিরে এসেছেন। এ অধ্যায়ে হযরত আবু মুসা ও হযরত আসমা বিনতে উমাইস রাযি.সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، قَالاَ لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُثْمَانَ فِي أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيمَا فَعَلَ بِهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَانْتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، وَهِيَ نَصِيحَةٌ، فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَانْصَرَفْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاَةَ جَلَسْتُ إِلَى الْمِسْوَرِ وَإِلَى ابْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، فَحَدَّثْتُهُمَا بِالَّذِي قُلْتُ لِعُثْمَانَ، وَقَالَ لِي، فَقَالاَ: قَدْ قَضَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا، إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ، فَقَالاَ لِي: قَدِ ابْتَلاَكَ اللهُ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكَرْتَ آنِفًا؟ قَالَ: فَتَشَهَّدْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: " إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ وَآمَنْتَ بِهِ، وَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ، وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي، آدْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، وَلَكِنْ قَدْ خَلَصَ إِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلَصَ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِتْرِهَا، قَالَ: فَتَشَهَّدَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، كَمَا قُلْتَ: وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ وَبَايَعْتُهُ، وَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ، فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ، أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ عَلَيَّ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَمَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ؟ فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، فَسَنَأْخُذُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ، قَالَ: فَجَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهُ، وَكَانَ هُوَ يَجْلِدُهُ " وَقَالَ يُونُسُ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ.

সহজ তরজমা

৩৬১২. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-জু'ফী রহ. ..... উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার রহ উরওয়া ইবনে যুবায়েরকে বলেন যে, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা এবং আবদুর রাহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস রাযি. উভয়ই তাকে বললেন, (হে উবায়দুল্লাহ)! তুমি তোমার মামা উসমান রাযি.-এর সাথে তার (বৈপিত্রেয়) ভাই ওয়ালীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে কোন আলাপ-আলোচনা করছ না কেন? জনগণ তার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করছে। উবায়দুল্লাহ বলেন, উসমান রাযি. যখন সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসছিলেন তখন আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আপনার সাথে আমার কথা বলার প্রয়োজন আছে এবং তা আপনার মঙ্গলার্থেই। তিনি বললেন, ওহে, আমি তোমার থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করছি। আমি তখন ফিরে আসলাম এবং যখন সালাত সমাপ্ত করলাম, তখন মিসওয়ার ও ইবনে আবদে ইয়াগুস রাযি.-এর নিকট গেলাম এবং উসমান রাযি. কে আমি যা বলেছি এবং তিনি যে উত্তর দিয়েছেন তা উভয়কে শুনালাম। তাঁরা বললেন, তোমার উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল তা তুমি আদায় করেছ। আমি তাদের

https://e-ilm.weebly.com/

নিকট বসা আছি এ সময় উসমান রাযি. এর পক্ষ থেকে একজন দূত আমাকে ডেকে নেয়ার জন্য আসলেন। তারা দু'জন আমাকে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। আমি চললাম এবং উসমান রাযি. এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি উপদেশ যা তুমি কিছুক্ষণ পূর্বে বলতে চেয়েছিলে? তখন আমি কালিমা শাহাদাত পাঠ করে (তাঁকে উদ্দেশ্য করে) বললাম, আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর আপনি ঐ দলেরই অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, আপনি তাঁর উপর ঈমান এনেছেন এবং প্রথম দু'হিজরতে (মদীনা ও হাবশা) আপনি অংশগ্রহণ করেছেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর স্বভাব-চরিত্র স্বচক্ষে দেখেছেন। জনসাধারণ ওয়ালিদ ইবনে উকবার ব্যাপারে অনেক সমালোচনা করছে, আপনার কর্তব্য তাঁর উপর দন্ড বিধান জারি করা। উসমান রাযি. আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ভাতিজা, তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পেয়েছ? আমি বললাম, না, পাইনি। তবে তাঁর বিষয় আমার নিকট এমনভাবে নিরঙ্কুশ পৌঁছেছে যেমনভাবে কুমারী মেয়েদের নিকট পর্দার অন্তরালে সংবাদ পৌঁছে থাকে। উবায়দুল্লাহ রহ বলেন, উসমান রাযি. কালিমা শাহাদাত পাঠ করলেন, এবং বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম। হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে যা সহ প্রেরণ করা হয়েছিল আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি। ইসলামের প্রথম যুগের দু'হিজরতে অংশ গ্রহণ করেছি যেমন তুমি বলছ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছি, তাঁর হাতে বায়'আত করেছি। আল্লাহর কসম, আমি তাঁর নাফরমানী করিনি। তাঁর সাথে প্রতারণা করিনি। এমতাবস্থায় তাঁর ওফাত হয়ে যায়। আরপর আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকর রাযি.-কে খলীফা নিযুক্ত করলেন। আল্লাহ্র কসম আমি তাঁর নাফরমানী করিনি, তাঁর সাথে প্রতারণা করিনি। অতঃপর উমর রাযি. খলীফা মনোনীত হলেন। আল্লাহর কসম, আমি তাঁরও অবাধ্য হইনি, তাঁর সাথে প্রতারণা করিনি। তিনিও ওফাত প্রাপ্ত হলেন এবং তারপর আমাকে খলীফা নিযুক্ত করা হল। আমার উপর তাদের বাধ্য থাকার যেরূপ হক ছিল তোমাদের উপর তাদের ন্যায় আমার প্রতি বাধ্য থাকার কি কোন হক নাই? উবায়দুল্লাহ বললেন, হাঁ। অবশ্যই হক আছে। উসমান রাযি. বললেন, তাহলে এসব কথাবার্তা কি, যা তোমাদের পক্ষ থেকে আমার নিকট আসছে? আর ওয়ালীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে তুমি যা বললে, সে ব্যাপারে আমি অতিসত্বর সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করব ইন্‌শাআল্লাহ। অতঃপর তিনি ওয়ালীদকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করার রায় প্রদান করলেন এবং ইহা কার্যকরী করার জন্য আলী রাযি.-কে আদেশ করলেন। তৎকালে অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদানের দায়িত্বে আলী রাযি. নিযুক্ত ছিলেন। ইউনুস এবং যুহরির ভাতিজা যুহরী সূত্রে যে বর্ণনা করেন তাতে রয়েছে: 'তোমাদের উপর আমার কি হক নেই যেমনটি হক ছিল তাদের জন্য।'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ হযরত উসমান রাযি.এর উক্তি وهاجرت الهجرتين

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য এ খন্ডেরই হাদীস ৩৪৪৮

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ، فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِيكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

সহজ তরজমা

৩৬১৩. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন উম্ম হাবীবা ও উম্মে সালামা রাযি. তাঁর সাথে আলোচনা করল যে, তাঁরা হাবশায় (ইথিওপিয়া) খৃষ্টানদের একটি গির্জা দেখে

https://e-ilm.weebly.com/

এসেছেন। সে গির্জায় নানা রকমের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। তাঁরা দু'জন এসব কথা নবী করীম ﷺ এর কাছে এসে উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন (এদের অভ্যাস ছিল যে) তাদের কোন নেককার লোক মারা গেলে তার কবরের উপর মসজিদ (উপাসনালয়) নির্মাণ করত এবং এসব ছবি অঙ্কিত করে রাখত, এরাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল এ হিসাবে যে, হযরত উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা রাযি.উভয়েই হাবশায় হিজরতকারী ছিলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ৬১, ৬২ ও ১৭৯ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ السَّعِيدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ، قَالَتْ قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَةٌ، فَكَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمِيصَةً لَهَا أَعْلاَمٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ الأَعْلاَمَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ "سَنَاهْ، سَنَاهْ". قَالَ الْحُمَيْدِيُّ يَعْنِي حَسَنٌ حَسَنٌ.

সহজ তরজমা

৩৬১৪. হুমাইদী রহ. .... উম্মে খালিদ (বিনতে খালিদ) রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন হাবশা থেকে মদিনায় আসলাম তখন আমি ছোট্ট বালিকা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি চাদর পরিয়ে দিলেন যাতে ডোরা কাটা ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ডোরাগুলির উপর হাত বুলাতে লাগলেন, এবং বলতে ছিলেন সানাহ-সানাহঃ হুমায়দী রহ বলেন, অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ قدمت من ارض الحبشة এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে ৫৪৭ পৃষ্ঠায়, সামনে ৮৬৬, ৮৬৯, ৮৮৬ পৃষ্ঠায় আসছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا قَالَ "إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً". فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ قَالَ أَرُدُّ فِي نَفْسِي.

সহজ তরজমা

৩৬১৫. ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাম্মাদ রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ইসলামের প্রাথমিক যুগে) সালাতে রত থাকা অবস্থায় নবী ﷺ-কে আমরা সালাম করতাম। তিনিও আমাদের সালামের উত্তর দিতেন। যখন আমরা নাজ্জাশীর (হাবশা) কাছ থেকে ফিরে এলাম, তখন সালাতে রত অবস্থায় তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি সালামের জবাব দিলেন না। আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমরা (সালাতের মধ্যে) আপনাকে সালাম করতাম এবং আপনিও সালামের উত্তর দিতেন। কিন্তু আজ আপনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না? তিনি বললেন, সালাতের মধ্যে আল্লাহর দিকে নিবিষ্টতা থাকে। রাবী বলেন, আমি ইব্রাহীম নাখয়ীকে জিজ্ঞাসা করলাম, (সালাতের মধ্যে কেউ সালাম করলে) আপনি কি করেন? তিনি বললেন, আমি মনে মনে জবাব দিয়ে দেই।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসাংশ فلما رجعنا من عند النجاشى এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ১৬০ ও ১৬২ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

সহজ তাশরীহ : নামাজে কথা বলা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৪র্থ খন্ড ৩৯৪ ও ৩৯৫ পৃষ্ঠা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ. عَنْ أَبِي مُوسَى. ﷺ. بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ. فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَكُمْ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ

সহজ তরজমা

৩৬১৬. মুহাম্মদ ইবনেুল আলা রহ. .... আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট নবী করীম ﷺ-এর আবির্ভাবের সংবাদ এসে পৌঁছল। তখন আমরা ইয়ামানে অবস্থান করছিলাম। আমরা একটি নৌকায় আরোহণ করলাম। কিন্তু (প্রতিকূল বাতাসের কারণে) আমাদের নৌকা (গন্তব্যস্থানের দিকে না পৌঁছে) হাবশায় নাজাশীর নিকট নিয়ে গেল। সেখানে জাফর ইবনে আবূ তালিবের রাযি. সাথে সাক্ষাৎ হল। আমরা তাঁর সাথে অবস্থান করতে লাগলাম। কিছুদিন পর আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। এবং নবী করীম ﷺ যখন খায়বার বিজয় করলেন তখন আমরা তাঁর সাথে মিলিত হলাম। আমাদেরকে দেখে তিনি বললেন, হে নৌকারোহীগণ, তোমাদের জন্য দু'টি হিজরতের মর্যাদা রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৪৪৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে মাগাজীতে ৬০৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

সহজ তাশরীহ : বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও শাব্দিক বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড।

بَابُ مَوْتِ النَّجَاشِيِّ

২১৫৩. পরিচ্ছেদ : নাজ্জাশির মৃত্যু সম্পর্কে

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. عَنْ عَطَاءٍ. عَنْ جَابِرٍ. ﷺ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ "مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ. فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ".

সহজ তরজমা

৩৬১৭. আবুর রাবী রহ. .... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নাজাশীর (আসহামা) মৃত্যু হল তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আজ একজন সৎ ব্যক্তি মারা গেছেন। উঠো, এবং তোমাদের (ধর্মীয়) ভাই আসহামার জন্য জানাযার সালাত আদায় কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল এ হিসাবে যে,রাসূল ﷺ নাজ্জাশীর মৃত্যু সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেছেন এবং নাজ্জাশির জানাযার নামাজের জন্য সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ১৭৬ ও ১৭৮ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. أَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَصَفَّنَا وَرَاءَهُ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ.

সহজ তরজমা

৩৬১৮. আবদুল আলা ইবনে হাম্মাদ রহ. .... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ নাজাশীর উপর জানাযার সালাত আদায় করেন। আমরাও তাঁর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় কাতারে ছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল এ হিসাবে যে, হুযুর ﷺ নাজ্জাশির জানাযার নামাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন তার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ১৭৬ ও ১৭৮ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ. عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ. فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. تَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ.

সহজ তরজমা

৩৬১৯. আবদুল্লাহ ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আসহামা নাজাশীর উপর জানাযার সালাত আদায় করেন এবং চারবার তাকবীর বলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : পূর্বের হাদীসের ন্যায়ই এ হাদীসের সাথে শিরোনামের মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَبِي. عَنْ صَالِحٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَابْنُ الْمُسَيَّبِ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ. رضى الله عنه. أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. وَقَالَ "اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ" وَعَنْ صَالِحٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ. رضى الله عنه. أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَفَّ بِهِمْ فِي الْمُصَلَّى. فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

সহজ তরজমা

৩৬২০. যুহায়র ইবনে হারব রহ. ... আব্দুর রাহমান ও ইবনুল মুসাইয়াব রহ বলেন, আবূ হুরায়রা রাযি. তাদেরকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরকে হাবাশা (ইথিওপিয়া)-এর বাদশাহ নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ সেদিন শুনালেন, যেদিন তিনি মারা গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের (দীনী) ভাই এর জন্য মাগফিরাত কামনা কর। আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে এরূপও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ঈদগাহে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন এবং নাজাশীর উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন এবং তিনি চারবার তাকবীরও উচ্চারণ করলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ১৬৭, ১৭৬, ১৭৭ও ১৭৮ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ تَقَاسُمِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

২১৫৪. পরিচ্ছেদ : রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের শপথ করা সম্পর্কে।

সহজ তাশরীহ ঃ মুশরিকরা যখন দেখল যে,হযরত উমর রাযি.ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছেন এবং দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তখন ঐ সকল লোকেরা একটি শপথনামা নির্ধারিত করল যে,বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব এর সাথে বয়কট করা হোক। এ বয়কট সংক্রান্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ৫ম খন্ড ২৪৩ পৃষ্ঠা।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا " مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ "

সহজ তরজমা

৩৬২১. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনায়ন যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি বললেন, আমরা আগামীকাল খায়ফে বনী কেনানায় অবতরন করব 'ইনশা আল্লাহ্', যেখানে তারা (কুরাইশ) সকলে কুফর ও শিরক্এর উপর অটল থাকার শপথ গ্রহণ করেছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ এর সাথে। রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত ও শপথ করা মারাত্মক কুফুরী।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ২১৬ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে আর সামনে মাগাযীতে ৬১৪ ও ১১১৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ

২১৫৫. পরিচ্ছেদ : আবু তালেব এর ঘটনা সম্পর্কে

আবু তালেব এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ আবু তালেব উপনাম, তার নাম আব্দে মানাফ ছিল। কিন্তু উপনামের দ্বারাই প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ আবু তালেব রাসূল সালালাহু এর চাচা ছিলেন। রাসূল ﷺ এর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ এর আপন ভাই ছিলেন। জীবদ্দশায় রাসূল ﷺ কে মুশরিকদের থেকে রক্ষা করতেন, যদিও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه. قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ. قَالَ " هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ "

সহজ তরজমা

৩৬২২. মুসাদ্দাদ রহ. .... আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাযি. বলেন, আমি একদিন নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আপনার চাচা আবূ তালিবের কি উপকার করলেন অথচ তিনি (জীবিত থাকাবস্থায়) আপনাকে দুশমনের সকল আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে হিফাজত করেছেন? (আপনাকে যারা কষ্ট দিয়েছে) তাদের বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হতেন। তিনি বললেন, সে জাহান্নামে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত আগুনে আছে। যদি আমি না হতাম তবে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করত।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল এভাবে যে, এতে আবূ তালেবের সংক্ষিপ্ত ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৯৭১ ও ৯৭২ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ أَبَا طَالِبٍ. لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ " أَيْ عَمِّ. قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ ". فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ. تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَالاَ يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شَىْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ ". فَنَزَلَتْ {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} وَنَزَلَتْ {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}

সহজ তরজমা

৩৬২৩. মাহমূদ রহ. .... ইবনে মুসাইয়্যাব তার পিতা মুসাইয়্যাব রহ থেকে বর্ণনা করেন, যখন আবূ তালিবের মুমূর্ষু অবস্থা তখন নবী করীম ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, চাচাজান, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমাটি একবার পড়ুন, তাহলে আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট কথা বলতে পারব। তখন আবূ জাহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবূ উমাইয়া বলল, হে আবূ তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে ফিরে যাবে? এরা দু'জন তার সাথে এ কথাটি বারবার বলতে থাকল। সর্বশেষ আবূ তালিব তাদের সাথে যে কথাটি বলল, তাহল, আমি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপরেই আছি। এ কথার পর নবী ﷺ বললেন, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব যে পর্যন্ত আপনার ব্যাপারে আমাকে নিষেধ করা না হয়। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হলঃ আত্মীয় স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মু'মিনদের পক্ষে সংগত নয়-যখন তা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহান্নামী। (৯ তওবা ১১৩) আরো নাযিল হলঃ আপনি যাকে ভালবাসেন ইচ্ছা করলেই সৎপথে আনতে পারবেন না। (২৮ কাসাস ৫৬)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ১৮১ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৬৭৫, ৭০২ ও ৯৮৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. رضى الله عنه. أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ " لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ. يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ. يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ "

সহজ তরজমা

৩৬২৪. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. .... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁর সামনে তাঁর চাচা আবূ তালিবের আলোচনা করা হল, তিনি বললেন, আশা করি কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে। অর্থাৎ আগুনের হালকা স্তরে তাকে নিক্ষেপ করা হবে, যা তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং তাতে তার মগজ বলকাবে।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল এভাবে যে,এ হাদীসে আবু তালেবের ঘটনা সম্পর্কে রাসূল সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম এ সংবাদ প্রদান করছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৯৭১ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بِهٰذَا. وَقَالَ تَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ.

সহজ তরজমা

৩৬২৫. ইবরাহীম ইবন হামযা রহ. .... ইয়াযিদ রহ. ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং আরো বলেছেন, এর তাপে মস্তিষ্কের কেন্দ্র পর্যন্ত বলকাতে থাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এটা উলিখিত হাদীসের অপর একটি সূত্র ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

সহজ তাশরীহ : পূর্বে ইবনুল হাদ এবং এখানে ইয়াযীদ উভয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য একই।

بَابُ حَدِيثِ الإِسْرَاءِ

২১৫৬. পরিচ্ছেদ : ইসরা এর হাদীসের বর্ণনা

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى } [الإسراء: ١]

আল্লাহ তাআলা বলেন : পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমন করিয়েছেন মাসজিদে —হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ عُقَيْلٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ. فَجَلَا اللهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ. فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ"

সহজ তরজমা

৩৬২৬. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকায়েররহ. .... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছেন, যখন (মিরাজের ব্যাপারে) কুরাইশরা আমাকে অস্বীকার করল, তখন আমি কা'বা শরীফের হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আল্লাহ তাআলা তখন আমার সম্মুখে বায়তুল মুকাদ্দাসকে প্রকাশ করে দিলেন, যার ফলে আমি দেখে দেখে বায়তুল মুকাদ্দাসের সমূহ নিদর্শনগুলো তাদের কাছে বর্ণনা করছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল এ হিসেবে যে, এ হাদীসে ইসরাতে সংঘটিত কিছু ঘটনার বিবরণ বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ الْمِعْرَاجِ

২১৫৭. পরিচ্ছেদ : মেরাজের বর্ণনা সম্পর্কে

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ " بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ ـ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِجْرِ ـ مُضْطَجِعًا، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ ـ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَشَقَّ ـ مَا بَيْنَ هٰذِهِ إِلٰى هٰذِهِ ـ فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلٰى جَنْبِي مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلٰى شِعْرَتِهِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصِّهِ إِلٰى شِعْرَتِهِ ـ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَانًا، فَغُسِلَ قَلْبِي ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُوتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ " ـ فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ قَالَ أَنَسٌ نَعَمْ، يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصٰى طَرْفِهِ ـ " فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتّٰى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ، قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ هٰذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتّٰى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ، قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، إِذَا يَحْيٰى وَعِيسٰى، وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ قَالَ هٰذَا يَحْيٰى وَعِيسٰى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا، ثُمَّ قَالَا مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ، قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ هٰذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتّٰى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ، قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ، قِيلَ أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلٰى إِدْرِيسَ قَالَ هٰذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتّٰى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ، قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ هٰذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتّٰى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ، قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ، قَالَ مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا مُوسٰى قَالَ هٰذَا مُوسٰى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكٰى، قِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ أَبْكِي لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ

https://e-ilm.weebly.com/

بَعْدِي. يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي. ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ. قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ. قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ. قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. قَالَ نَعَمْ. قَالَ مَرْحَبًا بِهِ. فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ. فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ هٰذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى. فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ. وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ قَالَ هٰذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى. وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ. فَقُلْتُ مَا هٰذَانِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ. فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ. ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ. ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ. وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ. فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ. فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ. ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ. فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسٰى. فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قَالَ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ. وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ. وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ. فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ. فَرَجَعْتُ. فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ. فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ. فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ. فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ. فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ. فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسٰى. فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قُلْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ. وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ. وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ. فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ. قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ. وَلٰكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ. قَالَ. فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي"

সহজ তরজমা

৩৬২৭. হুদবা ইবনে খালিদ রহ. ...... মালিক ইবনে সা'সা রাযি. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ -কে যে রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছে সে রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, একদা আমি কা'বা ঘরের হাতিমের অংশে ছিলাম। কখনো কখনো রাবী (কাতাদা) বলেছেন, হিজরে শুয়েছিলাম। হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার নিকট এলেন এবং আমার এস্থান থেকে সে স্থানের মধ্যবর্তী অংশটি চিরে ফেললেন। রাবী কাতাদা বলেন, আনাস রাযি. কখনো قَدَّ (চিরলেন) শব্দ আবার কখনো شَقَّ (বিদীর্ণ) শব্দ বলেছেন। রাবী বলেন, আমি আমার পার্শ্বে বসা জারূদ রহ কে জিজ্ঞেস করলাম, এ দ্বারা কী বুঝিয়েছেন? তিনি বললেন, হলকুমের নিম্নদেশ থেকে নাভী পর্যন্ত। কাতাদা রহ বলেন, আমি আনাস রাযি.কে এ-ও বলতে শুনেছি, বুকের উপরিভাগ থেকে নাভীর নিচ পর্যন্ত। তারপর (নবী ﷺ বলেন) আগন্তুক আমার হৃদপিণ্ড বের করলেন। তারপর আমার নিকট একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হল যা ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। তারপর আমার হৃদপিণ্ডটি (যমযমের পানি দ্বারা) ধৌত করা হল এবং ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে যথাস্থানে পুনরায় রেখে দেয়া হল। তারপর সাদা রং এর একটি জন্তু আমার নিকট আনা হল। যা আকারে খচ্চর থেকে ছোট ও গাধা থেকে বড় ছিল? জারূদ রহ. তাকে বলেন, হে আবূ হামযা, ইহাই কি বুরাক? আনাস রাযি. বললেন, হাঁ। সে একেক কদম রাখে দৃষ্টির শেষ প্রান্তে।আমাকে তার উপর সাওয়ার করানো হল। তারপর আমাকে নিয়ে জিবরাঈল আ. চললেন, প্রথম আসমানে নিয়ে এসে দরজা খোলে দিতে বললেন, জিজ্ঞেস

https://e-ilm.weebly.com/

করা হল, ইনি কে? তিনি বললেন জিবরাঈল।আবার জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)। আবার জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হল, তার জন্য খোশ-আমদেদ, উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হল। আমি যখন পৌছালাম, তখন তথায় আদম আ. এর সাক্ষাত পেলাম। জিবরাঈল আ. বললেন, ইনি আপনার আদি পিতা আদম আ.। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, নেককার পুত্র ও নেককার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর উপরের দিকে চলে দ্বিতীয় আসমানে পৌছে দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞেস করা হল কে? তিনি বললেন জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ(ﷺ)। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। তারপর বলা হল- তাঁর জন্য খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর খুলে দেওয়া হল। যখন তথায় পৌছালাম। তখন সেখানে ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা আ. এর সাক্ষাত পেলাম। তাঁরা দু'জন ছিলেন পরস্পরের খালাত ভাই। তিনি(জিবরাঈল) বললেন, এরা হলেন ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা আ.। তাঁদের প্রতি সালাম করুন। তখন আমি সালাম করলাম। তাঁরা জবাব দিলেন, তারপর বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানের দিকে চললেন, সেখানে পৌছে জিবরাঈল বললেন খুলে দাও। তাঁকে বলা হল কে? তিনি উত্তর দিলেন, জিবরাঈল আ.। জিজ্ঞেস করা হল আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ(ﷺ)। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হল, তাঁর জন্য খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর দরজা খুলে দেওয়া হল। আমি তথায় পৌছে ইউসুফ আ.কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি ইউসুফ আ. আপনি তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনিও জবাব দিলেন এবং বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর জিব্রাঈল আ. আমাকে নিয়ে উর্ধ্ব-যাত্রা করলেন এবং চতুর্থ আসমানে পৌছলেন। আর (ফিরিশ্‌তাকে)দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ(ﷺ)। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। তখন বলা হল- তাঁর প্রতি খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তখন খুলে দেওয়া হল। আমি ইদ্রীস আ.এর কাছে পৌছলে জিবরাঈল বললেন, ইনি ইদ্রীস আ.। তাকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনিও জবাব দিলেন। তারপর বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। এরপর তিনি(জিবরাঈল) আমাকে নিয়ে উর্ধ্ব-যাত্রা করে পঞ্চম আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি উত্তর দিলেন, মুহাম্মাদ(ﷺ)। জিজ্ঞেস করা হল। তাঁকে ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। বলা হল, তাঁর প্রতি খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তথায় পৌছে হারুন আ. কে পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি হারুন আ. তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম; তিনিও জবাব দিলেন, এবং বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর আমাকে নিয়ে যাত্রা করে ষষ্ঠ আকাশে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। ফিরিশ্‌তা বললেন, তাঁর প্রতি খোশ-আমদেদ। উত্তম আগন্তুক এসেছেন। তথায় পৌছে আমি মূসা আ.কে পেলাম। জিবরাঈল আ. বললেন, ইনি মূসা আ. তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম; তিনি জবাব দিলেন, এবং বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। আমি যখন অগ্রসর হলাম তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কিসের জন্য কাঁদছেন? তিনি বললেন আমি এজন্য কাঁদছি যে, আমার পর একজন যুবককে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, যার উম্মত আমার উম্মত থেকে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর জিবরাঈল আ. আমাকে নিয়ে সপ্তম আকাশের দিকে গেলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হল,

https://e-ilm.weebly.com/

আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে ডেকে পাঠান হয়েছে কি? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হল, তাঁর প্রতি খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। আমি সেখানে পৌঁছে ইব্রাহীম আ.কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল আ. বললেন, ইনি আপনার পিতা। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, নেককার পুত্র ও নেককার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত উঠানো হল। দেখতে পেলাম, উহার ফল হাজার অঞ্চলের মটকার ন্যায় এবং তার পাতাগুলি এই হাতির কানের মত। আমাকে বলা হল, এ হল সিদরাতুল মুনতাহা(জড় জগতের শেষ প্রান্ত)। সেখানে আমি চারটি নহর দেখতে পেলাম, যাদের দু'টি ছিল অপ্রকাশ্য দু'টি ছিল প্রকাশ্য। তখন আমি জিব্রাঈল আ.-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ নহরগুলো কী? হে জিবরাঈল। তিনি বলরেন, অপ্রকাশ্য দু'টি হল জান্নাতের দুইটি নহর। আর প্রকাশ্য দুটি হল নীল নদী ও ফুরাত নদী। তারপর আমার সামনে 'আল-বায়তুল মামুর' প্রকাশ করা হল, এরপর আমার সামনে একটি শরাবের পাত্র, একটি দুধের পাত্র ও একটি মধুর পাত্র পরিবেশন করা হল। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। তখন জিবরাঈল বললেন, এ-ই হচ্ছে ফিতরাত (দীন-ই-ইসলাম)। আপনি ও আপনার উম্মতগণ এর উপর প্রতিষ্ঠিত। তারপর আমার উপর দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হল। এরপর আমি ফিরে আসলাম। মূসা আ. এর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে কী আদেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমকে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে সমর্থ হবে না। আল্লাহ্র কসম। আমি আপনার আগে লোকদের পরীক্ষা করেছি এবং বনী ইসরাইলের হেদায়েতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। তাই আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের (বোঝা) হাল্কা করার জন্য আবেদন করুন। আমি ফিরে গেলাম। ফলে আমার উপর থেকে (দশ ওয়াক্ত সালাত) হ্রাস করে দিলেন। আমি আবার মূসা আ. এর নিকট ফিরে এলাম তিনি আবার আগের মত বললেন, আমি আবার ফিরে গেলাম। ফলে আল্লাহ তা'আলা আরো দশ (ওয়াক্ত সালাত) কমিয়ে দিলেন। ফিরার পথে মূসা আ. এর নিকট পৌঁছালে, তিনি আবার পূর্বোক্ত কথা বললেন, আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা আরো দশ (ওয়াক্ত) হ্রারাস করলেন। আমি মূসা আ. নিকট ফিরে এলাম। তিনি আবার ঐ কথাই বললেন আমি আবার ফিরে গেলাম। তখন আমাকে দশ (ওয়াক্ত) সালাতের আদেশ দেওয়া হয়। আমি (তা নিয়ে) ফিরে এলাম। মূসা আ. ঐ কথাই আগের মত বললেন। আমি আবার ফিরে গেলাম, তখন আমাকে পাঁচ (ওয়াক্ত) সালাতের আদেশ করা হয়। তারপর মূসার আ. নিকট ফিরে এলাম। তিনি বললেন, আপনাকে কী আদেশ দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম, দৈনিক পাঁচ(ওয়াক্ত) সালাত আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে। মূসা আ. বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ সালাত আদায় করতেও সমর্থ হবে না। আপনার পূর্বে আমি লোকদের পরীক্ষা করেছি। বনী ইসরাইলের হেদায়েতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো সহজ করার আবেদন করুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি আমার রবের নিকট(অনেকবার) আবেদন করেছি, এতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আর আমি এতেই সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তা মেনে নিয়েছি। এরপর তিনি বললেন, আমি যখন (মূসা আ. কে অতিক্রম করে) অগ্রসর হলাম, তখন জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিলেন, আমি আমার অবশ্য পালনীয় আদেশটি জারি করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের উপর লঘু করে দিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৪৮ থেকে ৫৫০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৪৫৫, ৪৮১, ৪৮৭-৪৮৮ ইত্যাদি পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

সহজ তাশরীহ: মেরাজের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী ২য় খন্ড ৩৫৪ পৃষ্ঠা।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ} قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ، أُرِيَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ.

সহজ তরজমা

৩৬২৮. আল হুমাইদী রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলার বাণী "আর আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য" এর তাফসীরে বলেন, এটি হল চোখের দেখা চাক্ষুস বিষয়, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সে রাতে দেখানো হয়েছে। যে রাতে তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল। ইবনে 'আব্বাস রাযি. আরো বলেন, কুরআন শরীফে যে অভিশপ্ত বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে, তা হল যাক্কুম বৃক্ষ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৫০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৬৮৬ ও ৯৭৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ وُفُودِ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ، وَبَيْعَةِ الْعَقَبَةِ

২১৫৮. পরিচ্ছেদ : মক্কায় নবী কারীম ﷺ এর নিকট আনসারদের দলের আগমন ও বাইআতে আকাবার বর্ণনা

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ- وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِينَ عَمِيَ- قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. بِطُولِهِ، قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ، أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا.

সহজ তরজমা

৩৬২৯. ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকায়ের রহ. .... 'আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব রহ যিনি কা'ব এর পথ প্রদর্শক ছিলেন যখন কা'ব অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন-তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবনে মালিক রাযি.-কে তাবুক যুদ্ধকালে নবী ﷺ থেকে তাঁর পশ্চাতে থেকে যাওয়ার ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করতে শুনেছি। ইবনে বুকায়র তাঁর বর্ণনায় এ কথাটিও বলেন যে, কা'ব রাযি. বলেছেন, আমি 'আকাবার রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, যখন আমরা ইসলামের উপর অটল থাকার অঙ্গীকার করেছিলাম। সে রাত্রের পরিবর্তে বদর যুদ্ধে উপস্থিত হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয় নয়, যদিও বদর যুদ্ধ জনগণের মধ্যে 'আকাবার তুলনায় অধিক আলোচিত ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদীসাংশ ولقد شهدت مع الخ, এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৫০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে ৩৮৬, ৪১৪, ৫০২ পৃষ্ঠায় আর সামনে ৫৬৩, ৬৩৪, ৬৭৪, ৬৭৫ পৃষ্ঠায় অসবে।

সহজ তাশরীহ : বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য নাসরুল বারী ৮ম খন্ড মাগাজী অংশ দ্রষ্টব্য।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ كَانَ عَمْرٌو يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ شَهِدَ بِي خَالاَىَ الْعَقَبَةَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَحَدُهُمَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ

সহজ তরজমা

৩৬৩০. 'আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. .... জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আকাবার রাতে আমার দু'জন মামা আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইমাম বুখারী রহ বলেন, ইবনে উয়ায়না বলেন, দু'জন মামার একজন হলেন বারা' ইবনে মারূর রাযি.।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদীসাংশ شهدبى خالاى العقبة এর সাথে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এখানে হাদীসটি ৫৫০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৫৫০ পৃষ্ঠায় আসবে।

সহজ তাশরীহ : আল্লামা কাসতালানী রহ. বলেন, হযরত জাবের রাযি.এর মাতার নাম নুসাইবা। نسيبه এর নূন হরফে পেশ। যিনি عقبة (عين হরফে পেশ) উকবা এর মেয়ে ছিলেন, তার ভাই ছিলেন সা'লাবা ও আমর। এ দুজন হযরত জাবের রাযি.এর মামা ছিলেন। যারা বাইআতে আক্বাবাতে উপস্থিত ছিলেন। আর হযরত বারা ইবনে মা'রুর হযরত জাবের রাযি.এর মামা ছিলেন না। কিন্তু হযরত জাবের রাযি.এর নিকটাত্মিয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। আরবরা মায়ের নিকটাত্মীয়দেরকে মামা বলত। (قس)

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. أَخْبَرَنَا هِشَامٌ. أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَهُمْ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ أَنَا وَأَبِي. وَخَالاَىَ. مِنْ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ.

সহজ তরজমা

৩৬৩১. ইব্রাহীম ইবনে মূসা রহ. .... 'আতা রাযি. থেকে বর্ণিত, জাবির রাযি. বলেন, আমি আমার পিতা আবদুল্লাহ এবং আমার মামা 'আকাবায় (বায়'আতে) অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল এটা উল্লিখিত হাদীসের অপর একটি সূত্র।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৫০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর পূর্বে হাদীসটি ৫৫০ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

সহজ তাশরীহ : এ হাদীসে خالاى শব্দটি দ্বিবচন বোধক। এর দ্বারা উদ্দেশ্য দুই মামা অর্থাৎ সা'লাবা ও আমর এদের সকলেই বাইআতে আক্বাবাতে শরীক ছিলো। এক নুসখাতে দ্বিবচনের স্থলে একবচন خال শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عَمِّهِ. قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ. عَائِذُ اللهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ. مِنَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَمِنْ أَصْحَابِهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ. أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ "تَعَالَوْا بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا. وَلاَ تَسْرِقُوا. وَلاَ تَزْنُوا. وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ. وَلاَ تَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ. إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ. وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ". قَالَ فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذَلِكَ.

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৬৩২. ইসহাক ইবনে মানসূর রহ. .... আবূ ইদরীস আইযুল্লাহ রহ থেকে বর্ণিত যে, উবাদা ইবনে সামিত রাযি. যিনি নবী (ﷺ)-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে এবং আকাবার রাতে উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন- তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবীদের একটি দলকে লক্ষ্য করে বললেন, এস তোমরা আমার কাছে এ কথার উপর বায়'আত কর যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, তোমরা চুরি করবেনা, তোমরা ব্যাভিচার করবেনা; তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা, তোমরা (কারো প্রতি) অপবাদ আরোপ করবেনা যা তোমরা নিজে থেকে বানিয়ে নাও, তোমরা নেক কাজে আমার নাফরমানী করবেনা। তোমাদের মধ্যে যে ব্যাক্তি এসব শর্ত পূরণ করে চলবে সে আল্লাহর পাকের নিকট তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে। আর যে এসবের কোন কিছুতে লিপ্ত হয় এবং তাকে এ কারণে দুনিয়াতে আইনানুগ শাস্তি দেয়া হবে, তবে এ শাস্তি তার কাফফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যাক্তি এ সবের কোনটিতে লিপ্ত হল আর আল্লাহ তা গোপন রাখেন, তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহ পাকের ওপর ন্যস্ত। তিনি ইচ্ছে করলে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছে করলে মাফ করবেন। উবাদা রাযি. বলেন, আমিও এসব শর্তের উপর নবী (ﷺ) হাতে বায়'আত করেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদিসাংশ بايعوني এবং بايعناه এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদিসটি ৫৫০ - ৫৫১ পৃষ্ঠায় রয়েছে - আর ইতিপূর্বে হাদিসটি ৭ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫৭০ ও অন্যান্য পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَزْنِيَ، وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَلاَ نَنْتَهِبَ، وَلاَ نَعْصِيَ بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ.

সহজ তরজমা

৩৬৩৩. কুতায়বা রহ. ...... উবাদা ইবনে সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঐ মনোনীত প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছিল। তিনি আরও বলেন, আমরা তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছিলাম জান্নাত লাভের জন্য। যদি আমরা এই কাজগুলো করি এই শর্তে যে, আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করবনা, ব্যাভিচারে লিপ্ত হব না, চুরি করবনা। আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে না হক হত্যা করব না এবং নাফরমানী করব না। আর যদি আমরা এর মধ্যে কোনটিতে লিপ্ত হই, তবে এর ফয়সালা আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদিসাংশ بايعوا এবং بايعناه এর সাথে

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদীসটি ৫৫০ থেকে ৫৫১ পৃষ্ঠায় রয়েছে আর ইতিপূর্বে হাদীসটি ৭ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে এবং সামনে ৫৭০ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ ﷺ عَائِشَةَ. وَقُدُومِهَا الْمَدِينَةَ. وَبِنَائِهِ بِهَا

২১৫৯. পরিচ্ছেদ : রাসূল ﷺ এর হযরত আয়েশা রাযি. এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং মদীনায় গমন ও হযরত আয়েশা রাযি. এর রুখসাত সম্পর্কে

حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ. فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ. فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً. فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي. فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لاَ أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ. وَإِنِّي لأُنْهِجُ. حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي. ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ. وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي. فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضُحًى. فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ. وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

সহজ তরজমা

৩৬৩৪. ফারওয়া ইবনে আবূ মাগরা রহ. ...... আয়শা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আমাকে বিবাহ করেন, তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। তারপর আমরা মদীনায় এলাম এবং বনু হারিস গোত্রে অবস্থান করলাম। সেখানে আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম। এতে আমার চুল পড়ে গেল। (সুস্থ হওয়ার) পরে যখন আমার মাথার চুল জমে উঠল, সে সময় আমি একদিন আমার বান্ধবীদের সাথে দোলনায় খেলা করছিলাম। তখন আমার মাতা উম্মে রুমান আমাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে এলাম। আমি বুঝতে পারিনি তার উদ্দেশ্য কি? তিনি আমার হাত ধরে ঘরের দরজায় এসে আমাকে দাঁড় করালেন। আর আমি হাঁপাচ্ছিলাম। অবশেষে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্থির হল। এরপর তিনি কিছু পানি নিলেন এবং এর দ্বারা আমার মুখমণ্ডল ও মাথা মসেহ করে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করালেন। সেখানে কয়েকজন আনসারী মহিলা ছিলেন। তাঁরা বললেন, (তোমার আগমন) কল্যাণময়, বরকতময় এবং সৌভাগ্যময় হউক। আমাকে তাদের কাছে সোপর্দ করে দিলেন। তাঁরা আমার অবস্থান ঠিকঠাক করে দিলেন, তখন ছিল পূর্বাহ্নে। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আগমন আমাকে সচকিত করে তুলল। তাঁরা আমাকে তাঁর কাছে সোপর্দ করে দিলেন। সে সময় আমি নয় বছরের বালিকা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট। কেননা হাদিসটি এ তিনটি বিষয়েই সমন্বিত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদিসটি ৫৫১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে সংক্ষিপ্তভাবে ৫৫১, ৭৭১, ৭৭৫ পৃষ্ঠায় আসবে। আর ইবনে মাজাহ শরীফে বিবাহ অধ্যায়ে আসবে।

সহজ তাশরীহ : হাদিসে উলেখিত ঘটনাটি ১ম অথবা দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের।

حَدَّثَنَا مُعَلًّى. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا " أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ. أَرَى أَنَّكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ ".

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৬৩৫. মু'আল্লা রহ. ...... আয়শা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে বলেন, দু'বার তোমাকে আমায় স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম, তুমি একটি রেশমী বস্ত্রে বেষ্টিত এবং আমাকে বলছে ইনি আপনার স্ত্রী। আমি তাঁর ঘুমটা সরিয়ে দেখলাম, সে মহিলা তুমিই। তখন আমি (মনে মনে) বলছিলাম, যদি তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে তিনি তা কার্যকর করবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল গ্রহন করা হবে হাদিসসাংশ هٰذِهِ امْرَأَتُكَ

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদিসটি ৫৫১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৭৬৮, ১০৩৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ. فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذٰلِكَ. وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ. ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

সহজ তরজমা

৩৬৩৬. উবায়েদ ইবনে ইসমাইল রহ. ...... হিশাম এর পিতা থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর মদীনার দিকে বেরিয়ে আসার তিন বছর আগে খাদীজা রাযি.-এর ওফাত হয়। তারপর দু'বছর অথবা এর কাছাকাছি সময় পরে তিনি আয়শা রাযি.-কে বিবাহ করেন, যখন তিনি ছিলেন ছয় বছরের বালিকা, তারপর নয় বছর বয়সে বাসর উদযাপন করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদিসটি বুখারীতে ৫৫১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে ৫৫১ পৃষ্ঠাতে অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৭৭১ ও ৭৭৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

২১৬০. পরিচ্ছেদ : রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের মদীনার দিকে হিজরত করা সম্পর্কে

وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ» وَقَالَ أَبُو مُوسٰى. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ. فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ. أَوْ هَجَرُ. فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ»

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ও হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন। যদি হিজরত না থাকতো তাহলে আমি আনসারদের একজন হওয়াটা পছন্দ করতাম। আর হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি এমন এক ভূমিতে হিজরত করলাম যেখানে খেজুরের বাগান রয়েছে। তখন আমি প্রথম প্রথম মনে করলাম তা হয়তো ইয়ামামাহ অথবা হিজর এর দিকে হবে। কিন্তু পরবর্তীতে জানতে পারলাম যে, সে স্থানটি মদীনা ছিল। যাকে ইয়াসরিবও বলে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ عُدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ نَمِرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ إِذْخِرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا.

সহজ তরজমা

৩৬৩৭. হুমায়দী রহ. ...... আবূ ওয়াইল রহ. বলেন, আমরা পীড়িত খাব্বাব রাযি.-কে দেখতে গেলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে হিজরত করেছিলাম- আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্র নিকট আমাদের সাওয়াব রয়েছে। তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কোন প্রতিদানের কিছু না নিয়েই চলে গেছেন। এদের মধ্যে ছিলেন মুস'আব ইবনে উমায়ের রাযি.। তিনি ওহুদের দিন শহীদ হন। তিনি একখানা চাদর রেখে যান। আমরা যখন (কাফন) হিসেবে এটি দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দিতাম তখন তাঁর পা বেরিয়ে পড়ত, আর যখন আমরা পা ঢেকে দিতাম, তখন তাঁর মাথা বেরিয়ে পড়ত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, আমরা যেন তাঁর মাথা ঢেকে দিই এবং তাঁর পায়ের উপর কিছু ইযিখর(ঘাস) রেখে দিই। আর আমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ রয়েছেন, যাদের ফল পরিপক্ক হয়েছে এবং তাঁরা তা পেড়ে খাচ্ছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদিসাংশ هاجرنا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদিসটি ৫৫১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে ১৭০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫৫৬, ৫৭৯, ৫৮৪, ৯৫৪ ও ৯৫৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ ".

সহজ তরজমা

৩৬৩৮. মুসাদ্দাদ রহ. ...... উমর রাযি. বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আমলের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যাতের উপর। সুতরাং যার হিজরত হয় দুনিয়া লাভের জন্য কিংবা কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরত হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে তার জন্য। আর যার হিজরত হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে, তবে তাঁর হিজরত হবে আল্লাহ্ও তাঁর রাসূলেরই জন্য।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদিসটি ৫৫১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে ২, ১৩, ৩৪৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৭৫৯, ৯৮৯, ও ১০২৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَقُولُ: لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ قَالَ: يَحْيَى

https://e-ilm.weebly.com/

بْنُ حَمْزَةَ وَحَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ. عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ. قَالَ: زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ. فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الهِجْرَةِ فَقَالَتْ: لاَ هِجْرَةَ اليَوْمَ. كَانَ المُؤْمِنُونَ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ. مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ. فَأَمَّا اليَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الإِسْلاَمَ. وَاليَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ. وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ»

সহজ তরজমা

৩৬৩৯. ইসহাক ইবনে ইয়াযীদ দামেশ্‌কী রহ. ...... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলতেন, (মক্কা) বিজয়ের পর হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই। আওযায়ী 'আতা রহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি উবায়দ ইবনে উমায়র লাইসী রাযি.-এর সঙ্গে আয়েশা রাযি. এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তারপর তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এখন হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই। অতীতে মু'মিনদের কেউ তার দীনের জন্য তার প্রতি ফিতনার ভয়ে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি হিজরত করতেন আর আজ আল্লাহ্ ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। এখন কোন মু'মিন তার রবের ইবাদাত যেখানে ইচ্ছে (নির্বিঘ্নে) করতে পারে। তবে জিহাদ ও নিয়্যাত(কল্যাণ ও ফজিলতের) রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে মিল এ হিসেবে যে, এতে হিজরতের আলোচনা রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদিসটি ৫৫১ - ৫৫২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে মাগাজীতে ৬১৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنِي زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. قَالَ هِشَامٌ فَأَخْبَرَنِي أَبِي. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. أَنَّ سَعْدًا. قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَأَخْرَجُوهُ. اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. وَقَالَ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا نَبِيَّكَ وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قُرَيْشٍ

সহজ তরজমা

৩৬৪০. যাকারিয়্যা ইবনে ইয়াহ্ইয়া রহ. ...... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খন্দকের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পর) সাদ রাযি. দু'য়া করলেন, ইয়া আল্লাহ আপনি তো জানেন, আমার নিকট আপনার রাহে এ কওমের বিরুদ্ধে, যারা আপনার রাসূলকে অবিশ্বাস করেছে ও তাঁকে (মাতৃভূমি থেকে) বিতাড়িত করেছে- জিহাদ করা এত প্রিয় যতটুকু অন্য কারো বিরুদ্ধে নয়। ইয়া আল্লাহ্ আমার ধারণা আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যকার লড়াই খতম করে দিয়েছেন। আবান ইবনে ইয়াযীদ রহ. ...... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, সে কাওম যারা তোমার নবী (ﷺ) কে অবিশ্বাস করেছে এবং তাকে (স্বদেশ থেকে) বের করে দিয়েছে, তারা কুরাইশ গোত্রেরই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদিসাংশ واخرجوه এর সাথে। অর্থাৎ তারা মক্কা থেকে মদীনার দিকে বের হয়ে যাওয়ার কারণ ছিল। আর এ বের হওয়াকেই হিজরত বলা হয়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদিসটি ৫৫২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে হাদিসটি ৬৬ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে মাগাজীতে ৫৯১ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكُثَ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ

সহজ তরজমা

৩৬৪১. মাতার ইবনে ফাযল রহ. ...... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নবুওয়াত দেওয়া হয় চল্লিশ বছর বয়সে, এরপর তিনি তের বছর মক্কায় অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিল। তারপর হিজরতের নির্দেশ পান। এবং হিজরতের পর দশ বছর(মদীনায়) অবস্থান করেন। আর তিনি তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদিসাংশ ثم امر بالهجرة এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদিসটি ৫৫২ পৃষ্ঠায়। আর ইতিপূর্বে হাদিসটি ৫৪৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৬৪১ ও ৭৪৪ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنِي مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ.

সহজ তরজমা

৩৬৪২. মাতার ইবনে ফাযল রহ. ...... ইবনে 'আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। আর তিনি তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল এ হিসেবে যে, রাসূল ﷺ এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর ১৩ বৎসর মক্কায় থাকাটা এ কথার উপর দালালত করে যে, অবশিষ্ট জীবন মদীনায় কাটান। যা পরোক্ষভাবে দালালত করে যে, রাসূল ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদিসটি ৫৫২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর অবশিষ্ট উদ্ধৃতির জন্য পূর্বের হাদিসটি দ্রষ্টব্য।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ ـ يَعْنِي ابْنَ حُنَيْنٍ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ‏رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ ‏"‏ إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ ‏"‏‏.‏ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا‏.‏ فَعَجِبْنَا لَهُ، وَقَالَ النَّاسُ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ، يُخْبِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ وَهْوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا‏.‏ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ‏.‏ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، إِلاَّ خُلَّةَ الإِسْلاَمِ، لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلاَّ خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ ‏"‏‏.‏

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৬৪৩. ইসমাইল ইবনে আবদুল্লাহ রহ. ...... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুটি বিষয়ের একটির ইখতিয়ার দিয়েছেন। তাঁর একটি হল- দুনিয়ার ভোগ-সম্পদ আর একটি হল আল্লাহ্‌র নিকট যা রক্ষিত রয়েছে। তখন সে বান্দা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তাই পছন্দ করলেন। একথা শুনে আবূ বকর রাযি. কেঁদে ফেললেন, এবং বললেন, আমাদের পিতা-মাতাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। তাঁর অবস্থা দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। লোকেরা বলতে লাগল, এ বৃদ্ধের অবস্থা দেখ রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বান্দার সম্বন্ধে খবর দিলেন যে, তাকে আল্লাহ পার্থিব ভোগ-সম্পদ দেওয়ার এবং তাঁর কাছে যা রয়েছে, এ দু'য়ের মধ্যে ইখতিয়ার দিলেন। আর এই বৃদ্ধ বলছে, আপনার জন্য আমাদের মাতা-পিতা উৎসর্গ করলাম। (প্রকৃতপক্ষে) রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই হলেন সেই ইখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা। আর আবূ বকর রাযি.ই হলেন আমাদের মধ্যে সবচাইতে বিজ্ঞ ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার সহচর্য ও মাল দিয়ে আমার প্রতি সর্বাধিক ইহসান করেছেন তিনি হলেন আবূ বকর রাযি.। যদি আমি আমার উম্মতের কোন ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ বকরকেই করতাম। তবে তার সঙ্গে আমার ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মসজিদের দিকে আবূ বকর রাযি. এর দরজা ছাড়া অন্য কারো দরজা খোলা থাকবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদিসাংশ ان من امن الناس على الخ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদিসটি ৫৫২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে ৬৬ - ৬৭ পৃষ্ঠায় ও ৫১৬ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ عُقَيْلٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ. أَنَّ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ. وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ. حَتَّى بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ. فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَنِي قَوْمِي. فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ. إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. وَتَصِلُ الرَّحِمَ. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَأَنَا لَكَ جَارٌ. ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ. فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ. فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشٍ. فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ. أَتُخْرِجُونَ رَجُلاً يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. وَيَصِلُ الرَّحِمَ. وَيَحْمِلُ الْكَلَّ. وَيَقْرِي الضَّيْفَ. وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ. وَقَالُوا لاِبْنِ الدَّغِنَةِ مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ. فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ. وَلاَ يُؤْذِينَا بِذَلِكَ وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ. فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ. فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ. وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِصَلاَتِهِ. وَلاَ يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ. ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ. وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ. وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ

https://e-ilm.weebly.com/

رَجُلاً بَكَّاءً. لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ. وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ. فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ. فَقَالُوا إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ، عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ. فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ. فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ. فَأَعْلَنَ بِالصَّلاَةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِ. وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَانْهَهُ. فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ. وَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ. فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ. وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لأَبِي بَكْرٍ الاِسْتِعْلاَنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ. فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ. وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَىَّ ذِمَّتِي. فَإِنِّي لاَ أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَالنَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُسْلِمِينَ " إِنِّي أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لاَبَتَيْنِ ". وَهُمَا الْحَرَّتَانِ. فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ. وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِينَةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " عَلَى رِسْلِكَ. فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ قَالَ " نَعَمْ ". فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ. وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ وَهُوَ الْخَبَطُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لأَبِي بَكْرٍ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَقَنِّعًا. فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي، وَاللَّهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَمْرٌ. قَالَتْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ. فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ " أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ " فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّحَابَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَعَمْ ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بِالثَّمَنِ ". قَالَتْ عَائِشَةُ فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ. وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ. فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الْجِرَابِ. فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقِ. قَالَتْ. ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ فَكَمَنَا فِيهِ ثَلاَثَ لَيَالٍ. يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ ثَقِفٌ لَقِنٌ. فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ. فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ. فَلاَ يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ. حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ. وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ. فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ يَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ. فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلٍ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا. حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ. يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلاَثِ. وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا. وَالْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ. قَدْ غَمَسَ

https://e-ilm.weebly.com/

حِلْفًا فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ. وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ. فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا. وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاثٍ. وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ. وَهُوَ ابْنُ أَخِي سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ. أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ يَقُولُ: جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ. يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ. دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ. فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجٍ. أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ. حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ. فَقَالَ يَا سُرَاقَةُ. إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسْوِدَةً بِالسَّاحِلِ. أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ. قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ. وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلانًا وَفُلانًا. انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا. ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً. ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي. وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ. فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ. وَأَخَذْتُ رُمْحِي. فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ. فَحَطَطْتُ بِزُجِّهِ الأَرْضَ. وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ. حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا. فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي. حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ. فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي. فَخَرَرْتُ عَنْهَا. فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي. فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا: أَضُرُّهُمْ أَمْ لا. فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ. فَرَكِبْتُ فَرَسِي. وَعَصَيْتُ الأَزْلامَ. تُقَرِّبُ بِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَهُوَ لا يَلْتَفِتُ. وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الإِلْتِفَاتَ. سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الأَرْضِ. حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ. فَخَرَرْتُ عَنْهَا. ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ. فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا. فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً. إِذَا لِأَثَرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ. فَاسْتَقْسَمْتُ بِالأَزْلامِ. فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ. فَنَادَيْتُهُمْ بِالأَمَانِ فَوَقَفُوا. فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ. وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ. أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ. وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ. وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ. فَلَمْ يَرْزَآنِي وَلَمْ يَسْأَلانِي. إِلا أَنْ قَالَ: أَخْفِ عَنَّا فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْنٍ. فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ. ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ. فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِي رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. كَانُوا تِجَارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّامِ فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ. وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ. فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ. فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ. فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ. فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ. أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ. لِأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ. فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ. هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ. فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلاحِ. فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ. فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. حَتَّى نَزَلَ

https://e-ilm.weebly.com/

بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَامِتًا، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَيِّي أَبَا بَكْرٍ، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ، لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: «هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَنْزِلُ». ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغُلاَمَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ، لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالاَ: لاَ، بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ، وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ: "هَذَا الْحِمَالُ لاَ حِمَالَ خَيْبَرْ، هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ. وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهْ، فَارْحَمِ الأَنْصَارَ، وَالْمُهَاجِرَهْ" فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي الأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامٍّ غَيْرَ هَذِهِ الأَبْيَاتِ

সহজ তরজমা

৩৬৪৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে বুকায়র রহ. .... নবী সহধর্মিণী আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার মাতা পিতাকে কখনো ইসলাম ব্যাতীত অন্য কোন দীন পালন করতে দেখিনি এবং এমন কোন দিন অতিবাহিত হয়নি যেদিন সকালে কিংবা সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাড়ীতে আসেন নি। যখন মুসলমানগণ (মুশরিকদের নির্যাতনে) অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, তখন আবূ বকর রাযি. হিজরত করে আবিসিনিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। অবশেষে বারকুল গিমাদ (নামক স্থানে) পৌঁছালে ইবনে দাগিনার সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। সে ছিল তার গোত্রের নেতা। সে বলল, হে আবূ বকর, কথায় যাচ্ছেন? উত্তরে আবূ বকর রাযি. বললেন, আমার স্ব-জাতি আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি মনে করছি পৃথিবী ঘুরে বেড়াব এবং আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। ইবনে দাগিনা বলল, হে আবূ বকর রাযি. আপনার মত ব্যক্তি (দেশ থেকে) বের হতে পারে না। আপনি তো নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করে দেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমদের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানদের মেহমানদারী করে থাকেন, এবং সত্য পথের পথিকদের বিপদ আপদে সাহায্য করেন। সুতরাং আমি আপনাকে আশ্রয় দিচ্ছি, আপনাকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতার অঙ্গীকার করছি। আপনি ফিরে যান এবং নিজ শহরে আপনার রবের ইবাদত করুন। আবূ বকর রাযি. ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে ইবনে দাগিনাও এল। ইবনে দাগিনা বিকেল বেলা কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বর্গের নিকট গেল এবং তাদের বলল, আবূ বকরের মত লোক দেশ থেকে বের হতে পারে না এবং তাকে বের করে দেওয়া যায় না। আপনারা কি এমন ব্যক্তিকে বের করবেন, যে নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমদের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং ন্যায়ের উপর থাকার দরুন বিপদ এলে সাহায্য করেন। ইবনে দাগিনার আশ্রয়দান কুরাইশগণ মেনে নিল, এবং তারা ইবনে দাগিনাকে বলল, তুমি আবূ বকরকে বলে দাও, তিনি যেন তাঁর রবের ইবাদত তাঁর ঘরে করেন। সালাত তথায়ই আদায় করেন, ইচ্ছামাফিক কুরআন তিলাওয়াত করেন। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের যেন কষ্ট না দেন। আর এসব যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেননা, আমরা আমাদের মেয়েদের ও ছেলেদের ফিতনায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করি। ইবনে দাগিনা আবূ বকর রাযি.-কে

https://e-ilm.weebly.com/

এসব কথা বলে দিলেন। সে মতে কিছুকাল আবূ বকর রাযি. নিজের ঘরে তাঁর রবের ইবাদত করতে লাগলেন। সালাত প্রকাশ্যে আদায় করতেন না এবং ঘরেই কোরআন তিলওয়াত করতেন। এরপর আবূ বকরের মনে (একটি মসজিদ নির্মাণের কথা) উদিত হল। তাই তিনি তাঁর ঘরের পাশেই একটি মসজিদ তৈরী করে নিলেন। এতে তিনি সালাত আদায় করতেন এবং কোরআন তিলওয়াত করতেন। এতে তার কাছে মুশরিক মহিলা ও যুবকগণ ভীড় জমাতে লাগল। তারা আবূ বকর রাযি.-এর একাজে বিস্মিত হত এবং তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। আবূ বকর রাযি. ছিলেন একজন ক্রন্দনশীল ব্যক্তি তিনি যখন কুরআন পড়তেন তখন তাঁর চোখের অশ্রু সামলিয়ে রাখতে পারতেন না। এ ব্যাপারটি মুশরিকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের আতঙ্কিত করে তুলল এবং তারা ইবনে দাগিনাকে ডেকে পাঠাল। সে এল। তারা তাকে বলল, তোমার আশ্রয় প্রদানের কারণে আমরাও আবূ বকর কে আশ্রয় দিয়েছিলাম, এই শর্তে যে, তিনি তাঁর রবের ইবাদত তাঁর ঘরে করবেন। কিন্তু সে শর্ত তিনি লংঘন করেছেন। আমাদের ভয় হচ্ছে, আমাদের মহিলা ও সন্তানরা ফিতনায় পড়ে যাবে। কাজেই তুমি তাঁকে নিষেধ করে দাও। তিনি তাঁর রবের ইবাদত তাঁর গৃহে সীমাবদ্ধ রাখতে পছন্দ করলে তিনি তা করতে পারেন। আর যদি তিনি তা অস্বীকার করে প্রকাশ্যে তা করতে চান তবে তাঁকে তোমার আশ্রয় প্রদান ও দায় দায়িত্বকে প্রত্যার্পণ করতে বল। আমরা তোমার আশ্রয় প্রদানের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করাকে অত্যন্ত অপছন্দ করি, আবার আবূ বকরকেও এভাবে প্রকাশ্যে ইবাদত করার জন্য ছেড়ে দিতে পারিনা। আয়শা রাযি. বলেন, ইবনে দাগিনা এসে আবূ বকর রাযি.-কে বলল, আপনি অবশ্যই জানেন যে, কী শর্তে আমি আপনার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলাম। আপনি হয়ত তাতে সীমিত থাকবেন অন্যথায় আমার জিম্মাদারী আমাকে ফিরত দিবেন। আমি এ কথা আদৌ পছন্দ করিনা যে, আমার সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং আমার আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ আরববাসীর নিকট প্রকাশিত হউক। আবূ বকর রাযি. তাকে বললেন, আমি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার আল্লাহর আশ্রয়ের উপরই সন্তুষ্ট আছি। এসময় নবী ﷺ মক্কায় ছিলেন। নবী ﷺ মুসলিমদের বললেন, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান (স্বপ্নে) দেখানো হয়েছে। সে স্থানে খেজুর বাগান রয়েছে এবং তা দুইটি প্রস্তরময় প্রান্তরে অবস্থিত। এরপর যারা আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন, তাদেরও অধিকাংশ সেখান থেকে ফিরে মদীনায় চলে আসলেন। আবূ বকর রাযি.ও মদীনার দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর। আশা করছি আমাকেও অনুমতি দেওয়া হবে। আবূ বকর রাযি. বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান! আপনিও কি হিজরতের আশা করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আবূ বকর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহচর্য লাভের জন্য নিজেকে হিজরত থেকে বিরত রাখলেন এবং তাঁর নিকট যে দু'টি উট ছিল এ দুটি চার মাস পর্যন্ত(ঘরে রেখে) বাবলা গাছের পাতা(ইত্যাদি) খাওয়াতে থাকেন।

ইবনে শিহাব উরওয়া রাযি. সূত্রে আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইতিমধ্যে একদিন আমরা ঠিক দুপুর বেলায় আবূ বকর রাযি. এর ঘরে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আবূ বকরকে সংবাদ দিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা ঢাকা অবস্থায় আসছেন। তা এমন সময় ছিল যে সময় তিনি পূর্বে কখনো আমাদের এখানে আসেননি। আবূ বকর রাযি. তাঁর আগমন বার্তা শুনে বললেন, আমার মাতাপিতা তাঁর প্রতি কুরবান। আল্লাহর কসম, তিনি এ সময় নিশ্চয়ই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কারনেই আসছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ পৌঁছে (প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেওয়া হল। প্রবেশ করে নবী ﷺ আবূ বকরকে বললেন, এখানে অন্য যারা আছে তাদের বের করে দাও। আবূ বকর রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান! এখানে তো আপনারই পরিবার। তখন তিনি বললেন, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবূ বকর রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান! আমি আপনার সফরসঙ্গী হতে ইচ্ছুক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঠিক আছে। আবূ বকর রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা কুরবান! আমার এ দু'টি উট থেকে আপনি যে কোন একটি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

https://e-ilm.weebly.com/

(ঠিক আছে) তবে মূল্যের বিনিময়ে। আয়েশা রাযি. বলেন, আমরা তাঁদের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা দ্রুততার সহিত সম্পন্ন করলাম এবং একটি থলের মধ্যে, তাঁদের খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করে দিলাম। আমার বোন আসমা বিনতে আবূ বকর রাযি. তার কোমর বন্ধের কিছু অংশ কেটে সে থলের মুখ বেঁধে দিলেন। এ কারণেই তাঁকে 'জাতুন নেতাক' (কোমর বন্ধ বিশিষ্ট) বলা হত। আয়শা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর রাযি. (রওনা হয়ে) সাওর পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তাঁরা সেখানে তিনটি রাত অবস্থান করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবূ বকর রাযি. তাঁদের পাশেই রাত্রি যাপন করতেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ। তিনি শেষ রাত্রে ওখান থেকে বেরিয়ে মক্কায় রাত্রি যাপনকারী কুরাইশদের সহিত ভোর বেলায় মিলিত হতেন এবং তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করা হত তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন ও স্মরণ রাখতেন। যখন আঁধার ঘনিয়ে আসত তখন তিনি সংবাদ নিয়ে তাঁদের উভয়ের কাছে যেতেন। আবূ বকর রাযি.-এর গোলাম আমির ইবনে ফুহাইরা তাঁদের কাছেই দুধালো বকরীর পাল চড়িয়ে বেড়াত। রাত্রের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সে বকরীর পাল নিয়ে তাঁদের নিকটে যেত এবং তাঁরা দু'জন দুধ পান করে আরামে রাত্রিযাপন করতেন। তাঁরা বকরীর দুধ দোহন করে সাথে সাথেই পান করতেন। তারপর শেষ রাতে আমির ইবনে ফুহাইরা বকরীগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে যেত। এ তিনটি রাতের প্রত্যেক রাতে সে এরূপই করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর রাযি. বনী আবদ ইবনে আদী গোত্রের এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে 'খিররীত' পথ প্রদর্শক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। পারদর্শী পথ প্রদর্শককে 'খিররীত' বলা হয়। আদী গোত্রের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। সে ছিল কাফির কুরাইশের ধর্মাবলম্বী। তাঁরা উভয়ে তাকে বিশ্বস্ত মনে করে তাঁদের উট দু'টি তার হাতে দিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় রাত্রের পরে সকালে উট দু'টি সাওর গুহার নিকট নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। আর সে যথা সময়ে তা পৌঁছিয়ে দিল। আর আমির ইবনে ফুহাইরা ও পথ প্রদর্শক তাঁদের উভয়ের সঙ্গে চলল। পথ প্রদর্শক তাঁদের নিয়ে উপকূল পথ ধরে চলতে লাগল। ইবনে শিহাব রহ. বলেন, আবদুর রাহমান ইবনে মালিক মুদলেজী আমাকে বলেছেন, তিনি সুরাকা ইবনে মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্র। তার পিতা তাকে বলেছেন, তিনি সুরাকা ইবনে জু'শুমকে বলতে শুনেছেন যে, আমাদের নিকট কুরাইশ কাফিরদের দূত আসল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর রাযি. এ দুই জনের যে কোন একজনকে যে হত্যা অথবা বন্দী করতে পারবে তাকে (একশ উট) পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিল। আমি আমার কওম বনী মুদলীজের এক মজলিসে বসা ছিলাম। তখন তাদের নিকট থেকে এক ব্যক্তি এসে আমাদের নিকটে দাঁড়াল। আমরা বসাই ছিলাম। সে বলল, হে সুরাকা, আমি এই মাত্র উপকূলের পথে কয়েকজন মানুষকে যেতে দেখলাম। আমার ধারণা এরা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সহগামীগণ হবেন। সুরাকা বললেন, আমি বুঝতে পারলাম যে, এঁরা তাঁরাই হবেন। কিন্তু তাকে বললাম, এরা তারা নয়, বরং তুমি অমুক অমুককে দেখেছ। এরা এই মাত্র আমাদের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল। তারপর আমি কিছুক্ষণ মজলিসে অবস্থান করে (বাড়ী) চলে এলাম এবং আমার দাসীকে আদেশ করলাম, তুমি আমার ঘোড়াটি বের করে নিয়ে যাও এবং অমুক টিলার আড়ালে ঘোড়াটি ধরে দাঁড়িয়ে থাক। আমি বর্শা হাতে নিলাম এবং বাড়ির পিছন দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বর্শাটির এক প্রান্ত হাতে ধরে অন্য প্রান্ত মাটি সংলগ্ন অবস্থায় আমি টেনে নিয়ে চলছিলাম ঐ অবস্থায় মাটি সংলগ্ন অংশ দ্বারা মাটির উপর রেখাপাত করতে করতে আমার ঘোড়ার নিকট নিয়ে পৌঁছলাম এবং ঘোড়ায় আরোহণ করে তাকে খুব দ্রুত ছুটালাম। সে আমাকে নিয়ে ছুটে চলল। আমি প্রায় তাঁদের নিকট পৌঁছে গেলাম, এমন সময় আমার ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে আমাকে নিয়ে পড়ে গেল। আমিও তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লাম। তারপর আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং তূণের দিকে হাত বাড়ালাম এবং তা থেকে তীরগুলো বের করলাম ও তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করে নিলাম যে, আমি তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারব কিনা। তখন তীরগুলি দুর্ভাগ্যবশতঃ এমনভাবে বেরিয়ে এল যে, ভাগ্য নির্ধারণের বেলায় এমনটি হওয়া পছন্দ করিনা। আমি পুনরায় ভাগ্য পরীক্ষার ফলাফল অমান্য করে অশ্বারোহণ করে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এত নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যে, তাঁর তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি (আমার দিকে) ফিরে তাকাচ্ছিলেন না। কিন্তু আবূ বকর

https://e-ilm.weebly.com/

রাযি. বার বার তাকিয়ে দেখছিলেন। এমন সময় আমার ঘোড়ার সামনের পা দু'টি হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে গেল এবং আমি তার উপর থেকে পড়ে গেলাম। তখন আমি ঘোড়াকে ধমক দিলাম, সে দাঁড়াতে ইচ্ছা করল, কিন্তু পা দু'টি বের করতে পারছিল না। অবশেষে যখন ঘোড়াটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তখন হঠাৎ তার সামনের পা দু'টি যেস্থানে গেড়ে ছিল সেস্থান থেকে ধুঁয়ার ন্যায় ধূলি আকাশের দিকে উঠতে লাগল। তখন আমি তীর দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। এবারও যা আমার অপছন্দনীয় তা-ই প্রকাশ পেল। তখন উচ্চস্বরে তাঁদের নিরাপত্তা চাইলাম। এতে তাঁরা থেমে গেলেন এবং আমি আমার ঘোড়ায় আরোহণ করে এলাম। আমি যখন ইত্যাকার অবস্থায় বার বার বাধাপ্রাপ্ত ও বিপদে পতিত হচ্ছিলাম তখনই আমার অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ মিশনটি অচিরেই প্রভাব বিস্তার করবে। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনার কওম আপনাকে ধরে দিতে পারলে একশ উট পুরস্কার ঘোষণা করেছে। মক্কায় কাফিরগণ তাঁর সম্পর্কে যে ইচ্ছা করেছে তা তাঁকে জানালাম। এবং আমি তাঁদের জন্য কিছু খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী পেশ করলাম। তাঁরা তা থেকে কিছুই নিলেন না। আর আমার কাছে এ কথা ছাড়া কিছুই চাইলেন না, আমাদের সংবাদটি গোপন রেখ। এরপর আমি আমাকে একটি নিরাপত্তা লিপি লেখে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম। তখন তিনি আমের ইবনে ফুহাইরাকে আদেশ করলেন। তিনি একখণ্ড চামড়ায় তা লিখে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা দিলেন। ইব্নে শিহাব রহ. বলেন, উরওয়া ইবনে যুবায়র রাযি. আমাকে বলেছেন, পথিমধ্যে যুবায়েরের সঙ্গে নবী ﷺ এর সাক্ষাত হয়। তিনি মুসলমানদের একটি বানিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন। তখন জুবায়ের রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর রাযি. কে সাদা রঙ্গের পোশাক দান করলেন। এদিকে মদীনায় মুসলমানগণ শুনলেন যে, নবী ﷺ মক্কা থেকে মদীনার পথে রওয়ানা হয়েছেন। তাই তাঁরা প্রত্যহ সকালে মদীনার (বাইরে) হাররা পর্যন্ত গিয়ে অপেক্ষা করে থাকতেন, দুপুরে রোদ প্রখর হলে তাঁরা ঘরে ফিরে আসেতেন। একদিন তাঁরা পূর্বাপেক্ষা অধিক সময় অপেক্ষা করার পর নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। এমন সময় একজন ইয়াহুদী তার নিজ প্রয়োজনে একটি টিলায় আরোহন করে এদিক ওদিক কি যেন দেখছিল। তখন নবী ﷺ ও তাঁর সাথী সঙ্গীদেরকে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় মরীচিকাময় মরুভূমির উপর দিয়ে আগমন করতে দেখতে পেল। ইয়াহুদী তখন নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে উচ্চস্বরে চীৎকার করে বলে উঠল, হে আরব সম্প্রদায়! এইতো সে ভাগ্যবান ব্যক্তি- যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ। মুসলমানগণ তাড়াতাড়ি হাতিয়ার তুলে নিয়ে এবং মদিনার হাররার উপকণ্ঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি সকলকে নিয়ে ডান দিকে মোড় নিয়ে বনী আমর ইবনে আউফ গোত্রে অবতরন করলেন। এদিনটি ছিল রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার। আবূ বকর রাযি. দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিরব রইলেন। আনসারদের মধ্য থেকে যাঁরা এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেননি তাঁরা আবূ বকর রাযি. এর কাছে সমবেত হতে লাগলেন, তারপর যখন রৌদ্রতাপ নবীজীর ﷺ উপর পড়তে লাগল এবং আবূ বকর রাযি. অগ্রসর হয়ে তাঁর চাদর দিয়ে নবী ﷺ উপর ছায়া করে দিলেন তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে চিনতে পারল। নবী ﷺ আমর ইবনে আউফ গোত্রে দশদিনের চেয়ে কিছু বেশী সময় অতিবাহিত করলেন, এবং সে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন, যা (কুরআনের ভাষায়) তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে সালাত আদায় করেন। তারপর নবী ﷺ তাঁর উটে আরোহণ করে রওয়ানা হলেন। লোকেরাও তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলেন। মদীনায় (বর্তমান) মসজিদে নববীর স্থানে পৌঁছে উটটি বসে পড়ল। সে সময় ঐ স্থানে কপিতয় মুসলিম সালাত আদায় করতেন। এ জায়গাটি ছিল আসআদ ইবনে যুরারার আশ্রয়ে পালিত সাহল ও সুহায়েল নামক দু'জন ইয়াতীম বালকের খেজুর শুকাবার স্থান। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উটটি যখন এস্থানে বসে পড়ল, তখন তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ, এ স্থানটিই হবে মানযিল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই বালক দু'টিকে ডেকে পাঠালেন এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য তাদের নিকট জায়গাটির মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়ের আলোচনা করলেন। তাঁরা বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! বরং এটি আমরা আপনার জন্য বিনামুল্যে দিচ্ছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছ থেকে বিনামুল্যে গ্রহণে অসম্মতি জানালেন

https://e-ilm.weebly.com/

এবং অবশেষে স্থানটি তাদের থেকে খরিদ করে নিলেন। তারপর সেই স্থানে তিনি মসজিদ নির্মাণ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদ নির্মাণ কালে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে ইট বহন করছিলেন এবং ইট বহনের সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন এ বোঝা খায়বারের(খাদ্যদ্রব্য) বোঝা নয়। ইয়া রব, এর বোঝা অত্যন্ত পুন্যময় ও পবিত্র। তিনি আরো বলছিলেন, ইয়া আল্লাহ্! পরকালের প্রতিদানই প্রকৃত প্রতিদান। সুরতাং আনসার ও মুজাহিরদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। নবী ﷺ জনৈক মুসলিম কবির কবিতা আবৃত্তি করেন, যার নাম আমাকে বলা হয়নি। ইবনে শিহাব রহ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কবিতাটি ছাড়া অপর কোন পূর্ণাঙ্গ কবিতা পাঠ করেছেন বলে কোন বর্ণনা আমার কাছে পৌছেনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল অত্যাধিক সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদিসটি ৫৫২ - ৫৫৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. عَنْ أَبِيهِ. وَفَاطِمَةَ. عَنْ أَسْمَاءَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَنَعْتُ سُفْرَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَا الْمَدِينَةَ. فَقُلْتُ لأَبِي مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبُطُهُ إِلاَّ نِطَاقِي. قَالَ فَشُقِّيهِ. فَفَعَلْتُ. فَسُمِّيتُ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ.

সহজ তরজমা

৩৬৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবূ শায়বা রহ. ...... আসমা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী (ﷺ) এবং আবূ বকর রাযি. যখন মদীনায় যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন আমি তাঁদের জন্য সফরের খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করলাম। আর আমার পিতাকে বললাম, থলের মুখ বেঁধে দেয়ার জন্য আমার কোমরবন্দ ব্যতীত অন্য কিছু পাচ্ছিনা(এখন কি করি) তিনি বললেন, এটি তুমি টুকরো করে নাও। আমি তাই করলাম। এ কারণে আমার নাম হয়ে গেল, 'যাতুন্নেতাকাইন' (কোমরবন্দ দুই ভাগে বিভক্তকারিনী)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ হাদিসে হিজরত সংক্রান্ত একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৫ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ. رضي الله عنه. قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ تَبِعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ. فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ. قَالَ ادْعُ اللهَ لِي وَلاَ أَضُرُّكَ. فَدَعَا لَهُ. قَالَ فَعَطِشَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَرَّ بِرَاعٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ. فَأَتَيْتُهُ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ.

সহজ তরজমা

৩৬৪৬. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. ...... বারা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ মদীনার দিকে যাচ্ছিলেন তখন সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জুশাম তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। নবী করীম ﷺ তার জন্য বদদুআ করলেন। ফলে তার ঘোড়াটি তাকেসহ মাটিতে দেবে গেল। তখন সে বলল, আপনি, আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ করুন। আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না। নবী ﷺ তার জন্য দু'আ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ পিপাসার্ত হলেন। তখন তিনি এক রাখালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. বলেন, তখন আমি একটা পেয়ালা নিয়ে এতে কিছু দুধ দোহন করে নবী ﷺ কাছে নিয়ে এলাম, তিনি এমনভাবে তা পান করলেন যে, আমি তাতে খুশী হলাম।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদিসাংশ اقبل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الى المدينة এর রাসূল ﷺ এর اقبال মদীনার দিকে করাটাই তার সেদিকে হিজরত করা।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৫ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। আর ইতিপূর্বে ৩২৯ - ৩৩০, ৫১০, ৫১৫ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৫৫৭ ও ৮৩৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنِي زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى. عَنْ أَبِي أُسَامَةَ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَسْمَاءَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ. فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ. فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ. فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ. ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ. ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ. فَمَضَغَهَا. ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ. فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ. وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلاَمِ. تَابَعَهُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى.

সহজ তরজমা

৩৬৪৭. যাকারিয়্যা ইবনে ইয়াহ্ইয়া রহ. ...... আসমা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন তখন তাঁর গর্ভে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, আমি এমন সময় হিজরত করি যখন আমি আসন্ন প্রসবা। আমি মদীনায় এসে কুবাতে অবতরণ করি। এ কুবায়ই আমি পুত্র সন্তানটি প্রসব করি। এরপর আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে এসে তাঁর কোলে দিলাম। তিনি একটি খেজুর আনলেন এবং তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। কাজেই সর্বপ্রথম যে বস্তুটি আব্দুল্লাহর পাকস্থলীতে প্রবেশ করল তা হল নবী ﷺ -এর থুথু। নবী ﷺ চিবানো খেজুরের সামান্য অংশ নবজাতকের মুখের ভিতর-এর তালুর অংশে লাগিয়ে দিলেন। এরপর তার জন্য দু'আ করলেন এবং বরকত কামনা করলেন। তিনি হলেন প্রথম নবজাতক সন্তান যিনি (হিজরতের পর) মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। খালিদ ইবনে মাখলদ রহ. উক্ত রেওয়াত বর্ণনায় যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া রহ. এর অনুসরণ করেছেন। এতে রয়েছে যে, আসমা রাযি. গর্ভাবস্থায় হিজরত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আসেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এখানে শিরোনামের দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ واصحابه اى هجرة اصحابه এর সাথে মিল রয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদিসটি ৫৫৫ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। আর সামনে ৮২১ ও ৮২২ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. عَنْ أَبِي أُسَامَةَ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلاَمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ. أَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ تَمْرَةً فَلاَكَهَا ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي فِيهِ. فَأَوَّلُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ النَّبِيِّ ﷺ

সহজ তরজমা

৩৬৪৮. কুতায়বা রহ. ...... আয়াশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মদীনায় হিজরতের পর) মুসলিম পরিবারে সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা তাকে নিয়ে নবী ﷺ এর কাছে এলেন। তিনি একটি খেজুর নিয়ে তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। সুতরাং সর্বপ্রথম যে বস্তুটি তার পেটে প্রবেশ করল তা নবী ﷺ -এর থুথু।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদিসাংশ اول مولود ولد فى الاسلام এর সাথে (অর্থাৎ মুহাজীরদের মধ্যে সর্বপ্রথম সন্তান) এটাই ছিল।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫৫৫ থেকে ৫৫৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ أَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ، وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ شَابٌّ لاَ يُعْرَفُ، قَالَ فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ يَا أَبَا بَكْرٍ، مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ. قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ. فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا. فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ‏"‏ اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ ‏"‏‏.‏ فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مُرْنِي بِمَا شِئْتَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَقِفْ مَكَانَكَ، لاَ تَتْرُكَنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا ‏"‏‏.‏ قَالَ فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَانِبَ الْحَرَّةِ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الأَنْصَارِ، فَجَاءُوا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا، وَقَالُوا ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ‏.‏ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَحَفُّوا دُونَهُمَا بِالسِّلاَحِ، فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ‏.‏ فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ‏.‏ فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ، فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ، إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ وَهْوَ فِي نَخْلٍ لأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ، فَعَجِلَ أَنْ يَضَعَ الَّذِي يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيهَا، فَجَاءَ وَهْىَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ أَىُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذِهِ دَارِي، وَهَذَا بَابِي‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَانْطَلِقْ فَهَيِّئْ لَنَا مَقِيلاً ‏"‏‏.‏ قَالَ قُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ‏.‏ فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّكَ جِئْتَ بِحَقٍّ، وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنِّي سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ، وَأَعْلَمُهُمْ وَابْنُ أَعْلَمِهِمْ، فَادْعُهُمْ فَاسْأَلْهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، فَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ قَالُوا فِيَّ مَا لَيْسَ فِيَّ‏.‏ فَأَرْسَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ‏.‏ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، وَيْلَكُمُ اتَّقُوا اللَّهَ، فَوَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، وَأَنِّي جِئْتُكُمْ بِحَقٍّ فَأَسْلِمُوا ‏"‏‏.‏ قَالُوا مَا نَعْلَمُهُ‏.‏ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَأَىُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ ‏"‏‏.‏ قَالُوا ذَاكَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا، وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ ‏"‏‏.‏ قَالُوا حَاشَا لِلَّهِ، مَا كَانَ لِيُسْلِمَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ ‏"‏‏.‏ قَالُوا حَاشَا لِلَّهِ، مَا كَانَ لِيُسْلِمَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ يَا ابْنَ سَلاَمٍ، اخْرُجْ عَلَيْهِمْ ‏"‏‏.‏ فَخَرَجَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، اتَّقُوا اللَّهَ، فَوَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقٍّ‏.‏ فَقَالُوا كَذَبْتَ‏.‏ فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ‏.‏

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৬৪৯. মুহাম্মদ রহ. ...... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ যখন মদীনায় এলেন তখন উটের পিঠে আবূ বকর রাযি. তাঁর পেছনে ছিলেন। আবূ বকর রাযি. ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ ও পরিচিত। আর নবী ﷺ ছিলেন (দেখতে) জাওয়ান ও অপরিচিত। বর্ণনাকারী বলেন, যখন আবূ বকরের সঙ্গে কারো সাক্ষাত হত, সে জিজ্ঞাসা করত হে আবু বকর রাযি. তোমার সম্মুখে বসা ঐ ব্যক্তি কে? আবূ বকর রাযি. বলতেন তিনি আমার পথ প্রদর্শক। রাবী বলেন, প্রশ্নকারী সাধারণ পথ মনে করত এবং তিনি (আবূ বকর) সত্যপথ উদ্দেশ্যে করতেন। তারপর একবার আবূ বকর রাযি. পিছনে তাকিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন একজন অশ্বারোহী তাঁদের প্রায় নিকটে এসে পড়েছে। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! এই যে একজন অশ্বারোহী আমাদের পিছনে প্রায় নিকটে পৌঁছে গেছে। তখন নবী(ﷺ) পিছনের দিকে তাকিয়ে দু'আ করলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি ওকে পাকড়াও করুন। তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি তাকে নীচে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আওয়াজ করতে লাগল। তখন অশ্বারোহী বলল, ইয়া নবী আল্লাহ! আপনার যা ইচ্ছা আমাকে আদেশ করুন। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি সেখানেই থেমে যাও। কেউ আমাদের দিকে আসতে চাইলে তুমি তাকে বাঁধা দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, দিনের প্রথম ভাগে ছিল সে নবীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী আর দিনের শেষ ভাগে হয়ে গেল তাঁর পক্ষ থেকে অস্ত্রধারণকারী। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার হাররায় একপাশে অবতরণ করলেন। এরপর আনসারদের সংবাদ দিলেন। তাঁরা নবী ﷺ এর কাছে এলেন এবং উভয়কে সালাম করে বললেন, আপনারা নিরাপদ এবং মান্য হিসেবে আরোহণ করুন। নবী ﷺ ও আবূ বকর রাযি. উটে আরোহণ করলেন আর আনসারগণ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁদের বেষ্টন করে চলতে লাগলেন। মদীনায় লোকেরা বলতে লাগল, আল্লাহর নবী এসেছেন, আল্লাহর নবী এসেছেন। লোকজন উচু যায়গায় উঠে তাঁদের দেখতে লাগল। আর বলতে লাগল আল্লাহর নবী এসেছেন। তিনি সামনের দিকে চলতে লাগলেন। অবশেষে আবূ আইয়ুব রাযি. এর বাড়ীর পাশে গিয়ে অবতরণ করলেন। আবূ আইয়ুব রাযি. ঐ সময় তাঁর পরিবারের লোকদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাঁর আগমনের কথা শুনলেন। তখন তিনি তাঁর নিজের বাগানে খেজুর আহরণ করছিলেন। তখন তিনি তাড়াতাড়ি ফল আহরণ করা থেকে বিরত হলেন এবং আহরিত খেজুরসহ নবী ﷺ এর খেদমতে হাযির হলেন এবং নবী ﷺ এর কিছু কথাবার্তা শুনে নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। নবী ﷺ বললেন, আমাদের লোকদের মধ্যে কার বাড়ী এখান থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী? আবূ আইয়ুব রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এই তো বাড়ী, এই যে তার দরজা। নবী ﷺ বললেন, তবে চল, আমাদের বিশ্রামের ব্যাবস্থা কর। তিনি বললেন, আপনারা উভয়েই চলুন। আল্লাহ বরকত দানকারী। যখন নবী ﷺ তাঁর বাড়ী আসলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি. এসে হাযির হলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল; আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহূদী সম্প্রদায় জানে যে, আমি তাদের সর্দার এবং আমি তাঁদের সর্দারের পুত্র। আমি তাদের মধ্যে বেশী জ্ঞানী এবং তাদের বড় জ্ঞানীর সন্তান। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এ কথাটা জানাজানি হওয়ার পূর্বে আপনি তাদের ডাকুন এবং আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, আমার সম্পর্কে তাদের ধারণা অবগত হউন। কেননা তারা যদি জানতে পারে যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তবে আমার সম্বন্ধে তারা এমন সব অলিক উক্তি করবে, যে সব আমার মধ্যে নেই। নবী ﷺ (ইয়াহূদী সম্প্রদায়কে) ডেকে পাঠালেন। তারা এসে তার কাছে হাযির হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়, তোমাদের উপর অভিশাপ! তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর, যিনি ছাড়া মাবুদ নেই। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, আমি সত্য রাসূল। সত্য নিয়েই তোমাদের নিকট এসেছি। সুতরাং তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। তারা উত্তর দিল, আমরা এসব জানিনা। তারা তিনবার একথা বলল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি. কেমন লোক? তারা উত্তর দিল, তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার সন্তান। তিনি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমের সন্তান। নবী ﷺ বললেন, তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে তোমাদের

https://e-ilm.weebly.com/

মতামত কি হবে? তারা বলল, আল্লাহ হেফাজত করুন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন তা কিছুতেই হতে পারেনা। নবী ﷺ আবার বললেন, আচ্ছা বলতো, তিনি যদি মুসলমান হয়েই যান তবে তোমরা কী মনে করবে? তারা বলল, আল্লাহ্ রক্ষা করুন, তিনি মুসলমান হয়ে যাবেন ইহা কিছুতেই সম্ভব নয়। তখন নবী ﷺ বললেন, হে ইবনে সালাম, তুমি এদের সামনে বেরিয়ে আস। তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়। আল্লাহকে ভয় কর। ঐ আল্লাহ্র কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তোমরা নিশ্চয়ই জান তিনি সত্য রাসুল, তিনি হক নিয়েই আগমন করেছেন। তখন তারা বলে উঠল, তুমি মিথ্যা বলছ। তারপর নবী ﷺ তাদেরকে বের করে দিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদিসাংশ اقبل نبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الى المدينة এর সাথে। কারণ রাসূল ﷺ এর মদীনায় আগমন করাকেই হিজরত বলা হয়।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে হাদিসটি ৫৫৬ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى. أَخْبَرَنَا هِشَامٌ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. عَنْ نَافِعٍ يَعْنِي. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. ﷺ قَالَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ فِي أَرْبَعَةٍ. وَفَرَضَ لاِبْنِ عُمَرَ ثَلاَثَةَ آلاَفٍ وَخَمْسَمِائَةٍ فَقِيلَ لَهُ هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلاَفٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبَوَاهُ. يَقُولُ لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ.

সহজ তরজমা

৩৬৫০. ইব্রাহীম ইবনে মূসা রহ. ...... উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে মুহাজিরদের জন্য চার কিস্তিতে বাৎসরিক চার হাজার দেরহাম ধার্য করলেন, এবং (তাঁর ছেলে) ইবনে উমরের জন্য ধার্য করলেন তিন হাজার পাঁচশ। তাকে বলা হল, তিনিও তো মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর জন্য চার হাজার থেকে কম কেন করলেন? তিনি বললেন, সে তো তাঁর পিতামাতার সাথে হিজরত করেছে। কাজেই সে ঐ ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারেনা, যে একাকী হিজরত করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৬ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ وَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ. فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا. مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نُكَفِّنُهُ فِيهِ. إِلاَّ نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ. فَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ بِهَا. وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ إِذْخِرٍ. وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا.

সহজ তরজমা

৩৬৫১. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর ও মুসাদ্দাদ রহ. ...... খাব্বাব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হিজরত করেছি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আমাদের

https://e-ilm.weebly.com/

প্রতিদান আল্লাহ্‌র নিকটই নির্ধারিত। আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানির ফল কেহই ইহজগতে ভোগ না করে আখিরাতে চলে গিয়েছেন; তন্মধ্যে মুসহাব ইবনে উমায়ের রাযি. অন্যতম। তিনি ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁকে কাফন দেয়ার জন্য তার একটি চাদর চাদর ব্যতীত আর অন্য কিছুই আমরা পাচ্ছিলাম না।। আমরা চাদরটি দিয়ে তাঁর মাথা আবৃত করলাম তখন তাঁর পা বের হয়ে গেল, আর যখন আমরা তাঁর পা ঢেকতে গেলাম তখন তাঁর মাথা বের হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ করলেন, চাদরটি দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দাও এবং পা দু'টির উপর ইয্‌খির ঘাস রেখে দাও। আর আমাদের মধ্যে রয়েছেন যাদের ফল পেকে গেছে এবং এখন তাঁরা তা আহরণ করছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৬ থেকে ৫৫৭ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। আর ইতিপূর্বে তা ১৭০, ৫৫১ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। সামনে ৫৭৯, ৫৮৪, ৯৫২ ও ৯৫৫ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ. حَدَّثَنَا عَوْفٌ. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ. قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لأَبِيكَ قَالَ قُلْتُ لاَ. قَالَ فَإِنَّ أَبِي قَالَ لأَبِيكَ يَا أَبَا مُوسَى. هَلْ يَسُرُّكَ إِسْلاَمُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ. وَجِهَادُنَا مَعَهُ. وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ. بَرَدَ لَنَا. وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقَالَ أَبِي لاَ وَاللهِ. قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَلَّيْنَا. وَصُمْنَا. وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا. وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ. وَإِنَّا لَنَرْجُو ذٰلِكَ. فَقَالَ أَبِي لَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذٰلِكَ بَرَدَ لَنَا. وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ. فَقُلْتُ إِنَّ أَبَاكَ وَاللهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي.

সহজ তরজমা

৩৬৫২. ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে বিশর রহ. ...... আবূ বুরদা ইবনে আবূ মূসা আশ'আরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. আমাকে বললেন, তুমি কি জান আমার পিতা তোমার পিতাকে কি বলেছিলেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমার পিতা তোমার পিতাকে বলেছিলেন, হে আবূ মূসা, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট আছ যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাঁর সঙ্গে হিজরত করেছি, তাঁর সঙ্গে জিহাদ করেছি এবং তাঁর জীবদ্দশায় কৃত আমাদের প্রতিটি আমল যা করেছি তা আমাদের জন্য সঞ্চিত থাকুক। তাঁর ওফাতের পর আমরা যে সব আমল করেছি, তা (জবাবদিহি) আমাদের জন্য সমান হউক। অর্থাৎ সওয়াবও না হউক আযাবও না হউক। তখন তোমার পিতা আবূ মূসা রাযি. বললেন, না (আমি এতে সন্তুষ্ট নই) কেননা, আল্লাহর কসম, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর জিহাদ করেছি, সাওম পালন করেছি এবং বহু নেক আমল করেছি। আমাদের হাতে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমরা এসব কাজের সওয়াব-এর আশা রাখি। তখন আমার পিতা (উমর রাযি.) বললেন, কিন্তু আমি ঐ সত্তার কসম, যার হাতে উমরের প্রাণ, এতেই সন্তুষ্ট যে, (নবী ﷺ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সাথে কৃত আমল)আমাদের জন্য সঞ্চিত থাকুক আর তাঁর ওফাতের পর আমরা যে সব আমল করেছি তা থেকে যেন আমরা অব্যাহতি পাই সমান সমান ভাবে। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম নিশ্চয়ই তোমার পিতা আমার পিতা থেকে উত্তম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদিসাংশ هجرتنا معه এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৭ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান।

https://e-ilm.weebly.com/

নোট ঃ আল্লামা আইনী রহ. বলেন فقال اني لا والله এখানে এভাবে রয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম উক্তি হলো فقال ابوك (উমদা) উদ্দেশ্য হলো এ রেওয়ায়াতে প্রথমে যে, فقال اني শব্দ রয়েছে, এতে ভুল হয়েছে। তবে সঠিক হলো ابوك কারণ ইবনে উমর রাযি. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. কে বলতেছিলেন এবং তাকে বলতেছিলেন যে, তাঁর পিতা আবু মুসা আশআরী রাযি. বলেছেন لا والله এ কারনে সঠিক হলো যে, فقال ابوك হওয়া। কেননা আল্লামা আইনী রহ. বলেন وقد وقع في رواية النسفي على الصواب ولفظه فقال ابوك

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ . أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَاصِمٍ . عَنْ أَبِي عُثْمَانَ. قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . إِذَا قِيلَ لَهُ هَاجَرَ قَبْلَ أَبِيهِ يَغْضَبُ. قَالَ وَقَدِمْتُ أَنَا وَعُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدْنَاهُ قَائِلاً فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَنْزِلِ. فَأَرْسَلَنِي عُمَرُ وَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ هَلِ اسْتَيْقَظَ فَأَتَيْتُهُ. فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَبَايَعْتُهُ. ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى عُمَرَ. فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ . فَانْطَلَقْنَا إِلَيْهِ نُهَرْوِلُ هَرْوَلَةً حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ فَبَايَعَهُ ثُمَّ بَايَعْتُهُ.

সহজ তরজমা

৩৬৫৩. মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ রহ. ...... আবূ উসমান রহ বলেন, আমি ইবনে উমর রাযি.-কে বলতে শুনেছি যে, তাঁকে বলা হলো, "আপনি আপনার পিতার আগে হিজরত করেছেন" তিনি রাগ করতেন। ইবনে উমর রাযি. বলেন, (প্রকৃত ঘটনা এই যে,) আমি এবং উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাযির হলাম। তখন তাঁকে কায়লুলা অবস্থায় (দুপুরের বিশ্রাম) পেলাম। কাজেই আমরা আমাদের আবাসস্থলে ফিরে এলাম। কিছুক্ষন পর উমর রাযি. আমাকে পাঠালেন এবং বললেন যাও; গিয়ে দেখ নবী ﷺ জেগেছেন কিনা? আমি এসে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম এবং তাঁর কাছে বায়'আত করলাম। তারপর উমর রাযি. এর কাছে এসে তাঁকে খবর দিলাম যে, তিনি জেগে গেছেন। তখন আমরা তাঁর নিকট গেলাম দ্রুতবেগে। তিনি তাঁর কাছে প্রবেশ করে বায়'আত করলেন। তারপর আমিও নবী ﷺ -এর হাতে (দ্বিতীয় বার উমর রাযি. এর সাথে) বায়'আত করলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদিসাংশ هاجر এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে ৬০১ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ. حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ. يُحَدِّثُ قَالَ ابْتَاعَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ عَازِبٍ رَحْلاً فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَازِبٌ عَنْ مَسِيرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ أُخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ. فَخَرَجْنَا لَيْلاً. فَأَحْثَثْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ. ثُمَّ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ. فَأَتَيْنَاهَا وَلَهَا شَيْءٌ مِنْ ظِلٍّ قَالَ فَفَرَشْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْوَةً مَعِي. ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَانْطَلَقْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ. فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ قَدْ أَقْبَلَ فِي غُنَيْمَةٍ يُرِيدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ فَقَالَ أَنَا لِفُلاَنٍ. فَقُلْتُ لَهُ هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ لَهُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ قَالَ نَعَمْ. فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ فَقُلْتُ لَهُ انْفُضِ الضَّرْعَ. قَالَ فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ. وَمَعِي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ عَلَيْهَا خِرْقَةٌ قَدْ رَوَّأْتُهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ. ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى رَضِيتُ. ثُمَّ ارْتَحَلْنَا وَالطَّلَبُ فِي إِثْرِنَا. قَالَ الْبَرَاءُ فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أَهْلِهِ. فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ. قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى. فَرَأَيْتُ أَبَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا. وَقَالَ كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তরজমা

৩৬৫৪. আহমদ ইবনে উসমান রহ. ...... আবূ ইসহাক রহ. বলেন, আমি বারা রাযি. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আবূ বকর রাযি. আমার পিতা আযিব রাযি. এর নিকট হাওদা খরিদ করলেন। আমি আবূ বকরের সাথে খরীদা হাওদাটি বহন করে নিয়ে চললাম। তখন আমার পিতা আযিব রাযি. নবী ﷺ এর সহিত তাঁর হিজরতের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আবূ বকর রাযি. বললেন, আমাদের অনুসন্ধান করার জন্য মুশরিকরা লোক নিয়োগ করেছিল। অবশেষে আমরা রাত্রিকালে বেরিয়ে পড়লাম এবং একরাত ও একদিন অবিরাম চলতে থাকলাম। যখন দুপুর হয়ে গেল, তখন একটি বিরাটকায় পাথর নযরে পড়ল। আমরা সেটির কাছে এলাম, পাথরটির কিছু ছায়া পড়ছিল। আমি সেখানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য আমার সঙ্গের চামড়াখানি বিছিয়ে দিলাম। নবী ﷺ এর উপর শুয়ে পড়লেন। আমি এদিক-ওদিক পর্যবেক্ষণ করার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। হঠাত এক বকরীর রাখালকে দেখতে পেলাম। সে তার বকরীগুলো নিয়ে আসছে। সেও আমাদের মত পাথরের (ছায়ায়) আশ্রয় নিতে চায়।আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কার গোলাম? সে বলল, আমি ওমুকের। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বকরীর পালে দুধ আছে কি? সে বলল, হাঁ। আমি বললাম, তুমি কি (আমাদের জন্য) কিছু দোহন করে দিবে? সে বলল, হাঁ। সে তার পাল থেকে একটি বকরী ধরে নিয়ে এল। আমি বললাম, বকরীর স্তন দু'টি ঝেড়ে মুছে সাফ করে নাও। সে একপাত্র ভর্তি দুধ দোহন করল। আমার সাথে একটি পানির পাত্র ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য কাপড় দিয়ে তার মুখ বেধে রেখেছিলাম। আমি তা থেকে দুধের মধ্যে কিছু পানি ঢেলে দিলাম। ফলে পাত্রের তলা পর্যন্ত শীতল হয়ে গেল। আমি তা নিয়ে নবী ﷺ এর কাছে এসে বললাম, পান করুন ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এতখানি পান করলেন যে, আমি সন্তুষ্ট হলাম। এরপর আমরা রওয়ানা হলাম এবং অনুসন্ধানকারী আমাদের পিছনে ছিল। বারা রাযি. বলেন, আমি আবূ বকরের সঙ্গে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তখন দেখলাম তাঁর মেয়ে আয়েশা রাযি. বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর জ্বর হয়েছে। তাঁর পিতা আবূ বকর রাযি. কে দেখলাম তিনি মেয়ের গালে চুমু খেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, মা তুমি কেমন আছ?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ. أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ وَسَّاجٍ. حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسٍ. خَادِمِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ أَشْمَطُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ. فَغَلَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. وَقَالَ دُحَيْمٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ. حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ. قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ. فَكَانَ أَسَنَّ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكْرٍ. فَغَلَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ حَتَّى قَنَأَ لَوْنُهَا.

সহজ তরজমা

৩৬৫৫. সুলায়মান ইবনে আবদুর রাহমান রহ. ...... নবী ﷺ এর খাদেম আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (মদীনায়) আগমন করলেন। এই সময় তাঁর সাহাবীদের মধ্যে সাদা কাল চুল বিশিষ্ট আবূ বকর রাযি. ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন না। তিনি তাঁর চুলে মেহেদী ও কতম (এক প্রকার কালো ঘাস) একত্র করে কলপ লাগিয়েছিলেন। দোহায়েম অন্য সূত্রে আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মদীনায় এলেন, তখন তাঁর সাহাবীদের মধ্যে আবূ বকর রাযি. ছিলেন সব চাইতে বয়স্ক। তিনি মেহেদী ও কতম একত্র করে কলপ লাগিয়েছিলেন। এতে তাঁর চুল (ও দাঁড়ি) টকটকে লাল রং ধারণ করেছিল।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদিসাংশ قدم النبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর সাথে। কারণ এর অর্থ হলো قدم من مكة مهاجرا الى المدينة ।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৭ - ৫৫৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. عَنْ يُونُسَ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ـ رضي الله عنه ـ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ بَكْرٍ. فَلَمَّا هَاجَرَ أَبُو بَكْرٍ طَلَّقَهَا. فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا. هٰذَا الشَّاعِرُ الَّذِي قَالَ هٰذِهِ الْقَصِيدَةَ. رَثَى كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ الشِّيزَى تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ. قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ تُحَيِّي بِالسَّلَامَةِ أُمُّ بَكْرٍ وَهَلْ لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلَامِ يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيَا وَكَيْفَ حَيَاةُ أَصْدَاءٍ وَهَامِ

সহজ তরজমা

৩৬৫৬. আসবাগ রহ. ...... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর রাযি. কালব গোত্রের উম্মে বাকর নামে একজন মহিলাকে শাদী করলেন। যখন আবূ বকর রাযি. হিজরত করেন, তখন তাকে তালাক দিয়ে যান। তারপর ঐ মহিলাকে তার চাচাত ভাই শাদী করে নিল। এই ব্যক্তিটিই হল সেই কবি যে বদর যুদ্ধে নিহত কুরাইশ কাফিরদের শোকগাঁথা রচনা করেছিল।"বদর প্রান্তে কালীব নামক কূপে নিক্ষিপ্ত ঐ সব কাফিরগণ আজ কোথায় যাদের শিযা নামক কাঠের তৈরী খাদ্য-পাত্রে উটের কুঁজের গোশতে সুসজ্জিত থাকত। বদরের কালীব কূপে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগণ আজ কোথায় যারা গায়িকা ও সম্মানিত মদ্যপানকারী নিয়ে নিমগ্ন ছিল। উম্মে বাকর শান্তির স্বাগত জানাচ্ছে। আর আমার কাওমের(ধ্বংস হয়ে যাওয়ার) পর আমার জন্য শান্তি কোথায়? রাসূল আমাদের বলেছেন যে, অচিরেই আমাদের জীবিত করা হবে। কিন্তু উড়ে যাওয়া আত্মা ও মাথার খুলীর জীবন কেমন করে?"

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদিসের শেষের مصرع এর অর্থ হলো মৃত্যুর পর পঁচে গলে যাওয়া হাড্ডি আবার কি করে জীবিত হবে ?

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. عَنْ ثَابِتٍ. عَنْ أَنَسٍ. عَنْ أَبِي بَكْرٍ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْغَارِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي. فَإِذَا أَنَا بِأَقْدَامِ الْقَوْمِ. فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ. لَوْ أَنَّ بَعْضَهُمْ طَأْطَأَ بَصَرَهُ رَآنَا. قَالَ " اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْرٍ. اثْنَانِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا ".

সহজ তরজমা

৩৬৫৭. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ. ...... আবূ বকর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ(ﷺ) এর সঙ্গে (সাওর পর্বতের)গুহায় ছিলাম। আমি আমার মাথা তুলে উপরের দিকে তাকালাম এবং লোকের পা দেখতে পেলাম। তখন আমি বললাম, ইয়া নবী আল্লাহ্! তাদের কেউ নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবূ বকর! নীরব থাক। আমরা দু'জন, আল্লাহ হলেন যাদের তৃতীয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদিসাংশ في الغار এর সাথে। কারণ এ ঘটনা হিজরতের সফরেরই।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ. قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ ـ رضى الله عنه ـ. قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ " وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ. فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ " فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ " فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا " قَالَ نَعَمْ. قَالَ " فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وُرُودِهَا ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ " فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ. فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا ".

সহজ তরজমা

৩৬৫৮. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. .... আবূ সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন বেদুঈন নবী ﷺ এর কাছে এল এবং তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, ওহে! হিজরত বড় কঠিন ব্যাপার। এরপর বললেন, তোমার কি উট আছে? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি উটের সাদকা আদায় কর? সে বলল হাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি উটনীর দুধ অন্যকে পান করতে দাও। সে বলল হাঁ। তিনি বললেন, যেদিন পান করানোর উদ্দেশ্যে উটগুলি ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন কি তুমি দোহন করে(ফকির মিসকিনদের) দান কর? সে বলল হাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি সমুদ্রের ওপার থেকেই নেক আমল করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার আমলের কিছুই হ্রাস করবেন না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদিসাংশ فسأله عن الهجرة এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

بَابُ مَقْدَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ الْمَدِينَةَ

২১৬১. পরিচ্ছেদ : রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মদীনায় শুভাগমন

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ. سَمِعَ الْبَرَاءَ ـ رضى الله عنه ـ. قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَبِلاَلٌ رضى الله عنهم.

সহজ তরজমা

৩৬৫৯. আবুল ওয়ালিদ রহ. ... বারা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে (মদীনায়) আগমন করেন মুস'আব ইবনে উমায়ের ও ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি.। তারপর আমাদের কাছে আসেন আম্মার ইবনে ইয়াসির ও বিলাল রাযি.।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট, কেননা এতে সাহাবায়ে কেরামের আগমনের কথাও বর্ণিত আছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে আর সামনে ৫৫৮ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. وَكَانَا يُقْرِئَانِ النَّاسَ. فَقَدِمَ بِلاَلٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ. فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

https://e-ilm.weebly.com/

فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى جَعَلَ الْإِمَاءُ يَقُلْنَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} فِي سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ.

সহজ তরজমা

৩৬৬০. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ... বারা' ইবনে আযিয রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে (মদীনায়) আগমন করলেন মুস'আব ইবনে উমায়ের ও ইবনে উম্মে মাকতুম। তারা লোকদের কুরআন পড়াতেন। তারপর আসলেন, বিলাল, সা'দ ও আম্মার ইবনে ইয়াসির এরপর উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. নবী ﷺ -এর বিশজন সাহাবীসহ মদীনায় আসলেন। তারপর নবী ﷺ আগমন করলেন। তাঁর আগমনে মদীনাবাসী যে পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিল সে পরিমান আনন্দ হতে কখনো দেখিনি। এমনকি দাসীগণও বলছিল, নবী ﷺ শুভাগমন করেছেন। বারারাযি. বলেন, তাঁর আগমনের আগেই মুফাস্‌সালের কয়েকটি সূরাসহ আমি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى সূরা পর্যন্ত পড়ে ফেলেছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে আর ইতিপূর্বেও ৫৫৮ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৭৩৬ ও ৭৪৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ. قَالَتْ. فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلَالُ. كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ وَيَقُولُ أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ "اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ. وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا. وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ".

সহজ তরজমা

৩৬৬১. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ... আয়শা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন আবূ বকর ও বিলাল রাযি. ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আমি তাদেরকে দেখতে গেলাম এবং বললাম, আব্বাজান কেমন আছেন? হে বিলাল, আপনি কেমন আছেন? আবূ বকর রাযি. জ্বরাক্রান্ত হলেই এ পংক্তিগুলো আবৃত্তি করতেন। "প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ পরিবারে সুপ্রভাত বলা হয় অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চাইতেও অধিক নিকটবর্তী।" আর বিলাল রাযি. এর অবস্থা ছিল এই যখন তাঁর জ্বর ছেড়ে যেত তখন কণ্ঠস্বর উঁচু করে এ কবিতাটি আবৃত্তি করতেনঃ "হায়, আমি যদি জানতাম। আমি ঐ মক্কা উপত্যাকায় পুনরায় রাত্রি যাপন করতে পারব কিনা যেখানে ইয্‌খির ও জলীল ঘাস আমার চারপাশে বিরাজমান থাকত। হায়, আর কি আমার ভাগ্যে জুটবে যে, আমি মাজান্না নামক কূপের পানি পান করতে পারব! এবং শামা ও তাফিল পাহাড় কি আর আমার দৃষ্টিগোচর হবে!" আয়শা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গিয়ে এ সংবাদ জানালাম। তখন তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! মদীনাকে আমাদের প্রিয় করে দাও যেমন প্রিয় ছিল আমাদের মক্কা বরং তার চেয়েও অধিক প্রিয় করে দাও। আমাদের জন্য মদীনাকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। মদীনার সা ও মুদ এর বরকত দান কর। আর এখানকার জ্বর রোগকে স্থানান্তর করে জুহ্‌ফায় নিয়ে যাও।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৮ থেকে ৫৫৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে হাদিসটি ২৫৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৮৪৪ ও ৮৪৭ এবং ৯৪৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. حَدَّثَنِي عُرْوَةُ. أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ. أَخْبَرَهُ دَخَلْتُ. عَلَى عُثْمَانَ. وَقَالَ بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي. عَنِ الزُّهْرِيِّ. حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ. أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ. أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ. وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. وَآمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ. ثُمَّ هَاجَرْتُ هِجْرَتَيْنِ. وَنِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَبَايَعْتُهُ. فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ. تَابَعَهُ إِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ مِثْلَهُ.

সহজ তরজমা

৩৬৬২. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ... 'উবায়দুল্লাহ ইবনে 'আদী রহ. বলেন, আমি 'উসমান রাযি.-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি আমার বক্তব্য শুনার পর তাশাহহুদ পাঠের পর বললেন, আম্মা বা'দু। আল্লাহ ্তা'আলা মুহা ﷺ -কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। যারা আল্লাহ্ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন, মুহাম্মদ ﷺ -কে যে সত্যসহ প্রেরণ করা হয়েছিল তৎপ্রতি ঈমান এনেছিলেন আমিও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। উভয় হিজরতে (হাবাশায় ও মদীনায়) অংশগ্রহণ করেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমি তাঁর হাতে বায়'আত করেছি, আল্লাহর কসম আমি কখনো তাঁর নাফরমানী করিনি তাঁর সাথে প্রতারণামূলক কোন কিছু করিনি। এমতাবস্থায় তাঁর ওফাত হয়েছে। ইসহাক কালবী শু'য়ায়বের অনুসরণ করতঃ যুহরী সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদিসাংশ ثم هاجرت هجرتين এর সাথে। হযরত উসমান রাযি. ঐসকল লোকদের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন যারা হাবশা থেকে ফিরে এসে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাঁর সাথে তারই সহধর্মিনী হযরত রুকাইয়া রাযি. ছিলেন। যিনি হযরত রাসূল ﷺ এর মেয়ে ছিলেন।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে হাদিসটি ৫২২ ও ৫৪৬ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ.. وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ. أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى. فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ. فَوَجَدَنِي. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ. وَإِنِّي أَرَى أَنْ تُمْهِلَ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ. فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ. وَتَخْلُصَ لأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ وَذَوِي رَأْيِهِمْ قَالَ عُمَرُ لأَقُومَنَّ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ

সহজ তরজমা

৩৬৬৩. ইয়াহইয়া ইবনে সুলায়মান রহ...ইবনে 'আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, যে বছর উমর রাযি. শেষ হজ্জ আদায় করেন সে বছর আবদুর রহমান ইবনে 'আউফ রাযি. মিনায় তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে আসেন এবং

https://e-ilm.weebly.com/

সেখানে আমার সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। '(উমর রাযি. লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে চাইলে) আবদুর রাহমান রাযি. বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! হজ্জ মওসুমে বুদ্ধিমান ও নির্বোধ সব রকমের মানুষ একত্রিত হয়। তাই আমার বিবেচনায় আপনি ভাষণ দান থেকে বিরত থাকুন। এবং মদীনা গমন করে ভাষণ দান করুন। মদীনা হল দারুল হিজরত, (হিজরতের স্থান) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের পবিত্র ভূমি। সেখানে আপনি অনের জ্ঞানী, গুনী ও বুদ্ধিমান লোককে একান্তে পাবেন। 'উমর রাযি. বললেন, মদীনায় গিয়েই সর্বপ্রথম আমার ভাষণটি অবশ্যই প্রদান করব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : তা হলো হাদিসাংশ فانها دار الهجرة والسنة এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর সামনে দীর্ঘ হাদিস ১০০৯ পৃষ্ঠায় আসছে।

সহজ তাশরীহ : ঘটনা ছিল এরূপ ঃ হজ্জের মউসূমে কেউ মিনার ময়দানে একথা বলল যে, হযরত উমর রাযি. যখন ইন্তেকাল করবেন তখন আমি অমুক লোকের হাতে বাইআত হব। অর্থাৎ খলীফা নিযুক্ত করব। হযরত আবু বকর রাযি. এর বাইআত ও হঠাৎ করে হয়েছিল। আর তিনি সফল হয়েছিলেন। এর উপর হযরত উমর রাযি. এর জোশ এসে গেল এবং বলে ফেললেন যে, ইনশাআল্লাহ আমি সন্ধায় খুৎবা দিব এবং ঐসকল লোককে ভীতি প্রদর্শন করব যারা মুসলমানদের হক মুসলমানদের থেকে ছিনতাই করতে চায়। তখন এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. ঐ পরামর্শ দিলেন, যা উপরোক্ত হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে। পুরো বিষয় বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দ্রষ্টব্য কিতাবুল মুহারিবীন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ. عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ ـ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ ـ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُمْ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتِ الأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ. قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ فَاشْتَكَى عُثْمَانُ عِنْدَنَا. فَمَرَّضْتُهُ حَتَّى تُوُفِّيَ. وَجَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ. فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ. شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ ". قَالَتْ قُلْتُ لَا أَدْرِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ فَمَنْ قَالَ " أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللهِ الْيَقِينُ. وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ. وَمَا أَدْرِي وَاللهِ وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِي ". قَالَتْ فَوَاللهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ فَأَحْزَنَنِي ذٰلِكَ فَنِمْتُ فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَيْنًا تَجْرِي. فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ " ذٰلِكَ عَمَلُهُ ".

সহজ তরজমা

৩৬৬৪. মূসা ইবনে ইসমা'ঈল রহ. ... খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. বলেন, উম্মুল 'আলা' রাযি. নামক জনৈক আনসারী মহিলা নবী করীম ﷺ -এর হাতে বায়'আত করেন। তিনি বর্ণনা করেন, যখন মুহাজিরদের অবস্থানের ব্যাপারে আনসারদের মধ্যে লটারী অনুষ্ঠিত হল তখন উসমান ইবনে মায'উনের বসবাস আমাদের ভাগে পড়ল। উম্মুল 'আলা' রাযি. বলেন, এরপর তিনি আমাদের এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি তার সেবা শুশ্রূষা করলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ওফাত হয়ে গেল। আমরা কাফনের কাফড় পরিয়ে দিলাম। তারপর নবী ﷺ আমাদের এখানে তাশরীফ আনলেন। ঐ সময় আমি 'উসমান রাযি.-কে লক্ষ্য করে বলছিলাম। হে আবূ সায়িব! তোমার উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। তোমার ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তখন নবী করীম ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন করে

https://e-ilm.weebly.com/

জানলে যে, আল্লাহ্ তাকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো জানিনা। (তবে তাকে যদি সম্মানিত করা না হয়) তবে কাকে আল্লাহ্ সম্মানিত করবেন? নবী ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! 'উসমানের মৃত্যু হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম! আমি তার সম্বন্ধে কল্যাণের আশা পোষণ করছি। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানিনা আল্লাহ্ তাঁর সাথে কি ব্যাবহার করবেন। উম্মুল 'আলা'রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম, আমি এ কথা শুনার পর আর কাউকে (দৃঢ়তার সহিত) পূত-পবিত্র বলব না। উম্মুল 'আলা'রাযি. বলেন, নবী করীম ﷺ -এর এ কথা আমাকে চিন্তিত করল। এরপর আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, 'উসমান ইবনে মায'উন রাযি. এর জন্য একটি নহর প্রবাহিত রয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গিয়ে আমার স্বপ্নটি ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এ হচ্ছে তার (নেক) আমল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হলো হাদিসাংশ حين اقترعت الانصار على سكنى এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে হাদিসটি ১৬৬ ও ৩৬৯ - ৩৭০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। সামনে ১০৩৭ ও ১০৩৯ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ ﷺ. فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ. وَقُتِلَتْ سَرَاتُهُمْ فِي دُخُولِهِمْ فِي الإِسْلاَمِ.

সহজ তরজমা

৩৬৬৫. উবায়দুল্লাহ ইবনে সা'ঈদ রহ... আয়শা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ এমন একটি যুদ্ধ ছিল যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ -এর অনুকূলের তাঁর হিজরতের পূর্বেই সংঘটিত করিয়েছিলেন, যা তাদের (মদীনাবাসীদের) ইসলাম গ্রহণের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। রাসূল ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন তাদের গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের অনেক নেতৃবৃন্দ নিহত হয়েছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদিসাংশ فقدم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে ৫৩৩ ও ৫৪৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ هِشَامٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ. دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى. وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ {تُغَنِّيَانِ} بِمَا تَقَاذَفَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ مَرَّتَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ. إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا. وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا الْيَوْمُ".

সহজ তরজমা

৩৬৬৬. মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ... 'আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, আবূ বকর রাযি. ঈদুল ফিত্র অথবা ঈদুল আযহার দিনে তাঁকে দেখতে এলেন। তখন নবী ﷺ 'আয়েশা রাযি.-এর গৃহে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় দু'জন অল্প বয়াসী বালিকা ঐ কবিতাটি উচ্চঃস্বরে আবৃত্তি করছিল যা আনসারগণ বু'আস যুদ্ধে আবৃত্তি

https://e-ilm.weebly.com/

করেছিল। তখন আবূ বকর রাযি. দু'বার বললেন, এ হল শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। নবী ﷺ বললেন, হে আবূ বকর, তাদেরকে ছেড়ে দাও। কেননা প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই 'ঈদ রয়েছে আর আজকের দিন হল আমাদের 'ঈদের দিন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল এভাবে যে, يوم بعاث এর উল্লেখ থাকার ক্ষেত্রে এ হাদিসটি পূর্বের হাদিসের অনুরূপ المطابق للمطابق للشيئ مطابق الخ, আমি এ হাদিসের কোন মিল উল্লেখ করতে কোন ব্যাখ্যাকারকে দেখিনি। আমি যা উল্লেখ করেছি তা আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে। (উমদা)

(অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. এ হাদিসটি পূর্বের হাদিসের মুনাসাবাতে উল্লেখ করেছেন। যাতে يوم بعاث এর উল্লেখ রয়েছে)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে ১৩০, ১৩৫, ৪০৭, ৫০০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ.. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ. حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ. يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. رضي الله عنه. قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ. نَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ. قَالَ. فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلإِ بَنِي النَّجَّارِ. قَالَ. فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ. قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ. وَمَلأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ. قَالَ فَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ. وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ. قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ. فَأَرْسَلَ إِلَى مَلإِ بَنِي النَّجَّارِ. فَجَاءُوا فَقَالَ "يَا بَنِي النَّجَّارِ. ثَامِنُونِي حَائِطَكُمْ هٰذَا". فَقَالُوا لاَ. وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ. قَالَ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ. وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبٌ. وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ. وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ. وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ. قَالَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ. قَالَ. وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً. قَالَ قَالَ جَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَاكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ. وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُمْ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهْ فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ.

সহজ তরজমা

৩৬৬৭. মুসাদ্দাদ ও ইসহাক ইবনে মানসুর রহ... আনাস ইবনে মালিক রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন মদীনার উঁচু এলাকার 'আমর ইবনে 'আউফ গোত্রে অবস্থান করলেন। আনাস রাযি. বলেন, সেখানে তিনি চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। এরপর তিনি বানু নাজ্জারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট সংবাদ পাঠালেন। তারা সকলেই তরবারী ঝুলিয়ে উপস্থিত হলেন। আনাস রাযি. বলেন, সেই দৃশ্য এখনো যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। রাসূল ﷺ এবং আবূ বকর রাযি. তাঁর পিছনে উপবিষ্ট রয়েছেন, আর বনু নাজ্জারের প্রধানগণ রয়েছেন তাদের পার্শ্বে। অবশেষে আবূ আইয়ুব রাযি.-এর বাড়ীর চত্বরে উটটি বসে পড়ল। রাবী বলেন, ঐ সময় রাসূল ﷺ যেখানেই সালাতের সময় হত সেখানেই সালাত আদায় করে নিতেন। এবং তিনি কোন কোন সময় ছাগল-ভেড়ার খোয়াড়েও সালাত আদায় করতেন। রাবী বলেন, তারপর তিনি মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন। তিনি বনী নাজ্জারের নেতাদের ডাকলেন এবং তারা এলে তিনি বললেন, তোমাদের এ বাগানটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও। তারা বলল, আল্লাহর কসম, আমরা বিক্রি করব না। আল্লাহর কসম-এর বিনিময় আল্লাহর নিকটই চাই। রাবী বলেন এই স্থানে তখন ছিল মুশরিকদের পুরাতন কবর, বাড়ী ঘরের কিছু ভগ্নাবশেষ,

https://e-ilm.weebly.com/

কয়েকটি খেজুরের গাছ। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদেশে মুশরিকদের কবরগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হল। ভগ্নাবশেষ সমতল করা হল, খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা হল। রাবী বলেন, কর্তিত খেজুর গাছের কাণ্ডগুলি মসজিদের কেবলার দিকে এর খুঁটি হিসেবে এক লাইনে স্থাপন করা হল এবং খুঁটির ফাঁকা স্থানে রাখা হল পাথর। তখন সাহাবায়ে কেরাম পাথর বহন করে আনছিলেন এবং ছন্দ যুক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেনঃ আর রাসূল ﷺ তখন তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ্! প্রকৃত কল্যাণ একমাত্র আখিরাতের কল্যানই। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাজির ও আনসারদের সাহায্য কর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে হাদিসটি ৫৫৯ - ৫৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইতিপূর্বে ৩৭, ৬১, ২৫১, ৩৮৩, ৩৮৮, ও ৩৮৯ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

بَابُ إِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ

২১৬২. পরিচ্ছেদ : হজ্ব আদায়ের পর মুহাজিরগণের মক্কায় অবস্থায়

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ. قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ. يَسْأَلُ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ النَّمِرِ مَا سَمِعْتَ فِي. سُكْنَى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ".

সহজ তরজমা

৩৬৬৮. ইব্রাহীম ইবনে হামযা রহ. .... 'উমর ইবনে আবদুল আযীয রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি সাইব ইবনে উখতে নাম্ররাযি. কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি (মুহাজিরদের হজ্জ সম্পাদানান্তে) মক্কায় অবস্থান সম্পর্কে কি শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি 'আলা ইবনুল হাযরামী রাযি.-এর নিকট শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুহাজিরদের জন্য তাওয়াফে সদর আদায় করার পর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সুস্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে ৫৬০ পৃ.।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ التَّارِيخِ. مِنْ أَيْنَ أَرَّخُوا التَّارِيخَ

২১৬৩. পরিচ্ছেদ : তারিখ সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থাৎ তারিখের প্রারম্ভ কখন থেকে হয়

ইবনে জাওযী ইমাম শাবী থেকে বর্ণনা করেন, যখন আদম সন্তান বেড়ে গেল ও তাদের বংশ বিস্তার লাভ করল তখন আদম আ. এর জান্নাত থেকে অবতরনের সময় থেকে তারিখের গননা শুরু হয়। যা হযরত নূহ আ. এর মহা প্লাবন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। অতঃপর নতুন তারিখ গণনা শুরু হয় হযরত নূহ আ. এর প্লাবনের সময় থেকে যা চলে হযরত ইব্রাহিম আ. আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় পর্যন্ত, অতঃপর আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় থেকে শুরু করে হযরত ইউসূফ আ. এর সময়কাল পর্যন্ত, অতঃপর হযরত মূসা আ. এর মিশর থেকে বের হওয়ার সময় থেকে অতঃপর হযরত দাউদ আ. এর যামানা থেকে, অতঃপর সুলাইমান আ. এর যামানা থেকে। তবে বর্তমান মুসলমানদের তারিখ গননা শুরু হয় হযরত রাসূল ﷺ এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় থেকে। হিজরত যদিও রবিউল আওয়াল মাসে শুরু হয় কিন্তু বৎসরের শুরু হয় মুহাররাম মাস থেকে এর উপরই আমল রয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ مَا عَدُّوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ مِنْ وَفَاتِهِ. مَا عَدُّوا إِلاَّ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ.

সহজ তরজমা

৩৬৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ... সাহল ইবনে সা'দ রাযি. বর্ণনা করেন, লোকেরা বছর গণনা নবী করীম ﷺ -এর নবুওয়াত লাভের দিন থেকে করেনি এবং তাঁর ওফাত দিবস থেকেও করেনি বরং তাঁর মদীনায় হিজরত থেকে বছর গণনা করা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে ৫৬০ পৃষ্ঠায় হাদিসটি বিদ্যমান।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا. وَتُرِكَتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الأُولَى. تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ.

সহজ তরজমা

৩৬৭০. মুসাদ্দাদ রহ... 'আয়শা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম অবস্থায় দু' দু' রাক'আত করে সালাত ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর নবী করীম ﷺ যখন হিজরত করলেন, ঐ সময় সালাত চার রাক'আত করে দেয়া হয়। এবং সফরকালে পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ দু'রাক'আত বহাল রাখা হয়। আব্দুর রাজ্জাক রহ. মা'মর সূত্রে রেওয়াত বর্ণনায় يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ -এর অনুসরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : পূর্ববর্তী অধ্যায় দুটি যেহেতু রাসূল ﷺ এর হিজরত সম্পর্কে অতিবাহিত হয়েছে তাই এখানে এ হাদিসটি উল্লেখ করা যুক্তি সংগত হলো না। (উমদা)

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে ৫৬০ পৃষ্ঠায় হাদিসটি বিদ্যমান। আর ইতিপূর্বে নামায অধ্যায়ে ৫১ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

https://e-ilm.weebly.com/

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ

২১৬৪. পরিচ্ছেদ : রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ "হে আল্লাহ আমার সাহাবাদের হিজরতকে প্রতিষ্ঠিত রাখ"

وَمَرْثِيَتِهِ لِمَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

এবং ঐসকল মুহাজির সাহাবী যারা মক্কায় ইন্তেকাল করেছেন তাদের ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ مَرَضٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى. وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ "لَا". قَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ "الثُّلُثُ يَا سَعْدُ. وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ". قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ "أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ. وَلَسْتَ بِنَافِقٍ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا آجَرَكَ اللهُ بِهَا. حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً. وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ. وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. اَللّٰهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ. وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ". وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ "أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ".

সহজ তরজমা

৩৬৭১. ইয়াহ্ইয়া ইবনে কায'আ রহ... সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাযি. বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে পড়ি, তখন রাসূল ﷺ আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার রোগ কি পর্যায়ে পৌছেছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন বিত্তবান লোক। আমার ওয়ারিশ হচ্ছে একটি মাত্র কন্যা। আমি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ কি আল্লাহর রাস্তায় সাদকা দিব? তিনি বললেন না। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক? তিনি বললেন, হে সা'দ এক-তৃতীয়াংশ দান কর। এ তৃতীয়াংশই অনেক বেশী। তুমি তোমার সন্তান-সন্ততিদেরকে বিত্তবান রেখে যাও ইহাই উত্তম, এর চাইতে যে, তুমি তাদেরকে নিঃস্ব রেখে গেলে যে তারা অন্যের নিকট হাত পেতে ভিক্ষা করে। আহমদ ইবনে ইউসুফ রহ. ... ইব্রাহীম রহ. থেকে এ কথাগুলোও বর্ণনা করেছেন। তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সম্পদশালী রেখে যাবে আর তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা ব্যয় করবে, আল্লাহ্ তাঁর প্রতিদান তোমাকে দেবে। তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোক্‌মাটি তুলে দিবে এর প্রতিদানও আল্লাহ তোমাকে দেবে। আমি বললাম, ইয়া আল্লাহ্! আমি কি আমার সাথী সঙ্গীদের থেকে পিছনে পড়ে থাকব? তিনি বললেন, তুমি কখনই পিছনে পড়ে থাকবে না আর এ অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যে কোন নেক 'আমল করবে তাহলে তোমার সম্মান ও মর্যাদা আরো বেড়ে যাবে। সম্ভবতঃ তুমি পিছনে থেকে যাবে এবং এর ফলে তোমার দ্বারা অনেক মানুষ উপকৃত এবং অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। হে আল্লাহ্! আমার সাহাবীদের হিজরতকে অক্ষুন্ন রাখুন। তাদেরকে পশ্চাৎমুখি করে ফিরিয়ে নিবেন না। কিন্তু অভাবগ্রস্থ সা'দ ইবনে খাওলার মক্কায় মৃত্যুর কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। আহমদ ইবনে ইউনুস রহ ও মূসা রহ ইব্রাহীম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ তোমরা উত্তরাধিকারীদের রেখে যাওয়া...।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল হাদিসাংশ اَللّٰهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে ৫৬০ পৃষ্ঠায় হাদিসটি বিদ্যমান। আর সংক্ষিপ্তাকারে ১৩, ১৭৩, ৩৮২ - ৩৮৩ অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে মাগাজীতে ৬৩২, ৮০৬, ৮৪৬, ৯৪৩, ৯৯৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

بَابٌ: كَيْفَ آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ

২১৬৪. পরিচ্ছেদ : রাসূল ﷺ কিভাবে সাহাবায়ে কেরাম তথা মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ: "آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ» وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: آخَى النَّبِيُّ ﷺ، بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. বলেন, আমরা মদীনায় আসার পর রাসূল ﷺ আমাকে হযরত সা'দ ইবনে রবী আনসারী রাযি. এর ভাই বানিয়ে দিলেন। হযরত জুহাইফা রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ হযরত সালমান ফারসী ও আবু দারদা রাযি. এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ، فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ، فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ". قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ "فَمَا سُقْتَ فِيهَا". فَقَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".

সহজ তরজমা

৩৬৭২. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইবনে 'আউফ রাযি. যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন নবী ﷺ তাঁর ও সা'দ ইবনে রাবী' আনসারী রাযি. এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিলেন। সা'দ রাযি. তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে অর্ধেক সম্পত্তি এবং দু'জন স্ত্রীর যে কোন একজন নিয়ে যাওয়ার জন্য আবদুর রাহমানকে অনুরোধ করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ্ আপনার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদে বরকত দান করুন। আমাকে স্থানীয় বাজারের রাস্তাটি দেখিয়ে দিন। তিনি (বাজারে গিয়ে ব্যাবসা আরম্ভ করলেন এবং) মুনাফা স্বরূপ কিছু ঘি ও পনীর লাভ করলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাত হল। তিনি ﷺ তখন তার গায়ে ও কাপড়ে হলুদ রং এর চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, হে আবদুর রাহমান, ব্যাপার কি! তিনি বললেন, আমি একজন আনসারী মহিলাকে বিবাহ করেছি। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ? তিনি বললেন, তাকে নাওয়াত(খেজুর বিচি) পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। তখন নবী ﷺ বললেন, একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা করে নাও।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট কেননা এতে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করার অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে ৫৬১ পৃষ্ঠায় হাদিসটি বিদ্যমান।

https://e-ilm.weebly.com/

ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ২বার স্থাপন করা হয় ঃ

আল্লামা কাসতালানী রহ. বলেন, ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ২বার স্থাপন করা হয় একবার হিজরতের পূর্বে মুহাজিরীনদের মধ্যে। তাতে হযরত আবু বকর ও উমর রাযি. কে হযরত হামযা ও যায়েদ ইবনে হারেসাকে হযরত উসমান ও হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. হযরত যুবাইর ও ইবনে মাসউদ রাযি. কে হযরত উবাইদা ইবনে হারেস ও হযরত বেলাল রাযি. কে হযরত মুসআব ইবনে উমাইর ও সা'দ ইবনে আবি উবায়দা রাযি. কে এবং হযরত আবু উবায়দা ও সালেম মাওলা হুজাইফা রাযি. এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।

অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য কাসতালানী।

بَابٌ

২১৬৬. পরিচ্ছেদ : শিরোনামহীন (তানবীনের সাথে)

حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ. عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ. حَدَّثَنَا أَنَسٌ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَمٍ. بَلَغَهُ مَقْدَمُ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةَ. فَأَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ. فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِيٌّ مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ قَالَ " أَخْبَرَنِي بِهِ جِبْرِيلُ آنِفًا ". قَالَ ابْنُ سَلاَمٍ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ. قَالَ " أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ. وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ. فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ. وَأَمَّا الْوَلَدُ. فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ. وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدَ ". قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ. فَاسْأَلْهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِي. فَجَاءَتِ الْيَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ فِيكُمْ ". قَالُوا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَأَفْضَلُنَا وَابْنُ أَفْضَلِنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ ". قَالُوا أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ. فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ. فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ. فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. قَالُوا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا. وَتَنَقَّصُوهُ. قَالَ هَذَا كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ.

সহজ তরজমা

৩৬৭৩. হামিদ ইবনে 'উমর রহ... আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি.-এর নিকট নবী করীম ﷺ -এর মদীনায় আগমনের সংবাদ পৌছালে তিনি এসে তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করছি। এগুলোর সঠিক উত্তর নবী ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।

(১) কিয়ামতের সর্বপ্রথম 'আলামত ও লক্ষণ কি?

(২) জান্নাতবাসীদের সর্বপ্রথম আহার্য কি?

(৩) কি কারণে সন্তান আকৃতিতে কখনও পিতার অনুরূপ কখনো বা মায়ের অনুরূপ হয়?

নবী করীম ﷺ বললেন, এ বিষয়গুলি সম্পর্কে এইমাত্র জিব্রাঈল আ. আমাকে জানিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালামরাযি. একথা শুনে বললেন, তিনিই ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে ইয়াহুদীদের শত্রু। নবী করীম (ﷺ) বললেন,

https://e-ilm.weebly.com/

(১) কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সর্বপ্রথম লক্ষণ হল লেলীহান আগুন যা মানুষকে পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে ধাওয়া করে নিয়ে যাবে এবং সবাইকে সমবেত করবে।

(২) সর্বপ্রথম আহার্য যা জান্নাতবাসী ভক্ষণ করবে তা হল মাছের কলীজার অতিরিক্ত অংশ

(৩) যদি নারীর আগে পুরুষের বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান পিতার আনুরূপ হয় আর যদি পুরুষের আগে নারীর বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান মায়ের অনুরূপ হয়।

'আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়াহূদীগণ এমন একটি সম্প্রদায় যারা অন্যের কুৎসা রটনায় অত্যন্ত পটু। আমার ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ হওয়ার পূর্বে আমার অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। নবী করীম (ﷺ) তাদেরকে ডাকলেন, তারা হাযির হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনে সালাম কেমন লোক? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির সন্তান। তিনি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র। নবী করীম ﷺ বললেন, আচ্ছা বলত, যদি 'আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ইসলাম গ্রহণ কর তবে কেমন হবে? তারা বলল, আল্লাহ্ একাজ থেকে রক্ষা করুন। নবী করীম ﷺ আবার এ কথাটি বললেন, তারাও পূর্বরূপ উত্তর দিল। তখন 'আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বেরিয়ে আসলেন, এবং বললেন, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الخ ইহা শুনে ইয়াহূদীগণ বলতে লাগল, সে আমাদের মধ্যে মন্দ লোক এবং মন্দ লোকের ছেলে। অতঃপর তারা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আরো অনেক কথাবার্তা বলল। 'আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইহাই আশংকা করছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সুস্পষ্ট অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর হিরতের অধ্যায়ের সাথে মিল সুস্পষ্ট।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে ৫৬১ পৃষ্ঠায় হাদিসটি বিদ্যমান। ইতিপূর্বে হাদিসটি ৪৬৯ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে তাফসীর অধ্যায়ে ৬৪৩ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَمْرٍو. سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مُطْعِمٍ. قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ أَيَصْلُحُ هٰذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ. وَاللهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ أَحَدٌ. فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هٰذَا الْبَيْعَ. فَقَالَ " مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ ". وَالْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً. فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ. وَقَالَ نَسِيئَةً إِلَى الْمَوْسِمِ أَوِ الْحَجِّ

সহজ তরজমা

৩৬৭৪. 'আলী ইবনে 'আবদুল্লাহ রহ... 'আবদুর রাহমান ইবনে মুত্'ঈম রাযি. বলেন, আমার ব্যবসায়ের একজন অংশীদার কিছু দিরহাম(রৌপ্য মুদ্রা) বাজারে নিয়ে বাকীতে বিক্রি করে। আমি বললাম, সুবাহানাল্লাহ। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় কি জায়িয? তিনিও বললেন, সুবাহানাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি ইহা খোলা বাজারে বিক্রি করেছি তাতে কেউ আপত্তি করেন নি। এরপর বারা' ইবনে 'আযিব রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আমরা এরূপ বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করতাম; তখন তিনি বললেন যদি নগদ হয় তবে তাতে কোন বাঁধা নেই। আর যদি ধারে হয় তবে জায়িয হবে না। তুমি যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি.-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞাসা করে নাও। কেননা তিনি আমাদের মধ্যে বড় ব্যবসায়ী

https://e-ilm.weebly.com/

ছিলেন। এরপর আমি যায়েদ ইবনে আরকামকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও অনুরূপ বললেন। সুফিয়ান রহ. হাদীসটি কখনও এরূপ বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ যখন মদীনায় আমাদের নিকট আসেন, তখন আমরা হজ্জের মৌসুম পর্যন্ত, মেয়াদে বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসাংশ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ এর সাথে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে ৫৬১ পৃষ্ঠায় হাদিসটি বিদ্যমান। ইতিপূর্বে ২৭৭, ২৯১ম ৩৪০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

بَابُ إِتْيَانِ الْيَهُودِ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ

২১৬৭. পরিচ্ছেদ : যখন রাসূল ﷺ মদীনায় আগমন করলেন তখন ইয়াহূদীদের আসার বর্ণনা সম্পর্কে

هَادُوا صَارُوا يَهُودًا وَأَمَّا قَوْلُهُ: {هُدْنَا} [الأعراف: ١٥٦]: تُبْنَا. هَائِدٌ: تَائِبٌ

শব্দ বিশ্লেষণ : هادوا সূরায়ে বাকারার ৬২ নং আয়াতে الذين هادوا, এর অর্থ যারা ইয়াহূদী হয়েছে আর সূরায়ে আ'রাফের ১৫৬ নং আয়াতে انا هدنا اليك এর অর্থ হলো تبنا অর্থাৎ আমরা তওবা করলাম। আমরা আপনার প্রতি প্রত্যাবর্তন করলাম। সুতরাং هائد অর্থ تائب ।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لآمَنَ بِي الْيَهُودُ".

সহজ তরজমা

৩৬৭৫. মুসলিম ইবনে ইব্রাহীম রহ...আবূ হুরায়রা রাযি. নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যদি আমার উপর দশজন ইয়াহূদী ঈমান আনত তবে সমগ্র ইয়াহূদী সম্প্রদায়ই ঈমান গ্রহণ করত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এর সাথে মিল বের করা কঠিন। তবে আল্লামা আইনী রহ. বলেন উল্লিখিত অধ্যায় সমূহ অর্থাৎ باب هجرة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর পরের সবগুলো অধ্যায়ই এর অনুগামী। এ হিসেবে تابع ও متبوع এর مناسبت এখানে বিদ্যমান।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে ৫৬২পৃষ্ঠায় হাদিসটি বিদ্যমান। ইমাম মুসলিম রহ. তওবা অধ্যায়ে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ، أَوْ مُحَمَّدُ، بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغُدَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى ؓ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَإِذَا أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ يُعَظِّمُونَ عَاشُورَاءَ وَيَصُومُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "نَحْنُ أَحَقُّ بِصَوْمِهِ". فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ

সহজ তরজমা

৩৬৭৬. আহমদ অথবা মুহাম্মদ ইবনে 'উবায়দুল্লাহ আল-গুদানী রহ...আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের কিছু লোক আশুরা দিবসকে অত্যন্ত সম্মান করত এবং সেদিন তারা সাওম পালন করত। এতে নবী করীম ﷺ বললেন, ইয়াহূদী অপেক্ষা ঐ দিন সাওম পালন করার আমরা অধিক হকদার। তারপর তিনি সকলকে সাওম পালন করার আদেশ দিলেন।

https://e-ilm.weebly.com/

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : পূর্বের হাদিসের মিল দ্রষ্টব্য।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে ৫৬২ পৃষ্ঠায় হাদিসটি বিদ্যমান।

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ. فَسُئِلُوا عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالُوا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْفَرَ اللهُ فِيهِ مُوسٰى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلٰى فِرْعَوْنَ. وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "نَحْنُ أَوْلٰى بِمُوسٰى مِنْكُمْ" ثُمَّ أَمَرَ بِصَوْمِهِ.

সহজ তরজমা

৩৬৭৭. যিয়াদ ইবনে আইয়ুব রহ...ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন দেখতে পেলেন ইয়াহূদীগণ 'আশুরা দিবসে সাওম পালন করে। তাদেরকে সাওম পালনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলল, এদিনই আল্লাহ্ তা'আলা মূসা আ. ও বনী ইসরাঈলকে ফিরাউনের উপর বিজয় দান করেছিলেন। তাই আমরা ঐ দিনের সম্মানার্থে সাওম পালন করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরা মূসা আ.-এর অধিক নিকটবর্তী। এরপর তিনি সাওম পালনের আদেশ দেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : এ জন্য দ্রষ্টব্য ৩৬৭৩ নং হাদিস।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে ৫৬২পৃষ্ঠায় হাদিসটি বিদ্যমান। আর ইতিপূর্বে হাদিসটি ২৬৮, ৪৮২ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৬৭৭, ৬৯২ পৃষ্ঠায় আসবে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ. عَنْ يُونُسَ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ. وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ. وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ. ثُمَّ فَرَقَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ.

সহজ তরজমা

৩৬৭৮. 'আবদান রহ... আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম ﷺ চুলে সিঁথি না কেটে সোজা পিছনের দিকে ছেড়ে দিতেন। আর মুশরিকগণ তাদের চুলে সিঁথি কাটত। আহলে কিতাব সিঁথি কাটত না। নবী করীম ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন আদেশ না আসা পর্যন্ত আহলে কিতাবের অনুকরণকে পছন্দ করতেন। তারপর (আদেশ আসলে) তাঁর মাথায় সিঁথি কাটলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল সম্ভাবত এভাবে হয়েছে যে, كان يسدل شعره উদ্দেশ্য হলো যখন রাসূল ﷺ প্রথম প্রথম মদীনায় তাশরীফ আনয়ন করেন, আর মদীনায় তাশরীফ আনয়ন করাই হিজরত।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে ৫৬২পৃষ্ঠায় হাদিসটি বিদ্যমান। আর ইতিপূর্বে হাদিসটি ৫০৩ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে। আর সামনে ৮৭৭ পৃষ্ঠায় আসবে।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ " هُمْ أَهْلُ الكِتَابِ جَزَّءُوهُ أَجْزَاءً فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ. وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ. يَعْنِي قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ جَعَلُوا القُرْآنَ عِضِينَ} (الحجر: ٩١)

সহজ তরজমা

৩৬৭৯. যিয়াদ ইবনে আইয়ুব রহ... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এরাই তো সেই আহলে কিতাব যারা (তাওরাত ও কুরআনকে) ভাগাভাগি করে ফেলেছে, কিছু অংশের উপর ঈমান এনেছে এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে ৫৬২ পৃষ্ঠায় হাদিসটি বিদ্যমান।

بَابُ إِسْلَامِ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২১৬৮. পরিচ্ছেদ : হযরত সালমান ফারসী রাযি.-এর ইসলাম গ্রহন করা সম্পর্কে

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ. قَالَ أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ. عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ. أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبٍّ إِلَى رَبٍّ.

সহজ তরজমা

৩৬৮০. হাসান ইবনে 'উমর ইবনে শাকীক রহ... সালমান ফারসী রাযি. থেকে বর্ণিত, আমি (অন্যায়ভাবে) দশজনের অধিক মালিকের হাত বদল হয়েছি।

হযরত সালমান ফারসী রাযি. এর সংক্ষিপ্ত জীবনি : হযরত সালমান ফারসী রাযি. সত্য ধর্মের অনুসন্ধানী ছিলেন, একারণে তিনি আপন পিতা থেকে পলায়ন করেন। এবং পাদ্রীদের সংশ্রবে থাকতে থাকেন। সর্বশেষ যে পাদ্রীর সংশ্রবে ছিলেন, সে পাদ্রী সর্বশেষ নবী রাসূল ﷺ এর সুসংবাদ প্রদান করে যে, অতি শীঘ্রই আগমন ঘটার কথা। অতঃপর আগমনের শহরের নির্দেশনাবলীর বর্ণনা করলেন। বিশেষ করে এ নিদর্শন বর্ণনা করলেন যে, সে পয়গম্বর ছদকা ভক্ষণ করে না। তবে হাদিয়া কবুল করবেন এবং তাঁর গরদানের মাঝামাঝিতে মহরে নবুওয়ত থাকবে। হযরত সালমান ফারসী রাযি. নির্দেশনাবলী শ্রবনকরে আরবের দিকে চলতে লাগলেন, রাস্তায় আরব কাফেলার লোকেরা তার সাথে ধোঁকাবাজি করে তাকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করে দিল। অতঃপর ক্রয়-বিক্রয় চলতে চলতে এক পর্যায়ে মদীনার বনু কুরাইজার জনৈক ইহুদী তাকে খরীদ করে মদীনায় নিয়ে আসল, যখন রাসূল ﷺ মদীনায় তাশরীফ আনলেন, তখন এসকল নিদের্শনাবলী দেখে মুসলমান হয়ে গেলেন। নবী রাসূল ﷺ বললেন তুমি কিতাবতে চুক্তি করো। তাঁর মনিব তাকে বলল যে, তিনশত খেজুর বৃক্ষ রোপন কর (এগুলো যখন ফল দিবে তখন তুমি আযাদ) সাথে সাথে ৪০ উকিয়া স্বর্ণ দিতে হবে। রাসূল ﷺ নিজ হাতে এসকল বৃক্ষ রোপন করলেন এবং মুসলমানদেরকে সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দিলেন। পরবর্তীতে হযরত সালমান ফারসী রাযি. কে কিতাবাতের বদলে আযাদ করে দেন। তার বয়াস সম্পর্কে দুটি উক্তি পাওয়া যায়। এক উক্তি অনুযায়ী ২৫০ আড়াইশত বছর আর অপর উক্তি অনুযায়ী সাড়ে তিনশত বছর। তিনি ৩৬ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : সত্যের সন্ধানে এক পাদ্রী থেকে অন্য পাদ্রির নিকট স্থানান্তরিত হওয়া।

https://e-ilm.weebly.com/

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ أَنَا مِنْ رَامَ هُرْمُزَ

সহজ তরজমা

৩৬৮১. মুহাম্মদ ইবনে ইউসফ রহ... আবূ উসমান রাযি. বলেন, আমি সালমান রাযি.-কে বলতে শুনেছি: তিনি বলেন, আমি (পারস্যের) রাম হুরমুয শহরের অধিবাসী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : অর্থাৎ মূলত তিনি পারস্যের রামাহরমুজের বাসিন্দা ছিলেন। সত্যের সন্ধানে ঘর বাড়ি ছেড়ে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট সহ্য করার পর ইসলাম ভাগ্যে জুটে।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে ৫৬২ পৃষ্ঠায় হাদিসটি বিদ্যমান।

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ فَتْرَةٌ بَيْنَ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ.

সহজ তরজমা

৩৬৮২. হাসান ইবনে মুদরিক রহ... সালমান ফারসী রাযি. বলেন, 'ঈসা এবং মুহাম্মদ ﷺ এর আগমনের মধ্যে ছয়শ' বছরের ব্যবধান ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল : শিরোনামের সাথে মিল নেই।

হাদিসের পুনরাবৃত্তি : এখানে বুখারীতে ৫৬২ পৃষ্ঠায় হাদিসটি বিদ্যমান।

তাশরীহ : فترة তথা নবী আসা বন্ধ থাকার সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের উক্তি বিদ্যমান। বিশুদ্ধতম উক্তি হলো হযরত ঈসা আ. এরপর থেকে রাসূল ﷺ এর মাঝে কোন রাসূলের আগমন ঘটে নাই। আর উমদাতুল কারীতে গন্থকার সুহাইলী থেকে বর্ণনা করেন যে, فترة এর সময় একজন নবী প্রেরীত হয়েছিলেন যার নাম ছিল শুআইব ইবনে মাহযাম, কিন্তু এর বিপরীতে সহীহ হাসিদ হলো হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন আমি হযরত রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন انا اولى الناس بابن مريم والانبياء اولاد علات ليس بينى وبينه نبى বুখারী পৃষ্ঠা ৪৮৯ ইমাম মুসলিম রহ. ও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত